একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

২০১ সংখ্যা

বৈশাখ ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃকাল।

প্রাতঃকাল কি রমণীয় কাল! এ সময়ে সকলই নিস্তব্ধ—সকলই প্রশান্ত। আমাদের মনে সাংসারিক চিন্তা এখনো স্থান পায় নাই, কর্ণ-বধিরকারী বিষয়-কোলাহলের এখনো আরম্ভ হয় নাই, কর্ম্মক্ষেত্র এখনো মুক্ত হয় নাই। কিছু পূর্ব্বেই দিগ্বিতান সূচি-ভেদ্য-তিমিরাবলিতে আবৃত ছিল—সে সময়ের এপ্রকার ভাব, যেন আঁধার ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। এক্ষণে দিবাকরের উদয় হইয়াছে, মৃতকল্প জীবগণ নববীর্য্য ধারণ করিয়াছে। সমস্ত দিবসের মধ্যে দিবাকর এমন মধুরভাব ধারণ করে না, গন্ধবহ এরূপ সুখাবহ হয় না। এই সময়ে সকলই মধুময় পরমার্থ রসে পরিপূরিত। প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্যে যে ব্যক্তি সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য-জ্যোতি দেখিতে না পায়, তাহার অচেতন মন মনই নহে।

এই শান্তি-পূর্ণ সময়ে আমাদের মনও শান্তি-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর গত রজনীতে আমাদের শরীর অবসন্ন হইল—মন নিরুৎসাহ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গেল;—ক্রমে হস্ত পদ অসাড় হইল ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হইল—চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইল। আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতিকৃতি নিদ্রাকে অভিভূত থাকিয়া বন্ধু, বান্ধব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের অবসন্ন অঙ্গ সমুদায় নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমাদের জড়িমাপন্ন নেত্র-যুগল আবার উজ্জ্বল এবং প্রভাযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মন যেন বিস্মৃতির আলয় হইতে নিজ নিকেতনে উপনীত হইয়াছে।

কিন্তু যৎকালে আমরা গভীর নিদ্রাতে অভিভূত ছিলাম, তখনও আমরা নিরাশ্রয় ছিলাম না। আমরা যখন চিন্তাশূন্য ছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে বিস্মৃত ছিলেন না। আমাদের যখন এমন শক্তি ছিল না যে আপনাকে রক্ষা করি, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সেই শয্যাই যদি আমাদের মৃত্যু শয্যা হইত, তাহা হইলে কেবা আমারদিগকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিত? তাহা না হইয়া আমাদের শরীরের সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা জানিতেও পারি নাই। এক্ষণে আমাদের আশ্রয়দাতার প্রতি কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যাঁহার প্রসাদে আমাদের চক্ষু স্বীয় কোটরে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করত এক্ষণে সতেজ হইল, তাহা তাঁহার প্রতি উন্মীলন কর; আমারদের হস্ত অন্যে

ক ক্ষণ পর্য্যন্ত অবশ থাকিয়া যাঁহার নিয়মে এক্ষণে সবল হইল, তাহা তাঁহার প্রতি উত্তোলন কর। আমাদের জিহ্বা যাহার আদেশে উন্মুক্ত হইল, তাহাতে সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন কর।

এক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার কর্ম্ম-ভূমিতে পদ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যে সংসার কণ্টকে কতবার বিদ্ধ হইয়াছি, তাহার মধ্য দিয়াই বিচরণ করিতে হইবে; যে সকল বিষয় মন হইতে আর কোন ক্রমেই অপনীত হইবার নহে, তাহাতেই হয়তো লিপ্ত হইতে হইবে; যে সকল কার্য্য আর কখনই বিস্মৃত হইবার নহে, তাহাই হয়তো সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকের নিকট হইতে কত নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে হইবে—কত পাপ প্ররোচন প্রলোভনে আমাদের দুর্ব্বল মন আকৃষ্ট হইবে—কত অনর্থকরী প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এ দিনের কিছুই স্থির নাই। কত অনতিক্রমণীয় বিপদ রাশি সম্মুখে রহিয়াছে। কত দুঃসহ ভার নিবহ আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এই দিনই হয়তো আমাদের এই পৃথিবীর শেষ দিন। এই দিবসের প্রারম্ভে সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি। যাহাতে দিবসের সমুদায় কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর হয়, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার অভয় প্রদ ক্রোড়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কার্য্যে আমাদের অপ্রতিহত অনুরাগ হইবে—তাঁহার উজ্জ্বল মুখ সম্মুখে থাকিলে সংসারের কুটিল পথও সরল হইয়া যাইবে।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

অষ্টম উপদেশ

মুক্তি

ঈশ্বরের উপাসনা কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, সুখ সম্পদ পাইবার নিমিত্তে; সে বালকের ন্যায় উত্তর করে। তাহার যথার্থ লক্ষ্য স্থান এখনো হৃদয়ে আইসে নাই। এখানে সুখ দুঃখের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে, পরীক্ষার নিমিত্তে, ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে বিপদ প্রেরণ করিতেছেন। বিষয়-সুখ কখনই ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য নহে। তবে ঈশ্বরের উপাসনা কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, মুক্তি লাভের নিমিত্তে; সেই পণ্ডিতের ন্যায় উত্তর করে। মুক্তিই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান—তাহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু উপকারী, তাহাই আমাদের প্রার্থনা যোগ্য। মুক্তির পথে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বভাবতঃ আমাদের এই প্রকার প্রার্থনা হয়, যে হে পরমাত্মন্! আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর, আমার আত্মাতে পবিত্রতা বিস্তার কর; তুমি আমার নিকটে প্রকাশিত হও; তোমার সহবাসে আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর। মুক্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা মধ্য দেশে থাকি। সমুদায় সংসারের কার্য্যই পরিধি হয়, আর আমরা মধ্যের বিন্দুতে অবস্থিতি করি। এই মধ্য দেশে থাকিলে সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ থাকে; কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। মুক্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা এমত স্থানে আছি, যে যেখান হইতে সমুদয় সংসার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—আমরা মধ্য পথে থাকি, আর সমুদায়ই আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। শরীর রক্ষা যে এমত নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর আত্মার উৎকর্ষ সাধন পর্য্যন্ত, সকলই আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে। মুক্তির প্রতি যাহার লক্ষ্য থাকে, তাহার নিকটে সমুদয় নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া আইসে। তর্কের উপর, লোকবাক্যের উপর, দেশাচারের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয় না। আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত যত্ন থাকে, কেননা পবিত্র স্বরূপকে লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুক্তির দিকে যাঁহার লক্ষ্য থাকে, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় ভিদ্যমান হয়। আমাদের হৃদয় গ্রন্থি কি? না মোহ, অজ্ঞান, স্বার্থপরতা। এই স-

কল গ্রন্থিই আমাদিগকে সংসার পাশে, মৃত্যুর পাশে, বন্ধ করিয়া রাখে। মুক্তির প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি পুণ্য পদবীতে সহজেই আরোহণ করিতে থাকেন। আমাদের এমন সকল সঙ্কট সময় উপস্থিত হয়, এ প্রকার গুরুতর ভার আমাদের উপর চতুর্দ্দিক দিয়া পতিত হয়, যে সেই সময় সেই সকল অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। এমন সূক্ষ্ম স্থল এক এক সময়ে উপস্থিত হয়, যাহা গ্রন্থ মধ্যে কেহ কখন উল্লেখ করেন নাই, যাহা অন্যের উপদেশে কখনো শ্রবণ করা যায় নাই, সেই সেই স্থলে কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা কেমন কঠিন। এই সকল স্থলে কি কর্ত্তব্য? শত শত গ্রন্থ মধ্যে শত শত লোকের নিকট হইতে আমরা যে উপদেশ পাই না, এক বার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই সকল বিষয় আলোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই পরম গুরু হইতে শিক্ষা লাভ করি। মুক্তির প্রতি লক্ষ্য থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সকল কর্ম্মেরই যোগ থাকে। অন্যেরা যেখানে রাশি রাশি কর্ত্তব্য ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আমাদের নিকটে সে সকল কর্ত্তব্য একীভাব ধারণ করে। অন্যেরা যে স্থলে কর্ত্তব্য কি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না, সেই সকল স্থানে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা যথা উপদেশ প্রাপ্ত হই। অন্যেরা যেখানে একাকী আপন ক্ষুদ্র বলে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে আমরা ঈশ্বরকেই সহায় পাই—তাঁহার নিকটে আপনাকে সমর্পণ করিয়া চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হই। অন্যেরা যখন একবার পতিত হইয়া নিরাশ-নীরে পতিত হয়, ঈশ্বর স্বীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া দিলেও তাঁহাকে আশ্রয় করিতে যায় না, আমরা সেই সময়ে সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হইয়া আবার উদ্ধার হই। যাহাতে আমরা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটেই যাইতে পারি, তিনি এই প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করেন, বল বীর্য্য প্রদান করেন।

মুক্তি কি? না সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া। মৃত্যুর পাশ হইতে প্রমুক্ত হইয়া অমৃতের দিকে অগ্রসর হওয়া। বিষয়াকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষয়ের অতীত পদার্থকে আশ্রয় করা। যত কাল আমরা সংসার বন্ধনেই বন্ধ থাকি, তত দিন আমাদের বন্ধ ভাব। যত দিন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকি, ততদিন মৃত্যুর পাশেই বদ্ধ হইয়া থাকি। আমরা অন্তরে মুক্ত না হইলে মুক্তির ভাব বুঝিতে পারি না। আমরা এখানে মৃত্যু আর অমৃতের সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে যত যাইতে থাকি, ততই আমাদের মুক্তভাব উপলব্ধি হইতে থাকে। আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা সকলকেই একত্র করিয়া ঈশ্বরেতে যতই সমর্পণ করিতে পারিব, ততই আমরা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ থাকিবে না, তখনই আমাদের যথার্থ মোক্ষাবস্থা হইবে

ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ কি? দ্যুলোক, ভূলোক, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সকলই যাঁহার এক রাজদণ্ডের উপর চলিতেছে, তাঁহার সহিত বিবাদ কে করিতে পারে? কেবল মনুষ্যই কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া অকৃতজ্ঞ ও অসৎ পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম পথের বিপরীত দিকে চলিতে যায় ও শাস্তি ভোগ করে। আমাদের ইচ্ছা কখনো তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হয়, কখনো বা বিরোধিনী হয়। তাঁহার সহিত কখনো আমাদের সন্ধি থাকে, কখনো বিবাদ থাকে। এই স্বাধীনতা শক্তি মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য দান। মনুষ্যকে এই অধিকার দিয়া তিনি তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যে তুমি আপনা হইতে আমার পথে আইস। সকলেই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য কেবল জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সমস্ত জগৎ সমস্ত ঘটনা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে, কিন্তু আমরা আপন ইচ্ছাতে সেই অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছি। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিব, আমাদিগকে স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায়ই এই। এস্থলে অনু-

ক্রোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা এ প্রকার নয় যে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পূজা করি। তাঁহার শাসন এ প্রকার নয় যে ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে মান্য করিতেই হইবে। তিনি এ প্রকার রাজা নহেন, যে আমরা সকলেই তাঁহার ক্রীত দাস। আমরা বিনা অনুরোধে বিনা ভয়ে তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গলভাব প্রভৃতি করিয়া আপনা হইতে তাঁহাকে যে পূজা অর্পণ করি, সেই তাঁহার যথার্থ পূজা এবং সেই তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায়। আমরা তাঁহার যন্ত্র, আর তিনি আমাদের যন্ত্রী, আমাদের সহিত তাঁহার এ প্রকার ভাব নহে।

এই প্রকার স্বাধীন করিয়া দিয়াই তিনি আমাদিগকে মুক্তি লাভের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগকে এ প্রকার করিয়া দিতেন যে যন্ত্রের ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিয়াই যাইব, তাহা হইলে আমরা মুক্তির কোন অর্থই পাইতাম না। তিনি আমাদের সকল শক্তির নেতা রূপে আমাদিগকে একটী কর্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন; এই কর্তৃত্ব শক্তি হইতেই আমরা মুক্তির ভাব বিশেষ বুঝিতেছি। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মুক্তি লাভ করিব, তাঁহার যদি এই অভিপ্রায় না থাকিত, তবে আমাদের কর্তৃত্ব থাকার বিশেষ অভিসন্ধি প্রকাশ পাইত না। আমাদের দিয়া কি সংসারের উন্নতি হইবে? সুখ প্রবাহ বৃদ্ধি হইবে? সভ্যতা বিস্তার হইবে? জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে? এই উদ্দেশে কি তিনি আমাদিগকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি যদি কর্তৃত্ব না দিয়া আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলেও কি সেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। তিনি যদি আমাদের স্বার্থপরতাকে আরো দূরদর্শী করিয়া দিতেন, আমাদের লোকানুরাগ প্রবৃত্তি আরো তেজস্বিনী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কি জন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হইত না? সুখই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি তিনি আরো প্রচুর রূপে সুখ বর্ষণ করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদিগকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন বলিয়া বরং আমরা অনেক সময়ে বিষয় সুখ হইতে বঞ্চিতই হইতেছি। সুখই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি তিনি আমাদিগকে পশুর ন্যায় প্রকৃতির অধীন করিয়া সুখী করিতে পারিতেন না। আমরা কর্তৃত্ব পাইয়া এই দেখিতেছি, যে বিষয় সুখের প্রতিকূলেই অনেক সময়ে যাইতে হয়। আমরা বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে যাইতে পারি, এখানকার সমুদয় শিক্ষার তাৎপর্য্যই এই। আমরা এখান হইতেই মুক্তির আস্বাদন প্রাপ্ত হইতেছি। বিষয়ের প্রতিকূলে—লোকের প্রতিকূলে—পাপের প্রতিকূলে আমাদের কর্তৃত্ব যত বিস্তার করিতে পারি, ততই আমাদের মুক্ত ভাব উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা এখানে আমাদের কুপ্রবৃত্তিকে যেমন একবার পরাজয় করিতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য ততটুকু বল পাই—পরে পরে আরো সহজে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারি। আমরা যেমন পাপ হইতে মুক্ত হইতে থাকি, পাপকে অতিক্রম করিবার বলও প্রাপ্ত হইতে থাকি; আবার বলও যেমন বৃদ্ধি হয়, বিমুক্তিও তেমনি সহজে লাভ করিতে থাকি। আমরা জীবদ্দশাতেই মুক্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হই।

আমরা এখান হইতেই সেই মুক্তির সোপানে পদ নিঃক্ষেপ করিতেছি। ঈশ্বরকে এখানেই উপভোগ করিতেছি। আমাদের জ্ঞানজ্যোতিঃ যত উজ্জ্বল হইতেছে, তাঁহার মহিমা আমাদিগের নিকটে ততই বিকশিত হইতেছে; আমাদের পবিত্রতা ও সাধুভাবের যত উন্নতি হইতেছে, তাঁহার মঙ্গলভাব সেই পরিমাণে গ্রহণ করিতেছি। আমরা বিষয়ের প্রতিকূলতা, অবস্থার প্রতিস্রোত যত অতিক্রম করিতেছি; সেই অমৃতের দিকে ততই অগ্রসর হইতেছি এবং ব্রহ্মানন্দের ততই আস্বাদ পাইতেছি। দেবলোকে দেবতারা যে আনন্দরস পান করিতেছেন, তাহা এই ব্রহ্মানন্দের উন্নত ভাব। প্রাতঃকাল কি

কোন প্রশস্ত সময়ে আমাদের চিত্ত ঈশ্বরে সন্নিবেশিত হইয়া যখন আমাদের লোম হর্ষণ হয়, হৃদয় কম্পিত হয়, আমরা গভীর পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করি, তখন সেই প্রেমানন্দেরই আস্বাদন পাই। এখানে আমরা চাতক পক্ষির ন্যায় ঈশ্বরের প্রেম বিন্দুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি, সেই বিন্দু ক্রমে সাগর হইয়া উঠিবে। আমরা যখন সেই অনন্ত প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমাদের হৃদয়ে শোক মোহ; বিলাপ ক্রন্দন; পাপ তাপ আর কিছুই থাকিবে না; কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

ধর্ম্মজীবি জীবের ঈশ্বরের সহিত অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা ও নিয়ন্তা। "সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ" ধর্ম্মের ইনি প্রবর্ত্তক; এই হেতু আমাদের উপরে তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার দেখিতে পাই। তাঁহার আধিপত্য বলের আধিপত্য নহে কিন্তু তাঁহার শাসন ধর্ম্ম শাসন। তাঁহার স্বরূপ এরূপ পরমোৎকৃষ্ট যে আমাদের প্রকৃতি তাঁহাতেই চরিতার্থ হয়। সেই পূর্ণমঙ্গল পুরুষ ভিন্ন আমরা আর কাহারো নিকটে সর্ব্বতোভাবে প্রণত হইতে পারি না। তিনি আমাদের প্রকৃতি এ রূপ করিয়া দিয়াছেন যে যদি কেহ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষও হয়, অথচ তাহার মঙ্গল ভাব না থাকে, তবে সেও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে তবে তাঁহার উপাসনায় আমাদের অধিকার জন্মে। তিনি ভয় দেখাইয়া আমাদের অধীনত্ব গ্রহণ করেন না। তিনি আমাদের দাসত্ব চাহেন না। যে রাজার সকল প্রজাই ক্রীত দাস, তাঁহার মহিমা কি? আমরা ঈশ্বরের স্বাধীন প্রজা। আমরা আপনা হইতে সেই মঙ্গলময় পুরুষে যে পূজা অর্পণ করি, তাহা ভিন্ন তিনি অন্য প্রকার পূজা গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রেম ভাব, তাঁহার গম্ভীর মঙ্গল ভাব, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া তাঁহাতে আপনা হইতেই শ্রদ্ধা অর্পণ করি, তাহাই তিনি চাহেন। আমরা যেমন অমঙ্গল-স্বরূপে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি না, সেই রূপ পরিমিত মঙ্গল ভাবে অর্পিত হইলে আমাদের শ্রদ্ধার চরিতার্থতা হয় না। আমরা যে কোন পুরুষকে পরিমিত মঙ্গল মনে করি, সে কখন ঈশ্বর নহে। পরমেশ্বর পূর্ণ মঙ্গল। তিনি কোন অকাট্য নিয়মে বদ্ধ নহেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা হইতে ধর্ম্মরাজ্যের সমস্ত নিয়ম নিঃসৃত হইতেছে। অতএব তিনি আমাদিগঁকে রাজার ন্যায় শাসন করিতেছেন। আমাদের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্বের পরিসীমা নাই। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পবিত্রতার প্রস্রবণ। তাঁহার যাহা অভিপ্রেত, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য; যাহা তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, তাহাই অকর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। এই হেতু সকল কর্ত্তব্যই ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সাধারণ সম্বন্ধ এই যে তিনি আমাদের ন্যায়বান্ রাজা ও নিয়ন্তা, আমরা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের প্রজা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আরো অনেক প্রকার।

ঈশ্বর হইতে আমরা সকলই পাইয়াছি। আমাদের শরীর মন, আমাদের জীবন যৌবন, আমাদের সকল কালের সকল সুখ সৌভাগ্য; তাঁহা হইতেই। আমরা যত দূর জানিয়াছি, আমাদের জানিবার যত দূর অধিকার, সে জ্ঞান সে অধিকার তিনিই দিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান লাভের উপযোগী শক্তি সমুদয় তাঁহা হইতেই পাইয়াছি। গ্রন্থ, আচার্য্য, বিশ্বরাজ্য, যেখান হইতে যে কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছি, সেই পরম গুরুই তাহার মূল কারণ। আমরা বিষয়ের প্রতিস্রোতে ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারি, আমাদের এই আশ্চর্য্য শক্তি, এই আশ্চর্য্য অধিকার, আমাদের এই স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব ভার, তাঁহা হইতেই

পাইয়াছি। আমরা তাঁহার প্রসাদ ও আশ্রয় পাইয়াই পাপকে পরাজয় করিতে পারি, ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি এবং পুণ্য সঞ্চয় করি। এ সকলেতেই তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার ঋণ-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি। এই সময়ে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। তিনি আবার আমাদের নিয়ন্তা, তিনি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা। ধর্ম্মরাজ্যে কিঞ্চিৎ বিপ্লব করিলে আমরা তাঁহার নিকটে অপরাধী হই। সেই রাজ্যের নিয়ম রক্ষা করিলে তাঁহাকেই মান্য করা হয়। আমরা যাহা কিছু পাপ করি, তাহাতে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হই; পাপ করিয়াও তাঁহার নিকট ভিন্ন আর কোথাও যাইতে পারি না। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হই— তাঁহার ক্ষমা ব্যতীত আর আমাদের নিস্তার হয় না। এই সময়ে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের আর এক প্রকার ভাব হয়। যদিও আমাদের প্রতি তাঁহার ক্রোধ দৃষ্টি নাই, তথাপি আমরা তাঁহার নিকটে অপরাধী হইয়াছি। এই সময়ে আমাদের মনে অনুশোচনা আইসে এবং ঈশ্বর পতিত-পাবন রূপে প্রকাশিত হয়েন। তিনি যেমন আমাদের রাজা ও প্রভু—আমাদের সুখদাতা রক্ষিতা ও পতিত-পাবন; সেই রূপ তিনি আমাদের লক্ষ্য স্থান। তিনি আমারদের যন্ত্রী আর আমরা তাঁহার যন্ত্র নহি। তিনি আমাদের দিয়া আপনার কোন কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইবেন, আপনার কোন অভাব মোচন করিবেন, এমত নহে। তাঁহার এ প্রকার কোন অভাবই নাই। যাহাতে আমরা তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারি, তাঁহাকে প্রীতি করিবার যোগ্য হইতে পারি, এই উদ্দেশেই তিনি আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মকে আমাদের মন্ত্রী করিয়া দিয়াছেন, এই জন্য যে আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিব। তিনি আমাদিগকে অনন্ত কালের উপযুক্ততা দিয়াছেন, কেবল ইহারই জন্য যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানিতে থাকিব। ইহ লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্তকালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। তিনি যখন আমাদের শেষ লক্ষ্য, তখন তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা হয়। আমরা কি কোন ফল-কামনা করিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইব? না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই তাঁহার উপাসনা—তাঁহাকে রক্ষা করিবার কালেও তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহাকে লাভ করিবার ফলও এই, যে আরো প্রশস্তভাবে তাঁহার উপাসনায় সক্ষম হইব। আমাদের সকল কালেই তাঁহার উপাসনা।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যে সকল বন্ধনে বদ্ধ আছি, তাহা যখন জানিতে পারি—যখন তাঁহার মহান্ কার্য্য সকল শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা রূপে প্রতীতি করি, যখন পাপ করিয়া তাঁহাকে পতিত-পাবন বলিয়া স্মরণ করি, যখন পাপকে পরাভব করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করি, যখন তাঁহার অজস্র করুণার বর্ষণ পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই, তখন আমাদের মনের ভাব কি প্রকার হয়? ঔদাস্য, অশ্রদ্ধা, ভয়, এই সকল ভাব? ইহার মধ্যে ভয় যদিও কখন কখন আইসে তথাপি এই কি ঈশ্বরের প্রতি সাধারণ ভাব? এমন কোন আনন্দের সময়—কোন প্রশস্ত পবিত্র সময় কি কখন আইসে নাই, যখন সেই মঙ্গলময়ের প্রতি ভয় ভিন্ন অন্য ভাবের উদয় হইয়াছে? ঈশ্বরকে ভয়ই করিতে হইবে, আমরা সহজ জ্ঞানে কি ইহাই প্রাপ্ত হইতেছি? আমরা যখন কোন পাপকর্ম্ম মনের সহিত ঘৃণা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করি, তখন ঈশ্বরের নিকটে আমাদের ক্রন্দন কি ভয়ের ক্রন্দন? প্রথম কালেই ভয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভয় আমাদের চিরস্থায়ী ভাব নহে। তবে আর কোন্ ভাব তাঁহার প্রতি অর্পিত হইতে পারে? সে একই ভাব—তাহা প্রীতি। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" এই সত্যের প্রতি আমাদের সহজ জ্ঞান সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা তাঁহাকে প্রীতি করি, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি মনুষ্যের নিকট হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিবেন বলিয়াই তাহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। ভয়েতে কখন প্রীতি জন্মিতে পারে না। মনের সহিত যে প্রীতি সেই প্রীতি। যে সকল ক্রীত দাস জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কেবল ভয়ে ভয়ে স্বীয় দুর্দ্দান্ত প্রভুর কঠোর আদেশ পালন করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে প্রভু কি প্রীতি চাহিতে পারে? কখনই না। স্বাধীনতাই প্রীতির আশ্রয় ভূমি। ভয় ও উপরোধ ও অধীনতা প্রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা, কর্ত্তৃত্বভার কেন দিয়াছেন? তিনি কি তাঁহাকে কোন যন্ত্রের ন্যায় নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না? তিনি কি তাঁহাকে পশুর ন্যায় প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সুখী করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদিগকে এরূপ করিলেন না কেন? কেন না তিনি আমাদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন। যাহাতে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীতি করি, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আমাদের নিকট হইতে দাসত্ব চাহেন না, কিন্তু পিতৃ ভক্তি ও প্রেম চাহেন

আমরা ঈশ্বরের যে মহান্ ও রমণীয় ভাব সকল দেখিতে পাই, তাহাতে আমাদের প্রীতির উৎস সহজেই উৎসারিত হইতে থাকে। প্রীতির সহিত যে উপাসনা, সেই উপাসনা – প্রীতি বিহীন যে উপাসনা, সে উপাসনা নহে। আমাদের অন্তরে যদি কৃতজ্ঞতা কি শ্রদ্ধা কি প্রীতির ভাব না থাকে; তবে শত শত বাহ্যিক অনুষ্ঠানেও ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করিলে লোকের নিকটেই বিনয় রক্ষা হইতে পারে, ঈশ্বরের নিকট বিনয় রক্ষা হয় না। আমরা অন্য লোকের মনের ভাব অতি অল্পই বুঝিতে পারি; প্রদাতার মনে হিতৈষণা থাকুক বা না থাকুক, তাহার বাহ্য ক্রিয়াতেই আমরা উপকৃত হই—আমরাই যখন সহস্র সহস্র বিনয়পূর্ণ কপট বাক্য তুচ্ছ করি, যখন প্রীতি বিহীন উপকারকে উপকারই বোধ করি না; তখন ঈশ্বরের প্রতি বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করিতে যাওয়া কেমন মূঢ়ত্বের কর্ম্ম। ছায়া যেমন বস্তুর উপরে নির্ভর করে, আমাদের বাহ্যক্রিয়া ও সেই রূপ আন্তরিক ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য বাহ্য আড়ম্বর করার কোন অর্থই হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া যত করিতে পারে, তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে আর অধিক কিছুই দিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সন্তান মিলিয়াও ঈশ্বরের আনন্দের কণামাত্রও বর্দ্ধন করিতে পারে না। তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য স্পষ্টই রহিয়াছে। আমাদের সকলই তাঁহা হইতে—হয় প্রীতি দিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর; নতুবা আর সকলই ছলনা মাত্র

তাঁহাকে প্রীতি করা কি বড়ই আয়াসের কর্ম্ম? একবার ভাবিয়া দেখ কাহাকে প্রীতি করিবার কথা হইতেছে। যিনি স্বভাবতই নিষ্কলঙ্ক সুন্দর প্রেমময় পুরুষ, তাঁহাকে প্রীতি করিতে গেলে কি আমাদের স্বভাবকে বিকৃত করিতে হয়? মনুষ্যের যদি এমন বিশ্বাস থাকে, যে ঈশ্বর ন্যায় ও মঙ্গলের বিরোধে কার্য্য করেন, তবে তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন, যে তাহাতে তাঁহার প্রীতি স্বভাবতই যায় না। কিন্তু যখন আমাদের এই অটল বিশ্বাস, যে আমরা যাহা সত্য ও মঙ্গল বলিয়া জানি, তাহা হইতে তিনি অনন্তগুণে সত্য—অনন্তগুণে মঙ্গল; আর আমরা যাহা অসৎ ও অমঙ্গল দেখি, তাহা তিনি কখনই নহেন, কখনই হইতে পারেন না; তখন তাঁহার প্রতি প্রীতি ভিন্ন আর কি ভাব অর্পিত হইতে পারে? যিনি স্বভাবতই প্রেমময় তাঁহাকে প্রীতি করা কেমন স্বাভাবিক। তাঁহাকে প্রীতি করিবার আদেশ আমরা অন্তর হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের নিকট হইতে তাঁহার প্রীতি পাইবার অধিকার আছে। তাঁহার প্রীতিতেই আমাদের সমুদয় প্রকৃতির চরিতার্থতা হয়—তাঁহার প্রীতির জ্যোতিঃ না পাইলে আমাদের প্রকৃতি হীন ও মলিন হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে নিঃস্বার্থ প্রেম নিঃস্বার্থ অনুরাগ

অর্পণ করিতে হইবে। ধর্ম্মের জন্যই যেমন ধর্ম্মকে সাধন করিতে হইবে; ঈশ্বরের জন্যই সেই রূপ ঈশ্বরকে আরাধনা করিতে হইবে। এই সহজ মতের প্রতি যে অনেকে অন্ধ থাকিবেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য প্রেমময় পুরুষকে প্রীতি করিব, তাহার জন্য ফলাফল কার্য্য কারণ অনুসন্ধান করা কি? আমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা কি প্রীতি নহে? সংসার আমাদের এই প্রেম-ক্ষুধা অল্পই নিবারণ করিতে পারে, তথাপি সংসারেও আমরা স্থল বিশেষে নিষ্কাম প্রীতি স্থাপন করি। পুত্র বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি স্বরূপ হইবে, এই জন্য কি মাতা তাহাকে স্নেহ করেন? না পিতা পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবেন, এই ভয়ে তাঁহাকে পুত্র ভক্তি করে? এই সংসারের প্রেমই যদি নিঃস্বার্থ হইতে পারে, তবে ঈশ্বর প্রীতির ফল অনুসন্ধান কেন করিতে যাই। যিনি সমস্ত প্রেমের আকর স্বরূপ, যাঁহার ক্রোড়ে আমরা অতি যত্নের সহিত লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি, তাঁহাকে প্রীতি করিবার কি কোন অভিসন্ধি চাই? লোভ, ভয়, এই সকল দিয়া কি সেই প্রীতিকে কলঙ্কিত করা উচিত? ঈশ্বর আমাদের কাম্য বিষয় লাভের উপায় নহেন, কিন্তু তিনি আমাদের পরাগতি শেষ লক্ষ্য। আমাদের মনে যে কোন কুটিল অভিসন্ধি গুপ্ত থাকে, তাহাই ঈশ্বরের উপাসনার প্রতিবন্ধক হয়। তাঁহাতে নিষ্কাম নিষ্ঠা আবশ্যক। আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিব, কেননা তাঁহাকে প্রীতি করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। আমরা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে জীবন ব্যয় করিব, কেন না তাহা তাঁহারই কার্য্য; ইহাতে আমাদের অন্য কোন অভিসন্ধি নাই। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, যেমন নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত, সেইরূপ ঈশ্বরের উপাসনাও নিষ্কাম উপাসনা হওয়া উচিত। তাঁহার উপাসনার অধিকারই আমাদের শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমরা সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারি, ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। তাহার ফলাফল ক্ষতি বৃদ্ধি বিবেচনা করা আমাদের নহে। ফল প্রদান করিবার ভার সেই ফলদাতার হস্তেই আছে। তাঁহার প্রীতিতে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে হইবে

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৮ পৌষ বুধবার ১৭৮১ শক

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপি। সমুদয় বিশ্ব সেই পরম দেবতার মন্দির। শূন্য তাঁহার নিগূঢ় সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা অতি ক্ষুদ্রজীব; তিনি মহান্ "তিনি পুরাণমগ্র্যং।" তিনি অনিত্য বস্তু-সকলের মধ্যে একমাত্র নিত্য পদার্থ। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ—তিনি আপনার মহিমাতেই আপনি নিয়ত স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। তাঁহার নিকটে কিছুই বৃহৎ নহে ও কিছুই ক্ষুদ্র নহে। তিনি অণু হইতেও অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্; সাধুকর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি নাই, অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস নাই। আমরা অল্প বিষয় জানিতেছি—অল্প বিষয় লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-নেত্র সর্ব্বত্রই বিস্তৃত রহিয়াছে। বিচিত্রতা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না—নির্জ্জন তাঁহার নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারে না—অন্ধকার তাঁহাকে অন্ধ করিতে পারে না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রই, তাঁহার শক্তি সর্ব্ব লোক পালনী—তাঁহার প্রেম সমুদয় জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই সেই মহান্ দুর্জ্ঞেয় পুরুষকে জানিতেছি—ক্ষুদ্র কীট হইয়া সেই দেব দেবের আরাধনা করিতেছি—তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহস করিতেছি। এ কেবল তাঁহারি প্রসাদ, তাঁহারি করুণা! আমাদের কি সাধ্য যে তাঁহার রাজ সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তি হই;

কি পুণ্য বল যে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সন্নিধানের যোগ্য হইতে পারি। এ কেবল তাঁহারই করুণা, তাঁহারই করুণা। সমুদয় লোক ও সমুদয় জীবের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে, আমাদের কি সৌভাগ্য! তিনি আমাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিস্মৃত নহেন। আমরা জানি আর না জানি, তাঁহার প্রীতি দৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্ব্বদা রহিয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি বা না করি, তিনি আমাদিগকে করুণা বিতরণে ক্ষান্ত নহেন। আমরা তাঁহার পিতৃভাব উপলব্ধি করি কি না করি, তিনি আমাদের পরম পিতা রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার হস্ত আমাদের জন্য বিনির্মুক্ত রহিয়াছে, তাঁহার মধুর আহ্বান শ্রবণ করিলে তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ধনের জন্য লালায়িত হইয়া হয়ত তাহা পাওয়া যায় না, খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য চির জীবন ঘূর্ণায়মান হইলে হয়ত তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ করুণা যে সাধক মনের সহিত তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেই তিনি সেই প্রার্থনা অচিরাৎ পূর্ণ করেন।

কিন্তু আমরা কি বিমূঢ়! কি ক্ষীণ মতি! বিষয়ের মধুর স্বরেই আমরা প্রবঞ্চিত রহিয়াছি। সংসারই আমাদের সর্ব্বস্ব, ঈশ্বর কিছুই নহেন। কতকগুলি চেতন-শূন্য জড়-রাশিই আমাদের নিকটে সত্য, জগতের প্রাণ ঈশ্বর সত্য নহেন। সুখই আমাদের সেব্য, প্রদাতা কৃতজ্ঞতার বিষয় নহেন। মৃত্যুর ভীষণ করাল মূর্ত্তি দেখিয়া যখন আমরা ভীত হই, তখন হয়ত ঈশ্বরকে স্মরণ করি, কিন্তু কর্ম্মের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি; বিষয় কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে মনে স্থান দিই না। বিষাদ ও বিপদের সময় যখন আমারদিগকে সকলে পরিত্যাগ করে, তখনই হয়ত ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করি; কিন্তু সম্পদের সময়ে কেবল সম্পদকেই সেবা করিতে রত থাকি। দুর্ব্বহ রোগে আক্রান্ত হইয়া হয়ত পৃথিবী লোককে ক্ষণ কালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করি এবং অনন্ত কালের প্রতি একবার চাহিয়া দেখি; কিন্তু আবার যখন সুস্থতা পাই, যখন সুখ-সমীরণ সেবন করি, তখন মৃত্যুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই—ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত হই—ইহকালই সর্ব্বস্ব হয়, অনন্ত ভাবি কালের প্রতি লক্ষ্যই আইসে না। সংসারই আমাদিগের উপরে প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছে। আমরা কিসের জন্য খেদ করি? বিষয়ের অভাব জন্য। কিসেতে স্ফীত হই? সাংসারিক সম্পদে। কিসেতে মুহ্যমান হই? বিষয় বিপদে। কি বিষয় চিন্তা করি? আপনার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই অধিক কাল চিন্তা করি। ইহাতে মনের স্বাস্থ্য, আত্মার স্বাস্থ্য কখনই হয় না। আমরা অল্প বিষয়ের জন্য সেই ভূমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। আমরা আমাদের অনন্ত কালের উপযুক্ততাকে বিনাশ করিতেছি।

কিন্তু দূর দৃষ্টিতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়। শিশুর নিকটে বর্ত্তমান কালই সর্ব্বস্ব। আপাতরম্য বিষয়ই তাহার নিকটে রমণীয়। বালক অল্পে অল্পে পরিণাম দৃষ্টি শিক্ষা করিতে থাকে। সে শিক্ষকের প্রীতি লাভের প্রত্যাশায় পাঠাভ্যাসে কেমন মনোযোগী হয়—সমবয়স্কের সহিত ক্রীড়ার কালকে কেমন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই দূর দৃষ্টি আরো অধিক হয়। কৃষক তাহার পরিশ্রমের ভাবিফলের প্রতি কেমন ধৈর্য্যের সহিত লক্ষ্য করে—পিতা তাঁহার পুত্র সকলের ভাবি মঙ্গল উদ্দেশে কি কষ্ট পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করেন। জ্ঞান আর অজ্ঞান, শিশুকাল আর যৌবন কাল—ইহার মধ্যে বিশেষ ভিন্নতা কিসে হয়? না দূর দৃষ্টিতে। আমরা কেবল বর্ত্তমানেরই জীব নহি, কিন্তু ভাবি কালের জন্য প্রস্তুত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। এই পৃথিবী লোকের জন্যও যদি এই নিয়ম হয়, তবে অনন্ত ভাবি কালের প্রতি আমরা কেন না দৃষ্টি করি—বিষয়ের আবরণ ভেদ করিয়া কেন না আমরা সত্যের প্রতি লক্ষ্য করি—মৃত্যুর পরপারে কেন না দৃষ্টি পাত করি।

আমারদের অনন্ত কালের সম্বল কেবল

এক মাত্র ঈশ্বর। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের অস্থায়ী সম্বন্ধ—আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ কেবল ঈশ্বরের সঙ্গেই আছে। যখন বন্ধুবান্ধব সকল হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইব-যখন এ লোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে; তখন আমাদের জন্য ঈশ্বরই থাকিবেন। তিনি স্বয়ং আপনাকে প্রদান করিয়া আমাদের ক্ষুধা শান্তি করিবেন, আমাদের পুষ্টি সাধন করিবেন। এখানে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে তাহা আর কোন কালেই ছিন্ন হইবেক না, একবার তিনি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়া আর কখনই অন্তরিত হইবেন না। তিনি আমাদের চিরকালের সম্বল ও উপজীবিকা। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকিবেন। যখন আমাদের বল বীর্য্য হ্রাস হইবে—যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে; তখনই কি ঈশ্বরকে স্মরণ করিব? এখনই তাঁহাকে আশ্রয় কর, এখানেই তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ কর; তিনি আমাদিগকে তাঁহার শীতল আশ্রয় প্রদান করিবেন—অমৃতের পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনি নির্ব্বিঘ্নে সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনের এক বিশেষ কাল উপস্থিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মের উপরে এক্ষণে সকলেরই চক্ষু পড়িয়াছে, ইহার প্রতি আর কেহ উদাসীন নাই। চতুর্দ্দিক্ দিয়া শত্রু দলেরা ইহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত ইহার উন্নতি প্রকাশ পায় নাই, তত দিন ইহার উপরে কাহারো লক্ষ্য ছিল না, কাহারো কটাক্ষ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সকলের বিষদৃষ্টি ইহাতে পতিত হইয়াছে। ইহার প্রতি অনেকের যে সদ্ভাব আছে, স্নেহভাব আছে, এমন কখনই মনে করিও না; ইহার বিদ্বেষী অনেকেই। এক দিকে খৃষ্টানেরা; তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে সমুদয় ভারতবর্ষকে খৃষ্টান ধর্ম্মে অবনত করেন। তাঁহারা দেখিতেছেন কোথা হইতে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাদের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে। এ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এ ধর্ম্মের প্রতি, ইহার প্রচারকের প্রতি, গৃহীতার প্রতি, তাঁহাদের একটী ঈর্ষা, বিদ্বেষভাব, বিলক্ষণ রহিয়াছে। পৌত্তলিকেরাও এ ধর্ম্মের শত্রু। পূর্ব্বের মত তাহাদের ইহাতে আর নিরপেক্ষ ভাব নাই। তাহাদের অন্তরে দ্বেষভাব জ্বলিতেছে। যে সকল পরিবারেরা আবহমান কাল অসত্য ধর্ম্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, তাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক এক গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলের নিদ্রিত মনকে জাগ্রত করিয়া দিতেছে। যাঁহারা পৌত্তলিক পরিবারের মধ্যে থাকিয়া সত্যধর্ম্ম এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে—অনেকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাস্ত হইতেছেন। তাঁহাদের পরিবারেরা তাঁহাদের ইহকাল পরকাল দুয়েরই প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। মনুষ্যের শাসন যতদূর না যাইতে পারে, তাঁহাদের শাসন ততদূর বিস্তৃত। তাঁহারা যে কেবল তাঁহাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সংসারের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়েন, তাহা নহে। তাঁহাদের ধর্ম্মোন্নতির যাহাতে ব্যাঘাত জন্মে, ধর্ম্মকার্য্য যাহাতে অক্ষুণ্ণচিত্তে না করিতে পারেন, ঈশ্বরের উপাসনা যে নির্ব্বিঘ্নে করিবেন তাহাও যাহাতে না পারেন, এতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা। তাঁহারা তাঁহাদের ব্রাহ্মভ্রাতাকে সকল সম্পদের সম্পদ ঈশ্বর হইতেও বঞ্চিত করিতে চাহেন। পৌত্তলিকেরা তো এই প্রকার, আবার এইক্ষণে এক নূতন দল উত্থিত হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। মনুষ্য হইয়া অদৃশ্য অলক্ষ্য ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করে তাহারা ইহার কোন অর্থই পায় না তাহাদের মুখে এই কথা শুনা যায়, ঈশ্বর আছেন তো আছেন, তাহাতে আমাদের কি? শত সহস্র লক্ষ্য যোজন দূরবর্ত্তী একটী নক্ষ-

ত্রেরও সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আমাদের স্রষ্টা পাতা ঈশ্বরের সহিত তাহাদের মতে কোন সম্বন্ধই নাই। যে সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বৃথা ক্ষেপণ করিবে, সে সময় বিদ্যা শিক্ষা করিলে উপকার দর্শে; সংসারের প্রতি মন দিলে কার্য্য দেখে। সংসারের উন্নতি কর; লোকের উপকার কর; আমোদ প্রমোদ কর; এই তাহাদের উপদেশ। সার বিষয়কে অবহেলা করিয়া কল্পনাতেই নৃত্য করা, ঈশ্বর ধর্ম্ম পরকাল যাহার মীমাংসা কস্মিন্ কালেও হয় নাই, তাহাতেই কাল ব্যয় করা অপেক্ষা তাহাদের মতে আর কিছুই অনিষ্টকর নহে। তাহারা নিরপেক্ষ থাকিলেও এ দেশের মঙ্গল, কিন্তু তাহা না থাকিয়া তাহারা আপনাদের দলে অনেককেই আকর্ষণ করিতেছেন।

অতএব দেখ সকলেই আমাদের বিপক্ষ। আমাদের সহায় অতি অল্প। আমাদের হস্তে যে সংগ্রাম রহিয়াছে, সে কিছু সহজ সংগ্রাম নহে। আমাদের সমুদয় দল বল একত্র করিয়া এই সকল বিপক্ষতা অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাহার কি করিতেছি? আমরা কি আমাদের সকল বল একত্র করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি? আমাদের চতুর্দ্দিকেই শত্রু দল; খৃষ্টানেরা বিপক্ষ, পৌত্তলিকেরা বিপক্ষ, নাস্তিকেরা বিপক্ষ; এই বিপক্ষতা অতিক্রম করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? ঐক্য, সৌহার্দ্দ, প্রণয়ভাবই আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র। এক প্রীতি সূত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের বন্ধন। ঈশ্বরে প্রীতি; আপনাদের মধ্যে প্রীতি; এই দুই ভাবই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলাধার। প্রীতি ছাড়িয়া কোন কার্য্যও আমাদের নহে; আমাদের কার্য্যও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রণয়ভাবটি বিস্তার করা অতীব কর্ত্তব্য। আমাদিগের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব, ক্রোধভাব, বিচ্ছিন্নভাব না থাকে, সকলেরই ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অন্যের দোষের প্রতি ক্ষমানেত্র বিস্তার করা, তাহার উপরে আক্রোশ না করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টি করা, অসৎকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজয় করা, এই আমাদের কার্য্য। সকলেরই ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, কিসে আমাদের মধ্যে একটী ঐক্য বন্ধন বদ্ধ হয়, ভ্রাতৃ ভাব স্থাপিত হয়। যে ঐক্য বন্ধন এই হতভাগ্য দেশে কোন উপায়ে কখন হয় নাই, এক্ষণে তাহারই সংস্থাপনের ভার ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেন এই মহৎ কার্য্যের প্রতিবন্ধক না হই। আমরা যেন এ বিষয়ে উদাসীন না থাকি। আমাদের সমুদয় বল একত্র করিয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে নিয়োগ করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত হইলে এদেশে যাহা কখন হয় নাই, তাহাই হইবে: এখান হইতে ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ ও পিতৃভক্তি—ঈশ্বরে প্রীতি ও আপনাদের মধ্যে প্রণয় ভাব এ দুইই একত্রে উত্থিত হইয়া সকল স্থানকেই সিক্ত করিবে।

ত্যাগ স্বীকার করা, কষ্ট বহন করা, বিপক্ষতা সহ্য করা এবং সকলে ঐক্য হইয়া অপরাজিত চিত্তে ধর্ম্মকে রক্ষা করা; সকল ধর্ম্মের উন্নতিই এই প্রকারে হয়। ধর্ম্মযুদ্ধে সঙ্কুচিত হইলে আমাদের দিয়া কিছুই হইবে না। আমাদের এই প্রকারে [illegible] হইবে, যেন সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর—ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার প্রাণ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবিতবান্ ধর্ম্ম করিতে হইবে, মৃতধর্ম্মের বল কোথায়? সৌহার্দ্দ বন্ধনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বল। এক হস্তে খড়্গ, অন্য হস্তে শাস্ত্র ধারণ করিয়া এধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে না। প্রতি জন যেন এই মনে করেন, আমার উপরেই এ ধর্ম্মের সকল ভার পতিত হই[illegible]। যাঁহার যত সাধ্য তিনি সেই প্রকারে সাহায্য করুন। এধর্ম্মের যিনি উপদেশ দেন, এ ধর্ম্ম যিনি শিক্ষা করেন, এই উভয়ই ইহার সহযোগী। প্রতি ব্রাহ্মেরই এই মনে করিতে হইবে, আমার উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সমুদয় ভার। তিনি তাঁহার সহযোগী পাইলে ঈর্ষান্বিত হইবেন না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আনন্দিত হইবেন। তিনি যেখান হইতেই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দেখিলেই সুখী হইবেন।

তিনি দুর্নিবার দেশাচারকে অতিক্রম করিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে দণ্ডায়মান হইবেন; লোকভয় তাঁহাকে কিছুমাত্র ভয় দিতে পারিবে না। যদি প্রত্যেকে এই রূপে চেষ্টা করেন,তবে কি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। বালক কি যুবা, ধনী কি দরিদ্র,সকলেই ইহাতে কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। অতি হীন অবস্থার লোকেও এ ধর্ম্মের সহায় হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্বই এই। রাজ ভবনে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার, দারিদ্রের অন্ধকার কুটীরেও সেই প্রকার। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সেই জগৎপিতারই অনুকরণ কর; তাঁহার নিকটে কেহই নীচ নহে, কেহই ত্যাজ্য নহে। তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া সকল স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বল প্রকাশ করিতে থাক—সকল স্থানেই প্রীতি সূত্র বিস্তার কর—ঐক্য বন্ধন বদ্ধ কর। প্রথমে দেখ আমি যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে কতদূর পারিয়াছি; পরে দেখ আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম কতদূর প্রচার করিতে পারিয়াছি। আপনাকে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে নিবিষ্ট কর, অন্যকে তাহার আশ্রয়ে আনয়ন কর। প্রতি ব্রাহ্মই যদি এই প্রকারে আচরণ করেন, তবে এখন যেমন তিন দল বিপক্ষ,এমন শত সহস্র শত্রু দল একত্র হইলেও কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা যদি ইহার বিপরীত আচরণ করি, যদি আমরা সকলে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকি, যদি লোক ভয়কে আমরা ঈশ্বর হইতে অধিক করিয়া মানি; যদি দেশাচারই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়; যদি ধর্ম্মের জন্য একটুকুও ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারি: ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পরিবারের কিঞ্চিৎ ক্রোধ দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হই; যদি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে এতটুকু বিশ্বাস না থাকে যে সকল বিপদের মধ্যে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করা কোন মতেই আমাদের সাধ্য হইবে না। তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম শরবৃক্ষের ন্যায় কিছুদিন থাকিবে, অল্প বায়ুবেগেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা জান, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় কে? স্বয়ং ঈশ্বর এ ধর্ম্মের সহায়। যেখানে তিনি আছেন, সমুদয় জগৎ সংসার একত্র হইলেও ইহার কিছুই করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় যদি আর কেহই না থাকে,তথাপি তিনি ইহার মূলকে কদাপি উন্মূলিত হইতে দিবেন না। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যদিও এক্ষণে সকলেই আমাদের বিপক্ষ; আমাদের ধন নাই, সহায় নাই, ঐক্য নাই; তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেমন অল্পে অল্পে উত্থিত হইতেছেন। অল্পে অল্পে, কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মে সার আছে। দীর্ঘ কাল স্থায়ী সারবান্ বৃক্ষ এক দিনেই উন্নত হইয়া উঠিতে পারে না। পৃথিবীর ভাবই এই, এখানে যাহা শীঘ্র শীঘ্র ফলবান্ হয়, তাহা তেমনি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ত্রিংশৎ বৎসরের ঝঞ্ঝাবায়ু অতিক্রম করিয়া দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় উন্নত হইয়া রহিয়াছে, ই এদেশের অত্যন্ত শুভ চিহ্ন। ইহার আশু উন্নতি না দেখিতে পাইয়া বিপন্ন হইও না; মরুভূমি তুল্য এই যে বঙ্গভূমি, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হওয়া যত আশ্চর্য্য, তাহার উন্নতি হওয়া ততোধিক আশ্চর্য্য নহে। এ দেশের দুরবস্থা মনে করিলে আমাদের আশা আর কোন ক্রমেই বল পায় না। আমরা কোন রূপেই ইহা স্থির পাই না, ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবই কি প্রকারে হইল? কোন কার্য্যকারণ সূত্রেই আমরা ইহা নির্ণয় করিতে পারি না; ইহাতে কেবল একমাত্র ঈশ্বরের প্রসাদ ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বিষয়েও ঈশ্বরের প্রতিই আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" ইহার উপরেই আমাদের একান্ত ভরশা। সেই সত্য পুরুষের সংকল্পই এই যে যাহা কিছু সত্য, পবিত্র; তাহাই অবশেষে জয়ী হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এক্ষণে এদেশে নির্ব্বাণও হয়, যদি এখানকার একটী লোকেও তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহাতেই বা কি? তাহাতেই কি

আমাদের আশা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে? কখনই না। এখন ইহা বিলুপ্ত হইলে আর কি হইবে? আমাদেরই অশ্রুপাত হইবে। আমরা এধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া ইহার বলে বলী হইয়া ইহার উন্নতি সাধন করিতে পারিলে আমারদিগের যে এক গৌরব হইত তাহাই হইবে না, আর কি হইবে? হিমালয়কে তাহার মুল হইতে বরং বিচ্ছিন্ন করা যায়, সূর্য্যকে তাহার কক্ষাদেশ হইতে বরং বিচ্যুত করা যায়; তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মকে মানব প্রকৃতি হইতে কদাপি উন্মূলন করা যাইবে না। এ ধর্ম্ম সকল পৃথিবীর ধর্ম্ম, মানব জাতির ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম এ কালে প্রকাশ না হয়, অন্য কালে প্রকাশিত হইবে। এই মরুভূমিতে না হয়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উন্নত দেশে হইবে। কিন্তু যাহাতে আমরা স্বহস্তে জল সেচন করিয়াছি, যাহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছি, আমরা কোন্ প্রাণে এখান হইতে তাহার উচ্ছেদ দশা দেখিব? এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরা সকলে জাগ্রত হও। তোমরা যাহার জন্য সংগ্রাম করিবে, সে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম—তোমরা যাঁহাকে সহায় পাইবে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তোমরা এমন উপযুক্ত কালও আর কখন পাইবে না; এমন দুর্লভ কালকে উপেক্ষা করিলে ইহা হয়ত চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জীবিত ধর্ম্ম, তাহা এইক্ষণকার বিপক্ষতাতেই প্রকাশ পাইতেছে; ইহা মৃত ধর্ম্ম হইলে ইহার প্রতি কেহ লক্ষ্যই করিত না। তোমরা তোমাদের বল প্রকাশ করিবার এক্ষণে অবসর পাইয়াছ। সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণ পণে প্রচার কর। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিয়া যে মন্দ, যে পতিত, যে বিযুক্ত, সকলকেই একত্র করিয়া এই একই কার্য্যে নিয়োগ কর। সকল বিপদ মস্তকে ধারণ কর, সকল বিপক্ষতা সহ্য কর, সকল ত্যাগ স্বীকার কর, যদি তাহাতে এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—যদি তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতাপ অতি অল্প স্থানেও অভিব্যক্ত হয়।

বিজ্ঞান

বায়ু-বিজ্ঞান।

২০০ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৩ পৃষ্ঠার পর

ষষ্ঠতঃ। বায়ুর যে গুণ থাকাতে উহাকে চাপিয়া সংকুচিত করা যায় তাহাকে সংকোচ্যতা গুণ (1 Compressibility) কহে। জল প্রভৃতি দ্রব পদার্থের এই গুণ এত অল্প যে কিছুমাত্র নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাহারা সহস্র মণ ভারে নিপীড়িত হইলেও এত অল্প পরিমাণে সংকুচিত হয় যে তাহা সহজে অনুভূত হয় না। কোন কোন কঠিন পদার্থের এই গুণ অপেক্ষাকৃত অধিক আছে বটে কিন্তু বায়ুর তুলনায় তাহাও অতি অল্প মাত্র এবং তাহাদের সংকোচ্যতা গুণ বায়ুর ন্যায় নিয়মিত নহে। বায়ুর এই গুণ এত অধিক যে তাহাকে চাপিয়া কতদূর পর্য্যন্ত অল্পায়তনে আনা যাইতে পারে তাহার সীমা করা যায় না।

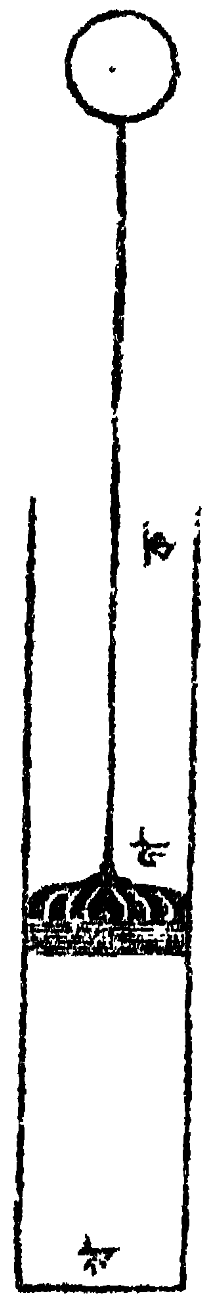

এই ক. খ. চিহ্নিত নলের খ অন্ত রুদ্ধ ও ক অন্ত খোলা এবং তাহাতে গ. চিহ্নিত একটি চাপদণ্ড (Piston) এরূপ ভাবে সংযুক্ত যে ইচ্ছামতে তাহাকে নলের মধ্যে সঞ্চালন করা যাইতে পারে—অথচ তাহার কোন পার্শ্ব দিয়া নলান্তর্গত বায়ু নির্গত বা বাহ্য বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ঐ চাপদণ্ডের উপর প্রদেশ এক বর্গইঞ্চ পরিমিত। যখন চাপ-দণ্ড ঐ নলের ক. চিহ্নিত স্থানে থাকে, তখন তাহার উপর বায়ুরাশির যে ৭।০ সের চাপ আছে তাহা নলের ভিতর রুদ্ধ বায়ুর উপর পড়ে কিন্তু তাহাতে নলান্তর্গত বায়ুর আয়তনের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, চাপদণ্ডটী সাম্যাবস্থায় থাকে; যেহেতু বায়ুরাশি যে রূপ চাপদণ্ডকে অধোভাগে নলান্তর্গত বায়ুর উপর চাপিতেছে, বায়ুর স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে নলান্তর্গত বায়ুও সেই চাপদণ্ডকে ঊর্দ্ধ ভাগে উন্নত করিতেছে; চাপদণ্ডের উপরিভাগে বায়ুরাশির চাপ, ও অধোভাগে বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তির প্রতিচাপ সমান রহিয়াছে। ঐ চাপদণ্ডের উপরে যে বায়ুস্তম্ভের ৭।।০ সের চাপ আছে তদ্ব্যতীত যদি আর ৭।।০ সের চাপ দেওয়া

যায়, তবে সেই চাপদণ্ড নলান্তর্গত বায়ুকে চাপিয়া নলের মধ্য পর্য্যন্ত আইসে, তাহাতে ঐ বায়ুর আয়তনের অর্দ্ধেক হ্রাস হয়। যদি নলান্তর্গত বায়ুর উৎসেদ ১২ দ্বাদশ ফুট থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত ১৫ পঞ্চদশ সের চাপে সঙ্কুচিত হইয়া ৬ ফুট হয়। তদুপরি যদি আর ৭।।০ সের চাপ (সর্ব্ব সমেত ২২।।০) দেওয়া যায় তবে তাহার আয়তনের দুই তৃতীয়াংশের হ্রাস হয়, এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪ ফুট মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ চাপদণ্ডের উপরে যে পরিমাণে অধিক চাপ দেওয়া যাইবেক তৎপরিমাণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে (অর্থাৎ দুই বায়ুরাশির সমান ১৫ সের চাপে অর্দ্ধেক; তিন বায়ুরাশির সমান ২২।।০ সের চাপে দুই তৃতীয়াংশ ও ৪ চারি বায়ুরাশির সমান ৩০ সের চাপে তিন চতুর্থাংশ ইত্যাদি নিয়ম ক্রমে সেই বায়ু চাপিত ও সংকুচিত হইবেক। এই নিয়মানুসারে ৭।।০ সেরের দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ চাপে সেই বায়ুর ক্রমশঃ অর্দ্ধেক তৃতীয়াংশ চতুর্থাংশ আয়তনে সঙ্কুচিত হইবে এব যে পরিমাণে ঐ চাপের হ্রাস হইবেক পূর্ব্বোক্ত মতে ঠিক সেই পরিমাণে বায়ুর আয়তনের বৃদ্ধি হইবেক। চাপ দ্বারা বায়ুকে যে কত অংশে সংকোচ করা যায় তাহার পরিসীমা নাই। অতএব সংকোচাত্তা বায়ুর একটী বিশেষ গুণ বলিতে হইবেক, যেহেতু কি কঠিন কি দ্রব কোন পদার্থেরই এই গুণ এত অধিক দৃষ্ট হয় না।

সপ্তমতঃ। পূর্ব্বোক্ত গুণ ব্যতীত স্থিতিস্থাপকতা নামক বায়ুর আর একটী বিশেষ গুণ আছে তাহাও সংকোচাত্তা গুণের ন্যায় নিয়মিত ও অনির্দ্দেশ্য। পূর্ব্বলিখিত ক, খ, চিহ্নিত নলের তৃতীয়াংশ জল পূর্ণ করত চাপদণ্ডকে প্রথমতঃ ঠিক সেই জলের উপরে স্থাপন করিয়া তৎপরে কিছুদূর ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে সেই জল ও চাপদণ্ডের মধ্য-স্থান শূন্য থাকে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি নলের এক তৃতীয়াংশ বায়ু পূর্ণ থাকে তবে ঐ গ, চিহ্নিত চাপদণ্ড যত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করা যায় ততই সেই বায়ু বিস্তৃত হয় এই প্রকারে তাহার আয়তন যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে তাহার সীমা করা যায় না। বায়ুর এই গুণকে স্থিতি স্থাপকতা কহে।

পূর্ব্বোক্ত নলের বিষয়ে বলা গিয়াছে যে চাপদণ্ড নলের মুখ পর্য্যন্ত আনিয়া রাখিলে বায়ু-ভারে তাহা অবনত হয় না কিন্তু যেমন তেমনি থাকে। তাহার কারণ এই যে নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর স্থিতি-স্থাপক শক্তি আর বাহ্য বায়ুর চাপ উভয়ই সমান।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে পৃথিবীর সন্নিকট বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তি, আর বায়ু রাশির চাপ উভয়ই সমান অর্থাৎ ৭।।০ সের; যেহেতু স্থিতিস্থাপক শক্তি, বায়ু রাশির চাপের অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইলে ঐ চাপদণ্ড নামিয়া বা উঠিয়া যাইত, কখনই স্থিরভাবে থাকিত না; কারণ চাপ ও প্রতিচাপ উভয়ই সমান না হইলে কোন বস্তুই সাম্যাবস্থায় থাকিতে পারে না। অতএব প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপরে বায়ুরাশির যে রূপ ৭।।০ চাপ আছে, বায়ুকে কোন পাত্রে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সেই পাত্রের অভ্যন্তর প্রদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানও সেই রূপ বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তির ৭।।০ সের চাপে বহির্মুখে চাপিত হয়।

পরন্তু বায়ু যে পরিমাণে সংকুচিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং চাপের হ্রাস হইলে যে পরিমাণে তাহার আয়তনের বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে তাহার স্থিতি স্থাপক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ক, খ, চিহ্নিত নলের বায়ু শুদ্ধ বায়ু রাশির ৭।।০ ভারে যখন ১২ ফুট উচ্চ থাকে তখন তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তিও ৭।।০ সের। সেই বায়ু যখন পূর্ব্ব কথিত মত চাপে ৬ ফুট, ৪ ফুট ও ৩ ফুট হয়, তখন তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তি পর্য্যায় ক্রমে ১৫ সের, ২২।।০ সের ও ৩০ সের অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, ও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় এবং যদি সেই ১২ ফুট বায়ু বিস্তৃত হইয়া ২৪ ফুট হয় তবে তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তিও অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ হইয়া থাকে। এই রূপ যে পরিমাণে বায়ু সংকুচিত বা বিস্তারিত হইবেক সেই পরিমাণেই তাহার স্থিতি স্থাপক শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবেক।

পৃথিবীর সন্নিকটস্তরের বায়ুর ঘনত্ব, গুরুত্ব, চাপ, ও স্থিতিস্থাপক শক্তি তদুপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক যেহেতু তদুপরি অধিক বায়ুরাশির চাপ আছে; আমরা যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হই, ততই বায়ুর পূর্ব্বোক্ত গুণের হ্রাস হয়, যেহেতু তদুপরি বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প। পিরানিজ (Pyrannis) আল্পস (Alps) প্রভৃতি পর্ব্বতের শিখরদেশস্থ বায়ু এত লঘু ও সূক্ষ্ম, যে তাহা অনায়াসেই অনুভব হয়। এবং (Biot) বায়ট ও গে লোসকে (Guy Lussuc) প্রভৃতি বিজ্ঞান বিৎপণ্ডিতেরা ব্যোম যান দ্বারা পৃথিবীর ২৩০০০ ফুট * ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিয়াছেন; তথা-

* ইহার অপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে এপর্য্যন্ত কেহই উঠিতে পারেন নাই।

কার বায়ু এত সূক্ষ্ম ও লঘু যে শ্বাস প্রশ্বাসের সাতিশয় কষ্ট বোধ হয় এবং তাহার চাপ শক্তি এত অল্প যে আমাদিগের শরীরস্থ শিরান্তর্গত তরল পদার্থের উপরি বায়ুর স্বভাবত যত চাপ আছে, তাহার অনেক হ্রাস হওয়াতে শরীরের কোন কোন ইন্দ্রিয় অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে শরীরের নানা স্থানে (Cupping glass) কপিংগ্লাস শিঙ্গা বসানর লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয় এবং নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত ও কর্ণকুহরে বাদ্যধ্বনি প্রভৃতি নানাবিধ অস্বাভাবিক শব্দের অনুভব হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কিছু দূর আর অধিক উর্দ্ধে উঠিলে শরীরস্থ শিরা সমস্ত বিদীর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই প্রাণ বিনাশ হয়

এস্থলে অনেকের এই রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে অধিক দূর উর্দ্ধে উঠিলে শরীরের উপর বায়ু চাপের হ্রাস হয় বটে কিন্তু যে পরিমাণে শরীরের বাহ্য চাপ হ্রাস হয় সেই পরিমাণে অন্তরের প্রতিচাপেরও হ্রাস হইয়া থাকে; কেননা যে বায়ু বাহিরে থাকে তাহাই আমরা নিঃশ্বাস সহকারে গ্রহণ করি। অতএব যখন সেখানেও চাপ ও প্রতিচাপ সাম্যাবস্থায় থাকে তখন কেন তথায় আমারদিগের শিরা সমস্ত বিদীর্ণ হইয়া নানা স্থান হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইবেক?

আমারদিগের দেহের সমস্ত বৃহতন্তু (Tissue) ও তরল পদার্থ (বৃহতন্তু অধিক ও তরল পদার্থ অল্প) স্থিতিস্থাপক গুণ-বিশিষ্ট; চাপে সঙ্কুচিত ও চাপ হ্রাসে বিস্তৃত হয়। সেই বৃহতন্তু ও তরল পদার্থ সকল বায়ুর বাহ্য ও আন্তরিক চাপে সতত সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, অধিক উপরে উঠিলে যতই সেই বায়ুর বাহ্য ও আন্তরিক চাপ হ্রাস হয় ততই সেই বৃহতন্তু ও তরল পদার্থ সকল বিস্তৃত ও শিথিল হইয়া পড়ে এবং এই জন্যই রক্তবহা নাড়ী সকল বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

"While thou, O my God, art my Help and Defender,
No cares can o' erwhelm me, no terrors appal,
The wiles and the snares of this world will but render
More lively my hope in my God and my All'
And when Thou demandest the life Thou hast given
With joy will I answer Thy merciful call;
And quit Thee on earth, but to find Thee in heaven,
My portion for ever, my God and my All."

বিজ্ঞাপন

অনেক ব্রাহ্ম উত্তম রূপে সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালীন তাহা উপাচার্য্যের সহিত পাঠ করিতে থাকেন কিন্তু তাঁহারা সমস্বরে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারাতে উপাসনার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; অতএব তাহা সংশোধিত করা অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এ নিমিত্তে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ১৫ বৈশাখ অবধি প্রতিদিন প্রাতঃকাল সাত ঘণ্টা এবং অপরাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দেওয়া যাইবে। যাঁহারা তাহা শিক্ষা করিবার মানস করেন, তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেই শিক্ষা পাইতে পারিবেন। উত্তম রূপে শিক্ষিত হইলে তবে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সময়ে উপাচার্য্যের সহিত পাঠ করিবার অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইবেন। অনুমতি ভিন্ন কেহ তৎকালে তথায় উপাসনা পাঠ করিতে পারিবেন না

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ।৶০ ছয় আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক ৩ তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবার মানস করেন, তাঁহারা তাহা এই মাসের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
সম্পাদক।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যাহা প্রতি রবিবার দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর আরম্ভ হইত, এক্ষণে তাহা প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৬॥০ ঘণ্টার পরে আরম্ভ হইয়া থাকে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

বাঙ্গলাভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান ... ১
আত্মতত্ত্ববিদ্যা ... ৵০
প্রাত্যহিক উপাসনা ... /০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. ।৵০
রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক .. .. ।৵০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম ৵০
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ ॥০
ঋগ্বেদ সংহিতা—প্রথমখণ্ড ১
ঐ - দ্বিতীয় খণ্ড .. .
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ .. ... ॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক ৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত .. .. ।০
পরমেশ্বরের মহিমা .. .. ।০
পদার্থবিদ্যা .. .. ॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. .. ॥০
বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ ৵০
বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ .. .. .. /০
বেদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড ৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি ও ব্যাখ্যান—রাজা
রামমোহন রায়ের অনুবাদিত .. .. ।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি .. ৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ... . ॥
১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২
১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৭২ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৭৩ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৭৪ শকের ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র
ভিন্ন ৮ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১
১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৫
১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৭৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৫
১৭৭৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫
১৭৮১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. ৫

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮১ শকের ফাল্গুন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

মাসিক দান।

যুক্ত গোপাললাল ঠাকুর.. .. ৪৫
" কালীপ্রসন্ন সিংহ ৬
" রমাপ্রসাদ রায় ৬
" কাশীনাথ দত্ত ৫
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় .. ৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল ৩
" দিগম্বর মিত্র ২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১

৭২

সাম্বৎসরিক দ .

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় .. ২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি .. ১
" হরিমোহন রায় ১
" ভোলানাথ চক্রবর্ত্তি .. ১
" প্রতাপচন্দ্র মজুমদার .. ১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় .. ১
" রুক্মিণীকান্ত রায় ১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর ১০০
" রাধামাধব দাস .. ১
" নিতাইচরণ অধিকারি . ১
" গোপালকৃষ্ণ ঘোষ .. ১
" গোপালচন্দ্র দাস .. . ১
" গোলোকচন্দ্র বর্ম্মা .. ১
" মধুসূদন বর্ম্মা ১

১০৬

দানাধারে প্রাপ্ত.... .... ৭/১৫

১৯৩/১৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১০ বৈশাখ শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

২০২ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প   পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১৭৮১ শকের শেষ দিনের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০চৈত্র বুধবার।

অদ্যকার দিন বর্ষের শেষ দিন। একটী বৎসর আমারদের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে। অদ্য আমরা সেই সর্ব্ব কল্যাণ দাতা—সেই সর্ব্ব সম্পদের সম্পাদ দেবদেবের উপাসনা নিমিত্তে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, ইহা আমাদের কেমন সৌভাগ্য! অদ্য কি প্রকার পুষ্প দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব? অদ্যকার পুষ্প কৃতজ্ঞতা। আমরা যাঁহার ক্রোড়ে সম্বৎসর পরিপালিত হইয়া আসিয়াছি—যাঁহার করুণা দিনে দিনে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সকলকে সিক্ত করিয়াছে, সকলে মিলিয়া তাঁহার পদে প্রণিপাত কর। অদ্য তাঁহার আরাধনাতে যেন মনের কোন সংকোচ না থাকে—খর্ব্বতা না থাকে; সকল ম্লানতা ও বিষণ্ণতা দূর করিয়া মনের সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। গত বৎসরের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমাদের জীবনের সমস্ত পথে কেবল তাঁহারই করুণার প্রবাহ প্রবাহিত দেখি। আমরা তাঁহার প্রসাদে কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, কত ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছি, কত সময় আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি নানা বিপদ ও ক্লেশের মধ্যে আমাদের বর্ম্ম ও দুর্গের ন্যায় হইয়াছেন। যে সকল শঙ্কট স্থানে পতিত হইয়া কখনই আশা ছিল না যে তাহা হইতে আর উত্তীর্ণ হইতে পারিব, সেই সকল শঙ্কটের মধ্য হইতে তিনি আমারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। কত সময় আশাশূন্য হইয়া চিন্তা ও ব্যাকুলতার তরঙ্গে অস্থির হইয়াছি, তখন তিনি সান্ত্বনা-বারি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার আমারদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। এমন সকল বিপদের সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বল অবসন্ন হইল, বুদ্ধি পরাভূত হইল, তখন কাহার প্রসাদে আমরা বল বীর্য্য লাভ করিয়াছি? কেবল সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই প্রসাদে। তিনি আমাদের সকল বিপদের প্রশমন, সকল সম্পদের মূল; চতুর্দ্দিক্ হইতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব উত্থিত হইতেছে—এই পবিত্র উপহার দিয়া তাঁহার পূজা কর।

এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা যখন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিয়াছি, তখনও তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার স্নেহময় চক্ষু সকল সম-

য়েই আমাদের প্রতি অর্পিত ছিল। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা সকল প্রকার দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। তিনি আমাদের আত্মাকে কত সময় পাপ তাপ শোক মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন। যে সকল হৃদয়-গ্রন্থি আমাদের কুটিল গতির কারণ, তাহা তিনি ছেদন করিয়াছেন। কত সময় আমরা পাপপঙ্কে পতিত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিলাম, তিনি পুনর্ব্বার আমারদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন। আমরা যখন সেই পরম গতি, পরম সম্পদ—সেই রস-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিলাম; তখন কাহার প্রসাদে, কাহার আশ্রয়ে, পুনর্ব্বার পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি? কেবল সেই বিঘ্ন বিনাশক দুর্গতি নাশক পরমেশ্বরেরই প্রসাদে। তিনি আমাদের নির্জ্জীব ভাবকে সতেজ করিয়াছেন। তিনি আমাদের মুমূর্ষু আত্মাকে জীবন দান করিয়াছেন। আমাদের আত্মাতে এক্ষণে যাহা কিছু আত্ম-প্রসাদ আছে, তাহাতে তাঁহারই অপার প্রসাদ স্মরণ হইতেছে। আমাদের অন্তরে দেবাসুরের যুদ্ধ যে নিয়তই রহিয়াছে, তাহাতে দেবতাদিগের জয় কিসে হইয়াছে, কেবল সেই পরমেশ্বরেরই প্রসাদাৎ। আমরা যখনি তাঁহার অমৃতময় পথে পদার্পণ করিয়াছি; তিনি আমাদিগকে বার বার উৎসাহ ও সাহস দিয়া আরো বলীয়ান্ করিয়াছেন। আমরা যখন বিপথগামী হইয়াছি; তখন আমাদের সম্মুখে নানা বিভীষিকা বিস্তার করিয়া তাঁহার সৎপথে লইয়া গিয়াছেন। আমরা এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিত হইয়া পবিত্র ব্রহ্ম প্রীতি উপার্জ্জন করিয়াছি—তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া সুপবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছি; ইহা কেবল তাঁহারই প্রসাদে। সর্ব্বস্থান হইতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব উদয় হইতেছে। সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে নমস্কার কর।

হে পরমাত্মন্ যে সময়ে আমার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই নির্ভর ছিল, তখন চতুর্দ্দিকে ভয়ই দেখিয়াছি; যখনি তোমার উপর নির্ভর গিয়াছে, তখনই ভয় শূন্য হইয়াছি। হে ভয়-হরণ! তোমার সহিত সম্মিলন হইলে তাপিতের সকল সন্তাপ দুর হয়। আমার আপনার উপর কিছুই ভরশা নাই—যখন তোমার শীতল ক্রোড়ের আশ্রয় পাই, তখন আমি নূতন হইয়া উত্থিত হই; তখন বলিতে থাকি যে "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৭৮২ শক।

আমারদিগের জীবনের এক বর্ষ গত হইল। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রদর্শিত পুণ্য-পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত কত দূর প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়াছি, তাহা স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। তাঁহার প্রতি প্রীতি কি আমাদিগের কার্য্যের ও চিন্তার ও মনোগত ভাবের একমাত্র পরিচালক ও নিয়ন্তা হইয়াছে? আমাদিগের আশা ভরশা কামনা সকলি কি তাঁহার প্রতি একান্তে নির্ভর করিতেছে? কোন নিকটস্থ বন্ধুর ন্যায় কি আমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি? তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, ইহা কি আমাদিগের মনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে, ও তজ্জনিত আমাদিগের ধর্ম্ম সাধন করিতে কি প্রগাঢ়তর অধ্যবসায় জন্মিয়াছে? হে ব্রাহ্মগণ! যেমন সমুদ্র-পোত-নাবিক গভীর সমুদ্র গর্ব্ভে পোত চালনা করিবার সময়ে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সহায় দ্বারা দিক্ নিরূপণ না করিলে স্বীয় পোতকে সমুদ্র নিহিত শৈলখণ্ড গুপ্তচর প্রভৃতি বিষম প্রত্যূহ সমূহ হইতে রক্ষা করিতে পারে না; সেই রূপ আমাদের আত্মা এই ভয়াবহ সংসার পারাবার পার হইবার জন্য

ঈশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন না করিলে হৃদয়ের কুটিল মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। তিনি ভবার্ণবের কর্ণধার। আমরা যদি অনন্যগতি হইয়া তাঁহার করুণার শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের জীবনকে মোহঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করেন, ও ধর্ম্মের অনুকূল অনুরাগ-বায়ুর সহায় দ্বারা তাঁহার অভয়-কোলে উত্তীর্ণ করেন। যদি তিনি আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও একমাত্র সাধন হন, তবে আমরা না সম্পদের হিল্লোলে হেলায়মান না বিপদের তরঙ্গে ভীত হইয়া ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হই। তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয় হইলে আমাদের ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করি; তখনই ধর্ম্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ মন্দীভূত হয়, তখন ধর্ম্মকে আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া আর প্রতীতি হয় না, তখন ধর্ম্মের নিমিত্তে কোন পার্থিব বিষয়কে বিসর্জ্জন করিতে মনে তাদৃশ সাহস ও উৎসাহ হয় না, বরং ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া কোন স্বার্থ-সাধন করিবার নিমিত্ত মন লালসা-পরবশ হয়। ফলতঃ আমাদের যাবতীয় দুঃখ আছে, তাহার মূল কেবল তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। হা! আমরা প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করিবার সময়ে মনে করি, যে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আর কোন কার্য্য ও কোন চিন্তা করিব না; কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য আমরা বিষয়-পথে ধাবিত হইলে আমাদের সে লক্ষ্য ও সে ভাব কিছুই থাকে না। আমরা বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আমার আমার করিয়া যে প্রকার বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হই, আমরা বৃথা কর্ম্মে যে রূপ অর্থ ও সময় যত্ন ও চেষ্টা সমর্পণ করি; তাহাতে আমরা ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া কখনই প্রতীয়মান হই না, বরং নিতান্ত স্বার্থের দাস বলিয়া লক্ষিত হই। ব্রাহ্মগণ! আমরা যদি উপাসনা কালীন ঈশ্বরকে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করি, আর অন্য সকল সময়ে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি ও আপনাপন প্রবৃত্তি বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই; তবে আমরা আমাদিগের সমস্ত জীবন তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন জন্য সমর্পণ করিয়াছি, ইহা কি প্রকারে বলিতে পারি? ঈশ্বরারাধনা অপেক্ষা যদি আমাদিগের লোকের সঙ্গে ও বিষয়ের সঙ্গে অধিক সময় যাপন করিতে হয়, আর সেই বিষয়-কার্য্য করিবার সময় যদি তাঁহার প্রতি আমাদের মন স্থির না রহিল; তবে আমাদের আর কি হইল? আমরা ঈশ্বরোপাসনা কালে তাঁহার সহবাস জনিত যে মহান পবিত্রভাব প্রাপ্ত হই; কি উপায় দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই ভাব রক্ষা করিতে পারি। তাঁহার সহায় ব্যতীত আমাদিগের তাঁহার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্ম-পথে আরোহণ করিবার আর অন্য উপায় নাই। অতএব যেমন চাতক বারিদ-বারি পতনের প্রতি একান্তে চাহিয়া থাকে, আমরা সেই রূপ সতৃষ্ণ ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া আমাদিগের পিপাসা শান্তি করিবেন এবং তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পথে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবেন।

হে পরমাত্মন্! আমরা সংসারের মহামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলিয়া কাল যাপন করিতেছি। তোমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তি করিতে হয় ও তোমার প্রিয়কার্য্য যে রূপ অনুরাগের সহিত সাধন করিতে হয়, আমরা তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। হে প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের দুর্ব্বল মনকে তোমার প্রীতি সুধাপান করিতে বলীয়ান্ কর ও আমাদিগের সমস্ত কার্য্য ও কামনাকে তোমার দিকে লইয়া যাও। আমরা তোমার নিতান্ত অধীন ও শরণাপন্ন হইলাম। তোমার সহায় ব্যতিরেকে তোমাকে পাইবার আর অন্য উপায় নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

স্বর্গ ও নরক।

স্বর্গ নরকের ভাব কিছু না কিছু সকল ধর্ম্মেতেই পাওয়া যায়। যেখানে পাপ পুণ্যের কথা কিছু আছে—যে ধর্ম্মে কর্ত্তব্যের ভাব কিঞ্চিন্মাত্র পরিস্ফুটিত হইয়াছে, সেখানে স্বর্গ নরকের কোন না কোন প্রকার প্রসঙ্গ অবশ্যই পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্মেতেই পাপ-লোক দুঃখময়* এবং পুণ্য-লোক সুখের ধাম ¶ বলিয়া বর্ণনা আছে। এ পৃথিবীতে আমাদের ন্যায়ের ভাব চরিতার্থ হয় না, এখানে পাপ পুণ্যের উপযুক্ত মত দণ্ড পুরস্কার বিধান হয় না। যে পাপী সে সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছে, যে ধার্ম্মিক সে হীনভাবে দিন যাপন করিতেছে। সেই ন্যায় যথা উপযুক্ত রূপে বিতরণের নিমিত্তে আমরা সকলে স্বভাবতঃ পরলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। সকল ধর্ম্মেরই এই উপদেশ যে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর পরলোকে পাপ পুণ্যের ফলাফল ন্যায্য রূপে বিধান করিবেন। আমরা সহজ জ্ঞানে যাহা পাইতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মে সংক্ষেপের মধ্যে তাহার সকলই আছে। "পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যং স্থানং স্ম গচ্ছতি। পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং।" কিন্তু সেই পুণ্যফল আর পাপফল বিশেষ করিয়া বলিতে গিয়াই নানা ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্মেতেই সুখ এবং পাপেতে দুঃখ এই আমরা সহজ জ্ঞানে জানিতেছি। কিন্তু যেখানে সেই সুখের ভাব ও দুঃখের ভাব সবিশেষ বর্ণন করা হইয়াছে, সেখানে সত্যের পরিবর্ত্তে কল্পনাই স্থান পাইতেছে। ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের কি প্রকার আর পাপের সঙ্গেও দুঃখেরই বা কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্বর্গ নরকের ভাব অনেক বুঝা যাইবে।

সুখ কি? আমাদের সমুদয় বৃত্তির চরিতার্থতাতেই সুখ। আমাদের কোন এক বৃত্তি নিদ্রিত থাকিলে সুখের একটী দ্বার রুদ্ধ হইল। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতি উন্মুখ রহিয়াছে, তাঁহার মানস-রসনা সৌন্দর্য্য রস পান করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল জ্ঞান এবং সত্যের দিকেই প্রসারিত হইতেছে, তাঁহার হৃদয় প্রেমক্ষুধা শান্তির নিমিত্তে নিয়ত ব্যাকুলিত হইতেছে, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতি শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়াই চরিতার্থ হইতেছে এবং তজ্জনিত বিমল আত্ম-প্রসাদেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহার ঈশ্বর-স্পৃহা বিষয়ের স্থূল আবরণ ছেদ করিয়া অদৃশ্য অলক্ষ্য বিষয়াতীত ঈশ্বরকে পাইয়া চরিতার্থ হইতেছে। মনুষ্য যদি সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে চাহেন, তবে তাঁহার জন্য অর্থ, জ্ঞান, প্রেম, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, এ সকলই আবশ্যক। আমাদের কোন এক বৃত্তি কোন এক ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকিলে তজ্জনিত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের সুখ যখন এমত বিভিন্ন প্রকার, তখন ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে, যে এসমুদায় সুখ এক কালে উপভোগ করা আমাদের সাধ্য হয় না। ইন্দ্রিয় লোলুপ ব্যক্তি বুদ্ধি-জনিত ও ধর্ম্ম-জনিত সুখভোগে সমর্থ হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির অনেক সময় বিষয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের হৃদয়ে কোন দুঃসহ পরিতাপ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়-সুখ বিজ্ঞান-সুখ ইহার কিছুই আস্বাদন করিতে পারি না এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্ম-যোদ্ধাগণ ধর্ম্মবর্ম্মে আবৃত থাকিয়া বিপক্ষদিগের সহস্র প্রকার অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহাদের আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে নাই। "প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে"। ইহা হইতে আমরা এক নিয়ম এই পাইতেছি, যে মহৎ ও পবিত্র সুখ উপভোগ করিতে হইলে নিকৃষ্ট সুখ অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়ের সঙ্গে যেমন আমাদের বিষয় সুখ, ধর্ম্মের সঙ্গে সেই রূপ আত্ম-প্রসাদ

---

* অনন্দানামতেলোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ—ব্রাহ্মধর্ম্ম ॥

¶ স্বর্গেলোকে নভয়ং কিঞ্চ নাস্তি। নতত্র ত্বং নজরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে। কঠোপনিষৎ।

নচিকেতা যমকে বলিতেছেন। স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু তুমিও সেখানে নাই, জরাও সেখানে ভয় দিতে পারে না। অশনাপিপাসা এ উভয়ই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করে। স্বর্গলোকের কেমন সহজ নিষ্কপট বর্ণনা

এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয়। এই ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদ এবং ঈশ্বরের সহবাস জনিত ব্রহ্মানন্দ আমাদের চিরজীবনের সম্বল। বিষয়ের যোগে যে সুখ, তাহা বিষয়ের বিচ্ছেদেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু ধর্ম্মের আনন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আমাদের অক্ষয় ধন। মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃতি ক্রমিকই প্রশস্ত ও উন্নত হইতে থাকিবে এবং তজ্জনিত আনন্দ আরো অধিক হইতে থাকিবে। যৌবন কালে যেমন নূতন নূতন সুখের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া শৈশব-কালের সুখ সমুদায়কে অতিক্রম করে, আত্মার উন্নতাবস্থাতেও সেই রূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঈশ্বর-প্রীতি, এই সকল হইতেই আনন্দ ধারা নিঃসৃত হইয়া নিকৃষ্ট সুখ সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিবে।

ধর্ম্মের সঙ্গে আত্মপ্রসাদের সঙ্গেই বিশেষ যোগ, বিষয়-সুখের সঙ্গে সে প্রকার নাই। আমাদের আস্বাদন না থাকিলে যেমন আহারের বিচার থাকিত না, সেই রূপ আত্ম-প্রসাদ না থাকিলে আমরা ধর্ম্মের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতাম না; সুতরাং অনেক স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। আমরা নিস্বার্থভাবে ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিলেই ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ প্রেরণ করেন। বিষয়-সুখ যদিও অনেক সময় ধর্ম্মের বিরোধী হয়; কিন্তু আত্ম-প্রসাদ বিশ্বাসী অনুচরের ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমারদিগকে ধর্ম্মকার্য্যে আরো উৎসাহ দিতে থাকে। বিষয় সুখ ধর্ম্মের নিয়ত সঙ্গী নহে। ধর্ম্মকে সাধন করিতেই হইবে; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়-সুখ পাওয়া যায় ভালই, না যায় তাহাতেই বা কি? আমাদের সকল বৃত্তির চরিতার্থতাতেই সুখ; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের বিরোধী সুখকে পরিত্যাগ করাতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইলে বিষয়-সুখ অনেক সময় বিসর্জ্জন করিতে হইবে, কষ্টকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের যৌবনকালে সকল প্রবৃত্তিই সমুন্নত হয়। এই সময়ে আমারদের আমোদ-স্পৃহা, লোকানুরাগ, বিষয়-লালসা, সকলই প্রবল হইয়া উঠে। এই কালেই আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হয়। মনের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিলেই তাহাতে আমাদের সুখ; ধর্ম্মের আদেশে সেই সুখকে বিসর্জ্জন করিলে আত্ম-প্রসাদ থাকে। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে গেলে অনেক সময় বিষয় সুখকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম-জনিত আনন্দ আরো অধিক উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম কার্য্যের ফল আত্ম-প্রসাদ; ইন্দ্রিয় সুখ, বিজ্ঞান-সুখ, ধর্ম্মের নিকট হইতে প্রার্থনা করা বৃথা।

সুখ এবং আত্ম-প্রসাদ এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিলে অনেক ভ্রম দূর হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচার নাই; ধার্ম্মিকেরাই অধিক দুঃখী, পাপীরাই এ সংসারে সুখে আছে। হিতৈষণা, ন্যায়, সত্য অবলম্বন করিতে গেলেই ধন মান মর্য্যাদার হানি উপস্থিত হয়। অতএব সংসারে সুখে থাকিতে গেলে ধর্ম্ম রক্ষা কোন ক্রমেই হয় না।

আমরা ধার্ম্মিক হইলে সংসারের সকল সুখ সম্পদ ভোগ করিতে পাইব, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্যই এরূপ বিধান করেন নাই। তিনি আমাদের সুখ তত চাহেন না, যত আমাদের ধর্ম্ম চাহেন। যদি ধার্ম্মিক হইবামাত্র আমাদের সমুদয় কামনা চরিতার্থ হইত, তবে ধর্ম্মের কোন মূল্য, কোন বলই থাকিত না। ধর্ম্মের এ প্রকার উদার ভাব যে আমরা যদি সুখ উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করি, তবে তাহার পবিত্রতার হানি হয়। ত্যাগই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ; কিন্তু আমরা যদি ভাবি লাভের উদ্দেশে ত্যাগ আপাততঃ স্বীকার করি, তবে ধর্ম্মতঃ সে ত্যাগই নহে। ধর্ম্মের জন্য সম্যক্ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্যই আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যদি ভাবি সুখের প্রত্যাশায় বর্ত্তমান সুখ পরিত্যাগ করি, তবে তাহা ধর্ম্ম সাধন হইল না, স্বার্থ সাধন মাত্র। ধর্ম্মের আদেশ বলিয়াই কার্য্য করিতে হইবে; তা-

হাতে আমা কোন গুপ্ত অভিসন্ধি থাকিলে হইবে না। অতএব বিষয় স্থখের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে কেমন বিরোধ; আমাদের সম্পূর্ণ লোভ-শূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। তবে ঈশ্বর যদি তাহার পুরস্কার দেন; তিনি যদি আমাদের কষ্টের শতগুণ স্থখ আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন, তবে ইহাতে তাঁহার রূপা ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের নিঃস্বার্থ ভাবের কোন হানি হইল না।

বিষয়-স্থখের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ থাকাতেই ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের যাহা যাহা ইচ্ছা, তাহাই যদি ধর্ম্ম হইত; আমাদের স্বেচ্ছাচার আর কর্ত্তব্যে যদি কোন প্রভেদ না থাকিত; তবে ধর্ম্ম কার্য্যের মূল্য কি থাকিত? আমরা আপনা হইতে ধর্ম্ম পথে যাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, এবং এই হেতু তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে সৎপথ, অসৎপথ দুইই রহিয়াছে এবং এই দুয়ের মধ্যে যাহা ইচ্ছা আমরা বাছিয়া লইতে পারি, এই কর্ত্তৃত্ব ভারও রহিয়াছে। যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক সৎকে অবলম্বন করাতেই ধর্ম্ম, তখন যদি ধর্ম্মের বিরোধী ইচ্ছা আমাদের কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের উপার্জন কি হইত? সংসারের কোন প্রলোভনই যদি আমাদিগকে ধর্ম্ম-পথ হইতে আকর্ষণ করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে না আসিত, তবে ধর্ম্ম রক্ষার গৌরব কি থাকিত? তাহা হইলে আমরা নির্দ্দোষ থাকিতাম বটে; কিন্তু সে বিবেচনায় পশুরাও নির্দ্দোষ। যাই ধর্ম্মের বিরোধী বিষয়-সকল আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, যাই আমরা বলপূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের প্রতিস্রোতে যাইতেছি, তাহাতেই আমরা ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। ঈশ্বর যদি কেবল আমাদিগকে স্থখী করিবার ইচ্ছা করিতেন, তবে ধর্ম্ম না দিয়াও স্থখী করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার শুভ অভিপ্রায় এই যে আমরা ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি, তখন আমাদের লক্ষ্য কি বিষয় স্থখ হওয়া উচিত? না ধর্ম্মের জন্য বিষয় স্থখের হানিকে হানি বোধ করা উচিত?

আমরা এখানে দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। অনেক স্থলে ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকে, অনেক স্থলে নির্ব্বিরোধ। এক আমাদের নির্দ্দোষাবস্থা; অন্য আমাদের উন্নতি কিম্বা দুর্গতির অবস্থা। আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে অনেক স্থলে ধর্ম্মের ঐক্য দেখা যায়। শরীর রক্ষা আমাদের পরম ধর্ম্ম; কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি বশতও শরীর সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অশন বসন সুখ স্বচ্ছন্দতা পাইবার নিমিত্তে লোকে যে এত কষ্ট সহ্য করিতেছে, ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র গৌরব নাই; কিন্তু যদি আমাদের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমরা বিপদে একান্ত আক্রান্ত হই—শোকেতে ব্যাকুল মতি হই—আপনার প্রতি আর কিছু মাত্র আদর থাকে না; মৃত্যুই আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে; এমন অবস্থায় যদি আমরা আমাদের সমুদয় বল একত্র করিয়া কেবল ধর্ম্মের জন্য কর্ত্তব্যের জন্য আত্ম রক্ষা করি; সেই স্থলেই আমাদের ধর্ম্ম বল প্রকাশ পায়। এই প্রকার আমরা ধর্ম্ম হইতে হিতৈষণার আদেশ পাইতেছি এবং আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেও অন্যের প্রতি প্রেম, দয়া, করুণা বিস্তার করিতেছি। কিন্তু মাতা যে তাঁহার পুত্রকে স্নেহ করেন, স্বামী যে তাঁহার স্ত্রীকে প্রীতি করেন, দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি দয়া অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম-গৌরব কি? সংগ্রাম স্থলেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আমরা যখন আপনার স্থখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন করিয়া নিরাহারী নিরাশ্রয়কে অন্ন বস্ত্র প্রদান করি—যখন আমরা সমুদয় কষ্ট সহ্য করিয়া সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে আমাদের কোন চিরপালিত মন্দ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করি—যখন শত্রুকে প্রেম দ্বারা পরাজয় করি, অসাধুকে সাধুতাতে ক্রয় করি—যখন ধর্ম্মের

জন্য প্রাণের আশঙ্কাও পরিত্যাগ করি; তখনই আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব; তখনই আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়; তখনই আত্মাতে আত্মপ্রসাদ অবতীর্ণ হয়। আত্মার বল বীর্য্য এই প্রকারেই উপার্জ্জন হয়। নির্দ্দোষাবস্থায় অনন্ত সুখের অবস্থায় এপ্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই সকল সঙ্গ্রাম স্থলেই আমাদের পরীক্ষা ও শিক্ষা হয়। এই হেতু ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারে চিরদিন সুখের ক্রোড়ে শয়ান রাখেন নাই। তিনি আমাদিগকে নানা কঠোর অবস্থাতে নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যেখানে এই প্রকার . গ্রাম নাই, সেখানে জীবনই নাই বলিতে হইবে। দেব-ভাব পশু-ভাব—কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তির সংগ্রামে আমরা ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি

যাহারা স্বর্গকে এই কেবল সুখের ধাম বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদের ভ্রম এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এখানে আত্ম প্রসাদই স্বর্গের পূর্ব্বাভাস; কিন্তু তাহারদিগের মতে সেই স্বর্গেতে বিষয় সুখই রাশীকৃত সঞ্চিত হইয়াছে। যে সকল কামনা এই মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ তাহাই সেখানে পূর্ণ হইবে। " সরথাঃ সতূর্য্যা অপ্সরাঃ, মহদায়তন কানন, সুশীতল ছায়া, বিস্তীর্ণ নদী, এই সমুদয় স্বর্গলোকে প্রচুর রূপে পাওয়া যাইবে। এই সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া আমাদের সমুদয় ধর্ম্ম কার্য্যের শেষ ফল! এখানে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে স্বর্গলোকে আমরা অশ্ব রথ গজে পরিবৃত হইব। এখানে সুরা পান হইতে বিরত হইলে স্বর্গলোকে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রাপ্ত হইব। স্বর্গের এই প্রকার ভাব কি হীন ভাব। ইহাতে আমাদের আত্মা কখনই সায় দেয় না।

বিষয়-সুখই কি আমাদের পরম পুরুষার্থ? আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্যের শেষ ফল কি অকিঞ্চিৎকর বিষয় সুখ? আমাদের সমুদায় আশা ভরসা কি এই প্রকার সুখেতে পর্য্যবসান হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা উন্নত উদ্ধত পবিত্র ফল কি আর কিছুই নাই? হে বিদ্বন্! তুমি কি মনে কর, তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি। মনে কর এখানে তোমার সকল ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়াছে, তুমি এখানকার সকল কামনার কামভাগী হইয়াছ, পার্থিব সুখের কোন অভাব নাই; ধন মান যশ প্রভুত্ব অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোগ করিতেছ; এই কি তোমার পরম প্রার্থনীয় অবস্থা? এই অবস্থাতেই কি তুমি চিরকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পার? এই সুখ প্রদর্শন যদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার সম্মুখে বিস্তৃত থাকে, তাহাতেই কি তুমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর? না তোমার আত্মা ইহা অপেক্ষা মহত্তর উচ্চতর বিষয় চায়? মনুষ্যের আত্মা এই সকল প্রশ্নে কখনই সায় দিতে পারে না। আমরা যদি স্বর্গলোক পর্য্যন্ত এই প্রকার এক সুখের মঞ্চ প্রস্তুত করি, তবে তাহাতে কতক দূর আরোহণ করিয়াই দেখিতে পাই যে আমাদের যাহা আশা ছিল, তাহার কিছুই পূর্ণ হইল না।

সহস্র সহস্র ইন্দ্রিয়-সুখ সহস্র সহস্র কৃত্রিম শোভায় অনুরঞ্জিত হইলেও আমাদের আত্মাকে পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখ অবশ্য সেব্য, তাহার সন্দেহ নাই। শোভা সঙ্গীত সৌগন্ধে পরিবৃত মনোহর উদ্যান বা উন্নত প্রাসাদে বাস করা—যে সকল স্থানে কর্ণ কোন অশ্রাব্য স্বর শুনিতে পায় না, চক্ষু কোন কুৎসিত রূপ দেখিতে পায় না, এমন সকল স্থানে কালক্ষেপ করা—নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীতে আমাদের পশু-প্রকৃতিকে চরিতার্থ করা, এসকল সামান্য সুখ নহে। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিরা যাহা বলুন না কেন, এসকল সুখ কখনই হেয় নহে। জগদীশ্বর আমাদের জন্য এপ্রকার সুখ অপর্য্যাপ্ত রূপে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের চক্ষু কর্ণ পবিত্র সুখের দুই বিস্তীর্ণ দ্বার। কিন্তু এই প্রকার ইন্দ্রিয় সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। ইহাতেই আমাদের সমুদয় প্রকৃতি চরিতার্থ হয় না। আমরা ইহা অপেক্ষাও আরো অধিক কিছু চাই। নিতান্ত ইন্দ্রিয়

লোলুপ ব্যক্তিও এ প্রকার সুখে সম্যক্ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া ইহা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। আমরা যৌবন কালে যত অপর্য্যাপ্ত রূপে সুখভোগ করি, পরে তত শীঘ্র তাহাতে বিরক্তি জন্মে। যাহারা সে সময়ে পরিমিত রূপে সুখভোগ করে, পরে আর তাহাতে তেমন স্পৃহা থাকে না। আমাদের জীবনের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমাদের সাংসারিক সমুদয় ভাব শীতল হইয়া যায় এবং সংসারকেই যাহারা সর্ব্বস্ব ধন জানিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও বুঝিতে পারে যে সেই সংসারও তাহাদের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই।

অতএব স্বর্গকে এই প্রকার সুখের ধাম করিয়া বর্ণন করা কি মূঢ়ত্বের কর্ম্ম! বিষয় সুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না, এই আমাদের পরম মঙ্গল। তবে সেই সুখই কি আমাদের জীবনের শেষ লক্ষ্য, সমুদায় কর্ম্মের শেষ ফল হইবে?

পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে আমাদের নিঃস্বার্থ ভাবে লোভ শূন্য হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমরা স্বর্গের লোভে ধর্ম্মেতে অনুরক্ত হই, নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত হই, ধর্ম্মজীবি জীবের ভাব এ প্রকার হওয়া উচিত নহে। যে ঈশ্বর আমাদের নিষ্কাম প্রীতি চাহেন তাঁহা হইতেই আমরা নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের শিক্ষা পাইতেছি। শিশু তাহার মাতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলে মাতা তাহাকে শাসন করেন এবং তাহাকে সুখী করিবার জন্যও তিনি নিয়ত তৎপর রহিয়াছেন। কিন্তু মাতার কি ইচ্ছা এই যে শিশু শাস্তির ভয়ে তাঁহাকে মান্য করুক এবং ক্রীড়াসামগ্রী পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহাকে ভাল বাসুক! তবে ঈশ্বরই কি আমাদিগের নিকট হইতে এই প্রকার মান্য আর এই প্রকার প্রেম চাহেন? দুর্দ্দান্ত প্রভুর কম্পমান ভৃত্যই যখন নিঃস্বার্থ প্রেম বাহিক দেখাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে তখন ঈশ্বর কি আমাদের সমল ভাবে সন্তুষ্ট থাকিবেন? সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা লাভ ক্ষতি ফলাফল বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তাঁহার শিক্ষা এপ্রকার নয়। আমাদের নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পুরস্কার দেন এবং তিনি নিজেই তাহার পুরস্কার হয়েন

মনুষ্যকে যাহারা লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মে আনিতে চাহে অথবা ভয় দেখাইয়া পাপ হইতে বিরত করিতে চাহে, তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব অবগত নহে।

ঈশ্বর আমাদিগকে ভবিষ্যতে দণ্ড পুরস্কার দিবার জন্যই এখানে প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাদিগের জন্য একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য স্থল এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া রাখেন নাই, যে মৃত্যুর পরে হয় অনন্ত স্বর্গ ভোগ বা অনন্ত নরক ভোগ হইবে। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ পৃথিবীতেই আমাদের শিক্ষার শেষ হইবে না। আমরা সহজ জ্ঞানে এই বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং।" পাপীর দণ্ড অবশ্যই হইবে। ন্যায়বান ঈশ্বর এখানেই হউক, পরত্রই হউক, পাপের উপযুক্ত দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন, কিন্তু দণ্ডের জন্যই তাঁহার দণ্ড দিবার তাৎপর্য্য নহে কিন্তু পাপীর পরিত্রাণের জন্য। সেই প্রকার ঈশ্বর অবশ্য ধর্ম্মের পুরস্কার দিবেন; কিন্তু পুরস্কারের জন্য আমাদের ধর্ম্ম নহে। আমরা কি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিব? কখনই না। ঈশ্বর সুখকে আমাদের পরম পুরস্কার করিয়া রাখেন নাই; কিন্তু সুখ আমাদের অন্ন স্বরূপ; সেই অন্নে আমরা বল পাইয়া আরো প্রকৃষ্ট রূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, এই তাঁহার অভিপ্রায়। আমরা ধর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিলাম; ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলাম, এই আমাদের পুরস্কার; ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই? আমরা পাপকলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া, সত্যতা পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া, পুণ্য স-

ক্ষয় করিয়া, স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়া, পরিশেষে এক আমাদের লক্ষ্য এই হইল যে স্বর্গে গিয়া একটুকু সুখভোগ করিব? ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরের দিকেই যায়। আমরা ধর্ম্ম-সাধন করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপকে পাইবার অধিকারী হই।

সাংসারিক সুখভোগের জন্য ধর্ম্মাচরণ যে প্রকার, স্বর্গ লাভের জন্য ধর্ম্ম সাধনও সেই প্রকার। স্বার্থপরতা কি পরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেই তাহা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিল? যদি অল্প পুরস্কারের জন্য ধর্ম্ম সাধন প্রকৃত ধর্ম্ম না হয়, তবে অধিক পুরস্কারের জন্য যে ধর্ম্ম সেই কি পবিত্র ধর্ম্ম? এক রজত মুদ্রাতে লুব্ধ হওয়াও যাহা এক শত মুদ্রাতেও সেই প্রকার এবং স্বর্গ সুখভোগের প্রত্যাশাতেও সেই প্রকার। এক দিবস কারাবাসের ভয়ে পাপ হইতে নিরস্ত হওয়াও যাহা, চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসনের ভয়ে বিরত হওয়াও সেই প্রকার; এবং অনন্ত নরকের ভয়েও সেই প্রকার। যে ব্যক্তি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম সাধন করে, সে একেবারেই সকল ধন পাইবার মানসে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে পারে; কিন্তু যিনি ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনি আর মূল্যের বিষয় বিবেচনা করেন না; তাঁহার পক্ষে অল্প মূল্যও যাহা অধিক মূল্যও সেই প্রকার।

কিন্তু স্বর্গের লোভে যেমন ধর্ম্ম হয় না, নরকের ভয় পাপীর পক্ষে কিরূপ? পাপীকে নরকের ভয় কি দেখাইবে? সে এখানে নরকের জ্বালা সহ্য করিতেছে অথচ তাহাতে তাহার চেতন হয় না। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি—নরকের ভয় যদি এই হয়, তবে তাহাতে তাহার ক্ষতি নাই। তাহাকে সে ভয় কি দেখাইবে, সে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়াই চলিতেছে। সে যে রোগ এখানেই ভোগ করিতেছে, ভবিষ্যতে সেই রোগেরই ভয় দেখান হইতেছে। সে রোগের আরো অধিক ভোগ তাহার পক্ষে ভয় দায়ক নহে। প্রথম অবধিই তাহার আপনাকে শোধন করিবার ক্ষমতা ছিল—প্রথম হইতেই তাহার পরম পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিবার অধিকার ছিল, তাহা সে তুচ্ছ করিয়াছে। পাপীকে অনন্ত নরক, জ্বলন্ত অনল, দুঃসহ যাতনার ভয় দেখাও, তাহাতে তাহার কি হইবে। তাহার পাপের আসক্তি কি ক্ষীণ হইবে? না, কেবল ভয়েরই সঞ্চার হইবে। ভয়েতে চালিত হওয়া অপেক্ষা আর নীচ ভাব কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পাপের মলিনত্ব দেখিতে পাইয়াছে, তাহা হইতে বিরত হইবার ক্ষমতা বুঝিয়াছে, ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা অনুভব করিয়াছে, অথচ যাহার পাপের প্রতি কিছু মাত্র ঘৃণা উপস্থিত হয় নাই, ঈশ্বর প্রীতির শিখা মাত্রও যাহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয় নাই কিন্তু সে ব্যক্তি নীচ হীন পশুবৎ ভয়েতেই কখন কখন পাপ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে নাই; তাহার অপরাধের কি তাহাতে কিছুমাত্র লাঘব হইল? মন্দকে ভাল জানিয়া গ্রহণ করাতেই পাপ; তাহার সহিত ভয় মিশ্রিত হইলেই কি তাহার মলিনত্ব দূর হইল?

পাপীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যিনি ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা, তিনি পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন। সকল ধর্ম্মই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে, স্বয়ং পাপীর অন্তরেই এ ভয় রাজত্ব করে। কিন্তু পাপীর নরক ভোগ কি প্রকার? আত্ম-গ্লানিই পাপীর নরক ভোগ। তাহার দুঃসহ হৃদয় জ্বালাই নরকাগ্নি সমান। পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্নিময় দৈত্যময় কীট-পূর্ণ নরক কল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। তাহার আত্ম-গ্লানির দ্বার খুলিয়া দিলেই সে নরকের সমুদয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। পাপী ব্যক্তি এখানে আমোদ প্রমোদে আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকে, চির অভ্যাস বশতঃ পাপ কর্ম্মে অকাতরে রত হয়। তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য অধিক আর কিছু আবশ্যক করিবে না, তাহাদের মন বহির্ব্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই আপনার প্রতি দৃষ্টি করিবে। তখনই সে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। তখন তাহার সেই আত্মগ্লানির যন্ত্রণাই নরকের যন্ত্রণা। এখানে পাপীদের স্ফূর্ত্ত ভাব দেখিয়াই তাহাদিগকে সুখী মনে

করা অতীব ভ্রান্তি। পাপের ফলই এই 'দুর্ভিক্ষাৎ যাতি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ং।'

কিন্তু এক বিষয় আমরা জানিতেছি যে পাপীর অনন্ত শাস্তি নহে। তাহার পাপ ভার যতই হউক না কেন তাহা অবশ্যই পরিমিত। পরিমিত জীব অনন্ত পাপে পাপী কখনই হইতে পারে না। কতটুকু পাপের কিরূপ দণ্ড তাহা যদিও আমরা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে একটী ক্রোধ বাক্যের জন্য প্রাণ দণ্ড করিলে তাহা অন্যায় দণ্ড হইল। ইহা যদি সত্য হয় তবে আমরা ইহাও বলিতে পারি, পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ কখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে না।

ন্যায়বান্ ঈশ্বর যেমন পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন, সেই রূপ আমাদের করুণাময় পিতাও পাপীকে শোধন করিবার উপায় বিধান করিবেন। তিনি দণ্ডের জন্যই দণ্ড দেন না, কিন্তু মঙ্গলোদ্দেশে দণ্ড বিধান করেন। তাঁহার সকল শাস্তি ঔষধ স্বরূপ। তিনি পাপীকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। যে পর্য্যন্ত না পাপী ব্যক্তি তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করিবে, যে পর্য্যন্ত না সে আপনার যথার্থ স্থান অন্বেষণ করিবে, যে পর্য্যন্ত না সে সন্তপ্ত চিত্তে আপনার পরম পিতার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে পর্য্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করিবে; এবং পরিশেষে যখন সে ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আপনা হইতে তাঁহার দিকে গমন করিবে, তখন তিনি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবেন, এবং পুনর্ব্বার আপন রাজ্যের অধিকারী করিবেন। পাপীর নরক ভোগ এই প্রকার, ধার্ম্মিকের স্বর্গ ভোগের আভাস আমরা এখানেকি পাইতেছি অন্তরেই তাহার আভাস পাইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গ কেবল সুখের স্বর্গ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সুখের জন্য ভোগের জন্য এখানেই হউক পরত্রে হউক ধর্ম্ম সাধন করিবার শিক্ষা দেন না কিন্তু ইহামুত্রার্থ-ফল-ভোগ বিরাগেরই উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রকার কোন ঔষধ দেন না যে তাহা সেবন করিয়া পাপী একেবারেই সুস্থ হইবে, কিন্তু তিনি এই উপদেশ দেন যে অনিবার্য্য যত্ন সহকারে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে হইবে এবং আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মিলিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমত কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন না যে সেখানে গেলেই আমাদের সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম্ম সকল সুখ লাভ হইবে। কিন্তু কোন কালেই আমাদের শিক্ষার বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে উৎকৃষ্টতর সুখ ভোগ করিতে থাকিব। আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী, অনন্ত-স্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া শেষ করিতে পারিব না। সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব।

আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা যে খানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, ঈশ্বর হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না। সেই জগৎ-পিতার আশ্রয়ে আমরা চিরকালই থাকিব।

আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা একত্রে উন্নত হইতে থাকিবে। সেই সত্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানের স্বর্গীয় অন্ন হইবেন; আমাদের ভাব-সকল উন্নত হইয়া তাঁহাতেই সমর্পিত হইবে, আমরা নূতন ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ঈশ্বরের নূতন নূতন কার্য্য সমাধান করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে থাকিব। আমরা কেবল ধ্যানে থাকিব না, ব্রহ্মেতে লয় হইয়াও যাইব না, কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার তাঁহার সহবাস জনিত আনন্দ ভোগ করিতে করিতেই চিরজীবন যাপন করিব। আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এ তিনের একটীও একেবারে বিনাশ হইবে না। আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হইবে। আমাদের প্রীতি এক্ষণে এক পরিবার এক গ্রাম এক দেশের মধ্যে বদ্ধ আছে, কিন্তু তখন তাহা ঈশ্বরের উদার প্রেমের রূপ ধারণ করিবে এবং আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইয়া তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে।

আমাদের সদ্ভাব, হিতৈষণা, পবিত্রতা, উপার্জ্জন হইতে থাকিবে; আমাদের প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক কার্য্য হইতে ধর্ম্মামৃত নিস্যন্দিত হইবে। আমাদের প্রীতি বিস্তার হইয়া সহস্র সহস্র আত্মাকে সিক্ত করিবে। আমরা দেবতাদিগের সঙ্গে পরম পবিত্র প্রেম ভাবে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয় অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে থাকিব। তখন আমাদের এখানকার অবস্থা স্মরণ হইলে ইহা আমাদের জীবনের শৈশবকাল মনে হইবে এবং আমাদের এখানকার সমুদয় শিক্ষা শিশুর পদচারণা শিক্ষার ন্যায় বোধ হইবে।

আত্মা উ[illegible] ভাব ধারণ করিবে। প্রত্যেক পাপ প্রবৃত্তি বিনর্জিত হইবে এবং আমাদের দেবভাব সকল সমুন্নত হইতে থাকিবে। আমরা পুণ্য-পদবীতে এই প্রকারে আরোহণ করিতে করিতে আমাদের পাপমলা সকল বিধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের আত্মাতে পবিত্রতা, মঙ্গলভাব, ধর্ম্মপ্রসাদ, বর্দ্ধমান হইতে থাকিবে। আমাদের দেবভাব সকল আসুরিক প্রবৃত্তির উপরে জয়ী হইয়া আপনার প্রকৃত আধিপত্য সংস্থাপন করিবে।

আমাদের ঈশ্বরের ভাব-সম্বন্ধেও উন্নত হইতে থাকিবে। আমরা তাঁহার মহিমাকেই মহীয়ান্ করিব, তাঁহার উপাসনাতেই জীবন যাপন করিব, তাঁহার সহবাসেই পরিতৃপ্ত হইব, তাঁহার পবিত্র চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব. তাঁহাতে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিব এবং তাঁহার অপার প্রেম আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে পারিব। তিনিই আমাদের উপজীবিকা হইবেন। যদিও চন্দ্র সূর্য্য কখন নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তথাপি এমন দিন অবশ্যই উদিত হইবে। এদিন একবার উদয় হইলে আর কখন অস্ত যাইবে না কিন্তু ইহার আলোক ক্রমিকই উজ্জ্বল হইয়া আমাদের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিতে থাকিবে। ইহাই স্বর্গ ইহাই মুক্তি।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোকএষোস্যপরমআনন্দঃ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৭ মাঘ বুধবার ১৭৮১ শক।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং।

পরমেশ্বর ধর্ম্মের আবহ পাপের মোচয়িতা

যখন আমরা পরম পিতার নিকটে অপরাধী হইয়া মলিন ও হীন ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, যখন তাঁহার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি আর সে প্রকার দেখিতে পাই না; তখন কি কঠোর রূপে বুঝিতে পারি যে আমাদের এই অপবিত্র মন লইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের নিকটে যাওয়া যায় না; কিন্তু তখন আমরা সেখানে না যাইয়াই বা কি করি? আর কাহার নিকটে ক্রন্দন করিতে পারি। সংসারের মধ্যে এমন কে আছে যে আমাদের পাপ-সন্তাপ দূর করিতে পারে? বিপদে পড়িলে লোকেরা একটুকু আশ্রয় দিতে পারে—ভিক্ষা চাহিলে তাহারা কিঞ্চিৎ ধনই দিতে পারে; কিন্তু পাপে পতিত হইয়া কাহার আশ্রয় লইতে যাইব? কোথায় গিয়া শান্তি পাইব? এই পাপতাপময় সংসারে সেই পাপনুদ পতিত-পাবন আমাদের পাপ মোচন না করিলে আমাদের দশা কি হইত? কোথা গিয়া আমাদের গ্লানি মলিনতা ব্যাকুলতা অপবিত্রতা দূর করিতাম? লোকের সান্ত্বনা বাক্যে আত্মগ্লানি কখন দূর হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র পাপে পাপী, সেও যদি পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিতে চায়, তবে সে ঈশ্বরকেই সহায় পাইবে। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না।

তাঁহারা দুর্ব্বলমতি শিশুকে যে প্রকার স্নেহময় ভাবে শাসন করেন, যিনি আমাদিগকে সেই প্রকার ভাবে শাসন করিতেছেন, যাঁহার প্রেমের জ্যোতিঃ আমাদের প্রতি কখনই মলিন হয় না, যিনি আমাদের সকলকেই আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য মনের অধিপতি হইয়াছেন, যিনি আপনাকে দিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন বলিয়া আমাদিগের আত্মাকে প্রশস্ত করিয়াছেন; আমাদের প্রতি তাঁহার কি প্রকার ভাব একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি আমাদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া প-

রিত্যাগ করেন না—তাঁহার সকল শান্তি ঔষধ এবং তাঁহার সকল ঔষধ আরোগ্য-মূলক। তিনি ধর্ম্মের সহায়, পবিত্রতার সহায়, সাধু ভাবের সহায়। যদি পাপ-মূলক বৃত্তি-সকলকে পরাস্ত করিতে চাও, তবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। আপনার ক্ষুদ্র বলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কখনই করিও না। আমাদের উপরে ঈশ্বরের করুণা-দৃষ্টি অবশ্যই পতিত হইবে। কত কত ব্যক্তি নিরগামী পাপ পথ দিয়া একেবারে পতিত হইতেছিল, এমন সময় অনেক বার এ প্রকার হইয়াছে যে ঈশ্বর তাহাদের আত্মাতে বিদ্যুতের ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে চমকিত করিয়াছেন এবং সেই অবধি তাহারা নূতন বল পাইয়া নূতন রূপে উত্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা অনেকের মুমূর্ষু আত্মাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ঈশ্বরের যখন এরূপ অপার করুণা তখন তোমারই প্রতি তিনি কি করুণা-শূন্য হইবেন? এমন কখনই মনে করিও না। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বলে পাপকে পরাস্ত করিতে পারি। পাপকে নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা কর, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাইবেন। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া চলিলে পদে পদে পতিত হইবে এবং পতিত হইয়া কাহার সহায়ে উদ্ধার হইবে? পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া পবিত্র-ভাব কোথা হইতে পাইবে? অতএব পতিতপাবনকেই আশ্রয় কর। ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর কেবল পাপীর পরিত্রাতা নহেন, কিন্তু ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'ধর্ম্মৈকোযপ্রবর্ত্তকঃ'। তিনি পাপকে নিরস্ত করিতেছেন এবং ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আমাদের এমন বিদ্যা নাই, বল নাই, ধন নাই, সহায়ও নাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন মতে রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদেই এ ধর্ম্ম এদেশে অল্পে অল্পে বদ্ধমূল হইতেছে। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া এই ব্রাহ্মসমাজ এত কাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রাণ তাঁহারই হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। লোকের বিদ্রূপ কি উপহাস কি বিপক্ষতাতে ইহার কিছুই ক্ষতি হইবেনা। যাহার আয়ু পৃথিবীর সহিত সম কাল, তাহার উপরে খড়্গ হস্ত হইলে তাহার কি হইতে পারে? ইহার দিন দিন উন্নতিই হইবে এবং ইহা নূতন শাখা পল্লবে সজ্জিত হইতে থাকিবে। হে পরমাত্মন্ এই প্রকার সমাজ যেন সকল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞান

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

ক্ষুধা আমাদিগের পরম বন্ধু। উহা জীবনের পালক, পরিশ্রমের উদ্দীপক, এবং মনুষ্যের প্রায় সমস্ত মহৎ কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক। এই ক্ষুধা প্রধান পরিচালক শক্তিরূপে আমাদিগের শরীর যন্ত্রকে সতত পরিচালনা করিতেছে। এই ক্ষুধাই শ্রমোপজীবি-লোক সকলকে একত্রিত করিয়া অনতিক্রমণীয় পর্ব্বত ও নিবিড় কানন মধ্য দিয়া অতি সুগম পথ, পারাবার নিমিত্ত অতি সুকৌশল সম্পন্ন সুদৃঢ় সেতু, ত্বরিত গমনাগমন নিমিত্ত আশ্চর্য্য লৌহবর্ত্ম এবং বাস নিমিত্ত মনোহর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। ক্ষুধা নাবিক স্বরূপ হইয়া অপার অগম্য সমুদ্র মধ্য দিয়া অর্ণবপোত সকল দেশ দেশান্তরে চালনা করিতেছে। ক্ষুধা তন্তুবায়ের তন্ত্রে, কৃষকের হলে, কুলালের চক্রে, এবং সমস্ত শিল্পকরদিগের যন্ত্রে সতত্তই উপবিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষুধা সকলকেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম করণে সতত তাড়না করিতেছে,—ক্ষুধাই এই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প কর্ম্ম ও সভ্যতার উন্নতি সাধন করিতেছে। যদি এই ক্ষুধা না থাকিত বা অন্ন অজস্র ও অনায়াসলভ্য হইত তাহা হইলে কোথায় বা অপূর্ব্ব সুসজ্জিত মনোহর অট্টালিকা, গ্রাম ও সুকৌশল সম্পন্ন সুদৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম কার্পাস, উর্ণা ও রেসম নির্ম্মিত বস্ত্র কোথায় বা বাষ্পীয় পোত ও শকট ও আশ্চর্য্য ঘটিকা যন্ত্র থাকিত, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও শিল্প কর্ম্ম এককালেই বিলুপ্ত হইত। মনুষ্য স্বভাবতঃ শ্রমপরাঙ্মুখ, সহজে পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিলে কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, শুদ্ধ ক্ষুধাই তাহাদিগের মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে তাড়না করিয়া পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করে।

কি ধনী কি কৃষি কি শ্রমোপজীবী সকলেই অগ্রে ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমলব্ধ ফলে অগ্রে ক্ষুধাকে পরিতোষ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তদ্দ্বারা লোকে অপরের পরিশ্রম ক্রয় করে।

এক ভাবে বুভুক্ষা প্রবৃত্তি আমাদের যে রূপ পরম বন্ধু, অপর ভাবে সেই প্রবৃত্তিই আমাদিগের ভয়ঙ্কর শত্রুস্বরূপ, যেহেতু এই ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হইলে ইহা প্রবল অগ্নির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও সকল মহত্ত্ব এককালে পরিগ্রাস করিয়া পরিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। ক্ষুধা যেরূপ আমাদিগের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে মহৎ মহৎ কর্ম্ম করণে তাড়না করে, সেরূপ আবার যে কত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে তাহার সীমা করা যায় না। কত শত ব্যক্তি এই ক্ষুধার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ বধ ও সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছে, কত শত ভগ্নপোতস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোক ক্ষুধাতে উন্মত্ত হইয়া স্বসঙ্গিদিগের মাংসে ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণ বধ করিয়াছে এবং এমত শ্রবণ করা গিয়াছে যে কত কত বুভুক্ষানলোন্মত্ত মাতা স্বীয় শিশুর মাংসে জঠরানল শীতল করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই ক্ষুধা কি? ইহার কার্য্যকারণই বা কি? ক্ষুধা কি তাহা আমরা সামান্য—অনায়াসেই বুঝিতে পারি কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব ও যথার্থ প্রকৃতি কিছুই বুঝা যায় না। বিজ্ঞান শাস্ত্ররূপ ভাস্করের রশ্মি এ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সামান্য ক্ষুদ্বোধ ও ক্ষুন্মুমূর্ষাবস্থার মধ্যে অনন্ত অনুক্রম আছে। অল্প ক্ষুধার সময় যেরূপ একপ্রকার অতি কোমল সুখ বোধ হয় যাহা কোন ক্রমেই বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাহা বোধ করি সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইলে যেরূপ অত্যন্ত ক্লেশ তাহাও অনেকে সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন সম্পূর্ণ নিরাহারে থাকিলে সেই ক্ষুন্মুমূর্ষাবস্থার যে অনির্ব্বচনীয় অসহ্য যন্ত্রণা, তাহা অত্যল্প লোকের দুরদৃষ্টে ঘটিয়াছে। সময়ে সময়ে দুর্দ্দৈব বশত সমুদ্র মধ্যে অর্ণব-পোত ভগ্ন হওয়াতে তৎস্থিত লোকদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে পাষাণময় হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। সেই সকল শোকসূচক উদাহরণ সহকারে এই ক্ষুধার প্রধান প্রধান লক্ষণ ও কারণ যত দূর সম্ভব তাহা যথাসাধ্য লিখিত হইতেছে।

প্রত্যেক জীবের শরীরের ক্ষতি ও পূরণ সতত সমঞ্জসীভূত রহিয়াছে, আমাদিগের প্রত্যেক ক্রিয়াতেই শরীরের ব্যূহ-তন্তু* (Tissue) ক্ষয় হইতেছে। আমরা যখন হস্তোত্তোলন, পদ প্রসারণ, ও চক্ষুরুন্মীলন প্রভৃতি শরীরের যে কোন অংশ চালনা, অথবা যে কোন বিষয় চিন্তা করি, তৎসঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক-ব্যূহতন্তু ক্ষয় হয়; এমত কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা, বা কোন বিষয় চিন্তা করা যায় না যাহার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের কিছু না কিছু অংশ ক্ষয় না হয়। অগ্নি কুণ্ডে যে পরিমাণে তেজ উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণেই তাহাতে ইন্ধন দগ্ধ হয়, সেই রূপ যে পরিমাণে শরীর ও মনকে চালনা করা যায়, সেই পরিমাণে দৈহিক-ব্যূহতন্তু ক্ষয় হইয়া থাকে—অধিক শ্রম করিলে অধিক, অল্প শ্রম করিলে অল্প, ব্যূহতন্তু ক্ষয় হয়। অগ্নিকুণ্ডে সতত কাষ্ঠ না দিলে সেই অগ্নি ক্রমশ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ শরীরাভ্যন্তরিক পাবকে অস্থি, মাংস, মজ্জা, প্রভৃতির যত ব্যূহতন্তু ক্ষয় হইতেছে তাহা পরিপূরণার্থ অন্ন রূপ কাষ্ঠ না দিলে জীবনাগ্নি এককালেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন আমাদিগের দৈহিক অংশ ক্ষয় হয় তখন ক্ষুধা স্বভাবতই আমাদিগকে সেই ক্ষতি পূরণার্থ আহ্বান করে। যদি চ শারীরিক অংশ ক্ষয় হওয়াতে ক্ষুদ্বোধ হয় তথাপি সেই ক্ষতিটীই ক্ষুধা নহে, এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে শারীরিক অংশ ক্ষয় হইলেও কিছুমাত্র ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। অনেকানেক উন্মত্ত ব্যক্তি কিছুদিন আহার না করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুধার্ত্ত হয় না, এবং সাতিশয় ক্ষুধার সময়ে অত্যন্ত শোক বা আনন্দ উপস্থিত হইলে একবারেই ক্ষুধা বিলুপ্ত হয়, সেই সময়ে কোন বস্তু আহার করা দূরে থাকুক, আহারীয় দ্রব্য দেখিলেও ঘৃণা বোধ হয়। এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে তাম্রকূট, অহিফেণ প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য ব্যবহারে, ও অপোষণোপযোগী-দ্রব্যে পাকস্থলী পরিপূর্ণ করিলে, আপাতত ক্ষুধার নিবারণ হয় কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র শরীরের ক্ষতি পূরণ হয় না। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে যে শারীরিক অংশ ক্ষয়ই ক্ষুধা নয়, ক্ষুধার আদি কারণ মাত্র। ক্ষুধা যে কি, অদ্যাবধি তাহার কিছুই বুঝা যায় নাই।

যে পরিমাণে শরীরের পোষণ প্রয়োজন, সেই পরিমাণে, শীঘ্র বা বিলম্বে, অধিক বা অল্প ক্ষুধা হয়। যৌবনাবস্থাপেক্ষা বাল্যাবস্থায় শরীরের শীঘ্র শীঘ্র পুষ্টিসাধন হয়, এজন্য যৌবনাবস্থা

* যে সকল মূল বস্তুতে যে অংশ বিরচিত, তাহাকে সেই অংশের ব্যূহ-তন্তু বলে। ব্যূহ—গঠন, নিস্মাণ। তন্তু—সূত্র।

অপেক্ষা বাল্যাবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র অন্নের প্রয়োজন অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।

শরীসৃপ (Reptile) ও মৎস্যদিগের অপেক্ষা পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবদিগের (Mammalia) শারীরিক ক্ষয় অনেকাংশে অধিক, এজন্য শরীসৃপ ও মৎস্যদিগের অপেক্ষা পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবদিগের শীঘ্র শীঘ্র অন্নের প্রয়োজন হয়। জড়বৎ অজাগর রোওয়া সর্প মাসে একবার মাত্র আহার করে, কিন্তু সতেজ শশক শাবকের দিবসে অন্যূন বিংশতিবার আহার করিতে হয়।

তাপের তারতম্যানুসারে পৃথক পৃথক জীব শ্রেণীর ক্ষুধারও তারতম্য হইয়া থাকে। তাপ হ্রাসে (শীতে) উষ্ণ-শোণিত-জীবের ক্ষুধার বৃদ্ধি ও শীতল-শোণিত জীবের ক্ষুধার হ্রাস হয়। অত্যন্ত শীতের সময়ে অধিকাংশ শীতল শোণিত জীবেরা কিছুমাত্র আহার করে না। কোন কোন উষ্ণ শোণিতেরা যখন ঘোর-দীর্ঘ-শৈত্যনিদ্রায় (Hybernation) অভিভূত থাকে তখন তাহারাও কিছুমাত্র আহার করে না, যেহেতু তৎকালে তাহারদিগের শারীরিক ক্রিয়া সকল প্রায় স্তম্ভিত থাকাতে দৈহিক অংশ অধিক ক্ষয় হয় না। অত্যন্ত শীতের সময়ে জীবদিগের পরিপাক শক্তিও অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। (Hunter) হণ্টর্ নামক শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিত শীতের প্রারম্ভে কতক গুলি কৃকলাশকে আহার দিয়া সময়ে সময়ে তাহারদিগের এক একটীর উদর কাটিয়া দেখিয়াছেন, যে তাহারদিগের পাকস্থলিতে সেই অন্ন কিছু মাত্র জীর্ণ হয় নাই, এবং বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই কৃকলাশদিগের মধ্যে যে কএকটী জীবিত ছিল, তাহারা শীতকালের প্রারম্ভের ভোজ্য অন্ন বসন্তের প্রারম্ভে উদ্গিরণ করিয়াছিল, সমস্ত শীতকাল তাহারদিগের পাকস্থলিতে সেই অন্ন থাকাতেও কিছুমাত্র জীর্ণ হয় নাই।

পরন্তু মনুষ্যের ধাতু ও অবস্থা বিশেষে ক্ষুধারও অনেক ইতর বিশেষ হয়। অনেকানেক রোগে (বিশেষতঃ জ্বর রোগ) আরোগ্যের পর কিছু দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। এবং কোন কোন রোগে জঠরানল এমত প্রবল হইয়া উঠে, যে যত আহার করা যাউক না কেন, কিছুতেই ক্ষুধার নিবারণ হয় না।

অনেকেই কহেন, জীব শরীর বাষ্পীয় যন্ত্রের সদৃশ, যেহেতু বাষ্পীয় যন্ত্রের গতি শক্তি নিমিত্ত যেরূপ অঙ্গার প্রয়োজন হয়, জীব শরীরের গতি শক্তি নিমিত্ত অন্নও সেই রূপ প্রয়োজনীয়। এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন পরিমাণে অঙ্গার না দিলে যেরূপ বাষ্পীয় যন্ত্র চলে না, সেইরূপ প্রয়োজন পরিমাণে অন্ন না পাইলে শরীর যন্ত্রেরও গতি শক্তি রহিত হয়।

যদিচ বাষ্পীয় যন্ত্র ও শরীর উভয়ে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু অনেকানেক বিষয়ে এত বিভিন্ন, যে একের সহিত অপরের তুলনা করা কখনই সঙ্গত বোধ হয় না। কোন যন্ত্রই আপনার মূলকবস্তু দগ্ধ করে না, তাহার পাবকাধার (Furnace) প্রদগ্ধ ইন্ধনেই তাহার গতিশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং সেই ইন্ধন দগ্ধ হইয়া গেলে আর সেই যন্ত্র চলে না; কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ চালনা দ্বারা আপনাকেই দগ্ধ করে, অন্ন দগ্ধ করে না। বাষ্পীয় যন্ত্র ও শরীরের আর একটী বিশেষ পা: এই যে, তাপ বাষ্পীয় যন্ত্রের গতি শক্তির কারণ, কিন্তু শারীরিক গতি শক্তির কারণ নহে, শুদ্ধ কার্য্য মাত্র; শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া দ্বারা সেই তাপ উৎপন্ন হইয়া দৈহিক বৃহত্তন্তু দগ্ধ করে। সুতরাং যাহা একের কারণ, তাহা অপরের কার্য্য।

আবার দেখ, যে ইন্ধনের দ্বারা বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে তাহা সমস্ত দগ্ধ হইয়া গেলে যদি আর নূতন ইন্ধন না দেওয়া যায়, তবে সেই বাষ্পীয় যন্ত্র তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অন্ন জীর্ণ হইয়া নূতন নূতন বৃহত্তন্তু উৎপন্ন হইলে পর, কিছু মাত্র আহার না করিলেও কিছু দিন শরীর জীবিত থাকিতে পারে, পরে ক্রমশঃ তাহা শীর্ণ, দুর্ব্বল ও পাণ্ডাস বর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়, যে হেতু শরীরের দিন দিন যে সকল অংশ ক্ষয় হইতেছে তাহা পরিপূরণ হয় না। সুস্থ শরীরের রক্তে যে সকল বস্তু আছে, কোন অনাহারে মৃত ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও সেই সকল বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুদ্ধ তাহারদিগের ভাগের কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে—রক্তের গোল ঘনকণা (Globules) যাহা রক্তের প্রধান পোষণোপযোগী অংশ, তাহা অত্যন্ত হ্রাস ও অপোষণোপযোগী বস্তুর (Inorganic substances) অত্যন্ত আধিক্য হয়।

সম্পূর্ণ নিরাহারে যে কত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায় তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, শরীরাভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনানুসারে, শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু হইয়া থাকে। দেহ পতনার্থ যত দূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা এক জনের যত শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়, অপরের তত শীঘ্র না হইলেও না হইতে পারে। সম্পূর্ণ নিরাহারে কেহ এক অবস্থাতে ছয় দিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই অন্য অবস্থাতে অনাহারে ৬ ছয় সপ্তাহ

পর্য্যন্তও জীবিত থাকিতে পারে, যেহেতু অবস্থা ও জীব বিশেষে সেই শরীরাভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন ক্রিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে সম্পূর্ণ হয়।

যদিচ সম্পূর্ণ নিরাহারে, কত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায় তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু কত পরিমাণে শারীরিক-ক্ষয় হইলে প্রাণ নাশ হয় তাহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। (Chossat) কোসা নামক সুবিখ্যাত শারীর-বিধান বিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে শরীরের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ ক্ষয় হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার শরীরের গুরুত্ব ১০০ এক শত সের, অনশনে তাহার ৪০ চল্লিশ সের ক্ষয় হইয়া যখন ৬০ ষাট সের অবশিষ্ট থাকে তখনই মৃত্যু শরীরের দুই পঞ্চমাংশের ক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই চরাচর অনেকেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত অত্যাপ জীব জীবিত থাকে। যাহারদিগের শরীরে অধিক মেদ, (Fat) আছে, কখন কখন তাহারা শরীরের দুই পঞ্চমাংশের কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষয় হইলেও জীবিত থাকিতে পারে। কি উষ্ণ শোণিত, কি শীতল শোণিত, সকল জীবই শরীরের দুই পঞ্চমাংশের ক্ষয় হইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরশনে উষ্ণশোণিত-জীবের যত শীঘ্র শরীরের দুই পঞ্চমাংশের ক্ষয় হয়, শীতল-শোণিত-জীবদিগের তত শীঘ্র হয় না। মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি উষ্ণশোণিত-জীবগণ সম্পূর্ণ নিরশনে যত দিন জীবিত থাকে, সর্প ভেক মৎস্য প্রভৃতি শীতল-শোণিতেরা তদপেক্ষা তেইশ বা চব্বিশ গুণ অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে।

সম্পূর্ণ নিরশনে মনুষ্য কত দিন জীবিত থাকিতে পারে তাহা অন্যান্য পশুদিগের উপরি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কোন নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা যায় না বটে, কিন্তু উভয়েই এক রূপ শারীরিক নিয়মের অধীন, শুদ্ধ কোন কোন বিষয়ের তারতম্য আছে মাত্র। এজন্য অন্যান্য উষ্ণ-শোণিত জীবদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনুষ্য যে কত দিন পর্য্যন্ত নিরশনে জীবিতথাকিতে পারে, তাহা এক প্রকার সত্যের সন্নিকট আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যেহেতু মনুষ্যও উষ্ণ-শোণিত জীব শ্রেণীভুক্ত। পমার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সম্পূর্ণ নিরশনে নিরামিষ-ভোজী পশু ও পক্ষি অপেক্ষা মাংস-ভোজীরা অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে। যেহেতু মাংসাহারিরা এক বার আহার করিলে শীঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হয় না, এবং অল্পাহারেই তাহারদিগের শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, নিরামিষ-ভোজিরা প্রায় নিয়তই আহার করে, অধিক পরিমাণে আহার না করিলে তাহারদিগের শারীরিক পুষ্টি সাধন হয় না।

কোসা নামক শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিত সর্ব্ব সমেত ৪৮ আটচল্লিশ টা পক্ষি ও পশু সম্পূর্ণ অনশনে রাখিয়া দেখিয়াছেন, যে তাহারা গড়ে ৯॥ দিবস পর্য্যন্ত, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২১ এক বিংশতি দিন, ও ন্যূন সংখ্যা ২ দুই দিন জীবিত ছিল। তাহারদিগের মধ্যে অগ্রে শাবক, পরে যুবা ও সর্ব্ব শেষে বৃদ্ধগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় মনুষ্যদিগেরও সেই রূপ, নিরশনে অগ্রে শিশু, তৎপরে যুবা, ও সর্ব্বশেষে বয়োধিকগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কোন কোন জীব নিরশনে অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে। লাট্রিল নামক এক সাহেব একটী ঊর্ণনাভকে আলপীন দ্বারা একটী বোতলের ছিপির গায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ৪ চারি মাস পরে সেই পিনটী খুলিয়া দিয়া দেখিলেন যে তখনও সেই ঊর্ণনাভটী জীবিত রহিয়াছে।

সুবিখ্যাত শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিত (Muller) মুলার সাহেব লিখিয়াছেন, যে একটী বৃশ্চিক সম্পূর্ণ অনশনে প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, রথিলেট সাহেব একটী মৎস্য ৩ তিন বৎসর ও রুডল্‌ফাই সাহেব একটী মৎস্য ৫ পাঁচ বৎসর সম্পূর্ণ নিরাহারে জীবিত রাখিয়াছিলেন। সর্প জাতি নিরশনে যে অনেক মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। রিডাই সাহেব সীল নামক এক প্রকার জলজন্তুকে জল হইতে তুলিয়া সম্পূর্ণ নিরাহারে রাখিয়াছিলেন, সেই সীল নির্জ্জলে ও সম্পূর্ণ নিরাহারেও ৪ চারি সপ্তাহ জীবিত ছিল।

সম্পূর্ণ নিরশনে মনুষ্য সচরাচর প্রায় ৫।৭ দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ধাতু, বয়স, শারীরিক সুস্থতা, শারীরিক ও মানসিক শ্রম, দেশের উষ্ণতা ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থা বিশেষে ইহা অপেক্ষা শীঘ্র বা বিলম্বেও মৃত্যু হয়। সম্পূর্ণ নিরশনে কেহ কেহ দুই তিন দিবসের মধ্যেই লোকান্তর গমন করে, কেহ বা দুই তিন সপ্তাহের অধিকও জীবিত থাকে।

সম্পূর্ণ নিরাহারে অনেক মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, এমত শত শত উদাহরণ, অনেকানেক পুস্তকে, সমাচার পত্রে, ও বিজ্ঞান পত্রিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণ সপ্রমাণার্থ বিজ্ঞান-শাস্ত্র যেরূপ সঠিক প্রমাণ চাহেন, বস্তুত তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। এবং সেই সকল উদাহরণের মধ্যে কতক গুলিন এরূপ

বাহুল্য ও অসত্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যে কখনই বিশ্বাস-আধারে স্থান দেওয়া যায় না। (M. Berard) এম বিরার্ড নামক শারীর-বিধান-বিৎপণ্ডিত (Dr. Haller) ডাক্তর হ্যালারের গ্রন্থ হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটী অনশনের উদাহরণ, স্বীয় শারীর-বিধান শাস্ত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

একটী যুবতী স্ত্রী স্বীয় দরিদ্রতা প্রকাশ ভয়ে লজ্জায় একাদশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিরশনে ছিল, এই সময়ের মধ্যে সময়ে সময়ে অত্যল্প লেবুর রস ব্যতীত আর কিছু মাত্র তাহার গলাধঃকরণ হয় নাই। সেই স্থানের আর অপর দুইটী স্ত্রীলোক একটী ৪ চারি মাস ও আর একটী ১ এক বৎসর কিছুমাত্র আহার করে নাই। (Mackenzie) মেকেন্‌জী সাহেব (Philosophical Transaction) বিজ্ঞান বার্ত্তা নামক পত্রিকাতে লিখিয়াছেন, যে একটী স্ত্রীলোকের ১৮ অষ্টাদশ বৎসর হনুস্তম্ভ (Locked jaw) হইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে ৪ চারি বৎসর কিছু মাত্র আহার করে নাই। উক্ত পত্রিকার ৪৭ সাত চল্লিশ খণ্ডে আর একটী স্কট্‌লণ্ড দেশীয় স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে আরো অধিক বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, সেই স্ত্রীলোক ৮ আট বৎসর নিরশনে ছিল, সেই সময়ের মধ্যে দুই এক বার মাত্র অত্যল্প জল পান করিয়াছিল। ইভা ফ্লিজেন্‌ নামক এক জন ৬ ছয় বৎসর সম্পূর্ণ নিরাহারে ছিল। এবং আর একটী স্ত্রীলোক ৫০ পঞ্চাশ বৎসর অনাহার করে নাই, শুদ্ধ সময়ে সময়ে অত্যল্প দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া ছিল।

সেই বিরার্ড নামক পণ্ডিত উপযুক্ত কয়েকটী অনশনের বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎপরে লিখিয়াছেন যে "যদিচ উল্লিখিত কয়েকটী অনশনের বিষয়ের মধ্যে কোন কোনটীতে বাহুল্য, অসত্য, ও প্রবঞ্চনা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কতক গুলিন যে অবশ্যই সত্য, তাহা কখনই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রতি বর্ষেই সেই রূপ অনশনের নূতন নূতন বিষয় শ্রুত হওয়া যাইতেছে! ১৮৩৪খৃঃঅব্দে (M. Lavegne) এম্‌ ল্যাভিগ্‌নি সাহেব, একটী ৫২ বৎসরের স্ত্রীলোককে দেখিবার নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, সেই স্ত্রীলোক অগ্রে ১। দেড় বৎসর প্রত্যহ শুদ্ধ অর্দ্ধ সের দুগ্ধ পান করিয়া, গত পাঁচ মাস কিছু মাত্র পান বা আহার করে নাই। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে (M. Parizot) এম্‌ প্যারিজো সাহেব, আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে, মার্সেল্‌স দেশীয় একটী যুবতী অগ্রে ৬ ছয় বৎসর কিছু মাত্র অনাহার না করিয়া পরে গত পাঁচ বৎসর কিছু মাত্র আহার বা পান করে নাই। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এম্‌ প্লেংগ আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, যে আইরেন্‌স দেশীয় একটী ৪৮ আট চল্লিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী গত আট বৎসর সম্পূর্ণ নিরশনে রহিয়াছে,,। Berard cours de Phisiologie. Vol. 1. Page 538

ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে বিরার্ড উল্লেখিত অনশনের গল্প গুলী সম্ভব ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শারীরবিধান শাস্ত্রের মতে তাহা কখনই বুঝা যায় না দেখিয়াও, সেই শাস্ত্রের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাহার সম্ভবত্ব সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮১ শকের চৈত্র মাসের দান প্রাপ্তি বিবরণ।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত কালিদাস সান্যাল..	৮
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর..	৪
" শ্রীনাথ ঘোষ..........	২
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	২
	১৮

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
" ঈশানচন্দ্র বসু.........	২৫
" মধুসূদন ঘোষ...... ...	১২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	৫
" রামকানাই সেন.........	৪
" শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
" ব্রজনাথ মিত্র	৩
" রাজনারায়ণ দাস........	৩
" যোগেন্দ্রনাথ সেন....	২
" মণিলাল মল্লিক....	২
" কাশীনাথ দে	১
" আশুতোষ ধর......	১
" প্যারীমোহন রায়..........	১
	৮৭

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন	৮
" রাধাগোবিন্দ মৈত্রেয়	২
	১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" হরদেব চট্টোপাধ্যায়	৶০
	১৶০
দানাধারে প্রাপ্ত....	১৶০
	১১৭।০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ

২০৩ সংখ্যা

পঞ্চম কল্প

আষাঢ় ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রংনিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

এই সুরম্য প্রশান্ত সময়ে ঈশ্বরের প্রতি সকলে মন দেও। এই সময়ে আমাদের শরীর মন বুদ্ধি সকলই সেই দিকে অনুকূল। অন্য সময়ে আমাদের মন নানা দিকে ধাবমান হয়—নানা বিষয়ে লিপ্ত হয়; কিন্তু এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালই ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ছবি প্রকাশ করিতেছে। সকল সংসার যেরূপ প্রশান্ত ভাবে সুশৃঙ্খল রূপে সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য করিতেছে; আমাদের অন্তরেও সেই প্রশান্ত ভাব, সেই সুন্দর শৃঙ্খলা, বিরাজ করিতেছে। এইক্ষণকার সকল ভাবই অনুকূল হইয়া ঈশ্বরের দিকে সকলকে আহ্বান করিতেছে। এমন দুর্লভ পবিত্র সময়কে অবহেলা করিও না; একবার সেই ভূমা অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া আপনাকে পবিত্র কর; সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পাবনের পাবন পরমেশ্বরে আত্মাকে সমাধান করিয়া সেই পবিত্রতা রস আস্বাদন কর। এই পবিত্র সময়ে, এই পবিত্র স্থানে, এই সকল অনুকূল ভাবের মধ্যে যদি ঈশ্বরকে ভুলিয়া রহিলে, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, তাঁহার অপ্রতিম সৌন্দর্য্য, যাহা এই প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্য ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি এখনই গ্রহণ না করিলে, তবে আর কখন করিবে? যখন সংসারানলে দীপ্তশিরা হইবে, যখন উত্তরঙ্গ কর্ম্ম সাগরে পতিত হইবে, যখন বিষয় কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইবে না, তখন কি আর এমন সহজে ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে? আমাদের আত্মা এখন সেই ভূমার সহিত মিলিত হইয়া যে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে; সে সময়ে তাহা আর থাকিবে না; যাহাতে সংসারানলের তীব্র উষ্ণতা সহ্য করিতে পারা যায়, এই জন্য এখন সেই অমৃত সাগরে স্নান করিয়া শীতল হও। এই প্রাতঃকালের সঙ্গে আমাদের যৌবন কালের কি আশ্চর্য্য উপমা! যৌবন কালে আমাদের সকল ভাবই প্রশস্ত ও উন্নত থাকে। আমাদের সাধুতম হিতৈষণা, দেশানুরাগ, ঈশ্বরানুরাগ, সকলই, এই সময়ে প্রজ্বলিত থাকে। কিন্তু আমাদের নবানুরাগের উপর যখনি সংসারের শীতল বারি পতিত হয়, অমনি সে সকলই নির্ব্বাণ হইয়া যায়; আমরা সে সকল বিষয়ে অসাড় হইয়া পড়ি: সত্যের প্রতি মঙ্গলের প্রতি আর সে প্রকার অনুরাগ ও সে প্রকার উৎসাহ থাকে না। এই প্রাতঃকালে ঈশ্বরের সহবাসে আমাদের মনে যে পবিত্রতার, যে উন্নত ভাবের, সঞ্চার হইতেছে, সংসারের মোহ কোলাহলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

ইহার ঔষধ কি? যে সময়ে আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব প্রজ্বলিত হইবে, সে সময়টিকে কোনমতে অবহেলা না করা। এক এক সময়ে তাঁহার পবিত্রতা রস এমন প্রচুর রূপে পান কর, যে তাহা অনেকক্ষণ তোমাকে শীতল রাখিতে পারে। আপনার হৃদয়ে পুষ্করিণী খনন করিয়া রাখ, যে যখনই আমাদের উপর ঈশ্বরের কৃপাবারি পতিত হইবে, তখন তাহা নষ্ট না হইতে পারে, তাহাতেই রক্ষিত হয়। ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদাই প্রার্থনা কর যে তিনি তাঁহার করুণাবারি আরো প্রচুর রূপে বর্ষণ করেন। এই পবিত্র প্রশান্ত সময়ে আমরা যেমন তাঁহার ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়াছি, সেইরূপ নিরন্তর তাঁহাতে অনুরক্ত থাক। এই প্রাতঃকালে এই সুবর্ণময় সূর্য্যকিরণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, এই সূর্য্য কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার কার্য্যে অনুরক্ত থাক। এই সময়ে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্তু তথাপি আমরা দিবস ভুলিয়া যাইতেছি না। এই প্রকার আমাদের সমুদয় কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের আভা যেন সর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকে। যাহারা আপনার লইয়াই ব্যস্ত, এই সমগ্র বিশ্বসংসার তাহাদের আমোদের স্থল, তাহাদের ক্রীড়ার আলয়। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর প্রেমে প্রেমী, এই জগৎ সংসার তাহাদের নিকটে পবিত্র দেব-মন্দির; ইহার সত্তাতে তাহারা এক মহত্তর উচ্চতর সত্তা দেখিতে পায়; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলজ্যোতি ইহাতে প্রতিবিম্বিত দেখে। এই পবিত্র সময়ে কত লোক উৎসব রজনী যাপন করিয়া ক্লান্ত শরীরে অচেতন প্রায় রহিয়াছে, কত লোকে আপন আপন ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে তাহারা এই প্রাতঃকালের যথার্থ গৌরবই অবগত নহে। আমরা যেন এমন সময়কে অবহেলা না করি; কিসে সকল সময়ই ঈশ্বরকে পাইবার অনুকূল হয়, আমাদের লক্ষ্য যেন তাহাই থাকে। প্রতি সূর্য্যের উদয়াস্তে, প্রতি মাস পক্ষের পরিবর্ত্তনে, আমরা যেন আপনার যথার্থ অবস্থা স্মরণ করি; আমাদের গম্য স্থানের ক্রমিকই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ইহা যেন মনে রাখি। ঈশ্বর আমাদিগকে মাসে মাসে, দিনে দিনে, নিমেষে নিমেষে, যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা যেন বিস্মৃত না হই। আহা! তাঁহার কি করুণা! গত রজনীতে আমরা তাঁহার ক্রোড়ে কেমন সুখে নিদ্রা গিয়াছি, আমাদের উপর তাঁহার কি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য গায়ক বিহঙ্গদল নীরব হইল, তেজঃপুঞ্জ প্রখর সূর্য্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। আহা! যখন তাঁহার এক নিমেষেরও করুণার অন্ত পাওয়া যায় না; তখন মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, তাঁহার প্রীতিতে যে অনির্ব্বাচ্যরূপে লালিত পালিত হইতেছি, তাহা কি বলিব! তিনি আমাদের জন্য কি না করিয়াছেন? তাঁহার মঙ্গলভাব হইতে আমরা কি না আশা করিতে পারি?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

নবম উপদেশ।

মুক্তি।

মুক্তি কি? ইহার সহজ উত্তর এই, পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। এই উত্তরে মুক্তির সমুদয় ভাব প্রকাশ পায় না। ইহা অভাব পক্ষে মুক্তির লক্ষণ বলা হইল। মুক্তির অবস্থা কেবল অভাবের অবস্থা নহে; পাপের অভাবই যে মুক্তি তাহা নহে। পশুদিগের অবস্থা এবং শিশুদের নিষ্পাপাবস্থা মুক্তির অবস্থা নহে। যে মনে জ্ঞান প্রীতি এবং কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; যে মন আপন বলে সত্যের আশ্রয়ে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্ত। তখনই মুক্তাবস্থা, যখন ধর্ম্মের বল, পবিত্রতার বল, বিষয়ের প্রতিকূলে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে, লোকের প্রতিকূলে চালিত হয়; যখন জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তিনি মুক্ত, যিনি ঈশ্বরের বিশ্বাসে উন্নত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে আসুরিক বৃত্তি সকলকে

দমন করেন এবং নীচ বিষয়-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত পবিত্র বিষয়ে আপনাকে নিয়োগ করেন। তিনিই মুক্ত, যিনি ঈশ্বরকে আপন সহায় জানিয়া তাঁহার হৃদয় লিখিত পবিত্র ধর্ম্ম আপন ইচ্ছাতে অবলম্বন করেন; তাঁহারই অনুযায়ী হইয়া আপনাকে নিয়মিত করেন; এবং সকল অবস্থাতেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করেন।

সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বর অমাদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিবার জন্য আমারদিগকে লোভ এবং বিপদের দ্বারা আবৃত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে এমন এক সংসারে স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে অসংখ্য বহু প্রত্যাশা যুক্ত; যেখানে কর্ত্তব্যের পথ অসরল ও কণ্টকাবৃত; যেখানে নানা প্রলোভন আমাদের অন্তরের প্রহরীকে আক্রমণ করিতেছে; যেখানে মন অনেক সময় দেহভারে আক্রান্ত হইতেছে এবং বিষয় জ্ঞান আমারদিগকে অনেক সময় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই সকল বিপত্তিকে অতিক্রম করিতে করিতেই আমাদের মুক্তাবস্থা আরম্ভ হয়।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে আত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করে, যে সাংসারিক সুখ দুঃখেই একান্ত আক্রান্ত না হয়, যে আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদেই জীবন ব্যয় করে না কিন্তু ঈশ্বরের জন্যই ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া জীবন যাপন করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে বিষয় আসক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, যে জড়ময় পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিয়া ইহাকে কারাগৃহ তুল্য করিয়া না ফেলে; কিন্তু এই স্থূল আবরণের মধ্য হইতে সর্ব্বাতীত পরমেশ্বরে গমন করে এবং সেই অনন্তের নামাক্ষর সর্ব্বত্র পাঠ করিয়া আপনাকে উন্নত করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে সংসারের অনুরোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের অনুরোধ গুরুতর জ্ঞান করে; যে দেশাচারের নিকটেই অবনত না হয়, পৈতৃক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট না থাকে; যেখান হইতেই হউক সত্যের আলোক পাইলেই আদরক গ্রহণ করে এবং যে মনুষ্যের উপদেশ অন্তরের ধর্ম্মোপদেশকে অতিক্রম করিতে না দেয়।

সেই আত্মাই মুক্ত, যাহার প্রীতি সঙ্কীর্ণ নহে; যে এক দেশে বা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ নহে; যে সকলের প্রতি প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টি করে; যে আলস্য অহঙ্কার স্বার্থপরতা অতিক্রম করিয়া হৃদয় গ্রন্থি সকল ছেদন করে এবং ঈশ্বরের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দিতেও প্রস্তুত থাকে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে আত্মা বাহিরের অবস্থাতেই সংরচিত হয় না; ঘটনার শ্রোতেই নীয়মান হয় না; যে প্রবৃত্তির অধীনতাতেই কার্য্য করে না; কিন্তু আপনার জীবনের সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া সকল ঘটনা সকল অবস্থাকেই আপনার উন্নতির অনুকূল করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে ধর্ম্মবলে সবল হইয়া পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল ভয় পরিত্যাগ করে; পাপকে যাহার সকল বিপদের মধ্যে ভয়ানক বিপদ মনে হয়; কোন ভর্ৎসনা কোন নির্য্যাতনই যাহাকে ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, যে এই অস্থায়ী স্থূল বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিনয়াতীত নিত্য ভূমা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে এবং তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত যত মিলিত হইবে; তত আমাদের আত্মা মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। জ্ঞান ব্যতীত আমরা মুক্ত হইতে পারি না; কেন না স্বাধীনতা জ্ঞানজ্যোতিঃ হইতে পরিচ্যুত হইলে তাহা অন্ধশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মঙ্গল ভাব ব্যতীতও আমরা মুক্ত হইতে পারি না, কেননা নীচ পশু ভাবের অধীন হইলে আমাদের প্রকৃতি নিতান্ত হীন ও মলিন হইয়া থাকে। আমাদের জ্ঞানের মুক্তাবস্থায় সেই সত্য স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অন্ন হইবেন, তাঁহার মহিমা আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে

পাইব। আমাদের ভাব সকল তখন মুক্ত হইবে, যখন তাহারা ঈশ্বর-প্রীতির রূপ ধারণ করিবে; যখন সত্যেতে মঙ্গলেতে তাহারা সমর্পিত হইবে। ইচ্ছার মুক্ত ভাব তখন হইবে, যখন তাহা নীচ বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সত্য, পূর্ণ মঙ্গলের অনুযায়ী হইবে। আমাদের বদ্ধ ভাব গিয়া মুক্তভাব ক্রমে হইতে থাকে। ঈশ্বরই এক মাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান মোহেতে আচ্ছন্ন নহে; তাঁহার প্রীতির সঙ্গে দ্বেষের যোগ নাই; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ মঙ্গলের বিরোধিনা নহে। কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা তাহা অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাব ধারণ করে। অজ্ঞান পাশ কুটিলতার পাশ বিষয় বন্ধন হইতে আমরা ক্রমে মুক্ত হই। যে অবধি আমাদের জ্ঞান প্রীতি ও কর্তৃত্ব পরিস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি আমরা মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়াছি এবং তাহারা যত বিবৃত হইবে, মুক্তির অবস্থা ততই গ্রহণ করিতে থাকিব। আমাদের জ্ঞান যত ঈশ্বরের জ্ঞানের অনুগামী হইবে;— প্রীতি যত তাঁহার প্রীতিতে মিলিত হইবে; ইচ্ছা যত তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়িনী হইবে; ততই আমাদের মুক্ত ভাব। আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা, সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলপূর্ণ পুরুষের সহিত যত ঐক্য হইতে থাকিবে, ততই তাহারা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ইচ্ছা যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্তরে ভূলোক ও দ্যুলোকের সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে থাকিবে, তখনই আমাদের মোক্ষাবস্থা। যখন সত্য-জ্যোতিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, প্রীতির শিখায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হইবে, বল পবিত্রতা ও উন্নত আশা আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে উজ্জ্বলিত করিবে, তখনই মুক্তি। সেই অমৃতের সঙ্গে যোগ হইলেই আমরা অমৃত সূর্য্য কিরণে বাস করিতে থাকি।

এই মুক্তি লাভ করা আমারদের অনন্ত কাল সাধ্য। ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রীতি পূর্ণ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে আমাদের অনন্ত জীবন গত হইবে। এখানে আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত একটী কালের নির্দ্দেশ আছে। এখানে আমাদের এক পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীই আমাদের শিক্ষার শেষ স্থল নহে। এখন এক কাল, এজীবনের পর অবধি নিত্য কাল আরম্ভ হইবে; এখানে কেবল সংসারের সঙ্গে যোগ, ঈশ্বরের সহিত কিছুমাত্র যোগ নাই, মৃত্যুর পর অবধি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইবে; এমত নহে। ঈশ্বর আমারদের একালেরও ঈশ্বর, আমাদের পরকালেরও ঈশ্বর। পরজীবন আমাদের ইহজীবনের অনুক্রমণিকা। মুক্তির সোপান এই পৃথিবীলোকেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠ অভ্যাস করিয়া পরে নূতন নূতন পাঠ অভ্যাস করিতে পাইব। আমরা অমৃতের অধিকারী, আমাদের ক্রমিক উন্নতিই হইবে। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতা ক্রমিক উন্নত ভাব ধারণ করিবে। আমাদের ইহ জীবন অনন্ত কালের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইহকাল অনন্তকাল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এই জীবদ্দশাতেই আমরা মুক্তির পথে পদনিক্ষেপ করিতেছি এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

এই পৃথিবীলোক হইতে আমাদের উৎকৃষ্ট লোক কি হইবে? সেই লোক, যেখানে পবিত্র প্রেম এবং নির্ম্মলানন্দ বর্দ্ধমান হইতেছে; যেখানে ঈশ্বর প্রীতি হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতেছে; তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেই সকলের আনন্দ জন্মিতেছে। সেই লোকই দেবলোক, যেখানে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব, যেখানে আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত অধিক মিলিত হইবে। সেই স্বর্গ লোক, সেই পুণ্য ধাম। দেবতারা দেব নাম কেন ধারণ করিয়াছেন; কেন না ঈশ্বরের উপাসনাতেই তাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন আছেন। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে" তাঁহাতেই তাঁহাদের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহাদের জীবন। মনুষ্যেরও দেবভাব আছে; কিন্তু সকল সময়ে তিনি সেই পবিত্রভাব রক্ষা করিতে পারেন না। এই হেতু

তাঁহারা দেবনামের যোগ্য নহেন। এই পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকের আভাস পাইতেছি। আত্মার প্রকৃত সুস্থাবস্থা —তাহার নির্ম্মল সুশৃঙ্খল ভাবই স্বর্গ। আত্মার বিকৃতাবস্থা, তাহার সমল দূষিত ভাবই নরক। পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে রাখিলে তাহার কি হইতে পারে? চিররোগীকে তাহার অন্ধকার কুটীর হইতে সুসজ্জিত প্রাসাদে আনিয়া রাখিলে তাহার কি হইবে? সে যে স্থানে থাকুক, সকল স্থানই তাহার নরক তুল্য বোধ হয়। যে ব্যক্তি কোন দুঃসহ মনস্তাপ ভোগ করিতেছে, বসন্ত কালের মলয়ানীল যাহা সুস্থ ব্যক্তির প্রা[illegible], তাহা তাহার যন্ত্রণাদায়ক; পাপীরও সেই প্রকার। যদি পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে দেবমণ্ডলীর মধ্যে রাখা যায়, তবে তাহার স্বর্গভোগ নহে, তাহাই তাহার অতি কঠোর শাস্তি। যে সকল পুণ্যাত্মারা ঈশ্বরের আনন্দ অধিক ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞান প্রীতি প্রচুর ভাবে অর্জন করিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে উন্নত পবিত্র ভাবেরাই থাকিতে পারে।

স্বর্গ লোকে ঈশ্বরের প্রচুর ভাব পাওয়া যাইবে। জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতি আরো উন্নত ভাব ধারণ করিবে। আমরা উন্নত দেবতাদিগের মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিব। ঈশ্বরের অনুচর হইয়া কার্য্য করিতেছি, তাঁহার মঙ্গল ভাব সম্পন্ন করিতেছি, ইহাতেই আমাদের আনন্দ হইবে। তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়া তাঁহার প্রেমাস্বাদন করিয়া জীবন সার্থক করিব। সেই পবিত্র দেবলোকে যাইবার জন্য পৃথিবীলোকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। এখানেই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে পরে তাঁহাকে আমরা প্রকৃষ্ট রূপে জানিতে পাইব। এখান কার উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর শিক্ষার অধিকারী হইব। আবার সেখানই যে আমাদের শিক্ষার শেষ হইল, তাহা নহে। তাহা অপেক্ষা আরও এক উন্নতাবস্থা হইবে; তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিব। আমাদের জীবন উন্নতির স্রোতেই যাইবে। যাহার জীবন আছে, উন্নতি ব্যতীত তাহার মঙ্গল হয় না। আমরা এস্থান হইতে এমন এক লোকে যাইব; যেখানে ধর্ম্ম ও পবিত্রতার স্রোত বহমান হইতেছে; যেখানে প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ উৎসারিত হইতেছে; যেখানে, কি সৌভাগ্যের বিষয়! যেখানে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে আমরা ঈশ্বরের গুণগান করিব, তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্য সম্পন্ন করিব, তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান করিব। কি আনন্দের লোক, তাহার জন্য এমন শত শত জীবন বলিদান দেওয়া যায়! কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের উন্নতির শেষ হইল? না এখনো নহে। ঈশ্বর এখনো বলিতেছেন, এস্থান তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তির স্থল নহে। যদিও এখানে তুমি সহস্র সহস্র আনন্দ ভোগ করিতেছ, যাহা অন্য লোকে পায় নাই; তথাপি এই তোমার শেষ গতি নহে, তোমার পরম সম্পৎ নহে, তোমার পরম লোক নহে। তখন তুমি আশ্চর্য্য হইবে এবং ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা আশ্চর্য্যরূপে অনুভব করিবে। এখানেই আমাদের আত্মার উন্নতি স্পষ্ট রূপে অনুভব করা যায়। এক বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরে আমাদের যে প্রকার অনুরাগ ছিল, এক বৎসর পরে দেখিতে পাই, সে প্রীতি ও অনুরাগ আরো উন্নত হইয়াছে—তাঁহার কার্য্যে আমরা যত সময় ব্যয় করিতাম, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় দান করি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যে স্থানে সঙ্কুচিত হইতাম, তাহা এখন অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি; তাঁহার জন্য যত টুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুণ্ণ হইতাম, তাহা এক্ষণে অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। এই প্রকার উন্নতিতেই আমাদের সমস্ত জীবন যাপন হইবে। এখানকার উন্নতিতে আমাদের অনন্ত কালের মহান্ উন্নতির আভাস মাত্র পাইতেছি। তখন আমাদের জ্ঞান যে কত উজ্জ্বল হইবে, প্রীতি যে কত উন্নত হইবে, ইচ্ছা যে কত সবল হইবে, এখান হইতে তাহা বলিতে পারি না। এখানে আমরা যে সত্যের আবরণ মাত্র

দেখিতে পাই, পরে তাহার মধ্য দেশ দেখিতে পাইব; প্রীতি যেমন এখানে এক দেশ কি এক পরিবারে বদ্ধ আছে, তখন তাহা উদার ভাব ধারণ করিবে—তখন ঈশ্বরের উদার প্রীতি দৃষ্টিতে আমরা জগৎ দর্শন করিব। এখানে ইচ্ছা সকল সময়ে আপনার প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, ক্রমে তাহা এমন বলীয়ান্ হইবে যে সে আপনাপনি ধর্ম্মের এবং ঈশ্বরের অনুযায়ী হইবে; প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে তাহার অধীনে আনিবে এবং তাহার উপর আপনার প্রকৃত আধিপত্য স্থাপন করিবে। যখন এই প্রকার আমাদের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা ঈশ্বর জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে থাকিবে, তখন আমরা মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রকার মুক্তির ভাব অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা; তাঁহাদের মুক্তি ঈশ্বর হইয়া যাওয়া। বস্তুতঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই যথার্থ মুক্তি। যাঁহারা বলেন জীব ঈশ্বর হইয়া যাইবে, তাহারা তাহাকে বিনাশ করিয়াফেলে। ঈশ্বর যেমন আছেন, তেমনই থাকিবেন; জীবেরাই লয় হইয়া যাইবে। আমাদের আন্তরিক স্পৃহা এই যে ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকি; ঈশ্বর হইয়া যাই, ইহাতে আমাদের কোন ভাবই সায় দেয় না। তাহা হইলে আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়; ব্রাহ্মধর্ম্মের এপ্রকার নির্ব্বাণ মুক্তি নহে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের অধীন হওয়াই মুক্তি। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বলেন যে যাহা দেখিতেছি তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর সকলই অসৎ, সকলই মায়া। তাঁহাদের এবাক্য কল্পনা মাত্র। এই জগৎ যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহা সত্য; কেন না তাহা সেই সত্য স্বরূপকেই অবলম্বন করিয়া আছে। সেই সত্যের আশ্রয়ে এই তাবৎ সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই ইহা অসৎ; কিন্তু বাস্তবিক কিছুই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না; তবে আমরা যে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, সে আমাদের কল্পনা মাত্র। বৃক্ষকে কি কখন আমরা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারি? না জগৎ সংসারকে জগৎ কর্ত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারি? তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া এই জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বৈদান্তিক মতের প্রধান [illegible]ক যে শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে আমরা সংসার হইতে উপরত হইয়া ও কর্ম্মের ফলাফলে নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেতে লয় হইয়া যাই; হীনমতি কুলোকের হস্তে এই মত পড়িয়া তাহার ফল এই হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে পাপ প্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহারা বলে আমি যাহা করিতেছি ঈশ্বরই করিতেছেন; আমি পাপ পুণ্যের ভাগী নহি।

> জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি-
> জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
> যথানিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

এই সমস্ত মত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ঈশ্বরের অনুচর হইয়া তাঁহার অধীনতাতেই চিরকাল থাকিব। যতক্ষণ তাঁহার অধীন না থাকি, ততক্ষণ আমাদের মুক্ত ভাব নহে। সংসারের অধীনতাতেই বদ্ধ ভাব, ঈশ্বরের অধীনতাতেই মুক্ত ভাব। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি।" যখন আমাদের মোহ, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, কুটিলতা, এই সকল হৃদয়গ্রন্থি ভিদ্যমান হইবে; যখন আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব দান করিব; কেবল ফুল চন্দন নয়, কিন্তু প্রাণ মন সকলই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব, তখনই আমাদের মুক্তি লাভ হইবে; তখন মর্ত্ত্য হইয়া ও আমরা অমৃত হইব।

অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি ব্রহ্মেতে লয় হওয়া নহে; ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি আত্মার

অনন্ত কালের উন্নতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এপ্রকারও উপদেশ দেন না যে অন্যের হস্তে মুক্তির ভার সমর্পণ করিয়া আমরা মুক্ত হইব, কোন মানব দেবতা কি কোন পুরোহিত আমাদের জন্য মুক্তি আনিয়া দিবেন। ব্রাহ্মদের বিশ্বাস ইহা নয় যে পুরা কালে এক জনের কোন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে আমরা একেবারে পতিত হইয়াছি; আমারদিগকে ঈশ্বরেরও ত্রাণ করিবার সাধ্য নাই; আমাদের অনুতাপও কোন কার্য্যের নহে; এক জন মানব দেবতার সহায়তা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ঈশ্বরই আমাদের মুক্তি দাতা, তিনিই আমাদের পরিত্রাণ। আমরা "আত্ম প্রভাবাৎ দেবপ্রসা" ঈশ্বরের প্রসাদে ও স্বীয় যত্নে অন্তরে মুক্ত না হইলে কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে আমাদের মুক্তি হইবে না আমাদের মুক্তি এই পৃথিবীর মধ্যে কি কোন একটি স্বর্গ লোকের মধ্যেই বদ্ধ নহে; কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার আশ্রয়ে আমরা চিরকাল থাকিয়া মুক্তির পথে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর স্বর্গে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই স্বর্গ, এই মুক্তি।

ঈশ্বরের ভাব।

ঈশ্বরকে জগতের আদি কারণ মাত্র মনে করিলে তাঁহার সমুদয় ভাব মনে করা হয় না; কেন না নাস্তিক আস্তিক উভয়েই আদি কারণ স্বীকার করিয়া থাকে। সেই আদি কারণকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিলেও সকল হয় না; কেন না নাস্তিকেরা যে স্বভাবকে সকলের আদি কারণ মনে করে, সেই অন্ধ শক্তিকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিলেই যে ঈশ্বর বলা হইল এমত নহে। যেপর্য্যন্ত না তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গলভাব জানিতে পারি, যেপর্য্যন্ত না তাঁহাকে বিজ্ঞানবান্ পবিত্র পুরুষ বলিয়া মনে হয়; সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনেই আইসে না। কিন্তু যেমন তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ প্রতীয়মান হইবে; সেইরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আবার অনন্ত-শক্তি অনাদি-কারণ-রূপেও তাঁহকে জানিতে হইবে। এই দুই ভাবের যোগ না হইলে ঈশ্বরের ভাব সমগ্র হয় না। শুদ্ধ অনন্ত শক্তি এবং আদি কারণ যেমন ঈশ্বর নহে, তেমনি শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষই ঈশ্বর নহেন—জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের সঙ্গে এই অনন্ত এবং আদি শক্তি একত্র হইলে তবে ঈশ্বরের ভাব সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানও মঙ্গলভাব এবং শক্তির জন্য যদি আর কাহারো উপরে নির্ভর করিতে হয়—তিনি যদি মূল কারণ মূলাধার মূল শক্তি না হয়েন; তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। এই প্রকার মনে করিলে ঈশ্বরকে পরিমিত এবং সৃষ্ট মনে করা হয়: তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না, সৃষ্ট আশ্রিত জীব হইয়া পড়েন। যিনি ঈশ্বর তিনি কারণং কারণানাং। তিনি সমস্ত আধারের মূলাধার এবং সর্ব্ব শক্তির মূল শক্তি।

আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই আশ্রিত পরিমিত ও পরিবর্ত্ত সহ, এই প্রকার আশ্রিত পরিমিত বস্তু আপনাপনিই হইতে পারে না, আপনাপনিই থাকিতে পারে না। ইহাদের আশ্রয় স্থান, ইহাদের নির্ভরের ভূমি অবশ্যই আছে। পরিমিত আশ্রিত পরিবর্ত্তসহ পদার্থ হইতে আমাদের মন আপনা হইতেই এক সর্ব্বাশ্রয় অপরিমেয় অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে ধাবিত হয়। পরিমিত ও অন্তবৎ পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহজ-জ্ঞানে অপরিমিত ও অনন্তের ভাব উদয় হয়। আমরা যখন আকাশ মনে করি, তখন সকল পৃথিবী হইতে অন্তর তাহা হইতেও অন্তর এক অনন্ত আকাশ আমারদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, এবং সেই অনন্ত শূন্য আমাদের নিকটে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত না তাহা ঈশ্বরের সত্তাতে পূর্ণ দেখি। যখন কাল মনে করি তখন তাহাকে এক অনন্ত কালেরই অন্তর্ভূত দেখি। আমরা সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর, কোটি বৎসর পূর্ব্বেই দেখি বা পরেই দেখি; সেই অনন্ত কালের সীমা পাই না এবং অনন্ত কালেতেই সেই অনন্ত স্বরূপকে ব্যাপ্ত দেখি। ~~সেই অনন্ত স্বরূপকে~~ আমরা যখন কোন কারণ প্রত্যক্ষ করি, তখন কারণ পরম্পরা হইতে সকল কারণের মূল কারণে গিয়া আমাদের মন নিবৃত্ত হয়।

যখন কোন আশ্রিত বস্তু দেখি; তখন আশ্রয়ের আশ্রয়, আধারের আধার হইতে এক স্বতন্ত্র সর্ব্বাশ্রয় মূলাধারে আমাদের চিত্ত বিরাম করে। যখন কোন পরিমিত শক্তি দেখিতে পাই; তখন সেই শক্তির অবলম্বন তাহার অবলম্বন এক নিরবলম্ব মূল শক্তি আমাদের সহজ-জ্ঞানে উদয় হয়। যখন আমরা আপনার পরিমিত জ্ঞান, পরিমিত কর্তৃত্ব, পরিমিত মঙ্গল ভাব দেখিতে পাই, তখন মঙ্গল রাজ্যের রাজা এক অনন্ত স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের প্রতি আমাদের স্বভাবতই নির্ভর হয়; আমরা সহজ জ্ঞানে ঈশ্বরকে অনন্ত কারণ-রূপে অনন্ত আশ্রয়-রূপে অনন্ত শক্তিরূপে অনন্ত জ্ঞান-রূপে অনন্ত মঙ্গল-রূপে উপলব্ধি করিতেছি। সেই অনন্তের সত্তা ব্যতীত অনন্তহ শব্দের কোন অর্থই পাই না।

কঠোপনিষৎ।

প্রথমাবল্লী।

নচিকেতার উপাখ্যান।

১ বাজশ্রবার পুত্র ফল কামনা করিয়া সর্ব্বস্ব দান[*] করিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল।

২ গো দক্ষিণা কালে সেই কুমারের মনে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। তিনি মনে করিলেন।

৩ পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া † (এমন সকল গো) (যে যজমান) দান করেন, তিনি আনন্দ শূন্য যে সকল লোক আছে তাহাতেই যান।

৪ (অতএব পিতার অনিষ্ট আপনাকে দিয়াও নিবারণীয় এই ভাবিয়া) পিতাকে বলিলেন; আমাকে কোন্ ঋত্বিককে দান করিবেন? দুইবার বলিলেন, তিনবার বলিলেন; (পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন) তোমারে আমি মৃত্যুকে দিব।

৫ (নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন) অনেক (শিষ্যের) মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, (কিন্তু অধম কখনই নহি) পিতা আমাকে দিয়া যমের কি কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবেন?

৬ (কিন্তু পিতার বাক্য মিথ্যা না হয় এই উদ্দেশে পিতাকে বলিলেন) পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা হইয়া আসিয়াছে, তাহাও দেখুন; এখনো যাহা হইতেছে তাহাও দেখুন। শস্যের ন্যায় মনুষ্য জীর্ণ হইয়া মরে, শস্যের ন্যায় আবার জন্ম গ্রহণ করে; এমন অনিত্য সংসারে মিথ্যায় কি প্রয়োজন?

৭ (তাঁহার কথায় পিতা তাঁহাকে যমের নিকট প্রেরণ করিলেন, যমের সঙ্গে তাঁহার তিন দিবস সাক্ষাৎ হইল না। যম গৃহে প্রত্যাগমন করিলে যমভৃত্যগণ তাঁহাকে বলিল) ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া সাক্ষাৎ বৈশ্বানর (অগ্নির) ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, (সৎলোকেরা) সৎকার দ্বারা তাঁহার শান্তি করেন। হে বৈবস্বত পাদোদক আনয়ন কর।

৮ যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ নিরাহারে বাস করেন; তাহার আশা, প্রতীক্ষা, সাধুসঙ্গ, সূনৃত, যজ্ঞফল, পুত্র পশু, সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। *

৯ (যম বলিলেন) হে ব্রহ্মন্! যেহেতু আমার গৃহে তিন রাত্রি অনশনে যাপন করিয়াছ— নমস্য অতিথি তুমি তোমাকে নমস্কার। আমার প্রতি প্রসন্ন হও আর তিন রাত্রির প্রতি তিন বর প্রার্থনা কর।

১০ (নচিকেতা বলিলেন) যাহাতে পিতা শান্ত-সঙ্কল্প প্রসন্ন-মনা আর আমার প্রতি ক্রোধ-শূন্য হয়েন; আর তুমি আমাকে গৃহে প্রতি প্রেরণ করিলে যাহাতে আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করেন; তিন বরের মধ্যে এই প্রথম বর।

১১ (যম বলিলেন) আমার আদেশক্রমে অরুণের পুত্র ঔদ্দালকী পূর্ব্বের মতই তোমাকে প্রতীতি করিবেন। তিনি সুখে রাত্রি যাপন করিবেন এবং মৃত্যু-মুখ হইতে

---

[*] বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। দিগ্বিজয়ের পর রাজারা এবং ব্রাহ্মণেরা এই যজ্ঞ করিতেন

† অর্থাৎ যাহা পান করিবার তাহা করিয়াছে, যাহা খাইবার তাহা খাইয়াছে, দুগ্ধ দোহন করিবারও আর শক্তি নাই

* ভারতবর্ষে আতিথ্য ধর্ম্ম বহুকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

প্রমুক্ত হইলে ক্রোধশূন্য হইয়া তোমাকে দেখিবেন

১২ (নচিকেতা বলিলেন) স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু তুমিও সেখানে নাই, জরাকেও কেহ ভয় করে না। ক্ষুধা পিপাসা এ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে অভিনন্দিত হয়।

১৩ হে মৃত্যু! তুমি স্বর্গসাধন অগ্নির বিষয় জান; আমি শ্রদ্ধধান, আমাকে তাহা বল। স্বর্গীয় লোকেরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বর আমি এই চাহি।

১৪ (যম বলিলেন) তোমাকে বলি, তাহা প্রণিধান কর। হে নচিকেত, আমি স্বর্গীয় অগ্নির বিষয় জানি। ইহাতে অনন্ত লোক পাওয়া যায়, আর ইহা জগতের প্রতিষ্ঠা, ইহাকে তুমি বুদ্ধিতে নিহিত বলিয়া জান।

১৫ পরে যম এই লোকাদি অগ্নির বিষয় তাঁহাকে বলিলেন; যত ইষ্টক ও যে প্রকার ইষ্টক দ্বারা যে প্রণালীতে ইহা চয়ন করিতে হয় (সকলই বলিলেন।) যম যাহা যাহা বলিলেন, নচিকেতাও তাহা পুনরুক্তি করিলেন; ইহাতে মৃত্যু তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন।

১৬ মহাত্মা (যম) প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন; আমি তোমাকে সম্প্রতি আর একটী বর দিই; তোমারই নামে এই অগ্নির নাম হইবে, আর এই অনেকরূপা রত্নময়ী মালা গ্রহণ কর।

১৭ (মাতা পিতা ও আচার্য্য) এই তিনের নিকট হইতে অনুশাসিত হইয়া যে ব্যক্তি তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন, আর (যজ্ঞ দান অধ্যয়ন) এই তিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; তিনি জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞ এই পূজনীয় দেবতাকে জানিয়া এবং ইঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

১৮ নাচিকেত অগ্নি চয়নের এই তিন প্রকরণ জানিয়া যে বিজ্ঞ ত্রিণাচিকেত কর্ম্মী ইহা তিনবার চয়ন করেন, তিনি (শরীর পাতের) পূর্ব্বেই মৃত্যুপাশ-সকল ছেদন করিয়া এবং শোককে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন।

১৯ হে নচিকেত! এই তোমার স্বর্গীয় অগ্নি, যাহা তুমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিয়াছ। লোকেরা এই অগ্নিকে তোমারই (নামে) বলিবে; হে নচিকেত, তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

২০ (নচিকেতা বলিলেন) মৃত (মনুষ্য) বিষয়ে এই এক বিচিকিৎসা আছে, কেহ বলে তাহার (আত্মা) থাকে, কেহ বলে থাকে না। তুমি আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেও; তিন বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর।

২১ (যম বলিলেন) এই বিষয়ে পূর্ব্বে দেবতাদিগেরও বিচিকিৎসা ছিল, ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়, এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। হে নচিকেত, অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, ইহার জন্য আর আমাকে উপরোধ করিও না; (এ বর) ত্যাগ কর।

২২ (নচিকেতা বলিলেন) এই বিষয়ে দেবতাদিগেরও বিচিকিৎসা ছিল, আর হে মৃত্যু তুমি বলিতেছ যে ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়, তোমার মত বক্তা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। এই বরের তুল্য আর অন্য বর নাই।

২৩ (যম বলিলেন) শতায়ু পুত্র পৌত্র প্রার্থনা কর; অনেক পশু হস্তী হিরণ্য অশ্ব, মহদায়তন ভূমি প্রার্থনা কর; তুমি স্বয়ং যত কাল ইচ্ছা জীবিত থাক।

২৪ কিম্বা ইহার সদৃশ যদি আর কোন বর মনে কর, তাহাও চাহ; বিত্ত চিরজীবিকা প্রার্থনা কর; হে নচিকেত! তুমি প্রশস্ত ভূমিতে রাজ্য কর; তোমাকে আমি সকল কামনার ফলভাগী করিব।

২৫ যে যে কাম্য বিষয় মর্ত্ত্যলোকে দুর্ল্লভ, সেই সকল বিষয় ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর; এই সকল রথবা সতূর্য্যা অপ্সরা, ইহাদের মত মনুষ্যেরা পায় না। হে নচিকেত, আমার এই সকল প্রদত্ত কাম্য বিষয় লইয়া আপনার সন্তোষ সাধন কর; মরণ বিষয়ের প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না।

২৬ (নচিকেতা বলিলেন) (এই সকল ভোগের বিষয়) পরে থাকিবে কি না

থাকিবে, তাহার নিশ্চয় নাই, হে অন্তক! ইহারা মর্ত্তের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। আর জগতের সমস্ত জীবনও অল্প। এই অশ্ব সকল তোমারই, নৃত্য গীত তোমারই থাকুক।

২৭ বিত্তেতে মনুষ্যের তৃপ্তি নাই। যখন তোমাকে দেখিয়াছি তখন বিত্ত অবশ্যই পাইব। আর তুমি যত কাল শাসন করিবে, তত কাল জীবিতও থাকিব; অতএব সেই বরই আমার বরণীয়।

২৮ অধস্থায়ী জীর্ণ ও মর্ত্ত্য মনুষ্য অজর অমরদিগের সন্নিধানে যাইয়া রূপ যৌবনে প্রমত্ত অপ্সরাদির (মূল্য) বুঝিতে পারিয়া অতি দীর্ঘ জীবিত হইলেও বা কেন সে সুখী হইবে।

২৯ হে মৃত্যু! মৃত মনুষ্য বিষয়ে এই যে বিচিকিৎসা, (ইহার অভিজ্ঞান) পরলোক সাধন বিষয়ে মহৎ প্রয়োজন, ইহাই তুমি আমাকে বল। এই যে নিগূঢ় বর, ইহা ভিন্ন নচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না।

প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

দ্বিতীয়া বল্লী।

যম বলিলেন;

১ শ্রেয় অন্য আর প্রেয় অন্য। এ উভয়েই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পুরুষকে বদ্ধ করে; ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে প্রার্থনা করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন

২ শ্রেয় আর প্রেয় ইহারা মনুষ্যকে অধিকার করে; ধীর ব্যক্তি তাহাদিগকে বুঝিয়া পৃথক করেন। ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন; আর মন্দ ব্যক্তি শরীরাদির উপচয় রক্ষণ নিমিত্তেই প্রেয়কে গ্রহণ করে।

৩ কিন্তু হে নচিকেত! তুমি প্রিয় আর প্রিয় রূপ কাম্য বিষয় সকল (তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ) চিন্তা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়, এমন যে বিত্তময়ী পদবী, তাহা তুমি অবলম্বন কর নাই।

৪ বিদ্যা আর অবিদ্যা, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তী, ভিন্ন-গতি ও ভিন্ন-ফল, ইহা জানাই আছে। নচিকেতাকে আমি বিদ্যার প্রার্থী মনে করি, কেন না অশেষ কাম্য বিষয় সকল তোমাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই।

৫ অবিদ্যার অন্তরে থাকিয়া যাহারা মনে করে, আমরা বড় জ্ঞানী বড় পণ্ডিত; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি দন্দ্রম্যমান হইয়া ভ্রমণ করে; যেমন অন্ধেরা অন্য অন্ধের দ্বারা নীয়মান হয়।

৬ বিত্ত মোহে মূঢ়, প্রমাদ বিশিষ্ট বালকের নিকট পরলোকের সাধন প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে ক এই লোকই মাত্র আছে, পরলোক নাই, এবং তাহারা পুনঃ পুনঃ আমারই বশে পতিত হয়।

৭ শুনিবার উপায় অভাবে যিনি লভ্য হয়েন না; বহু শ্রবণ করিয়াও অনেকে যাঁহাকে জানিতে পারে না; তাঁহার বক্তা অতি আশ্চর্য্য, অতি নিপুণ ব্যক্তিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে শিক্ষিত হইয়াছেন এমত জ্ঞাতাও অতি দুর্ল্লভ।

৮ অশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইনি সুবিজ্ঞেয় হয়েন না, (যেহেতু) ইঁহাকে অনেকে অনেক প্রকারে চিন্তা করে। তাঁহাকে অপৃথক্‌রূপে বলিলে তাঁহাতে আর কোন সংশয় থাকে না; ইনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তর্ক দ্বারা অগম্য।

৯ এই মতি তর্কদ্বারা প্রাপণীয় নহে*। হে প্রিয়তম, সৎ আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইলে ইঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝা যায়। সেই মতি তুমিই পাইয়াছ—তুমি সত্যধৃতি,

* তর্ক তরঙ্গের উপর আমাদের ঈশ্বর জ্ঞান স্থাপিত নহে, ইহা প্রাচীন ঋষিরা সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন।
স্বভাবমেকে কবয়োবদন্তি, কালন্তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।
"কোন কোন পণ্ডিতেরা স্বভাবকে, কেহ বা মুগ্ধ হইয়া কালকেই সকলের কারণ বলেন, কিন্তু সমুদয় লোকে এই দেবেরই মহিমা, তাঁহার মহিমাবলে এই ব্রহ্মচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।" তখনো এই সকল বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হইত, অদ্যাপি ইহার শেষ হয় নাই কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে তর্কেতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, তিনি একাত্মপ্রত্যয়সারং। আমাদের এই স্বাভাবিক প্রত্যয়কে স্থাপন করিবার জন্যই উক্ত হইয়াছে যে সৎ আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইলে তাঁহাকে জানা যায়।

হে নচিকেত, আমরা যেন তোমার মত প্রষ্টা পাই।

১০ আমি জানি বিষয়-সুখ অনিত্য, অধ্রুব দ্বারা কখন ধ্রুবকে পাওয়া যায় না। (ইহা জানিয়াও) আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি; অনিত্য দ্রব্য সকলের দ্বারা আমি এই (যাম্য পদ) প্রাপ্ত হইয়াছি।

১১ সকল কামনার পরিসমাপ্তি, যজ্ঞের শেষ ফল, জগতের আশ্রয়স্থান, অভয়ের পার, আত্মার প্রতিষ্ঠা, মহৎ, বিস্তীর্ণ, প্রকৃষ্ট যে হিরণ্যগর্ভ পদ, তাহা দেখিয়াও, হে নচিকেত! ধৈর্য্যেতে তুমি ত্যাগ করিয়াছ।

১২ সেই দুর্দ্দর্শ, গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে ও অতি সঙ্কট স্থানে সংস্থিত সেই পুরাণ পুরুষকে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

১৩ এই সকল (আত্মতত্ত্ব) শুনিয়া ও সম্যক্ ধারণা করিয়া এবং এই গুণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মাকে (শরীর হইতে) পৃথক্ দেখিয়া এবং সেই আনন্দনীয়কে লাভ করিয়া তিনি আনন্দিত হয়েন। হে নচিকেত! ব্রহ্মসদ্ম তোমার নিকটে বিবৃত রহিয়াছে, আমি এই মনে করি।

১৪ নচিকেতা বলিলেন, ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলবদ্ধ সংসার হইতে অন্যত্র এবং ভূত* ভবিষ্যৎ হইতে অন্যত্র, এমন যাহা তুমি জান, তাহা বল।

১৫ (যম বলিলেন) সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে; সকল তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে বলি—তিনি ওঁ।

১৬ এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকেই জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়।

১৭ এই আলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বন প্রশস্ত, এই আলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহনীয় হয়।

১৮ * ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্য কিছু হইতেও হয়েন নাই এবং আপনিও কিছুই হয়েন নাই; ইনি জন্মবিহীন নিত্য শাশ্বত পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলে ইঁহার বিনাশ হয় না।

১৯ যে হন্তা সে যদি হনন করিতে ইচ্ছা করে, যে হত সেও যদি আপনাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়ই ভ্রান্ত। ইনি হননও করেন না, হতও হয়েন না।

২০ ইনি অণু হইতে অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্, এই আত্মা শরীরের গুহা মধ্যে স্থিতি করেন। কামনাশূন্য বীতশোক ব্যক্তি বিধাতার প্রসাদে আত্মার মহিমাকে দেখেন।

২১ ইনি আসীন হইয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করেন, কখনও সহর্ষ থাকেন কখনও হর্ষশূন্য থাকেন, এমত দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে।

২২ অনবস্থিত শরীরেতে অশরীরী আত্মা অবস্থিত আছেন। এই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

এই বাক্য এক সম্প্রদায় কি এক মতাবলম্বীর বাক্য নহে। সকল বেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করে, সকল তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, সেই সকলের ঈশ্বর, সেই সকলের অধিপতি, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে।

* এই শ্লোক প্রথমে পাঠ করিবার সময় আমাদের মন উন্নত হয় এবং ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ চরণে যাইলে মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। শরীর বিনষ্ট হইলে ইঁহার বিনাশ হয় না, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইতেছে, জীবাত্মাকে না পরমাত্মাকে? ইহার পূর্ব্বেই নচিকেতার প্রশ্ন হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও আত্মা এবং সমুদয় সংসার হইতে ভিন্ন কে? তাহার উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে যে ওঁকার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। পরে এ শ্লোকের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্তও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছে, চতুর্থ পাদে একেবারে বলা হইল যে শরীর বিনষ্ট হইলে ইহার বিনাশ হয় না। শরীর বিনষ্ট হইলে পরমাত্মার যে বিনাশ হইবে, এমত কথা সংশয়ের ও উপযুক্ত নহে। শরীর বিনষ্ট হইলে জীবাত্মার বিনাশ হয় কি না ইহা সংশয় স্থল হইতে পারে এবং এই সংশয় নিরাকরণ জন্য নচিকেতার প্রশ্নও তাহার তৃতীয় বরে হইয়াছে; যদি জীবাত্মার কথা বলিবারই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হয়, তবে আমরা ভাবিয়া পাই না যে এই সকল বিশেষণ জীবাত্মাতে কিরূপে প্রযুক্ত হইল। শেষ চরণটি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশ ব্রাহ্মধর্ম্মে উদ্ধৃত হইয়াছে নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।

২৩ এই আত্মা না প্রবচন দ্বারা না মেধা দ্বারা না বহু শ্রবণ দ্বারা লব্ধ হয়েন। (যিনি) ইঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহার দ্বারাই ইনি লভ্য হয়েন; এই আত্মা তাঁহার নিকটে স্বীয় তনু প্রকাশ করেন*।

২৪ যিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হয়েন নাই; যিনি শান্ত, সমাহিত হয়েন নাই; যিনি শান্ত মানস হয়েন নাই; তিনি কেবল জ্ঞান দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হন না¶।

২৫ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন; এমন আত্মাকে এ প্রকার কে জানিতে পারে।

দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

তৃতীয়া বল্লী।

১ শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থান গুহা মধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তন্মধ্যে এক জন অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন, আর এক জন তাহা প্রদান করেন‡। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে ছায়া আর আতপের ন্যায় বলেন; এবং পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মীরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

২ যজমানদিগের সেতু স্বরূপ যে নাচিকেত অগ্নি, তাহাও আমরা চয়ন করিতে পারি; আর সংসার তিতীর্ষু দিগের অভয় পার যে অক্ষয় পরব্রহ্ম, তাহাও আমরা জানিতে পারি।

৩ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ বলিয়া জান, বুদ্ধিকে সারথি আর মনকে প্রগ্রহ স্বরূপ জান।

৪ ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, বিষয় সকল তাহাদের চলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত যে আত্মা সেই ভোক্তা: মনীষিরা এই প্রকার বলেন।

৫ যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ আর সর্ব্বদা অযুক্তমনা, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথীর দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

৬ যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্, আর সর্ব্বদা যুক্তমনা, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত।

৭ যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্, অবশচিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়।

৮ যিনি বিজ্ঞানবান্, স্ববশ আর সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত; তিনি সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন, যাঁহা হইতে তাঁহার আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

৯ বিজ্ঞানই যাঁহার সারথি, মন যাঁহার প্রগ্রহ, তিনি সংসার পার সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

১০ ইন্দ্রিয় হইতে তাহার বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ।

১১ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত বীজ শক্তি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ* শ্রেষ্ঠ; পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, সেই কাষ্ঠা সেই পরাগতি।

* এই শ্লোকটিতে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব যথার্থ রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বুদ্ধি চালনা দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে পায়। বরং তর্কী [illegible] এই সকল বহু পরিশ্রমেও পাওয়া যায় না, কিন্তু ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি সরল ভাবে অন্বেষণ করে সে তাঁহাকে অবশ্যই পায়, ঈশ্বর তাহার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহার আত্মাকে পূর্ণ করেন এই তাঁহার আশ্চর্য্য করুণা।

¶ এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী, সুতরাং ইহাও ব্রাহ্মধর্ম্মে উদ্ধৃত হইয়াছে। শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের নিকটে যাইবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না, কিন্তু আপনাকে পবিত্র করা শান্ত সমাহিত করা আবশ্যক করে। বিদ্বানেরা বিদ্যামদের অহঙ্কারেই পূর্ণ হন। ঈশ্বর অকিঞ্চনেরই পরম বন্ধু। ঈশ্বরের নিকটে শিশুর ন্যায় অমানচিত্তে যাইতে হয় এবং শিশু যেমন পিতা মাতার নিকটে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের নিকটেও সেই প্রকার ভাবে যাইতে হয়, তিনি আমাদের নিকট হইতে আর কিছু চাহেন না এই চাহেন আমরা পবিত্র হই, পবিত্র হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই।

‡ মূলে "পিবন্তৌ" দ্বিবচন আছে; তাহার এই অর্থ হয় যে দুই জনই কর্ম্মফল ভোগ করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যেমন বাস্তবিক তাহা নয়, জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা কর্ম্ম ফল ভোগ করেন না কিন্তু পরমাত্মার [illegible] জীবাত্মা ফল ভোগ করেন। এই দুইয়ের পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ থাকাতে একেবারেই দ্বিবচনে বলা হইয়াছে যে দুই জনে ফল ভোগ করেন।

এই বল্লীতে জীবাত্মা পরমাত্মার বিলক্ষণ পৃথক্ত্ব পাওয়া যায়।

* এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এখানে ঈশ্বরকে পুরুষ শব্দে বলা হইয়াছে। অনেকে বলেন যে বেদান্ত মধ্যে ঈশ্বরকে পুরুষ রূপে পাওয়া যায় না; শূন্য ঈশ্বর মাত্রই পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত আমরা কোন সম্বন্ধই নিবদ্ধ করিতে পাই না। বাস্তবিক তাঁহাদের ইহা ভ্রম মাত্র। অনেক স্থলে তাঁহাকে স্বতন্ত্র রূপে পুরুষ রূপে সকলের আশ্রয় রূপে তাহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

১২ এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে দেখেন।

১৩ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য মনেতে সংযম করিবে, মনকে বুদ্ধিতে সংযম করিবে, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে সংযম করিবে, মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মাতে সংযম করিবে।

১৪ উত্থান কর, জাগ্রত হও। জ্ঞানবান্ আচার্য্যদিগের নিকট যাইয়া শিক্ষা কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলেন।

১৫ অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়, রসবিহীন গন্ধবিহীন নিত্য অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে মহান্ ... কে জানিয়া (মর্ত্ত্য মনুষ্য) মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

১৬ এই মৃত্যু প্রোক্ত সনাতন নাচিকেত উপাখ্যান বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহনীয় হয়েন।

১৭ এই পরম গুহ্য (উপাখ্যান) যে ব্যক্তি প্রয়ত হইয়া ব্রহ্ম-সংসদে অথবা শ্রাদ্ধ কালে শুনান, তাহা অনন্ত ফল উৎপন্ন করে*।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিজ্ঞান

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

২০২ সংখ্যক পত্রিকার ৩২ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে যে কয়েকটী অনশনের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর একটী প্রসিদ্ধ অনশনের বিষয় নিঃসন্দেহ ও সত্য বলিয়া অনেকানেক গ্রন্থে লিখিত আছে। "জেনেট ম্যাক্লিয়ড নাম্নী একটী স্ত্রী জ্বর ও অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া পাঁচ বৎসর শয্যাগত ছিল। সে সর্ব্বদাই মৌনাবস্থায় থাকিত, প্রায় কাহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, এবং বল পূর্ব্বক আহার না করাইয়া দিলে কিছুই তাহার উদরস্থ হইত না। অবশেষে তাহার হনু সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধ হইয়া গেল, সুতরাং আহারীয় বা পানীয় কোন বস্তু উদরস্থ হওয়া ভার হইয়া উঠিল। সেই চোয়াল খুলিবার নিমিত্ত অত্যন্ত বল প্রয়োগ করাতে তাহার সম্মুখস্থ দুইটী দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়; সেই ছিদ্র দিয়া আহারীয় দ্রব্য দূরে থাকুক কোন পানীয় দ্রব্য প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও তাহার গলাধঃকরণ হইত না। সে প্রায় সর্ব্বদাই নিদ্রাভিভূত থাকিত, কাহার সহিত বাক্যালাপ করিত না। এই অবস্থাতে সে প্রায় চারি বৎসর অবস্থিতি করে। সেই সময়ের মধ্যে ২।৩ দুই তিন সপ্তাহ অন্তর অত্যল্প জল ব্যতীত তাহার আর কিছু মাত্র উদরস্থ হয় নাই। ৪ চারি বৎসর পরে সেই স্ত্রীলোক ক্রমে আরাম হইয়া উঠিল। তাহার চিকিৎসক ও আত্মীয় স্বজন সকলেই অগ্রে তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে সে আরোগ্য হইয়া উঠিল দেখিয়া সকলেই আনন্দিত ও চমৎকৃত হইল।"

অনশনে ৪ চারি বৎসর ও তদপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকা যায়, তাহার যে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল তাহা বর্ত্তমান শারীরবিধান শাস্ত্র মতে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগের শরীরের অংশ ক্ষয় হইতেছে, ইহা শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতদিগের একটী অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। যদি এক দিন আমরা সম্পূর্ণ অনশনে থাকি, তবে তৎপর দিন শরীরকে তৌল করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার গুরুত্বের হ্রাস হয় এবং শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যদি প্রত্যহ দিন শরীরের অংশ ক্ষয় না হইত, তাহা হইলে কখনই আমাদিগের শরীরের গুরুত্ব ও বলের লাঘব হইত না, আমরা পূর্ব্ববৎ ভারী ও সবল থাকিতাম। বিশেষতঃ আমরা প্রত্যহ অন্যূন দুই তিন ২।৩ সের আহার করি, সেই আহারীয় দ্রব্যের দ্বারা শরীরের প্রাত্যহিক ক্ষতি পরিপূরণ হয়; যদি প্রত্যহ শরীরের ক্ষতি না হইত, তাহা হইলে প্রতি দিন আমাদিগের শরীরের ২ ৩ দুই তিন সের গুরুত্বের বৃদ্ধি হইত। মল মূত্র প্রশ্বাস এবং দৃশ্য এবং অদৃশ্য ঘর্ম্ম দ্বারা, মল মূত্র দ্বারা অল্প এবং প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম দ্বারা অধিক প্রত্যহ আমাদিগের শরীরের অংশ ক্ষয় হইতেছে

অবস্থা বিশেষে এই ক্ষয়ের তারতম্য হইয়া থাকে, অধিক শ্রম করিলে অধিক এবং অল্প শ্রম করিলে অল্প ক্ষয় হয়। কিন্তু যদি আমরা কিছু শ্রম না করি, শরীর ও মনকে চালনা না করিয়া সতত্তই নিদ্রিত বা জড়ের ন্যায় প্রায় স্থির হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের শরীরের যে কিছু মাত্র ক্ষয় হয় না এমত নহে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব জীবিত থাকে, ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তেই যত অল্প হউক না কেন, তাহার শরীরের কিছু না কিছু অংশ ক্ষয় হইবেই হইবে। যদি সে মল মূত্র পরিত্যাগ না করে, তথাপি চর্ম্ম এবং

* এই তিন বল্লীতেই বোধ হয় নচিকেতার উপাখ্যান সমাপ্ত হইল। ইঁহার পরের তিন বল্লী ইহার সঙ্গে রচনা বিষয়েও অনেক ভিন্ন। ভাষা এক নহে এবং তাহাতে অনেক নূতন নূতন শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে সম্ভবতঃ বোধ হয় যে পরের তিন বল্লী উত্তর কালে রচিত হইয়াছে।

ফুস্ফুস্ (Lungs) হইতে প্রশ্বাস সহকারে শরীরের অংশ বাষ্প রূপে অবশ্যই নির্গত হইবে। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে প্রদাহক বায়ু (Oxygen Gas) গ্রহণ করি তাহা ফুসফুসের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে সকল শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া শরীরস্থ তরল পদার্থ ও বৃহতন্তুর অঙ্গার (Carbon) ও জলকর বায়ুর (Hydrogen Gas) সহিত সংযোগ হয়। সেই রাসায়নিক সংযোগ কালীন যে উষ্ণতা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষার্থ যে পরিমাণে শারীরিক উষ্ণতা প্রয়োজন তাহা পরিরক্ষিত হয়। নিশ্বাস গৃহীত প্রদাহক বায়ু শরীরস্থ অঙ্গারকে দগ্ধ করিয়া তাহার পরমাণু সহিত মিশ্রিত হইয়া যে কারবনিক আসিড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং জলকর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যে জল উৎপন্ন হয় তাহা মল মূত্র ঘর্ম্ম ও প্রশ্বাস দ্বারা বিনির্গত হইয়া যায়। যদি এই রূপে শরীরের অঙ্গার এবং জলকর বায়ু দগ্ধ হইয়া নির্গত না হয় তাহা হইলে আমরা শারীরিক উষ্ণতা অভাবে এবং রক্ত দূষিত হওয়াতে শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাই। অঙ্গার এবং জলকর বায়ু ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশেরও ক্ষয় হয়। যে সকল বৃহতন্তু শরীরে অধিক দিন থাকিয়া শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হয়, তাহারাও মলমূত্র ও বাষ্পে পরিণত হইয়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যহ যাহা আহার ও পান করি, তাহার কিয়দংশ দ্বারা সেই ক্ষতি পরিপূরণ হয়, কিয়দংশ শরীরাভ্যন্তরে দগ্ধ হইয়া শরীরের উষ্ণতা রক্ষা করে, এবং কিঞ্চিৎ অপোষণোপযোগী অংশ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। যদি আমরা সম্পূর্ণ নিরশনে থাকি, তাহা হইলে সেই ক্ষতি পূরণ ও দেহের উষ্ণতা রক্ষা হয় না বলিয়া অতি শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে অধিক শ্রম করিলে অধিক, এবং অল্প শ্রম করিলে অল্প দৈহিক অংশ ক্ষয় হয়, এজন্য অনশনের উপর অধিক শ্রম করিলে শীঘ্র এবং অল্প শ্রম করিলে তদপেক্ষা বিলম্বে মৃত্যু হয়। যদি কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র শারীরিক ও মানসিক শ্রম না করে, সর্ব্বদাই নিদ্রাগত বা শয্যাগত হইয়া জড়ের ন্যায় প্রায় স্থির হইয়া থাকে, এবং মল মূত্র ত্যাগ ও অধিক জোরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ না করে, তাহা হইলে অনশনে সে আরও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে, যেহেতু তদবস্থায় দৈহিক ক্ষয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়। বাথ নামক স্থানের সন্নিকট নিবাসী একটী ২৫ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ হঠাৎ এক দিন নিদ্রাভিভূত হইয়া প্রায় ১ এক মাস পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে, তাহার ২ দুই বৎসর পরে সেই ব্যক্তি পুনঃ পূর্ব্ব রূপ হঠাৎ আর এক দিন নিদ্রাভিভূত হইয়া প্রায় ১৭ সপ্তদশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাভিভূত ছিল। সেই বৎসরের আগষ্ট মাসে পুনঃ তৃতীয় বার নিদ্রাভিভূত হয় এবং নবম্বর মাসে তাহার সেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে যে কয়েক বার যত দিন নিদ্রাভিভূত ছিল সে সময়ে কিছুমাত্র তাহার উদরস্থ হয় নাই*। ডমিবলড দেশস্থ একটী স্ত্রীলোক প্রথমে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ২৭ সে জুন হইতে ৩০ সে জুন পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৪ চারি দিন নিদ্রাভিভূত থাকে পরে কিয়ৎক্ষণ নিমিত্ত একবার জাগ্রত হইয়া পুনঃ সে এরূপ ঘোর নিদ্রাতে অবিভূত হয়, যে ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত তাহার কিছু মাত্র চেতনা ছিল না ও একবিন্দু জল মাত্র তাহার উদরস্থ হয় নাই, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত শরীরের অ সকল ক্রিয়াই স্থগিত ছিল। অষ্টম দিবসে সে একবার জাগ্রত হইয়া অত্যল্প আহার করিয়াছিল, ক্ষণকাল পরে সে পুনঃ এরূপ ঘোর ও দীর্ঘ নিদ্রায় অবিভূত হয় যে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহার সেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।

এইরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চালনায় শরীরের অধিক ক্ষয় না হইলে অনশনে অপেক্ষাকৃত অধিক কাল জীবিত থাকা যায় বটে, কিন্তু ৪ চারি বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকা বর্ত্তমান শারীরবিধান মতে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, যেহেতু যৌবনাবস্থায় নিয়মিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনায় প্রত্যহ অন্যূন গড়ে প্রায় ১৷৷ দেড় সের দৈহিক অংশ ক্ষয় হয়। সকলের ক্ষয় সমান নহে, কাহারও ইহা অপেক্ষা অধিক কাহার বা কিঞ্চিৎ অল্প। যদি কেহ কোন প্রকার শ্রম না করে, ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা এবং মল মূত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ না করে, অথবা নিয়ত নিদ্রাভিভূত থাকে তাহা হইলেও ফুসফুস এবং চর্ম্ম দিয়া প্রতিদিন অন্যূন ৩ তিন ঔন্স অর্থাৎ দেড় ছটাক শরীরের অংশ নির্গত হয়। যাহার শরীরের গুরুত্ব ২ দুই মোন সে নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে এক বৎসর কালে অন্যূন তাহার শরীরের ৩৪ সেরও ক্ষয় হইবেক, সুতরাং সে সম্পূর্ণ এক বৎসর কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। ঊর্দ্ধ সংখ্যা সে স্বীয় শরীরের দুই পঞ্চমাংশ ৩২ সের ক্ষয় পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, এবং এই ক্ষয়

---

* Philosophical Transaction for 1705 (November and December Vol XVII. Page, 2177.

† London Medical and Physical Journal. Vol. XXXV Page, 609 These two Case are well authenticated.

প্রায় ৩৪১ দিবে সম্পূর্ণ হয়। কোসা নামক শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতের পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে শরীরের দুই পঞ্চমাংশ ক্ষয় হইলে কোন জীবই জীবিত থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ সচরাচর শরীরের দুই পঞ্চমাংশ ক্ষয় হইবার পুর্ব্বেই মৃত্যু হয়, সেই ক্ষয় সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অত্যল্প জীব জীবিত থাকে। নিশ্চেষ্টাবস্থায় প্রত্যহ দেড় ছটাকের অধিকও ক্ষয় হয়, সুতরাং অনশনে নিশ্চেষ্ট থাকিলেও সম্পূর্ণ ৩৪১ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকাও সুকঠিন ও শুদ্ধ আনুমানিক সম্ভব মাত্র। সম্পূর্ণ নিরাহারে ৩৪১ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল তাহার সঠীক প্রমাণ এপর্য্যন্ত একটীও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতএব অনশনে কেহ ৪ চারি বৎসর কেহ বা তদপেক্ষা অধিক কাল জীবিত ছিল ...র যে কএকটী উদাহরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে সেই রূপ অনশনের আরও যে সকল গল্প লোক পরম্পরা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান শারীরবিধান মতে নিতান্ত অসম্ভব কখনই সপ্রমাণ করা যায় না। বস্তুতঃ সেই সকল বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবঞ্চনা প্রতারণা ও বাহুল্য থাকিবার অনেক সম্ভাবনা।

কোসা নামক শারীর-বিধান-বিৎপণ্ডিত দ্বারা অনশন সম্বন্ধীয় আর একটী বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নিরাহারে মেদ, মাংস, যকৃত, ও অস্থির যত অংশ ক্ষয় হয়, তদপেক্ষা অনেকাংশে কোমল যে মস্তিষ্ক পদার্থ (Nervous Matter) তাহার তত ক্ষয় হয় না। নিরাহারে যখন মৃত্যু হয় তখন শরীরের সকল অংশের সমান ক্ষয় হয় না, মেদ, মাংস, যকৃত, অস্থি ও মস্তিষ্ক পদার্থের প্রত্যেকের শতাংশের মধ্যে মেদ ৯৩, মাংস ৪২, যকৃত ৫২, অস্থি ১৬, এবং মস্তিষ্ক পদার্থের ২ অংশ ক্ষয় হয়। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ অস্থি সকল তরল প্রায় মস্তিষ্ক পদার্থ অপেক্ষা ৮ অষ্ট গুণ অধিক ক্ষয় হয়। প্রত্যুতঃ অনশনে শরীরের মেদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয় বটে কিন্তু ভন্‌বিব্রা (Von Bibra) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যখন অনাহারে শরীরের অন্য সমস্ত মেধ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, মস্তিষ্কে যে মেধ আছে, তাহার প্রায় কিছু মাত্র ক্ষয় হয় না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অনশনে শরীরের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মস্তিষ্ক পদার্থের অধিক ক্ষয় হয় না। যদি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মস্তিষ্ক পদার্থের ক্ষয় হইত তাহা হইলে অনশনে অতি শীঘ্রই আমরা মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিতাম, যেহেতুক মস্তিষ্ক পদার্থই আমাদিগের শরীরের প্রধান অংশ—ইহার শক্তিতে নিশ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, (Heart) ধমনী, (Artery) ও শিরা, (Vein) দ্বারা সর্ব্ব শরীরে রক্ত সঞ্চালন পাকস্থলীতে অন্ন জীর্ণ হইয়া শরীর পোষণ, পিত্তোৎপন্ন, মল মূত্র নির্গত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা, এবং দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শ, ও মনন প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। অনশনে শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মস্তিষ্কের অধিক হ্রাস না হওয়াতে তাহার ক্রিয়াশক্তির অধিক হ্রাস হয় না।

মস্তিষ্ক আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির মূল—সমস্ত শক্তিপ্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ। সেই প্রস্রবণ হইতে তিনটী প্রবাহ প্রবাহিত হয়। প্রথম পোষণপ্রবাহ, (Nutritive Stream) দ্বিতীয় স্পন্দন প্রবাহ, (Locomotive Stream) তৃতীয় বোধ প্রবাহ, (Sensative Stream). যে শক্তি দ্বারা অন্ন ও পানীয় রক্ত মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে তাহা পোষণ প্রবাহ। যে শক্তি রক্ত এবং হৃৎপিণ্ড অন্নবহ নালী, (Alimentary Canal) ফুস ফুস, হস্ত, পদ, ও চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গদিগকে চালনা করিতেছে, তাহা স্পন্দন প্রবাহ। যে শক্তি দ্বারা আমরা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ইচ্ছা, এবং চিন্তা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছি তাহা বোধ প্রবাহ। কোন প্রস্রবণের তিনটী স্রোতের মধ্যে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ একটী হ্রাস বা বন্ধ হইয়া যায়, তবে অপর দুই প্রবাহ অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই প্রবাহ হ্রাস বা বন্ধ না হইয়া যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হয় তবে অপর দুইটী প্রবাহেরও হ্রাস হয়, আমাদিগের মস্তিষ্ক প্রস্রবণও সেই রূপ। প্রগাঢ় চিন্তা ও মনের চাঞ্চল্যে পরিপাক শক্তি ও রক্ত চালনার ব্যতিক্রম হয়, এবং শারীরিক শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে প্রগাঢ় চিন্তা বা কোন বিষয়ে গাঢ়তর রূপে চিত্ত নিবেশ করা যায় না।

নিরশনে ক্ষুন্মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তিষ্কের পোষণ প্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ...তা বশতঃ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অধিক চালনা করিতে না পারায় তাহার মস্তিষ্কের স্পন্দন প্রবাহেরও অনেক হ্রাস হয়। সুতরাং তাহার বোধপ্রবাহ স্বভাবতই অত্যন্ত অস্বাভাবিক রূপে প্রবল হইয়া উঠে। বোধ প্রবাহের সেই অত্যন্ত অস্বাভাবিক প্রবলতা প্রযুক্ত সে

অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া যায়, এবং আহার আর কিছু মাত্র নিদ্রা হয় না।

পরন্তু অনাহারে মুমূর্ষু ব্যক্তির ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাষাণময় হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। তাহার শরীর অতিশয় শীর্ণ, দুর্ব্বল, ও প্রায় স্পন্দন হীন, এবং বদন শুষ্ক ও পাংশুবর্ণ হয়। অক্ষি-কোটরের প্রবিষ্ট চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, বোধ হয় যেন সমস্ত জিবনী শক্তি তাহার ঐ স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে; তাহার সেই চক্ষু সততই স্থির ও উন্মীলিত থাকে। তাহার নয়নতারা বিস্তৃত, হস্ত পদ কম্পিত, স্বর দুর্ব্বল ও শক্তি প্রায় লোপ হয়। সেই অবস্থাতে তাহাদিগের যে কিরূপ আন্তরিক ক্লেশ হয় তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া সাতিশয় সুকঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ যাহারা দুর্দৈব বশতঃ অনশনের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অতি সামান্য লোক, আপনাদিগের আন্তরিক ক্লেশ কখনই বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে পারে না। এক জন অর্ণবপোতের কাপ্তেন ক্ষুন্মূর্চ্ছাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত গোল্ড স্মিথ সাহেবকে স্বীয় ক্লেশের বিষয় এই প্রকারে পরিচয় দেন। "যখন অনাহারে আমাদিগের পোতস্থ সকলেই জ্ঞান শূন্য হইল, তখনও আমি সজ্ঞান ছিলাম। প্রথমতঃ ক্ষুধাতে আমার এমত যাতনা হইল যে সেই পোতস্থ অনাহারমৃত ব্যক্তিদিগের মাংস খাইবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত লোলুপ হইলাম, আমাদিগের অন্যান্য সকলে বাস্তবিক তাহা আহার করিতেছিল। পরে সেই যাতনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, বোধ হইল, যেন আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট, আর অধিক বিলম্ব নাই। ছয় দিবসের পরে সেই যাতনা ও আহারের ইচ্ছা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, অন্যকে আহার করিতে না দেখিলে আর আমার অন্নের প্রতি ইচ্ছা হইত না, কিন্তু সে সময় আমি এমত দুর্ব্বল হইলাম, যে বোধ হইতে লাগিল আমার শরীর যেন আমারই নহে, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমার বাধ্য নহে। এই অবস্থার শেষে যখন আমার শারীরিক সুস্থতা প্রায় লোপ হইয়াছে; তখন শত শত মিথ্যা ও নূতন নূতন মূর্ত্তি ও ভাব মনে উদয় হইতে লাগিল। অনন্তর আমাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত আর এক খান জাহাজ আসিয়া তৎস্থিত লোকেরা যখন আমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করে, তখন প্রথমতঃ আমার সেই অন্নের প্রতি অত্যন্ত ইচ্ছা না হইয়া বরং তাহা আহার করিতে ভার বোধ হইল, অনন্তর অল্প অল্প আহার করিতে করিতে প্রায় চারি দিবস পরে আমার পুনঃ প্রকৃতিস্থ হয়। তৎপরে আমার জঠরানল এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে কিছু দিন পর্য্যন্ত আহারের অনতিবিলম্বেই পুনঃক্ষুধার উদ্রেক হইত"।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮২ শকের বৈশাখ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর........	২২
" যশোদাকুমার পাণি......	১৪
" ব্রজসুন্দর মিত্র	১৪
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর......	১১
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর......	১১
" কালীপ্রসন্ন সিংহ	৮
" রাজা কালীকুমার মল্লিক রায়..	৮
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ........	৭
" অভয়াচরণ গুহ.........	৬
" নীলকমল মিত্র........	৫
" রমাপ্রসাদ রায়..	৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল...........	৩
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর..	২
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	২
" উমাচরণ মিত্র...........	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন.	১
" নীলমাধব আঢ্য	১
	১৪৬

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ......	১৫০
" গোবিন্দচন্দ্র বসু....... ..	৪
" গোপালচন্দ্র সেন	২
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী........	২
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র..........	২
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
" কালীনাথ দত্ত............	১
	১৬২

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার মল্লিক রায়	৫
" চন্দ্রকুমার দত্ত	৫
" কালীনাথ দত্ত	৩
" হরচন্দ্র মজুমদার..........	১
	১৪

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর....	১৭৫
" সর্ব্বানন্দ দাস	১
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১
" কৃষ্ণকুমার গুহ...........	১
" কেশবচন্দ্র সেন	১
" গঙ্গাধর কয়াল	১
	১৮০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩।১০
	৫০৫।১০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ছয় আনা মাত্র। ১৪ আষাঢ় মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং
দ্বিতীয় ভাগ
২০৪ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৭৮২ শক
পঞ্চম কল্প　　পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনি য়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৬ চৈত্র বুধবার ১৭৮১ শক।

হে পরমাত্মন্! তোমার কৃপা তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন তোমাকে কে লাভ করিতে পারে? আমাদের এমন কি বুদ্ধি কি বিদ্যা কি পুণ্যবল যে তোমার সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি? কোথায় তুমি সেই অচিন্ত্য অনন্ত অমৃত পুরুষ, আর কোথায় আমরা এখানকার এই ক্ষুদ্র কীট। হে গতিনাথ! তোমার প্রসাদ ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। তুমি প্রতি ক্ষণে প্রতি নিমেষে আমাদের উপর তোমার কৃপা বর্ষণ করিয়া আমারদিগকে জীবিত রাখিতেছ! তুমি আমারদিগকে কেবল অন্নপানে পুষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হও নাই; কেবল বিষয় সুখে সুখী করিয়া নিরস্ত হও নাই; কিন্তু প্রাণ হইতেও প্রয়োজনীয় যে তুমি, তুমি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছ। তোমার করুণার কথা কত বলিব। আমাদের জীবন যৌবন, সুখ সৌভাগ্য, আমাদের সকলই তোমা হইতে। কিন্তু হে কৃপাময়! তুমি এসকল দিয়াও ক্ষান্ত হও নাই, তুমি তোমার অমৃত পুত্র-সকলের জন্য নিত্য ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি নিজেই সেই অক্ষয় ধন। আমার আত্মাতে যখন তোমার প্রসন্নতার আবির্ভাব হয়, তখন সে গম্ভীর স্বরে বলিতে থাকে যে হে জগদীশ্বর! তোমার সমান আর কে আছে? তুমিই তাপিত হৃদয়ের শীতল বারি, তুমিই তৃষ্ণাতুর আত্মার শান্তি সলিল। যখন জানিতে পারি যে সেই আত্মার প্রাণ তোমারই হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে, তখন আমরা সকল সাহস সকল ভরশা পাই। তুমি ধৃতব্রত সত্যকাম! তুমি আমারদিগের নিকটে যাহা সত্য করিয়াছ, তাহা কোন কালে ভঙ্গ করিবে না। আমরা কোথা হইতে এ আশা পাইতেছি, যে তুমি আমারদের চিরকালের সঙ্গী, চিরজীবনের উপজীবিকা। সে আশায় আমরা কি কখন নিরাশ হইতে পারি? কখনই না। যদি কোন মনুষ্যের কথায় আমরা কখন বিশ্বাস করিতে পারি; কোন সাধু ব্যক্তি আমারদিগকে কোন বিষয়ে আশ্বাস দিলে যদি তাঁহার সাধুভাবের উপর নির্ভর করিতে পারি; তবে যিনি পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তিনি যখন আমারদিগকে এই প্রকার আশ্বাস দিতেছেন, যে তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইলে নিত্য কাল আমার সঙ্গেই থাকিবে, তখন তিনি কি প্রতারণা করিবেন? সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃত-ভোজী হইয়া চিরদিন বাস করিব, যখন তিনি এই বিশ্বাস প্রেরণ

করিতেছেন, তখন তিনি কি ইহা ভঙ্গ করিবেন? এ বিশ্বাস কি তর্ক তরঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান ও শিথিল হইতে পারে? তাঁহার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর করিয়া কি আমরা ক্ষণকালের নিমিত্তেও মনে স্থান দিতে পারি যে তিনি এই প্রকার আশা দিয়া এককালে আমারদিগকে নিরাশ করিবেন? তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিবেন না? এমন কি হইতে পারে? না চন্দ্র সূর্য্য যদি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, পৃথিবীর যদিও প্রলয় দশা উপস্থিত হয়, তথাপি তাঁহার আশ্বাস, তাঁহার অঙ্গীকার, কখনই মিথ্যা হইবে না। এই বিশ্বাসটি আমরা কোথা হইতে পাইতেছি? আমরা ক্ষুদ্র কীট হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় কি বুঝিতেছি? অনন্ত কালের সম্বন্ধ কি স্থির করিতেছি? আমরা কল্য কি হইবে জানি না, মুহূর্ত্ত পরে কি হইবে জানি না, অনন্ত কালের কথা কি বলিতেছি? যদি চন্দ্র সূর্য্য নির্ব্বাণ হয়, তথাপি ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে অন্তরিত হইবেন না; এ বিশ্বাস কে দিতেছেন? বুদ্ধি ইহার কিছুই স্থির করিতে পারে না, এ কেবল ঈশ্বরই প্রেরণ করিতেছেন। যখন সাধু ব্যক্তির অঙ্গীকার আমরা অবমাননা করিতে পারি না; তখন ঈশ্বরের অঙ্গীকারে কেন না আমরা বল পাইব, অপরাজিত ভরশা পাইব? তিনি ধৃতব্রত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। পশু পক্ষিরা জল-বুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে, ইহার কিছুই জানে না। মনুষ্যই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্বন্ধ-সকল বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্যকেই এই অধিকার দিয়াছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও। মনুষ্যই জানিতেছেন, আমি পৃথিবীরই জীব নহি, পৃথিবীতেই চিরবিহারী নহি; কিন্তু ঈশ্বর আমার চিরজীবনের আশ্রয়। মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যের অমৃতের সঙ্গে যোগ আছে। আমরা যদি চতুর্দ্দিকে কেবল কালের কঙ্কাল হস্তই দেখিতে পাইতাম, মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের অভয় পদ দেখিতে না পাইতাম; তাহা হইলে আমাদের কি হইত? তাহা হইলে আমাদের মত কেহই আর দুঃখী নাই। বরং পশুর ন্যায় অজ্ঞান থাকি, অন্ধ থাকি, সেও ভাল; তথাপি তেমন অবস্থা প্রার্থনীয় নহে।

কিন্তু ঈশ্বর হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রতিক্ষণে আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ভয় নাই, ভয় নাই; মৃত্যুর পরে আমিই তোমাকে গ্রহণ করিব। আমরা পৃথিবী হইতে পরিচ্যুত হইয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইব, এই আশা তি[illegible] দিতেছেন। এ আশা বৃথা আশা নহে, সেই সত্যকাম হইতে আমরা এই আশা পাইতেছি। তিনি যখন আমাদের প্রতি এমন কৃপাবান্, তখন আমরা তাঁহার জন্য কি করিতেছি? যখন আমরা এমত প্রশস্ত অধিকার পাইয়াছি যে সেই ভূমা, সেই বিশ্বরাজ্যের রাজা, সেই মহতো মহীয়ান্, পাবনের পাবন, অমৃত পুরুষের সঙ্গে নিত্য কাল থাকিতে পাইব, তখন তাঁহাকে এখানেই পাইবার জন্য কি করিতেছি? আমাদের হস্তে কি আছে? না প্রার্থনা। বালকের বল যেমন ক্রন্দন, আমাদের বল সেই রূপ প্রার্থনা। তিনি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। আমাদের ধন প্রাণ, সুখ সৌভাগ্য, কিছুই তাঁহার নিকটে অদেয় নাই। তাঁহার জন্য সকলই বিসর্জন করিতে পারি। যদি প্রাণ দান করিয়া সেই সর্ব্ব সম্পদের সম্পদকে পাওয়া যায়, তাহা অতি সহজ মূল্য। সকল প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়। "অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব ।

যদি কর্ত্তব্য না থাকে, তবে ধর্ম্ম মিথ্যা ; মনুষ্যের যদি কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে কর্ত্তব্যও মিথ্যা। মনুষ্য যদি যন্ত্রের ন্যায় হয়েন, ঘটনার দাস মাত্র হয়েন, অবস্থার স্রোতেই নীয়মান হয়েন ; বায়ু বিচলিত তৃণের ন্যায় বিষয়াকর্ষণেই ধাবিত হয়েন ; তবে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, তাঁহার পক্ষে সকলই মিথ্যা। সাধারণ লোকে আপনার একটি কর্ত্তৃত্ব ভার বুঝিতে পারে কিন্তু পণ্ডিতেরাই নানা কুতর্ক উপস্থিত করে ; অনেক সময় তাঁহাদের কেবল বিতণ্ডা মাত্রই সার হয়। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই, মনুষ্য সম্পূর্ণ পরতন্ত্র ; তিনি কেবল কতকগুলি অভ্যাসের একত্রীভূত ; যেমন অবস্থা, যেমন সংসর্গ, তাঁহার প্রকৃতি সেই প্রকারে বিরচিত হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই মিথ্যা।

ইহা কেহই বলে না যে সকল কর্ম্মেই আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। অনেক কার্য্য আমরা পশুর ন্যায় সংস্কার বশতই করি, অনেক কার্য্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া করি, অনেক অভ্যাস বশতঃ করি ; এ সকলেতে আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাও থাকিতে পারে। মন্দেতে লিপ্ত থাকিয়া আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে ; পাপের অনুচরেরা পাপের প্রতিকূলে বল প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা জানাই আছে। শিশু যত দিন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করে ; তত দিন তাহার ধর্ম্মেতে অধিকার থাকে না। পরে সে স্বাধীন হইলে তবে তাহাকে ধর্ম্মজীবি বলা যায়। আমাদের স্বাধীন-কার্য্যেতেই ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। এ কথা কেহই বলে না যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব শক্তি অসীম; এ শক্তি কখনই পরাভূত হয় না। এই জন্য বিষয়ী লোকেরা বলে, সকল মনুষ্যকেই মূল্য দিয়া ক্রয় করা যায় ; কেহ অল্প ধনে লুব্ধ হয় ; কেহ অধিক মূল্য ভিন্ন তুষ্ট হয় না। এই বাক্যকে খণ্ডন করিতে যাওয়াই হীনত্ব স্বীকার করা।

মনুষ্য যে স্বাধীন জীব তাহা পারতন্ত্র্যবাদীরা যদিও মুখে অস্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যেতে স্বীকার করিতে হয়। কেহ দোষ করিলে তাহারা নিন্দা করে কেন ; সৎকর্ম্ম করিলে প্রশংসাই বা করে কেন ? সকলেই যদি বাধিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তবে তাহাতে তাহাদের নিন্দনীয় বা গৌরবের বিষয় কি আছে ! মনুষ্য মাত্রই যদি গ্রহগণের ন্যায় অনতিক্রমণীয় নিয়মের অধীন, তবে তাহাকে আমরা দোষী মনে করি কেন ? কেহ কুকর্ম্ম করিলে আমরা ভর্ৎসনা কেন করি ? কেবল ইহারই জন্য যে মনুষ্য স্বাধীন জীব, তাহার আপন ইচ্ছাতে সৎপথে যাইবার ক্ষমতা আছে। সম্পূর্ণ পরতন্ত্র জীবকে নিন্দা করা, প্রশংসা করা, তাহাকে ধর্ম্ম পথে আসিতে উপদেশ দেওয়া, পাপের জন্য ঘৃণা করার কোন অর্থই হয় না। মনুষ্য স্বাধীন বলিয়াই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, সৎ, অসৎ, এই সকল কথা বুঝিতে পারেন। পশুরা আপন আপন প্রবৃত্তিরই অধীন, তাহারা ধর্ম্ম-জীবি নহে। তাহাদের কার্য্যে আমরা পাপ পুণ্য দেখিতে পাই না। মনুষ্য কর্ত্তব্যের জন্য আপন প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিতে পারেন এবং মনুষ্যই স্বাধীন। পারতন্ত্র্যবাদিদের কথা সত্য হইলে পশুদের ধর্ম্ম নাই, মনুষ্যেরও ধর্ম্ম নাই ; পশুদের কোন কার্য্যে অন্যায় অসৎ বলা যেমন অসঙ্গত, মনুষ্যেরও সেই প্রকার।

যাহারা মনুষ্যের স্বাধীনতা অস্বীকার করে, তাহারা বলে, মনুষ্যের সকল কার্য্যই পরতন্ত্র ; তাহার যে প্রবৃত্তি বলবান্ থাকে, সেই তাহাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পরীক্ষাতে আমরা ইহা পাই না।

যখন কোন লোভনীয় বিষয় আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, তখন অনেক সময় এমন হয় যে একেবারেই তাহার আকর্ষণে পতিত হই ; কিন্তু অনেক সময় আবার ইহাও হয় যে আমরা শীঘ্র তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হই না। ধর্ম্মের আদেশ বিপরীত দিকে যাইতে বলে, কিন্তু বিষয়ের আকর্ষণও প্রবল ; আমরা এই সকল স্থলে

একবার এ দিক্ একবার ও দিক্ করি; পাপ করিতেও পারি না; তাহা হইতে একেবারে বিরত হইতেও পারি না; তখন এ দুয়ের সমান বল থাকে। আমরা স্থির করিতে থাকি, কোন্ পথ অবলম্বন করিব। এই সময়ে আমাদের কর্ত্তৃত্ব বিলক্ষণ অনুভব হয়, আমাদের প্রবৃত্তির উপরে আপনার অধিকার বুঝিতে পারি। যদিও পাপের অনুগামী হই, তথাপি ইহা বুঝিতে পারি যে তাহার বিপরীত দিকে যাইবার আমার ক্ষমতা ছিল। যদি ধর্ম্মেতে যাই, তবে বুঝিতে পারি যে আপন ইচ্ছাতে তাহাতে গেলাম; তাহার বিপরীত দিকেও যাইতে পারিতাম। এই স্থলে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কেমন স্পস্ট প্রকাশ পায়।

আমাদের স্বাধীনতা না থাকিলে আমাদের নিকটে সৎ, অসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে আমাদের দেব-ভাব পশু-ভাব, কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তির মধ্যে কোন সংগ্রাম থাকিত না। যখন কারাবাসী নিশ্চয় জানিতে পারে যে তাহার শৃঙ্খল এমন কঠিন ও দৃঢ়বদ্ধ যে তাহা ভঙ্গ করিবার কোন উপায় নাই; তখন তাহাতে তাহার কোন চেস্টাই হয় না। আমরাও যদি ইহা জানিতাম যে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই—আমরা যাহা করিতেছি, তাহার বিপরীত কিছুই করিতে পারি না; আমরা অদৃস্ট কিম্বা ঘটনার শৃঙ্খলেই বদ্ধ আছি; তবে কোথায় বা ধর্ম্ম, কোথায় বা ধর্ম্মযুদ্ধ থাকিত? তাহা হইলে আমরা প্রবৃত্তির স্রোতেই ভাসমান থাকিতাম, যে প্রবৃত্তি যখন বল করিত, সে তখন সেই দিকেই লইয়া যাইত।

আবার যখন মনুষ্য কোন পাপ কর্ম্ম করেন, তখন তাঁহার মনে হীনতা, গ্লানি, অনুতাপ উপস্থিত হয়, এবং এই প্রকার তাপিত হৃদয় হইতে যে অমৃত-বারি নিঃস্যন্দিত, তাহার দ্বারাই ধর্ম্মবল আবার সিক্ত হয়। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা না থাকিলে এপ্রকার পরিতাপের কোন অর্থই হয় না। যে পাপী, সে বাধ্য হইয়া পাপ করিতেছে এবং তজ্জন্য আপনাকে আপনি দোষী করিতেছে! তাহার অপরাধ কি? সে কি করিবে? তাহার প্রবৃত্তির উপরে, অবস্থার উপরে, তাহারতো কিছুমাত্র অধিকার নাই। কিন্তু এই বলিয়া পাপী আপনাকে নির্দ্দোষী মনে করিতে পারে না এবং অন্যেও তাহার জন্য তাহাকে নির্দ্দোষী বলে না। অতএব গ্লানি, নিন্দা, প্রশংসা; ধর্ম্ম-শিক্ষা ধর্ম্ম-যুদ্ধ; সকলই আমাদের স্বাধীনতা হইতেই হইতেছে। যে দর্শন শাস্ত্র মনুষ্যের এই স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বকে বিনাশ করিতে চাহে, তাহা দর্শন শাস্ত্র নহে, তাহাকে অন্ধ শাস্ত্র বলিতে হইবে।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ঈশ্বর হইতে আমরা সকলই পাইয়াছি, প্রত্যহ যাহাতে আমরা জীবন ধারণ করি; যাহার দ্বারা আমরা সুখে সন্তোষে আনন্দে জীবন যাপন করি এবং যাহাতে আমারা জ্ঞানে, বলে, ধর্ম্মে, ঈশ্বর প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি; তিনিই তাহার মুল কারণ। এখানকার উজ্জ্বল সুন্দর বস্তু সকল তাঁহারই কৃপায় আমরা উপভোগ করিতেছি। উষার সৌন্দর্য্য ও সন্ধ্যার মাধুর্য্য; শীতকালের তুষার ও বসন্তের মলয়ানিল; জ্যোৎস্না ও সূর্য্য-কিরণ; ফল পুষ্প; পশু পক্ষী; বিচিত্র পৃথিবী ও গম্ভীর সমুদ্র; আমাদের এই আবাসস্থান শরীর, ইন্দ্রিয়; আমাদের জীবন যৌবন; প্রণয় ও বন্ধুতা; বুদ্ধি, স্মরণ ভাষা; আমাদের মানসিক শক্তি সমুদয়; যে সকল শক্তিতে আমরা ক্ষুদ্রজীব হইয়া মৃত ব্যক্তির সঙ্গেও আলাপ করিতেছি এবং অনন্ত আকাশকেও মনেতে ধারণ করিতেছি; এ সকলের জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা উচ্ছসিত হইয়া সর্ব্ব কল্যাণদাতা সর্ব্বেশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়

ঈশ্বরের করুণার বিষয় মনে করিয়া দেখিলে তাঁহাতে আমরা দুই ভাব একত্রে দেখিতে পাই। তিনি জগতের পিতা ও মাতা। পিতৃভাব মাতৃভাব এ উভয়ই তাঁহা-

তে সম্মিলিত। পিতার ন্যায় তিনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন,—আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং আমাদের জীবনের সমুদয় কাল অতি যত্নের সহিত আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। মাতার ন্যায় তিনি আমাদের সুখের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। মাতা যত প্রকার কৌশল করিয়া আপন শিশু সন্তানের তুষ্টি সাধনে তৎপর থাকেন, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্যও ঈশ্বরের সেই প্রকার যত্ন। মাতার নিশ্চল প্রেম মনে উদিত হইলে অবাধ্য অসৎ পুত্রের মনও যেমন গলিত হয়, ঈশ্বরের এই মাতৃভাব এই সুকোমল বাৎসল্য ভাব স্মরণ হইলে পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হইতে থাকে। অতি সামান্য বিষয়েও আমাদের সুখের জন্য ঈশ্বরের যে প্রকার যত্ন, তাহা মনে করিলেই তাঁহার মাতৃস্নেহ বুঝিতে পারিবে

যে সকল স্থলে আমাদের কেবল অভাব ও ক্লেশ নিবারণের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত, তাহাতেও তিনি সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন; আহার পান নিদ্রা ব্যায়াম, এ সকলেতেই আমরা সুখ লাভ করিতেছি। কেবল ক্ষুধার ক্লেশ নিবারনের জন্যই আমাদের অন্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইত; কিন্তু তিনি ক্ষুধা শান্তির সঙ্গে আশ্চর্য্য সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এক একটি সুখের প্রস্রবণ স্বরূপ। শোভা সঙ্গীত সৌগন্ধ স্পর্শ আরাম ব্যায়াম এ সকল হইতেই বিচিত্র প্রকার সুখ নিস্যন্দিত হইতেছে। সুমধুর সঙ্গীত স্বরের সঙ্গে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, তাহাই এক চমৎকার ব্যাপার; অনন্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, তাহা আমাদিগকে কত প্রকার সুখে সুখী করিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে শোভা ও সঙ্গীত স্বর গ্রহণ করিবার শক্তি কেন দিয়াছেন? ইহাতে শুদ্ধ আমাদের সুখ ভিন্ন আর কি অভিসন্ধি প্রকাশ পাইতেছে? একটি সুকোমল পুষ্পের মধ্য দিয়া তাঁহার মাতৃ ভাব কি আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পায়। পুষ্পটী এদিকে কেমন সুকোমল; তাহাই আবার কঠোর বাতাঘাত সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতেছে; ঈশ্বরের মাতৃভাব ও পিতৃভাব এ দুইই যেন পুষ্পেতে মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। তিনি আমাদের জন্য পুষ্প সৃজন না করিলে আমরা কি জীবিত থাকিতে পারিতাম না? যূথী যাতী মল্লিকা নবমল্লিকা গোলাব গন্ধরাজ ব্যতীতও আমরা এখানে থাকিতে পারিতাম। পুষ্পের শোভা ও সৌগন্ধ আমাদের বা অন্য জীবের কি কার্য্যে আইসে? তবে ঈশ্বর এমন উজ্জ্বল সুকোমল পুষ্পের সৃজন করিলেন কেন? তিনি মনুষ্যকে পুষ্পময় উদ্যান করিবার ক্ষমতা দিয়াও আবার বনকে ফলে ফুলে সনাথ কেন করিলেন? আমাদিগকে কি সুখী করিবার জন্য নয়? আমরা তাঁহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রফুল্লিত হই; প্রতি পদ-প্রসারণে তাঁহার অপার স্নেহ ও প্রেম দেখিয়া তাঁহাকে মনে করি; তাঁহার কি এমন অভিপ্রায় নয়? তাঁহার এই সমস্ত করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় কি প্রফুল্ল হইবে না? আমাদের নেত্র কি প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইবে না?

ঈশ্বর আমারদিগকে ইন্দ্রিয়-জনিত বিজ্ঞান-জনিত প্রেম-জনিত ধর্ম্ম-জনিত কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছেন, তাহা কি বলিব! ঈশ্বরের প্রেম দৃষ্টি হইতে আমরা যদি ক্ষণকালের নিমিত্তে বঞ্চিত থাকি, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হয়, একবার ভাবিয়া দেখ। ঈশ্বর যে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পুরুষ, তিনি যে আমাদের উপরে প্রতিক্ষণে ক্লেশের বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন; এক্ষণে এমন মনে করা যাইতেছে না। শুদ্ধ এই মনে কর যে তিনি আমাদিগকে প্রীতি করেন না, তিনি আমাদের প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন; রাখাল যেমন মেষের পাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহাদের সুখের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখে না, মনে কর ঈশ্বর কোন গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে সেই প্রকার ভাবে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের জীবন রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক,

তাহা যেন তিনি প্রচুর রূপে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; অন্ন রহিয়াছে এবং আমরা ক্ষুধার জ্বালায় সেই অন্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছি; অমরা অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান করিয়া জীবনকে বিনষ্ট করিয়া না ফেলি, এই জন্য আমাদের ঘ্রাণ-শক্তি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা উপযুক্ত মত খাদ্য সামগ্রী বাছিয়া লইতেছি; পশুরা যেমন তাহাদের স্বজাতির শব্দে চালিত হয়, আমরা ও সেই প্রকার শব্দে চালিত হইতেছি; দূর, আকৃতি, বিস্তৃতি, এ সমুদয় নিরূপণ করিতে পারিতেছি; যাহাতে প্রবল শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতে পারি এবং আমরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মৃগযূথ রক্ষণ ও ভূমি কর্ষণ করিতে পারি, তাহার জন্য বুদ্ধিও পাইয়াছি; শুদ্ধ আমাদের জীবন ধারণ করিতে হইলে এই সকল এবং অন্যান্য উপায় ও আবশ্যক, মনে কর তাহার সকলই রহিয়াছে।

কিন্তু দেখ, ইহাতে আমাদের অবস্থা কি প্রকার হয়, ঈশ্বরের কত প্রেম ও করুণা আমাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হয়। মনে কর আমাদের ইন্দ্রিয়-সকল হইতে কোন সুখেরই আস্বাদ পাই না; আমরা ক্ষুধার জ্বালায় যে অন্নাহার করিলাম, তাহাতে কোন সুস্বাদ নাই; যে সকল শব্দ শুনিতে পাই, তাহাতে কোন মাধুর্য্য নাই: গন্ধেতে কোন সৌগন্ধ নাই; দৃশ্যেতে সুবর্ণ নাই; ভূমি কর্ষণ ও সস্য সংগ্রহের জন্য আলোকের যতটুকু আবশ্যক তাহাই মাত্র রহিয়াছে; সুদূর-বিস্তৃত ঘন মেঘে আকাশ নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে, দিবসে সূর্য্য কিরণ তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না; রজনীতে স্পৃহণীয় চন্দ্রমা ও তারকাগণ আমাদের নেত্রকে আকর্ষণ করে না। পৃথিবী বর্ণ শূন্য, জল কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ; বৃক্ষ পল্লব তৃণ লতার বিচিত্রতা কিছুই নাই; একটি পুষ্পও নয়নকে আকর্ষণ করে না; পক্ষীর কণ্ঠে গান নাই, ঝিল্লিকার নিনাদ নাই, সঙ্গীতের লেশও নাই; মনুষ্যের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ নাই, সকলেই আপন আপন উদর পূরণে ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের সমুদয় শব্দ কেবল আহ্বান বা আদেশ মাত্র, জ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প-কর্ম্ম কিছুই নাই, কিন্তু সকলেই জীবিত রহিয়াছে। শতায়ুর অল্প কেহই নহে; তাহাদের যত প্রকার অভাব, তাহার উপযোগী বিষয় সকলই রহিয়াছে। মনে কর মনুষ্য সূর্য্য-শূন্য প্রেম-শূন্য ঈশ্বর-শূন্য আনন্দ-শূন্য, নীরস নীরব এই প্রকার কোন লোকে বাস করিতেছে। মনে কর এই প্রকার কোন লোকে তুমি বাস করিতেছ, ঈশ্বর তোমাকে সেই স্থান হইতে আনিয়া এই সৌন্দর্য্যময় লোকে স্থাপন করিলেন। তুমি দেখিতেছ, শরৎ কালে পক্ষী সকল গান করিতেছে, সূর্য্য সমুদ্র-গর্ভ হইতে উদয় হইতেছে, সূর্য্য-কিরণে শিশিরাসিক্ত দূর্ব্বাদল রঞ্জিত হইতেছে, পুষ্প-বৃক্ষ হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তুমি কোন গৃহস্থের গৃহে গিয়া দেখিলে মাতা তাঁহার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, কোন যুবা একমনা হইয়া জ্ঞান-গর্ব্ভ-গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। কোন স্থানে দেখিলে কতক সাধু ব্যক্তি মিলিত হইয়া প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরারাধনাতে অশ্রুপাত করিতেছেন; মনে কর পূর্ব্বে তুমি ইহার কিছুই দেখ নাই, প্রথমেই এই সকল দেখিতেছ। তখন তোমার মন কি প্রকার হইবে? তখন কি তুমি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার উৎস মনেতে ধারণ করিতে পারিবে?

কিন্তু ঈশ্বরের করুণার স্থল এখানে কিছুই গণনা করা হয় নাই। তিনি আমাদিগকে এই ধরা রাজ্যের অধিবাসী করিয়াই রাখেন নাই, তিনি আমারদিগকে পার্থিব সুখ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, এই সংসারের পরপারে আমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে। এখানকার সুখভোগ করিবার জন্যই আমরা এখানে আসি নাই; এ সমুদয় সুখ আমাদের জীবন পথের আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র। আমরা পরে যে

পুণ্য শিখরে আরোহণ করিব;সেখানে এমন প্রেম, এমন আনন্দ, যে তাহা আমরা এখান হইতে দেখিতে পাইলে আমাদের নেত্র তাহার জ্যোতিঃ ধারণ করিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের উপকারের জন্যই সেই আশ্চর্য্য প্রদর্শন আমাদের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়া রাখেন নাই ; তাহা যদি আমরা এখান হইতে দেখিতে পাইতাম, তবে আমাদের এ জীবনের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা থাকিত না। চির বিচ্ছেদের পর বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার সময় আমাদের পদ-তলের কঙ্কর-সকল কি মনে থাকে? অনন্ত কালের অবস্থা দেখিতে পাইলে এখানকার সুখ সকল কঙ্করের ন্যায়ই মনে হইত। ঈশ্বর আমাদিগকে এক ক্ষুদ্র উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন। ইহাতেই আমাদের সমুদয় মন সমর্পণ করিতে হইবে, ভাবি বিষয়ে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে এখানকার কার্য্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অর্ণবপোত নাবিক প্রবল বাত্যাঘাত সময়ে পোত রক্ষণার্থেই তৎপর থাকে ; আপনার দেশ, পরিবার, বন্ধু, বান্ধব, ইহাদের প্রতিই একান্ত মনঃসংযোগ করে না; পোত, পাল, ঝঞ্ঝা, তরঙ্গ, এই সকলের প্রতিই দৃষ্টি রাখে ; কিন্তু তাহার দেশ তাহার গৃহ দর্শন করিতে হইবে, তাহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, এই জ্ঞান থাকাতে তাহার যত্ন আরো প্রবল হয়, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণীভূত হয়, বল এবং আশার সঞ্চার হয় আমাদেরও সেই প্রকার। এই সংসার দুর্দ্দিবসের বিঘ্ন রাশি অতিক্রম করিবার জন্য আমাদের সমুদয় চেষ্টা সমর্পণ করিতে হইবে ; কিন্তু আমাদের যথার্থ ধামের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে আমরা আরো সাহস, উৎসাহ ও বল পাই। আমরা এখান হইতে যদিও দেখিতে না পাই ; কিন্তু আমাদের জন্য অনন্ত জীবন রহিয়াছে ; আমরা ভবিষ্যতে যে প্রকার পবিত্র, যে প্রকার বলীয়ান্, যে প্রকার উন্নত হইব, তাহা ঈশ্বরই জানিতেছেন। আমরা যেমন সূর্য্য মণ্ডলীর মধ্যে এক লোক হইতে লোকান্তরে উপনীত হইব, তেমনই জ্ঞানেতে প্রেমেতে বলেতে উন্নত হইতে থাকিব, আমরা পবিত্র চরিত্র পুণ্য কীর্ত্তি দেবতাদিগের প্রেম আস্বাদন করিতে পাইব, ঈশ্বরের সুপ্রসন্ন মুখজ্যোতিঃ আরো উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিব ; ইহা ভাবিতে গেলে আমাদের আত্মা আর্দ্র হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা উথলিত হয়। এই আশা এই বিশ্বাসের জন্য কি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? তিনি যে আমাদিগকে তৃণের ন্যায় করিয়া দেন নাই, যে প্রাতঃকালে উজ্জ্বল বেশে উত্থিত হইব এবং সন্ধ্যার সময় উৎপাটিত, শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া চিরকালের জন্য চলিয়া যাইব; তাহার জন্য ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিতে হয়।

যখন আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন : তিনি আমাদের আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্মে প্রীতিতে উন্নত করিয়া আপনাকে দান করিবেন ; তখন আমাদের কৃতজ্ঞতা স্রোতকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে ? পরলোকে বিশ্বাস ব্যতীত আমাদের সমুদয় আশা ভরশা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সমুদয় আশ্চর্য্য শক্তি দিয়া ও এখানেও তাঁহার প্রেম দান করিয়া কি আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন? আমাদের উচ্চ আশা, উন্নত-ভাব সকল কি একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে? ঈশ্বর কি এই রূপ করিবেন? আমরা ইহা মনে ও করিতে পারি না।

আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী, জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রেমে বলে আমরা বর্দ্ধমান হইতে থাকিব। যদি ইহ জীবনের সুখের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, তবে অনন্ত জীবনের জন্য আরো কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! আমরা কি এক এক বার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া আমাদের সমুদয় জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিব না ? ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল অমূল্য দান দিয়াছেন, তাহা একবারো স্মরণ করিব না ? আমরা কি পশুর ন্যায় অচেতন হইয়া অস্থায়ী বিষয়েই উন্মত্ত থাকিব ? ঈশ্বর যদি আমারদিগকে কোন বন-পুষ্পের ন্যায় কতক

দিবসের জন্য এই সুখের সংসারে রাখিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার কত করুণা প্রকাশ পাইত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যখন পরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; তিনি আমারদিগকে যে অক্ষয় ধনের অধিকারী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাহা যখন জানিতে পারি; তখন তজ্জন্য তাঁহাকে মনে না করিলে আমারদিগকে অকৃতজ্ঞ পুত্র ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ঈশ্বর যে মহৎ উদ্দেশে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন; এই শরীরকে আমাদের আবাস-স্থান করিয়াছেন; আমাদিগকে ধরা-রাজ্যের অধিবাসী করিয়াছেন; তাঁহার সকল কৌশলই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। যাহা কিছু আমাদের পশু-প্রকৃতিকে রক্ষা করে; আমাদের বুদ্ধি ও ভাব সকলকে উন্নত করে; তাহা সেই কৌশলের অন্তর্গত। যে সকল বস্তু আমাদিগের জীবন ধারণের উপযোগী; যে সকল বস্তু আমাদের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিতে থাকে এবং আমাদের উন্নত ভাব সকলকে পোষণ করে: তাহারা ও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে দুঃখ বিপদের দ্বারাও শিক্ষা দিতেছেন। এখানকার এই সকল কঠোরতা আমাদের পরম ঔষধ; ইহারা আমাদের পাপ-দূষিত আত্মাকে পরিশোধিত করে এবং আমারদিগকে গম্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুকূল হয়। এখানকার এই সকল দুঃখ ক্লেশের প্রতি ভবিষ্যতে আমরা আরো সকৃতজ্ঞ ভাবে দৃষ্টি করিব। তখন আমাদের ক্রীড়া ও প্রণয়ের স্থল, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্মরণ করিয়া মনে যত না আনন্দ হইবে; আমাদের দুঃখ শয্যা, যাহাতে আমাদের বল ও বুদ্ধি পরাভূত হইল, যাহাতে আমাদের যথার্থ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইল; তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো উজ্জ্বল হইবে।

কিন্তু তিনি যেমন আমাদিগকে সুখ সম্পদ্ ও দুঃখ বিপদের দ্বারা সাহায্য করেন; তাহা অপেক্ষাও প্রকৃষ্ট এবং মুখ্য সাহায্য স্বয়ং আপনিই প্রদান করেন। ধর্ম্মযুদ্ধের সময় তিনি নিজেই আমাদের সহায় হয়েন; আমরা যখন আমাদের প্রবল প্রবৃত্তি তরঙ্গে নীয়মান হই, তিনি আমাদের আত্মাতে বলবীর্য্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করেন। আমরা যখন নিম্নগামী পাপ-পথ দিয়া পতিত হইবার উপক্রম করি, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আর আশা থাকে না, তখন তিনি বিদ্যুতের ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নূতন রূপে সংরচিত করেন। তিনি আমাদের আত্মাকে পাপ তাপ হইতে শোক মোহ হইতে যে প্রকারে রক্ষা করিতেছেন, আমাদের [illegible] হৃদয়ে তাঁহার অমৃত বারি সিঞ্চন [illegible] যে প্রকারে তাহাকে শীতল করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে কত কৃতজ্ঞ হইব! আমাদের প্রত্যেক পবিত্র চিন্তা; প্রত্যেক অনুশোচনাজনিত অশ্রুপাত; প্রত্যেক উন্নত আশার যে কত মূল্য, তাহা কে বলিবে?

এই সকল করুণার চিহ্ন আমরা যেন অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে না দেখি। আমারদিগকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্তে যিনি আমাদের হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা প্রতি নিমেষে প্রতি নিঃশ্বাসে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিলেও তাঁহার কৃপাঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

কর্ত্তব্য শ্রেণী।

আমাদের কর্ত্তব্য তিন প্রকার। ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি, মনুষ্যের প্রতি।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি। যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্ব-সুখদাতা; যাঁহার প্রীতিতে আমরা লালিত পালিত হইতেছি; আমরা যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান, ধর্ম্ম, লাভ করিয়াছি, অমৃতের অধিকারী হইয়াছি; তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যিনি ধর্ম্মের আবহ; পাবনের পাবন; সকল মঙ্গলের আস্পদ; সমস্ত সদ্ভাবের আধার; যিনি আমাদের পিতার পিতা এবং গুরুর গুরু; ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার আ-

আরাধনা করা কর্ত্তব্য। আবার আমরা যখন পাপ করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হই, তাঁহা হইতে দূরে পতিত হই, তাঁহার প্রসন্নতা আর সে প্রকার অনুভব করিতে পারি না; তখন অকৃত্রিম অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা আপন ক্ষুদ্রবলে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি না; পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি না, ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি না; আমরা পদে পদে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করি; এই হেতু ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা আর এক কর্ত্তব্য।

বিধি চারি প্রকার; কৃতজ্ঞতা আরাধনা, অনুতাপ, প্রার্থনা।

প্রতিষেধও চারি প্রকার।

(১) ঈশ্বরের বিষয় লইয়া উপহাস করিবে না, তাঁহার পবিত্র নাম বৃথা উচ্চারণ করিবে না।

(২) মনে অবিশ্বাসকে স্থান দিবে না, কেন না "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"

(৩) কপটতা পরিত্যাগ করিবে। কপটতা দুই প্রকার; আমি আপনি ভাল কিন্তু লোকের মধ্যে তাহাদের মত আপনাকে দেখান, আর আপনি মন্দ কিন্তু বাহিক সাধুভাব প্রকাশ করা। এই দুইই পরিহার্য্য

(৪) অত্যন্ত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। সংসার এবং ঈশ্বর এ উভয়কেই সমান রূপে সেবা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আপনার প্রতি। শরীর ও মনকে রক্ষা করা।

(১) মন। মনের সমুদয় বৃত্তিকে চালনা ও উন্নত করা। জ্ঞান ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের ভাব সকল সামঞ্জস্য রূপে উন্নত ও বর্দ্ধিত করা।

(২) শরীর। সুস্থতার সময় নিয়মিত আহার পরিশ্রম ও বিশ্রাম; (রোগের নিবারক)। রোগের সময় ঔষধ সেবন। (প্রতীকারক)

তৃতীয়তঃ মনুষ্যের প্রতি। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি এবং বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত যে সকল কর্ত্তব্য।

(১) সাধারণ মনুষ্যের প্রতি। সত্য ব্যবহার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য।

সত্য ব্যবহার তিন প্রকার; সত্য যথার্থ রূপে নির্ণয় করা অন্যের নিকট যথার্থ রূপে তাহা বর্ণনা করা এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা।

ন্যায় ও হিতৈষণা। পরের কোন অনিষ্ট না করা ন্যায়; পরের হিত সাধন করা হিতৈষণা। এই ন্যায় ও হিতৈষণা চারি বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে

(ক) অন্যের বিষয়ের প্রতি। অন্যের বিষয় অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ না করা, ন্যায়; অন্যের সুখ সম্পত্তি বর্দ্ধন করা, হিতৈষণা।

(খ) মর্য্যাদার প্রতি। অন্যের মর্য্যাদার হানি না করা, ন্যায়। অন্যের মর্য্যাদার হানি হইলে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা, হিতৈষণা

(গ) শরীরের প্রতি। অন্যকে শারীরিক ক্লেশ না দেওয়া, ন্যায়। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিয়া, শীতার্ত্তকে বস্ত্র দিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়া শারীরিক ক্লেশ বিমোচন করা, হিতৈষণা

(ঘ) মনের প্রতি।

সুখ বর্দ্ধন করা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা	হিতৈষণা
দুঃখ না দেওয়া পাপে প্রবৃত্ত না করা	ন্যায়

পাপে দুই প্রকারে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে, অন্যকে আদেশ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, লোভ দেখাইয়া এবং সাহায্য প্রদান করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রবৃত্ত করা এক। আর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অন্যকে পাপকর্ম্মে সম্মতি দিয়া অথবা তাহার সপক্ষ হইয়া কিম্বা সে বিষয় দেখিয়াও না দেখা এই প্রকারে উপেক্ষা করিয়া গূঢ় রূপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে।

সাধারণ মনুষ্যের প্রতি সত্য ব্যবহার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য।

(২) বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত আর আর কর্ত্তব্য আছে। উপকারীর

প্রতি উপকৃতের; প্রদাতার প্রতি গৃহীতার কর্ত্তব্য ভাব যে কৃতজ্ঞতা, বন্ধু বন্ধুতে যে বিশেষ কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি যে বিশেষ কর্ত্তব্য, রাজা প্রজা দাস প্রভু, ঋণী উত্তমর্ণ এই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কর্ত্তব্য; পরিবারের প্রতি যে কর্ত্তব্য, (পিতৃভক্তি পুত্রস্নেহ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভাব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ) ইহার মধ্যে এ সকলই আইসে।

বিজ্ঞান

বায়ু বিজ্ঞান।

২০১ সংখ্যক পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্ব কালের পণ্ডিতদিগের মতে আকাশ তেজ বায়ু জল মৃত্তিকা এই পাঁচটী রূঢ় পদার্থ। পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত পদার্থই যৌগিক, সকলেতেই ঐ পঞ্চভূতের ন্যূনাতিরেক অংশ আছে। কিন্তু আধুনিক মতে আকাশ ও তেজ কোন পদার্থ নহে এবং বায়ু জল ও মৃত্তিকা অপর তিনটীও যৌগিক পদার্থ সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের মধ্যে একটীও ভূত শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এ স্থানে অন্য কোন ভূতের বিষয় বিবরণ করা উদ্দেশ্য নহে, শুদ্ধ বায়ুর বিষয়ই লিখিত হইবেক।

বায়ু একরূপ নহে, সামান্য বায়ু, কার্ব্বণিক আসিড বায়ু, অক্সিজন বায়ু, হাইদ্রজন বায়ু, নৈত্রজন বায়ু, প্রভৃতি নানা প্রকার বায়ু আছে। সকল প্রকার বায়ুই অদৃশ্য স্বচ্ছ বর্ণহীন লঘু, এবং সংকোচ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট। যে বায়ুমণ্ডলী বা সামান্য বায়ু দ্বারা আমরা নিয়ত পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, যে বায়ু আমাদিগের বাণিজ্য দ্রব্য সকল দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছে, ও যাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি সেই বায়ু রূঢ় পদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে যে সাধারণ সংস্কার ছিল তাহা বাস্তবিক রূঢ় পদার্থ নহে। ১৮০০ খৃ অব্দের শেষে লিবইসার (Levoisier) নামক ফ্রান্স দেশীয় রসায়ণবিৎ পণ্ডিতের দ্বারা সেই কুসংস্কার নিরাকৃত হইয়াছে। উক্ত পণ্ডিত সর্ব্ব প্রথমে বায়ুকে বিয়োজিত করিয়া দেখেন যে বায়ু রূঢ় পদার্থ নহে নৈত্রজন, ও অক্সিজন নামক দুই প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মী বায়ুর সংযোগে উৎপন্ন হয়। একশত (১০০) ঘনইঞ্চি প্রমাণ বায়ুতে ৮০ ঘন ইঞ্চি নৈত্রজন বায়ু ও ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু আছে। নানা প্রকার উপায়ে বায়ুকে বিয়োজন করিয়া সেই নৈত্রজন ও অক্সিজন বায়ু পৃথক করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রায় সকল উপায়ই এরূপ কঠিন যে রসায়ণ বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে তাহার বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত উপায়টী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, বোধ করি সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে।

একটী পাত্রে ১০০ ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ু ও ৪০ ঘনইঞ্চি হাইদ্রজন বায়ু একত্র করত তাহার মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করাইলে প্রথমে শ' [illegible] উৎপন্ন হইয়া সেই পাত্রটী উষ্ণ হইয়া উঠে, ম [illegible] পরে যখন সেই পাত্রটী শীতল হয় তখন সেই পাত্রাদেয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ৮০ ঘনইঞ্চি নৈত্রজন বায়ু ও কিঞ্চিৎ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জলকে তৌল করিলে ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু এবং ৪০ ঘনইঞ্চি হাইদ্রজন বায়ু উভয়ের সমষ্টি তৌলের সমান হইবেক। ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু প্রায় ৬২/৩ গ্রেন এবং ৪০ ঘনইঞ্চি হাইদ্রজন বায়ু প্রায় ১ গ্রেন এবং তদুভয় বায়ুৎপন্ন জল ৭২/৩ গ্রেন হয়। একশত ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ু ও চল্লিশ ঘনইঞ্চি হাইদ্রজন বায়ু একত্র করিয়া তাহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করাইলে সেই তাড়িত প্রভাবে বায়ুর ২০ ঘনইঞ্চি অক্সিজন বায়ু, নৈত্রজন বায়ু হইতে বিয়োজিত হইয়া, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ ৪০ ঘনইঞ্চি হাইদ্রজন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া জল উৎপন্ন হয় এবং শুদ্ধ ৮০ ঘনইঞ্চি নৈত্রজন অবশিষ্ট থাকে। এই পরীক্ষা দ্বারা দুইটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রথমতঃ এক অংশ অক্সিজন বায়ু ও তাহার দ্বিগুণ আয়তন হাইদ্রজন বায়ু একত্র করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করাইলে জল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ সামান্য বায়ুতে এক অংশ অক্সিজন বায়ু ও চারি অংশ নৈত্রজনবায়ু আছে।

নৈত্রজন বায়ু বর্ণ, গন্ধ, ও আস্বাদ বিহীন, কোন পাত্রে শুদ্ধ এই বায়ু পরিপূর্ণ থাকিলে তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হয়, এবং কোন জীব তন্মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে না, অল্পক্ষণের মধ্যেই জীবন পরিত্যাগ করে। এই বায়ুতে শ্বাশ প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিলে সকল জীবই বিনষ্ট হয় বলিয়া এই বায়ুর কোন বিষাক্ত গুণ আছে আপাততঃ বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা কোন বিষাক্ত গুণ যুক্ত নহে; যেমন অন্য কোন বস্তু

আহার না করিয়া শুদ্ধ জল পান করিয়া থাকাতে কাহারও মৃত্যু হইলে জল তাহার মৃত্যুর কারণ নহে; শরীর পোষণোপযোগী আহারীয় দ্রব্যের অভাবই তাহার মৃত্যুর প্রধাণ হেতু; সেই রূপ কোন জীব শুদ্ধ নৈত্রজন বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাশ গ্রহণ করিলে যে তাহার প্রাণ নাশ হয় অক্সজন বায়ুর অভাবই তাহার মৃত্যুর এক মাত্র কারণ, যে হেতু অক্সিজন বায়ুর অভাবে কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না। এই নৈত্রজন বায়ুর কিছু মাত্র দাহ্য গুণ নাই। ইহার প্রতিবর্গ ইঞ্চি স্থান সামান্য বায়ুর ন্যায় ৭॥০ সাড়ে সাত সের ভারে চাপিত হইলে তাহার গুরুত্ব সামান্য বায়ুর অপেক্ষা অধি হয় না। ১০০ ঘনইঞ্চি আয়তন নৈত্রজন ৩০ $\frac{১}{৩}$ গ্রেন ১০০ ঘনইঞ্চি সামান্য বায়ু ৩১ গ্রেন মাত্র।

বায়ুর দ্বিতীয় মূলাংশ অক্সিজন বায়ু, নৈত্রজনের ন্যায় গন্ধ, আস্বাদ, ও বর্ণহীন এবং সংকোচ্যতা ও স্থিতি স্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু, ১০০ ঘন ইঞ্চি পরিমিত অক্সিজন বায়ু তৌল করিলে ৩৪ $\frac{২}{৮}$ গ্রেন হয়। এই বায়ু দ্বারা প্রদহন ও জীবগণের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দহনশীল পদার্থ সকল এই অক্সিজন বায়ুর সংযোগে প্রজ্বলিত রূপে প্রদগ্ধ হয় এবং তাহাতে সেই সময়ে আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি এক থানি অঙ্গারকে এরূপ উত্তপ্ত করা যায় যে তাহা রক্ত বর্ণ হয়, তবে সেই অঙ্গারের পরমাণু সকল রাসায়নীক আকর্ষণে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তৎকালে আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অঙ্গার ও অক্সিজেন এই উভয়ের সংযোগোৎপন্ন বায়ুর নাম কারবনিক আসিড বায়ু। গন্ধক এবং ফসফরাসকে পূর্ব্বোক্ত মত উত্তপ্ত করিলে তাহাদিগের পরমাণু সকলও বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয় এবং সেই মিশ্রণ কালীন সেইরূপ আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সামান্য বায়ুতে অক্সিজেন আছে বলিয়াই দাহ্য পদার্থ সকল তাহাতে দগ্ধ হয়। কিন্তু সামান্য বায়ুতে অধিক অক্সিজেন নাই তাহার এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন মাত্র। যে বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে অক্সিজন থাকে দাহ্য পদার্থ সকল তাহাতে তত অধিক ও তত দগ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ অক্সিজেন বায়ুতে সেই সকল পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজে প্রদগ্ধ হয় সুতরাং অধিক আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এক টুকরা কাষ্ঠের এক অন্তে অত্যল্প অগ্নি সংলগ্ন করিয়া (সামান্য বায়ুতে যে অগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইত) সেই কাষ্ঠ একটী শুদ্ধ অক্সিজেন বায়ু পরিপূরিত পাত্রে প্রবিষ্ট করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায় যে সামান্য বায়ুতে কথনই তত শীঘ্র হয় না। ফসফরাসকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অক্সিজেন পূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিলে আরো শীঘ্র অধিক প্রজ্বলিত হয়, এবং সেই আলোক এমত উজ্জ্বল হয়, যে কথনই তাহার প্রতি ক্ষণকালের অধিক চক্ষুঃ নিবেশ করিয়া রাখা যাইতে পারে না। একটী লৌহ তারের এক অন্ত অগ্নি দ্বারা লাল করিয়া উক্ত পাত্রে প্রবিষ্ট করিলে সেই তারটী সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এবং দহন কালীন সেই তারের গাত্র হইতে যে সকল অতি উজ্জ্বল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। এই সকল দাহ্য বস্তু দগ্ধ ও অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া অদৃশ্য হয়। যত দিন পর্য্যন্ত রসায়ণ বিদ্যা বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নত হয় নাই তত দিন এই সাধারণ সংস্কার ছিল, যে সেই প্রদগ্ধ বস্তু সকল এক কালে ধ্বংশ হইয়া যায়, বস্তুত কোন পদার্থই ধ্বংশ হইবার নহে। ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটী প্রধান সূত্র যে কোন পদার্থ সৃষ্টি হওয়া যেরূপ অসম্ভব, কোন পদার্থ ধ্বংশ হওয়াও সেই রূপ। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" সমস্ত জগতে যত পদার্থ আছে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ কোন প্রকারে তাহার একটী কণা মাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না—কেহ একটী পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংশ করিতে পারেন না। কোন বস্তু দগ্ধ হইয়া গেলে একেবারে ধ্বংশ হয় না, অন্য কোন অবস্থাতে পরিণত হইয়া অবস্থিতি করে। প্রদগ্ধ বস্তুর পরমাণু সকল অক্সিজেনের পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এজন্য সে বস্তু আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই বস্তু যে এক কালে ধ্বংশ হয় নাই তাহা রাসায়ণীক পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু কিপ্রকারে তাহার পরমাণু সকল অক্সিজেনের পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না।

একটী শিশিতে শুদ্ধ অক্সিজন বায়ু পরিপূর্ণ করিয়া একথানি অঙ্গারের এক অন্তে অগ্নি সংলগ্ন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে সেই অঙ্গার তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, পরে ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, এবং তাহাতে সেই অঙ্গার দগ্ধ হইয়া তাহার পরমাণু সকল অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়; যাহা দগ্ধ হয় না

তাহা শিশির অধোভাগে অবশিষ্ট থাকে। এক্ষণে সেই শিশি স্থিত বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হইবেক যে তাহা আর অক্সিজেন বায়ু নহে। তাহাতে প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা বা কোন জ্বলন্ত দ্রব্য প্রবিষ্ট হইলে অধিক প্রজ্বলিত হওয়া দূরে থাকুক তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, কোন জীব তন্মধ্যে স্থাপিত হইলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পায়, এবং সেই বায়ুর গুরুত্বও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হয়। অঙ্গার দগ্ধ হইয়া যে পরিমাণে তাহার পরমাণু সকল সেই অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং সেই অঙ্গারের অদগ্ধাংশ তৌল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে পরিমাণে সেই শিশি স্থিত বায়ুর গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব হ্রাস হইয়াছে। তিন অংশ অঙ্গার ৮ অংশ অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা অধিক অঙ্গার দিলে তাহা দগ্ধ ও মিশ্রিত না হইয়া সেই শিশির অধোভাগে অবশিষ্ট থাকে। যদি একটী শিশিতে ১৬ গ্রেণ অক্সিজেন বায়ু থাকে তাহাতে ১০ গ্রেণ অঙ্গার দিলে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া সেই অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হয়, অবশিষ্ট ৪ গ্রেণ দগ্ধ না হইয়া শিশির তলায় পড়িয়া থাকে। সেই শিশি স্থিত বায়ু যাহা পূর্ব্বে ১৬ গ্রেণ ছিল এক্ষণে তাহা পুনঃ তৌল করিলে ২২ গ্রেণ হইবেক যেহেতুক তাহার সহিত ৬ গ্রেণ অঙ্গারের পরমাণু মিশ্রিত হইয়াছে। এই অক্সিজেন বায়ু ও অঙ্গার উভয়ের রাসায়ণিক সংযোগোৎপন্ন বায়ুর নাম কার্ব্বণিক আসিড বায়ু।

অন্যান্য বায়ুর ন্যায় কার্ব্বণিক আসিড বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় অদৃশ্য, বর্ণহীন, এবং সংকোচ্য ও স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট। ইহার আস্বাদ অম্লাক্ত ও গন্ধ অতি তীক্ষ্ন। ইহাকে বরফ দ্রব জলের তাপে অবনত করিয়া ইহার প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থান ৩৬ বায়ুরাশীর (২৭০ সের) ভারে চাপিলে এই বায়ু দ্রব পদার্থে পরিণত হয়, সেই দ্রব পদার্থকে আর অধিক শীতল করিলে (ফেরনহাইটকৃত তাপমান যন্ত্রের শূন্য চিহ্নের ১৮০ অংশ নীচে) তাহা জমিয়া কঠিন হয়।

কার্ব্বণিক আসিড বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসের নিতান্ত অনুপযোগী। পরিশুদ্ধ কার্ব্বণিক আসিড বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে শ্বাস প্রশ্বাসের নলীতে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সেই নলী এরূপ সংকুচিত হইয়া যায়, যে ঐ বায়ু ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সেই বায়ু অত্যাল্প সামান্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে কিন্তু প্রবিষ্ট হইলে মাদক বিষের ন্যায় শরীরের অপকার ।

অঙ্গার, কাষ্ঠ, তৈল, মোম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য গৃহ আলোকিত ও উষ্ণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়, অঙ্গারই তাহারদিগের প্রধান মূলাংশ, সুতরাং সেই সকল বস্তু দগ্ধ হইলে কার্ব্বণিক আসিড বায়ু উৎপন্ন হয়। এজন্য ঘরের ভিতর হইতে অগ্নিকুণ্ড ও দীপশিখা হইতে উৎপন্ন কার্ব্বণিক আসিড বায়ু নির্গত হইতে পারে এমত উপায় রাখা ক যেহেতু তাহা আবদ্ধ থাকিলে ঘরের ভি র বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তত্রত্য লোকদিগের অসুস্থকর হইয়া উঠে। কিন্তু অত্যাল্প কার্বনিক আসিড বায়ু থাকিলে তাদৃশ অপকার হয় না, যে সকল গৃহ অপ্রশস্ত বিশেষতঃ তথায় যদি অধিক পরিমাণ দাহ্য বস্তু দগ্ধ হয়, এবং উত্তম রূপে কার্ব্বণিক আসিড নির্গত হইতে না পারে, এমত গৃহে বাস করিলে শিঘ্রই স্বাস্থ্যের হানি হয়।

সোডা ওয়াটর, এবং স্যামপেন, ও বিয়ার প্রভৃতি সুরাতে কার্বনিক আসিড আবদ্ধ থাকে, তাহারদিগের বোতলের ছিপি খুলিবা মাত্র সেই বায়ু, সোডা ওয়াটর ও সুরার সহিত স্ফীত হইয়া উঠে। জলেও অত্যাল্প কার্ব্বণিক আসিড মিশ্রিত আছে, জলকে সিদ্ধ করিলে সেই বায়ু নির্গত হইয়া যায়, শীতল সিদ্ধ জল যে আস্বাদ হীন কার্ব্বণিক আসিডের অভাবই তাহার কারণ। গলিত উদ্ভিদ ও জীবদিগের শরীর হইতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বণিক আসিড উৎপন্ন হয়। শরৎ কালে বৃক্ষাদির স্খলিত পত্র সকল যে যে স্থানে রাশীকৃত হইয়া থাকে তথায় অধিক পরিমাণে কার্ব্বণিক আসিড উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য অধঃস্তর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, এবং অধিকক্ষণ এক স্থানেই সংচিত ও স্থির হইয়া থাকে উর্দ্ধে উত্থিত বা ইতস্তত সঞ্চালিত হয় না যেহেতু ইহা সামান্য বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারি। এই রূপে তথাকার বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্য কর হয়। সেই কারণ প্রযুক্ত অন্যান্য সময়াপেক্ষা শরৎকালে প্রায় সচরাচর লোকের অধিক পীড়া হইয়া থাকে

পুরাতন কূপের ভিতর কার্ব্বণিক আসিড থাকে, কোন জীব জন্তু তাহাতে নামিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পায়। কোন কোন স্থানে ভূমির নিম্ন হইতেও এই বায়ু নির্গত হয়।

কার্বণিক আসিড সামান্য বায়ু অপেক্ষা এত ভারি যে ইহাকে এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালা যাইতে পারে। সামান্য বায়ু অপেক্ষা কার্বণিক আসিড ভারি বলিয়া সর্ব্বদাই যে নীচে থাকে, কখনই পরস্পর মিশ্রিত হয় না, এমত নহে—সকল প্রকার বায়ুই গুরু হউক বা লঘু হউক পরস্পর উত্তম রূপে মিশ্রিত হইতে পারে।

সামান্য বায়ুতে সর্ব্বদাই অত্যল্প কার্ব্বণিক আসিড মিশ্রিত থাকে। ৫০০০ পাঁচ সহস্র অংশ বায়ুতে প্রায় ২ দুই অংশ কার্বণিক আসিড আছে। কিন্তু সমুদ্র জলে লবণ আছে বলিয়া লবণ যেরূপ জলের মূলকাংশ নহে, কার্বণিক আসিডও সেইরূপ বায়ুর মূলকাংশ নহে। উদ্ভিদ ও জীব-শরী[illegible]ত ও নানা প্রকার দাহ্য পদার্থ দগ্ধ হওয়া [illegible]ভৃতি বিবিধ প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্যেতে কার্বণিক আসিড উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। কিন্তু এই রূপে কার্বণিক আসিড সহিত মিশ্রিত হইয়া নিয়ত যেমন বায়ু দূষিত হইতেছে, উদ্ভিদ সকলও তেমনি সেই কার্বণিক আসিড আচূষণ করিয়া বায়ুকে পরিশোধন করিতেছে। শুদ্ধ মূলের দ্বারা আচূষিত রসেই যে উদ্ভিদগণের জীবন রক্ষা ও দিন দিন পুষ্টি সাধন হয় এমত নহে, বায়ু মণ্ডলস্থ কার্বণিক আসিডই তাহাদিগের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধনের প্রধান উপায়। বৃক্ষাদির পত্র সকল নিয়তই বায়ু হইতে কার্বণিক আসিড গ্রহণ করিতেছে। জীবপাতা জগদীশ্বর বায়ুকে শোধন করিবার এরূপ আশ্চর্য্য উপায় না করিলে পৃথিবীর আর কোন জীবই জীবিত থাকিতে পারিত না, সমস্ত পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড মরুভূমির ন্যায় চিরকালই জীব শূন্য থাকিত। যদিও বায়ুতে সর্ব্বদা অত্যল্প পরিমাণে কার্বণিক আসিড থাকে বটে (৫০০০ সহস্র অংশে ২ দুই অংশ মাত্র) তথাপি সমস্ত বায়ু মণ্ডলে এত অধিক কার্বণিক আসিড আছে যে তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধন হইতেছে। এক জন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সমস্ত বায়ু মণ্ডলীতে প্রায় ১০৫৫ -------- মোন কার্বণিক আসিড বায়ু আছে।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম দ্বারা জীবদিগের শরীর হইতে নিয়তই কার্বণিক আসিড নির্গত হইতেছে। আমরা নিশ্বাস সহকারে নৈত্রজন বায়ু ও অক্সিজন বায়ু গ্রহণ করি কিন্তু প্রশ্বাসে নৈত্রজন বায়ু, অক্সিজেনের পরিবর্ত্তে, কার্বণিক আসিড বায়ুর সহিত বিনির্গত হয়। নিশ্বাস গৃহীত বায়ুতে যে চারি পঞ্চমাংশ অক্সিজন বায়ু আছে, তাহা ফুস্‌ফুসের কৈশিক নাড়ির মধ্যে সঞ্চালিত রক্তের দ্বারা আচূষিত হইয়া সেই রক্তের সহিত সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। পরে সেই অক্সিজন বায়ু শরীরস্থ অঙ্গারের সহিত সংযোগ হইয়া কার্বণিক আসিড উৎপন্ন হয়, তাহা শিরার রক্তের সহিত সংচালিত হইয়া নিঃশ্বাস ও ঘর্ম্ম দ্বারা শরীর হইতে নির্গত হয়; এই রূপে শরীর হইতে কার্বণিক আসিড নির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়

যে গৃহে অধিক লোকের সমাগম হয়, বিশেষতঃ যথায় আলোক নিমিত্ত অধিক সংখ্যক দীপাদি জ্বলে, তাহা বিশিষ্ট রূপে প্রশস্ত করা ও তাহাতে উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমন হয় এমত উপায় রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু তথায় অনেক লোকের প্রশ্বাস পরিত্যক্ত ও তৈলাদি দাহ্য বস্তু দগ্ধোৎপন্ন কার্বণিক আসিড অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া, তত্রত্য বায়ু অতি শীঘ্রই অত্যন্ত অসুস্থকর হইয়া উঠে। এমত গৃহে অধিক্ষণ বাস করিলে অতি শীঘ্রই স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বায়ু বর্ণ হীন ও স্বচ্ছ পদার্থ, ইহা ব্যবহার্য্যত সত্য বটে যেহেতু পরিমিত পরিমাণ বায়ুর কোন বিশেষ বর্ণ অনুভূত হয় না এবং তাহার মধ্যে দিয়া অন্য বস্তু স্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু বস্তুত বায়ু একেবারেই যে সম্পূর্ণ বর্ণহীন এমত নহে, ইহা ঈষৎ নীলবর্ণ। কোন তরল পদার্থ ঈষৎ বর্ণ বিশিষ্ট হইলে অল্পায়তনে তাহার কিছু মাত্র বর্ণ বোধ হয় না। একটী কাচ নির্ম্মিত সূক্ষ্ম নলের মধ্যে ঈষৎ রক্ত বা নীল বর্ণ কোন দ্রব পদার্থ রাখিলে তাহা রক্ত বা নীল বর্ণ বোধ হয় না, জলের ন্যায় বর্ণ হীন দেখায় কিন্তু সেই দ্রব পদার্থ, তদপেক্ষা অনেকাংশে স্থূল ছিদ্র বিশিষ্ট অপর একটী কাচের নলের মধ্যে রাখিলে তাহা স্পষ্ট রক্ত বা নীল বর্ণ বোধ হয়।

সেই রূপ অল্প আয়তন বায়ু হইতে যে বর্ণ প্রতিক্ষিপ্ত হয় তাহা এত অল্পপ্রভ যে কিছু মাত্র বোধ হয় না এবং সেই বায়ু অত্যন্ত স্বচ্ছ দেখায়। এ জন্য অল্প স্থূল বায়ু ব্যবধানের মধ্যে দিয়া বস্তু সকল পরিষ্কৃত রূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক পরিমাণ বায়ুর নীল বর্ণ ও অস্বচ্ছতা অতি স্পষ্ট রূপে বোধ হয়। দূরস্থ পর্ব্বত সকল যে নীল বর্ণ দেখায়, বস্তুত তাহারা নীল বর্ণ নহে, চক্ষু ও সেই পর্ব্বত সকলের

মধ্যস্থ বায়ুই * নীল বর্ণ। এবং দিবাভাগে মেঘ শূন্য নভোমণ্ডল যে নীল বর্ণ বোধ হয়, তাহা আকাশস্থ অন্য কোন পদার্থের বর্ণ নহে, শুদ্ধ প্রায় ২৫ ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্যান্ত পরিব্যাপ্ত বায়ু রাশীর বর্ণ মাত্র।

ভগবদ্গীতা।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপআর্জ্জবং॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুরএব চ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্তআসুরং পার্থ মে শৃণু॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরাসুরাঃ
ন শৌচং নাপি চাচারোন সত্যং তেষু বিদ্যতে

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যং কামহৈতুকং॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমাএতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তামোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধাধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকং॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

আসুরীং যোনিমাপন্নামূঢাজন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততোযান্ত্যধমাং গতিং॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততোযাতি পরাং গতিং॥

ব্রহ্ম সঙ্গীত

ইমনকল্যাণ রাগিণী—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল; তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন শরণ; তুমি গুরু, পিতা, পাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত; তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখ দাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ; তুমি পরম, তুমি অমৃত সেতু; তুমি অগম্য অপার। প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি-অনন্ত-কারণ, তুমি সকলের মূলাধার॥

কেদারা রাগিণী—তাল কাওয়ালী ঠেকা।

তার হে তার হে ভয় হর ভবতারণ হে ভব তারণ।
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিত জন পাবন॥

ভৈরব রাগ—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা;
আজি কররে জীবনের ফল লাভ॥

হৃদয়-থাল ভার, ভক্তি পুষ্প হার, প্রভু চরণে ছাওরে ছাও॥

নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা গাঁথি গাঁথি দে উপহার

বিশ্বাধার প্রভু সেই যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসারে।

LOVE OF GOD.

Recalling first principles, we find that God in Conscience
Enjoins certain duties and endless progress in virtue,
With such feelings towards himself as his nature demands.
If now, through the disparity of his nature and ours,

---

* আমরা যতই সেই ... নিকটস্থ হই ততই সেই নীল বর্ণ অল্প হইতে থ... রতের স্বাভাবিক বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়।

He stand far apart and embrace us not intimately,
Yielding to us no love, he surely demands no love.
As well might a man claim love from his cows or sheep.
Then by what need of nature or right is self-devotion called for ?
Self-devotion will still indeed be possible, as in a loyal subject,
Who, though unknown to his king, yet devotes himself for his service :
Nor is the king to blame, that he cannot know all his subjects ;
Else would he be less virtuous for not loving his faithful votary.
But if man be self-devoted to God who assuredly knows him,
And God have no love, the man may seem to be the more virtuous ;
Unless any say, that such self-devotion was an extravagance.
Here we must press, that if there be question of God's love,
It is a cirt[illegible] our nature, that many *men* have loved [illegible]
Have loved h[illegible]ith all the passion of virtuous [illegible]
As a glorious Lord, a present Counsellor, a holy Friend.
This is a cardinal fact, important and undeniable.
A firm stepping-stone amid uncertainties.
Try love by any test, and you find their love sound —
To desire company and converse, is one great mark of love :
Many a man has preferred God's company to all other,
Finding it sweeter than of friend, sweeter than of wife,
Dearer than his pleasantest work, and more longed for than any. -
Sacrifices for a friend are another great mark of love:
Many a man for God's love has forfeited human sympathy,
Has left fortune and family, and has died in torture.-
Is it then imputable, that a man should love God supremely,
Rejoicing in his counsel, throbbing for his conscious presence,
Devoted to his service, and dying horribly for loyalty ;
And that the Perfect God should not love this man at all,
Nor care that he perished, more than had he been a sheep ?
Love is our highest and most lovely virtue :
If God has it not as much as we, how can he be all lovely ?
Love is of all our affections the most glorious,
Supplying forces and heart to every noblest virtue.
To deny then that the Source of love has love, is mere paradox,
And has no claim to pass as cautious philosophy.
But tends to degrade God as less virtuous than man,
Making adoration of his Holiness impossible,
And depriving the soul of the right or motive to love him.
Thus spiritual worship and all heavenward 'drawings fail,
Unless God's love to man be definite and personal ;
Enthusiasm becomes gratuitous and self-devotion an imprudence,
And religion loses its motives and its highest energies.
Nor only so, but Prayer becomes hardly reasonable.
For if the Highest regards men generically only,
Designing mankind to thrive, but caring for no one man,
Why should he attend to the personal case of each,
Or answer his prayer, or assist his struggling virtue ?
And if he stand apart from us, as a man from his cattle,
Spending no love on each and requiring no love,
No communion of soul between God and man is appropriate :
Rather would the attempt be unseemly and presumptuous.
This is perhaps the secret belief of many acute persons,
(For it flows direct from the denial of God's love,)
And they accept our conclusion, as right and natural.
Thus their religion wholly loses its inward element ;
And even if they imagine some future existence for man,
God will in it be eternally separate from man still,
So that the heaven itself is desecrated as earth.
Such a scheme may intend to be religious ; nevertheless internally
It has no more spiritual force than has moral Atheism
Like Atheism also it is opposed to primary facts.
God does not stand at arm's length and deal with us *from without*,
As a king with subjects, and keep no personal converse.
But he speaks to us *within*, he whispers in our hearts,
As a Soul within the soul is he closely interfused,
Not dealing as by edicts issued to a multitude,
But by private councel as from a friend to a friend.
And all those principles, which we laid down as Axioms,
Show that God commands individual virtue,
And approves personal adoration, personal communion
And since the human heart is notoriously capable of this,
Our proper relation to God is not as that of brutes to man.
Nor does he value us for our Usefulness as a man values sheep.
While we in turn look to him for Protection only ;—
(As in the relations of the unlike where unlike benefits are sought.
And Virtue is not sought, or is but a means to an end ;)- -
But here Virtue itself begins and ends the relation ;
Hence the affection arising is that of proper friendship :
We love *him* for his Goodness, *he* loves *us* that we may be Good ·
Thus we are humble friends of him the Supreme Friend,
And self-devoting adoration of his Holyness becomes possible.

F. W. Newman.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান	১
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৴০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶০
রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক	।৶০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম	৶০
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ ..	॥০
ঐ হিন্দী ভাষা ঐ	।০
ঋগ্বেদ সংহিতা—প্রথমখণ্ড	১
ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড	১
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত	।০
পরমেশ্বরের মহিমা	।০
পদার্থবিদ্যা	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ	৶০
বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ	৴০
বেদান্তিক ডাকট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড	৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি ও ব্যাখ্যান—রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদিত	।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি ..	৶০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১
১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২
১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭২ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৩ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৪ শকের ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র ভিন্ন ৮ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১
১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫
১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫
১৭৭৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৮১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫

তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরেঘাটা ..	১০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৬
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	২
" গোপালচন্দ্র পাল	২
গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" শ্যামাচরণ বসু	১
" প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত..	১
" বিশ্বেশ্বর ঘোষ	১
" জগৎচন্দ্র রায়	১
" গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়	১
" সাগরলাল দত্ত	১
	২৮

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" সাগর লাল দত্ত	৪
" কাশীনাথ দত্ত	৩
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
" অমৃতলাল মিত্র	১
কলুটোলাস্থ সেন পরিবার হইতে প্রাপ্ত	১
	২৭

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর	৫
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	১
" রুক্মিণী কান্ত রায়	১
	৭

দানাধারে প্রাপ্ত	২॥৶১৫
	৬৪॥৶১৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ছয় আনা মাত্র। ২ শ্রাবণ সোমবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
২০৫ সংখ্যা
ভাদ্র ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প — পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তং শিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনি . . . শ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ আষাঢ় বুধবার ১৭৮২ শক

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" সেই সত্য স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি শরীরের পরমাকাশে উপলব্ধি করেন,—তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান যে হৃদয়াসন তাহাতেই আসীন দেখেন, "সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ স্রোত বহমান হইতে থাকে। তিনি সেই রস-স্বরূপ—সেই আনন্দকরকে পাইয়া কি অপার তৃপ্তি, অপার শান্তি অনুভব করেন। এই জগৎ সংসারে আমাদের চক্ষের আলোক কে? এই অন্ধকার নীরস সংসারে আমাদের নেত্র-রঞ্জন কোথায়? এখানে যদি কোন আলোকই না থাকে, যদি চন্দ্র সূর্য্য তারকাগণ সকলই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তথাপি সকলের আলোক-স্বরূপ কে থাকেন? আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে নিয়তই এই উপদেশ পাইতেছি যে ইহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; তখন চন্দ্র ছিল না, সূর্য্য ছিল না, নক্ষত্র ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না; তখন কেবল সেই জ্ঞান-জ্যোতি, সেই স্বপ্রকাশ, সেই সকল প্রকাশের প্রকাশ, একমেবাদ্বিতীয়ং সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন—তিনিই অনন্ত-রূপে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহা হইতে অসীম লোক, অগণ্য জীব—তাহাদের কামনার অজস্র বিষয়; এই জ্যোতির্ম্ময় সমুদয় জগৎ; তাঁহা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে; তাঁহার প্রকাশেতেই এ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সেই সকল জ্যোতির জ্যোতি আমাদের আত্মাতেও প্রকাশ পাইতেছেন। আমাদের কি মহত্তম অধিকার! অনন্ত আকাশ যাঁহার গুরুভার ধারণ করিতে পারে না—যিনি সকল রাজার রাজা, সকল দেবতার দেবতা; তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন; আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করিতেছেন; এই সংসারের দুর্গম পথে তিনি আমাদের নেতা হইয়াছেন। আমরা ধন্য যে তাঁহাকে আমরা হৃদয় ধামে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি। যখন অন্তরাকাশে, যখন হিরন্ময়ে পরে কোষে, সেই জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাই; তখন সকল ভাব নীরব হয়—সকল শক্তি স্তব্ধ হয়; তখন মন কেবল গম্ভীর স্বরে বলিতে থাকে, জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য। সূর্য্য যেমন আমাদের চক্ষের আলোক; পর-

মাত্মা সেইরূপ আমাদের অন্তরাকাশের সূর্য্য। তিনি সেখানে তাঁহার সুবিমল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছেন। তিনি এক এক বার আমাদের হৃদয়কে যে পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন; শত শত সূর্য্যের প্রভা তাহার নিকটে মলিন বোধ হয়। তিনি আমাদের নিকটে কি প্রকার আলোক বিতরন করিতেছেন? তিনি জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতার আলোক প্রদান করিতেছেন, তাঁহার অনুরাগ কিরণে আমারদিগের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিতেছেন। যখন আমরা অন্তরাকাশে পরমাত্মা রূপ সূর্য্য দেখিতে পাই, তখন এই সূর্য্য তাহার নিকটে অন্ধীভূত হয়। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ আমারদের আত্মাতে উদয় হয়; তখন উষার শোভা কোথায় থাকে? তাঁহার আনন্দ মুর্ত্তি দেখিবার সময় বিষয় কোলাহল আর শ্রুতিগোচর হয় না, মোহ দুঃখ শোক তাপ সকলই দূরীভূত হয়। তখন সকলই নূতন ভাবে বিরাজ করে। তখন আমরা এক নূতন ক্ষেত্রে অবতরণ করি; এক নূতন রাজ্য উপনীত হই। তখন আমরা এক অনুপম স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি। তখন বলিতে থাকি, ধন্য তুমি জগদীশ্বর! কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা! তুমি মনুষ্য জন্মকে কি মহৎ করিয়াছ! আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমরা কল্যাকার জীব; আমাদের মনের অধিপতি হইয়া তুমি বাস করিতেছ। তুমি সকলের সম্ভজনীয়, তুমি সকলের বরণীয়—দেবতারাও তোমার স্তুতি বাদ করিয়া শেষ করিতে পারে না; আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিতেছি। এখানেই যদি তোমার এই প্রকার করুণার ভাব, তবে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার করুণার আরো কত আশ্চর্য্য চিহ্ন পাইব। তৎকালে আমাদের আনন্দ, আমাদের প্রেম, আরো কত উজ্জ্বল হইবে। তোমার জ্যোতির প্রকাশ আরো কত উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইব। তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে অমরা কি না আশা করিতে পারি? তোমার সেই অনির্ব্বচনীয় সত্য ভাব মনে করিয়া তোমাতে কত না বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি? তোমার সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব মনে উদিত হইলে আমরা কেবল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য এই মাত্র বলিতে থাকি এবং আমাদের কণ্ঠ হইতে ধন্য জগদীশ্বর; তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, এই ধ্বনি অনবরত উত্থিত হইতে থাকে

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

২০৪ সংখ্যক পত্রিকার ৫৩ পৃষ্ঠার পর।

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা ... রে প্রকাশ করিতে হইবে? ইহার ... কোন বাহ্যাড়ম্বর আবশ্যক করে না; মনে কৃতজ্ঞতার ভাব থাকিলে আপনা হইতেই তাহা কার্য্যেতে প্রকাশ পাইবে। ঈশ্বরের করুণার ব্যাপার স্মরণ করিয়া আমাদের যে প্রকার ভাব হওয়া উচিত, তাহার এক কণাও যদি হয়, তবে তাহাই আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করিবে। আমাদের উৎফুল্ল নেত্রে, আমাদের সানন্দ মুর্ত্তিতে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকিবে আমাদের মনে এই কৃতজ্ঞতার ভাবটী নিরন্তর থাকা চাই;—তাহা ব্যতীত কোন বাহ্য ক্রিয়ারই কোন মুল্য নাই।

মনুষ্যের প্রকৃতিই এই রূপ যে তাঁহার আন্তরিক ভাব-সকল আকৃতিতে, বাক্যেতে কার্য্যেতে, ব্যক্ত হইবে। যদি কেবল কতক গুলিন সুবিন্যস্ত কথাতেই ঈশ্বরের নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তাহার সহিত গাঢ় ভাব মিশ্রিত না থাকে, তবে মুখের ভাব, কথার ভাব, দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের সমুদয় ভাব, সমুদয় কার্য্যে এই কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবাহিত হইলে আমরা এক নূতন মুর্ত্তি ধারণ করি। তাহা হইলে আমাদের মুখ হইতে একটি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হয়; আমাদের কণ্ঠ হইতে ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনি উৎসাহের সহিত উত্থিত হইতে থাকে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রকার কৃপা; তিনি

আমাদিগকে যে সকল শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সকল অধিকার বুঝিতে ও ক্ষমতাবান্ করিয়াছেন; তাহা মনে করিয়া আমরা যেন প্রীতি ও বিশ্বাসের মধ্যে নিরন্তর সঞ্চরণ করি। যখন আমরা জানিতে পারি যে সেই অনন্ত প্রেম আমাদের জীবন-পথের নেতা,' তিনি আমারদিগকে মঙ্গলের দিকে, সত্যের দিকেই লইয়া যাইতেছেন; তখন মনের গ্লানি ম্লানতা বিষণ্ণতা সমূলে বিনাশ পায়।

ঈশ্বরের প্রতি যদি আমাদের যথার্থই কৃতজ্ঞতার ভাব থাকে, তবে অবশ্যই আমাদের মনে একটি প্রসাদ, একটি সন্তোষ, মান থাকিবে। ঈশ্বরের উদার ত্রতে যখন আমরা জীবনের অধিক ভাগই ইন্দ্রিয়-জনিত বিজ্ঞান-জনিত প্রেম-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তখন আমাদের মনে প্রেম-পূর্ণ সন্তোষ-ভাব নিরন্তর থাকা উচিত। যদিও আমরা দুর্ব্বলতা দরিদ্রতা বা লোকের নিকট হইতে দুঃখ ভোগ করি; যদিও দুঃসহ শারীরিক ক্লেশ বা অন্যায় দণ্ড সহ্য করি; এই সকল বিপদ বা ইহা অপেক্ষা আরো সহস্র প্রকার ভয়ানক বিপদেই বা কি? আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে যে সমস্ত সুখ অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোগ করিতেছি, তাহার তুলনায় সে দুঃখ-রাশিই বা কোথায় থাকে? আমাদের বিশ্বাসের কি এতটুকুও বল নাই যে মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন? আমরা উনশত বার তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত করুণার চিহ্ন পাইয়াছি, যদি শত বারের বার একবার দুঃখ ভোগ করি, তবে কি আমরা ইহা মনে করিতে পারিব না যে তাহাতে ঈশ্বরের তাচ্ছিল্য বা ত্রুটি নাই। আমরা কি ইহা মনে করিতে পারিব না যে যত সুখে আমাদের যথার্থ মঙ্গল, তিনি আমারদিগকে সেই প্রকারেই সুখী করিতেছেন? আমরা যদি শত শত দুঃখ ভোগ করি, শত সহস্র বিপদে আক্রান্ত হই, আর যদি আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস, এই প্রেম-ভাব, বিরাজমান থাকে; তবে আমাদের সকল সন্তাপের উপশম হইবে।

ঈশ্বর আমারদিগকে যে সকল আনন্দ মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার নমস্কার কর। যত দিন এখানে আছ, এখানকার কল্যাণকর বিষয় সমুদয়ই উপভোগ কর; ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে থাকিয়া আনন্দিত মনে কাল যাপন কর।

ঈশ্বর আমারদিগকে যে অবস্থাতে রক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু বিধান করিতেছেন, তাহাতে তৃপ্ত থাকা কঠিন কর্ম্ম নহে; কিন্তু মনে কর, তিনি তাঁহার কোন মঙ্গলাভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য আমারদিগকে দুঃখ বিধান করিতেছেন, বিপদে নিক্ষেপ করিতেছেন; তাহাতেই বা কি? আমরা কি তাঁহার জন্য কিছু মাত্র ত্যাগ স্বীকার করিব না, কষ্ট বহন করিব না? আমাকে দিয়া যদি তাঁহার কোন গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তবে কি তাহার জন্য আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিব না? না, কেবল বিষণ্ণ ভাবেই দিন যাপন করিব? ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইলে আমাদের একটি আনন্দ-পূর্ণ প্রেম-ভাব নিরন্তর হৃদয়ে বিরাজমান থাকিবে।

আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের করুণা রসে আর্দ্র হইলে আমাদের মন হইতে স্বভাবতঃ যে ভাব উত্থিত হয়, মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহাতেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। যখন কোন সুগন্ধি পুষ্প হস্তে করিয়া মনের সহিত তাহার স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করা যায়, তখনই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। যে স্থলে আমরা কথায় প্রকাশ না করিতে পারি, সে স্থলে মনের সহিত কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইলেই তাঁহার পূজা হইল।

এই প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব অভ্যাস হইলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইতে পারে। যদি আমাদের তাবৎ কার্য্যের সঙ্গে এই মধুর ভাব মিশ্রিত

হয়, তবে দেখিতে পাও, তাহা হইতে কি আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হয়। যখন আমরা কোন সাংসারিক কার্য্য সুচারু রূপে, ন্যায্য রূপে, সম্পন্ন করিতে পারি; যখন সান্ত্বনা বাক্যে কোন শোক-সন্তপ্ত-ব্যক্তির আর্ত্তনাদ নিবারণ করিতে পারি; যখন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত কোন ব্যক্তির অনুরাগ-শিখা আরো উদ্দীপন করিয়া দিতে পারি; যখন কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মাকে প্রশস্ত করি; কোন সৎসঙ্গ লাভ করিয়া পবিত্রতা উপার্জ্জন করি; যখন আহার বিশ্রাম বা ব্যায়ামে সুস্থতা লাভ করি; এই সকল স্থলে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কি আনন্দেরই উদ্ভব হয়? আমরা এই প্রকার প্রত্যেক নির্দ্দোষ পবিত্র কার্য্যের জন্য ঈশ্বরকে যদি ধন্যবাদ দিই, তবে যে সকল কলঙ্কিত কার্য্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে সাহস করিতে পারি না, তাহাতে আমাদের মলিনত্ব কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে! যে সময়ে কোন কর্ত্তব্য ভার হস্তে রহিয়াছে, তখন যদি মিথ্যা সময় ক্ষেপণ করি; যখন অন্যের কোন উপকার সাধন করিতে পারি, সে সময় যদি বৃথা আমোদেই ব্যয় করি; যখন কোন মন্দ গ্রন্থ পাঠ করি অথবা অপরিমিত পান ভোজন করিয়া অপনাকে অসাড় করিয়া ফেলি; এই সকল সময়ে কি আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি? কেহই পারে না। তাঁহার অমূল্য দান-সকল অন্যায় পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া কি তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে পারি? কখনই না। এই প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব অভ্যাস পাইলে মলিন আমোদে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে না এবং আমাদের নির্দ্দোষ আমোদ-সমুদয় নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইবে। আমাদের জীবনের অতি সামান্য ঘটনাও ঈশ্বরের গম্ভীর মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

কেবল আমরা আপনারা যে সমস্ত কল্যাণ উপভোগ করিতেছি, তাহার জন্যই যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, এমত নহে; ভ্রাতার মঙ্গল অবশ্যই কৃতজ্ঞতার বিষয়। অসংখ্য অসংখ্য জীবের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই উদয় হয়। আমাদের এই পৃথিবী, যাহা প্রাণদাতা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চিরকাল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, যাহা রজনীতে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-সুধাতে অভিষিক্ত হইতেছে, যাহা শীত গ্রীষ্ম দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে নূতন নূতন পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইতেছে, যাহা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছে; এই সুখধাম হইতে যদি ঈশ্বরের মঙ্গলকর কৌশল দেখিয়া তাঁহার প্রতি একটি কৃতজ্ঞতা বাক্যও না গেল, তবে আর কি হইল?

সহস্র সহস্র বৎসর পূ[illegible]ন ঈশ্বর এই পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি [illegible]তেছিলেন, তখন ইহাতে এমন একটী জীবও ছিলনা যে সে তাহার স্রষ্টার কারুণ্য ভাব বুঝিতে পারে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ করে। তাহাদের মুখ হইতে একটী কৃতজ্ঞতা বাক্যও উত্থিত হয় নাই। যখন প্রকাণ্ড কুম্ভীরাকৃতি জীব-সকল জল মধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত; প্রকাণ্ড হস্তী-সকল উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ, সকল বিদলিত করিত; তখন তাহারা তাহাদের স্রষ্টাকে কি জানিত? যিনি তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর নির্ম্মাণ করিলেন; যিনি জলস্থলকে তাহাদের বাসোপযোগী করিয়া দিলেন; যিনি তাহাদের জন্য সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রেরণ করিলেন; তাঁহাকে তাহারা কি জানিত? এক্ষণে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনই কত জীবই বা এই মূক পৃথিবীর হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারে? অতি অল্প জীবই এই নীরব পৃথিবীর প্রতিনিধি বক্তা হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধ্বনিত করিতে পারে। পশু পক্ষীরা আমাদের সময়েও পূর্ব্বকালের জীব-সকলের মত ঈশ্বরের বিষয়ে অসাড় রহিয়াছে। তখনকার হস্তী ব্যাঘ্র যেমন আপনার গুহা গহ্বরই জানিত, যাহাতে তাহাদের অস্থি সকল এখনো প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণকার অশ্ব গো সেই রূপ তাহাদের যুগ এবং বাস-গৃহই জানে; যিনি তাহাদের স্রষ্টা ও করুণাময় পাতা;

"একোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্" যিনি এক হইয়া অসংখ্য জীবের কামনা-সকল বিধান করিতেছেন, তাহারা তাঁহাকে জানিবার অধিকারী নহে; তাঁহার অজস্র করুণা স্মরণ করিয়া তাহারা কৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

অতএব আমাদের কি উচিত নহে যে যাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেই পারে না; আমরা কেবল তাহাদের সুখের মুক সাক্ষী থাকিয়াই নিরস্ত না হই; কিন্তু তাহাদের জন্য একবারো সেই বিশ্বপাতাকে নমস্কার করি? আমাদের জন্যেও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই; অন্যের জন্যও ক ধন্যবাদ করি। জীবিত কি মৃত মনুষ্যের উপরেই তাঁহার যে অজস্র করুণা বর্ষিত হইতেছে; আমাদের জীবিত অবস্থাতে তিনি আমাদিগকে যে প্রকার যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন এবং মৃত্যুর পরেও স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন; তাহা দেখিয়া আমরা যেন তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আমাদের সহিত একত্রে যে সকল আনন্দ উপভোগ করিতেছে এবং দেবতারা যে সকল পবিত্র আনন্দ ভোগ করিতেছেন, যাহা আমরা পাই না; এ সকলের জন্যও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। যাহাদের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, তাহাদের সুখের জন্য অন্ধ ও বধীর ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করুক। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরা যেন ঈশ্বরকে নমস্কার করে যে অন্যেরা আহার পাইতেছে, শোকার্ত্তেরা এই জন্য যে অন্যেরা সুখে আছে। অনাথেরা যেন অন্যকে সনাথ দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করে।

পশু রাজ্যের মধ্যেও যে সমস্ত করুণার ব্যাপার দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার জন্যও যেন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ক্ষান্ত না থাকি। জীব জন্তুরা আমারদের উপকারে আইসে, এই জন্য যে ঈশ্বরকে নমস্কার করিবে, এমত নহে; তাহাদের মধ্যে যে আনন্দ প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাঁহাকে নমস্কার কর। অসংখ্য অসংখ্য জীব যে সমস্ত নির্দ্দোষ সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহা যদি আমরা এক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতাম; তবে আমাদের মনে যে কি আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত, বলা যায় না। মীন-দলেরা সুনীল সমুদ্রে দলবদ্ধ হইয়া কেমন সুখে ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের জীবন এক অনন্ত মহোৎসব; তাহাদের আহারের অভাব নাই, ক্রীড়ার শেষ নাই; কেহই তাহাদের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত, বিষণ্ণ, কুৎসিৎ, মলিন-বেশযুক্ত নহে; তাহাদের কোন ভয় নাই, ভুত কালের বিষয় তাহাদের স্মরণ হয় না, ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তা করিতে হয় না। ঈশ্বরই তাহাদের অন্ন পান পরিবেশন করিতেছেন। স্থলে ও শূন্যে কীট পতঙ্গেরা কেমন সুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; প্রজাপতির পরিচ্ছদ, ময়ূরের পক্ষ, শতালঙ্কারে অলঙ্কৃত রাজবেশকেও তিরস্কার করিতেছে; বিহঙ্গমেরা সুধাময় প্রেমে বদ্ধ হইয়া নীড় নির্ম্মাণ করিতে করিতে কেমন আনন্দ স্বরে গান করিতেছে! ছায়া-বদ্ধ কদম্বক মৃগকুল কেমন সুখে রোমন্থ করিতেছে এবং মৃগী কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে কণ্ডূয়মান হইয়া কি আশ্চর্য্য ভাবে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। এ বিশ্বরাজ্য সুখের রাজ্য! দুই বিন্দু জলের মধ্যে সমুদয় মানব সংখ্যা হইতেও অধিক জীব কেমন সুখে সঞ্চরণ করিতেছে; সকল স্থানেই জীবন ও সুখের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। যদি ও সিন্ধুর সলিল বিন্দু বিন্দু করিয়া গণনা করিয়া শেষ করা যায়, তথাপি ঈশ্বরের করুণার স্থল গণনা করিয়া কেহই শেষ ক- করিতে পারিবে না।

এখন দেখ, ইহা কি আমাদের অত্যন্ত উচিত নহে যে আমাদের আত্মাকে কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র করিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ করি। যে সকল জীব তাহার স্রষ্টাকে জানিতেও অক্ষম, তাহাদের জন্যও যখন তিনি এত করিয়াছেন; তখন আমরা তাঁহাকে যে জানিবার অধিকারী হইয়াছি, আমরা যেন তাহাদের মত মুক না থাকি কিন্তু আমাদের কণ্ঠ হইতে যেন কৃতজ্ঞতা ধ্বনি অনবরত উত্থিত হইতে থাকে।

জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য।

যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

পূর্ব্ব মাসের পত্রিকায় মনুষ্যের কর্ত্তব্য শ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মনুষ্য ঈশ্বরের জীব ও সামাজিক জীব এবং স্বয়ং স্বাধীন পুরুষ। তাঁহার এই তিন প্রকার পদ এবং তদনুসারে তাঁহার তিন প্রকার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি সকল কর্ত্তব্যের সারাংশ এই "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। লোক সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য এই যে সকল লোকের মধ্যে প্রেমসূত্র বিস্তার করিবে। আপনার প্রতি এই কর্ত্তব্য—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিবে। এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য পরস্পর বিমিশ্র ভাবে আছে। ইহার এক প্রকার কর্ত্তব্য সংসাধন করিতে গেলে তিন প্রকার কর্ত্তব্য সংসাধন করিতে হয় এবং ইহার মধ্যে এককে পরিত্যাগ করিলে সকল প্রকার কর্ত্তব্যেরই ব্যাঘাত জন্মে। আমরা যদি আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিই; তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যদি অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করি; তবে ধর্ম্ম নীরস, নির্জ্জীব, বিকট হইয়া পড়ে—ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুপ্রশস্ত স্থল যে এই সংসার, তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে ধর্ম্ম আর উন্নত হইতে পারে না। সকল কর্ত্তব্যের মুকুট স্বরূপ যে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য, তাহাতেই যদি অবহেলা করি; তবে ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল বিচিত্র কর্ত্তব্য যখন ঈশ্বর প্রীতিতে সম্মিলিত হইবে; তখনই তাহারা একীভাব ধারণ করিবে, তখনই তাহারা বল পাইবে, তখন আমাদের [illegible] এবং কর্ত্তব্য পৃথক্ না থাকিয়া একত্রে [illegible]নত হইবে।

এই প্রস্তাবে জীবনে[illegible] [illegible]র্য্য কি এবং লক্ষ্য কি তাহাই বলিবার তাৎপর্য্য। জীবনের কার্য্য তিনপ্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আত্ম-সম্বন্ধীয়, লোক-সম্বন্ধীয় এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য্য করি, তাহা সামান্যতঃ এই চারি প্রকার; শারীরিক কর্ম্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস, এবং অর্থোপার্জ্জন। অন্যের জন্য যাহা

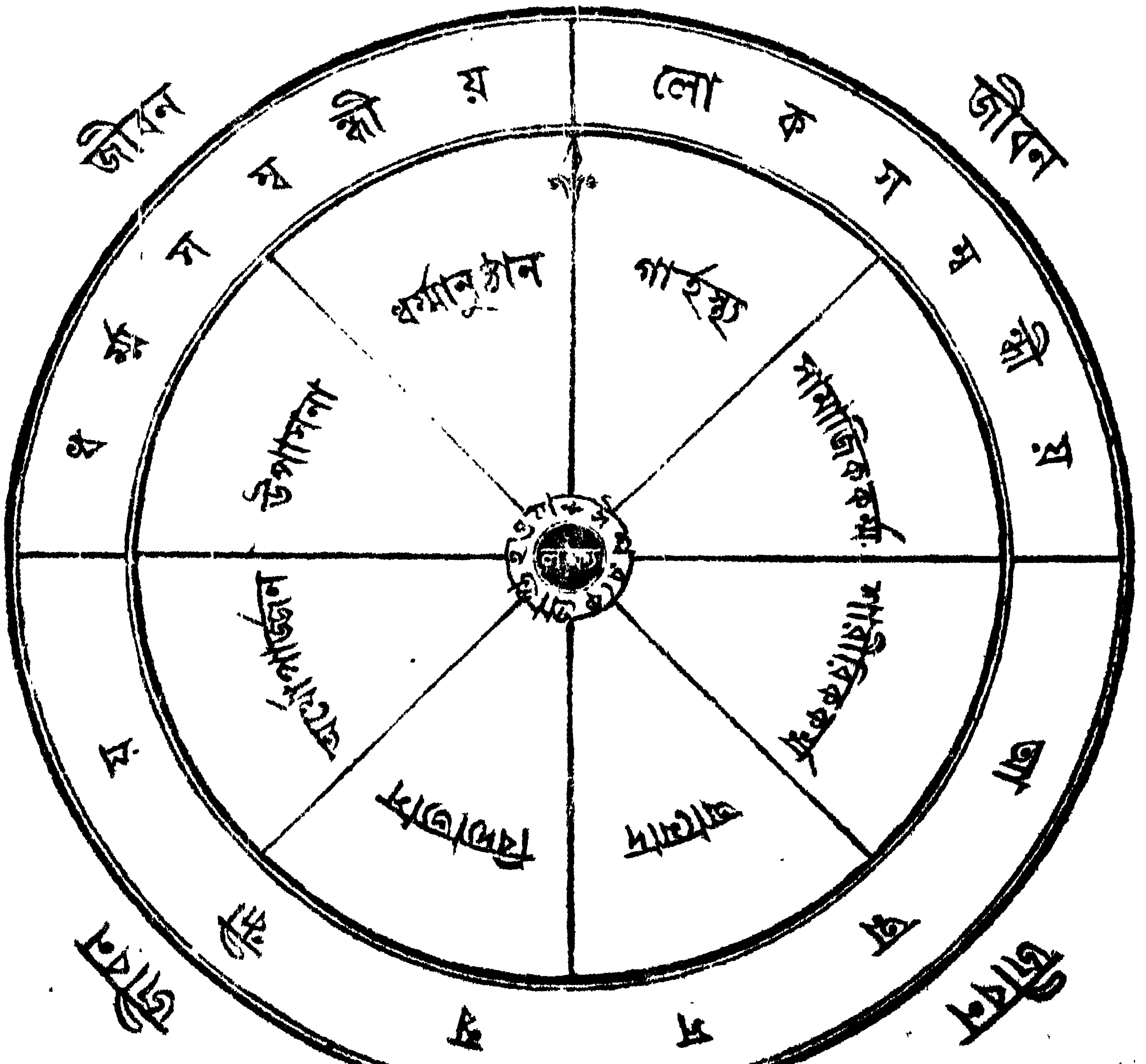

করি, তাহা গৃহকর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য করি, তাহা উপাসনা কিম্বা ধর্ম্মানুষ্ঠান। জীবনের এই সকল কার্য্যের লক্ষ্য কি থাকিবে? আমরা কি আমোদের জন্যই আমোদ করিব? অর্থের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করিব? আমাদের কি এই প্রকার নীচ লক্ষ্য থাকিবে? এপ্রকার হইলে সকল কার্য্যই বিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে। আমাদের জীবন অর্থ-শূন্য হয়। জীবনের যথার্থ লক্ষ্য কি? না, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্য যদি আমাদের স্থির থাকে; তাহা হইলে আমরা মধ্য বিন্দু[illegible], আর সমুদয় সংসারের কার্য্যই প[illegible]রূপ হইয়া আমারদিগকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। এই মধ্য দেশে থাকিলে সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ থাকে, কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। সমুদয় সংসারের কার্য্য একীভাব ধারণ করে। শরীর রক্ষা ও আমোদ যে এমন নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত, একই কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে। আমোদের সময় কি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমোদ করিব? সামাজিক কর্ম্মের সময় কি ঈশ্বরকে ভুলিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে? না। সকল অবস্থা, সকল কার্য্যের সঙ্গেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকিবে। তাঁহার সহিত সকল কার্য্যই অনুষ্ঠেয়; তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের কোন কার্য্যই নহে। যে কোন কার্য্য আমাদিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত করে, তাহাই অকার্য্য। আমোদ করা কি আমারদের নিষেধ? কখনই না। নির্দ্দোষ আমোদে আমারদের শরীর ও মন বিশ্রাম লাভ করিলে আমরা ঈশ্বরের কার্য্যে নূতন পরিশ্রম করিতে পারি। কিন্তু আমোদ যদি আমাদিগকে এপ্রকারে আকর্ষণ করে যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, তবে কি সে আমোদে লিপ্ত হইব? কখনই না। এই প্রকার ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সংসারের সকল কর্ম্ম এক নূতন ভাব ধারণ করে। আমরা তাঁহার অনুচর হইয়া, তাঁহার প্রেরিত হইয়া, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। এই লক্ষ্য কেবল আমাদের এখানকার লক্ষ্য নহে, কিন্তু চিরজীবনের লক্ষ্য। আমাদের জীবন চক্র অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমিকই প্রশস্ত হইতে থাকিবে, আমরা নূতন নূতন অবস্থায় পতিত হইব; কিন্তু সমস্ত জীবনের লক্ষ্য একই থাকিবে—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটি যখন স্থির থাকিবে আর তাহার চতুর্দ্দিকে আমাদের জীবনচক্র আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে, তখনই আমাদের মুক্তির অবস্থা হইবে। আমাদের এই লক্ষ্য এখানেই স্থির থাকিলে আমরা জীবন্মুক্ত হই। তাহা হইলে এখানে সকলই সুশৃঙ্খল ভাব ধারণ করে, সমুদয় কর্ত্তব্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজে সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন মিলিত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম উপদেশ।

উপনিষদের ভাব।

ঈশ্বর সকল কারণের মূল কারণ, সকল শক্তির মূল শক্তি, সমস্ত আধারের মূলাধার; এই সত্যটি আমাদের নিকটে সহজেই প্রকাশিত হয়। সেই অনন্ত শক্তির আবির্ভাব সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। সরল-হৃদয় ঋষিগণের মনে যখন এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন অন্য সকল সত্য ইহাতে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরের সেই মহান্ অনন্ত ভাবে মন নিমগ্ন হইলে ক্ষুদ্র ভাব সকলই বিদূরিত হয়, আমাদের সকল শক্তি স্তব্ধ হয় এবং আপনার অহঙ্কার অভিমান স্বার্থ-পরতা পরাভূত হয়। ঈশ্বরের অনন্ত ভাবে মন একান্তে মগ্ন হইলে তাঁহার শক্তি আমাদের সম্মুখে এত অধিক প্রকাশ পায় যে তাহাতে আমাদের স্বীয় স্বীয় অল্প শক্তি আর স্ফূর্ত্তি পায় না; তাহাতে আমরা আপনার পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব ভাব অনুভব করিতে পারি না; জীবনের প্রতি

অনুরাগ ও কর্ত্তব্যের ভাব দূর হইতে পারে। ঈশ্বরের এই অনন্ত শক্তির ভাব উপনিষদের মধ্যে বিকীর্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বর যিনি তিনি "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচো হ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু—তিনি ইহাদের সকল শক্তির মূল শক্তি। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ পায় না, তবে অগ্নি কোথায়! সর্ব্বত্রই তাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার প্রকাশেতেই সমুদয় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর এ সমুদয়ই অন্ধকারে আবৃত, একেবারেই তাঁহার শক্তি প্রকাশ হইয়া গেল। তখন আমাদের মত যদি কোন দ্রষ্টা থাকে, তবে তাহার মনে কি হয়? প্রাচীন ঋষিদের মনে অনেকটা এই প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের নবীন নেত্রে সকলই স্বর্গীয়, পবিত্র, শক্তিশালী বোধ হইত। বাস্তবিকও এই জগৎ মৃত ও অর্থশূন্য নহে, ঈশ্বরের সহিত দেখিলে ইহা আর এক ভাব ধারণ করে। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, মহিমা, ইহাতে প্রকাশিত হইয়া উঠে। আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিলে সকলই ক্ষুদ্র দেখায় কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সকলই মহান্ ও পবিত্র ভাব ধারণ করে। অনন্ত আকাশ তাঁহার আবির্ভাবেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন আমাদের স্বার্থপরতা না থাকে, আমরা নিরপেক্ষ হইয়া চতুর্দ্দিক্ দেখিতে যাই, তখন সকলই আশ্চর্য্য দেখায়। তখন মনে হয়, অনন্ত ঈশ্বরেরই এই অনন্ত জগৎ। তখন মনে হয়, এই সমুদয় শক্তি তাঁহার শক্তিতেই পরিপূরিত। এই সমুদয় জগতের একটি শক্তি—স্বভাব বলিয়া যাহাকে ব্যক্ত করা যায়—তাহার আত্মা ঈশ্বর। মনুষ্যের শক্তি আবার স্বভাবের অতীত। তিনি স্বভাব রাজ্যের সম্পূর্ণ অধীন নহেন, ঈশ্বর তাঁহাতে আপনার সাদৃশ্য দিয়াছেন। জগৎ আর ঈশ্বর, এই দুইকে যদি প্রকৃতি আর পুরুষ শব্দে বলা যায়; তবে প্রকৃতির ভার এই সমুদয় জগতে, পুরুষের ভার মনুষ্যেতেই আছে। যাহারা অন্ধ শক্তি মাত্র, যাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই, স্বতন্ত্রতা নাই, তাহারা প্রকৃতির অধীন; আর যে সকল জীবে তাঁহার সাদৃশ্য আছে, তাঁহার স্বতন্ত্রতার, তাঁহার বিজ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গল-ভাবের আভাস আছে, তাহারাই পুরুষ। মনুষ্যকে এই হেতু বিশেষ রূপে ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। তিনি মনুষ্যকে আপনার প্রতিকৃতিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণজ্ঞান; মনুষ্যের সহজ-জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁহার জ্ঞানের আভা। তিনি অপরিমিত রূপ, মনুষ্যের সাধু-ভাব আছে। ধৃং অপাপবিদ্ধং, মনুষ্যের পুণ্যভাব আছে। তিনি স্বতন্ত্র, মনুষ্যেরও কর্ত্তৃত্ব শক্তি আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। অন্য সকল বস্তু তাঁহার অধীন; কিন্তু তাঁহার পিতৃভাব মনুষ্যই গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে আপন ইচ্ছায় সহযোগী হইতে পারি, এই অধিকারে আপনাকে ধন্য মনে হয়। অন্য সকল জীব না জানিয়া তাঁহার মঙ্গলভাব সম্পন্ন করিতেছে, আমরা পুত্রের ন্যায় অনুরাগের সহিত পরম পিতার কার্য্য সাধন করিতেছি। আমরা যন্ত্র নহি কিন্তু স্বাধীন পুরুষ। উপনিষদের মধ্যে এই প্রকার ভাব অতি অল্প স্থানেই আছে। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে হমৃতং।" আপনার দ্বারা বীর্য্য লাভ করা যায় এবং ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। উপনিষদে এই প্রকার আপনার কর্ত্তৃত্ব শক্তির উল্লেখ কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রশ্নোপনিষদে জীবাত্মাকে কর্ত্তা ও পুরুষ বলিয়া স্পষ্টই লিখিয়াছেন। "এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" এই জীবাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা এবং কর্ত্তা।

কিন্তু উপনিষদের মধ্যে অনেক স্থলে এই প্রকার দেখা যায় যে ঈশ্বরের মহান্ ও অনন্ত শক্তিতে মনুষ্যের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত

বিনাশ করা হইয়াছে, এই প্রকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। মনুষ্যকে দেখিতে সমুদয় সৃষ্টি মধ্যে এমন এক ক্ষুদ্র কীট দেখায়; তাঁহার দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণ ভাব এমন প্রকাশ পায়; তাঁহার জীবনের সকল অবস্থা এমনি পরিবর্ত্তনশীল; মৃত্যুর অবস্থা এমন গূঢ়; যে ঈশ্বরের সত্যতার তুলনায় এ সকলই ছায়ার ন্যায় বোধ হয়। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব দেখা আর মনুষ্যের স্বাধীন ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে রক্ষা করা কিছু সহজ নহে। কিন্তু ইহা করিতেই হইবে। এ দুই ভাবই একত্রে থাকা চাই। তাহা না হইলে ধর্ম্মের প্রাণই থাকে না; রা[illegible] অনন্ত শক্তি এবং প্রজার স্বাধীনতা, [illegible] আবশ্যক। ঈশ্বরের শক্তি অলঙ্ঘনীয় [illegible] স্বাধীন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সাম[illegible] অথচ মনুষ্যের নিজস্ব অধিকার আছে; তাঁহার উপরেই আমাদের নির্ভর অথচ আমাদের আত্ম প্রভাবের ত্রুটি নাই। আপনার উপরে কত টুকু নির্ভর আর ঈশ্বরের উপরে কত নির্ভর, এই দুয়ের সামঞ্জস্য হইলেই ঠিক হইল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, আপনার কর্ত্তৃত্বের উপরেই চলে, সে অসুর; আর যে ঈশ্বরেতে আপনার কর্ত্তৃত্ব বিনাশ করিয়া ফেলে, সে যন্ত্র। মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব বিনাশ করিলে ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হয়, কেননা এ দুয়েরই এক প্রাণ। তাহা হইলে পৃথিবীর আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং সকলই যন্ত্রের মত হইয়া থাকে।

আমারদের স্বাধীনতা শক্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞান ও মহিমা আরো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমারদিগকে আপনার প্রতিকৃতি প্রদান করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বলীয়ান্ ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ স্বাধীন পুরুষ সাক্ষাৎ ঐশী শক্তির প্রতিকৃতি। মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব বিনাশ করিয়া এবং আপনাকে তাঁহার যন্ত্রের মত করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করা হয় না। তিনি আপনার সদৃশ জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই তাঁহার মহিমা। মনুষ্য তাঁহার ক্রীত দাস নহে কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রজা। তিনি আমারদিগকে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলেই বদ্ধ করেন নাই কিন্তু তাহা অতিক্রম করিবারও শক্তি দিয়াছেন।

আবার আমরা স্বাধীন বলিয়া যে তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিয়াছি, এমত নহে। আমরা যত স্বাধীন, তত তাঁহার অধীন। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা গ্রহণ করিতে পারি, ইহাতেই আমাদের স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতা শক্তি যতই মহৎ হউক না কেন, তাহা তিনি দিয়াছেন, তিনিই তাহা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সহায় তাঁহার আশ্রয়েই তাহা উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের এই শক্তি মহৎ বলিয়া যে তাঁহার প্রদত্ত নহে, এমত নহে। এই শক্তি আমারদিগকে আপনার উপরে নির্ভর করিতে প্রবৃত্ত করে না কিন্তু ইহার মূল কারণ ও আশ্রয়ের প্রতি প্রতিক্ষণে লইয়া যায়। আমারদের এই কর্ত্তৃত্ব শক্তি থাকাতেই আমারদিগের প্রতীতি হইতেছে যে আমরা ধর্ম্মজীবি স্বাধীন জীব আর তিনি আমাদের পিতা; এই ধর্ম্ম সম্বন্ধ তাঁহার সহিত আমাদের প্রধান সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরের ভাব এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এই দুয়ের সমগ্রাহী ভাব উপনিষদের মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না কিন্তু ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ্য ভাব। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবও থাকিবে না, আপনার স্বাধীনতাও বিনষ্ট হইবে না। অনুষ্ঠানের সময় আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায় কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃত্ব তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর এবং আপনার চেষ্টা; আত্ম প্রভাব এবং দেব প্রসাদ; এ দুই একত্র হইলে আমাদের আত্মা প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উন্নতি লাভ করে। ঈশ্বরের ভাবের প্রবলতা হইয়া যদি আপনার শক্তি তাঁহাতে বিলুপ্ত হয়, এবং তাঁহাতেই আমাদের কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া যায়; তবে তাহা আমাদের প্রকৃতাবস্থা নহে। ধর্ম্ম কার্য্যের সময় আপনার কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমারদিগকে এত প্রকার অবস্থা, এত প্রকার ঘটনা, এত প্রকার বিঘ্ন, এত প্রকার প্রলোভনের মধ্যে রাখিয়াছেন যে আমাদের সংসারের সহিত সংগ্রামই ক-

রিতে হয়, সংসারের শত্রু সকলকে বল পূর্ব্বক অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহারাই আমারদিগকে পরাজয় করে; অন্তরে আমাদের দেবাসুরের যুদ্ধ নিয়তই রহিয়াছে; কখনো দেবতাদিগের জয়, কখনো তাহাদের পরাজয় হইতেছে। আমরা পদে পদে বাধা ও বিঘ্ন দেখিতে পাই এবং আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করি; এই সময় আবার ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভর যায়। যখন কেবল জ্ঞান-দ্বারা দেখিতে যাই, তখন তাঁহার মহান্ ভাবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির লোপ হয়। কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার সময় আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হইয়া উঠে। তখন দেখিতে পাই যে সকল বিঘ্নের প্রতিকূলে আমরা ধর্ম্মের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। যখন আপনার ক্ষুদ্র শক্তিতে বিষয়াকর্ষণকে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তখন স্বভাবতই ঈশ্বরকে আমরা আশ্রয় করি এবং সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা উপযুক্ত মত বলবীর্য্য প্রাপ্ত হই। আমাদের ধর্ম্ম-প্রকৃতি-হইতে আপনার কর্ত্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের প্রসাদ, এ দুইই বুঝিতে পারিতেছি। আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের স্বাধীনতাও তাঁহার আশ্রয়াধীন; তাঁহার আশ্রয়-বিহীন হইলে অগ্নি একটী তৃণও দগ্ধ করিতে পারে না, মনুষ্যও একটী স্বাধীন ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন না।

কঠোপনিষৎ।

চতুর্থ বল্লী।

১ স্বয়ম্ভু বিষয়-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে হনন করিয়াছেন*; এই হেতু মনুষ্য বহির্ব্বিষয়ই দেখিতে পায়, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন কোন ধীর (বিষয় হইতে) আবৃত্ত চক্ষু হইয়া এবং অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দেখিয়াছেন

২ বালকেরা বাহ্য বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং তাহারা বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। কিন্তু ধীরেরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া এই অধ্রুব বিষয়-সকলের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

৩ যে আত্মা দ্বারা (লোকে) রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ মৈথুন, এই সকল জানিতে পারে; সেই আত্মার জানিবার আর কি অবশিষ্ট আছে। ইনিই সেই আত্মা*।

৪ যে আত্মা দ্বারা (লোকে) স্বপ্নাবস্থা এবং জাগরিতাবস্থা উভয়ই দেখিতে পায়, সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

৫ যিনি এই কর্ম্ম-ফল- [illegible] জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যতের [illegible] নিকটস্থ করিয়া জানেন, [illegible] তাহা হইতে কিছুই গোপন রাখেন না। ইনিই সেই আত্মা।

৬ ব্রহ্মের তপস্যাতে যিনি সর্ব্ব প্রথমেই জন্মিয়াছেন, এবং পঞ্চভূতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন এমন যে সেই হিরণ্যগর্ভ† আত্মা, তাঁহাকে যিনি সকল ভূতের শরীর গুহাতে নিহিত করিয়া দেখেন, (তিনিই যথার্থ দেখেন)। ইনিই সেই আত্মা।

৭ যে দেবতাময়ী অদিতি হিরণ্যগর্ভ রূপে (পরব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সকল শরীরের গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ও সকল ভূতের সহিত জন্মিয়াছেন; তাঁহাকে যিনি দেখেন, তিনিই সেই ব্রহ্মকে দেখেন।

৮ গর্ভিণী দ্বারা যেমন গর্ভ সুরক্ষিত হয়, সেই রূপে কাষ্ঠ-দ্বয় নিহিত স্তুতিযোগ্য অগ্নিকে ধ্যান-পরায়ণ এবং কর্ম্মী মনুষ্যেরা দিনে দিনে (যত্নের সহিত রক্ষা করেন) এই সেই আত্মা।

* যখন তিনি ইন্দ্রিয়-সকলকে বহির্ব্বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহারদিগকে এক প্রকার হনন করিয়াছেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলে তাহারা অমর হইত। (আনন্দ গিরি)।

* এই শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে আত্মা ও ঈশ্বর একীকৃত হইয়াছে। যে আত্মা দ্বারা রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি উপলব্ধি হয়, সে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবাত্মা, ইনিই সেই আত্মা, ইনি ব্রহ্ম, এ কথাতে বৈদান্তিক পণ্ডিত ভিন্ন আর কোন মনুষ্যই সায় দিতে পারে না। পরের কতক গুলি শ্লোকের অর্থও এই প্রকার বোধ হইতেছে।

† সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়। পরমাত্মাতে এই সকল বিশেষ বিশেষ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

৯ যেখান হইতে সূর্য্য উদয় হয়, আর যেখানে অস্ত গমন করে ; সকল দেবতারা তাঁহাতেই অর্পিত, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

১০ যিনি এখানে তিনি অমুত্র, যিনি অমুত্র তিনিই এখানে ; যিনি ইহাকে নানা ভাবে দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন

১১ মন দ্বারা ইনি প্রাপ্তব্য ; ইহাতে নানা ভাব কিছুই নাই ; তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যান, যিনি ইহাকে নানা করিয়া দেখেন।

১২ অঙ্গু[illegible] প্রমাণ* এই পুরুষ, আত্মার মধ্যে স্থি[illegible]তছেন, ইনি ভুত ভবিষ্যতের নিয়[illegible]জানিয়া (ধীর ব্যক্তি) কিছুই গোপ[illegible] না। ইনিই সেই আত্মা।

১৩ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই পুরুষ অধূমক জ্যোতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ইনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; ইনি অদ্য আছেন, কল্যও থাকিবেন। ইনিই সেই আত্মা।

১৪ উচ্চ ভুমিতে জল বর্ষণ হইলে তাহা যেমন নিম্ন প্রদেশের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া ধাবমান হয়, সেই রূপ যিনি গুণ-সকলকে (আত্মা হইতে) পৃথক করিয়া দেখেন, তিনি (এক শরীর হইতে অন্য শরীরে) ধাবমান হন।

১৫ পরিশুদ্ধ জল যেমন সমান ভুমিতে সিক্ত হইলে একই প্রকার থাকে, হে গৌতম! জ্ঞানবান্ মুনির আত্মাও সেই প্রকার হয়।

পঞ্চম বল্লী।

১ বিশুদ্ধ-জ্ঞান জন্মবিহীন (আত্মার) একাদশ দ্বার এই শরীর-পুরী; তাঁহাকে ধ্যান করিয়া এবং (শরীর হইতে) বিমুক্ত হইয়া জীব মুক্তি লাভ করেন।

২ ইনি আদিত্য হইয়া দ্যুলোকে বাস করেনণ, বায়ু হইয়া অন্তরীক্ষে বাস করেন, হোতা হইয়া বেদীতে বাস করেন, অতিথি হইয়া গৃহ মধ্যে বাস করেন। ইনি মনুষ্যতে বাস করেন, দেবতাতে বাস করেন, সত্যেতে বাস করেন, আকাশে বাস করেন। ইনি জলেতে উৎপন্ন হয়েন ; পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন ; ইনি যজ্ঞাঙ্গ রূপে উৎপন্ন হয়েন ; ইনি পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন ; ইনি সত্য এবং বৃহৎ।

৩ যিনি ঊর্দ্ধে প্রাণকে উন্নমিত করেন: অপান বায়ুকে অধোতে নিক্ষেপ করেন, শরীরের মধ্য-স্থিত যে এই সম্ভজনীয় (পুরুষ) তাঁহাকে সকল ইন্দ্রিয়েরা (স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রদান দ্বারা) উপাসনা করে।

৪ শরীরস্থ এই আত্মা যখন ভ্রংশমান হন, যখন দেহ হইতে বিমুক্ত হন ; তখন এই শরীরের আর কি অবশিষ্ট থাকে। এই সেই আত্মা

৫ না প্রাণ দ্বারা না আপান দ্বারা মর্ত্ত্য কখন জীবিত থাকে ; কিন্তু অন্য এক জন দ্বারা জীবিত থাকে, যাহাতে প্রাণ অপান উভয়েই সমাশ্রিত হইয়া আছে*।

৬ হে গৌতম! আমি এইক্ষণে তোমাকে গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয় বলি এবং আত্মা (তাঁহাকে না জানিয়া) মরণ প্রাপ্ত হইয়াই বা কি প্রকার হয়, তাহাও বলি।

৭ কেহ বা শরীর ধারণ করিবার জন্য দেহীর গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে, কেহ বা স্থাবর মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন কর্ম্ম যেমন জ্ঞান, সেই অনুসারেই গতি হয়ণ।

৮ যখন সকল প্রাণিরা নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলেরই অশেষ কাম্য বস্তু নির্ম্মাণ

---

* ঈশ্বর আমাদের শরীরের গুহাতে স্থিতি করিতেছেন, এই হেতু তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

ণ এই শ্লোকে জগৎও ঈশ্বর একীকৃত হইয়াছে. ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বরূপ এবং উপমা রহিত।

* ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ, তিনি সমস্ত আধারের মূলাধার।

ণ মনুষ্যের মৃত্যুর পরে এই প্রকার গতি হয়. ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ বলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শিক্ষা দেন যে মনুষ্য ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষার স্থল এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছেন। কোন মনুষ্যই ঈশ্বর হইতে চিরকালের জন্য প্রচ্যুত থাকিবেন না। পশু পক্ষী বৃক্ষ হইয়া মনুষ্য ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য থাকিবেন না এবং পাপী হইয়া অনন্ত নরকাগ্নিতেও দগ্ধ হইবেন না। কিন্তু পাপী ব্যক্তিও দণ্ড দ্বারা শিক্ষা পাইয়া তাঁহার পরম পিতার সহিত মিলিত হইবেক।

করিতে থাকেন; তিনিই পরিশুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত রূপে উক্ত হয়েন। তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনি সেই আত্মা।

৯ একই অগ্নি যেমন ভুবনেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপে নানা রূপ ধারণ করে; সেই প্রকার একই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে ভিন্ন রূপ হইয়াছেন; আবার স্বতন্ত্র অবিকৃত রূপেও আছেন।

১০ একই বায়ু ভুবনেতে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন নানা রূপে নানা রূপ ধারণ করে; সেই রূপ একই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে ভিন্ন রূপ হইয়াছেন এবং অবিকৃতও আছেন।

১১ সর্ব্ব লোকের চক্ষু-স্বরূপ যে সূর্য্য, সে যেমন চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত হয় না; সেই রূপ একই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা লোক দুঃখের সঙ্গে লিপ্ত হয়েন না; কিন্তু সর্ব্বথা পূর্ণই থাকেন।

১২ যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

১৩ যিনি অনিত্য বস্তু-সকলের মধ্যে এক মাত্র নিত্য, এবং সকল চেতনাবান্‌দিগের চেতন, একাকী যিনি সকল কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

১৪ জ্ঞানিরা অনির্দ্দেশ্য পরম সুখকে যে প্রত্যক্ষ করেন, আমি তাহা কি প্রকারে জানিব—ইনি প্রকাশ পান কি না পান, তাহারই বা কি জানিব।

১৫ সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারাও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎ-সকলও সেখানে প্রকাশ পায় না, তবে এই অগ্নি কোথায়? সমস্ত জগৎ সেই পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইতেছে; তাঁহার দীপ্তিতেই সকলই দীপ্তি পাইতেছে*।

ইতি পঞ্চম বল্লী সমাপ্ত।

ষষ্ঠ বল্লী।

১ মূল যাহার ঊর্দ্ধে, শাখা যাহার নিম্নে, এমন যে সনাতন অশ্বত্থ সমান এই (সংসার) ইহার মূলাধার পরম পুরুষই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই সমুদয় লোক আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

২ এই প্রাণ-স্বরূপ পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃ[illegible] [illegible]মুদয় জগৎ যথা নিয়মে প্রবর্ত্তিত [illegible]। তিনি উদ্যত বজ্রের ন[illegible]নক; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, [illegible]রা অমৃত হয়েন।

৩ ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু ধাবমান হইতেছে।

৪ এখানে শরীর-পতনের পূর্ব্বে যিনি ইঁহাকে জানিতে পারেন (তাঁহাদেরই মঙ্গল)। (যাঁহারা না জানিতে পারেন) তাঁহারা অন্যান্য লোকে শরীর ধারণ করেন।

৫ যেমন আদর্শে, সেই রূপ আত্মাতে; (পরমাত্মাকে প্রকাশ দেখা যায়); যেমন স্বপ্নে, সেই রূপ তাঁহাকে পিতৃ লোকে দেখা যায়; যেমন জলে, সেই রূপ গন্ধর্ব্ব লোকে তাঁহাকে দেখা যায়; আর ব্রহ্ম লোকে ছায়া আর আতপের ন্যায় দেখা যায়¶।

---

* এই শ্লোকটির ভাব ভূরি ভূরি গ্রহ ও ধারণ করিতে পারে না। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের জ্যোতি তাঁহার সেই সত্য জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশ করিতে পারে না তাঁহার প্রকাশেই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ, সকলের চেতয়িতা, তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড নিষ্প্রভ হইয়া যায়, সকলই অসদবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সহিত যুক্ত দেখিলে এ সকলের মর্ম্ম পাওয়া যায়, এ সকলকে জীবিত ও প্রকাশমান্ দেখা যায়। তাঁহার প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া এ সকলই দীপ্তি পাইতেছে।

¶ এই পৃথিবীতেই মনুষ্যেরা স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পায়। এখানে যাহারা তাঁহাকে না দেখিতে পায়, তাহারা যে পরলোকে গিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিবে এমত নহে: তবে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহাকে পৃথিবীলোক অপেক্ষা আরো সুস্পষ্ট দেখা যায়।

৬ পৃথক্ উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয়-সকলের পৃথক্ ভাব ও তাহাদের উদয়াস্ত জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।

৭ ইন্দ্রিয়-সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ;

৮ অব্যক্ত হইতে ব্যাপক অলিঙ্গ পুরুষ শ্রেষ্ঠ; এই পুরুষকে জানিয়া জন্তু প্রমুক্ত হয় এবং অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়।

৯ তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, তাঁহাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি হৃদ শয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে হয়েন; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, মর হয়েন।

১০ যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত যুক্ত থাকে, আর বুদ্ধি বিচেষ্টিত হয় না; তাহাকে পরম গতি করিয়া পণ্ডিতেরা বলেন।

১১ এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয়-ধারণা উহাকেই যোগ কহে। যোগ কালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়; কেন না, যোগের উৎপত্তিও আছে, অপায়ও আছে।

১২ তাঁহাকে না বাক্য দ্বারা না মনের দ্বারা না চক্ষুর দ্বারা পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে।

১৩ তিনি আছেন, এই প্রকার করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়; আর তত্ত্ব ভাবেও তাহাকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যে তিনি আছেন, যাহারা এই প্রকারে জানেন, তাঁহার তত্ত্ব ভাবও আপনা হইতেই তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন।

১৪ মর্ত্ত্য যখন হৃদিস্থিত কামনা-সকল হইতে প্রমুক্ত হয়, তখন তিনি অমৃত হন, এবং এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন।

১৫ যখন হৃদয়ের গ্রন্থি-সকল* ভিদ্যমান হয়; তখনই মর্ত্ত্য অমৃত হয়েন; এই মাত্র অনুশাসন।

১৬ হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী; তাহার মধ্যে একটী নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত অভিনিঃসৃত হইয়াছে। (মৃত্যু কালে) এই নাড়ী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুরুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়; অন্য সকল নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে অন্য অন্য প্রকার গতি হয়

১৭ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা সকল জনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন; মুঞ্জা হইতে যেমন ঈষিকা গ্রহণ করে, সেই রূপ আপনার শরীর হইতে তাঁহাকে ধৈর্য্য পূর্ব্বক পৃথক্ করিবেক। তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত করিয়া জানিবে, তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত করিয়া জানিবেক।

১৮ নচিকেতা এই মৃত্যুপ্রোক্ত বিদ্যা লাভ করিয়া এবং যোগ-বিধি সমুদয় শিক্ষা করিয়া, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিষ্পাপ ও অমৃত হইলেন; অন্যেও তাঁহকে জানিয়া এই প্রকার হইবেন।

সেই আত্মাই আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন; তিনি আমারদিগকে পরিত্রাণ করুন, তিনি আমারদিগকে বীর্য্যবান্ করুন; আমাদের পাঠ তেজস্বী হউক; আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ না থাকুক।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ বল্লী সমাপ্ত

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত।

বিজ্ঞান

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা

২০৩ সংখ্যক পত্রিকার ৫৮ পৃষ্ঠার পর।

ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে শারীরিক অংশ ক্ষয় হওয়াই ক্ষুধার আদি কারণ। অনেক সময় সেই আদি কারণ সত্ত্বেও ক্ষুধার অনুভব হয় না। অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে তাম্রকুট, অহিফেণ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহারে বা অপুষ্টিকর দ্রব্যে পাকাশয় পরিপূর্ণ করিলে আপাততঃ ক্ষুধার নিবারণ হয়, কিন্তু তাহাতে শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি পুরণ হয় না। এজন্য ক্ষুধার উপাদান কারণ (Proximate cause) অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। ইহা সাধারণ লোকের একটী সাধারণ সংস্কার যে পাকস্থলি শূন্য হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং কোন কোন শারীর-বিধান-বিৎপণ্ডিত

---

* আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি কি? না বিষয় কামনা, স্বার্থপরতা; মোহ, অজ্ঞান। এই সকল আমারদিগকে মৃত্যুর পাশেই বদ্ধ করিয়া রাখে। সেই সকল হৃদয়-গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইলেই আমাদের অমৃতের সঙ্গে যোগ হয়।

কহেন যে পাকস্থলি শূন্য হইলে তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ পরস্পর ঘর্ষিত হয় যেহেতু তাহার নিয়তই কিঞ্চুলুকার ন্যায় গতি হইতেছে; সেই ঘর্ষণে তত্রত্য চেতক স্নায়ু সকল (১) উত্তেজিত হওয়াই ক্ষুধার কারণ। বস্তুতঃ এই মত কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, যে হেতু প্রথমতঃ সচরাচর ক্ষুধার উদ্রেক হইবার অনেক পূর্ব্বেই পাকস্থলি শূন্য হয়, দ্বিতীয়তঃ অনেকানেক পীড়ার সময়ে কিছুদিন পাকস্থলি শূন্য থাকে অথচ কিছুমাত্র ক্ষুদ্বোধ হয় না, তৃতীয়তঃ এমত এক প্রকার পীড়া আছে যাহাতে পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও ক্ষুদ্বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ। কোন কোন শারীর-বিধান বিৎপণ্ডিত কহেন পাকাশয় হইতে পাচক রস* উৎপন্ন হইয়া অন্ন জীর্ণ করে, পাকস্থলিতে অন্ন না থাকিলে সেই পাচক রস অন্নাভাবে অগত্যা পাকাশয়ের অভ্যন্তরস্থ (২) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে আক্রমণ করে তদ্দ্বারা তত্রত্য চেতক স্নায়ু সকল উত্তেজিত হওয়াতে ক্ষুদ্বোধ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এই কারণটীও নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক, যে হেতু পাকস্থলিতে অন্ন না থাকিলে আদৌ পাচক রস উৎপন্ন হয় না, অন্ন দ্বারা পাকাশয়ের স্নায়ু উত্তেজিত হইলে পর, পাচক রস উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ পাকাশয় শূন্য থাকিলেও যে ক্ষুদ্বোধ হয় না তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। আর যদিও শূন্য পাকাশয়ে পাচক রস উৎপন্ন হইত তথাপি তাহা পাকস্থলির অভ্যন্তর প্রদেশকে আক্রমণ করিতে পারিত না, যে হেতু সজীব বস্তুর উপরি পাচক রসের কোন অধিকার নাই। পাচক রস শরীরের ভিতরে বা বাহিরে হউক নির্জীব বস্তুকেই পরিপাক করিতে পারে, সজীব বস্তুকে পরিপাক করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ (Dumas) ডুমাস্ নামক শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিতের মতে অন্ন-রস-চোষক (৩) নাড়ী সমস্ত অন্ন রস (৪) অভাবে পাকাশয় ও অন্ত্রের (৫) আবেষ্টনীকে (৬) আক্রমণ করে অর্থাৎ তাহাদিগের গাত্রের অংশ আচূষণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাতেই ক্ষুদ্বোধ হয়। ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে অনেকানেক পীড়ার সময়ে কিছু দিন অন্ন উদরস্থ না হইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয় না এবং সচরাচর ক্ষুধার উদ্রেক হইবার অনেক পূর্ব্বেই অন্ন জীর্ণ ও অন্ন রস আচূষিত হয়

(১) Sensitive * Gastric juice Nerves.
(২) Mucous membrane (৩) Lacteals (৪) chyle
(৫) Intestine. (৬) coat.

সুতরাং এই মত যে অযুক্তিসিদ্ধ তাহা সপ্রমাণার্থ আর নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন করে না।

চতুর্থতঃ পাকাশয়ের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে যে সকল কোঁচকান অংশ (১) আছে তাহাতে পাচক রস উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলির ভিতর নির্গত হইয়া থাকে, সেই পাচক রসে অন্ন জীর্ণ হয়। (Beaumont) বোমন্ট সাহেব কহেন, পাকাশয়ে অন্ন না থাকিলে তাহার ভিতর পাচক রস নির্গত হয় না কিন্তু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে কোঁচকান অংশ সকলে উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য পাচক রস প্রণালীতে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হয়। ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া যে … নির্গত হইতে না পারিলে যেরূপ স্ত… …কল বিস্তীর্ণ হওয়াতে বেদনা … …রূপ পাচক রস প্রণালীতে পাচক রস স… হইলে যে এক প্রকার বেদনা বোধ হয়, তাহাকেই ক্ষুধা কহে, এবং সেই প্রণালীর ভিতর যত অধিক পাচক রস সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই সেই বেদনা অর্থাৎ ক্ষুধার আধিক্য হয়। কিন্তু অন্ন উদরস্থ হইবা মাত্র সেই প্রণালী সকল হইতে পাচক রস নিসৃত হইয়া পাকাশয়ের ভিতর পড়ে সুতরাং তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার নিবারণ হয়।

যদিচ এই কারণ বিন্যাসে বোমন্ট সাহেবের বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে বটে কিন্তু বস্তুত পাকস্থলি শূন্য থাকিলে আদৌ ফোলিকেল্‌স্‌ পাচক রস উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন হইলে তাহা কেন পাচক রস-প্রণালীতে সঞ্চিত থাকিবে, একেবারেই পাকস্থলিতে নির্গত হইতে পারে; যেহেতু পাচক রস প্রণালীতে পাচক রস সঞ্চিত হইলে তাহা পাকস্থলির ভিতর নিঃসৃত হইবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। উক্ত সাহেব স্বীয় মতের পোষণার্থ লিখিয়াছেন যে, অন্ন পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ যথেষ্ট পরিমাণে পাচক রস নিঃসৃত হইতে থাকে, যদি সেই পাচক রস পূর্ব্বে সঞ্চিত না থাকিত তাহা হইলে কখনই এত শীঘ্র অধিক পরিমাণে পাচক রস নিঃসৃত হইত না।

অন্ন পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র পাচক রস নিঃসৃত হয় দেখিয়া সেই রস পূর্ব্বে পাচক রস প্রণালীতে সঞ্চিত ছিল, যদি এরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে অশ্রু গ্রন্থি ও অশ্রু প্রণালীতে নিয়ত অশ্রু সঞ্চিত থাকে বলা যাইতে পারে যেহেতু শোক উপস্থিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অশ্রু নির্গত হয়। অতএব যে রূপ অশ্রু গ্রন্থি

(১) Follicles ফোলিকেল্‌স্।

ও অশ্রু প্রণালীতে অশ্রু সঞ্চিত থাকেনা, শোক উপস্থিত হইবা মাত্র সেই অশ্রু অশ্রু গ্রন্থিতে উৎপন্ন হইয়া অশ্রু প্রণালী দিয়া নির্গত হয়, সেই রূপ অন্ন উদরস্থ হইবা মাত্রই ফোলিকেল স তে পাচক রস উৎপন্ন হইয়া পাচক রস প্রণালী দিয়া নির্গত হইয়া থাকে বস্তুত পাচক রস প্রণালীতে পূর্ব্বে পাচক রস সঞ্চিত থাকেনা। আবার অত্যন্ত ক্ষুধার সময় দ্রবীভূত কোন পুষ্টিকর দ্রব্য পিচকারি দ্বারা শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়; যদি বোমন্ট সাহেবের মত সত্য হইত তাহা হইলে কখনই এরূপে ক্ষুধার নিবারণ হইত না যেহেতু পিচকারি দিবার পূর্ব্বে পাচক রস প্রণালীতে সে রূপ পাচক রস সঞ্চিত [illegible] ও সেই রূপ [illegible]

পঞ্চমতঃ [illegible] পণ্ডিত কহেন [illegible] ক্ষয় কেবল ক্ষুধ [illegible] হে, উপাদান ক [illegible] বটে, যেহেতু পিচকারি [illegible]। কোন দ্রবীভূত পুষ্টিকর দ্রব্য শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলে ক্ষুধার নিবারণ হয়। ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত যদি অহিফেণ সেবনে বা অপুষ্টিকর দ্রব্যে পাকস্থলি পরিপূর্ণ করিলে (১) ক্ষুধার নিবারণ না হইত। বিশেষতঃ অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে অন্ন উদরস্থ হইবা মাত্রই ক্ষুধার নিবারণ হয়, কিন্তু সেই অন্ন পরিপাক ও রক্তে পরিণত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন পাকস্থলিতে থাকে, পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অন্ন শরীরের ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না অতএব যদি শরীরের ক্ষতিই ক্ষুধার উপাদান কারণ হইত, তাহা হইলে আহার করিবা মাত্র কখনই ক্ষুধার নিবারণ হইত না, অন্ন জীর্ণ ও রক্তে পরিণত হইয়া সেই ক্ষতি পরিপূরণ করিলে পর ক্ষুধার নিবারণ হইত। (২)

ষষ্ঠতঃ (Muller) মুলার নামক সুপ্রসিদ্ধ শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত কহেন যে ক্ষুধা বিশেষ স্থানিক (৩) ও শরীর ব্যাপক (৪)। শুদ্ধ স্থানিক বা শুদ্ধ ব্যাপক বোধ নহে। দৈহিক ক্ষয় ব্যাপক বোধের কারণ এবং পাকাশয় শূন্য হওয়া স্থানিক বোধের কারণ। অন্ন, পাকেন্দ্রিয়ের সমুদয় স্থান সমান রূপে উত্তেজিত করে (১), সেই উত্তেজকের অভাব হইলে পাকেন্দ্রিয়ের এই অবস্থা স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে পরিজ্ঞাত হয়। Brachet ব্রেকেট সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন পাকাশয়ের স্নায়ুদ্বয় (২) ব্যবচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে আর কিছু মাত্র ক্ষুদ্বোধ হয় না। (Dr. J. Ried) ডাক্তর জে, রিড সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কখন কখন কোন কোন জীবের পাকাশয়ের স্নায়ুদ্বয় ছেদন করিলেও ক্ষুদ্বোধ হয় বটে কিন্তু ব্যবচ্ছেদের পরেও পাকাশয়ের স্নায়ুর (৩) পরিধি অন্ত সকলের দ্বারা ক্ষুদ্বোধ হইতে পারে। অতএব মুলর সাহেবের মতের তাহাতে ব্যাঘাত হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত ক্ষুধার যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রচলিত মত মধ্যে মুলার সাহেবের মত অধিক সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। শুদ্ধ পাকাশয় বা শুদ্ধ সর্ব্ব শরীর ক্ষুধার স্থান বলা যায় না যেহেতু পিচকারির দ্বারা অন্ন শরীরস্থ বা উদরস্থ হইবা মাত্র (পরিপাক হইবার পূর্ব্বে) ক্ষুধার নিবারণ হয়। সুতরাং সর্ব্ব শরীর ও পাকস্থলি উভয়ই ক্ষুধার স্থান বলা অসঙ্গত নহে, দৈহিক অভাব প্রযুক্ত পাকাশয়স্থ স্নায়ুর বিশেষ অবস্থাপন্ন হওয়াতে ক্ষুদ্বোধ হয়, এজন্য সেই দৈহিক অভাব নিবারণ হইলে ক্ষুধারও নিবৃত্তি হইতে পারে, অথবা শুদ্ধ অন্ন পাকাশয়স্থ হইলেও তত্রস্থ স্নায়ুদিগের সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে ক্ষুধার নিবারণ হয়। চক্ষু যেরূপ নিদ্রা বোধের স্থান, পাকস্থলীও সেই রূপ ক্ষুদ্বোধের স্থান, এবং সর্ব্ব শরীরের শ্রান্তি দ্বারা সেই চক্ষু পল্লব যেরূপ ভারি হইয়া নিমীলিত হয়, দৈহিক অভাবেও সেই রূপ পাকাশয়ে ক্ষুদ্বোধ হইয়া থাকে। নিদ্রাবেশ কালীন শীতল জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে যেরূপ আপাতত সেই নিদ্রা দূরীভূত হয়, অথচ তাহাতে শারীরিক ক্লান্তি নিবারণ হয় না সেই রূপ অন্ন পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র, ও অহিফেন সেবনে বা মৃত্তিকা প্রভৃতি অপুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে ক্ষুধার নিবারণ হয় অথচ তদ্দ্বারা দৈহিক অভাব নিবারণ অর্থাৎ ক্ষতি পূরণ হয় না।

* অধিক ক্ষণ নিরশনে থাকিলে পাকাশয় দুর্ব্বল ও তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত পাক্লাস বর্ণ হয়

(১) Humboldt হমবোলট সাহেব লিখিয়াছেন যে দক্ষিণ আমিরিকা নিবাসি (otomacs) অটোমাকস জাতিরা অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে আপাতত নিবারণার্থে এক প্রকার মৃত্তিকা ভক্ষণ করে।

(২) এতদ্ব্যতীত কেহ পিত্ত (Bile) কেহ লালা (Saliva) ইত্যাদি ক্ষুধার কারণ অনুমান করেন কিন্তু সেই সকল মত নিতান্ত অসঙ্গত, ও লিখিতে গেলে অত্যন্ত বাহুল্য হয় এজন্য এস্থলে লিখিবার প্রয়োজন করে না।

(৩) (Local) (৪) systematic.

(১) Homogenious stimulus. (২) Nervi Vagi or Premogastric nerves. (৩) Peripheral Extremities.

এবং তত্রত্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত বহনাড়ী দিগের মধ্যে রক্ত থাকে না কিন্তু অন্ন বা কোন তীক্ষ্ণ গুণকর দ্রব্য পাকাশয়স্থ হইবা মাত্র সেই রক্ত বহনাড়ী সকল রক্ত পূর্ণ ও সেই পাকাশয় বর্ণ প্রদেশ রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে, এবং অজস্র পাচক রস নিঃসৃত হইতে থাকে। সেই বিগতরক্ত নাড়ী সকল রক্ত পূর্ণ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার নিবারণ হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে ক্ষুধা পাকস্থলির রক্ত চালনার কোন রূপ প্রকার অধীন হইতে পারে।

LOVE OF GOD.

The love of thee flows just as much
As that of ebbing self subsides ;
Our hearts (their scantiness is such)
Bear not the conflict of two rival tides :
Both cannot govern in one soul :
Then let self-love be dispossessed ;
The love of God deserves the whole
And will not dwell with so despised a guest

Madame Guyon.

বিজ্ঞাপন

কলিকত্তা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে ব্যাখ্যান হয়, তাহা অন্যান্য স্থানের সকল সমাজে পাঠ করা বিধেয়। অতএব যে যে সমাজের সম্পাদক তাহা প্রার্থনা করিবেন তাঁহাকে এক এক খণ্ড বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে, কিন্তু ডাকের মাশুল সেই সেই সমাজ হইতে দিতে হইবে। প্রতি বুধবারে কি চারি বুধবারের একত্র করিয়া মাসান্তে পাঠান যাইবে, যাঁহার যেমন অভিপ্রায় হয়, তাহা তিনি আপনার প্রার্থনাতে আবেদন করিবেন।

যাঁহারা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে দীক্ষিত হইবার পঞ্চদশ দিবসের পূর্ব্বে উপাচার্য্যকে পত্র দ্বারা সংবাদ করিবেন এবং তাহাতে আপনার নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়ঃক্রম, বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টার পরে ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; অতএব যে সকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তাহা শিক্ষা করিবার মানস করেন, তাঁহারা তৎকালে সমাজে উপস্থিত হইবেন।

প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পুস্তক তৃতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তাহার মূল্য ৵০ দুই আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য পাঠাইলেই পাইবেন।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী কেশবচন্দ্র সেন
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের আষাঢ় মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১০০
" জয়গোপাল সেন	১০০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" কাশীনাথ দত্ত	১০
" গোবিন্দচন্দ্র ধর	১০
" চন্দ্রশেখর দেব	৮
" কানাইলাল পাইন	৫
" গোপালচন্দ্র দত্ত	২
" রামচন্দ্র পাল	২
" শ্রীনাথ দাস	১
" ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	১
" অনন্তরাম মল্লিক	৷
" শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়	১
" রামকৃষ্ণ বর্ম্মা	১
" বসন্তকুমার দত্ত	১
	৪০৩

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল	৪৯৸৴১০
" গোপাললাল ঠাকুর	২০
" গোপীমোহন ঘোষ	১২
" চন্দ্রশেখর দেব	১০
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
" মাধবকৃষ্ণ সিংহ	৬
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" প্রিয়নাথ শেঠ	৪
" নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	৩
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	১২৩৸৴১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র	২

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
	৫০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৷৴১৫
	৫৮২৷৷৴৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১১ ভাদ্র রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ
২০৬ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প — পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ব... যসর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৯ আষাঢ় বুধবার ১৭৮২ শক।

তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি।

যিনি সকলের আশ্রয়-স্থান পরমেশ্বরকে আশ্রয় করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ হয়েন। আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেই আমরা ভীত হই—সেই সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিলেই আমরা সাহস পাই। এখানে চতুর্দ্দিকে শত্রু, চতুর্দ্দিকে ভয়, চতুর্দ্দিকেই প্রলোভন। আমারদের অভয়-পদ, আমারদের শান্তিদাতা, কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর। তিনি সংসার সাগরের তরণী। তাঁহার শীতল ক্রোড় আশ্রয় করিলে জননীর ক্রোড়-লীন শিশুর ন্যায় আমরা নির্ভয় হই। এই সংসারের বিচিত্র ঘটনার উপরে আমারদের কোন অধিকার নাই। এখানে কখনো বসন্ত, কখনো প্রবল তুষার বৃষ্টি; কখনো প্রচণ্ড উত্তাপ, কখনো শীতল বারি; কখনো সম্পদ্, কখনো বিপদ্; কখনো হর্ষ, কখনো শোক; ঐ সকলের উপর আমারদের কোন অধিকার নাই। ঐ সকল ঘটনা আমারদের দাস নহে। আমরা কি করিতে পারি? আমারদের পরিত্রাণের উপায় কি? সংসার দুর্দ্দিবসের প্রবল উৎপাত হইতে কিসে মুক্ত হই? সেই ব্রহ্ম-ধাম, সেই শান্তিনিকেতনকে আশ্রয় করিয়াই আমরা সুরক্ষিত হই। এই অন্ধকার সংসারে যদি তাঁহার আলোক আমারদের চক্ষুর গোচর না হইত—এখানে যদি তাঁহার মুখজ্যোতি বিকীর্ণ না দেখিতাম; সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতে না পাইতাম; তাহা হইলে আমারদের কি দুর্দ্দশা হইত? কাহার আশ্রয়ে আমরা এই কণ্টকময় পথের মধ্যে বিচরণ করিতাম? কে আমারদিগের মৃত্যু-ভয় হইতে রক্ষা করিত? এই সংসারই যাহাদের সর্ব্বস্ব—সাংসারিক সম্পদ্ যাহারদের পরম সম্পদ্; বিষয় বিপদই যাহারদের মৃত্যুতুল্য; এই সকল চঞ্চল ক্ষুদ্র বিষয়ের উপরেই যাহারদের সম্পূর্ণ নির্ভর; তাহারদের কি দুর্গতি? এমন তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় নিকেতন থাকিতে কেন তাহারা এই সকল নীচ বিষয়ে বদ্ধ থাকে? এই অন্ধকার সংসারের আলোক সেই পরমেশ্বর। এই সকল ভয় ও বিপদের তরঙ্গের মধ্যে তিনিই আমারদের ভেলা। এখানকার শত্রুদিগের আক্রমণের মধ্যে তিনিই আমারদের বর্ম্ম ও দুর্গ। সকল দুঃখ ও সকল তাপ, সকল ভয় ও সকল বিপদের মধ্যে তাঁহার জ্যোতি আরো উজ্জ্বল

হইয়া প্রকাশ পায়। সেই বিঘ্ন-বিনাশন, দুঃখ-বিমোচন, সেই ভয়-ত্রাতা, সুখের বর্দ্ধয়িতা, পাপের মোচয়িতাকে আশ্রয় করিলেই আমরা প্রতিষ্ঠাবান্ হই। দুঃখ ও বিপদের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আমারদের নির্ভর যায়। লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইলেও তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টির উপরে আমরা নিশ্চল থাকিতে পারি। এখানকার সকল সম্পদ্ অস্থির; তিনি সকল সম্পদের সম্পদ্ হইয়া আপনাকে দান করিতেছেন। এখানে সর্ব্বত্রই ভয়, তিনি আমারদের অভয়-পদ হইয়াছেন। এখানে চতুর্দ্দিকে শত্রুতা, কিন্তু সেই পরম বন্ধুর উৎসাহকর মুখ আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি আমারদের সকল বিকারের ভেষজ, তাঁহার অমৃত সন্নিধানে আমরা সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমরা কখন নিরাশ প্রাপ্ত হই না। চতুর্দ্দিকের বিঘ্ন, চতুর্দ্দিকের পরিবর্ত্তন, চতুর্দ্দিকের অস্থিরতার মধ্যে তিনি আমারদের নিশ্চল সহায়। সকল পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে তাঁহার স্থির মঙ্গল-ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে। জড়ময় বিষয়-রাশির মধ্যে তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি ব্যতীত এই জগৎ আমারদের নিকটে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়; তাঁহার সহিত সকলই অর্থযুক্ত, জীবিত ও পবিত্র দেখায়। তিনি এই বিশ্ব-মন্দিরের পরম দেবতা। তিনি আমারদের মনের অধিপতি। আমরা নির্জ্জনেই থাকি আর সজনেই থাকি, তিনি আমারদের সঙ্গেই থাকেন। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর আশ্রয়ে আমরা সর্ব্বদা রহিয়াছি। তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি আমারদের উপরে নিয়তই রহিয়াছে। পিতা মাতা হইতেও আমারদের উপরে তাঁহার অধিক স্নেহ দেখিতে পাই। গুরু হইতেও তিনি পূজনীয়। তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া আমরা ব্রহ্মবান্ হই, আমরা মহান্ হই। মহান্ কিসে? এই সংসারের ধন মান যশ ঐশ্বর্য্যেতে কি মহান্ হই? আমরা সেই ভূমাকে প্রাপ্ত হইয়া মহান্ হই। সেই সকল সম্পদের সম্পদকে পাইয়া সুসম্পন্ন হই। "সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—•—

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

আরাধনা।

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরই আমারদের আরাধ্য দেবতা। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত না মঙ্গল-রাজ্যের রাজাকে দেখিতে পান, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতি চরিতার্থ হয় না —তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতির [illegible] স্থলা রক্ষা পায় না। যে দেবতাকে [illegible] আরাধনা করি; যাঁহাকে পূ[illegible], তাঁহাকে মঙ্গলেরই দেবতা ব[illegible] জানি। সেই মঙ্গল-স্বরূপের উপর যখন নির্ভর যায়, তখনি ধর্ম্ম বল পায়, প্রীতি আশ্রয়-ভূমি পায়। যখন কৃতজ্ঞতা সেই সর্ব্ব কল্যাণ-দাতা মঙ্গলময়েরই প্রতি সমর্পিত হয়; যখন প্রার্থনা—জ্ঞান-ধর্ম্ম-লাভের প্রার্থনা সেই মঙ্গলের নিকেতনেই প্রেরিত হয়; যখন তাঁহার মাতৃ ভাব, তাঁহার পিতৃ ভাব, তাঁহার গুরু ভাব, আমারদের নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে; আর আমরা শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে আমারদের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে উপহার দিই; তখনই তাঁহার আরাধনা হয়।

যখন আমরা ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি, তখন তাঁহার আরাধনা সহজেই হয়। আমারদের প্রকৃতি এই রূপ যে যাহা কিছু পবিত্র ও মঙ্গল, তাহাতেই আমারদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা হয়। পবিত্র-চরিত্র পুণ্যাত্মার প্রতি আমারদের এই ভাবই উত্থিত হয় এবং সকল মঙ্গলের একায়তন ঈশ্বরেতে ইহার সম্যক্ চরিতার্থতা হয়। কঠোর কর্ত্তব্য আমারদের নিকট হইতে যে প্রীতি ও অনুরাগ অর্জ্জন করিতে পারে না, ঈশ্বরের প্রতি তাহা সহজেই যায় এবং তাঁহা হইতে নিম্নগামী হইয়া কর্ত্তব্যের স্রোত-সকলে নূতন বল বিধান করে। মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হইলে সকল মঙ্গলের প্রতিই আমারদের শ্রদ্ধা

হয়; ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, আমারদেরও এই ইচ্ছা হয়; তাঁহার মহতী ইচ্ছায় আমারদের ইচ্ছার বিরোধ থাকে না। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" ঈশ্বর-প্রেমী ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

আমরা স্বভাবতই যে বস্তুকে প্রীতি করিতে চাহি; ঈশ্বর নিজেই তাহা; যাঁহাকে আমরা পূজা করি, তিনি মঙ্গলময় ন্যায়বান্ ও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আমরা যতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই, ততই তাঁহার পবিত্র আনন্দ-রস অধিক করিয়া পান করিতে পারি এবং আমরা [illegible] নি যে যাহা কিছু অমঙ্গল, অন্যায় [illegible] তাহার লেশমাত্রও তাঁহাতে না[illegible]

যখন আম[illegible] একান্তে ঈশ্বরের আরাধনা করি; তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হই; তাঁহাকে মঙ্গল রাজ্যের রাজা রূপে দেখিতে পাই; তখন তাঁহার যে গম্ভীর পবিত্র ও মঙ্গল ভাব আত্মাতে প্রতিভাত হয়, তাহা ধারণ করিয়া রাখা সহজ নহে। ঈশ্বরের যে কি রূপ মঙ্গল ও পবিত্র ভাব, তখনকার সময়েই তাহার আভাস পাওয়া যায়, তাঁহার মুখ জ্যোতি আর অন্য সময় তেমন সুস্পষ্ট হয় না। সে সময়ে এমন গম্ভীর পবিত্রতা, এমন স্বর্গীয় মঙ্গল-জ্যোতি, এমন আশ্চর্য্য প্রেম অনুভূত হয় যে পরে স্মরণের সময় তেমন কিছুই দেখা যায় না। তিনি আপনি যখন আমারদের নিকটে প্রকাশিত হন; তখন তাঁহার পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাব, হৃদয়ে যে প্রকার অনুভূত হয়; আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া তাহা মনে আনিতে পারি না। অতএব ঈশ্বরের পবিত্র-স্বরূপ মঙ্গল-ভাব যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পরীক্ষার উপরে দৃষ্টি করুন এবং দেখুন তাঁহার অরাধনা আমারদের সহজ ভাব কি না? যাঁহারা ঈশ্বরকে মুখে বলেন নিষ্কলঙ্ক-পবিত্র-স্বরূপ কিন্তু তাঁহার এই ভাব সাক্ষাৎ না দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। যদি তাঁহারা জানিতে চাহেন, এই সকল ভাব কি, তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে সাধক সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করে; সে কখন শূন্য হস্তে ফিরিয়া আইসে না।

যখন আমরা এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে পাই, তখন আমারদের আত্মাতে কি প্রকার ভাব উজ্জ্বলিত হয়? সেই নিষ্কলঙ্ক-পবিত্র-স্বরূপ, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে কি উপহার দিতে ব্যগ্র হই? তখন তাঁহার আরাধনা কি সহজে উত্থিত হয় না? তখন প্রীতি ও শ্রদ্ধা একত্রে মিলিত হইয়া কি তাঁহার পবিত্র চরণে অর্পিত হয় না?

ঈশ্বরের আরাধনা আমারদের মহৎ অধিকার; আমরা ধন্য যে চিরজীবনই তাঁহার আরাধনাতে ব্যয় করিতে পাইব। সেই মঙ্গল-স্বরূপের সহিত যত অধিক যুক্ত থাকা যায়, ততই তাহাতে অধিক প্রীতি হয়; পবিত্রতা যত অধিক চিন্তা করা যায়, ততই তাহাতে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা হয়। ঈশ্বরের শতবার আরাধনাতে আমাদের প্রীতি ও পবিত্রতা শতগুণ বল পায়। অনন্তকালে যে এই প্রেম আরো কত উজ্জ্বল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার এই বিশুদ্ধ প্রেমরস পান করিতে করিতে কেবল ধন্য ধন্য জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য; এই ধ্বনি প্রীতি ও অনুরাগের সহিত উত্থিত হইতে থাকিবে।

যখন আমরা ঈশ্বরের মঙ্গল মূর্ত্তির আরাধনা করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সত্য সুন্দর মূর্ত্তিও আমারদের নিকটে প্রকাশ পায় এবং সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপের উপাসনা করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

সুন্দর বস্তুর প্রতি স্বভাবতই আমারদিগের প্রীতি জন্মে। এই আশ্চর্য্য জগতের শোভা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা কেমন সুখী হই; যখন দেখিতে পাই যে যে মঙ্গল-স্বরূপের আমরা অর্চ্চনা করি, তিনিই এই আকাশ ও পৃথিবীর রচয়িতা; তখন তাঁহাতে আমারদের প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয় সুন্দরের প্রতি যে প্রীতি তাহা বাহিরের বিষয়েই বদ্ধ থাকে না; সেই প্রীতি ঊর্দ্ধগামী হইয়া এই সকল সুন্দর উজ্জ্বল বস্তুর রচয়ি-

তার প্রতি গমন করে। আমরা যখন কোন নিপুণ নির্ম্মাতার কোন আশ্চর্য্য বা সুন্দর কার্য্য দেখি, তাহা দেখিবার সময় যেমন সেই নির্ম্মাতার প্রতি আমারদের মনে মনে স্বভাবতঃ এক প্রকার প্রণয় হয়; সেই রূপ যাহাদের মনে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ আছে, এই শোভন জগতের রচয়িতার প্রতি তাহারদের স্বভাবতঃ এক প্রকার প্রীতি ভাব বদ্ধ হয়।

এই প্রকার প্রীতির সঞ্চার হওয়া কেমন স্বাভাবিক! এক বার মনে করিয়া দেখ, ঈশ্বর আপনার সুন্দর রচনার প্রতি কি রূপ প্রীতি নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি এই সকল সুন্দর বস্তু কেবল আমারদের জন্যই করেন নাই। অতলস্পর্শ সমুদ্র গর্ব্ভে কত না সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! যে সৌন্দর্য্য তিনি কৃপা করিয়া আমারদের উপভোগ করিতে দিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহা ভাল বাসেন; এই স্থলেই ঈশ্বর এবং মনুষ্যের পরস্পর প্রীতি-ভাব সম্মিলিত হয়। কবি যেমন পাঠকের পক্ষে, গায়ক যেমন শ্রোতার পক্ষে, চিত্রকর তক্ষক-নির্ম্মাতা যেমন তাহারদের শিল্প নিপুণ-মহৎ-কার্য্যের সন্দর্শকের পক্ষে; প্রকৃতির শোভাগ্রাহীর পক্ষে ঈশ্বর সেই রূপ; তিনি তাহা হইতেও অধিক। যিনি সৃষ্টির উপরে এই সকল সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিয়াছেন, তিনি কি আমারদের পিতা নহেন? যিনি আমারদের মুখশ্রী অতি যত্নের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই কি বনকে চিত্রবিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত করেন নাই? সমুদ্রে সুনীল বর্ণ প্রদান করেন নাই? তিনিই কি ইন্দ্রধনুককে নানা বর্ণে রঞ্জিত করেন নাই এবং সূর্য্যাস্ত মেঘের মধ্যে তিনিই কি তাঁহার মহিমা আবিষ্কার করেন নাই? তিনিই কি আমারদের পিতা নহেন, যিনি একটী সামান্য কীটকেও বেশ ভূষা হইতে বঞ্চিত করেন নাই এবং একটী পুষ্পকেও শোভিত করিতে ত্রুটি করেন নাই? তিনিই কি নির্জ্জন বনকে পবিত্র আশ্রম সদৃশ নির্ম্মাণ করেন নাই, হিমালয়কে তাঁহার মন্দির স্বরূপ করেন নাই এবং তাহার উচ্চ শিখরের উপর সহস্র সহস্র দীপ্যমান সূর্য্য চিত্রিত বিতান বিস্তার করেন নাই? যিনি আমারদের পিতা, তিনিই কি এই প্রকার করেন নাই? সেই প্রেমময়ের প্রতি প্রীতি হওয়া কি স্বাভাবিক নহে?

আমরা যেমন ঈশ্বরের মঙ্গল ও সুন্দর মূর্ত্তির উপাসক, সেই রূপ তাঁহার সত্য মূর্ত্তিরও উপাসক। সত্যকে সত্যের জন্যই প্রীতি করা আমারদের স্বাভাবিক ভাব। সত্যেতে নিষ্কাম অনুরাগের জন্য কত লোকে প্রাণ দান করিতেও ভীত হয় নাই। এই ইচ্ছা থাকাতে আমারদের আত্মা সেই সকল সত্যের প্রস্রবণে ধা[illegible]তছে। মানব জীবন ও বিশ্ব-র[illegible]ষয় যে কৌশল ও নিয়ম [illegible], তাহা দেখিয়া কাহার না এ[illegible] কৌশলের রচয়িতা ও নেতার প্রতি প্রগাঢ় ভাবের উদয় হয়? আমরা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা করি এই জন্য যে তাঁহারা ঈশ্বরের রচনা পাঠ করিতে পারিয়াছেন,— সকল সমন্বয় করিয়া তাহার অর্থ করিতে পারিয়াছেন; তবে সেই বিশ্ব-শিল্পী, অনন্ত কৌশলকর্ত্তা, সকলের যন্ত্রী ও নিয়ন্তা, এই সকল প্রকাণ্ড জ্যোতির্গণের নির্ম্মাতার প্রতি কি আমারদের ভক্তির উদয় হইবে না? আকাশে তাঁহার অগণ্য রাজ্য, প্রতি শরীরে তাঁহার অসংখ্য কৌশল দেখিয়া কি তাঁহার প্রতি শরীর ও মন প্রণত হইবে না? এই জগতের শুভকর নিয়ম দেখিয়া নিরন্তর অভিপ্রায় কি অবগত হইবে না? সকল সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যেমন সহজে করি, সকল সত্যের আকর ঈশ্বরেতেও ভক্তি শ্রদ্ধা সহজেই উদয় হয়। আমরা এখানে যে সকল সত্য অনুসন্ধান করিতেছি এবং যাহার অন্বেষণে এ প্রকার আনন্দ পাইতেছি, তাহার প্রস্রবণ তিনিই। নিয়ম-শৃঙ্খলার বিচিত্রতা, মঙ্গলের জন্য অসংখ্য উপযোগিতা, যাহা আকাশ ও অন্তরীক্ষে, ভূলোক ও দ্যুলোকে, মনুষ্য পাঠ করিতেছেন; তাহা ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের প্রতিভা। প্রত্যেক নূতন সত্যে ঈশ্বরের

প্রতি আমারদের নূতন ভাব উদয় হয়; এবং আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞানের মিল দেখিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করি

অতএব জ্ঞান-প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য-প্রকৃতি ও ধর্ম্ম-প্রকৃতি; এ তিনকে একত্র করিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলময়ের আরাধনা করিয়া জীবনকে চরিতার্থ কর

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পদেশ।

ভ নিবদের

অ। ।।

সকল ধর্ম্মেতেই এই বিশ্বাস পাওয়া যায় যে মনুষ্য-লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক আছে এবং মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব আছে। মনুষ্যের সৃষ্টিতেই ঈশ্বরের জ্ঞান এবং মঙ্গল-ভাবের পরিসমাপ্তি হয় নাই। মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা দেবতা বলি। যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি এবং উন্নত ভাব পাইয়া আমরা মনুষ্য হইয়াছি; সেই সকল বৃত্তি ও ভাব যাঁহারদের আরো উন্নত ও মহান্, তাঁহারাই দেবতা। দিব্যধাম তাঁহারদের আবাসস্থান। এই অনন্ত সৃষ্টি সেই অনন্ত-স্বরূপেরই সদৃশ। অসীম হইতেও অসীম তাঁহার রাজ্য। উপরে যে অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র লোক, সে সমুদয় কি শূন্য রহিয়াছে? এই পৃথিবী যে এক বিন্দু স্থান, ইহা যখন জীবন ও সুখে পরিপূর্ণ, তখন এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোক-মণ্ডল কি সুখ শূন্য? ইহারা কি শুষ্ক ক্ষেত্রের মত রহিয়াছে? এই সমুদয় সৃষ্টির আশ্চর্য্য শোভা, ও আশ্চর্য্য কৌশল গ্রহণ করে, তাহাতে কি এমন একটী জীবও নাই? এ সমুদয় শূন্য নহে; কিন্তু তাঁহার মহিমায় পরিপূর্ণ। সেই সকল উৎকৃষ্ট লোকে দেবতারা তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতেছেন। আমরা যদি কেবল উপমিতি দ্বারা দেখি, তথাপি আমারদের এই সিদ্ধান্তই প্রতীভূত হয়; এবং যদি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও মঙ্গল-ভাব মনে করি, তবে আমরা এমন কখনই মনে করিতে পারি না যে মনুষ্যের সৃষ্টিতেই তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলের পরিসমাপ্তি হইয়াছে? উৎকৃষ্ট লোকের নামই স্বর্গলোক—উৎকৃষ্ট জীবের নামই দেবতা। মনুষ্যও জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা যত অধিকার করিতে পারেন, ততই তিনি দেব নামের যোগ্য হয়েন, —তাঁহাকে ভুদেব বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহার যত নিকট সম্বন্ধ, তিনি সেই পরিমাণে দেব ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যদি মনুষ্যকেই দেবতা বলা যায়, তবে উৎকৃষ্ট লোকের উৎকৃষ্ট জীব-সকলকে আরো বিশেষ রূপে দেবতা বলা যাইতে পারে

ব্রাহ্মধর্ম্মে যেখানে দেবতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহার অর্থ এই যে তাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতিতে উন্নত। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" সকলের সম্ভজনীয় পরমেশ্বর মধ্যে রহিয়াছেন, আর সকল দেবতারা নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। মনুষ্যও যখন তাঁহার উপাসনা করেন, তখন তিনিও দেব-ভাব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু মনুষ্যকে সম্পূর্ণ রূপে দেবতা বলা যায় না। মনুষ্যের অবস্থা সংগ্রামের অবস্থা, মনুষ্যের দেব-ভাবও আছে, অসুর-ভাবও আছে। তাঁহার অন্তরে দেবাসুরের যুদ্ধ হইতেছে। কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তির নিরন্তর সংগ্রাম হইতেছে। কখনো অসুরেরা অধিক অন্ন পাইয়া বলবান্ হইতেছে—কখনো দেবতারা উপযুক্ত অন্ন পাইতেছেন। কখনো অসুরের জয়, কখনো দেবতাদের জয়। অসুরের জয়েই আমারদের পরাজয়; দেবতাদের জয়েই আমারদের জয় ও মঙ্গল।

দেবতা আর অসুরের আর এক ভাব এই;—যে সকল ভুত—অগ্নি বায়ু মেঘ প্রভৃতি পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহারদিগকে দেবতা শব্দে বলিতেন। যাহা কিছু মহান্, দীপ্তিমান্, মঙ্গল-

ভাব-সম্পন্ন, তাহাই তাঁহারদের নিকট দেবতা হইত। যদিও ইহারা জড়, ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র; যদিও ইহারা না জানিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্ব কালের মনুষ্যের নবীন নেত্রে ইহারাই জীবিত বোধ হইত। ঊষা, সন্ধ্যা; বৃষ্টি, সূর্য্য; অগ্নি, বায়ু; সকলই তাঁহারদের নিকটে সচেতন কর্ম্মঠ জীবের ন্যায় মনে হইত। আমারদের নিকটে যে সকল বস্তুকে অচেতন জড় মাত্র বোধ হয়, তাঁহারা সেই সকলকে শক্তিমান্ জীব তুল্য দেখিতেন। জগৎকে তাহার জীবিত ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে অনেক কাল সাপেক্ষ। নবাম্বু গর্ভ উদার মেঘ-মালাকে কেবল বাষ্প রাশি মনে করা; ভীষণ বজ্র বিদ্যুৎকে কেবল তাড়িত-যন্ত্র রূপে দেখা; সূর্য্যকে কেবল জড়ময় পৃথিবী মনে করা সহজে যায় না। বৃষ্টি ও সূর্য্য; যাহারা সকলের উপকার সাধনে তৎপর এবং কি দরিদ্রের কুটীরে, কি ধনীর প্রাসাদে, সকল স্থানেই সমান রূপে প্রবেশ করে; ঋষিগণ তাহারদিগকে দেবতাত্মা জানিতেন। তাঁহারা যাগ যজ্ঞ করিতেন এই জন্য যাহাতে দেবতাদের উপকার হয় এবং পৃথিবীর অনিষ্ট নিবারণ হয়; তাঁহারদের আহুতিতে যেন দেবতারদের মঙ্গল, অসুরেরদের অমঙ্গল। দেবতারদের মঙ্গল-ভাবের কোন ত্রুটি নাই; কিন্তু অসুরেরাই তাঁহারদিগকে বিঘ্ন দেয়। অসুরেরা যখন প্রবল হয়, তখন দেবতারা দুর্ব্বল হয়েন; যেমন বৃত্রাসুর আর ইন্দ্র দেবতা; বৃত্র জয়ী হইলে অবৃষ্টি হয়। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের সংগ্রামেতেই যেন বজ্র বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; এই সংগ্রামে ইন্দ্র জয়ী হইলে পৃথিবী বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়

বে[illegible]ত এই তিন প্রকার দেবতা; আধ্যাত্মিক দেবতা, আধিভৌতিক দেবতা, আধিলৌকিক দেবতা। আমারদের আত্মার দেব-ভাব সুপ্রবৃত্তি, জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতি; এই অধ্যাত্মিক দেবতা। আধিভৌতিক দেবতা, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি; যাহারা সকলে মিলিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে। আধিলৌকিক দেবতা মনুষ্য হইতেও যে সকল শ্রেষ্ঠ জীব এই ভূর্লোক অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। বেদেতে দেবতা শব্দ যেখানে আছে, এই তিনের মধ্যে একটী না একটী ভাব তাহাতে অবশ্য আছে।

তলবকারোপনিষদের আখ্যায়িকাতে আছে, "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যোবিজিগ্যে"। ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয় দান করিলেন। ঈশ্বর দেবতারদেরই সহায়। যদিও এখানে দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়তই রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর পরিশেষে দেবতাদিগকেই জয়ী করেন। অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবন, বজ্রপাত [illegible] ম্প, এই সকল আধিভৌতি[illegible] এই যুদ্ধে অবশেষে আ[illegible] তারদেরই জয় হয়; কেন ... 'সেতুর্বিধরণ'— ভৌতিক রাজ্যে কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার উপক্রম হইলেই তাহা নিবারিত হয়। আবার অন্তরের দেবাসুর কুপ্রবৃত্তি, সুপ্রবৃত্তি; সাধু ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা; ইহার মধ্যে সাধু-ভাবেরই জয়। দেবতারদের পক্ষে ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি সকলের সাধু ইচ্ছা সম্পন্ন করেন—"সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়"। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের বিপরীতে গেলে কখনই আমারদের মঙ্গল নাই; আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া চলিলে তাহার জয় কখনই হয় না। যদিও বোধ হয় জয় কিন্তু বাস্তবিক পদে পদে পরাজয়; প্রথমে সে আপনার নিকটেই পরাজিত হয়। সংসারের নিকটেও তাহার পরাজয়; যেমন "অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি*।" "অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুদিগকে জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়।" সে যদি জয়ী হইতে পারে, তবে সে ঈশ্বরকেই জয় করিতে পারে; কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিকূলেই দণ্ডায়মান হইয়াছে। ধর্ম্মের সহায়, পবিত্রতার সহায়,

* ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক।

সাধুতার সহায় ঈশ্বর। দেবতাদের জয় হইল; কিন্তু দেবতারা মনে মনে অভিমান করিলেন যে আমারদেরই জয়, আমারদেরই মহিমা। ঈশ্বর মঙ্গলদাতা, ফলদাতা, সিদ্ধিদাতা, ইহা ভুলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, আপনার ক্ষমতা-বলে আমরা জয়ী হইয়াছি। আপনার ক্ষুদ্র শক্তির উপরেই তাঁহারদের গর্ব্ব হইল। আমরা মোহবিশিষ্ট হইয়া মনে করি যে আপনার ক্ষমতাতে সকলই করিতে পারি; আপনার বুদ্ধি-বলে পুণ্য-ফলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারি। দেবতারা যদিও শ্রেষ্ঠ জীব, তথাপি একেবারে পূর্ণ নহে [illegible] তাঁহারদেরও এই প্রকার মো[illegible] পকার জ্ঞানে মঙ্গলভাব [illegible] হয়, তাহাতে তাঁহারদের ত্রুটি [illegible] তাঁহারা মনে করিলেন আমারদেরই জয়, আমারদেরই মহিমা। যদি সেই জয়ের জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেন, তাঁহাকেই ধন্যবাদ দিতেন; তবে আমারদের মনের সঙ্গে কেমন মিল হইত! ভূমা আর অল্পেতে এত প্রভেদ। ঈশ্বর তাঁহারদের অজ্ঞান ও অভিমান নিরাকরণের নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে প্রকাশিত হইলেন। দেবতারা জানিতে পারিলেন না, ইনি কে? কেননা "সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" তিনি বেদ্য বস্তু সকলই জানেন, তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। এই সময়ে তাঁহারদের সকল অভিমান খর্ব্ব হইয়া গেল, তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না, ইনি কে?

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত গত ৪ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য ও উপাচার্য্যদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিহিত বিধানে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরে স্বীয় মানসিক যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে জগদীশ! তুমিই আমার সমুদয় আশা, সমুদয় ভরশা। তোমার প্রাপ্তির আশা শূন্য হইয়া জীবন যাপন করা কেবল ভার বহন করা মাত্র। এত দিবস তোমার স্বরূপ চিন্তনে নিযুক্ত না হইয়া মহা মোহে মুগ্ধ ছিলাম, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা দ্বারা আপন ভ্রম দেখিতে পাইয়াছি এবং ক্রমে যত তোমার সত্য পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই যথার্থ আনন্দ অনুভব করিতেছি। তোমার যে নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল জানিতে পারিয়াছি, তাহা নহে; তাহারই বা ক্ষমতা আমার কি আছে? কিন্তু তোমাকে যে অত্যল্প মাত্র জানিতেছি, তাহাতেই তোমাকে আরো জানিবার জন্য আমি তোমার প্রসাদে উৎসাহ ও সাহস পাইতেছি। অদ্য তোমার প্রসাদে সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম আমি অবলম্বন করিলাম; কিন্তু আমার কি ক্ষমতা যে তোমার সাহায্য ব্যতীত সেই ধর্ম্মানুযায়ি সমুদয় কার্য্য করিতে পারি। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া এই পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, হে করুণাময় পিতঃ! আমাকে এ প্রকার বল দেও যে তৎ সমস্ত প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই। আমাকে এ প্রকার মতি ও ক্ষমতা দেও যে লোক-ভয়ে এবং বিষয় সুখ-ত্যাগ-ভয়ে যেন তোমার আদেশ মত কার্য্য করিতে কোন অংশে ভীত না হই। এক এক বার তোমার বিষয় চিন্তা করিয়া যে প্রকার বল পাই, সেই বল যেন ক্ষণ স্থায়ি না হইয়া আমার প্রাণের প্রাণ হয়। তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন উদ্দেশে যেন কোন বিষয় বিসর্জ্জন করিতে শঙ্কিত না হই। হা! কত দিনে আমার সেই দিন আসিবে, যে দিন হইতে "তুমিই আমার সর্ব্বস্ব হইবে" কেবল মুখেই তোমার কথা কহিব এমত নহে, কিন্তু অন্তরেও তোমার ভাব সর্ব্বদা অনুভব করিব। যে [illegible]ন হইতে সকল কার্য্যই তোমার প্রতি দৃষ্টি [illegible]য়া করিতে পারিব, তখন ধর্ম্ম-কার্য্য করা কঠোর না হইয়া পরম আহ্লাদকর হইয়া উঠিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার উপরে নির্ভর করিলে আমার কিছু মাত্র আশঙ্কা থাকে না; যে আশঙ্কা সে আমার আপনার নিকট হইতেই। হে মঙ্গলময়! আমার এই

সকল ভয় দূর কর। সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব যখন ভাবিয়া দেখি, তখন কি প্রকারে সকলে যে যথার্থ পথ দেখিতে পাইবে, তাহার আর ঠিক পাই না। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপে কত প্রকার কল্পিত বিকার আরোপণ করিয়াছে, তাহার আর সীমা নাই। পবিত্র মনে তোমার আলোচনা না করিলে সেই সকল ভ্রম দূর হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম তখন সেই ধর্ম্মাবলম্বিদের ইহা কর্ত্তব্য হইয়াছে, যে সত্য প্রচার পূর্ব্বক তাঁহারা মানব জাতির অশেষ উপকার সাধন করেন। আমিও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই গুরুতর ভার আমার উপর লইয়াছি; কিন্তু তোমার সহায় না পাইলে সেই ভারের মত কার্য্য করিবার আমার কি সাধ্য আছে? হে দয়াময়! অকপট হৃদয়ে তোমার নিকট সেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাকে তাহা প্রদান কর। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, তুমি অতি মহান্; তোমার সহায়তা না পাইলে তোমার কার্য্য আমি কি রূপে সম্পন্ন করিতে পারিব। চিরকালই তোমার সন্তান; অদ্য ব্রাহ্ম হইয়া বিশেষ করিয়া আমি আপনাকে তোমার সত্য-ব্রতে ব্রতী করিলাম; এক্ষণে বিশেষ ভাবের সাধন জন্য তোমারই উপর নির্ভর করিতেছি

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞা

বায়ু বিজ্ঞান।

পৃথিবী প[illegible]রবেষ্টিত বায়ু-রাশির ভার আবিস্কৃত হওয়া[illegible] বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে কত দূর উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহার সীমা করা যায় না। পৃথিবীতে সচরাচর পদার্থ-শূন্য স্থান প্রায় দৃষ্ট হয় না, যত স্থান দেখা যায় প্রায় সকলই কোন না কোন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। কোন পদার্থকে স্থানান্তর করিলে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে বিস্তৃত হইয়া সেই পরিত্যক্ত স্থান পরিপূর্ণ করে। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বতম পণ্ডিতেরা বোধ করিয়াছিলেন যে, "প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না *।" অর্থাৎ আকাশ † কখনই পদার্থাপরিভুক্ত থাকিতে পারে না, ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। যদি একটী নলের এক অন্ত জলে নিমগ্ন করত অপর অন্তে ওষ্ঠ দ্বয় নিবেশিত করিয়া সেই নলাভ্যন্তরস্থ বায়ু আচূষণ করা যায় তাহা হইলে যতই সেই নলস্থ বায়ু আচূষিত হইতে থাকে ততই তাহার ভিতর জল উত্থিত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহার কারণ এই রূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না এ জন্য নলাভ্যন্তরস্থ আকাশ বায়ুশূন্য হইলে জল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতি শূন্যের উপর বিরক্ত ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া প্রায় দুই সহস্র বৎসর মান্য [illegible] যখন ফ্লোরেন্স নগরে ৩২ বত্রিশ [illegible] উচ্চ একটী জলোত্তোলক যন্ত্রে [illegible] গয়া দৃষ্ট হইল যে চাপদণ্ড [illegible] লের ৩২ বত্রিশ পাদ উচ্চ পর্য্যন্ত [illegible] উঠে—তদপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে আর জল উঠে না। তখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, কেন জল ৩২ বত্রিশ পাদাপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় না? সুবিখ্যাত গ্যালিলীয় নামক Gallilio পণ্ডিত তৎকালে সেই ফ্লোরেন্স নগরে ছিলেন। তিনি ইহার যথার্থ কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া এই মাত্র সিদ্ধান্ত করেন প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না শুদ্ধ ৩২ পাদ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই নিয়মের সীমা অর্থাৎ আকাশ কখনই পদার্থ-শূন্য থাকিতে পারে না এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধিকার অধিক দূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত নহে শুদ্ধ ৩২ পাদ পর্য্যন্ত মাত্র ¶।

গ্যালিলীয়ের মৃত্যুর পর তাহার প্রসিদ্ধ শিষ্য টরিশেলী (Torricelli) ইহার যথার্থ কারণ অবধারণার্থ মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে অনুমান করিলেন, যে কারণে জলোত্তোলক যন্ত্রে জল উপস্তম্ভিত থাকে সে কারণ যাহাই হউক না কেন তাহার শক্তি অবশ্যই সেই উপস্তম্ভিত জল স্তম্ভের ভারের সমান হইবেক, এবং জলের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা গুরুতর দ্রব পদার্থ ঐ রূপে উত্তোলন করিতে গেলে সুতরাং সেই শক্তি জলের যত উচ্চ স্তম্ভ ধারণ করিতে পারে, তাহা

* Nature abhors vacuum. † Space.

‡ Pump.

¶ বায়ুরাশির চাপে প্রায় ৩৪ পাদ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জল উঠে ফ্লোরেন্স নগরীর জলোত্তোলক যন্ত্রে জল যে ৩২ পাদ অপেক্ষা অধিক ঊর্দ্ধে উঠে নাই বোধ হয় সেই জল ঘোলা হওয়াতে অন্যান্য পরিষ্কার জলাপেক্ষা ভারি হইয়াছিল বরং সেই সময়ে বায়ুরাশির ভারও অধিক থাকিতে পারে।

কখনই তত উচ্চ স্তম্ভ ধারণ করিতে পারিবেক না। যে পরিমাণে সেই দ্রব পদার্থ জল অপেক্ষা গুরু, সেই পরিমাণে তাহার উচ্চতা অল্প হইবেক। আর কোন গুরুতর দ্রব পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেও অনেক সুবিধা, যেহেতু তদবলম্বিত স্তম্ভ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পোচ্চ হইবেক। পারদ তাহার সমায়তন জল অপেক্ষা ১৩½ গুণ ভারি, এজন্য পূর্ব্বোক্ত শক্তি, যদি ৩৪ পাদ উচ্চ জল স্তম্ভ ধারণ করিতে পারে, তবে সেই শক্তি, তদপেক্ষা ১৩½ ভাগের এক ভাগ মাত্র অর্থাৎ প্রায় ৩০ ইঞ্চ উচ্চ পারদ স্তম্ভ ধারণ করিবেক। এরূপ অনুমান করিয়া ১৬৪৩ খৃষ্ট অব্দে উক্ত টরি .নিম্ন লিখিত পরীক্ষা করেন ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হ. অপেক্ষা কিঞ্চিৎ

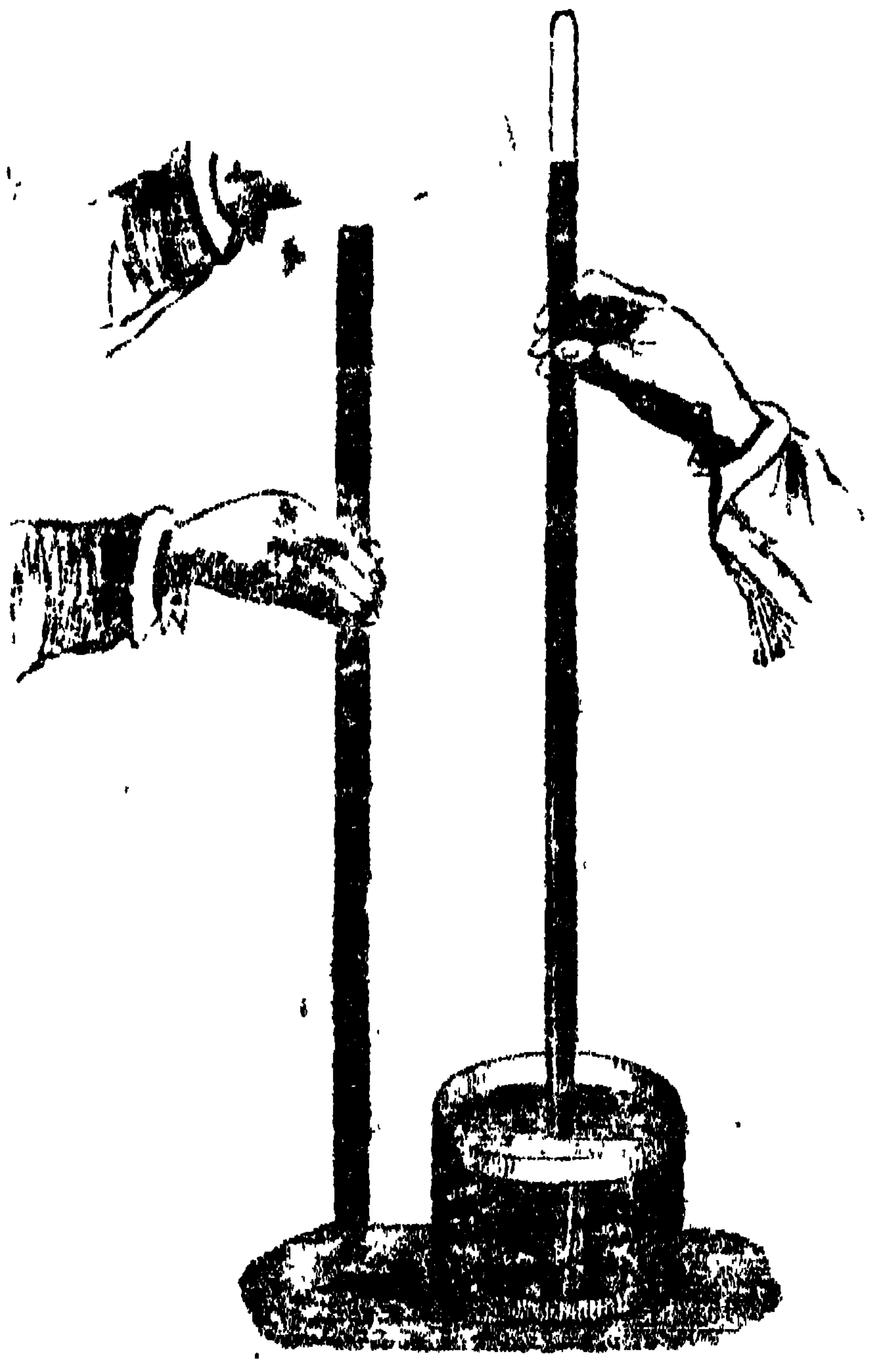

অধিক লম্বা এবং এক অন্ত রুদ্ধ ও এক অন্ত খোলা একটী কাচ নির্ম্মিত সরু নল লইয়া তাহাকে পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। পরে সেই নলাভ্যন্তরস্থ পারদ বহির্গত হইতে না পারে এজন্য খোলা অন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ করত সেই নলটী বিপর্য্যস্ত করিয়া একটী পারদ পূর্ণ পাত্রে তাহার সেই অঙ্গুষ্ঠ বদ্ধ অন্ত নিমগ্ন করিলেন। অনন্তর অঙ্গুলী অপনীত করিয়া দেখিলেন যে, নলস্থ পারদ স্তম্ভ কিছু নামিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সমস্ত একেবারেই মূলস্থ পাত্রে পড়িয়া যায় নাই, সেই পাত্রস্থ পারার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রায় ৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ রহিয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া টরিশেলী একেবারে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন, যেহেতু তিনি যাহা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলেন তাহা এই পরীক্ষাতে স্পষ্ট রূপ সপ্রমাণ হইল। গালিলীয় পূর্ব্বে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন (প্রকৃতি শূন্যকে দেখিতে পারে না এই নিয়মের সীমা ৩২ পাদ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত) তাহা যে, অমূলক ও নিতান্ত অসঙ্গত এক্ষণে তাহা স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইল, যে হেতু এই পরীক্ষায় ৩০ ইঞ্চ স্থানের উপরেই শূন্যের অধিকার আসিল। অবশেষে এই পরীক্ষার অনতিবিলম্বেই টরিশেলী সাহেব ইহার যথার্থ কারণ বুঝিতে পারিলেন।

বায়ু-রাশির সহিত পাত্রস্থ পারদের সংস্পর্শ থাকাতে সেই বায়ু-রাশির ভার পাত্রস্থ পারদের উপরি পড়ে। তদ্দ্বারা নলাভ্যন্তরস্থ পারদ স্তম্ভ উপস্তম্ভিত থাকে। কিন্তু নলাভ্যন্তরস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ বায়ু-রাশির সহিত সংস্পর্শ না থাকাতে তদ্ভারে আক্রান্ত হয় না, এজন্য সেই নলস্থ স্তম্ভ বায়ু-রাশির চাপে ঊর্দ্ধ ভাগেই নিপীড়িত হয় এবং সেই সময়ে অন্য কোন শক্তি দ্বারা অধোভাগে নিপীড়িত হইতে পারে না সুতরাং নলস্থিত পারদস্তম্ভের ভার, বায়ু রাশির ভারের সহিত সমসংস্থানে থাকে *। কিন্তু সেই নলের ঊর্দ্ধান্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা তদন্তে যদি কোন আরন্ধ্রক অর্থাৎ ছিপী থাকে তাহা খুলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্তম্ভ পড়িয়া যায়, ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা আরও অধিক দ্রঢ়ীভূত হয় ¶ নলাভ্যন্তরস্থ পারদ স্তম্ভ পাত্রস্থিত পারদের উপরিস্থ বায়ু রাশির ভারের সহিত সমসংস্থানে রহিয়াছে, সেই স্তম্ভোপরি বায়ু রাশির চাপ পড়িলে আর এমত কোন শক্তি নাই যে, সেই স্তম্ভকে ধারণ করিতে পারে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ মূলস্থিত পাত্রে পড়িয়া যায়।

টরিশেলী সাহেবের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা দ্বারা তাৎকালিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। বহুকাল প্রচলিত বদ্ধ-মূল মতের বিপরীত অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়ার ন্যায় এই আবিষ্ক্রিয়া প্রথমে তখনকার অধিকাংশ পণ্ডিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ও অসামান্য ধীমান Pascal পাসকেল নামক পণ্ডিত টরিশেলী সাহেবের ব্যাখ্যা যুক্তিস ত বুঝিতে পারিয়া নিজে এক প্রকার পরীক্ষায় . ক হইলেন।

---

* অর্থাৎ পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চ . নের উপরি যে বায়ুরাশি আছে তাহার ভার এবং সেই পারদ পৃষ্ঠদেশের প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানোপরি যে পারদ স্তম্ভ তাহার ভার উভয়ই সমান।

¶ এই নিয়মানুসারে পিচকারির চাপদণ্ড উত্তোলন করিলে তন্মধ্যে জল উঠে এবং সেই চাপদণ্ড খুলিয়া লইলে তৎক্ষণাৎ সেই জল পড়িয়া যায়।

তিনি কহিলেন যে "যে বায়ু রাশির মধ্যে আমরা বাস করি তাহার ভার যদি যথার্থই টরিশেলীর নলের পারদস্তম্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে সেই নলকে বায়ু রাশির ঊর্দ্ধ ভাগে লইয়া গেলে সেই নল বায়ু-রাশি অতিক্রম করিয়া যত উপরে উঠিবে, পারদ স্তম্ভ তত নিম্নে পড়িবে; কেন না সেই স্তম্ভের আশ্রয় যে বায়ু ভার তাহা সেই উচ্চ স্থানে অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে" অনন্তর পাস্‌কেল সাহেব এই বিষয় পরীক্ষার্থ টরিশেলীর নলকে আভরণ্‌* প্রদেশস্থ পাইডিডোম † নামক পর্ব্বতের শিখর দেশে লইয়া যাইয়া দেখিলেন যে ঐ নল যত ঊর্দ্ধগত হয়, পারদস্তম্ভ ততই নিম্নস্থ হইতে লাগিল। পারিশ্‌ নগরের একটী অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি এ বিষয় পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ সপ্রমাণ হইলে পর টরিশেলী সাহেবের আবিষ্ক্রিয়ার উপর সকল সন্দেহই এক বারে অপনোদিত হইল। তখন সকলে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আশোষণ শক্তি দ্বারা বা প্রকৃতি শূন্যকে থাকিতে দেয় না বলিয়া নলে পারদ, ও জলোত্তোলক যন্ত্রে জল, উত্তম্ভিত থাকে না, পাত্রস্থ পারদের উপরে ও যে কূপ হইতে জলোত্তোলিত হয় তাহার উপরে বায়ু রাশির ভার দ্বারা উত্তম্ভিত থাকে। পরন্তু জল পারদাপেক্ষা ১৩½ অংশে লঘু এ জন্য পারদ স্তম্ভ অপেক্ষা জলস্তম্ভ ১৩½ গুণ অধিক উচ্চ (প্রায় ৩৪ পাদ) না হইলে বায়ু রাশির ভারের সহিত সমান হয় না।

তরল পদার্থের এক অংশ নিপীড়িত হইলে, তাহার সমস্ত অংশ সমান রূপে নিপীড়িত হয়, এ জন্য নলের ছিদ্র যত বড় হউক না কেন তদন্তর্গত স্তম্ভের উচ্চতা এক সমানই থাকে কিছু মাত্র তারতম্য হয় না। যথা নলস্থ ছিদ্রের মার্গ (Section) এক, দুই বা চারি বর্গইঞ্চ হউক, তদন্তর্গত পারদস্তম্ভ ৩০ ইঞ্চ উচ্চ না হইলে বায়ু রাশির ভারের সহিত সমান হয় না। পারদস্তম্ভের অধোভাগ যত বর্গইঞ্চ হয়, সেই স্তম্ভ পা[illegible] পারদের তত বর্গইঞ্চ স্থানোপরির বায়ু স্ত[illegible] তৌল করে। যদি পারদস্তম্ভের অধোভাগ [illegible] বর্গ ইঞ্চ হয়, তাহা হইলে সমীকৃত বায়ু[illegible] অধোভাগও এক বর্গ ইঞ্চ হইবেক তৎপরিবর্ত্তে পারদস্তম্ভের তল যদি অর্দ্ধ [illegible] ইঞ্চ হয়, তবে সেই সমীকৃত বায়ু স্তম্ভের তলও অর্দ্ধ বর্গ ইঞ্চ হইবেক।‡

টরিশেলী প্রণীত পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র দ্বারা বায়ু রাশির চাপের সূক্ষ্ম পরিমাণ করিতে হইলে অনেক প্রকার উপপাদন আবশ্যক। বায়ু রাশির ভার অধিক হইলে নলস্থ পারদস্তম্ভ উন্নত, ও অল্প হইলে সেই স্তম্ভ নিম্ন হয়। এ জন্য বায়ু রাশির ভার পরিমাণার্থ পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নলস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ যত উচ্চ তাহা পরিমাণ করিতে হয়। কিন্তু যদি পাত্রস্থ পারদের সমতল স্থির Fixed Level না থাকে, তবে শুদ্ধ এই রূপ পারদস্তম্ভের উচ্চতা পরিমাণ দ্বারা বায়ু রাশির ভারের ঠিক পরিমাণ হয় না, নলস্থ পারদ স্তম্ভ উন্নত [illegible] পারদের পৃষ্ঠদেশ নামিয়া যা[illegible] ত্রস্থ পারদের কিয়দংশ [illegible] করে। এবং নলস্থ পারদ [illegible] পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ উ[illegible] নলাভ্যন্তর হইতে যে পারদ বাহ[illegible] হয় তাহা পাত্রস্থ পারদের সহিত সংমিলিত হয়। যদি নলের ছিদ্রাপেক্ষা পাত্রস্থ পারদ পৃষ্ঠ দেশের পরিমিতি অনেকাংশে অধিক হয়, এবং যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ আবশ্যক না হয় তাহা হইলে নলস্থ পারদস্তম্ভ উন্নত বা নিম্নস্থ হওয়াতে পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ যে অল্প নিম্নস্থ বা উন্নত হয় তাহার সংশোধন অনাবশ্যক। কিন্তু যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ আবশ্যক হয় যাহা বিজ্ঞান-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পরীক্ষার্থ ব্যবহার্য্য বায়ু চাপমান যন্ত্রে প্রয়োজন, তাহা হইলে পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠদেশ স্থির রাখিবার উপায় করা বা সেই পৃষ্ঠদেশের পরিবর্ত্ত পরিমাণ করা কর্ত্তব্য।

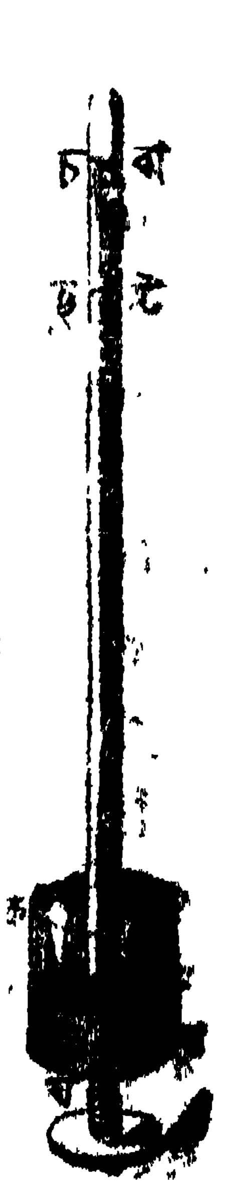

এই স্থলে একটী বায়ু চাপমান যন্ত্রের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, যাহার ক, খ, চিহ্নিত পাত্রে একটী গ, চিহ্নিত প্রদর্শক (Index) সংযুক্ত সেই প্রদর্শকের অগ্রভাগ পাত্রস্থ পারদের ঠিক পৃষ্ঠদেশের উপরি সংলগ্ন থাকে উক্ত পাত্রের অধোভাগ সংযুক্ত ঘ, চিহ্নিত একটী স্ক্রু ঘুরাইয়া পাত্রের তলভাগ উন্নত বা নিম্নস্থ করা যায় সুতরাং পাত্রস্থ পারদের পৃষ্ঠ উন্নত হইলে তাহাকে অবনত বা অবনত হইলে তাহাকে উন্নত করিয়া অনায়াসে সেই প্রদর্শকের অগ্রভাগের সহিত

* Auvergne † Puy-de-dome.

‡ যে সকল নল সচরাচর ব্যবহার হয়, প্রায় তাহারদিগের ছিদ্র গোল তাহাকে বর্গ ইঞ্চিতে আনীত হইলে সেই ছিদ্রের অর্দ্ধ ব্যাসকে বর্গ করিয়া ৩.১৪১৬

পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন করা যাইতে পারে। পৃষ্ঠদেশের প চিহ্নিত প্রকর্ণকের অগ্র ভাগ হইতে পারদস্তম্ভ যত উচ্চনীচ হয় তাহার পরিমাণোপযোগী চ, ছ চিহ্নিত একটী মানফলক রহিয়াছে।

বায়ু চাপমান যন্ত্র নিমিত্ত যে পারদ ব্যবহার হয় তাহা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ হওয়া উচিত যেহেতু তাহাতে অন্য কোন বস্তু মিশ্রিত থাকিলে সেই বস্তুর গুরুত্ব ও পরিমাণ অনুসারে, নির্দ্দিষ্ট উচ্চ পারদস্তম্ভের গুরুত্বের তারতম্য হয়। ৩০ ইঞ্চ উচ্চ পরিশুদ্ধ পারদস্তম্ভ যত ভারি, পারদাপেক্ষা গুরুতর কোন বস্তু তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিলে সেই স্তম্ভ তদপেক্ষা অধিক ভারি হয় এবং যদি পারদা[illegible] মিশ্রিত থাকে, তাহা হইতে [illegible] পক্ষাকৃত অল্প হয়। [illegible] কোন কঠিন পদার্থ মিশ্রি[illegible] বন ছাগ চর্ম্ম দ্বারা (chamo[illegible] থাকিলে সেই পারদ নির্মল হয়। বন [illegible] চর্ম্মের মধ্য দিয়া পারদের পরমাণু অনায়াসে নির্গত হয়, কঠিন পদার্থের পরমাণু নির্গত হয় না।

জলের ন্যায় পারদের সহিতও সচরাচর বায়ু ও অন্যান্য তরল পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে, বায়ু চাপমান যন্ত্রের নিমিত্ত সেই অপরিশুদ্ধ পারদ ব্যবহার করিলে সেই মিশ্রিত বায়ু ও বাষ্প বায়ু রাশির চাপ হইতে বিযুক্ত হওয়াতে পৃথক ভূত হইয়া নলের ঝ, চিহ্নিত উপরিস্থ শূন্য-স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, সুতরাং সেই বায়ুর স্থিতি স্থাপকতা শক্তিও তার দ্বারা বায়ু রাশির ভারে ঊর্দ্ধ ভাগে নিপীড়িত পারদস্তম্ভ অধাভাগে অল্প বা অধিক নিপীড়িত হইবেক। পরন্তু এতদ্ব্যতীত, পারদ পরিপূর্ণ করিবার পূর্ব্বে নলের অভ্যন্তর প্রদেশ নানা প্রকার মলে (impurities) পরিবেষ্টিত থাকিতে পারে। সমুন্দন (moisture) ও বায়ুর পরমাণু সকল সচরাচর নলের অভ্যন্তর প্রদেশে সংযুক্ত থাকে, যদি পারদ পরিশুদ্ধও হয় তথাপি বায়ু রাশির চাপ শূন্য হইলে সেই সমুন্দন ও বায়ু নলের উপরিস্থ শূন্য স্থানে উত্থিত হইয়া পারদস্তম্ভকে অধোভাগে নিপীড়ন করে এ জন্য নলে ঢালিবার পূর্ব্বে পারদকে উত্তম রূপে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে যদি বায়ু তে বা কোন দ্রব পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহা বিনির্গত হয়। এবং নলকেও উত্তম রূপে সুরা প্রদীপে (spirit Lamp) উষ্ণ করিবেক তদ্দ্বারা তদভ্যন্তর প্রদেশ সংলগ্ন সমুন্দন ও বায়ু বিনির্গত হয় অবশেষে পারদকে নলে ঢালিয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধ করিয়া লইবেক।

কিন্তু যদি পারদ অতি নির্মলও হয় এবং পারদস্তম্ভের ঠিক উচ্চতা জানিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় আবশ্যক তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় না হয়, তথাপি দুইটী সমান সুনির্ম্মিত বায়ু চাপমান যন্ত্র, শীতোষ্ণতার তারতম্যে তাহারদিগের অভিজ্ঞানেরও (Indication) বিভিন্নতা হয়। অন্যান্য তরলপদার্থের ন্যায় পারদেরও শীতোষ্ণতার পরিবর্ত্ত হইলে, ঘনত্ব ও গুরুত্বের পরিবর্ত্ত হয়। এইহেতু দুইটী সমোত্তম রূপে নির্ম্মিত বায়ু চাপমান যন্ত্র যদি পরস্পর দূরবর্ত্তি এ রূপ বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হয় যাহারদিগের উষ্ণতা এক রূপ নহে তাহা হইলে সমান বায়ু রাশির চাপে, অল্পোষ্ণ প্রদেশ স্থিত বায়ু চাপমান যন্ত্রের অপেক্ষা, অধিক উষ্ণ প্রদেশস্থ বায়ু চাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভ অধিক উচ্চ হয়। এ জন্য শুদ্ধ পারদস্তম্ভের উচ্চতা পরিমাণ দ্বারা বায়ু রাশির ঠিক চাপ জানা যায় না; উষ্ণতার তারতম্যানুসারে পারদের, গুরুত্বের যে তারতম্য হয় তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়ম মতে সংশোধন করিয়া লইলে ঠিক চাপ জানা যায়।

পারদের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, এ জন্য বায়ু চাপের অত্যল্প বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে পারদস্তম্ভ এত অল্প উন্নত বা নিম্নস্থ হয়, যে তাহা সহ[illegible] অনুভূত হয় না কিন্তু পারদের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা লঘুতর তরল পদার্থ ব্যবহার করিলে বায়ু চাপের অত্যল্প পরিবর্ত্ত অপেক্ষা কৃত উত্তম রূপে (সহজে) জানা যাইতে পারে। যথা পারদাপেক্ষা জল ১৩২ অংশে লঘু এ জন্য পারদাপেক্ষা জলস্তম্ভ ১৩২ গুণ অধিক উচ্চ (প্রায় ৩৪ পাদ) হয় সুতরাং বায়ু চাপ যে পরিমাণে অধিক বা অল্প হইলে পারদস্তম্ভ ১/১০ এক ইঞ্চের এক দশমাংশ উন্নত বা নিম্ন হয় তদ্দ্বারা জলস্তম্ভের ১৩ ইঞ্চ উন্নত বা নিম্নস্থ হইবেক। পারদের পরিবর্ত্তে বায়ু চাপমান যন্ত্রের নিমিত্ত জল বা লঘুতর তরল পদার্থ ব্যবহার করিবার অনেক প্রকার প্রতিবন্ধক আ[illegible] সেই যন্ত্রের অতিশয় উচ্চতা প্রযুক্ত শুদ্ধ যে [illegible]ন হইতে অন্য স্থানে চালনা করা দুরূহ এমত ন[illegible] উক্ত তরল পদার্থ সকল হইতে বাষ্প উত্থিত হ[illegible] নলের উপরিস্থ শূন্য স্থান আশ্রয় করে সুতরাং সেই বাষ্পের গুরুত্ব ও স্থিতি স্থাপকতা শক্তি নলস্থ স্তম্ভকে বায়ু রাশির চাপের প্রতিকূলে নিপীড়ন করে। এই জন্য বায়ু চাপমান যন্ত্রের

ছিদ্রা পূরণ করিবেক।—যথা নলের ছিদ্রের ব্যাস ৩ ইঞ্চ, ব্যাসার্দ্ধ ৩ × ৩=৯ × ৩.১৪১৫৯=২৮.২৭৪৩১ বর্গ ইঞ্চ।

নিমিত্ত অন্যান্য লঘুতর তরল পদার্থের পরিবর্তে শুদ্ধ পারদ ব্যবহার হয়।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতক গুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকট আবেদন করিলে তাঁহারদের জন্য আগামি পৌষমাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। তাঁহারদের নিকট যে নিদর্শন-পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহারদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য

নিয়ম।

১ নিয়ম—যে ব্রাহ্ম প্রতি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার অভিলাষ করেন, তিনি উপাচার্য্যকে জানাইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তিনি তাহার নিদর্শন-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

২ নিয়ম—যে ব্রাহ্মের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, তিনি যদি নিয়মিত রূপে আগমন না করেন; তাহা হইলে তাঁহার আসন আর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না এবং উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিদর্শন-পত্র প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক।

৩ নিয়ম— যাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকা হেতু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সমাজে আসিতে না পারেন; তবে উপাচার্য্যকে পূর্ব্বে তাহার সংবাদ করিবেন।

৪ নিয়ম—উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে ব্রাহ্মেরা আসিয়া উপবেশন করিবেন; উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে তাঁহাদের অপেক্ষায় আসন শূন্য রাখা যাইবে না।

৫ নিয়ম—আগামি পৌষমাস অবধি এই নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের শ্রাবণ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ মিত্র	৫
" শ্যামাচরণ সেন	২
" গৌরগোপাল বসাক........	২
" অভয়াচরণ গুপ্ত	১
" প্রতাপচন্দ্র রায়	১
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়..	১
" কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়.. ..	১
" ভীমলাল সেন ..	
" কিশোরীনাথ	
	॥০

মাসিক

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ	১২
" গোপীমোহন ঘোষ	১২
" কালীকুমার দে	৬
" শ্রীনাথ ঘোষ	৪
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর..	৩
" কলুটোলাস্থ সেন পরিবার	২
" উমাচরণ মিত্র	২
	৪১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত	৮
" রাজনারায়ণ ধর ও ঠাকুরদাস সেন	৫
" যাদবচন্দ্র দত্ত	১
	১৪

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সিংহ	৮
" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ.. ..	১
	৯
দানাধারে প্রাপ্ত	২৬৸৫
	৮১।৵৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১৫ আশ্বিন শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ
২০৭ সংখ্যা।
কার্ত্তিক ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প		পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএক ... সীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
মদগ্রা ... সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি
স্মন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

১১ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ

মৃত্যু তোমারদিগকে ব্যথা না দিউক, এই হেতু সেই অমৃত পুরুষকে আশ্রয় কর। সংসারে যত প্রকার বিপদ্ আছে, সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ্ মৃত্যু। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যার জন্ম, তারই মৃত্যু; যার বৃদ্ধি,তারই ক্ষয়। এখানকার চঞ্চল অনিত্য বিষয়-সকল, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির ঘটনা-সকল, মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়া দেয়। এই মৃত্যু-ভয়, এই মৃত্যু-পীড়া হইতে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; কিন্তু সেই অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু-ভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যু-ভয়, সংসার পারে সেই অমৃত ধাম। এখানে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হই; আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য! আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া অমৃতকে জানিতেছি! অতি ক্ষুদ্র হইয়া সেই রাজ-রাজ দেব-দেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছি। এই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতেছি। এখানে কত পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, জলচর খেচর, কত প্রকার জীব আছে, তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পাতাকে জানিতে পারে না; তাহারা তাঁহার প্রসাদে সুখে সঞ্চরণ করিতেছে, অথচ তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু না জানিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার যে তিনি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছেন। মনুষ্যই মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া সেই অমৃতকে প্রাপ্ত হইতেছেন। এই ভয়ানক স্থানে থাকিয়া সেই অভয় পদকে আশ্রয় করিতেছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতেছেন। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে নি[র্ভ]য় হইতেছেন। তাঁহার প্রতি নির্ভর করি[য়া] আমাদের নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, [তা]হা হইলে আমাদের আত্মার আনন্দ-ভাব অ[ক্ষ]ত কিছুতেই যায় না। আমাদের শরীর মন [ন]ষ্ট হইতে পারে; আমরা বিপদেই আক্রান্ত হই আর রোগেই বা কাতর হই, তথাপি সেই আত্মার আনন্দ কিছুতেই অবসন্ন হয় না। সেই অমৃত নিকেতনকে আশ্রয়

করিলে এমন যে ভয়ানক মৃত্যু, সেও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না।

অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা সকল ভোগ সকল সুখ পাইয়াছি; ক্ষণ কালের নিমিত্তে যিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন; তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি। একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এত দিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোনস্যাৎ।" কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া [illegible]বধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি; অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার আশা করিতেছি; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন; তিনি এ প্রকার অনুগ্রহ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত না হই। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। যিনি আমাদের সুখের জন্য, শিক্ষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ব্যস্ত রহিয়াছেন; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? এই কি মনুষ্যে[illegible] কার্য্য? তাঁহাকে কেনই বা ত্যাগ ক[illegible]? তাহাতে কি আমাদের মঙ্গল হই[illegible] এখানে আমাদের কি কোন যাতনা [illegible] সংসারে কি কোন বিঘ্ন নাই; আ[illegible]দের শরীর কি ক্লিষ্ট হইতেছে না, মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি? এখানে কি কোন ভয় নাই যে সেই অভয় পদকে আশ্রয় করিতে হইবে না? এখানে কি পাপ-তাপ নাই যে সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হইবে না? এখানে দীপ্ত-শিরা হইলে তিনি ব্যতীত আর কে আমাদিগকে শীতল করিবে? এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে আর কে আমারদিগকে অভয় দান করিবে? কেবল এক মোহ আসিয়া আমারদিগকে তাঁহা হইতে দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কি আমাদের মঙ্গল হয়? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের ধর্ম্ম-কার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—আমাদের সুখে [illegible] কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। এখা[illegible]দেশ শ্রবণ করিতেছে [illegible]বল শ্রবণ করিয়াই চা[illegible]নে আসাই বৃথা। যদি [illegible]রিয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান, তবে তাঁহাদের আর কি হইল? তাঁহাদের হৃদয় যদি উন্নত না হয়; ঈশ্বরানুরাগ প্রজ্বলিত না হয়; বিষয় কার্য্যের সময় তাঁহাকে মনে না থাকে; তবে এত ক্লেশ করিয়া এখানে আসিবার আবশ্যক কি? তাঁহারা কি এখানে কেবল পাঠ ও শ্রবণের জন্যই আসিয়াছেন? ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য নহে? যদি সুখের সময় তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্ন দাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন? সেই পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে? ধর্ম্মাবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিবে? সেই মঙ্গল নিকেতনকে ত্যাগ করিয়া কি রূপে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে? অদ্য হইতেই তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কর, অদ্যই তোমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই? প্রাণ ধন, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা হইতে সকলই পাইয়াছি, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি উপদেশ সাপেক্ষ। আজন্ম যাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, অনন্ত-কাল যাহার আশ্রয়ে থাকিব, তাঁহার উপাসনাতে কি শিক্ষা চাই? পাপে তাপিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে

কি মনের মালিন্য দূর করিবে না? সেই গুরুর গুরু পিতার পিতাকে কি আরাধনা করিবে না? ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিবার জন্য কি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে না? স্বভাবকে বিকৃত না করিলে আর তাঁহার উপাসনাতে অশ্রদ্ধা জন্মেনা। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। কেবল শ্রবণ করিলে কোন ফল নাই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে এ দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে ঈশ্বরের [illegible]—যে পরিবারের মধ্যে তাঁহা[illegible] কারণ হয় না—যে হৃদ[illegible]সন নাই; সেই শূন্য[illegible]রিবার, সেই শূন্য হৃদয় [illegible]দের আলয়। অদ্য হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় কর, তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। তোমাদের শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমরা জ্ঞান দ্বারা অনেক বুঝিয়াছ: তবে জ্ঞান ও কার্য্যে, বিশ্বাস ও আচরণে কেন না মিলিত কর? তোমরা অদ্য হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর; তাহার ফল অচিরাৎ পাইবে। তাঁহার প্রসাদে জীবনের সমুদয় সুখ-ভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় তাঁহাকে আশ্রয় কর; মাতৃ ক্রোড়ে যাইয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয়, সেই প্রকার ভয় শূন্য হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রু-পাত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগত-বৎসল, তিনি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁহার আরাধনা কর। যাঁহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারা আপনাকে পবিত্র করুন; ঈশ্বরের নিকটে মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ন করুন, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিবেন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; এই বাক্যের অর্থ তাঁহাদের হৃদয়গত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ঈশ্বরের সহিত সহবাস।

ঈশ্বরে মনুষ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ। ঈশ্বর ফল-দাতা, মনুষ্য ফল-ভোক্তা; ঈশ্বর নিয়ত দান করিতেছেন, মনুষ্য গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য পরিমিত আশ্রিত জীব। তিনি আপনা আপনি এখানে আসেন নাই; আপনা আপনি থাকিতেও পারেন না। তিনি আপনা হইতেই জীবনও পান নাই, জীবন রক্ষার উপায়-সকলও পান নাই। তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি এক অনন্ত মূল শক্তি হইতেই পাইয়াছেন। ঈশ্বর দান করিতেছেন, মনুষ্য গ্রহণ করিতেছেন। পরিমিত বস্তুকে অনন্ত স্বরূপের আশ্রিত ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না, এই উভয়ের সঙ্গে যোগ থাকিবেই থাকিবে। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, দান করিতেছেন—মনুষ্য সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছেন।

আপনাকে দেখ, তুমি আপনাকে পরিমিত আশ্রিত ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিবে না; তুমি জীবনের জন্য এক জনের উপর নির্ভর করিতেছ, জীবন রক্ষার জন্য এক জনের উপর নির্ভর করিতেছ। তুমি আপনার পরিমিত ভাব হইতেই সেই অপরিমিতকে জানিতেছ। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সমুদয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনিই তোমার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তোমার মন, তোমার আত্মা; তোমার জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রীতি, ইচ্ছা: সকলই সৃজন করিয়াছেন—প্রত্যেকের কার্য্য স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেকের লক্ষ্যও বিভিন্ন করিয়া[illegible]ন। তুমি আপনাকে জানিয়াই ঈ[illegible]ক—অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতেছ।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টির স[illegible]ঙ্গই আছেন। নির্ম্মাতা তাহার রচনার মধ্যে ন[illegible] কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ রূপে আছেন —তিনি আকাশে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি প্রকৃতির প্রাণ-রূপে রহিয়াছেন। সেই অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত

পরিমিত কোন বস্তুই থাকিতে পারে না, তাঁহার সঙ্গে যোগ ভিন্ন কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি সকলেতেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এবং সকল হইতে স্বতন্ত্র। পশু, পক্ষী, জড়, উদ্ভিজ্জ, ইহারা সকলই তাঁহার আশ্রিত; কিন্তু ইহারদের কেহই তাঁহাকে জানে না। তিনি চন্দ্র তারককে নিয়মিত করিতেছেন, কিন্তু চন্দ্র তারক তাঁহাকে জানে না। পশুগণ তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে- তাঁহা হইতেই রক্ষিত হইতেছে এবং তাঁহাতেই বাস করিতেছে কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ তাহারা অবগত নহে। সিংহ ব্যাঘ্র আপনার গুহা গহ্বরই জানে, হস্তী তাহার রক্ষককেই জানে, কুক্কুর তাহার পালককেই জানে; কে মধুমক্ষিকাকে তাহার আশ্চর্য্য মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা দিলে, সে তাহার কিছুই জানে না। এই সকল জীবেরা তাহারদের স্রষ্টা পাতাকে বুঝিতে পারে না।

মনুষ্যের বিষয় দেখ। মনুষ্য শরীর আত্মাতে জড়িত; উদ্ভিজ্জ যে, সে জড়, অথচ জড় হইতে অধিক; পশু যে, সে উদ্ভিজ্জ, অথচ উদ্ভিজ্জ হইতে অধিক; মনুষ্যও আবার পশু এবং পশু হইতে অধিক। মনুষ্য যত দূর জড় ও উদ্ভিজ্জ এবং পশু; (কেন না এ তিনেরই কিছু কিছু তাঁহাতে আছে) তত দূর ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের জড় ও উদ্ভিজ্জ এবং পশুর মতই যোগ। কিন্তু মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার যেমন যোগ, এমন আর কাহারও সঙ্গে নাই। আমার শরীর— আমার এই হস্ত তাঁহারই নিয়মের অধীন। তিনি এই হস্তেতে আছেন —তাঁহার সত্তা ব্যতীত ইহা থাকিতে পারে না। এই হস্ত কিছুই জানে না, কিছুই ইচ্ছা করে না; [illegible] ইহা সমস্ত দিবস ও সমস্ত রা[illegible] তাঁহারই নিয়মের অধীনে রহিয়া[illegible]। একটা মক্ষিকার ন্যায়, একটা প্র[illegible]র খণ্ডের ন্যায়, এই হস্তও ঈশ্বরের সঙ্গে অজ্ঞাত সম্বন্ধে রহিয়াছে।

এই মক্ষিকা আপনাকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারেনা এবং আমার এই আশ্চর্য্য হস্ত ও আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে না; কিন্তু আমি আপনাকে আপনি জানি এবং আপনা হইতে ঈশ্বরকে জানিতেছি। এই মক্ষিকাতে, এই প্রস্তর-খণ্ডে, ঈশ্বর যে সকল শক্তি দেন নাই; তাঁহাকে জানিবার জন্য আমারদিগকে সেই সকল শক্তি দিয়াছেন।

আমার শরীর ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, ইহা আপনা আপনি হইতে পারে না—আপনা আপনি থাকিতে পারে না। আমার আত্মাও ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ইহা তাঁহা হইতেই [illegible]ছে; তাঁহাতেই স্থিতি করি[illegible] সহযোগেই জীবিত [illegible] আমার মন হইতে [illegible]রেন, তবে আর চিন্তা ক[illegible] [illegible]ম প্রকৃতি হইতে আপনাকে যদি বিযুক্ত করেন, তবে ন্যায় অন্যায় দেখিতে পাই না—হৃদয় হইতে যদি বিযুক্ত হয়েন, তবে প্রেম আর থাকিতে পারে না; আত্মা হইতে যদ্যপি বিযুক্ত হয়েন, তবে পশুবৎ জঘন্য হইয়া পড়ি—তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না; তাঁহার উপরে আর নির্ভর করি না। অতএব আমার সমুদয় জীবনই ঈশ্বরেতে আশ্রিত; এবং তাঁহার সহিতই যুক্ত; আমি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে কখনই ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, কেন না তাহা হইলে আমার বিনাশ। ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সকল সময়েই যোগ রহিয়াছে—না জানিয়াও তাঁহার সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। পুণ্যাত্মা যেমন জানিয়া শুনিয়া আনন্দের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছে—পাপী ব্যক্তি অন্ধকারে আবৃত থাকিয়াও তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছে এবং নানা ক্লেশ নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

আমি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ কখনই বিনাশ করিতে পারি না; কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারি, তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি। আত্মার যত উন্নত অবস্থা হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ তাহার তত অধিক হয়। যদি আমি

শরীর মাত্রই থাকি, তবে জড়ের মত, পশুর মতই, তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রহিল। আত্মাকে যত উন্নত যত পবিত্র করি, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ তত অধিক হয়। সকল সময়েই তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াই আছি কিন্তু যখন আমি পবিত্র থাকি ও মোহ-মেঘ হইতে মুক্ত হই, তখন সেই নির্ভরের ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাঁহার সঙ্গে সহবাস তখনই যথার্থ হয়।

আমি যত মনে করি, ঈশ্বরের সহিত আমার সম[illegible]ই বৃদ্ধি করিতে পারি। আমা[illegible]ত ও উন্নত করি, ঈশ্ব[illegible]ধিক হয়। নূতন নূতন [illegible]র্জ্জন করি; সেই [illegible]তা-স্ব[illegible]র [illegible]রে তত মিল হয়। ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে যত সারবান্ ও বর্দ্ধিত করি, মঙ্গল-ভাব যত উপার্জ্জন করি; ঈশ্বরের সঙ্গে তত মিল হয়। হৃদয়ের ভাবসকলকে যত উন্নত ও পরিশোধিত করি, প্রীতির যত প্রশস্ততা হয়; ঈশ্বরের সঙ্গে তত মিল হয়। যত আত্মাকে প্রশস্ত ও উন্নত করি, পবিত্রতা ও সাধুভাব যত উপার্জ্জন করি; ঈশ্বরের সঙ্গে ততই মিল হয়। এই প্রকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম সত্য, মঙ্গল পবিত্র প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরকে অধিক করিয়া জানিতে থাকি। তাঁহার সত্য-ভাব, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, আমি যত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করি, তিনি ততই দান করিতে থাকেন। আমার গ্রহণ করিবার শক্তি যত অধিক হয়, তিনি ততই দান করেন।

এই সম্বন্ধের হ্রাসও হইতে পারে। শরীর যেমন অন্ন না পাইলে শুষ্ক হইয়া যায়, আত্মাও তাহার অন্ন না পাইলে ক্ষুদ্র হইয়া আইসে। প্রতিবার আমরা যত নিম্নগামী হই, ঈশ্বর হইতে তত দূরে পতিত হই—তাঁহার নিকটে যাইবার ক্ষমতা ততই হ্রাস হয়।

মনুষ্য নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তিনি তাঁহার জ্ঞান-প্রকৃতিকে ত উন্নত করিতেছেন, তত সেই সত্য-স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে পালন করিবার যত্ন করিতেছেন, আত্মার প্রসন্নতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে তৎপর রহিয়াছেন,—দিন দিন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইতেছেন; মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে তিনি এই প্রকারে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি স্বার্থ-পরতাকে দমন করিতেছেন—সকলের প্রতি প্রেম ও মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতেছেন—তাঁহার হৃদয় দিন দিন উন্নত হইতেছে। সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে তিনি দিন দিন এই রূপে অগ্রসর হইতেছেন।

আত্মার উৎকর্ষ সাধন কর—প্রিয়তম ঈশ্বরকে দিন দিন উজ্জ্বল-রূপে অনুভব কর; তাঁহাতে শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস, প্রগাঢ়-রূপে স্থাপন কর—তাঁহার হস্তে আপনার সমুদয় সমর্পণ কর; দিন দিনই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাঁহার জন্য অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে, তাঁহার আনন্দ প্রচুর রূপে পান করিতে পাইবে; তাঁহার সহবাসে অধিক ক্ষণ থাকিতে পাইবে। জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, যত বৃদ্ধি হইতে থাকি, ঈশ্বরের দিকে ততই অগ্রগামী হই। সংসারের সম্পদ্ বিপদের উপরে আমারদের কোন অধিকার নাই; কিন্তু ঈশ্বরকে যে যত অধিক প্রার্থনা করে, সে তাঁহাকে ততই উপভোগ করিতে পারে। জীবনের দুঃখ শোক তাহাতে কোন বিঘ্ন দিতে পারে না, বরং অনেক সময় তাহারাই সহায় হয়। সরল হৃদয় ঈশ্বরের আবাস স্থান, পবিত্র আত্মা তাঁহার প্রিয় নিকেতন।

মনুষ্যের নিকটে ঈশ্বরের প্রকাশ যে কখন্ কি প্রকারে হয়, তা[illegible] কিছুই বলা যায় না। হয়ত কোন পবি[illegible] সময়ে কোন ব্যক্তির ঈশ্বরকে স্মরণ হ[illegible] মাত্র তাহার আত্মা বিকম্পিত [illegible]য়। তখন তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিতে [illegible]ন এবং দেখেন যে এত দিন আমি অন্ধ ছিলাম—কত পাপেতে, লোভেতে, আমি পতিত হইয়াছি! তিনি আপনাকে পরাজিত ও পতিত দেখিয়া অনুতাপিত হয়েন।

কিন্তু ঈশ্বরের সেই বিদ্যুৎ প্রভাবে তিনি আপনার চির নিদ্রিত শক্তি-সকল বুঝিতে পারেন। নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন ভাব, তাঁহার মনে বিরাজ করিতে থাকে। ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা ও মঙ্গল-জ্যোতিঃ তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে। তিনি তাঁহার পরম পিতার প্রতি হস্ত প্রসারিত করেন। তিনি নব জীবন পাইয়া উত্থিত হন। সেই মাতৃস্নেহ-পূর্ণ নয়ন দেখিয়া তিনি অপার শান্তি অনুভব করেন। তাঁহার সেই সর্ব্বলোক পালনী প্রীতি পাইয়া নূতন বল লাভ করেন। ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা তাঁহার আত্মাতে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে শীতল ও পবিত্র হয়েন। তখন ঈশ্বরকে তিনি সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের নিকট হইতেও তাঁহার প্রসাদ অবতীর্ণ হয়; এই প্রকারে তাঁহার অবাধ্য সন্তান তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আইসে।

আমরা যদি সংসারে চিরদিন যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া যাইতাম, তবে আমারদের আত্মা কখনই জাগ্রত হইত না। কিন্তু ঈশ্বর আমারদের জীবনকে এ প্রকার স্রোত বিহীন বদ্ধ জলের ন্যায় [illegible]রিয়া দেন নাই। সম্পদের সময়েই আমরা সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব লইয়া ব্যস্ত থাকি; কিন্তু আমরা কখনো নিরাশ প্রাপ্ত হইতেছি, কখনো বিপদ্ আমারদের পথে বিঘ্ন দেয়; তখন কেবল বিষাদেরই বর্ষণ হয়, তখন আপনার অবস্থা স্মরণ করি, আপনার প্রতি দৃষ্টি করি। হে মানব! এই সক[illegible] দুঃখের সময় আপনার যথার্থ সম্পদ্‌কে অন্বেষণ কর। এই সময়ে ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন কর। এই সময়ে তোমার অশ্রু-জলে যে বীজ রোপিত হইবে, তাহা [illegible] বৃক্ষ হইবে এবং তাহাই ছায়া দান [illegible]রিয়া সংসার-তাপ হইতে তোমা[illegible] র[illegible] করিবে। এই সকল দুঃখ [illegible]দের উদ্দেশ্যই এই যে আমরা সেই পরম সম্পদ্ সেই অক্ষয় সম্পদ্‌কে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হই। সম্পদ্ অপেক্ষা, সুখ অপেক্ষা, এই সকল বিপদ্ অনেক সময় আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য সহায় হয়। আমারদের হৃদয়-বেদনা, শোকাশ্রু, অনুতাপ হই[illegible] যে প্রচুর অমৃত বারি নিঃস্যন্দিত হয়, তাহাতেই অনেক সময় আত্মার বল-বীর্য্য উপার্জন হয়।

যাঁহারা ঈশ্বরের সহবাসের প্রার্থনা করেন, তাঁহারদের অভিলাষ অচিরাৎ পূর্ণ হয়। ঈশ্বরে তোমাতে আর কি ব্যবধান? তুমি নিজেই ব্যবধান। তিনি নিয়তই দান করিতেছেন, আমারা গ্রহণ করিলেই হয়। তিনি কাহা হইতেও তাঁ[illegible] অদেয় রাখেন না। আমর[illegible] তিনি স্বয়ং আপনাকে [illegible]দের তৃষিত আত্মাকে [illegible]মি যখনই তাঁহাতে [illegible] সম[illegible] করি, তখনই আমার আত্মাকে পূর্ণ করেন; তোমার আত্মা যদি আরো উন্নত হয়, তাহাও তিনি পূর্ণ করিবেন। তাঁহার সেই অক্ষয় ভাণ্ডার ও অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা চিরকাল অন্ন পান প্রাপ্ত হই।

পরমেশ্বর কাহারো প্রতি পক্ষপাতী নহেন, কাহা হইতেও দূরে নহেন। জগৎ পিতা সকলকেই তাঁহার ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতেছেন। তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তিনি প্রতি হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন। সেই স্নেহময় মাতা সকলকেই তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। তিনি কাহা হইতেও দূরে নহেন আমরা কি সকলে তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না? পাপী পুণ্যাত্মা, সকলে মিলিয়া কি পিতার নিকটে গমন করিবেন? সকলকেই তিনি স্বীয় গৃহে স্থান দিবেন, কেহ পাপ তাপ, নানা ক্লেশ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইতেছে, তখন সেই সকল যন্ত্রণাই মঙ্গল-দায়ক; কেহ বা আনন্দেতে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতেছেন। আমারদের জীবন যেন প্রতি দিন ঈশ্বরের প্রতি উন্নত হইতে থাকে; প্রতিক্ষণে তাঁহারই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। জীবনের মহত্ত্ব কিসে? ধন মান প্রভুত্বেই জীবনের মহত্ত্ব

ময়— তিনিই মহৎ, যিনি ঈশ্বরকে আপনার সমুদয় জীবনই সমর্পণ করেন— তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াই আনন্দ লাভ করেন এবং যাঁহার প্রতি দিনের কার্য্য সত্য, মঙ্গল-ভাব, পবিত্রতা, প্রেম প্রকাশ করিতে থাকে।

ধর্ম্মের সহজ ভাব কি।

সত্যের ভাব যেমন চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয়; মঙ্গলের ভাবও সেই রূপ চিরস্থায়ী ও [illegible]বর্ত্তনীয়। মনুষ্যের মনের প্রকৃতি [illegible] তিনি যেমন সত্য মিথ্যা [illegible] দেখিতে পান, সেই [illegible] মধ্যেও অক্ষয় প্রভেদ [illegible] পান। তিনি যেমন ইহা দেখেন যে গুণের আধার বস্তু অবশ্যই আছে; কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে; সেই রূপ ইহাও সহজে দেখিতে পান, সত্য বাক্য স্বভাবতই ভাল; পিতা মাতাকে অমান্য করা পুত্রের পক্ষে মন্দ এবং তাহারদের স্রষ্টা পাতাকে ভুলিয়া থাকা ঈশ্বরের ধর্ম্মজীবি জীবদিগের পক্ষে মন্দ। আমারদের ধর্ম্মের সহজ ভাব কি প্রকার, তাহা একে একে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১। ধর্ম্মের ভাব আমরা ইচ্ছা মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, তাহা আমারদের নিন্দা প্রশংসার উপর স্থাপিত নহে। আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, ধর্ম্মের ভাব স্বাধীন কার্য্যে মুদ্রিত থাকিবেই থাকিবে। একটী হিতৈষণার কার্য্য দেখিয়া আমরা প্রশংসা করিলাম বলিয়া যে তাহা ধর্ম্মকার্য্য হইল, এমত নহে; কিন্তু এই কার্য্য স্বভাবতই মঙ্গল বলিয়া ইহার মাধুর্য্য দেখিতে পাই এবং ইহার প্রশংসা করি।

২। ইহা হইতেই এই সত্য প্রকাশ পাইতেছে যে যাহা মঙ্গল, তাহা সকল ধর্ম্মজীবি জীবের পক্ষেই মঙ্গল; কেবল মনুষ্যের প্রকৃতির উপরেই মঙ্গলের ভাব নির্ভর করে না। আমরা এমন কখনই মনে করিতে পারি না যে আমরা যাহাকে অধর্ম্ম ও অমঙ্গল বলিয়া জানি, তাহা দেবতাদের পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে। বরং ইহা মনে করা যায় যে আমরা যে বর্ণ ও যে আকৃতির সৌষ্ঠবে শোভা দর্শন করি, অন্য জীবেরা সে প্রকার দেখে না; কিন্তু এ প্রকার কখনই মনে করিতে পারা যায় না যে কোন ধর্ম্ম-জীবি জীব কৃতঘ্নতাকে মঙ্গল বলে, ন্যায়কে পাপ বলে

৩। ধর্ম্মের সঙ্গে একটী কর্ত্তব্য-ভাবের যোগ আছে। ধর্ম্মের ভাবের এই একটী বিশেষ লক্ষণ; আমারদের ধর্ম্মের জ্ঞান ধর্ম্মের ভাব, ধর্ম্মের বিশ্বাস, বিজ্ঞান-প্রকৃতির সঙ্গে এই এক বিশেষ পৃথক্। দুই সরল রেখা কোন স্থানকে সীমা-বদ্ধ করিতে পারে না, এই সত্যের প্রতি মন দিলে ইহার সত্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু এই সত্য হইতে কোন কর্ত্তব্য-ভাব উদয় হয় না। ইহা হইতে এমন কার্য্য দেখি না, যাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে, এমন ভাব দেখি না যাহা পোষণ করিতেই হইবে; কিন্তু যখন আমারদের এই বিশ্বাস হয় যে মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর আমারদের স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্ব সুখদাতা; তখন অন্তর হইতে এই আদেশ পাই, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেই হইবে, তাঁহাকে সেবা করিতেই হইবে— তখন তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্যতা দেখিতে পাই। উচিত, কর্ত্তব্য, বাধ্যতা, আদেশ, এই সকল অবশ্যম্ভাব-সূচক শব্দ ধর্ম্মের সঙ্গেই প্রয়োগ করা যায়। যাহারা বলে আপনার এবং অন্যের সুখ বর্দ্ধন করাই ধর্ম্ম, তাহারা এই সকল শব্দে অর্থই করিতে পারে না। আমরা কোন কার্য্য করিলে লোকের উপকার হইবে, ইহা জানা এক; এবং এই উপকার-জনক [illegible]টী অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহার বোধ স্বতন্ত্র। [illegible] দুই প্রকার জ্ঞান অনেক পৃথক্।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম-জ্ঞা[illegible]নের [illegible] প্রভেদ; অন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে ধর্ম্ম[illegible] প্রবৃত্তিরও সেই রূপ প্রভেদ। মনুষ্যের উ[illegible]রে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির যেমন আধিপত্য, এম[illegible] আর কোন প্রবৃত্তিরই নাই। আমো[illegible]-স্পৃহা, যশ-স্পৃহা, এ সকল মনুষ্যকে আ[illegible]র্ষণ করে

বটে; কিন্তু তাহারদের সঙ্গে আমারদের সে প্রকার বাধ্য বাধকতা সম্বন্ধ নাই; যখন সেই সকল প্রবৃত্তির অনুগামী হই, তাহাতে আমারদের গৌরব নাই; যখন সে সকলকে তুচ্ছ করি, তাহাতে লাঘব নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যখন কোন বিষয়ে আমারদিগকে নিয়োগ করে, তাহার ভাব স্বতন্ত্র। তখন আমারদের এ প্রকার মনে হয় না যে ইহা করিলেও হয়, না করিলেও হয়; কিন্তু মনে হয়, ইহা করিতেই হইবে; ইহা করা উচিত, না করিলে আপনাকে হীন বোধ হয়। এই হেতু ধর্ম্মই আমারদের সকল প্রবৃত্তির নেতা। ক্ষুধা যেমন অন্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত করে; লোকানুরাগ থাকাতে যেমন সমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হই; ধর্ম্মও সেইরূপ আমারদিগকে কোন কোন কার্য্যে নিয়োগ করে; কিন্তু প্রভেদ এই যে আমারদের উপর ধর্ম্মের আধিপত্য বুঝিতে পারি; ধর্ম্ম কেবল প্রবৃত্তি দেয় না কিন্তু আদেশ করে এবং তাহার আদেশ অবহেলা করিলে আমারদিগকে গম্ভীর স্বরে ভর্ৎসনা করে।

৪। ধর্ম্ম-প্রকৃতি সহজেই আপনার উপরে আর এক জন অধিপতিকে নির্দ্দেশ করে। অন্য সকল প্রবৃত্তির উপরে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির এত আধিপত্য কিসে? আমারদের এক প্রকার প্রকৃতির সঙ্গে কর্ত্তব্য-ভাবেরই যোগ কেন, অন্যের সঙ্গে কেনই বা সে প্রকার নাই? কেন না ধর্ম্মের আদেশে আমরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবহের আদেশ দেখিতে পাই। ধর্ম্মের নিয়ম-সকল সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজা হইতেই প্রসূত হইতেছে। মনুষ্যের যদি আপনার নিয়মে চলিবার স[ম্পূ]র্ণ ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁহার স্বেচ্ছাচা[রের] সঙ্গে কর্ত্তব্যের সঙ্গে কিছুই বিরো[ধ থা]ক না; কেন না তাহা হইলে তি[নি] কাহা[রো] অধীন নহেন, কাহারো নিকটে [দা]য়ী নহেন। ধর্ম্মের সঙ্গে আমারদের যে বাধ্য-বাধক-ভা[ব], যে কর্ত্তব্য-ভাব, তাহা হইতেই সেই ধর্ম্ম-রাজকে পাইতেছি, যাঁহার নিকটে আমরা [বা]ধ্য ও দায়ী। আমরা সুখ দেখিয়া, সংসারে[র] উপকার দেখিয়াই, যে ধর্ম্ম রাজ্যের এবং ধর্ম্মরাজের ভাব পাই, এমত নহে। কিন্তু মঙ্গলের ভাব হইতে—কর্ত্তব্যের ভাব হইতে মঙ্গল-রাজ্যের রাজাকেও দেখিতে পাই। সেই মঙ্গল-স্বরূপে যে পর্য্যন্ত না পৌঁছে, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বল পায় না; সে পর্য্যন্ত সে আপনার এক মহৎ অভাব অনুভব করে, এবং তাহা পুরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; কিন্তু যখন সেই মঙ্গল-স্বরূপকে পায়, এবং তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে অবশ্যই পায়, তখন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

যখন আমরা [...] শ্বরকে ধর্ম্ম-রাজ্যের রা[...] পাই, তখন দেখি যে [...] আমরা দায়ী। তিনিই [আম]ারদের [...]-কর্ত্তা; তিনি "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং"। তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যের নিয়ম অবশ্যই রক্ষা করিবেন; সে নিয়ম রক্ষিত হইল কি না, তাহা অবশ্যই দেখিবেন। এই পৃথিবীতে আমারদের এই ভাবের সম্যক্ চরিতার্থতা হয় না বলিয়া আমরা স্বভাবতই পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করি। এখানে যাহা কিছু দেখি, এই প্রত্যয়ের অনুকূলই দেখিতে পাই। যখন দেখি চির-সঞ্চিত পাপ-সকল আবিষ্কৃত হইল, নির্দ্দোষীর প্রতি হস্ত উত্তোলন করিতে না করিতেই তাহা নিবারিত হইল; যখন দেখি আত্মাপহারী ধূর্ত্ত আপনার পাশেই আপনি বদ্ধ হইল; তখন আমারদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে পাপ পুণ্যের ফলাফল ন্যায্য রূপে বিধান হইবে।

৫। স্বাধীন জীবেরাই ধর্ম্মের অধিকারী, স্বাধীন কার্য্যকেই যথার্থ ধর্ম্ম-কার্য্য বলা যায়। আমরা এই সকল কার্য্যেতেই পাপ পুণ্য দেখিতে পাই। আমরা যাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিতে পারি, যাহা হইতে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিরত হইতে পারি, তাহার জন্যই দায়ী। যদি আমারদের সকল প্রবৃত্তির উপর আমারদের নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ধর্ম্ম-জীবি হইতাম না। কতক গুলি বিষয় হইতে আমরা সুখ লাভ করি, আমারদের প্রকৃতিই এইরূপ।

সেই সকল সুখ-জনক বিষয়ের আমারদের উপর আকর্ষণও আছে—কেন না সেই সুখই তাহারদের আকর্ষণ। কিন্তু আমারদের এ প্রকার শক্তি আছে যে বিষয়ের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সম্মুখ হইতে দূরেও যাইতে পারি। এই আমারদের স্বাধীনতা। উপযুক্ত বিষয় পাইলে প্রবৃত্তি-সকল তো উত্তেজিত হইবেই হইবে, তাহাতে আমারদের দোষ গুণ নাই; কিন্তু সেই সকল প্রবৃত্তিকে আপন ইচ্ছাতে নিয়োগ করাতেই আমারদের মনুষ্যত্ব।

প[illegible] [illegible]র্য্যের গুণ। আমারদের [illegible] [illegible]র্য্য, যাহার উপরে আ[illegible] [illegible] তাহাতেই পাপ থা[illegible] [illegible] যে কলঙ্ক, তাহা পাপীকেই স্পর্শে। তাহার জন্য সে অন্যকে দোষী করিতে পারে না; কেননা সে পাপ-কর্ম্মে নিজেই সম্মত হইয়াছে। যদি আর কেহ তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে, তবে তাহারদেরও অবশ্য পাপ; কিন্তু তাহার প্রলোভনে পতিত হওয়ার এবং সেই পাপাচরণ করার যে দোষ, তাহা নিজেরই সম্পূর্ণ। মনুষ্য স্বাধীন বলিয়াই তিনি আপন কার্য্যের জন্য আপনিই দায়ী।

৬। ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। যে পৃথিবীতে দুঃখের এমন প্রাদুর্ভাব, সেখানে ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করাতে বিস্তর মঙ্গল। মনুষ্যের সুখ-প্রবৃত্তি হইতে অনেক স্থলে ধর্ম্ম-কার্য্যের উদ্ভব হইতেছে। যদি সুখ-বর্দ্ধনের বা দুঃখ-মোচনের কোন উপায় না থাকিত, তবে সংসার হইতে অনেক ধর্ম্ম-কার্য্য অন্তর্হিত হইত। কিন্তু যদিও সুখ আর ধর্ম্মের সহিত এ প্রকার নিকট সম্বন্ধ; তথাপি ধর্ম্ম ও সুখ এক নহে। ধর্ম্ম সুখ-সাধনেরই উপায় নহে।

যাহা মঙ্গল, তাহা সুখের অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, তাহা অবশ্যই মঙ্গল; সকল মঙ্গলের উদ্দেশ্যই যে সুখ, তাহা নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি করা; তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করা; আমারদের পরম ধর্ম্ম; কিন্তু তাহাতে আত্ম-সুখের প্রতি দৃষ্টি থাকে না; যে হেতু তাঁহার প্রতি নিঃস্বার্থ ভাব গেলে তবে আনন্দ লাভ হয়। অন্যের প্রতি সকল কর্ত্তব্যেতেই সুখ উদ্দেশ্য থাকে না। দূর-স্থিত বিযুক্ত মৃত ব্যক্তির প্রতিও আমারদের কর্ত্তব্য আছে; তাহা তাহারদের জানিবারও সম্ভাবনা নাই। আবার যখন আমরা অন্যের সুখের জন্য কোন কার্য্য করি, তখন দেখি যে সে সুখ যদিও মঙ্গল, কিন্তু সেই সুখের প্রবর্ত্তক হিতৈষণাই প্রকৃত মঙ্গল; সুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্ম সকল সময়েই মঙ্গল।

আমরা ধর্ম্ম-প্রকৃতি হইতে আদেশ পাইতেছি, অন্যের সুখ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এই কর্ত্তব্যের ভাব কোথা হইতে আসিতেছে? ধর্ম্মের সঙ্গে যে কর্ত্তব্যতা, অবশ্যম্ভাবিতা তাহা কোথা হইতে পাই? আপনার ভিন্ন আর কোন জীবের সুখান্বেষণ করা উচিত কেন? স্ব-সুখ-নিরভিলাষ হইয়া অন্যের সুখ কেন দেখিতে যাইব? ইহার উত্তরে আমরা এই ম[illegible] বলিতে পারি যে ধর্ম্মের এই আদেশ, আ[illegible]রদের সুখেচ্ছাকেও ধর্ম্মের আদেশ মতে নিয়োগ করিতে হয়।

আমরা ধর্ম্ম-বুদ্ধি হইতে ইহা দেখিতে পাই যে ধর্ম্মেতে পুরস্কার আছে। আবার যখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস যায়, তখন আবার নিশ্চয় মনে করি যে তিনি পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যই দিবেন। পরীক্ষাতে ইহার অনেক বি[illegible]রীত ভাব দেখিলেও আমারদের এ[illegible] বিশ্বাস শিথিল হয় না, যে ন্যায়বান্ পরমেশ্বর ধর্ম্মকে, মঙ্গলকে, অবশ্যই জয়ী করিবেন। ধার্ম্মিকেরা যদিও অনেক [illegible] দুঃখ পায়, পাপীরা সুখ-সম্পদে কাল [illegible] [illegible]রে; তথাপি ধর্ম্মের পুরস্কার যে আ[illegible], পাপের দণ্ড যে আত্ম-গ্লানি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে।

৭। আমারদের ধর্ম্ম-প্রত্যয় ইহাও বলিয়া দেয় যে পাপ হেয় [illegible] দণ্ডাহ

পুণ্যের যেমন পুরস্কার, পাপের সেই রূপ দণ্ড। মঙ্গল স্বরূপের রাজ্যে এই প্রকার বিচার। পাপের দণ্ড যে অবশ্যম্ভাবী, পাপীর হৃদয়ই তাহার সাক্ষ্য স্থল; তাহারদের অন্তর হইতে গ্লানি ও ভয় কেহই নিবারণ করিতে পারে না। তাহারা শত শত বাহ্য সম্পদে পরিবৃত থাকিলেও তাহার আত্মগ্লানি কেহ বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

ধর্ম্মের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ ও দণ্ড; এই আমারদের স্বাভাবিক প্রত্যয় থাকাতে সকল ধর্ম্মেতেই স্বর্গ নরকের কোন না কোন প্রকার ভাব পাওয়া যায়।

৮। ধর্ম্মের ভাব এমন সহজ যে তাহা অপেক্ষা আর সহজ করিয়া বুঝান যায় না। মিষ্ট কি, শোভা কি, এ যেমন আমরা সহজে গ্রহণ করি, ভাল কি, মন্দ কি, এও সেই প্রকারে গ্রহণ করি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, বর্ণ কি? আমরা বলি, চক্ষে দেখ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, ধর্ম্ম কি? আমরা বলি, কোন মঙ্গল কার্য্য নিরীক্ষণ কর; তাহাতে ধর্ম্মের ভাব আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। [illegible]কে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি বলি, সুখই ধর্ম্ম, উপকারই ধর্ম্ম; তবে ধর্ম্মের সঙ্গে যে কর্ত্তব্যতা, যে বাধ্যতা, যে গৌরব; এ সকল কিছুই রক্ষা পায় না। ধর্ম্মের ভাব আমরা সহজেই বুঝিতেছি, তাহা অপেক্ষা আরো সহজে বুঝান যায় না।

ব্রহ্ম[illegible]দ্যালয়।

[illegible] প্রস্তাব।

[illegible] পদেশ।

তলব[illegible]রোপনিষদের আখ্যায়িকা।

([illegible]ধ্যাক পত্রিকার ৮[illegible] পৃষ্ঠার পর।)

দেবতাদিগের অজ্ঞান, মোহ, অভিমান, দূরীকৃত [illegible]রিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ঈশ্বর সকলেরই মঙ্গল-দাতা, তিনি সকলের শুভ উদ্দেশে সংসারের ঘটনা-সকল প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের আত্মা যখন দূষিত হয়, যখন সে অজ্ঞান মোহে অভিভূত হয়, তখন তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। যাহাতে আমরা তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারি, তাঁহার জ্ঞান ও প্রীতি উপার্জন করিতে পারি, ইহার জন্য তিনি সততই যত্নবান্। তাঁহার সেই যত্নের সীমা নাই। দেবতারা যখন অজ্ঞান ও মোহে পতিত হইলেন; তিনি দেখিলেন, তাঁহারদের দুর্গতি হয়; তাঁহারদিগকে জ্ঞান দিবার জন্য, মোহ-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, তাঁহারদের নিকটে প্রকাশি[illegible]। কিন্তু কি প্রকারে প্রকা[illegible]মার দের আত্মা য[illegible]খন তাহাতে তাঁহা[illegible] প্রকার, সেই প্রকারে কি তাঁহার আবির্ভাব হইল? মনে কর, তিনি এক তেজঃপুঞ্জ জ্যোতি রূপে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা মনে করিলেন, এখানে পূজনীয় ইনি কে আইলেন? অগ্নি আপনা হইতেও তেজস্বান্ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জানিতে পারিলেন না ইনি কে? সকলে মনে করিলেন, ইনি অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, অগ্নি বুঝি ইঁহাকে জানিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, হে অগ্নি! হে জাতবেদ! (অগ্নি এক প্রকার দূত স্বরূপ। তিনি পূজার দ্রব্য লইয়া দেবতাদের দেন এবং পাপ পুণ্যের ফলাফল বিধান করেন; এই জন্য তাঁহার পদবী জাতবেদা অর্থাৎ তিনি সকলই জানেন) হে অগ্নে, হে জাতবেদ! তুমি গিয়া জান, পূজনীয় ইনি কে আইলেন? অগ্নি তাঁহার কথায় তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা। ব্রহ্ম বলিলেন, সেই যে তুমি, তোমার কি বীর্য্য কি শক্তি? অগ্নি বলিলেন, আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম করিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটী তৃণ দিলেন, অগ্নি যত সাধ্য সমুদয় বল প্রকাশ করিয়া তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না এবং জানিতেও পারিলেন না যে সেই পূজনীয়

ইনি কে? অগ্নি হত-দর্প হইয়া ফিরিয়া আইলেন।

পরে সকল দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ুকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন, তোমার কি শক্তি আছে? বায়ু বলিলেন, আমি সকলই চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটী তৃণ দিলেন, তিনি সেই তৃণটীকেও বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনিও লজ্জিত ও নত-মস্তক হইয়া ফিরিয়া আইলেন এবং জানিতেও পারিলেন না যে ইনি কে? দেবতার অভিমান নষ্ট ... জ্ঞানের উদ্রেক ... পারিলেন যে আমারা স্বতন্ত্র ... নহে, আমরা স্বয়ম্ভু নহি; কিন্তু আমারদের উপরে এক জন আছেন, তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি; কিন্তু ইনি যে কে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

পরে দেবতারা মনে করিলেন, ইন্দ্র আমারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রকে ইঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিই। তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্! তুমি যাও, গিয়া জান, পূজনীয় ইনি কে? তিনি সেখানে যাইবা মাত্র ঈশ্বর অন্তর্ধান হইলেন। ইন্দ্র আরো অভিমান করিয়া তাঁহার সমীপে গিয়াছিলেন, আমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, আমি অবশ্যই জানিতে পারিব। ব্রহ্ম বরং অন্যান্য দেবতার সম্মুখে প্রকাশমান ছিলেন; তাঁহার অভিমানের প্রাচুর্য্য হেতু তাহাও থাকিলেন না। তখন অলঙ্কারবতী এক স্ত্রী সেই স্থানে অবতীর্ণা হইলেন! ইনি মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। দেবতারদের ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্ন ছিল, ব্যাকুলতা ছিল, এই হেতু ব্রহ্মবিদ্যা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, ইনি ব্রহ্ম। এই সমুদয় জগৎ সংসারেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। সেই অনন্ত-স্বরূপের এই অনন্ত জগৎ। এই জগতের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে গিয়া বুদ্ধি যখন পরাভূত হয়—যখন সকলই প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়; বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কে করিয়াছে? সে কিছুই বলিতে পারে না, চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কে করিয়াছে? সেও মূক হইয়া থাকে—যখন আমারদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, নানা সংশয় আসিয়া আক্রমণ করে; তখন ব্রহ্মবিদ্যা কৃপা করিয়া আমারদিগকে শিক্ষা দেন। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে আমরা ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। তখন আমরা এই সকলের অর্থ পাই এবং আমারদের বিশ্বাস বল পায়। ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবা মাত্র ইন্দ্রের তাহাতে তৎক্ষণাৎ প্রত্যয় জন্মিল—কেন না স্বকীয় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্রহ্ম বিদ্যার বাক্যে মিল দেখিতে পাইলেন। মাতৃ রূপা ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তোমরা যে অভিমান করিতেছ, আপনার আপনার জয় ঘোষণা করিতেছ; জয় বাস্তবিক তোমারদের নহে। এ জয় ব্রহ্মেরই জয়। ব্রহ্মই তোমারদের জয়-দাতা। তখন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল। এই প্রকারে আমরা তাঁহার প্রসাদেই তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পাই।

তখন ইন্দ্র দেবতাদের নিকটে গিয়া আবার তাঁহারদিগকে শিক্ষা দিলেন। ই... সেই অবধি দেবতাদের মধ্যে আরো প্রধান হইলেন। অভিমানের প্রাচুর্য্য বশতঃ ইন্দ্র পূর্ব্বে এক ভাবে কনিষ্ঠ হইয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রথমেই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিলেন বলিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ-রূপে গণ্য হইলেন। ঈশ্বরকে জানিলেই মহ... হয় এবং সকলের পূজনীয় হয়। অন... দেবতারাও ব্রহ্মকে জানিতে পারি... ; জানিলেন যে তাঁহার শক্তিতেই আমারদের শক্তি, আমারদের সকলই তাঁহার প্রসাদে, তিনিই জয়-দাতা, সিদ্ধি-দাতা, মুক্তি-... ।।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ

বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠ... ব... ন্ত-
রিক্ষং বলেন দ্যৌর্ব্বলেন পর্ব্বত... বলেন ...
বমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বযাং... চ তৃণবন-
স্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপী... কং ব-
লেন লোকাস্তিষ্ঠন্তি বলমুপাস্স্বেতি ।।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতক গুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকট আবেদন করিলে তাঁহারদের জন্য আগামি পৌষমাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট হইবেক। তাঁহারদের নিকট যে নিদর্শন পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহারদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য

নিয়ম।

১ নিয়ম—যে ব্রাহ্ম প্রতি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার অভিলাষ করেন, তিনি উপাচার্য্যকে জানাইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তিনি তাহার নিদর্শন-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

২ নিয়ম—যে ব্রাহ্মের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, তিনি যদি নিয়মিত রূপে আগমন না করেন; তাহা হইলে তাঁহার আসন আর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না এবং উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিদর্শন পত্র প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক।

৩ নিয়ম—যাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকা হেতু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সমাজে আসিতে না পারেন; তবে উপাচার্য্যকে পূর্ব্বে তাহার সংবাদ করিবেন।

৪ নিয়ম—উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে ব্রাহ্মেরা আসিয়া উপবেসন করিবেন। আসন আরম্ভ হইবার পরে তাঁহাদের অপেক্ষায় আসন শূন্য রাখা যাইবে না।

৫ নিয়ম—আগামি পৌষমাস অবধি এই নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ৷৶০ ছয় আনা মাত্র

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের ভাদ্র মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত
সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বসাক	২
" হরিনাথ মিত্র	৷৷০
" গোপালচন্দ্র মজুমদার	৷৶০
	২৸৶০

মাসিক দান

শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৩
" কলুটোলাস্থ সেন	২
" রমাপ্রসাদ র	
" শ্রীনাথ ঘোষ	
" নীলকমল মি	
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৪
" বৈকুণ্ঠনাথসেন	২
" কাশীনাথ দত্ত	২
" উমাচরণ মিত্র	১
" নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	১
	৩০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	৫০
" মদনমোহন সেন	৫
" লোকনাথ মৈত্রেয়	৫
" যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
" রুক্মিণীকান্ত রায়	১
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র	১
	৬৪

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র নন্দী	৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৷৶১০
	১৩৬৷১০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ৷৶০ছয় আনা মাত্র। ২ কার্ত্তিক বুধবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ

২০৮ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমি … নাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং

সর্ব্বব্যাপি … সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি

যন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রার্থনা-বাক্য।

হে প্রাণদাতা মঙ্গলদাতা পরমেশ্বর! তুমি আমারদের সকলকে এক পরিবারে বদ্ধ করিয়াছ এবং সকলকে প্রেম ও সদ্ভাবে মিলিত করিয়াছ; আমারদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, তোমার শীতল ছায়াতে আমারদের সকলকে রক্ষা কর। তোমার প্রসাদ প্রার্থনা না করিয়া আমরা কি করিতে পারি? সংসারের বিঘ্ন বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একাল পর্য্যন্ত সুখ-সৌহার্দ্দে জীবিত থাকিতে পারি, আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে তাহা কখনই হয় না। তুমি আমারদের সকলি, তোমার অজস্র করুণার বর্ষণ পাইয়া আমরা হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া তোমাকে কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করিতেছি।

হে মঙ্গলময়! তুমি এই পরিবারের সকলের মধ্যে মঙ্গল-ভাব বিস্তার কর। আমরা ইহা আমাদের সকল সৌভাগ্যের সৌভাগ্য মনে করি যে আমারদিগকে জানিতে দিয়াছ যে তুমি আমারদের পিতা মাতা। এই পরিবার তোমারই প্রিয় পরিবার, তোমার মঙ্গল দৃষ্টি হইতে আমারদের কেহই বিচ্যুত নহে। হে জ্ঞানদাতা জগৎগুরু! তোমার জ্ঞান আমারদিগকে শিক্ষা দেও; তোমার আশ্রয় প্রদান কর এবং তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আমারদের সকল অভাব দূর কর। তোমা হইতে আমরা যে কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষে থাকি। তুমি যাহা কিছু দিয়াছ, যদি সকলই যায়, তথাপি যেন তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের সম্পদই প্রে[illegible] কর আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলময়! [illegible] অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ মুখ—তোমার-প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে।

হে পরমাত্মন্! তোমার হস্তে আমরা সকলই সমর্পণ করিতেছি। অদ্যকার দিন এবং সকল দিন যেন তোমার সঙ্গে থাকিতে পাই, তুমি প্রসন্ন [illegible]ইয়া এই অধিকার প্রদান কর। তুমি স[illegible] থাকিলে আমারদের সকল সুখ পবি[illegible] হইবে, দুঃখের সময় তোমার সান্ত্বনা অনু[illegible]ব করিব, বিপদের সময় তোমার অভে[illegible] কবচে আবৃত থাকিব, সংসারের প্র[illegible]ন আর আমারদিগকে মুগ্ধ করিতে প[illegible] না। তাহা হইলে আমারদের সমুদয় [illegible] কার্য্য, [illegible] মুদয় পরিশ্রম, সার্থক হইবে [illegible]বং আমারদের সেই শান্তি লাভ হইবে, [illegible]াহা সংসার দিতেও পারে না এবং হরণ করিতেও পারে না।

হে নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর! তোমার উদার প্রসাদ যেমন এক্ষণে আমরা অনুভব করিতেছি, এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে; তখন আবার যেন আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণের মঙ্গল ছায়া লাভ করিতে পাই। এই পরিবার মধ্যে, আমারদের দেশে, সমুদয় পৃথিবীতে, তোমার প্রসাদ বিতরণ কর। তোমার জ্যোতি, তোমার সত্য, সকল স্থানেই প্রেরণ কর। তোমার রাজ্যের সকল স্থান হইতেই যেন সত্যের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয় এবং মঙ্গলভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২৫ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু-সকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমা[illegible] অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ[illegible]য়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদে[illegible] অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা; তিনি[illegible] জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁ[illegible]ার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্য কিরণে সেই [illegible]্যাতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উ[illegible] সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য [illegible]াদের নিকটে প্রকাশিত হন [illegible]দের [illegible]মীলিত নয়ন মুক্ত হইবা মাত্র [illegible]ই বিশ্ব[illegible] চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁ[illegible]র মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি [illegible]াহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁ[illegible]কে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যদি অপবিত্র বিষয়েই নিমগ্ন থাকি, আত্মাকে অচেতন অসাড় করিয়া ফেলি, ঈশ্বরের জন্য মনোদ্বার মুক্ত না রাখি; তবে যেখানেই যাই, নির্জ্জন বনে বা সজন নগরে, তীর্থ-স্থানে কি দেব-মন্দিরে, কোথাও তাঁহার দর্শন পাই না। যখন আপনাকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়দ্বার মুক্ত করি, সতৃষ্ণ হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করি; তখন গি[illegible]ন কানন, নির্জ্জন সজন সকল[illegible]বির্ভাব দেখি। সূর্য[illegible]তিনি কোথায়? সূর্য্য[illegible]দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা কার, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ"। ভুলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কবাট বদ্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব—সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উজ্জ্বিত হইয়া জ্যোৎস্না-সুধা বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরী রূপে বিরাজ করিতে থাকে; তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? "যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং নবেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরোযময়তি।" যিনি চন্দ্র তারকে থাকিয়া—চন্দ্র তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র তারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্র তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারক যাঁহার শরীর; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।

উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষ কালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার আবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্র তারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে, তবে আ[illegible] দেখিবে? মৃত্যুর রূপ কলে[illegible] তাঁহাকে উপলব্ধি করি[illegible] যোই কি কেবল. তাঁহ[illegible]? মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবে না? ধর্ম্মাত্মার অনুরাগ-রঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বর-প্রেমী প্রসন্ন-হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মুখেতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব, দেখিবে না? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, তুলে তাঁহার এ প্রকার আবির্ভাব নাই। এ সকল পুণ্যাত্মার ভাব কি চমৎকার! তাঁহারদের ধর্ম্ম-সাধন কি কঠোর! তাঁহারদের হৃদয় কি শীতল কি পবিত্র! সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র! তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট! এমন আর কোথাও নাই; আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই, সমুদ্রে নাই। ব্রহ্ম-পরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। যেখানে এই সকল পুণ্যাত্মারা একাধীন হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই এই পবিত্র স্থান—এখানে তিনি আনন্দ রূপে অমৃত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মারই আবির্ভাব রহিয়াছে। এখানকার আলোক-কিরণে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রতি জনের হৃদয়ে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপে এবং প্রসন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। এখানে যখন তাঁহার আবির্ভাব অদ্য জাজ্বল্যমান দেখিতেছি, ও তাঁহার প্রসন্নতা অন্তরে অতি গাঢ় রূপে অনুভব করিতেছি তখন সকলে মিলিয়া তাঁহার পবিত্র চরণে প্রীতি পুষ্প প্রদান কর এবং দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম বিদ্যালয়

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

চতুর্থ উপদেশ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের আখ্যায়িকা।

তলবকার উপনিষদের মধ্য হইতে এক উপাখ্যান বলা গিয়াছে, তাহাতে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র দেবতার কথা আছে। ঈশ্বরের মহিমা যে তিনি সাধুদিগের ইচ্ছা সম্পন্ন করেন, ইহাও তাহার মধ্যে কথিত হইয়াছে। যখন আমরা কোন সাধু কার্য্য সম্পন্ন করি, তাহাতে আপনার মহিমা ঘোষণা না করিয়া ঈশ্বরের মহিমাই ঘোষণা করি, তাহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আরো এই আছে যে দেবতাদিগের মধ্যে যিনি প্রথমে ঈশ্বরকে জানিলেন তিনি মহৎ হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যার এই উপদেশ যে যিনি সকলের অধীশ্বর, সকলের দেবতা, তাঁহাকে জানিয়া ও [illegible] অনুচর হইয়া এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াই মনুষ্য প্রধান হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ*। ঈশ্বরের জ্ঞানে, তাঁহার প্রতি অনুরাগে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমারদের [illegible]।

অদ্যকার বৃহদারণ্যক আখ্যায়িকাতে আধ্যাত্মিক দেবতার বিষয় আছে। আমারদের অন্তরের যে দেবাসুর তাহারদের সংগ্রামের কথা বলা হইবে—

* ব্রাহ্মধর্ম্ম—১ খণ্ড—৮ অধ্যায়।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ দেবাশ্চাসুরাশ্চ। প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান, দেব আর অসুর। দেবতারা অল্প ভাগ এবং দুর্ব্বল; অসুরেরা অনেক এবং সবল। এই লোকে অসুরেরাই স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়ায়। পৃথিবীতে অসুরের ভাবই অধিক, দেবতারই অল্প। অধিকাংশ লোকেই আপন আপন প্রিয় প্রবৃত্তির বশীভূত। "স্থূল ভোগি শুচিনরঃ।" "শুদ্ধ চরিত্র মনুষ্যঅতি দুর্লভ"। প্রতি জনের অন্তরে অসুরদেরই পরাক্রম দেখা যায়। আমারদের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি-সকল দেবতাদিগের অধীনে না থাকিয়া অসুরদের বশবর্ত্তী হইয়া লোক সমাজে নানা প্রকার অনিষ্ট করিতে থাকে. আসুরিক লোকেরাই এখানে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়ায়। আসুরিক ভাব কি প্রকার, তাহা ভগবদ্গীতার কয়েক শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।

কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কোন কর্ম্ম হইতেই বা নিবৃত্ত হইতে হয়, আসুরিক জনেরা তাহা জানে না। তাহারদের মধ্যে শৌচ নাই, আচার নাই, সত্য নাই।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং।

তাহারা অসত্যেতেই বাস করে এবং জগৎকে অপরস্পর-সম্ভূত কামহেতু নিরীশ্বর বলিয়া স্থির করে।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।

এই প্রকার [illegible]র উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল অ[illegible] [illegible] জগতের ক্ষয়ের নিমিত্তও [illegible] [illegible] থাকে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।

দুষ্পূ[illegible] [illegible]মন। আশ্রয় করিয়া দম্ভ মান মদান্বিত হইয়া মোহেতে অসৎ [illegible] গ্রহণ করে এবং অশুচি কর্ম্মেই ব্রতী থাকে।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।

তাহারা প্রলয়ান্ত অপরিমেয় চিন্তাকেই আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে এবং কামোপভোগ তাহারদের সর্ব্বস্ব।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।

শত প্রকার আশাপাশে বদ্ধ হইয়া সেই কামক্রোধ-পরায়ণ লোকেরা কাম ভোগার্থে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ে অভিলাষী হয়।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং।

আজ আমার [illegible] এই মনোরথ পরে [illegible] আছে, পরে এত [illegible] [illegible]রই গণনা।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

এই শত্রু আমা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অপর শত্রুদিগকেও হনন করিব, আমি ঈশ্বর আমি ভোগী; আমি সিদ্ধ, বলবান, সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।

আমি ধনী, জনবান, আমার সমান আর কে আছে; অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া তাহারা এই মনে করে।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।

এই প্রকারে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজালে সমাবৃত হইয়া এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে তাহারা পতিত হয়।

অসুরদের পৃথিবীতে বড়ই আক্রোশ; দেবতারা মনে করিলেন, এই সকল অসুরদের অতিক্রম করিবার উপায় কি? এক উপায় আছে; আমরা যদি সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করি এবং তাঁহার শরণাপন্ন হই, তাহা হইলেই অসুরদের উপর জয়ী হইতে পারি। এই ভাবিয়া তাঁহারা উদ্গীথ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। উদ্গীথ যজ্ঞের মন্ত্র এই. অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। দেবতারা মনে করিলেন, যদি আমারদের মধ্যে

এক জন নিরপেক্ষ হইয়া আমারদের সকলের জন্য যজ্ঞ করেন, তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। প্রথমে বাক-দেবতাকে বলিলেন, তুমি আমারদের হইয়া যজ্ঞ কর; বাক দেবতা সম্মত হইলেন। বাক্যেতে যাহা কিছু ভোগ, তাহা আর আর সকল দেবতারা পাইলেন; কিন্তু ভাল বলার যে প্রশংসা, বাক্-দেবতা তাহা আপনাতে রাখিলেন। বাক্য সকলের উপকার করিয়া এতটুকু স্বার্থ রাখিলেন। তখন অসুরেরা বলিল, দেখি ইনি কেমন জয় করেন। এই বলিয়া করিয়া পাপদ্বারা বিদ্ধ হাতে অভিভূত হইয়া রূপ বাক্যে আরম্ভ করিলেন। অসত্য, অনৃত বীভৎস, এই সকল বাক্যই অপ্রিয়রূপ বাক্য। বাক্য সত্য মৃদু প্রিয় না বলিয়া আপনার উৎকর্ষ আর পরের নিন্দা বলিতে লাগিল। বাক্য ভাল বলার প্রশংসা আপনার উপর রাখাতে তাহার স্বার্থপরতা দোষ হইল; তাহার সেই অল্প রন্ধ্র পাইয়া অসুরেরা বাক্-দেবতাকে পরাজয় করিয়া আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইল। অতএব দেখ, আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য কত যত্ন চাই, অল্প দোষকে অবহেলা করিলে তাহা মহৎ অনিষ্টের কারণ হয়। বৃহৎ সমুদ্র পোতে অল্প ছিদ্র হইলে তাহা যদি উপেক্ষা করা যায়, তবে সে সমুদ্রপোতও ডুবিয়া যায়। আপনার বিষয়েও এই রূপ। এমন কখনই মনে করিবে না যে আত্মাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার আবশ্যক নাই; একটি কোন কুপ্রবৃত্তি পোষিত হইলে তাহা সমুদয় সদ্ভাবকে গ্রাস করিতে পারে। আপনি এই প্রকারে বিনষ্ট হইলে, না আপনাকে উদ্ধার করা যায়, না অন্যকেই উদ্ধার করিবার শক্তি থাকে।

বাক্য পরাস্ত হইলে পর আর আর দেবতারা একে একে যজ্ঞ করিলেন, কিন্তু সকলেই পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আইলেন। কেহই নিরপেক্ষ হইতে পারিলেন না। চক্ষু সকলের উপকার করিলেন, কিন্তু ভাল দেখিবার অভিমান আপনার প্রতি রাখিলেন। শ্রোত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্য অন্য আর আর দেবতার হিত সাধন করিলেন কিন্তু আপনাদের উপরে এক একটি অভিমান রাখিলেন, ইহাতে প্রতি দেবতা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বাক্য অনৃত বলিতে লাগিলেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় শরীর ও মনের বিকৃতি জনক দুর্গন্ধ বস্তুর প্রতি লুব্ধ হইলেন। চক্ষু অভদ্র দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। শ্রোত্র সদুপদেশ ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ শ্রবণ না করিয়া কুমন্ত্রণাই শুনিতে লাগিল। তখন দেবতারা প্রাণের নিকটে যাইয়া কহিলেন যে তুমি আমারদের জন্য যজ্ঞ কর। প্রাণ যজ্ঞ করিলেন। প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র সকল ইন্দ্রিয়েরই উপকারী এবং সকল ইন্দ্রিয়ের উপকারেই তাঁহার উপকার। যদি সকল ইন্দ্রিয় সুস্থ থাকে তাহা হইলেই প্রাণের মঙ্গল। প্রাণের এই প্রকার নিরপেক্ষ ভাব। অসুরেরা প্রাণকেও আক্রমণ করিতে গেল কিন্তু পর্ব্বতের উপরে ঢিল ফেলিলে সে যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, প্রাণকে আক্রমণ করিতে গিয়া অসুরেরা আপনারাই এই প্রকার বিনাশ পাইল। এই প্রকারে দেবতারা জয়ী হইলেন। যতক্ষণ অসুরেরা ছিদ্র পাইয়াছিল, ততক্ষণ তাহারদের পরাক্রম কেহ ভঙ্গ করিতে পারে নাই। প্রাণ যখন নিরপেক্ষ হইয়া তাহারদের প্রতিকূলে দাঁড়াইল, তখনই তাহারদের পরাজয় হইল। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা সাধারণের উপকারের নিমিত্তে দাঁড়াইবেন; তাঁহারা যেন সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন, তাঁহাদের যেন স্বার্থপরতা না থাকে। শরীরের মধ্যে যেমন প্রাণ, পরিবারের মধ্যে সেই রূপ পিতা। ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর ভেদভাব থাকিতে পারে কিন্তু পিতা সকল পুত্রের উপরেই মঙ্গল দৃষ্টি, পুত্রের মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল। আপনার মঙ্গল স্বতন্ত্র, পুত্রদিগের মঙ্গল স্বতন্ত্র, এরূপ নহে। প্রাণের ইচ্ছা যেমন শরীরের সকল অঙ্গই ভাল থাকুক; যেহেতু শরীরের সমুদয় অঙ্গ সমুদয় কার্য্য, যথা রূপে থাকিলেই প্রাণের মঙ্গল; পিতারও এই

প্রকার ভাব। প্রজার প্রতি রাজারও এই প্রকার ভাব চাই। পিতা যেমন সকল পুত্রের মঙ্গল চান, রাজারও সেই রূপ সকল প্রজার প্রতি মঙ্গল দৃষ্টি থাকা উচিত। এই হেতু কালিদাস এক স্থলে রাজাকে পিতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি। সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" রাজা যদি নিরপেক্ষ ভাবে প্রজা পালন করেন, তাহা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল। আর যদি তিনি প্রজাদের প্রীতি না চান, কেবল ভয় প্রচার করিয়া সকলকে বশীভূত করেন এবং সকল প্রজাকে নিজ আপনার স্বার্থ-সাধনের যন্ত্র মাত্র করিয়া ফেলেন; তবে সে রাজা রাজাই নহেন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য যাঁহাদের প্রতি ভার, তাঁহারদের প্রাণের মত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহারদের কি প্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য? যখন এখানে চতুর্দ্দিকে অসুরদেরই জয়, তখন তাঁহাদের এমন এক জনকে চাই, যিনি নিরপেক্ষ হইয়া সকলের মঙ্গল করিতে পারেন, যিনি সাধারণের জন্য আপনার জীবন দান করিতেও প্রবৃত্ত থাকেন। এ প্রকার ধর্ম্ম-প্রচারক আপনার ধন মান প্রভুত্ব সাধনের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। বঙ্গদেশে অসুরদের যে প্রকার উৎপাত, তাহাতে সকলেই মুমূর্ষ হইয়াছে। তোমরা যে কয়েক জন এই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছ, তোমারদের ইহা অবশ্যই হৃদগত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম ভিন্ন, ঈশ্বর ভিন্ন, আর আমারদের গতি নাই। অতএব এইক্ষণে তোমরা সকলে একত্র হইয়া স্থির কর, ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মের জন্য কে তোমারদের মধ্যে অসুরদের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে। যে মহাত্মা আপনার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক মাত্র এই ধর্ম্মের উন্নতিসাধন কার্য্যে ব্রতী হইবেন তিনি এই ধর্ম্ম যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহাকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আপনার কোন ছিদ্র না থাকে, যাহাতে অসুরেরা প্রবেশ করিতে পারে। এক্ষণে অসুরেরাই প্রবল, দেবতারা মুমূর্ষু। অসুরেরাই এক্ষণে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছে। এইক্ষণে ব্রাহ্মদিগের কত যত্ন চাই। এখন এপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারক চাই, যিনি ধর্ম্মের জন্যে আপনার সকলই সমর্পণ করিতে পারেন এবং সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন প্রাণ, সেই রূপ তিনি বঙ্গ সমাজের প্রাণ হইতে পারেন। ইহা হইতে মহোচ্চ পদ আর কি আছে।

নিবাধই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজের

১২ কার্ত্তিক

হে আমাদিগের [illegible]! চিরকালের আশ্রয় দাতা! চিরকালের [illegible]! আমাদিগের সর্ব্বস্ব ধন ও চরম সম্বল! আমরা কতিপয় সুহৃদে এইখানে প্রতিসপ্তাহে মিলিত হইয়া গত সম্বৎসর কালাবধি তোমার আরাধনা করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা আমাদিগের কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়! দয়াময়! এ সৌভাগ্য আমরা কেবল তোমারই প্রসাদে লাভ করিয়াছি। আমরা এত দিন তোমাকে ভুলিয়া অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বৃথা কাল যাপন করিতে ছিলাম কিন্তু তুমি করুণাময় পিতার ন্যায় তোমার এই অধম সন্তানদিগকে বিষয়ের বিষময় পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া তোমার অমৃতময় পথে আনয়ন করিয়াছ, তোমার ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছ ও সস্নেহ সুমধুর বচনে নিয়ত এই কহিতেছ যে তোমাকে লাভ করাই আমাদিগের জীবনের একমাত্র সাফল্য সাধন। তোমাকে লাভ করা আমাদিগের কিছুই দুষ্কর নহে। তুমি প্রেমের ধন; আমরা যখনই অকপট প্রেমভরে তোমাকে ডাকিতেছি, তখনই তুমি আমাদিগের হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইতেছ। ধর্ম্ম সাধন করিতে কত বল, কত বীর্য্য, প্রদান করিতেছ, তোমার সহবাস জনিত বিমলানন্দ সম্ভোগ করাইতেছ ও আমাদিগের মনে এই ধ্রুব সত্য প্রদীপ্ত করিতেছ যে তুমি আমাদিগের চিরকালের উপজীব্য। তোমার সহিত এখানে সম্বন্ধ

নিবন্ধ করিতে পারিলে সে সম্বন্ধ আর কোন কালেই বিচ্যুত হইবার নহে। ইহাতে আমাদিগের মনে কি রমণীয় আশা বলবতী হইতেছে, মৃত্যুর পর পরলোকে তুমি আমাদিগকে তোমার মঙ্গলময় পথে লইয়া যাইবে ও আমাদিগের বিমলানন্দের স্রোত ক্রমশ বর্দ্ধমান করিতে থাকিবে।

হে পরম বন্ধু! তুমি আমাদিগের মন তোমার প্রতি লইয়া গিয়া আমারদিগকে যে কি অপার সুখে সুখী করিয়াছ, তাহা কি বলিব? তুমি আমারদিগকে অমৃতের পথ প্র[illegible] আমরা যদি তোমার করু[illegible]য়া দৃঢ় প্রযত্নাতিশয়ে [illegible]কে, তাহা হইলেই আমরা জীবন সার্থক করিতে পারি। কিন্তু [illegible] তোমার সহিত স্বর্গীয় সহবাস সুখ, [illegible] কখন কখন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক আমাদের চিদাকাশে প্রাতভাত হয়, তাহা নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোক তুল্য বিরাজমান থাকিয়া তাহার মোহান্ধকার নষ্ট করিতেছে না। যদিও তুমি তোমার সহিত সহবাস সুখ এমন সুলভ করিয়া দিয়াছ যে আমরা [illegible] প্রসারণ করিলেই তাহা পাইতে পারি, কিন্তু আমরা মোহ-বশত এমনি বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছি, যে আমরা তাহাতে অবহেলা করিয়া বিষয়ের পশ্চাৎ নিয়ত ধাবমান হইতেছি। আমরা শরীর রক্ষণ, ধনোপার্জ্জন, আমোদ প্রমোদে এমনি মুগ্ধ হইয়া থাকি, যে সেই সকল কার্য্যকেই জীবনের সার মনে করি ও তোমাকে লাভ করা যে আমাদের মহান্ প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা ন্যায় পথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করি, জ্ঞানালোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করি, স্বীয় পরিবারগণকে প্রতিপালন করি, এ সমুদায়ই তোমার অনুমোদিত কর্ম্ম। যদি আমরা সেই সকল তোমার প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করি ও তাহাতে এই মাত্র লক্ষ্য রাখি, যে কিসে তোমার মঙ্গলময় অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমরা কেবল তোমারই কার্য্য করিতে থাকি, তোমার সহিত সম্বন্ধ ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে; কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা সেই সকল কর্ম্ম আমারদিগের আপনার কর্ম্ম বলিয়া বোধ করি। আমরা বিষয়ের জন্যই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই ও তজ্জনিত হর্ষশোকে বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। হে প্রেমময়! কত দিনে আমারদিগের এ ভ্রম দূরীকৃত হইবে? কত দিনে আমরা তোমাকে পরম সুহৃদ, পরম শরণ, পরম আশ্রয় জানিয়া পবিত্র হৃদয় হইয়া তোমাকে প্রীতি ও ভক্তি পুরস্কারে অর্চ্চনা করিতে পারিব? কত দিনে বিষয় জনিত হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হইয়া তোমার সহিত সহবাস লাভে বিমল সান্দ্রানন্দ উপভোগ করিতে পারিব?

হে পরমাত্মন্! আমারদিগের নিজের কি ধর্ম্মবল আছে যে আমরা তাহার দ্বারা তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারি? তুমি কৃপা করিয়া তোমার প্রসন্ন বদন আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধিত কর ও তোমার সহবাসের উপযুক্ত [illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন

আগামী মাঘ মাস হইতে ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই অবধি বিয়ারিং পত্রিকা ডাকে চলিবেনা। অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন, যাঁহারা বিয়ারিং পত্রিকা লইয়া তথায় ডাকের [illegible]তন দিয়া থাকেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় [illegible] আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন [illegible]তুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় [illegible]ইবেক না।

আগামী ২৫ অগ্রহায় রবিবার অবধি ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ [illegible]লিতে আরম্ভ হইবে। শিশুদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিখাইবার জন্য এবৎসর একটি শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্প আছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর [illegible] শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় বার মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম খণ্ড এই সমাজে দান করিয়াছেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মের উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতক গুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকট আবেদন করিলে তাঁহারদের জন্য আগামি পৌষমাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট হইবেক। তাঁহারদের নিকট যে নিদর্শন পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহারদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

শ্রী অ[illegible]নন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ
[illegible]লকাতা ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য

[illegible] নিয়ম—[illegible] ব্রাহ্ম প্রতিব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপা[illegible] করিবার অভিলাষ করেন, তিনি উপাচা[illegible]ক জানাইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দি[illegible] থাকিবেক এবং তিনি তাহার নিদর্শন-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

২ নিয়ম—যে ব্রাহ্মের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, তিনি যদি নিয়মিত রূপে আগমন না করেন; তাহা হইলে তাঁহার আসন আর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না এবং উপাচার্য্যের প্রা[illegible]নুসারে তাঁহার নিদর্শন-পত্র প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক।

৩ নিয়ম—যাঁহা[illegible] আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যদি তিনি কলিকাতায় [illegible] পস্থিত থাকা হেতু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ [illegible] আসিতে না পারেন; তবে উপাচার্য্যকে [illegible] তাহার সংবাদ করিবেন।

৪ নিয়ম—[illegible] আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট [illegible] ব্রাহ্মেরা আসিয়া উপবেশন করিবেন, উ[illegible] আরম্ভ হইবার পরে তাঁহাদের অপেক্ষায় [illegible] শূন্য রাখা যাইবে না।

[illegible]—আগামি [illegible] অবধি এই [illegible] প্রচলি[illegible] হইবেক।

ব্রাহ্ম[illegible] পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। [illegible] আনা মাত্র।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের আশ্বিন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় .	১০
" হরনাথ ঠাকুর	[illegible]
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	[illegible]
" সুবলদাস সেন	[illegible]
	[illegible]

ম[illegible]

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ	
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" সাগরলাল দত্ত	৪
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	[illegible]
" রামচন্দ্র ঘোষাল . ..	[illegible]
" কাশীনাথ দত্ত...	[illegible]
" [illegible]কুণ্ঠনাথ[illegible]	[illegible]
	[illegible]

[illegible] দান।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন সেন	[illegible]
" কাশীনাথ দে	[illegible]
" প্রসন্নকুমার ঘোষ	[illegible]
" শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়	১
	৫

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত [illegible]দাস বিশ্বাস	১
" [illegible] ব্রাহ্মসমাজ	১
" [illegible] ... ঐ...	৸৵০
	২৸৵০
দানাধারে দান প্রা[illegible]	১৫।৶৫
	৮৬।৴৫

[illegible] এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১২ [illegible] [illegible] সোমবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ

২০৯ সংখ্যা

পঞ্চম কল্প পৌষ ১৭৮২ শক পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ব... সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে আমারদের চির কালের পিতা মাতা! তুমি পিতা হইতেও অধিক যত্নে, মাতা হইতেও অধিক স্নেহে, আমারদিগকে লালন পালন করিতেছ; আমারদের কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয় গ্রহণ কর। আমাদের নিদ্রার অসহায় অবস্থাতে তুমি জাগ্রত ছিলে, জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ। অদ্য আমরা দিবসের আলোক পাইয়া, নূতন বল নূতন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, তোমাকে কায়-মনে প্রণিপাত করিতেছি। আমাদের প্রতি তোমার অজস্র দান; কিন্তু আমরা তাহার কোন রূপেই যোগ্য নহি। হে পরমাত্মন্! আমরা কি প্রকার বাক্যে, কি প্রকার মনে, তোমাকে ধন্যবাদ দিব। তোমার করুণা প্রতি দিনে নূতন, প্রতি সন্ধ্যায় নূতন। আমরা যেন কখন তাহা ভুলিয়া না যাই।

হে পরমাত্মন্! এক্ষণে আমাদের সকলই তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমাদের দেহ মনের সকল শক্তি তোমারই— সে সকলকে তোমার কার্য্যে নিয়োগ কর। আমারদের সকল ভাবকে পবিত্র কর। তোমার সত্য, তোমার ধর্ম্ম, যেন আমারদের জীবনের অন্ন-পান হয়। আমরা যেন তোমার প্রীতি, হৃদয়ে রাখিয়া সকলকেই প্রীতি করি; যেন অন্যের দোষ প্রশান্ত মনে মার্জ্জনা ক । আমরা যেন সকল কার্য্যে সত্যবাক্ হই, সকল ব্যবহারে সরল হই, সকল ক ত অকপট হই এবং সকলের সঙ্গে প্রে সদ্ভাবে দিন যাপন করি।

আমারদের মনে তোমার জ্ঞানের প্রদীপ উদ্দীপন কর। তুমি আমারদিগকে এই প্রকার সাধু ভাব দেও, যাহাতে তাপিতের সঙ্গে সম-দুঃখী হই; অনাথকে আশ্রয় দিই, বিপন্নকে উদ্ধার করি; শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করি এবং সকল মনুষ্যের মধ্যে মঙ্গল-ভাব প্রচার করি। হে পরম গুরু! তোমার শিক্ষা যেন আমরা সকল সময়ে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি। অতি দুর্ব্বল যে আমরা, আমারদিগকে পাপ পরিহার করিবার বল দেও এবং যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, যাহা পবিত্র, তাহাই অনুসরণ করিবার স্পৃহা দেও। আমরা যেন এই সংসারের অস্থায়ী ধন সম্পত্তির উপরে সকল আশা স্থাপন না করি কিন্তু তোমাকে আমারদের অক্ষয় ধন রূপে সঞ্চিত করিয়া রাখি।

হে পরমেশ্বর! অদ্যকার দিন তোমার করুণাই ব্যক্ত করিতেছে, দিন রাত্রই তোমার করুণা প্রচার করিতেছে। প্রতি দিনই আমারদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে তুমি আমারদের নিকটেই আছ; তুমি আমারদের মধ্যে বাস করিতেছ; আমারদের

মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, অহরহ প্রেরণ করিতেছে। সুখেতে, দুঃখেতে, মৃত্যুতে, সকল সময়েই আমারদের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছ

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

৩২ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন, আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকি, একি কখন প্রার্থনীয় হইতে পারে? তিনি স... লের প্রাণ স্বরূপ; তিনি জ্ঞানদাতা, প... সুহৃৎ; তাঁহার করুণা আমরা অ... ভোগ করিতেছি; তাঁহা হইতে দূরে থাকি, তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন; এ প্রকার অভিলাষ কি কাহার কখন হইতে পারে? প্রকৃত মনুষ্যের কি কখন এমন প্রার্থনা উদয় হইতে পারে? যদিও তিনি পাপে কলঙ্কিত হয়েন; অপবিত্র বিষয়ে মগ্ন থাকেন; তথাপি তাঁহার আত্মা কি এ প্রকার অসাড় হইতে পারে, যে তিনি ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। মনুষ্যের কি এমন অবস্থা হইতে পারে যে তাঁহার আত্মা হই... ঈশ্বর-স্পৃহা একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যা..., যে ব্যক্তি তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতেছে, তাঁহার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, সে যদিও এক এক বার মনে করিতে চাহে, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন; কিন্তু তাহার আত্মা হইতে কি কখন কখন এ প্রকার গম্ভীর ধ্বনি নিঃসৃত হয় না "তুমি কোথায় পলায়ন করিবে; আর কাহা হইতে নিস্তার পাইবে? তাঁহার আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া আর কাহার আশ্রয়ে যাইবে?" তুমি পাপেতে ... হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কর; ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন কর; তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তোমার কি হইবে? পাপময় আত্মাও তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। গিরি গুহা, কানন সমুদ্র, যেখানেই যাউক, পাপী তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে পারে না; তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে অন্তরের ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব পাপ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইও না; ব্যাকুল অন্তরে, গ্লানি-যুক্ত মনে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর; বল "আমি আপনাকে জঘন্য করিয়াছি; তুমি আমা... ; আমার হৃদয় অন্ধকারে ব... , তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। তুমি সহস্র দণ্ড দেও, তাহা আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাকে কুটিল পাপ হইতে মুক্ত কর এবং তোমার প্রসন্ন মুখ আমার নিকট প্রকাশ কর।" এই প্রকার গ্লানি-যুক্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেই তাঁহার করুণা বারি অবশ্যই পতিত হইবে, তিনি তোমার দগ্ধ আত্মাকে অবশ্যই শীতল করিবেন। যাহারা পাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয়; এই মনে করে যে ঈশ্বর না থাকিলে পরকাল না থাকিলেই ভাল এবং তদনুরূপ মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে; সেই আত্মঘাতিরা এই ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি। ভয়েতে মোহেতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে কত কুটিল সংশয়কে স্থান দেয়। তাহাদের কি দুর্দ্দশা! তাহারা কি কৃপা-পাত্র! ঈশ্বর নাই, তাহারদের আত্মা ইহা কোন ক্রমেই বলিতে চায় না; তথাপি তাহারা অন্ধ থাকিবে। তাহারা দেখিতেছে, পুণ্য-পাপ-দর্শী ঈশ্বর জাগ্রত আছেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। তাঁহাদের অন্তরে ভয়ও হইতেছে কিন্তু তাহারা পাপের শাস্তাকে ভয় করিয়াও করিবে না। পরম পিতা তাহারদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহারা সে আহ্বানের প্রতি বধির। তোমরা কি

তাঁহার শাস্তি-ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছ? কখনই হইও না। তাঁহার সকল শাস্তিই ঔষধ। এখন হইতেই তাঁহার শরণাপন্ন হও; সকল গ্লানি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তোমাদের আত্মা পুনর্ব্বার পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে; ঈশ্বরের বাক্যে মন আকৃষ্ট হইবে; সেই পবিত্র স্বরূপের সহবাসের যোগ্য হইবে। যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে; সেই একটী দিন, যখন ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তোমাদের মনে কি হইবে? কেহ মনে করিবেন, "এক সময় আমি [illegible] হইতে দূরে থাকিয়া কুটিল পথে [illegible] ছিলাম; তখন আমার উদ্ধারের আর আশা ছিল না; তখন ঈশ্বর কৃপা করিলেন, তাঁহার প্রসাদেই আমি আবার তাঁহার প্রতি গমন করিয়াছি, এ প্রকার না হইলে আমার কি হইত?" কেহ মনে করিবেন, "এখন আমার কি হইবে? এ শোক ও যন্ত্রণা-ভার আর কোন রূপে বহন করা যায় না। আমি কোথায় যাইতেছি, আমার গতি কি হইবে? হা! আমি আমার জীবনের প্রতি কিছুই দৃষ্টি করি নাই—কত সময় সৎপথে গেলেও যাইতে পারিতাম, তাহা আমি তুচ্ছ করিয়াছি, ঈশ্বর কত সময় আমাকে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার কথাও আমি শ্রবণ করি নাই। এখন আমার কি হইবে?" এই মৃত্যুকাল যে বহুদূর, এ প্রকার মনে করিও না, কিছুই স্থির নাই। এ প্রকার মনে করিও না, এখন ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করি, বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম সাধন করিব; তখন ঈশ্বরের প্রতি মন দিব। অদ্যই যাহা করিতে পার, পরদিন তাহা করিতে যাইও না। অসুরেরা সময়েতেই বল পায়; আজি যদি কোন প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার, কোন কুটিল ইচ্ছাকে জয় করিতে পার, তবে এমন মনে করিও না যে আজি ইহা চরিতার্থ করি, পরে আর করিব না। এই ইচ্ছা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে এখনো মোহ যায় নাই, মন হইতে এখনো কুটিল ভাব দূর হয় নাই। অপবিত্রতার উপরে যাহার কিছু মাত্র ঘৃণা আছে, সে কি তাহা হইতে বিমুক্ত না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে? সে কি এক ঘণ্টা কাল অপবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া সুস্থ থাকিতে পারে? অতএব যিনি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, যিনি পরাজিত ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার জয়ী করিতে চাহেন; তিনি এখনি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হউন। অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে অশ্রুপাত করুন—তাহা হইলেই তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা যাইবে, পাপের আকর্ষণ থাকিবে না, শোকের তীব্রতা থাকিবে না। তখন তিনি আর এমন মনে করিবেন না যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। তখন তাঁহার গাঢ় অনুতাপ হইবে যে এক সময় তাঁহা হইতে দূরে ছিলাম; তাঁহার সঙ্গে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা রক্ষা করি [illegible]ই—তৎকালে আমার জীবন কি শূন্য বি[illegible] পবিত্র ছিল। এইক্ষণে ঈশ্বর-প্রসাদাৎ [illegible]র দর্শন পাইতেছি, তিনি কৃপা করিয়া [illegible] নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তখন পরীক্ষাতে জানিলেন যে তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। তিনি দেখিলেন যে এক সময়ে যখন আমি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত ছিলাম, তখন আমার [illegible] ব্যাকুলতার অবস্থাই ছিল; এক্ষণে তাঁহার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে সকলই জ্যোৎস্নাময়, সকলই সুধাময়! তিনি এই দুই [illegible]বস্থার মধ্যে কেমন প্রভেদ দেখিতে পান [illegible] এক সময়ে তিনি তাঁহা হইতে দূরে থা[illegible] যা কোন সুখেই সুখী ছিলেন না; অ[illegible] এক সময় তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া কো[illegible] বি[illegible]দেই বিপন্ন হয়েন না। যদিও শত শত বাহিরের শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করে, [illegible]হার আত্মার শান্তি কেহই হ[illegible] করিতে পারে না; কেন না তিনি আত্মার আরাম-[illegible]ল ঈশ্বরকে পাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শোকের তীব্রতা নাই, মৃত্যুর ভয় নাই—পাপের গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না

তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ [illegible]য়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি-সকল

হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।” যিনি এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য সুখ, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।” “যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য এবং তাবৎ সচেতনের এক মাত্র চেতন-কর্ত্তা; একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।” এখানে বলা হইতেছে, যাহারা তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দেখেন। এই আলোক করণে যে তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ হয়াছে, এও এক ভাবে দুর। আত্মা দেখাই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা এই সমাজ-মন্দিরে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতেছি; কিন্তু ইহা হইতেও তিনি আমাদের নিকটে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। তিনি আমাদের শরীর মন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি তখনই নিকটে দেখি। তিনি শরীর মন্দিরের দেবতা! তিনি আমাদের নিজস্ব ধন। বায়ু বৃষ্টি, অগ্নি সূর্য্য, যেমন সাধারণের উপকারের জন্য, তিনি কেবল সেইরূপ সাধারণেরই ধন নহেন; তিনি প্রত্যেকের নিজস্ব ধন। তাঁহার সঙ্গে প্রতি আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতি শরীরের অন্তর-স্বামী; তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই সকলকে আমার বলিয়া বলি; ঈশ্বরকে সেইরূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হৃদয়েশ্বর। “যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি” যিনি আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও দূরে দেখেন, তাঁহারও ভয় হয়; যখন আপনার আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাব দেখি, তখনই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া নিঃশঙ্ক হই। কি আশ্চর্য্য! অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছি। যখন চক্ষু উন্মীলন করিতেছি, তখন চতুর্দ্দিকেই তাঁহাকে দেখিতেছি; যখন চক্ষু নিমীলন করি, তখন অন্তরেই তাঁহার স্বপ্রকাশ-মূর্ত্তি বিরাজমান দেখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অন্তরতরং যদযমাত্মা।

সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের এক বিশেষ গৌরব এই যে তিনি ঈশ্বরকে অতি নিকটের বস্তু বলিয়া দেখিতে আমারদিগকে উপদেশ দেন। অন্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রকাশ বাহিরে দেখিয়াই নিরস্ত আছে। কোন ধর্ম্মে এই আশা মাত্র পাওয়া যায় যে এখন ঈশ্বর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, ভবিষ্যতে আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, এখন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রকাশমান দেখ, ভবিষ্যতে তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর, প্রতি আত্মাতে যে প্রকারে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, কোন বাহ্য বস্তুতে বা কোন গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার প্রকাশ সে প্রকার কখনই থাকিতে পারে না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এত নিকট সম্বন্ধ যে আমরা তাঁহাকে পিতা বলি, আমরা তাঁহাকে মাতা বলি, আমরা তাঁহাকে অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হই! তিনি যে হঠাৎ আত্মাতে কি প্রকারে কখন কখন অতি জাজ্বল্য রূপে প্রকাশিত হয়েন, এই নিগূঢ় ব্যাপারে প্রবেশ করা যায় না; কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে, সে ভিন্ন আর সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে এবং সেই পাষাণ হৃদয়েরও মানিতে হইবে যে কোন না কোন সময়ে ঈশ্বরের আভা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

মনুষ্যের কি এমন জঘন্য অবস্থা হইতে পারে যে চিরকালের জন্য ঈশ্বর হইতে

বিচ্যুত থাকেন? এমন হইতে পারে না। কারণ জঘন্য অবস্থা কিসে হয়? ঈশ্বর যাহার হৃদয়-মন্দিরে কখনই আসেন না, কখনই আপনার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করান না; তাহাকে আমরা জঘন্য বলিতে পারি না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিয়াও অন্ধ থাকে, যে ব্যক্তি তাঁহার গম্ভীর বাক্য শুনিয়াও তাহা অবহেলা করে; তাহাকেই জঘন্য বলি।

ঈশ্বরের জ্যোতি সকল হৃদয়েই প্রকাশিত হইতেছে। আমরা যদিও তাঁহাকে না দেখি, না চাহি, [illegible] তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। [illegible] শিশু হইয়া পরে মনুষ্য হইয়াছে, সে তাহার জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অবশ্যই অনুভব করিয়াছে। আমরা তাঁহাকে আপনার বলিয়াই আলিঙ্গন করি, আর অপরিচিতের মতই দেখি; তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাঁহার স্নিগ্ধ প্রীতি-দৃষ্টি যে নাও অনুভব করে, তাঁহার মহৎ গম্ভীর আদেশ-সকল অনেক সময় তাহার কুটিল গতিকে অবশ্যই বাধা দেয় এবং উন্নত বিষয়ে নিয়োগ করে। ঈশ্বর জানিতে দেন যে তাঁহার আদেশ পালন করাই শ্রেয় এবং কল্যাণকর। যিনি এমন গম্ভীর আদেশও অবহেলা করিয়া পাপে পতিত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান যে তাঁহার জয় বাস্তবিক তাঁহার পরাজয়ের কারণ; কেননা তখন তিনি তাঁহার হৃদয় হইতে তাঁহার পরম বন্ধুকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

আমারদের প্রতি জনের পরীক্ষা কি ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখাইয়া দিতেছে না? কত সময় কেমন আশ্চর্য্য-রূপে আমারদের মনের ভাব, আমারদের চিন্তা-স্রোত পরিবর্ত্ত হইয়া মঙ্গলের দিকেই নিয়োজিত হয়। বাহিরের কত ঘটনা, কত অবস্থা, কত পরিবর্ত্তন, আমারদের এমন ভাব-সকল উদ্দীপন করে, যাহাতে আমারদের জীবন পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠে। যদি কখন কোন প্রলোভন আমারদিগকে কোন নীচ কিম্বা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে—মিথ্যা বা প্রতারণা বাক্যে কুমন্ত্রণা দেয়—মলিন বা স্বার্থপর চিন্তার উদ্দীপন করে; তখন কি অন্তর হইতে আর এক গভীর ধ্বনি শ্রুত হয় না, যাহাতে সত্য, মঙ্গল, নিঃস্বার্থ ভাব, পবিত্রতা; এই সকল স্মরণ হয়? এই প্রকার যখন আমরা শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে আন্দোলিত হই, তখন মঙ্গলের চারিদিকে কতই উৎসাহ—কত আনন্দের প্রবাহ দেখিতে পাই। তখন বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর আপনার প্রতি আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে আমরা চিরজীবনই তাঁহাতে প্রীতির সহিত অনুরক্ত থাকি; তিনি আমারদিগকে ভয় দেখান, বা উৎসাহ দেন, দুঃখে ফেলেন, বা সুখ বিধান করেন সকলই ইহারই জন্য যে তাঁহার সৎপথ [illegible] মরা অবলম্বন করিয়া থাকি।

ইহা আমারদে[illegible] কমন অধিকার—ইহাতে আমারদের [illegible] উৎসাহ যে ঈশ্বর আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীব যে আমরা, আমারদের ইহাতে কি প্রকার আশা ভরশা, বল বীর্য্য, উদয় হয়। ঈশ্বরের নিকটে যাইতে আর আমারদের কি ভয় থাকে?

যিনি নিয়তই [illegible] াকে তাঁহার প্রেম দান করিতেছেন এ[illegible] তাঁহার অজস্র সাহায্যে আবৃত করিতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া বিশ্বাস ও নির্ভর ও প্রী[illegible] আর কাহার প্রতি যাইতে পারে? [illegible] ত্র যদি তাঁহার পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করে—অনেক অ[illegible] [illegible] সঙ্গে পতিত হয় ও প্রতিক্ষণে পিতা[illegible] উপদেশ-সকল উল্লঙ্ঘন করে; আর যদি সেই অবাধ্য পুত্র তাহার প্রতি পদ বিক্ষেপে সেই পিতার প্রীতির চিহ্ন পায়; কোন স্থানে তাঁহার এক স্নেহ-পূর্ণ পত্র, কোন স্থানে তাঁহার প্রেরিত কোন বন্ধু, কোন স্থানে তাঁহার আর কোন অভিজ্ঞান; এই সকল পাইয়া কি তাহার মন আর্দ্র হয় না? এই প্রকার পিতার নিঃস্বার্থ প্রেম ও অনিবার্য্য [illegible] ত্ব দেখিয়া সে কি বশীভূত হইবে না এবং পুনরায় তাহার পিতার পদতলে [illegible] সিয়া অবনত হইবে না।

ঈশ্বর এই প্রকার তোমার জীবনের সমুদয় পথে তাঁহার করুণার চিহ্ন-সকল বিস্তার করিয়া তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিতেছেন। তিনি তোমাকে আসিতে বাধ্য করেন না; যেহেতু তোমার ধর্ম্ম-প্রকৃতি সে প্রকার বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি তোমাকে তবে শ্রেয়ের পথে কি প্রকারে প্রবৃত্ত করেন? মন্দ প্রেয়ের দিকে কত সংশয়, কত বিপত্তি, কত ভয় বিস্তার করেন; আর মঙ্গলময় শ্রেয়ের দিকে কত গভীর আনন্দ, কত পবিত্র চিন্তা, কত বিমল প্রসাদ, বিকীর্ণ করেন। এই প্রকারে তিনি প্রথমে তোমার চিত্তকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন ও পরে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া আপনার অমৃত পথে লইয়া যান।

আমাদের প্রতি তাঁহার যে কেবল কৃপা দৃষ্টি মাত্র আছে, এমন নহে। তিনি স্বয়ং আপনি আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তিনি কেবল আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। তিনি কেবল আমাদের সঙ্গী নহেন কিন্তু আশ্রয়দাতা। তিনি আমাদের ধর্ম্ম-চেষ্টাতে তাঁহার অমোঘ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। হে সাধু যুবা! তোমাদের মধ্যে যে কেহ কুটিল পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ এবং পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিবার যত্ন পাইতেছ, তোমার কি কেহ উৎসাহ-দাতা নাই? ইহা সত্য যে তুমি আপনার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করিতেছ; কত উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত বল আপনাতে কিছুই দেখিতেছ না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি মনে করিতে পার যে ঈশ্বরই তোমার সহায়। তিনি আপনার বলি তোমাকে দিয়া প্রস্তুত করাইবার জন্য আপনি সহায়তা করিতেছেন। তোমার যে সকল বিষয়, যে সকল চিরপোষিত প্রবৃত্তি, তাঁহার জন্য বলিদান দিতে হইবে, তাহাতে তিনি কি উৎসাহ ও সাহস দিতেছেন না? তিনি কি তাঁহার ... প্রকাশ করিতেছেন না, যাহাতে ভয় হৃদয় না হও? কেবল আমারদের আপনার উপর নির্ভর থাকিলে সকলই যন্ত্রণা এবং সকলই নিরাশা; কিন্তু সেই অভয়দাতার প্রতি নির্ভর গেলে সকলই কল্যাণতর উৎসাহ, বীর্য্য, ও জয় এবং আনন্দ প্রদান করিতে থাকে।

তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে আমাদের সকল সংশয় দূর হয় এবং আমাদের ভগ্নোদ্যম আবার নবীকৃত হয়। তাহাতে আমাদের যত্ন ও চেষ্টা ও সতর্কতা আরো কত অধিক হয়। তখন আমাদের এমন কোন ভাব, কোন বিশ্বাস, কোন প্রতিজ্ঞা ... পরিশ্রম, কোন কার্য্য; যাহাতে ... পবিত্র হয়, যাহাতে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন হয়; তাহা অবহেলা করি না কিন্তু প্রাণ-পণে রক্ষা ও সাধন করি। আমারদের যে সকল ধর্ম্ম-চেষ্টা একাকী অসহায় হইয়া করিলে নিষ্ফল হইয়া যায়, তাঁহার সহায়বান্ হইয়া করিলে তাহাতে নূতন বলাধান হয়। আপনার উপর নির্ভর করিয়া যেখানে ভয় এবং অস্থিরতা—ঈশ্বরের উপর নির্ভর গেলে সেখানে সাহস এবং দৃঢ়তা। যেখানে আপনার চেষ্টা নাই, সেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ নাই—যেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ নাই, সেখানে আপনার চেষ্টাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না। আত্ম প্রভাবের উপর যতদূর নির্ভর, ততদূর যেন আমরা সভয় ও সাবধান থাকি—ঈশ্বরের উপর যত দূর নির্ভর, তাহাতে যেন অপরাজিত সাহস ও ভরসা পাই। যেখানে আমরা অধিক দুর্ব্বল, সেখানেই অধিক সবল। যখন আপনার প্রতি সকল ভরসা না থাকিয়া ঈশ্বরের প্রতি সকল নির্ভর যায় তখনই আমরা কঠোর ধর্ম্ম-কার্য্য-সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি

যিনি আমারদিগকে হস্তধারণ করিয়া আপনার অমৃত পথে লইয়া যাইতেছেন-আমারদের প্রতি যাঁহার যত্নের কখন বিরাম নাই; সেই ঈশ্বরের প্রতি আমরা কত ঋণে বদ্ধ রহিয়াছি—সে ঋণ এমন সহস্র জীবন পরিশোধ করিতে পারে না। আমরা মনের সহিত তাঁহাকে কি প্রণিপাত করিব না এবং যে অমৃত পথ তিনি আমারদিগকে

প্রতি ক্ষণে দেখাইতেছেন, তাহার অবলম্বন করিতে কি যত্নবান্ হইব না।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগ ভৈরব— চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধন-ধান্য-পূর্ণ শোভাময়; তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি; সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সাজিত কেমন।

প্রফুল্লিত কানন,গিরি,নদী,সাগর, অযুত অগণ কালি তোমারই।

ধন্য পরম কারণ, ধন্য জগত পতি, বরষিছ অবিরত প্রাণ, ধন, জীবন; সুখ অতুলন। ১।

ললিত রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা দিব মাতা তোমার স্নেহের উপমা, হে অখিল মাতা।

না হয় বিশ্রাম আতপ কোলাহলে; তুমি তাই নিবাইলে রবি, থামাইলে বিহঙ্গ কুলে। ২।

কুকব রাগিণী—তাল তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লয়ে রহিও।

যাঁহার কৃপায় তুমি খুলিয়ে নয়ন,তাঁরে আগে দেখিও। ৩।

কুকব রাগিণী—তাল আড়াঠেকা

কেন ভোল ভোল চির-সুহৃদে, ভুলনা চির-সুহৃদে।

ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হতে, এমন সুহৃদে কেন ভোলো।

থেকনা থেকনা তাঁ হতে অন্তর; তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল

চির-জীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণা-নিলয়ে, কেন ভোলো। ৪।

টোড়ী রাগিণী—তাল আড়াঠেকা

গেল বিভাবরী,আইল শুভ্র-বসনা উষা; মগন হও রে অমৃত সাগরে।

চির দিন তাঁরে রাখ হৃদয়ে; কেহ তাঁর সমান,চখে দেখে নাই, শুনে নাই শ্রবণে।৫।

টোড়ী রাগিণী— চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার, ডাকি তোমায়, সংসার মোহ কোলাহলে দেও নিস্তার।

রয়েছো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন সনাতন, ত আর সকলি অসার। ৬।

টোড়ী রাগিণী—তাল তেওট।

যদি অমৃ না দেখিলে এ আলোকে, কি আর ভবে দেখিলে।

নাহি কেহ তাঁর সমান, প্রেম সৌন্দর্য্য মঙ্গলে। ৭

দেবগিরি রাগিণী—তাল একতাল।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভি মে। হৃদয়-কমল বিকাশে র নামে।

গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে বিরাজে নপ্রকাশ।

দেখ দেখ াকরে, দিবাকর জিনিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর অনু ম। ৮।

শঙ্করা রাগিণী— াল আড়াঠেকা।

আজি আমাদে মহোৎসব আজ আনন্দের সীমা কি

সব সুহৃদে মি ডাকি সখারে। আজ আনন্দের সীমা কি। ৯।

রাগ মঘ—ঝাঁপতাল।

বিপদ-রাশি দুখ দারিদ্র কি করে। যে নিরঞ্জন পরে ধ্যান ধরে।

কি ভয় লোক-ভয়ে; বিশ্বপতি মহেশ রাজ-রাজের প্রসাদ-বারি-গুণে বিপদ-সাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ-পবন তাহে পাই নব জীবন, নিমিষে সকল পাপ-তাপ হরে

হৃদয় আকাশে, জোৎস্না প্রকাশে, যখন দেখি সেই করুণাকরে। ১০।

রাগ গৌড় মল্লার—চৌতাল।

তাঁরে কেমনে ভোলো; অন্ধকার এ সংসার তিনি বিনা।

কি হবে, কি হবে, এ প্রাণে, যদি সত্যে না জানিলে; শূন্য সে জীবন, বিসাদেরই আলয়।

কেমনে তাঁরে ছাড়িবে এখানে নাহি কি পাপ তাপ, আছ যে সু তাতে শয়ান।

না দেখিলে যদি তাঁর প্রী ত-নয়ন, কোথা গিয়ে হইবে শীতল। ১১।

রাগ গৌড় মল্লার—তা মাড়াঠেকা।

হা—যাবে কোথা আর তা হতে; আপন গৃহ ছেড়ে সুখ শা পাইবে কোথা।

সকলি সুধাময় তাঁর সাথে; ভয় তাপ কি থাকে, অমৃত নিকেতনে পাইলে—সংসার-যাতনা সব ভুলিয়ে যাই।১২।

রাগ গৌড় মল্লার-চৌতাল।

গাও তাঁরে,গাও সদা তরুণ ভানু, যবে অচেতন জগতে দেও ণ; জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,স লে মিলে গাও তাঁরে।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী, মহেশের মহ শ ঘোষো, বারিদ; সবে মিলে মিলে গ তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু, তস্বতী, প্রফুল্ল-কুসুম-বনরাজি, অগ্নি,তুষা কেহই থেকনা নীরব।

যত বিহঙ্গ চিত্র চিত্র সবে, আনন্দ রবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নাম; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ১৩।

পরজ রাগিণী—ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি, রতন মণি খচিত আর কি শোভে।

তরুণ বিভাকর, তারা, বিশদ চন্দ্রমা, জগত রঞ্জিত কনক রজত রঞ্জনে।

সুরভি পাভরণ বিপিন, গিরি, সিন্ধু, নদ,সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে।

কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী, তোমার জগত শোভা নিরখি নয়ন ভুলে। ১৪।

দেশ রাগিণী—তাল তেওট।

থেকনা থেকনা দূরে নাথ! সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে, চির দিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহি না তোমা হতে; দেও এই অধিকার; নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি। ১৫।

ছায়ানট রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

জাননা রে কত তাঁর য জন দেখে না চাহে না তাঁরে, তারেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারে; তাঁর আনন্দ-জনন, সুন্দর আনন, দেখরে নয়ন, সদা দেখরে। ১৬।

পূরবী রাগিণী—এক তালা।

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও,কভু ভুলনা ভুলনারে করুণা তাঁর।

খুলে দেও হৃদয়-দ্বার; তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশো মনের আঁধার। ১৭।

ইমনকল্যাণ রাগিণী— চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল; তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-শরণ; তুমি গুরু, পিতা, পাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত; তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ; তুমি পরম, তুমি অমৃত-সেতু; তুমি অগম্য অপার। প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি-অদ্ভুত-কারণ, তুমি সকলের মূলাধার। ১৮।

শ্রীরাগ—চৌতাল

ধন্য সেই সাধু, সেই জ্ঞানী; যে শুদ্ধ বুদ্ধ সত্যে ধ্যায়ে নিয়ত।

কত তাঁর আনন্দ তাঁরে পাইয়ে অন্তরে।১৯।

কামোদ রাগিণী—তাল ধিমা তেতালা।

কি ধন না মেলে যবে আনন্দময় প্রেম-ময়ের সঙ্গে থাকি।

মঙ্গল মুরতি দেখাও তোমার; প্রাণ আসে দেহে যখন তোমায় দেখি। ২০।

জয়জয়ন্তী রাগিণী—চৌতাল।

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে। মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কে বা জানে কত সুখ-রত্ন ... মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে। ২১।

বাহার রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার। তুমিহে আমার মোহ-আঁধা-রের আলো।

মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা।

মুক্তি-দাতা, দেখাও হে অমৃতের সো-পান। ২২।

কেদারা রাগিণী—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

তার হে তার হে ভয়-হর ভব তারণ হে ভব-তারণ।

ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিত-জন-পাবন। ২৩।

বেহাগ রাগিণী—চৌতাল।

জনম এমন বৃথা চলে গেল। মোহে অন্ধ হইয়ে কত আর থাকিবে বল।

চারি দিনের সুখেরই কারণ ভুলিয়ে গেলে সেই প্রাণ সবারে; এখনো নাহি চেতন, এত অচেতন।

ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসার তরে ছেড়োনা অমৃতে; এ সব কোথা যাবে এক পলকে। প্রলোভন এমন কি আছে যাতে ভোলো পরম সম্পদে; কিসের অভাব থাকে সে ধন মিলিলে। ২৪।

বেহাগ রাগিণী—চৌতাল।

থাকিবে এমন আর কত কাল বল কি ভুলে ভুলে রয়েছো পরম সম্পদে।

এ ধন পাইলে সকলি দেয়া যায়, যদি এ প্রাণ যায় কি তাহে; কি এমন যা অদেয় তাঁর। ২৫।

বেহাগ রাগিণী—তাল রূপক।

প্রেম-মুখ দেখরে তাঁহার। শুভ্র সত্তা স্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার; সর্ব্ব সম্পৎ তা... মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান; সকল সময় বন্ধু তিনি এক, স-ম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁ... পাশে, দিয়াছেন যে প্রাণ;

ছাড়ি যাবে ... সে তাঁরে করিব দান। ২৬।

বেহাগ রাগিণী—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে।

প্রখর-বুদ্ধি না পায়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন ...।

ব্যাকুল অন্তরে ডাকরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে।

প্রেম-দাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে। ২৭।

মুলতান রাগিণী—একতালা।

চাহি সদা তোমা সঙ্গে থাকি, কেমন মোহ আসি, ফিরায় যে মন।

কেমনে পাব আমি তোমায়, দেখা দেও এই ভব-তিমিরে। ২৮।

মুলতান রাগিণী—তাল তেওট।

অজস্র করুণা হতেছে বরষণ তোমার।

আনি দেও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে, নাহি নাহি অন্ত তাহার। ২৯।

বিজ্ঞান

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা।

২০৭ সংখ্যক পত্রিকার—৮০ পৃষ্ঠার পর।

শারীরিক বিধান (Fissue) ক্ষয় হওয়া যে রূপ ক্ষুধার আদিকারণ, সেই রূপ প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূত্রাদি দ্বারা শারীরিক জলীয়াংশ ক্ষয় হওয়া তৃষ্ণার আদি কারণ। প্রতি প্রশ্বাসে আমারদিগের ফুস ফুস হইতে জল বাষ্প রূপে নির্গত হয়, সেই বাষ্প অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমার গের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, কিন্তু শীতল কাচ বা তুপাত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে তদুপরি জল দেখা যায়, যে-হেতু প্রশ্বাস বিনির্গত জলীয় বাষ্প শীতল প্রদেশে সংলগ্ন হইলে জলে পরিণত য়, এজন্য শীতকালে প্রশ্বাস নির্গত হইবামাত্র ক য় বাষ্প সকল শীত-লতায় অপেক্ষাকৃত ঘন হ তে সেই বাষ্প আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু শ রের জলীয়াংশ নির্গত হইবার এই একটী মাত্র ন পথ নহে—চর্ম্মের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া জলীয়াংশ নির্গত হই-তেছে, গ্রীষ্মকালে শ্রম করিলে সেই সকল ছিদ্র দিয়া অ ক জলীয়াংশ অত্যা নির্গত হয়। যখন আমরা কিছু ম ম না করি, ও তল স্থানে থাকি, তখন সেই সকল ছিদ্র দিয়া অধিক জলীয়াংশ নি-র্গত হয় না বটে, তথা অদৃশ্য বাষ্প রূপে যাহা নির্গত হয় তাহা নি ন্ত অল্প নহে।

যদিচ নানাবিধ ক বশত, চর্ম্ম হইতে যে জলীয়াংশ নির্গত হয় হার তারতম্য হইয়া থাকে বটে, তথাপি শরীর বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দে য়াছেন যে প্রত্যহ চর্ম্মের ছিদ্রদিয়া বাষ্প প এক সের হইতে দেড় সের শারীরিক জল শ নির্গত হয়*। প্রতি মি-নিটে প্রশ্বাস দ্বার ফুসফুস হইতে প্রায় চারি গ্রেণ হইতে সাত গ্রেণ এবং চর্ম্ম হইতে প্রায় একাদশ গ্রেণ জল নি ত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব দ্বারাও শারীরিক জলী ংশ নির্গত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ শরীর হইতে যে জলীয়াংশ নির্গত হইতেছে, সেই ক্ষতি পরিপূরণ না হইলে শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার বিষম ব্যতিক্রম হয়, যেহেতু জল সর্ব্বাপেক্ষা শরীরের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ—শরীর নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। শরীরের ১০০ শত ভাগে ৭০ সত্তর ভাগ জল ও ৩০ ভাগ ত্রিশ ভাগ অন্যান্য কঠিন পদার্থ অর্থাৎ শরীরকে তৌল করিলে যদি ১০০ সের হয় তবে তাহার ৭০ সের জল ও ৩০ সের অন্যান্য বস্তু। শরীরের এমত কোন বিধান নাই যাহাতে কিছু না কিছু জলীয়াংশ না আছে। অস্থি ও দন্ত যে এমত কঠিন পদার্থ, তাহাতেও জলীয়াংশ আছে। কোন কোন শরীর বিধানের (বিশেষত যে শরীর বিধানের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল) জলই নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। শরীরের পৃথক পৃথক বস্তুর প্রতি ১০০০ সহস্রাংশের কত অংশ জল তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

স্নায়ু পদার্থ (Nerves including Brain and spinal marrow,) ৮০০

মাংশ পেশী (Muselcs) ৭৮০

যকৃৎ (Lover) ৬০

ফুসফুস (Lung) ৮৩০

চক্ষুমুকুর (Crystafine Lans) ৬০০,

ক্লম (Pancreis) ৮৭১

দর্শন স্নায়ু জাল (Retana) ৯২৭

পিত্ত (Rite) ৯৫০,

রক্ত ৮৭০,

লালা (Soliva) ৯৯০,

লসিকা (Lymph) ৯২৫,

পাচক রস (Gastico juice ৯৬০

ক্লম রসে (Panercatic juice) ৯৪৭

জলীয়াংশ আছে।

জল দ্বারা শরীরের যে কত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহার সীমা করা যায় না, ইহা শুদ্ধ শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ নহে, শারীরিক বিধান সকলের স্থিতি স্থাপকতা, কোমলত্ব প্রভৃতি ভৌতিক গুণ সকল জলীয়াংশ দ্বারা উৎপন্ন হয়, শারীরিক কঠিন পদার্থ সকল অকর্ম্মণ্য হইলে জলীয়াংশে পরিণত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হয়, পোষণোপযোগী কঠিন পদার্থ সকল রক্তের জলীয়াংশে পরিণত হইয়া না থাকিলে শরীরের পোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না*। সুতরাং সেই জলীয়াংশের সল্পতা হইলে অবশ্যই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার বিষম ব্যাঘাত হইবেক। অন্ন অভাবেও কয়েক সপ্তাহ জীবিত থাকা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ জল অভাবে ৩।৪ তিন চারি দিনের অধিক জীবিত থাকা যায় না। ক্ষুধার যন্ত্রণাপেক্ষা তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণা অত গুণ অধিক†। অত্যন্ত দুষ্ট হিংস্র

---

* It is alculated that there are no less than twenty-eig miles of tubing on the surface of the Hu an body, from which the water will escape as sensible Perspiration

* এতদ্ব্যতীত জল দ্বারা শরীর যন্ত্রের যে কত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে শরীর বিদ্যায় বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলে তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন।

† মুরশিদাবাদের নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতায় ঘন অষ্ট দশ হাত পরিমিত একটী গৃহে Black Hole

পশু পর্য্যন্তকেও তৃষ্ণা দ্বারা শীঘ্র বশীভূত করা যায় *। পরন্তু শারীরিক জলীয়াংশ ক্ষয় হওয়া তৃষ্ণার আদিকারণ বটে, কিন্তু মুখগহ্বর তালু ও গলনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকা (Mucous membrane) শুষ্ক হওয়া তৃষ্ণার উপাদান কারণ (Proximate cause) যেহেতু কখন কখন আদিকারণ অসত্বেও শুষ্ক উপাদান কারণে তৃষ্ণানুভব হয়। যথা সুরা ও ঘন কাফি পানে তৃষ্ণা হয় কিন্তু তদ্দ্বারা শরীরের জলীয়াংশ হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং কোন কোন অবস্থায় এমত তৃষ্ণার উদয় হয় যে যত জল পান করা যাউক না কেন, কিছুতেই সেই তৃষ্ণার নিবারণ হয় না। এন্ডরসন্ সাহেব (Anderson) আফ্রিকা ভ্রমণের বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে "যখন আমার সমভিব্যাহারী তৃষ্ণার্ত্ত লোক ও পশুগণ জল প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা অবিশ্রান্ত জলপান করিতে লাগিল, তথাপি কিছুতেই তৃষ্ণার নিবারণ হইল না বোধ হইল যেন জলের তৃষ্ণা নিবারণ শক্তি একেবারেই লোপ হইয়াছে।" অধিকক্ষণ তৃষ্ণার্ত্ত থাকিলে শরীর এক প্রকার দৌর্ব্বল্য হয়, এবং প্রয়োজন পরিমাণে জলপান করিলেও সে তৃষ্ণার তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয় না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে মুখ, তালু ও গলনলী শুষ্ক হওয়া তৃষ্ণার যে উপাদান কারণ তাহার সন্দেহ নাই।

পরন্তু তৃষ্ণার সেই উপাদান কারণ আর তাহার আদি কারণে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার সময়ে শিরা (vein) বা অন্ত্রে (intestine) পিচকারির দ্বারা জল প্রবেশ করিয়া দিলে অথবা শীতল জলে স্নান করিলে ¶ তৃষ্ণার নিবারণ হয় অথচ এক বিন্দু মাত্র জলও মুখ ও গলার ভিতর স্পর্শ হয় না। এ জন্য অর্ণব যানে পর্য্যটন কালে লোক সকল জলাভাবে তৃষ্ণায় কাতর হইলে ফ্রাঙ্কলিন (Franklin) সাহেব কহেন যে, তাহাদিগের সমুদ্র জলে স্নান করা কর্ত্তব্য তদ্দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হয়। যদিচ ইহাতে তৃষ্ণার নিবারণ হয় সত্য বটে, কিন্তু সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য না থাকিলে এই রূপ স্নানে বিষম হানি হইতে পারে, যে হেতুক স্নান দ্বারা দৈহিক উষ্ণতার স্বল্পতা হওয়াতে শীঘ্র প্রাণ নাশ হইবার সম্ভাবনা।

অপিচ আদিকারণ সত্বে শুষ্ক উপাদান কারণ নিবারণ হইলেও তৃষ্ণার নিবারণ হয় না। বার্ণার্ড সাহেব (Barnard) লিখিয়াছেন যে "একটি কুক্কুরের পাকস্থলিতে একটি ছিদ্র ছিল, সে নিয়ত জল পান করিত, কেন না জল পাকাশয়স্থ হইবামাত্রই নির্গত হইয়া যাইত শরীরাভ্যন্তরে আচুষিত হইত না। জলপান করিলে শুষ্ক মুখ ও গলা আর্দ্র হওয়াতে তৃষ্ণার নিবারণ হইত না। জলপান করিতে করিতে সে যতক্ষণ না অত্যন্ত ক্লান্ত হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে জল পানে ক্ষান্ত হইত না, অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনঃ পূর্ব্ব রূপ জলপান করিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে যখন তাহার সেই পাকাশয়ের ছিদ্র রুদ্ধ হওয়াতে পাকস্থলি হইতে জল নির্গত হওয়া ক্ষান্ত হইল, তখন শীঘ্রই তাহার সেই অত্যন্ত তৃষ্ণা নিবারণ হইল।"

সকল জীব সমান জল পান করে না। শল্লকী (শজারু) প্রভৃতি কতকগুলিন জীব স্বভাবতই অত্যল্প জল পান করে এবং জল পান না করিয়াও বহুদিন জীবিত থাকিতে পারে। গণ্ডার মহিষ, জিব্রা (বন্য গর্দ্দভ) জিরেফা প্রভৃতি কতকগুলি জীব স্বভাবত অধিক জল পান করে, এবং জল না পাইলে অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না এবং কোন কোন জীবকে জল পান করিতে কিম্বা জলের একটু কখনই দেখা যায় না। জল সকল জীবের শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ, সকল জীবেরই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ নিতান্ত প্রয়োজন কিন্তু যখন সকল জীবেরই শরীর হইতে প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি দ্বারা জলীয়াংশ নির্গত হয় এবং সেই ক্ষতি পরিপূরণ না হইলে কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না, তখন জলপান না করিয়া কিরূপে এক জীব অপর জীব অপেক্ষা অধিক দিন সুস্থ শরীরে ও অক্লেশে জীবিত থাকিতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত সহজ নহে সকল জীবের আহার একরূপ নহে—কাহার আহারীয় দ্রব্যে অধিক, কাহার আহারীয় দ্রব্যে অল্প জলীয়াংশ আছে। যাহাদের আহারীয় দ্রব্যে অধিক জলীয়াংশ আছে তাহারা অল্প আর যাহাদের আহারীয় দ্রব্যে অল্প জলীয়াংশ আছে তাহারা অধিক জল পান করে। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনও যুক্তিসংগত বলিয়া স্বীকার

১৪৩ জন সাহেবকে এক রাত্রি কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন পরদিন প্রত্যুষে সেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে দৃষ্ট হইল যে তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে, সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা তৃষ্ণায় যে রূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা পাঠে পাষাণময় হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

* এসটেলী সাহেব অত্যন্ত দুষ্ট ঘোটক সকলকে তৃষ্ণা দ্বারা বশীভূত করিতেন। যখন তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইত তখন প্রতি অনুমতি পালনের পুরস্কার স্বরূপ অত্যল্প জল পান করিতে দিতেন।

¶ স্নান দ্বারা লোমকূপ দিয়া দেহাভ্যন্তরে জল প্রবিষ্ট হওয়াতে তৃষ্ণার নিবারণ হয়।

করা যায় না, যেহেতুক ঔদ্ভিজ্জ ভোজীদিগের মধ্যে কেহ অধিক কেহ অল্প জল পান করে, কিন্তু সকল জীবের জলীয়াংশ ক্ষয় সমান নহে, কাহার অধিক কাহার অল্প, যাহাদিগের জলীয়াংশ ক্ষয় অধিক তাহারা অধিক জল পান করে এবং যাহাদিগের অল্প সুতরাং তাহারা অল্প জল পান করিয়া থাকে, এই রূপে সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসংগত ও অযুক্ত নহে, প্রত্যুত নানাবিধ কারণে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত ও যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয়। গ্রীষ্ম কালে বা অত্যন্ত শ্রম করিলে শরীর হইতে অধিক জলীয়াংশ নির্গত হয় এজন্য আমরা অধিক জল পান করি। শীতকালে বা অধিক শ্রম না করিলে অল্প জল নির্গত হয় এজন্য তত জল পান করি না। মনুষ্যের মধ্যেও কেহ কেহ অধিক কেহবা অল্প জল পান করে। (Sauvages) সভেজস্ সাহেব স্বীয় গ্রন্থে (Nosologica Medica) স (Toulouse) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স ের বিষয় লিখিয়াছেন, যিনি আদৌ তৃষ্ণা তাহা কিছুই জানিতেন না এবং বহু বিন্দুমাত্র জলপান না করিয়াও অক্লেশে কাল যাপন করিতেন। উক্ত গ্রন্থে আর একটী স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিত আছে যিনি এক সময় ৪০ দিন এক বিন্দুমাত্র কোন প্রকার তরল পদার্থ গ্রহণ করেন নাই। বেরার্ড (Berard) সাহেব কহেন যে আহারীয় দ্রব্যে কত জলীয়াংশ আছে অগ্রে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয় অধিক আশ্চর্য্য জনক বোধ হয় না।

জগৎপাতা জগদীশ্বর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আমারদিগের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দিয়া অসামান্য কৌশল ও অপার অনুপম কারুণ্য রস বর্ষণ করিয়াছেন। আমারদিগের শারীরিক বৃহতন্ত্র ও জলীয়াংশ নিয়তই ক্ষয় হইতেছে তিনি সেই ক্ষতি পূরণার্থ শুদ্ধ নানা প্রকার সুস্বাদ পুষ্টিকর আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, শরীর রক্ষার্থ ক্ষুধা তৃষ্ণাদিয়া এরূপ করিয়া দিয়াছেন, যে আমরা সেই ক্ষতি পূরণ না করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, যে কোন প্রকারে হউক সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য হই। মাতা যেরূপ অবোধ শিশু সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থ বল-পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইয়া দেন, তিনিও ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়া যেন আমারদিগের সেইরূপ বল-পূর্ব্বক আহার করাইয়া দিতেছেন। এই রূপ না করিয়া দিলে কখনই আমারদিগের শরীর রক্ষা হইত না, যে আমারদিগের শারীরিক অংশ নিয়তই ক্ষয় হইতেছে তাহা আমরা বোধ করিতে পারি না, বোধ করিতে পারিলেও ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে কখনই আমারদিগের তাদৃশ যত্ন হইত না, সুতরাং শীঘ্রই শরীর পতন হইত।

বিজ্ঞাপন

আগামী বর্ষের বিল্ল সংস্থানার্থে আগামী ২৪ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মদিগের সভা হইবেক। ব্রাহ্মেরা তৎকালে সভাতে উপস্থিত হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হয় এমত বিধান করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

আগামী মাঘ মাস হইতে ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই অবধি বিয়ারিং পত্রিকা ডাকে চলিবেনা; অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন, যাঁহারা বিয়ারিং পত্রিকা লইয়া তথায় ডাকের বেতন দিয়া থাকেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের কার্ত্তিক মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি	২৫
" হরচন্দ্র দত্ত	১৩
" চন্দ্রকুমার দত্ত	১
	৩৯

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি	১২
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবরায় ..	৫
	২১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	১
দানাধারে দান প্রাপ্ত	৫।৶৫
	৬৬।৶৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১০ পৌষ রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ

২১০ সংখ্যা

মাঘ ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প　　পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

আমরা এই মাত্র শ্রুত হইলাম, ঈশ্বর আমাদের শরীরের পুর-স্বামী, তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা। যাঁহারা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন, তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। যাঁহারা তাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু কয় ব্যক্তি তাঁহাকে এই প্রকারে অন্বেষণ করে। অনেকে বাহিরের বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকে—বিষয় কামনাতেই আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দেয়। বাহিরে কখনই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা যায় না; আকাশে যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেখানে দেখা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিকট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, ধর্ম্মিকের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎরূপ বিরাজ করিতেছে। সেখানেই তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূ　প্রকাশ পাইতেছেন। সেখানে তিনি　ন্তং শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশ পাইতেছে　। তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাত　স্নেহ, ভ্রাতার, সৌহার্দ্দ পতিব্রতা সতীর প　ম; এ সকলই তাঁহার প্রতি রূপ, আ　তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইতেছে সে　রণ্ময়ে প　রে কোষে তিনি সাক্ষাৎ বি　জ করিতেছেন। সেই সত্য স্বরূপ, আন　স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ, সেখানে প্রকাশিত হইতেছেন। জগৎ সংসার তাঁহার ম　দর্পণ; তাঁহার বিমল নিরবয়ব সুন্দর মূ　ও　ন্তরে যেমন প্রকাশ পাইতেছে, এমন আ　কোন স্থানেই নয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অ　রে অন্বেষণ করে, তাহার যত্ন কখন বি　হয় না।

কিন্তু আত্মাতে　ার কি প্রকার আবির্ভাব? সেখানে তিনি কি প্রকারে বিরাজ করিতেছেন? কেহ বলেন, যেমন আমি আছি ইহা নিশ্চয় বোধ হয়, শরীর মধ্যে যেমন আপনাকে উপলব্ধি করি, পরমেশ্বরকে সে প্রকার স্পষ্ট দেখিতে পাই না। যিনি আত্মার আত্মা, আত্মাই যাঁহার শরীর, তাঁহারা তাঁহাকে সেখানে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাকে যেমন করিয়া দেখিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না। জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে পরিমিত বস্তুর আশ্রয় সেই অপরিমিত। সেই মূল

কারণ ও আশ্রয় হইতে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। যিনি আমার আশ্রয়, তাঁহা হইতে কেমন করিয়া দূরে থাকিতে পারি। আমরা বৃক্ষ ফল ফুল শাখা পল্লব দেখিতেছি, ইহা কি মনে করিতেপারি যে তাহার মূল নাই, যদিও সেই মূল মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমাদের পরিমিত আত্মাও সেই মূল কারণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমি যখনি আপনাকে জানিতেছি, তখনি জানিতেছি আমি পরিমি আশ্রিত এবং আমার উপরে এক মহা পুরুষ আছেন, যাঁহার আমি আশ্রিত। পনার জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা চতুর্দিকেই পরিমিত ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাহাই অসীম জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে থাকে। আপনার ইচ্ছার ভাব দেখ, তাহা স্বাধীন থচ ক্ষুদ্র; তাহা সেই মহতী ইচ্ছারই ন দেখিতে পাইবে এবং সেই অ ত শক্তির আশ্রয়েই আপনার স্ব প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ভাব সকলকে রীক্ষা করিয় দেখ; সেই অনন্ত স্বরূপে স্থাপিত না হই কিছুতেই তাহারা তৃপ্ত হয়না। আপনার মুদয় আত্মাই পরমাত্মার আশ্রয়ে দেখি পাইবে। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূ রণ ও আশ্রয়কে দেখিতে পাইবে। যে সমুদায় বস্তু আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে এবং আকাশের সহিত দয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রহিয়াছে, ত ত্মা সেই রূপ পরমাত্মাকেই অবলম্বন রিয়া রহিয়াছে। সেই পরে অক্ষরে অনি অবিনাশী পরমাত্মাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন রথ নাভি ও রথ নেমিতে অর সকল সমর্পিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সর্ব্ব ভূত, সকল দেবতা, সকল লোক সকল প্রজা এই সমুদয় আত্মা সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ। আমরা আশ্রিত হইয়া কি আশ্রয়কে জানিব না? যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে দেখে, সে সেই এক অদ্বিতীয় সকলের আশ্রয়কে এবং আপনার আশ্রয়-দাতাকে দেখিতে পায়। আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুই জন সর্ব্বদা একত্রে থাকেন। এক জন আশ্রয়, এক জন আশ্রিত; এক জন ফলভোগী, আর এক জন ফল দাতা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমারদের কেমন নিকট সম্বন্ধ।

কেহ বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হইতে পারে? মনুষ্য মনুষ্যেরই সঙ্গী হইতে পারে কিন্তু কোথায় সেই ভূমা অনাদ্যনন্ত পুরুষ আর কোথায় আমরা এই সকল ক্ষুদ্র জীব আমাদে ার নানা অভাব, নানা দুর্গতি। তাঁহারা সেই মহান্ পুরুষকে দেখিয়া এবং আপনাদের অতি ক্ষুদ্র ভাব দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু সহবাস কি? না, একত্রে থাকা। দূরের বস্তুর সঙ্গেই সহবাস হয় না কিন্তু অন্তরতমের সঙ্গে কেন না একত্রে থাকা যাইবে? এমন যে নিকটের বস্তু, তাঁহার সঙ্গে সহবাস কেন না হইবে? আশ্রয় হইতে আশ্রিত কি দূরে থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়া গিয়াছে। আমলক ফলকে যেমন আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাঁহাকে সেই রূপ আত্মাদ্বারা স্পর্শ করি। তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে; তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন, তখন তাঁহার সহিত সহবাস কেন না হইবে? সহবাস আর কাহাকে বলে? আমরা মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিতেছেন, আমরা তাঁহার অমৃত বাক্য শুনিতেছি; একি তাঁহার সহিত সহবাস নয়? আমি যখন যাহা তাঁহাকে বলিতেছি, তাহা তিনি শুনিতেছেন; তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমি শুনিতেছি; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হ-

হইবে ? তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করিতেছি, তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিতেছি, এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদের প্রার্থনা-বাক্যের সার পাইতেছি ; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইতে পারে ! যাঁহারা বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস করা যায় না, তাঁহারা যদি অল্প কালের জন্য বিবেচনা করেন, তবে দেখেন যে এমন সহবাস আর কাহারও সঙ্গে হয় না। তাঁহার উপদেশ-বাক্যের শব্দ নাই, অথচ তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি ; তাঁহার সহবাসে এই সকল স্থূল ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক করে না, আমাদের এ চক্ষু, এ কর্ণ, তাহাতে আবশ্যক হয় না। তিনি নিজে যেমন অচক্ষু অকর্ণ অথচ সকল দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন ; আমরাও এ চক্ষু না দিয়াও তাঁহাকে দেখিতেছি, ও এ কর্ণ না দিয়াও তাঁহার অমৃত বাক্য শ্রবণ করিতেছি। যখন এই প্রকারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি ; তখন সহবাস শব্দ ভিন্ন আর কোন্ কথা দ্বারা আমাদের ভাব স্পষ্ট জানান যাইতে পারে ? তিনি রস স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। যেমন চক্ষু ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি, সেই রূপ তাঁহার অমৃত আনন্দ-রস জিহ্বা ব্যতীতও আস্বাদন করিতেছি। তাঁহার সেই অতুল্য প্রেমানন্দ আত্মাকেই সিক্ত করিতেছে। তাঁহার পবিত্র আনন্দ যখন আমাদের আত্মাতে উদয় হয়, তখন রস স্বরূপ বলিয়াও আমাদের সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। কোন রসের সঙ্গেই সে রসের মিল নাই, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সহবাসে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য চাই না। তিনি নিজে অতীন্দ্রিয়, তাঁহার সহিত সহবাসও অতীন্দ্রিয়। জীবাত্মা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করে, তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁহার অমৃত রস, আস্বাদন করে ; তখন তাহার চক্ষু কর্ণ ও অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ, যে জীবাত্মাতে ও তাঁহাতে আকাশের ব্যবধান নাই ; কেন না তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত। জীবাত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তিনি আকাশে যে রহিয়াছেন ; বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার যে প্রতিরূপ রহিয়াছে ; সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মঙ্গল কার্য্যে, বন্ধুদিগের প্রণয়ে তাঁহার মঙ্গল ভাবের যে সকল আদর্শ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। কিন্তু অন্তরে যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি, এই আমাদের মহৎ অধিকার। বাহিরে তাঁহার প্রতিরূপ ; অন্তরে তাঁহার রূপ দর্শন করিতেছি। সেখানে তাঁহাকে দেখিলেই ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি হেতু ; সেই রস স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। এখানে আমরা যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদ। বায়ু বৃষ্টি সূর্য্য চন্দ্র সকলে মিলিয়া তাঁহার উদার প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকে আমাদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়া, যেমন প্রীতি ও করুণা প্রকাশ করিতেছেন, এমন আর কিছুতেই করেন নাই। তিনি আপনার দক্ষিণ মুখ প্রকাশ করিতেছেন, আপনার প্রেম দান করিতেছেন, আপনার সৎপথে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন ; এই তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রধান বন্ধন। তিনি যে আপনাকে দান করিয়াছেন, এই তাঁহার সকল দানের প্রধান দান। তিনি যে আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, এই আমাদের সকল অধিকারের প্রধান অধিকার। আশ্চর্য্য ! আমরা এখান হইতেই জানিতেছি, তিনিই আমাদের পরম সম্পদ তিনি আমাদের পরম গতি, তিনি আমাদের পরম লোক এবং তিনিই আমাদের পরম আনন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

১৪ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

পরমাত্মার সহিত আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ; তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হয়; তাহা এই মাত্র বর্ণন হইল। তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন; আমরা আত্মাতে সেই জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ দেখিতেছি। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার আদেশ তাঁহার উপদেশ, শ্রবণ করিতেছি। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার আনন্দ-রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন না বটে কিন্তু আত্মার সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। আমরা ধ্যান-যুক্ত হইয়া, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আত্মাতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই। সেই ভূমার সহিত সহবাস করিয়া আমারদের এই ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইতেছে। যখন দেখিতে পাই যে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু আমার উপরে প্রসন্ন ভাবে বিকশিত রহিয়াছে, যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তখন তাঁহার সহিত আমাদের সম্মিলন হয়। এক বার অনুভব করিয়া দেখ, জ্ঞান দৃষ্টিতে প্রেম দৃষ্টিতে এক বার আত্মাকে উন্নত করিয়া দেখ; তাহা হইলেই ঈশ্বরের দৃষ্টি দেখিতে পাইবে। তাঁহার সে দৃষ্টি, প্রেম দৃষ্টি। প্রীতির ভাব তাঁহার যেমন, আমারও তেমন। তাঁহাকে প্রীতি নয়নে দেখ, তাঁহার উদার প্রীতি অনুভব করিতে পারিবে; তাঁহার প্রতি উদাসীন-ভাবে দেখিলে সেই প্রেমময়ের প্রেম আর দেখিতে পাইবে না। অনুরাগের সহিত, তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠে একের প্রীতিতে প্রীতি-ভাব সম্পূর্ণ হয় না; প্রীতি উভয়েরই চাই। ঈশ্বর আমারদিগকে যে প্রীতি করিতেছেন, সেই প্রীতি আবার আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমারদের উপরে তাঁহার অজস্র প্রেম-বারি বর্ষণ করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রেমবিন্দু দিয়াও কৃতার্থ হইতেছি। উদাসীনের মত দেখিলে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রেম অনুভব করা যায় না, বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে, প্রীতি রঞ্জিত নয়নেই, তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাঁহার দৃষ্টি মাতৃ-স্নেহের ন্যায়। মাতৃ-স্নেহের ন্যায় সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; সকল জগৎ [illegible] জনের হৃদয় তাঁহার স্নেহ-রসে সিক্ত রহিয়াছে। তিনি প্রতি জনকেই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছেন। তিনি একাকী প্রতি আত্মার প্রেম-ক্ষুধা শান্তি করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে যদি আর কেহই না থাকিত; আমি একাকী তাঁহার রাজ্যের অধিকারী হইতাম; তাহা হইলে তিনি আমাকে যে প্রকারে দেখিতেন, এখনো অগণ্য জীবের মধ্যেও আমাকে সেই প্রকারে দেখিতেছেন। রাজা আপন রাজ্যের প্রতি প্রজাকে জানিতেও পারেন না; জগৎ পিতা তাঁহার অসীম সংসারের প্রতি পুত্রকে স্বকীয় স্নেহময় ক্রোড় প্রদান করিতেছেন।

আজন্ম কাল যাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখনি যিনি আমারদের সকলকে তাঁহার প্রেম বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ চিত্তের সহিত নমস্কার কর; সমুদয় মন সমুদয় আত্মা, তাঁহাকে অর্পণ কর। আজন্ম যিনি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রেই যাঁহার স্নেহে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি; তাঁহাকে নমস্কার কর। তাঁহার এই স্নেহ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? আমরা এই পৃথিবীতে কিছু জানিয়া শুনিয়া আসি নাই; আমরা এক সময়ে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচেতন ছিলাম; অন্ধকারে আবৃত ছিলাম; কোথায় কি আছে, জানিতেও পারি নাই—আলোক দেখিবা মাত্রই কোথা হইতে স্নেহ আসিয়া

আমারদিগকে আলিঙ্গন করিল। তখন আমারদের এমন কি গুণ, কি আকর্ষণ ছিল, যে আমারদের উপরে কাহারও যত্ন হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই মাতার হৃদয়ে স্নেহ প্রেরণ করিলেন। সেই স্নেহ তখন আমারদের বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমারদের জীবন রক্ষা হেতু ঈশ্বর মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ দিলেন, মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিলেন; এই স্নেহেতে দুগ্ধেতে আমরা এক সময় লালিত পালিত হইয়াছি। তাঁহার প্রীতি আমরা প্রার্থনা করি নাই, তাহা আপনা হইতেই আসিয়া আমারদিগকে গ্রহ[illegible]ল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমারদিগকে প্রীতি করিয়া ছিলেন, আমরা কত কাল পরে তাহা জানিতে পারিয়া এক্ষণে তাঁহাকে প্রীতি প্রদান করিতেছি। যখন আমারদের দন্ত ছিলনা, তখন তিনি দুগ্ধ দিলেন; যখন দন্ত দিলেন, তখন কি অন্ন দিবেন না? যখন বুদ্ধি ছিলনা, তখন রক্ষা করিলেন, যখন বুদ্ধি বলে আমারদিগকে সম্পন্ন করিলেন, তখন কি আমারদিগকে আর আশ্রয় দিবেন না? যখন অনাথ ও দুর্ব্বল ছিলাম, তখন আপন ক্রোড়ে রাখিয়া পালন করিলেন; এক্ষণে কি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিবেন? তিনি তখনও আমারদের পিতা, মাতা, সর্ব্বস্ব, ছিলেন; এখনো তিনি আমারদের পিতা, মাতা, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমারদের পিতা মাতা থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি বিহীন হইয়া আমরা অনন্ত জীবন লইয়া কি করিব? আমরা কি অনন্ত কাল কেবল উদাসীনের মত থাকিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? তাঁহার উদার প্রীতি আমরা আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে থাকিব—আমারদের প্রীতি তাঁহাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিতে থাকিব—এই প্রকারে আমারদের সমস্ত জীবন গত হইবে। তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া, তিতিক্ষা ধৈর্য্যের অচ্ছেদ্য কবচ দ্বারা আবৃত করিয়া, এই পৃথিবীর কঠোর ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন; তাঁহার চির-সহবাসের জন্যই আমরা এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছি। তাঁহার প্রতি সকলে কৃতজ্ঞ হও। তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ কর। প্রীতি-নয়নে তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম দর্শন কর; এমন সুহৃৎ, এমন বন্ধু, আর আমারদের কেহই নাই। আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই আমারদের প্রার্থনীয় সমুদয় বস্তু তিনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, আমার [illegible] কামনার পূর্ব্বে সকল প্রকার কাম্য ব[illegible] বিধান করিয়াছেন। তাঁহার এই উদার [illegible]তি-ভাব দেখ, আর এ[illegible] ক্ষুদ্র সংসারের [illegible] দেখ। এখানে যাহার নিকট হইতে স[illegible] প্রত্যাশা করা যা[illegible] তাহা হইতে বঞ্চি[illegible] হইতে হয়। যাহাকে পুত্রবৎ পালন ক[illegible] মনে করা যায়, বৃদ্ধ কালে এ আমার য[illegible] স্বরূপ হইবে, সেখান হইতেও নিষ্ঠুর অ[illegible] পাইতে হয়। অকৃত্রিম প্রেম-ভাবে বন্ধুর হস্তে আপনার সমুদায় হৃদয় অর্প[illegible] করিতেছে, সে তাহা পাইয়া নানা প্রকা[illegible] নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি, সেখানে কৃতঘ্নতা; যেখানে বন্ধুতা, সেখানে শত্রুতা। এই অ[illegible]কার সংসারে আমরা কাহার প্রীতির পর নির্ভর করিতে পারি? কাহার উপর নিঃশঙ্ক হইয়া বিশ্বাস করিতে পারি? কেব[illegible] ঈশ্বরের প্রীতির উপর নির্ভর করিয়াই [illegible]কল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারা [illegible]য়। যদি আমরা তাঁহার প্রীতি হইতে [illegible]ষ্কৃত হইতাম, তবে আমারদের কি দুর্দ্দশাই হইত? কাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শান্তি পাইতাম? এই সকল দুর্ব্বল লোকেরা, এই সকল স্বার্থপর লোকেরা; ইহারা আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত, অন্যের বিষয় কি দেখিবে? ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে আমাদের পরিত্রাণ কোথায়? এই পবিত্র স্থানে দেখ ঈশ্বরের কি উদার ভাব! তিনি আপনার প্রীতি দান করিয়া আর সকল প্রীতির অভাব দূর করিতেছেন। যেখান হইতেই যত আঘাত পাই, যত প্রকার হৃদয়-বেদনা

পাই; তাঁহার সমীপে গিয়া তাহার সকলই শান্তি হইতেছে। যেখানে নির্ভর করিতে নাই, সেই সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসি: কিন্তু আমাদের চিরজীবন-সখা আমারদের সঙ্গেই আছেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়াই আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতা আমারদের মনুষ্যত্ব—তাহা এখনি আমাদের অলঙ্কার। পরে আমরা মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া শোক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, হৃদয়-গ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, চরিতার্থ হইব। কিন্তু এক সময়েই কি সে অবস্থার শেষ হইবে। অনন্ত কালই আনন্দের উপর আনন্দ প্রেমের উপর প্রেম লাভ করিতে থাকিব। যাঁহার উপর আমারদের এই প্রকার আশা ভরসা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার প্রীতির উপর নির্ভর করিয়া সকল আধি, সকল পীড়া হইতে মুক্ত হও। তিনি আমারদের পরম বন্ধু, তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা, তিনি আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি। তাঁহার নিকটে প্রার্থনা এই যে এখন যেমন তিনি আমারদের নিকটে প্রকাশ হইতেছেন, সেই রূপ যেন তিনি আমারদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী থাকেন। সেই আনন্দ-স্রোত যেন আমারদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বহমান হইতে থাকে। তিনি ভিন্ন আর আমারদের গতি নাই—তাঁহার প্রেমই আমারদের সর্ব্বস্ব। হে পরমাত্মন্! তোমার অমৃতানন্দ দ্বারা আমার আত্মাকে অভিষিক্ত কর। আমার দৃষ্টি যেন তোমার প্রীতি-দৃষ্টির উপরে সর্ব্বদাই থাকে। আমার ইচ্ছা যেন তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র না থাকে। আমি যদি তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করি, তবে আমাকে সহস্র দণ্ড দেও; কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিও না। হে সুহৃৎ! তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ঈশ্বর জ্ঞান।

মনুষ্য ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। আমারদের অন্তরের গভীর ভাব-সকল স্বভাবতই আমারদিগকে সেই মহান্ পুরুষের দিকে লইয়া যায়—সকলই আমারদের মনে তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার ভয়, আরাধনা, তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব উদ্দীপন করে। আমারদের আন্তরিক বিশ্বাস, আন্তরিক ভাব-সকল ঈশ্বরের দিকেই উন্মীলিত রহিয়াছে। আকাশ হইতে জলধারা পর্ব্বত-সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন এক মুখীন হইয়া গমন করে, সেই সকল ভাবও সেই প্রকারে ধাবিত হয় এবং তাঁহাদের স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধিত হইলে আর আর দিক্ দিয়া নিঃসৃত হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহারা তাহারদের উপযোগী বিষয় পায়, সে পর্য্যন্ত তাহারদের কিছুতেই আর শান্তি ও তৃপ্তি নাই। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে কঙ্কর মিশ্রিত অন্নও যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা যায়, আমারদের ঈশ্বর-স্পৃহাও সেই রূপ ভ্রম ও অসত্যকে গ্রহণ করে; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিয়া সে স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না, অশান্তি ও ব্যাকুলতার মধ্যে থাকিয়া তাহা যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিতে থাকে।

ঈশ্বরের প্রতি যাওয়াই আত্মার সহজ ভাব। সৃষ্ট জীবকে এক স্বয়ম্ভু পুরুষের আশ্রিত দেখিয়াই আমরা তাহাকে স্থির এবং স্থায়ী মনে করিতে পারি। চতুর্দ্দিকের বিষয়-সকল এমন অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল যে ইহার মূলীভূত সেই সৎস্বরূপে না গিয়া আমারদের সত্য ভাব চরিতার্থ হয় না। এই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার হস্ত না দেখিলে ইহারদের কোন অর্থই পাই না। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালকে সেই জীবিত পবিত্র পুরুষের সত্তাতে পূর্ণ দেখি। এই জগতের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, সুন্দর কৌশল, নিয়ম, ও উপযোগিতা, এ সকল সেই গম্ভীর জ্ঞানেরই কিরণ রূপে আমারদের মনে প্রতিভাত হয়। আমরা স্বভাবতই সকলেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই; কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেই সকল কারণের মূল কারণে না গিয়া কখনই নিরস্ত হয় না। অচির পার্থিব সৌন্দর্য্যে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই;

আমারদের ধর্ম্মের ভাব-সকল ঈশ্বরে গিয়াই তাহারদের জীবন, তাহারদের মূল, তাহারদের আশ্রয় ভূমি পায়। ধর্ম্মের বল কোথা হইতে আইসে? আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অন্য প্রবৃত্তির উপর এত আধিপত্য কিসে? আমারদের প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তব্যের অধিকার কোথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই অধিকার, এই বল, আমারদের ধর্ম্ম প্রকৃতির রচয়িতা ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ন্তা ঈশ্বর হইতেই হইয়াছে। তাঁহার সহিত আত্মার অকাট্য বন্ধন। আমারদের সকল কার্য্যের জন্য আপনাকে তাঁহারই নিকটে দায়ী মনে করিয়া কার্য্য করি। পাপ করিয়া তাঁহার নি- আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করি এবং পাপের পরিত্রাণের জন্য তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি করি। আমারদের অন্তরের প্রত্যেক ভাবই ঈশ্বরের দিকে তাহার মূল বিদ্ধ করিতেছে—তাঁহার প্রতিই তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। জগৎকে ঈশ্বরের আশ্রিত মনে না করিলে ইহার স্থিরতা পাই না। আপনাকেও তাঁহার আশ্রিত মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। আমারদের জীবনের সঙ্গেই এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় যে আমারদের জীবনের আশ্রয়-দাতা আছেন, আমারদের উপরে এক জনের চক্ষু রহিয়াছে; আমারদের ধন, প্রাণ, সুখ, সৌভাগ্য, তাঁহারই হস্তে; তিনিই আমারদের জন্য সংসারের ঘটনা-সকল প্রেরণ করিতেছেন, আমরা আপনারাই কর্ত্তা নহি, নিয়ন্তা নহি, কিন্তু এক মধ্য-স্থিত মহান্ শক্তির চতুর্দ্দিকে আমরা ভ্রমণ করিতেছি। পুরুষে পুরুষে যেমন সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত আমারদের সেই প্রকার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই তাঁহার পূজা ও আরাধনার মূল; আমরা আমারদের ভ্রাতা-সকলের সঙ্গে থাকিয়া কত সময় তাঁহার আশ্রয় চাই, কত সময় তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করি, কত সময় তাঁহার প্রসন্নতা প্রত্যাশা করি। আমারদের এমন সকল বিপদ আছে যে মনুষ্যের আশ্রয়ে তাহার উপশম হয় না। এমন গ্লানি ও বিষাদ আছে যে ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারো নিকটে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করা যায় না। সকলেই ঈশ্বরের জীব, সকলেই তাঁহাকে পূজা এবং সেবা কর। সকলেই তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার উদার প্রসাদ প্রার্থনা কর। সকলেই আমরা পাপ পঙ্কে মলিন, অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা কর। সকলেই তাঁহার প্রীতির পাত্র, তাঁহার প্রসাদ উপভোগ কর। সকলে সেই স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা পরিত্রাতা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও।

জগতের ভাব।

মনুষ্য এবং বাহ্য জগৎ পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী। এই জগৎ জীবিত, সচল এবং অর্থপূর্ণ। মনুষ্যের য় ইচ্ছাও নিয়ম এবং শক্তি, বিজ্ঞান ও র্য্য পরিপূরিত। জ্ঞানরাজ্যের নিয়ম ষ্যের মনে এবং বাহ্য বিষয়ে, উভয়েতে দ্যমান রহিয়াছে। বিজ্ঞানই প্রকৃতি নিহিত গূঢ় ভাব-সকল আবিষ্কৃত করিতে পারে। চক্ষে আমরা কেবল কতক গুলি পরিবর্ত্তনশীল, অর্থ শূন্য, ঘটনাবলী দেখিতে পাই; বিজ্ঞানই এই সকল প্রহেলিকার র্থ করিতে পারে। বিজ্ঞানই এই সকল টনাকে আপনার আয়ত্ত করে; ইহার গুণ, ইহারদের অর্থ, ইহারদের উদ্দেশ্য, ারদের নিগূঢ় সম্বন্ধ সকল দেখিতে পায়; প্রত্যেক ঘটনাকে অন্য এক ঘটনার কার্য্য এবং সম্বন্ধ নিরূপণ করে এবং সকল ঘ াকে এক সুদূর-বিস্তৃত সুন্দর-শৃঙ্খলা-পূ কার্য্য-কারণ-সূত্র অবধারণ করে। আত্মার নিয়ম সমুদয় জগতের সঙ্গে ঐক্য করিয়াই রচিত হইয়াছে। আমরা এক অপরিচিত নূতন ক্ষেত্রে স্থাপিত হই নাই। আমারদের মানস প্রকৃতি, আর বাহ্য প্রকৃতি, পরস্পর প্রতিকূল নহে। বিজ্ঞানের নিয়ম উভয়েতেই দেখা যায়; উভয়েতেই একই পুরুষের হস্তাক্ষর পাঠ করা যায়; উভয়ে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে, একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে এবং উভয়ে মিলিয়া একটী আশ্চর্য্য সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে।

তাহার দৃষ্টান্ত দেখ; মনুষ্যের মনে এবং জগতে, উভয়েতেই ক্ষেত্র তত্ত্বের নিয়ম বিদ্যমান রহিয়াছে। সৌর জগতের আকৃতি, গতি এবং শৃঙ্খলা, গণিত শাস্ত্রের নিয়মের সম্পূর্ণ অনুযায়ী এবং সেই সমস্ত বিস্তৃতি এবং সংখ্যার নিয়ম মনুষ্যের মনও সত্য না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতেছি, অন্যে তাহা যথার্থই প্রকাশ করিতেছে; আমরা যাহা ভাবতঃ জানিতেছি, অন্যেতে তাহা কার্য্যতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিজ্ঞানের নিয়ম এ উভয়েতেই বিদ্যমান—আমারদের মানসিক প্রকৃতি এবং ভৌতিক প্রকৃতি উভয়ের মূলেই স্থাপিত রহিয়াছে। সেই সকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া গ্রহগণ যেমন তাহারদের নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহারই অনুযায়ী হইয়া আমারদের মন ও তেমনি গণিত শাস্ত্রের একটী সামান্য সত্যে সায় দিতেছে

আবার দেখ, মনুষ্যের মনে শোভা, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যের ভাব এ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমারদের প্রকৃতির মূলে এই যে সকল ভাব নিহিত আছে, তাহা জগতে যথার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু আকর্ষণীয়, তাহা স্বভাব ছবির অনুকরণ। এই আদর্শ হইতে তাহার যত বিভিন্নতা হয়, ততই তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় এবং আমারদের সৌন্দর্য্যের ভাব-সকলের সঙ্গে তাহার তত মিল পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে এই যে বিজ্ঞান নিহিত আছে তাহা আমারদের শরীর রচনাতে আরো স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। শরীর রচনার সঙ্গে আর অন্তস্থায়ী বিজ্ঞানাত্মার সঙ্গে, কেমন আশ্চর্য্য সংযোগ রহিয়াছে! জ্যোতির সঙ্গে চক্ষুর সঙ্গে, কেমন সম্বন্ধ; আবার চক্ষের সঙ্গে মনের কেমন আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। চক্ষেতে আলোক পতিত হইবা মাত্র তাহার কিরণ-সকল কেন্দ্রীভূত হইয়া বহির্ব্বিষয়ের ছবি প্রকাশ করে। মনও সেই ছবি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে। এই তিনেতে একই বিজ্ঞান কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তিনেতেই সমান রূপে নয়; কেননা এই বিজ্ঞান এক স্থানে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেছে, অন্য স্থানে জ্ঞানত কার্য্য করিতেছে; কিন্তু ইঁহারদের মধ্যে পরস্পর যে একটী উপযোগিতা আছে তাহাতে তাহারদের মূলে একই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

জগতে এই প্রকার একটী নিদ্রিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান রহিয়াছে। এই জ্ঞানটীকে আবিষ্কৃত করা; আমারদের জ্ঞানের সঙ্গে তাহার একের ঐক্য নিরূপণ করা; অন্তরালোক দ্বারা বাহ্য বিষয় পাঠ করা সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কেবল কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া আমারদের জ্ঞান তৃপ্ত হয় না, আমরা স্বভাবতই সে সকল ঘটনার মধ্যে একটী নিয়ম অনুসন্ধান করিতে যাই। আমরা সকল বস্তুকেই ভূতলে পতিত হইতে দেখি, পরে এই সকল ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণের এক সাধারণ নিয়মের অধীনে আনিয়া নিরস্ত হই এবং ক্রমে তাহারদের গতি এবং বেগের নিয়ম-সকলও অবধারণ করি। আবার কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে আলোক কিরণের সঞ্চার নিরীক্ষণ করি কিম্বা কোন মসৃণ ভূমি হইতে তাহা প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি; এই প্রকারে আলোকের পরিবর্ত্তন * এবং বক্রগতির † নিয়ম অবধারণ করি। আমরা পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা রাশির মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অন্বেষণ করি। এই সকল প্রকৃতির নিয়ম এবং বিজ্ঞানের নিয়ম সমান। আমরা অনায়াসেই জ্ঞানের নিয়ম চতুর্দ্দিকে প্রকটিত দেখিতে পাই। যেখানে বিশেষের মধ্যে সাধারণ; পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়; অস্থায়ীর মধ্যে স্থায়ী নিয়ম দেখিতে পাই; সেই স্থলেই আমরা আমারদের বিজ্ঞান-প্রকৃতির অনুরূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হই এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে থাকি।

সকল ঘটনাই যে কোন এক নিয়মের অনুযায়ী হইয়া চলিতেছে, এই প্রত্যয় অবলম্বন করিয়া আমরা নির্ভয়ে সকল কার্য্য করিতেছি। শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিত যদি

* Reflection † Refraction

জীবন সংক্রান্ত কোন এক নূতন কার্য্য দর্শন করেন, তবে তিনি কি দেখিতে যান? এই পঞ্চ বিষয়। ১—সেই অঙ্গ কি প্রকার, যাহাতে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে? ২—সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণ কি? ৩—সেই কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? ৪—সেই কার্য্যটি কি? ৫—সেই কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? তাহার দৃষ্টান্ত, যেমন চর্ব্বণ কার্য্য। ইহার অঙ্গ কি? মুখ, জিহ্বা, হনু এবং তাহার সঞ্চালক পেশী সমুদয়—অঙ্গ। তাহার প্রবর্ত্তক কি? বুভুক্ষা প্রভৃতি তাহার প্রবর্ত্তক। কি প্রকারে সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়? সেই অন্নকে দন্ত ও জিহ্বা দ্বারা চূর্ণ ও পেষণ করিয়া সম্পন্ন হয়। সেই কার্য্য কি? অন্নের অবস্থান্তর করণ। তাহার উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ সেই অন্নকে গলাধঃকরণ করা, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে পরিপাকের উপযুক্ত করা, তৃতীয়তঃ শরীরের পুষ্টিসাধন করা।

যে পর্য্যন্ত এই পাঁচ বিষয় নিরূপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই জীবন-কার্য্যের সমুদয় তত্ত্ব নিঃশেষে নিরূপিত হয় না। যদি কোন এক বিশেষ কার্য্যে এই কয়েক বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ও নিরূপিত না হয়, তবে তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব; কেননা তাহা হইলে তাহা আছে কি না, তাহাই জানা যায় না। ইহার মধ্যে কোন একটা বিষয় অনেক সময় অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়। ইহার কোন একটী বিষয় প্রকাশিত হইবা মাত্র তাহার আনুষঙ্গিক কয়েক বিষয়ের সত্তাও সপ্রমাণ হয়। শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত সেই জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়-সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। কোন একটি অঙ্গ দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিশ্চয় মনে হয়, ইহার অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দেখিতে যান, ইহার কার্য্য কি? কার্য্যের প্রকার কি? কি কারণে ইহা চালিত হয়? কি অভিপ্রায় ইহাতে সম্পন্ন হয়? আবার তিনি যদি অঙ্গ না দেখিয়া কোন জীবন-কার্য্য দেখিতে পান, তবে এই মনে করেন, এই কার্য্যটি কি প্রকারে উৎপন্ন হইতেছে? এই কার্য্য নির্ব্বাহক যন্ত্রইবা কি? ইহা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে? অতএব উল্লিখিত পঞ্চ বিষয়ের এক বিষয় পাইলেই আমরা তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয় স্থির করিতে উদ্যত হই। যদিও পরীক্ষাতে এই সকল বিষয়ের মধ্যে একবারে সকল না পাওয়া যায়, তথাপি শারীর-বিধান-বেত্তা ইহা নিশ্চয় মনে করেন যে ইহারা থাকিবেই থাকিবে; ইহার মধ্যে একটি বিষয় দেখিতে পাইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় বিষয়ের সত্তা সপ্রমাণ হয়

এ প্রকার আমরা কেন মনে করি? এই জ্ঞানের মূল [illegible]ন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে আমারদের জ্ঞান-প্রকৃতি আর বাহ্য প্রকৃতি পরস্পর সামঞ্জস্য রূপে সংরচিত। প্রত্যেক ঘটনাতে [illegible] আমরা উল্লিখিত নিয়মের অনুবর্ত্তী [illegible]ন করি। আমারদের জ্ঞান-প্রকৃতি এই [illegible] না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আমার[illegible] পরীক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে [illegible] তথাপি আমরা ইহা সর্ব্ব সাধারণ নিয়ম মনে করি। আমরা যখনই কোন পরিব[illegible]ন দেখিতে পাই, অমনি মনে করি, ই[illegible] একটি কার্য্য; ইহার অবশ্য কারণ আছে। এপ্রকার মনে করিতে পারি না যে [illegible]ন একটি কারণ, বিনা অর্থে, বিনা উদ্দেশে [illegible]ার্য্য করিবে কিম্বা একটি নিরর্থক কার্য্য উ[illegible]ৎপন্ন করিবে। ইহা মনে হইলে আমরা জড় রাজ্যের মধ্যে কোন প্রকার বিজ্ঞানের ভাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম না এবং বিজ্ঞান-[illegible] কেবল কতক গুলি অর্থশূন্য অসম্বদ্ধ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। আমরা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার কারণ মনে করি, সেই রূপ তাহার উদ্দেশ্য মনে করি। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে তাহার কার্য্য, তাহার কারণ, তাহার উদ্দেশ্য, মনে উদয় হয়, এবং আমারদের এই প্রকৃতি-মূলক প্রত্যয় পরীক্ষাতেও সপ্রমাণ হয়। এই হেতু উল্লিখিত পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় পাইলেই তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়-সকল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং যদি তাহার সকল বিষয় নাও পাই, তথাপি তাহারা আছে ইহা মনে করিতেই হয়। এই

নিয়মটি পরীক্ষার পূর্ব্বেই আমারদের সত্য বলিয়া মনে হয়; কেন না এই সত্য অবলম্বন করিয়া আমারদের পরীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমারদের আন্তরিক প্রকৃতির যাহা অব্যর্থ ভাব, তাহাই জগতে যথার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কার্য্যেও প্রকাশ পাইতেছে।

আমারদের বিজ্ঞান-প্রকৃতির নিয়ম সমুদয় বাহ্য প্রকৃতিতে যথার্থই মুদ্রিত রহিয়াছে। এই উভয়ের সামঞ্জস্য না থাকিলে আমরা কোন প্রকার সত্য নিরূপণ করিতে পারিতাম না। আমাদের সকল পরীক্ষা এই সমঞ্জসীভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। যে সকল রাশি রাশি বিষয় ও ঘটনা আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা কি দেখিতে যাই? এ প্রকার কোন বিজ্ঞানের কার্য্য দেখিতে যাই, যাহা সেই সকল বিষয় ও ঘটনাকে অর্থযুক্ত করে ও তাহাদের মধ্যে এক শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাহাদের অর্থ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, লক্ষ্য ও উপায়ের পরস্পর উপযোগিতা, এই প্রকার কোন বিজ্ঞানের চিহ্ন, যাহা ব্যতীত সমুদয় বিষয় সমুদয় ঘটনাই আমারদের নিকটে অর্থশূন্য ও অসার বোধ হয়, তাহাই আমরা প্রকৃতি-ক্ষেত্রে অন্বেষণ করি। এই সকল নিয়ম প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা নানা প্রকারে পরীক্ষা করি; প্রকৃতির গূঢ় কার্য্য-সকল যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করি—যে সকল স্থূল বিষয় সেই পরীক্ষার প্রতিবন্ধক, তাহা স্থানান্তর করি এবং সেই সকল কার্য্যের পরিপাক ও ফল দেখিবার জন্য নানা কৌশল প্রস্তুত করি। আমাদের পরীক্ষার ভাবই এই প্রকার। এই কার্য্যটির মধ্যে অবশ্য কোন বিজ্ঞানের নিয়ম থাকিবে, আমাদের মন তাহা অগ্রে জানিয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

যে স্থলে আমরা উপযুক্ত মত বিষয় সংগ্রহে অক্ষম, সে স্থলে অনুমানও আমারদের সহায়ে আইসে। তখন আমরা আমাদের জ্ঞানের জ্যোতিতে প্রকৃতির বিষয় সকল পাঠ করিতে যাই। আমাদের বিজ্ঞান তখন পরীক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনার ভাবানুরূপ প্রকৃতির নিয়ম নির্ম্মাণ করিয়া লয়। উপযুক্ত পরীক্ষা ব্যতীত এই অনুমান সম্যক্ রূপে সপ্রমাণ হয় না বটে, কিন্তু তথাপি, আমাদের বিজ্ঞান নিরস্ত থাকে না। সে কোন প্রকার বিষয় পাইলেই তাহার মধ্যে সাধারণ নিয়ম অন্বেষণ করিতে যায়; আপনার সঙ্গে তাহার ঐক্য নিরূপণ করে এবং পরীক্ষার উপযোগী সমুদয় বিষয় না পাইলেও অনুমান করিয়াও একটি সিদ্ধান্ত স্থির করে; হয় তাহা পরীক্ষাতে সপ্রমাণ হয়, নয় তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা পরীক্ষাতে অনুমানে যে প্রকারেই অনুসন্ধান করি কি দেখি? জড়ময় জগতে বিজ্ঞানের ভাব দেখিতে যাই

ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা।

কোথা ওহে দীননাথ অগতির গতি।
তব পদে অধীনীর থাকে যেন মতি॥

তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি
বিশেষে অবলা আমি হীনবুদ্ধি নারী॥

তথাপি কহিব কিছু যথাসাধ্য মতে।
তোমার সমান বন্ধু নাহি এ জগতে॥

মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, কেহ কার নয়।
অসময়ে কেহ নয় জেনেছি নিশ্চয়॥

কিঞ্চিৎ করুণা কৃপা কর বিতরণ।
রাখ রাখ অধীনীর এই নিবেদন॥

আমার নিকটে নাথ হও হে প্রকাশ।
অন্তরেতে থাক সদা এই অভিলাষ॥

অন্তরে আছ হে তুমি দেখিতে না পাই।
দূরেতে তোমাকে সদা খুঁজিয়া বেড়াই॥

যখন তোমার সৃষ্টি করি দরশন।
ইচ্ছা হয় করি তব মহিমা বর্ণন॥

আমি অতি মূঢ়মতি অল্পবুদ্ধি নারী।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি॥

যখন যে দিকে আমি করি দৃষ্টিপাত।
কৃতজ্ঞ হইয়া আমি করি প্রণিপাত॥

চন্দ্র সূর্য্য আদি করি গ্রহ তারাগণ।
তোমার নিয়মে সবে করিছে ভ্রমণ॥

পৃথিবীতে না হইলে সূর্য্যের প্রকাশ।

কে করিত জগতের অন্ধকার নাশ ॥

মনের তিমির নাশ করহ আমার।
কাতর হইয়া আমি ডাকি বার বার ॥

বারেক করুণা-নেত্রে চাহ কৃপাময়।
তোমা বিনা কেবা আর দিবে হে অভয় ॥

ভেবে দেখিলাম মনে সকলি অসার।
ধন জন পরিবার কেহ নহে কার ॥

অসার সংসারে আছি পড়ে মায়া কূপে।
তোমা বিনা পরিত্রাণ নাহি কোন রূপে ॥

We praise thee in thy power, O God!
We praise thee in thy sanctity.
We praise thee who reignest in the furthest heavens.
We praise thee who dwellest in our inmost souls,
Our Lord and hidden Comforter.
No voice can duly proclaim thy greatness,
No heart can comprehend thy goodness,
O thou Father of all our spirits.
The longings of the spirit are inexhaustible:
Only thou canst fill the heart.
When it is empty and aching for thee,
Hungering and thirsting for thy righteousness,
Thou visitest it with peace unspeakable.
With thee there is no misery to the distressed;
But sorrow is hallowed and pain is sweetened,
And hardship is assuaged, and fear is calmed.
For, thine own nature is blessedness,
And thou makest thy worshippers blessed.
Yea, blessed is thy presence, O Lord most Holy!
Blessed is it to dwell with thee and to know thee,
To rest on thee and to serve thee.
Blessed shall the nations be, when thy glory is recognized,
When all who love thee unite to succour and raise the weak,
When men of all climes and colours know their union.
Meanwhile, enable us to discern and love thy servants,
Under whatever strange name or false creed they are hidden.
Strengthen us in life or death, in this and in every life,
To be thine in fact, as we are thine in right;
To obey cheerfully, to strive loyally,
To suffer meekly, to enjoy thankfully.
So shall we love thee while we live, and partake of thy joy,
And triumph over sorrow, and fulfil thy work,
And be numbered with thy saints, and die on thy bosom.

NEWMAN

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

ব্রাহ্ম মহাশ দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান, আগামী ১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রী নন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক্ষণে বিয়ারিং পত্রিকা আর ডাকে চলেনা; অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রাহক মহাশয়দিগে প্রতি নিবেদন, যাঁহারা বিয়ারিং পত্রিকা হইয়া তথায় ডাকের বেতন দিতেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমারদিগের নি প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

শূল রোগের ঔষধ।

শূল কেমন ভয়ানক রোগ তাহা যিনি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তিনিই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই রোগ জন্মিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে।

কিছু দিন হইল এক সন্ন্যাসী আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। আমার মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন তাঁহার নিকট হইতে শূল রোগের এক ঔষধ পান। তিনি ঐ ঔষধের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ

করেন। যত ব্যক্তিকে সেবন করান সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে শূল রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

এই সংবাদ শুনিয়া এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া আমিও কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের কতক গুলি লোককে উক্ত ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে শূল রোগের মহৌষধ সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যিনি এই ঔষধ সেবন করিবেন তিনি নিঃসন্দেহ শূল রোগের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবেন।

যে যে দ্রব্যে ও যে প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় তাহার নিয়ম।

দ্রব্য ওজন

শুঁঠ চূর্ণ ৫ পাঁচ ভরি

বিট লবণ ২॥০ আড়াই ভরি

সোহাগা ১।০ সওয়া ভরি (খৈ করিয়া লইতে হয়)

মুলতানী হিং ।।৵০ দশ আনা

সজনা গাছের ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, তৎপরে উহাতে বিট লবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪ চুয়ান্নটি বড়ী বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই যত দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায় তাহাই দিতে হয়।

ঔষধ সেবনের নিয়ম।

প্রাতঃকালে এক বড়ী ও সায়ংকালে এক বড়ী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্যাপথ্যের নিয়ম।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন, দুগ্ধ।

মৎস্য নিষিদ্ধ নহে ঘৃতে পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচাঘৃত, ডাইল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজাদ্রব্য, মাদক দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা,

১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৭

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের অগ্রহায়ণ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন নিয়োগী	২
" অক্ষয়কুমার দত্ত	২
" শ্যামাচরণ সরকার	২
" রাখালরাজ রায়	২
" রামদাস দাস	১
" তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়	১
" গোপালচন্দ্র হাজরা	১
" রামদাস বসু	১
	১২

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ	১৬
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
	২৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল সরকার	১
" রামদাস দাস	১
সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি রামতনু বসুর পল্লী হইতে প্রাপ্ত	৪
	৬

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ	১।৵০
দানাধারে প্রাপ্ত	৬॥৴০
	৪৯

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১ মাঘ রবিবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ

২১১ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তং শিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ মাঘ বুধবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য ও উপাচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।

"অদ্যকার উৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ দেখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু যাঁহারা কেবল সমারোহ দেখিবার জন্য অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্যকার দিনের যথার্থ গৌরব কিছুই জানেন না। আমরা শূন্য কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসি নাই, আমরা সংসারীর মত হইয়া সাংসারিক ভাবে এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র হই নাই। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব আমারদের মনে চির মুদ্রিত হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে হৃদয়ে হৃদয়ের সম্মিলনে প্রীতির শিখা উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই মহেশ্বরের অভিমুখে গমন করিবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরেতে সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিতে অপ্রতিহত বল পাইব— তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে অপরাজিত উৎসাহ [illegible]ব। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্ব[illegible]র [illegible]ভাবের ভাবুক পুণ্য হৃদয় সাধুদিগের [illegible]খজ্যোতি দেখিয়া মলিন হীন ভাব সকলকে দূর করিতে পারিব, কৃতজ্ঞতাকে উজ্জ্[illegible] করিব, আশাকে উন্নত করিব—প্রীতি-পুষ্প বিকশিত করিয়া প্রেম-স্বরূপকে দান করি[illegible]। এখান হইতে কেহ শূন্য হস্তে শূন্য [illegible]য়ে চলিয়া যাইও না। অদ্য হৃদয়ে যে অ[illegible] প্রজ্বলিত হইবে, তাহা যেন চিরদিন জ্বলিতে [illegible]াকে।

অদ্য এখানকার ভাব দেখিয়া কি কাহারো মনে হইতেছে না যে সকল লোকের বিপক্ষে, সকল অসত্যের বিপক্ষে, সত্যের জয় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। কাহারো মনে কি সত্যের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতেছে না? ঈশ্বরের প্রেম সমুজ্জ্বল হইতেছে না? মঙ্গলের প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না? উন্নত আশার সঞ্চার হইতেছে না? এক্ষণে কেহ মনে করিতেছেন না, আমি সংসারের আকর্ষণেই আর ভুলিয়া থাকিব না, আজ অবধি ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব? কাহারো কি মনে হইতেছে না, অদ্য অবধি আর আর নীচ লক্ষ্য, নীচ কার্য্য, পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য চিরজীবন ব্যয় করিব? অদ্য আমারদের মনে যে অনুরাগ-

অনল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা যেন নির্ব্বাণ না হয়।

অদ্য যেন আমারদিগকে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "সকলে শ্রবণ কর—বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে—সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।" সত্য আপনার বলেই এ প্রকার বলীয়ান্ যে তাহা অন্যের সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক করে। দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য এখনো পর্য্যন্ত কাহারও রক্ত পাত হয় নাই, তথাপি ইহার বল কেমন প্রচার হইতেছে চতুর্দ্দিকে কি নিবিড় অন্ধকার! তাহা মধ্যেও সত্যের আলোক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। কত ভয়ানক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত ভাবে পদ সঞ্চার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত লোকের সত্য অনুসন্ধানে স্পৃহা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল আশ্রয়ে কত শূন্য-হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ-স্বরূপ কত লোকের মনে প্রতিভাত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেমে কত আত্মা অভিষিক্ত হইয়াছে। এই অল্প কালের মধ্যে অনেকের মনে ধর্ম্মের জন্য একটী অভাব বোধ হইয়াছে—ঈশ্বরের জন্য একটী অভাব বোধ হইয়াছে; আর সেই একটী গভীর অভাব, সংসার যাহা কিছুতেই বিমোচন করিতে পারে না। এই প্রকার সত্যানুরাগী ঈশ্বরান্বেষী সাধুদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোন কোন মহাত্মা আপনার সমুদয় পরিশ্রম, সমুদয় যত্ন, অর্পণ করিতেছেন। যাহাতে অসত্যের উচ্ছেদ হয়, ভ্রমান্ধকার দূর হয়, সংশয়াত্মা সত্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, শুষ্ক হৃদয় প্রীতির নীরে অভিষিক্ত হয়, তাহার এখন সদুপায় হইয়াছে। এই অল্প দিনেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী ভ্রাতৃ ভাব সংস্থাপনের উপক্রম হইয়াছে। হা! তখন পৃথিবী কি সুখের দিন দেখিবে, যখন এই রূপ হইবে, সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর, ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার প্রাণ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে প্রকার শূন্য-হৃদয় হয়, তাহা এক্ষণে অনেকে অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের উপাসনাতে সহস্র আত্মা পবিত্র হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, বল পাইয়াছে, জ্যোতি পাইয়াছে, জীবন পাইয়াছে। তাঁহারদের হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া আর আর হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গভূমির মধ্যে কোথায় আলাহাবাদ, কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় ত্রিপুরা, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৎসরে আমাদের মনে হইয়াছিল, এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীন রহিলেন, এখনো পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, এ বৎসরে সে অভাবও দূর হইয়াছে। এক এক পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়া লাভ করিয়াছে! হা! আমরা আশার অতীত ফল পাইয়াছি। ইউরোপের বিজ্ঞ লোকদিগের মনও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে পূর্ণ হইতেছে। তাঁহারদের অগ্নিময়-বাক্য-পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কে না তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হন? তাঁহারা ইউরোপ বাসী হইলেন, তাহাতে কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশ এক করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে এক পরিবারের মত করিবে। ব্রহ্ম-পরায়ণদিগের হৃদয় অভিন্ন হৃদয়। দূর দেশ তাঁহারদিগকে পৃথক করিতে পারে না, দূর কাল তাঁহারদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না। তাঁহারদের মধ্যে যদি বিস্তৃত সমুদ্র মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। যদি লক্ষ বৎসর ব্যবধান থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। সত্য-ব্রত প্রাচীন ঋষিরা যেমন আমারদের, তদ্রূপ ইংলণ্ড বা আমেরিকা বা পারস্থান দেশের কোন এক সত্যানুরাগী ঈশ্বর প্রেমাও আমারদের ব্রাহ্মসমাজের এক জন।

আমরা যদি কেবল গত বৎসরের ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে এই এক বৎসরের মধ্যে আমারদের মনে কত অমূল্য সত্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমাজের বেদী হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে, তাহা কি কাহারো অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত করে নাই? আমরা কত সময় এই পবিত্র স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরকে

অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছি। আমরা কেমন স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, জড় জগৎ আমারদের চক্ষের তত নিকট নহে—ঈশ্বর আত্মার যত নিকট। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে আমারদের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? আমরা সেই ঈশ্বরকে পাইয়াছি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংসারের পাপ-তাপ দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে অটল থাকিতে পারি। আমরা সংসারের আর সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারি, আর সকল স[illegible] তুচ্ছ করিতে পারি; কিন্তু সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর—তিনি প্রাণ হইতেও প্রিয়তর—তাঁহাকে না পাইলেই নয়। তাঁহাকে পাইলে আমারদের নিকটে আর সকলই উজ্জ্বল দেখায়। আমরা সেই অমৃতের পুত্র বলিয়া আমারদের এই জীবনকে অমূল্য জীবন মনে করি। আমরা আমারদের পিতাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—তাঁহার প্রকাশে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় দিক্ বিদিক্ সমুজ্জ্বলিত দেখি। আমরা নির্জ্জনে তাঁহাকে অনুভব করি—প্রিয় বন্ধুর সহবাস অপেক্ষা তাঁহার সহবাসে সুখী হই। তাঁহার জন্য আমারদের সকল কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পন্ন করি—আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি। তাঁহার জন্য আর সকলি বিসর্জন করিতে পারি। যদি এই প্রাণ দান করিয়া তাঁহার কোন মঙ্গল কার্য্য উদ্ধার করিতে পারা যায়, তবে আমারদের পরম সৌভাগ্য। সম্পদের সময় কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। বিপদে তাঁহার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। পাপ-তাপে সেই পবিত্রতার প্রস্রবণের নিকটে গিয়া শীতল হই। কোন অবস্থা কোন ঘটনা আমারদিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। মৃত্যুতে, বিদেশ হইতে স্বদেশে যাওয়া যে প্রকার, সেই প্রকার আনন্দ হয়; কেননা আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, ঈশ্বর আমারদের সঙ্গেই থাকিবেন এবং নূতন নূতন আনন্দ বিধান করিবেন আমাদের এসংসারে ভয় নাই—আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। বিশ্বাস শূন্য শুষ্ক-হৃদয় ব্যক্তি যে সকল স্থান শূন্য দেখে, আমরা তাহা দেব-ভাবে পূর্ণ দেখি তাহারা যে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া ভয়েতে কম্পিত হয়, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমরা সেই মঙ্গল-স্বরূপের অনুচর হইয়া দেখি, অমাদের প্রীতি তাঁহার সেই উদার, সেই গম্ভীর প্রীতির অনুরূপ ভাব ধারণ করে। তাঁহার সেই প্রী[illegible] দেখিয়া আমরা সকলকেই বন্ধু বলিয়া, ভ্রা[illegible] বলিয়া, আলিঙ্গন করি —যে পর্য্যন্ত না সকলকে সেই পিতার চরণে আনিয়া [illegible]বনত করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আর কিছু[illegible]তেই নিরস্ত হই না। আমারদের প্রীতির বিরাম নাই। আমারদের আশার শেষ নাই, এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন মঙ্গল নাই, ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা নন যে তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতে না পারি। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আ[illegible] করিতেছি যে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হ[illegible]তে আশা করিতেছি যে সকল মনুষ্য জ্ঞানে[illegible]ত, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্ন[illegible] হইয়া সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের উপাসক হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে প্রতি আত্মা উন্নত হইয়া তাঁহার চরণের মঙ্গল ছায়া লাভ করিবে। এখন যদিও চতুর্দ্দিকে রোগ শোক, পাপ তাপ, দেখিতেছি; তথাপি এ আশা কিঞ্চিৎমাত্রও ম্লান হয় না। সেই পিতা পাতা বন্ধু আমারদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে কত উপায় করিতেছেন, তাহা আমরা কি জানি। সেই পিতা তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য যে কত যত্ন করিতেছেন, কত উপায় প্রেরণ করিতেছেন, কত অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা কে জানে। হা! আমরা সকলে কি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না? পাপী পুণ্যাত্মা সকলে মিলিয়া কি তাঁহার চরণে অবনত হইবে না? সংসারে

তিনি ভিন্ন আর আমারদের কে আছে? তিনি আমারদের পরম গতি, তিনি আমারদের পরম সম্পদ্, তিনি আমারদের পরম লোক, তিনি আমারদের পরম আনন্দ। তিনি আমারদের এখানকার পিতা মাতা—তিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা—তিনি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৪ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবন্ সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-স্বরূপ পরমেশ্বর, যাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত ভাব বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, যাঁহাকে ব্রহ্মপরায়ণ সত্য-ব্রত ধীরেরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁহাকে আমি কি প্রকারে জানিব? তাঁহাকে কোথায় দেখিব? কে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে? আচার্য্য উত্তর করিলেন, সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই পার্থিব অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সেখানে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ পায় না, সেখানে সকলই তাহারা অন্ধকার। কেবল আত্মজ্যোতিই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে। আত্মজ্যোতির দ্বারাই সেই সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হয়, সূর্য্য চন্দ্রের জ্যোতি সেই জ্যোতির নিকটে পরাভব পায়। আত্মজ্যোতি হইতেই সেই সত্য-জ্যোতির আভাস পাওয়া যায়। এই আত্মজ্যোতি কি? এক বার অনন্যমনা হইয়া, প্রণিধান পূর্ব্বক অন্তরে দৃষ্টি কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, আত্ম-জ্যোতি কি। "অস্তমিতে আদিত্যে" সূর্য্য যদি অস্ত হইয়া যায়, "চন্দ্রমসি অস্তমিতে" চন্দ্র যদি অস্ত হইয়া যায়, "শান্তে অগ্নৌ" অগ্নি যদি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তবে কি জ্যোতি অবশিষ্ট থাকে? তখন সেই আত্মজ্যোতিই থাকে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ। এখন সূর্য্যের জ্যোতি নাই, সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; এখানে চন্দ্রের কিরণও নাই; এখানে কেবল অগ্নির আলো রহিয়াছে। মনে কর এখানকার এই সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেলে; তবে সকলই অন্ধকার। ইক্ষণে এই আলোকেতে এই মন্দিরে যে সকল ব্রহ্মোপাসক মহাত্মাদিগের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা তখন দেখিতে পাইব না। এই স্থান যদি এখানকার মত নিঃশব্দ থাকে; এখন ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণে সকলে যে প্রকার স্তব্ধ হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এখানকার এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেলেও যদি তাঁহারা সেই প্রকার থাকেন; তবে এই শব্দ-শূন্য আলোক-শূন্য গৃহে কেহ কাহাকে জানিতেও পারেন না। কিন্তু যদিও আমরা সকলে এই অন্ধকারে স্তব্ধাগারে থাকি, তথাপি আমারদের অন্তরে আত্মজ্যোতি নির্ব্বাণ হইবেক না। প্রতি জনে তখন আপনাকে দেখিতে পাইবেন, আত্মার প্রভা সেই অন্ধকারের মধ্যে আরো উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে। সেই আত্মজ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য-জ্যোতিও প্রকাশিত হইবেক; সেই আত্মার কারণ, আশ্রয়, সুহৃৎ; তাহার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ; তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হইবেন। যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, আত্ম জ্যোতিতেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যে তাঁহাকে বাহিরের আলোকে দেখিতে যায়, সে কি নির্ব্বোধ। এ কাহার না বোধ আছে যে সেই অন্তরাত্মাকে অন্তরেই পাওয়া যায়, অন্তরেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। জগতে তাঁহার জ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গল-ভাবের ছায়া মাত্র; তাঁহার আলোক অন্তরে। "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা

সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আর সকলই সেই প্রকাশের ছায়া; তাঁহার আলোক হৃদয়ে রহিয়াছে, আত্মাতেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ। যখন আত্মাতে—"এই উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে" সেই সূর্য্য-প্রভা প্রকাশ পায়,তখন কি হয়? প্রাতঃকালে সূর্য্য চন্দ্র একত্র উদয় হইলে যাহা হয়, তাহাই হয়। তখন দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের প্রকাশেই এই চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে; আত্মা তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে; জীবাত্মার জীবন, তাহার ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, সকলেরই প্রকাশ তাঁহা হইতে দেখা যায়; তিনি আত্মার মূল কারণ ও আশ্রয়-রূপে প্রতিভাত হন। যখন অন্তরাকাশে পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, তখন কি আপনার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে? সেই প্রখর সূর্য্য-জ্যোতির নিকটে কি চন্দ্রের প্রভা আর দীপ্তি পায়? তাঁহার সেই প্রভার নিকটে আপনার ক্ষুদ্র ভাব সকলই বিদূরিত হয়। যিনি ভূমা, যিনি পূর্ণ মঙ্গল; যিনি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র স্বরূপ, যিনি নিরবদ্য, নিরঞ্জন; তাঁহাতে প্রীতি-ভাব গেলে কি আপনার প্রতি প্রীতি থাকে? তখন আমারদের সেই প্রীতি-দৃষ্টি কি তাঁহা হইতে আর কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়? তাঁহা হইতে লইয়া গিয়া কি আপনার ক্ষুদ্র ভাবের উপর স্থাপন করা যায়? তখন সকল ভাব, সকল প্রীতি তাঁহাতেই অর্পিত হয়। তাঁহাতে প্রীতি যেমন উজ্জ্বলিত হয়, আপনাতে প্রীতি তেমনি অস্তমিত হয়। সেই প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা, কি জ্যোতি! তাঁহার সংশ্রবে তাহা পবিত্র ও নিম্নগামী হইয়া পৃথিবীর আর আর সকল স্থানকে সিক্ত করে। ঈশ্বর-প্রেমী মহাত্মা সেই মঙ্গল-স্বরূপের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই শান্তি লাভ করেন। তাঁহার শোভা অনুভব করিয়াই তিনি শোভা ধারণ করেন। ঈশ্বরের ভাব তিনি যত টুকু অর্জন করেন, তাহাতেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার যে কুৎসিত ভাব, তাহা তিনি অনুভব করিতেছেন; তাঁহার সহিত থাকিয়া আপনার যে মহত্ত্ব, তাহাও দেখিতেছেন। ঈশ্বরের সুন্দর মঙ্গল-ভাবের যদি তিনি কণা মাত্রও পান, তবে তাহা সমুদয় রাজত্বের সহিতও তিনি বিনিময় করিতে চাহেন না। ঈশ্বরের সেই মঙ্গল-ভাব তাঁহার সর্ব্বস্ব;—তাঁহার নিকটে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, তাঁহার কিছুই নহে। আমারদের এ প্রকার দুর্ব্বলতা যে এই ক্ষণ-কালের নিমিত্তে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহাই আমরা ধারণ করিতে পারি না কিন্তু এই ক্ষণ কালের প্রকাশেই আমাদের জীবন নূতন হইয়া উঠিতেছে। আমারদের সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার উদয়াস্ত হইতেছে; কিন্তু আমারদের আশা হইতেছে যে এখানে তিনি আপনাকে যে এক এক বার আলিঙ্গন করিতে দিতেছেন, পরে আমারদিগকে তাঁহার চির আলিঙ্গন প্রদান করিবেন। আমরা এ প্রকার দুর্ব্বল হইয়া, দোষেতে ও মতে পূর্ণ হইয়া, ক্ষণ-কালের নিমিত্তেও তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি, এ কিছু সহজ সূচনা নয়। ইহাতে তাঁহার এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে ভবিষ্যতে আপনাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিবেন। আমরা এক্ষণকার মুহূর্ত্ত কালের যে আনন্দ, তাহা ভোগ করিয়াই যখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি, তখন অধিক কালের জন্য তাহা ভোগ করিতে পাইলে আমারদের অবস্থা কি হইবে? সেই অবস্থা পাইবার জন্য আমরা কি না দিতে পারি? আমরা অতি দুর্ব্বল; কখনো সেই মহান্ আনন্দ আত্মাকে প্লাবিত করে, আবার তাহা বিলুপ্ত হয়। তাহা চিরস্থায়ী হইলে সংসারের আকর্ষণ কি কিছু মাত্র থাকিতে পাইত? এখানে যখন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া আমারদের সমুদয় জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; তখন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার নিরন্তর প্রকাশ দেখিলে আমারদের কি সম্পদ না লাভ হ-

ইবে? ক্ষণ-কালের নিমিত্তে সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া আমারদের সকল ক্লেশ দূর হইতেছে। সমুদয় পৃথিবী যদি শত্রু হয়, তথাপি আত্মা সেই বিন্দু মাত্র অমৃত পাইয়া এমন বলীয়ান্ হয়, যে সমুদায় পৃথিবীকে সে তুচ্ছ করিতে পারে। এখন যেমন দিবারাত্রি পরিবর্ত্তনের ন্যায় অন্তরে ঈশ্বরের ভাবের উদয়াস্ত হইতেছে, পরে আর সে ভাবের অস্ত হইবেক না; ঈশ্বর অন্তরে উদয়ই থাকিবেন. সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ অবিচ্ছেদে দেখিব। এখানে আমারদের এই প্রকার শিক্ষা হইতেছে। আমারদের দেখা উচিত, আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ কত হইল, তাঁহার সঙ্গে যোগ কত স্থায়ী হইল। তাঁহার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলাম। ইহা দেখিবার কোন আবশ্যক নাই যে কত ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হইল, এই সকল গণনাতে আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া কি হইবে? মৃত্যুর সময় সকলই শূন্য, সকলি অন্ধকার দেখিবে। যে ধন নিত্য ধন, অক্ষয় ধন, তাহা কত সঞ্চয় করিতে পারিলে; তাহাই গণনা করিয়া দেখ। এই ধন এখানে পাইলে সকল পাইবে। কিন্তু সংসারের ইহা বিপরীত ভাব। লোকেরা অনায়াসে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, চিরস্থায়ী ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে—এক টুকু মান এক টুকু যশের জন্য ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! কি মোহ! তাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না; মোহ আসিয়া তাহারদিগকে আর সত্য দেখিতে দেয় না। সেই যে নিত্য ধন,—সেই যে চির-সম্পদ, তাহা তোমরা চিরদিন সম্ভোগ করিতে পাইবে, এ আশাতে কেন না আনন্দিত হইবে? কেন না বিষয়-বিপদ-সম্পদকে তুচ্ছ করিতে পারিবে? যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহার প্রকাশ আমরা সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাইব! এখানে পরীক্ষাতে ইহার আভাস পাইতেছি। এই ভাব চিরস্থায়ী হইলে দুঃখ কি? শোক কি? মোহ কি? সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারা যায়—দুর্ব্বল শরীর সবল হয়, নির্ব্বীর্য্য মন বীর্য্যবান্ হয়। এই আশার কি বল নাই? ইহা কি ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক নহে? প্রত্যক্ষের সঙ্গে, আশার সঙ্গে, যখন সম্মিলন হইতেছে; তখন সংশয় অন্ধকার কি কিছু মাত্র থাকিতে পারে? কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছেন, এই আমারদের প্রত্যক্ষ;—তিনি সেখানে চিরস্থায়ী হইবেন, এই আমারদের আশা। হে সত্যকাম! তুমি যখন এই আশা দিতেছ—তুমি আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইবে, তুমি তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে আমি তোমার সম্মুখে পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং নিত্য কাল তোমার সঙ্গেই থাকিতে পাইব। হে পরমাত্মন্! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি যে তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা এখানকার ধন মান যশের জন্য নয়। কিসে সকলে আমাকে আদর করিবে, কিসে সকলের নিকটে মান্য হইব; ইহার প্রার্থী হইয়া আমি তোমার নিকটে আসি নাই। আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি যে তুমি আমার দুর্ব্বলতার পরিহার করিবে, পাপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি দিবে। হে পতিত-পাবন! তোমার অমৃত সহবাসে নিরন্তর থাকি; এই আমার ইচ্ছা, এই আমার আশা। এই আশা পূর্ণ কর। আমি যেন অকৃত্রিম হৃদয়ে তোমার সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি। তোমার প্রসাদে যেন সংসারের সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারি। যেন তোমার প্রীতি পূর্ণ দৃষ্টির উপরে আমার প্রীতি-নয়ন সর্ব্বদা রাখি। তোমার ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া যেন সকল কার্য্য করিতে পারি। এই আমার প্রার্থনা। তোমার নিকটে অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্ম-সমাজের পুরাবৃত্ত।

গত ২৪ পৌষ রবিবার কলিকাতাতে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যালোচনা জন্য ব্রাহ্মদিগের যে বার্ষিক সভা হইয়াছিল, তাহাতে সুধীবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"একত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, আমারদের প্রিয় জন্ম-ভূমি এই বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম সূত্র-পাত হয়; সেই কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমারদিগির একবার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমালোচনাতে অনেক লাভ আছে। ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত, তাহা পুরা কালের ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত লিখিবার ভার ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারটী আমার পক্ষে অতি মনোরম ভার। যে সজীব ধর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে আমার অল্প ক্ষমতানুসারে আমার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই সজীব ধর্ম্ম অনেক ব্রাহ্মের মনে এক্ষণে সঞ্চারিত দেখিতেছি। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ধর্ম্ম কেবল বলিবার বস্তু নহে, তাহা করিবার বস্তু। ঐ কথা কেবল তাঁহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এমত নহে; তাঁহারদিগের মধ্যে সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সেই হৃদ্‌গত প্রত্যয়ানুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই এই গাঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে —কষ্ট বহন করিতেই হইবে। দিন দিন অনেক নূতন লোক আমারদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমি আমার সঙ্কীর্ণ শক্তি অনুসারে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া তাহার পুরাবৃত্ত লিখন কার্য্যকে অতি মনোরম কার্য্য জ্ঞান করিতেছি। প্রস্তাবটী অতি মনোরম, আমার ইচ্ছা যে তাহা অতি উৎকৃষ্ট করিয়া লিখি; কিন্তু মনের মতন করিয়া লিখিতে আমার অক্ষমতা বোধ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ পাইতেছি।

যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটী তারকও আকাশে স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল। সকল লোকই পশু উদ্ভিদ্ ও অচেতন মৃণ্ময় বা প্রস্তর নির্ম্মিত পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-রূপে উপাসনা করিত এবং অলীক ক্রিয়া-কলাপই আপনারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনের এক মাত্র উপায় বলিয়া জানিত। কেহই সেই নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিত না। ধর্ম্ম হীনাবস্থায় থাকিলে আর সকলই হীনাবস্থায় থাকে। ভিতরের অন্ধকারের সহিত বাহ্য অন্ধকারের তুলনা কোথায়? এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হওয়াতে সে অন্ধকার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি তিব্বতাদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও যে যে দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের ধর্ম্ম বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; তৎপরে ১৭৪০ শকে বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাহির শিমলার উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত কয়েক খানি উপনিষদ্ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল উপনিষদের এক একটি ভূমিকা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি এক একটী প্রবল আঘাত-স্বরূপ হইয়াছে। ১৭৪৫ শকে পাষণ্ড-পীড়ন নামক গ্রন্থের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' এই কোমল আখ্যা দিয়া প্রচলিত কাল্পনিক

ধর্ম্মের সম্পূর্ণ খণ্ডন-স্বরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তিনি উল্লিখিত গ্রন্থ-সকলে সপ্রমাণ করিলেন যে বেদ, পুরাণ তন্ত্র, সকল শাস্ত্রই এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা শত্রু উত্থিত হইল; রামমোহন রায়ের নিন্দা ও অপবাদের আর পরিসীমা রহিল না। কথিত আছে যে তাঁহার প্রতি বিপক্ষ-দলের শত্রুতা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি অন্যত্র যাইবার সময় পরিচ্ছদ মধ্যে কিরিচ রাখিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আপনার মতো অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া এক উপাসনা সমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই সমাজ আমারদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। তিনি এই উদ্দেশে ঐ সমাজ স্থাপন করিলেন যে সকল জাতীয় লোকেরা একত্র হইয়া সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। সমাজ স্থাপনে তাঁহার যে এ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সমাজ-গৃহের দান পত্রে প্রকাশিত আছে। এই দান-পত্রে উক্ত হইয়াছে।

'The said messuage or building land tenements hereditaments and premises with their appertenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the eternal unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever * * * * * * * * * * * * * * * * * * No sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promeotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious presuasions and creeds.'

'যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্র ভাবে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পাতা অকৃত অমৃত অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহারদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক, বা যে কোন সম্প্রদায়, নাম রূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে: এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না। * * * * * * * * * * * * * * * * * * যাহাতে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পাতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়; যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা, সাধু-ভাবের সঞ্চার হয় যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে একটী ঐক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবেক না।'

প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল। সমাজ দিবসে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত; সে ঘরে কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপরে তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত।

ব্রাহ্ম-সমাজের বিপক্ষে ধর্ম্মসভা নামে এক সভা কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অতিশয় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব রক্ষার জন্য রামমোহন রায় বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী, রামকৃষ্ণপুর নি-

বাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ, এবং তেলিনী পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন। প্রথম কোন মহৎ অনুষ্ঠান করা কঠিন কর্ম্ম। প্রথম অনুষ্ঠাতারা সকল করিয়া উঠিতে পারেন না; ইহাতে কিন্তু তাঁহারদিগের গৌরবের কিছু হানি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্ম-দল বলিয়া দল-বদ্ধ কোন সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য; যাহা সকল ধর্ম্ম-মূলে নিহিত আছে; যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে; এক্ষণে যেমন সেই আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পষ্ট-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না। ইহা যথার্থ বটে যে রামমোহন রায় সেই আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকলের পরীক্ষা করিতেন তিনি কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থের সকল বাক্যেতে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে আত্ম-প্রত্যয়কে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র পত্তন-ভূমি বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, তখন এ রূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সে রূপ হয় নাই। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক বৎসর পরে ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় ইংলণ্ড-দ্বীপে গমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন; কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যাবৎ জীবিত ছিলেন, তাবৎ প্রতি মাসে প্রথমে ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন; পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০। ১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয়-প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত সমাজ যে জীবিত ছিল, তাহা কেবল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে। ঐ মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভা কি রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত অতি কৌতূহল-জনক। আমারদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। যৌবন কালে যখন ঐ সভার সংস্থাপকের মন অত্যন্ত ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ছিল, যখন তিনি সত্য ধর্ম্ম লাভার্থে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ছিলেন, যখন ঐশ্বর্য্যের ও ইন্দ্রিয়-সুখের নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা তাঁহার মন প্রবল রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যাকুলতার সময়ে তিনি এক দিবস রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক খানি পরিত্যক্ত পত্র পাইলেন, সেই পত্রে পরব্রহ্মের নামের উক্তি দেখিলেন; কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা না জানাতে তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ প্রকার গ্রন্থের অর্থ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইলেন। সেই কালাবধি তত্ত্ববোধিনীর সংস্থাপক বেদ ও বেদান্তাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও সেই সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার এই ইচ্ছার উদয় হইল যে যে সকল ধর্ম্ম-ভাব তখন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, তাহা আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহারদিগকে এক দিন আহ্বান করিলেন। সে দিবস প্রথমে উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়, তৎপরে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতা

হইলে পর উপস্থিত বন্ধুদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মালোচনার জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই প্রস্তাবে পোষকতা করিলেন ও মহোপকারিণী তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইল। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে এই সভা জন্ম গ্রহণ করেন। সেনাপতির জয় লাভের ন্যায়, অথবা রাজপুরুষদিগের সর্ব্বত্র ঘোষিত কার্য্যের ন্যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত সভা সংস্থাপনের গৌরব তদপেক্ষাও অধিক। যে সভা দ্বারা সত্য ধর্ম্ম এতদ্দেশে এতদ্রূপ আন্দোলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যে সভার যত্ন দ্বারা আমারদের প্রিয় মাতৃভাষা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে, যে সভার প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিবিধ জ্ঞান রত্নাকর স্বরূপ; বঙ্গ দেশের ভাবি পুরাবৃত্ত লেখকের উচিত, সে সভার সংস্থাপনকে মহৎ ঘটনা জ্ঞান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইত ও বক্তৃতা হইত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যত দিন জীবিত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপককে বিশিষ্ট রূপে সাহায্য করিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মত প্রচার জন্য রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেন এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারে কৃত-যত্ন হইলেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের প্রচার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। ঐ পাঠশালাতে সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করান হইত। উপনিষদ্ পড়াইবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। ঐ পাঠশালা প্রথমতঃ কলিকাতায় ছিল; পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখানে ৪ বৎসর থাকিয়া ১৭৬৮ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে উহা রহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা চারি ব্যক্তিকে চারি বেদ অধ্যয়ন জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশাবধি ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। তিনি নানাবিধ বিষয়ে সুচারু প্রস্তাব-সকল লিখিয়া পত্রিকাকে অলঙ্কৃত ও তাহার মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রকৃতরূপে উপাসনা যাহাকে বলা যায়, তাহা ছিল না; বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক দেখিলেন, যাঁহারা সমাজে উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্মের অনুশাসন সকলই পালন করেন, এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসকের ন্যায় কোন কার্য্যই করেন না। অতএব যাঁহারদিগের এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারদিগকে বর্ত্তমান লৌকিকাচার পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই।

১ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব ব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২ পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩ রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫ পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬ যদি মোহ বশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

কোন ব্রাহ্ম-সমাজে আচার্য্য বা উপাচার্য্যের নিকটে উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি সমাজে আসিতে না পারেন, তবে কোন ব্রাহ্মের সাক্ষাতে ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেও তিনি ব্রাহ্ম মধ্যে গণ্য হন। ১৭৬৫ শকে ১১ পৌষ দিবসে সর্ব্ব প্রথমে বিংশতি জন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাশীতে প্রেরিত ব্যক্তিরা যখন বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলেন; তখন তত্ত্ববোধিনী সংস্থাপক মহাশয় বেদের ভিতর কি আছে, ইহা যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল যে বেদের সকল বাক্য অভ্রান্ত-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য, সকল ধর্ম্মের মূলে নিহিত আছে; যাহা মনুষ্যের দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে না; যাহা আপনা আপনি সকল মনুষ্যের হৃদয়ে উদিত হয়; যাহা কখনই মানব মন হইতে অন্তর্হিত হয় না; যাহার প্রমাণ জগতের অস্তিত্বের প্রমাণের ন্যায় এক মাত্র আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ, সেই সকল সত্যের সহিত বেদ ও উপনিষদের অনেক স্থলের অনৈক্য দেখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক মহাশয় স্থির-নিশ্চয় হইলেন যে এই সকল গ্রন্থের সকল বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না,—তাহা সম্যক-রূপে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে পারে না। অতএব তিনি এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই আমারদিগের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষদ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রোক্ত ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে; বোধ হয়, এমন কোন জাতি নাই, যাহারদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঐ সকল বাক্য অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্টতর বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দ্বিতীয় খণ্ড, তাহা অষ্টাদশ স্মৃতি, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের অতি কর্ত্তব্য সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহের সুন্দর উপদেশ বাক্য-সকল আছে। ইহার প্রতি খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই রূপে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংকলিত করিয়া ইহার সার মর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-দিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে নিহিত করিলেন। সে বীজ এই।

১ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১ পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩ এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই বীজ, সকল ব্রাহ্মের ঐক্যস্থল। এই বীজ আমারদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সূত্র-স্বরূপ। ইহাতে এমন একটী বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ-সত্য-মূলক নহে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার হয় না, এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না। ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি সুন্দর অথচ সংক্ষেপ-রূপে

ব্যক্ত করিতেছে। ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে তিনটী অভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মোচন হইল। উপাসনা-প্রকরণ প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-দলের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে শাস্ত্র-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর তাহাকে পত্তন করা গেল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সাধন হইলে পর ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় ঐ সভা স্বকীয় সমস্ত ভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্ম-সমাজে অর্পণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া অবস্থিত হইলেন। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা হইয়া থাকে। ১৭৮১ শকের ১১ পৌষে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়; তাহাতে ধর্ম্ম-প্রচার সামঞ্জস্য-রূপে যে উপায়ে সংসাধন হইতে পারে, তাহার বিধান হইয়াছিল ও সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্ম-কর্ত্তারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারের সভা ছিল ও ব্রাহ্ম-সমাজ কেবল উপাসনা সমাজ ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার ভঙ্গ হওয়াতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের ভারও ব্রাহ্ম সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সংস্থাপন উক্ত কার্য্য সাধন করিবার এক প্রধান উপায় জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-কর্ত্তারা ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলাতে ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরাজীতে সুচারু রূপে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান শকের ভাদ্র মাসে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার ফল অতি সন্তোষ-জনক বলিতে হইবেক। ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে ১০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। যখন এত গুলি যুবা পুরুষকে উৎসাহ-পূর্ণ নয়নে ঈশ্বর-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে একত্র সমাগত দেখা যায়, তখন সত্য ধর্ম্মানুরাগী স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তির মন কি পর্য্যন্ত না উল্লসিত হয়? ব্রহ্ম-বিদ্যালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। সেই উপকার-সকলের প্রধান মূলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ বাক্-পটুতা, যত্ন ও উৎসাহ

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যে প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে যে সকল ব্যাখ্যান সমাজের বেদী হইতে পঠিত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নিতে প্রজ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না; এক্ষণে যে সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এতদ্রূপ উন্নত করে যে তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন; দুই একটী ব্রাহ্ম পরিবারে স্ত্রীলোকেরাও এই রূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্ম পরিবারের একেবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে; কিন্তু তাহার মহোন্নতি তখন সাধন হইবে, যখন পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মদিগের কোন সংস্রব থাকিবে না। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান, ঈশ্বর সত্যের সত্য; তিনি আত্মাপহাককে কখনই প্রকৃত জয় প্রদান করেন না। যত কাল পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে, তত কাল এ ধর্ম্মের প্রকৃত জয় লাভ হইবেক না।

পৌত্তলিকতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কি তাহাকে কখন পারাজয় করা যাইতে পারে? পৌত্তলিকতার সহিত সম্প্রব আমারদিগের ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতির যেমন একটী প্রতিবন্ধক, এ ধর্ম্মের প্রচারক না থাকা সে উন্নতির তেমনই আর একটী প্রতিবন্ধক। ইহা যথার্থ বটে যে পৌত্তলিক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই ধর্ম্মের প্রচারকের স্বরূপ হইয়া উঠিবেন; কিন্তু এমন কতক গুলিন লোক সংগ্রহ করা উচিত, প্রচার যাঁহারদের ব্রত ও এক মাত্র জীবনের কর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোন্নতি তখন সাধিত হইবে, যখন বিশুদ্ধ-চরিত্র জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্ম সকল আপন ইচ্ছায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গমন করিয়া লোকের কটূক্তি ও অপমান ও নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং দহ্যমান দারু নিঃসৃত অনলোপম উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-প্রীতি-শূন্য নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগের মন উৎসাহ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া যাবতীয় কুসংস্কার ও অধর্ম্ম-বন্ধন ছেদন করিবেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিষয়ে তাঁহারদিগের শরীর লৌহ সমান হইবে; উৎসাহ বিষয়ে তাঁহাদিগের মন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। যাঁহারা এই গুরুতরকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই যথার্থ শূর নামের উপযুক্ত। তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের সেনাপতি হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবেন। হা! ব্রাহ্মদলের অলঙ্কার-স্বরূপ এবংপ্রকার শূর-সকল আমারদিগের মধ্যে কবে উদয় হইবেন?

দীপ্ত-শিরার অভিষেক।

কোথা ওহে দয়াময় জগৎ আধার।
চাহিয়া দাসের প্রতি দেখ একবার॥
চির অনুষ্ঠিত পাপ করিয়া স্মরণ।
খেদেতে অন্তর মম করিছে ক্রন্দন॥
তোমার নিষিদ্ধ কর্ম্ম কত শত শত।
তোমার সাক্ষাতে করিয়াছি অবিরত॥
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার।
বুঝিতে না পারি প্রভু কিসে হব পার॥
কিন্তু জানি তব দয়া অসীম অতুল।
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কুল॥
কিন্তু হায় যখন ভাবিয়া দেখি মনে।
তোমারে সরল চিত্তে ডাকিতে জানিনে॥
তখন যাতনা মম দ্বিগুণ প্রবল।
হইয়া আমারে করে নিতান্ত বিহ্বল॥
কত আর নিদ্রা যাবে ভ্রম অন্ধকারে।
ডুবিল তরণী দেখ অকুল পাথারে॥
এই বেলা জাগো কর লজ্জা পরিহার।
ভক্তি-ভাবে পূজ তাঁরে ঘুচিবে আঁধার॥
লোকের বিদ্রূপ-ভয় কেন মিছা কর।
কি ভয় তাহার যার সহায় ঈশ্বর॥
যাঁহা হোতে আসিয়াছ,যাবে তাঁর কাছে।
তবে কেন ভোল তাঁরে ডুবে মিছে কাজে॥
প্রবল ঝড়ের মত মানব জীবন।
ক্ষণেকের মধ্যে দেখ হয় অদর্শন॥
দুই দিন মাত্র বাস সঙ্গিদের সনে।
সম্বন্ধ তাঁহারই সনে ভেবে দেখ মনে॥
অতএব বলি শুন মান হে বারণ।
কুলোকের সহবাস করহে বর্জ্জন॥
যাহারা কেবল রত ইন্দ্রিয়-সেবায়।
আমোদে মজিয়া কাল হেলায় হারায়॥
ঈশ্বরের উপাসনা তুচ্ছ মনে করে
বিষয়-গরল পানে সুখ বোধ করে॥
তাহাদের সহবাস ত্যজহ যতনে।
তাহাদের কুমন্ত্রণা শুন না শ্রবণে॥
তাহাদের উপহাস তুচ্ছ করি মনে।
কাঁদহে পিতার কাছে পাপের কারণে॥
অনন্ত তাঁহার দয়া জগতে প্রচার।
করিবেন দুঃখ নাশ শুন কথা সার॥
কর হে একান্ত-চিত্তে তাঁহাতে বিশ্বাস।
নিশ্চয় ঘুচিবে তবে যতেক হুতাশ॥
অহঙ্কার পরিহরি হইয়া বিনীত।
তাঁর আরাধনা কর ভক্তির সহিত॥
করো না বিলম্ব আর নিমেষের তরে।
কি জানি এখনি যদি কাল প্রাণ হরে॥
ভেবে দেখ দিন স্থির নাহি কিছু তার।
এখন হারালে কাল কি করিবে আর॥

২

ওহে জগদীশ লহ প্রণাম আমার।
সকলি তোমার কিবা দিব উপহার॥
নিশ্চয় জানি হে তুমি দয়া সাগর।
তবে কেন দুঃখে এত হয়েছি কাতর॥
দহিছে হৃদয় মম যন্ত্রণা অনলে।
কাঁদিতেছি দেখ নাথ বসিয়া বিরলে॥
কোথা হে আশ্রয়-দাতা করুণা-আধার।
দয়া করে দেখ ওহে বিপদ আমার॥
ভাবনায় অস্থি মম হলো জর জর।
দেও হে আশ্রয় নাথ চরণে তোমার॥
বিজনে বসিয়া আমি দেখ হে একাকী।
উপায় না দেখে নাথ তোমাকেই ডাকি॥
অনাথ নিতান্ত আমি কে দিবে সান্ত্বনা।
বলিব কাহারে বল মনের যাতনা॥
রহিয়াছি সত্য বটে মানব সমাজে।
কিন্তু হইতেছে বোধ আছি বন মাঝে॥
কপোত-ক্রন্দন ধ্বনি কান্তারে যেমন।
বায়ুতে মিশায়ে যায় কে করে শ্রবণ॥
তেমনি আমার দশা দেখ ওহে নাথ।
কত আর সব বল দুঃখ কশাঘাত॥
কেমনে জানাবো মুখে হৃদয় বেদনা।
জানিছ তুমি হে নাথ যতেক যাতনা॥
অসীম তোমার দয়া মহিমা অপার।
একা তুমি হও সকলের মূলাধার॥
থাকিতে তুমি হে পিতা ডাকিব কাহারে।
কাহারই বা সাধ্য আছে রক্ষা করিবারে॥
একা তুমি যাবতীয় জীবের কারণ।
একা তুমি সকলেরে করিছ রক্ষণ॥
একা তুমি হও পিতা পতিত-পাবন।
মুক্তি-দাতা সুখ-দাতা অকিঞ্চন-ধন॥
আর যত আছে পথ সকলি অলীক।
না বুঝিয়া নানা লোক ভ্রমে নানা দিক॥
কিন্তু আমি তব পদ জানি হে কেবল।
সেই পদ মম চির-জীবন সম্বল॥
কাঁদিব তোমারই কাছে মুক্তির কারণে।
সেবিব তোমারই পদ মনের যতনে॥
অন্তর্যামী জগদীশ মহিমা তোমার।
জলে স্থলে শূন্যে দেখি রয়েছে প্রচার॥
সর্ব্বত্র তোমার দয়া বিরাজে সমান।
সর্ব্বত্র তোমার নাম হয় মহীয়ান॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত-পাবন।
শোকাতুর জনের শান্তির প্রস্রবণ॥
দুঃখ পারাবারে ভেসে যে ডাকে তোমায়।
দ্বিগুণ সাহস বল সেই জন পায়॥
ক্ষুদ্র কীট, পশু পক্ষী, তব দয়া বলে।
মনের সুখেতে চরে অবনী-মণ্ডলে॥
তবে কেন আমি পুড়ি যন্ত্রণা শিখায়।
থাকিতে তুমি হে পিতা অনন্ত আশ্রয়॥
বিলম্ব না সয় আর বিলম্ব না সয়।
করুণা করিয়া শীঘ্র দেও হে অভয়॥

৩

ওহে জগতের নাথ জীবের জীবন।
দেও দেও দেও শীঘ্র তব দরশন॥
বধির হয়েছ কি হে আমার কথায়।
পাপী বলে ত্যাগ কি হে করেছ আমায়॥
তবে কেন তব মুখ দেখিতে না পাই।
অনাথের মত আমি কাঁদিয়া বেড়াই॥
তব দয়া-দৃষ্টি পিতা পড়িবে কখন।
যাহার আশায় ধরে রয়েছি জীবন॥
আমার বিলাপ-ধ্বনি কাতর ক্রন্দন।
কবে তুমি ওহে নাথ করিবে শ্রবণ॥
এস এস মোর কাছে দেও হে সান্ত্বনা।
তোমা বিনা কে ঘুচাবে মনের বেদনা॥
আর নাহি কোন পথ যাব কোথাকারে।
পরিত্রাতা এক মাত্র তুমি এ সংসারে॥
তুমি যদি ঘৃণা কর পাপাত্মা বলিয়া
কোথায় যাইব নাথ না পাই ভাবিয়া॥
সমূলে আমার পাপ কর উৎপাটন।
তবে পাব ওহে নাথ নবীন জীবন॥
যদি না নির্ম্মল হয় অন্তর আমার।
কেমনে আসন-যোগ্য হইবে তোমার॥
অতএব কর নাথ কর হে শ্রবণ।
হৃদয়ের পাপ তাপ করহ হরণ॥
বিলম্ব কোরো না আর করুণা নিধান।
দয়াময় নাম তব কর হে প্রমাণ॥
হইলে বিশুদ্ধ আমি তব দয়া বলে।
গাইব তোমার গুণ অবনী-মণ্ডলে॥
বর্ণিব তোমার শক্তি পাপী-সন্নিধানে।
আনিব তোমার পথে অবিশ্বাসীগণে।
প্রাণ মন দিব পিতা তোমার সেবায়।
গাইব তোমার নাম যথায় তথায়॥

শ্রী কামাক্ষ্যা চরণ ঘোষ।

CORRESPONDENCE.

FROM FRANCIS W. NEWMAN ESQ.

TO THE SECRETARIES OF THE CAL: BRAHMA SAMAJ.

DATED LONDON, ST. JOHN'S WOOD, 20th oct. 1860.

Dear Gentlemen

Your warmly welcome letter of July 6th seems to have lain some time at University College awaiting me. I thank you heartily for it. I am filled with delight, that those who have cast off old religious errors preserve nevertheless so positive a spirit of faith, full of promise for the world's future. .... I much rejoice that you sturdily refuse entrance to any name or form, however slight, which might seem to identify you with any sect of Christians. The *name* Christian has been justly honoured; but at the present crisis of the world it inherits a curse, which it will bequeath to all who touch and handle it,—*infinite theological controversy* heart-withering and head-perplexing. Whoever takes up the Christian name exposes his children and dependents to pits and traps for the mind, with enormous loss of labour, when nothing worse occurs.

I would hope that in using your own Vedas as books of *instruction*, just as I use our Bible, you take good care that no *authority* be allowed to them, other than what the opinions of other good and wise men may deserve. This is the central truth for which in this age we have to battle; that God has not given to our generation *less* of his own teaching than to some past generation; that as a Living God, he is *as much* to us as he was to our distant ancestors; and that while *each* man has to learn much from *all* men collectively, we must never bow to the absolute authority of any *one* man or any one book.

Freedom politically socially, religiously, seem to be definable nearly in the same way. To be subject to *one* (man) is slavery; to be subject to *all* collectively is to be subject to Law and hereby to God, and this is freedom.

The kind words which you address to me personally I cannot reject; yet I fear to accept them unconditionally. I am not a professed religious teacher. I very seldom appear in print in this character. In fact I think that however needful religious instruction to those open to receive it, few will resign their bigotry at the summons of direct attack. In Europe men lay aside erroneous religion by *their minds outgrowing it*; and with few exceptions this is to be alone expected. With this conviction I beg to suggest to you, that for weaning your countrymen from puerile and baneful superstition, the most powerful of all weapons would be, the *Diffusion of Pure Literature in the native languages*. ......

I have with you high hopes of the future. Gladly do I reciprocate your salute of Love and Faith.

Yours &c.

F. W. NEWMAN

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমাজে প্রেরণ করেন।

ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক্ষণে বিয়ারিং পত্রিকা আর ডাকে চলেনা; অতএব যাঁহারা এই পত্রিকা বিয়ারিং লইয়া তথায় ডাকের বেতন দিতেন, তাঁহারা টিকিট ক্রয় করিয়া আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। নতুবা পত্রিকা পাঠাইবার আর উপায় হইবেক না।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে যে সকল উপদেশ দ্বারা

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস

সুন্দর-রূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ-বদ্ধ ও মুদ্রিত করিয়া তাহার সহস্র খণ্ড ব্রাহ্ম-সমাজে দান করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা আগামী মাসে ব্রাহ্ম সমাজে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ।।০ আনা নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারি সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক

ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান	১
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণ	।৵০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ	।।০
ঐ হিন্দী ভাষা ঐ	।০
ঋগেদ সংহিতা—প্রথমখণ্ড	১
ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড ঐ	১
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ	।।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৵
ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত	।০
পরমেশ্বরের মহিমা	।০
পদার্থবিদ্যা	।।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	।।
ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা	।৵
বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ	৵
বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ	৴০
বেদান্তিক ডাকট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি ও ব্যাখ্যান—রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদিত	।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২
১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭২ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭৩ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭৪ শকের ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র ভিন্ন ৮ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১
১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৮০ শকের তত্ত্বোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৮১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের পৌষ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ	৪৵
অক্ষয়কুমার মজুমদার	২
নরেন্দ্রনাথ সেন	
উমাচরণ সেন	২
" উমাচরণ গুপ্ত	২
" নন্দলাল মিত্র	২
" গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	২
" উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২
" রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত	১
" রাধানাথ দত্ত	১
" হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
" দ্বারকানাথ মল্লিক	১
	২৩৵

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল	৪১৮৵১০
" কালিদাস পালিত	১২
" দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
" রাণী স্বর্ণময়ী	১২
" ব্রজসুন্দর মিত্র	১০
" অভয়চরণ গুহ	৬
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব	৫
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ	৭
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
কাশীনাথ দত্ত	২
বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	১
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
	১৩১৮৵১০

শুভ কর্ম্মের দান

শ্রীযুক্ত বৈকণ্ঠনাথ সেন	৮।৵
" রাধাগোবিন্দ মৈত্রেয়	১
" চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়	১
	১০।৵

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত রাজগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী	১
দানাধারে প্রাপ্ত	১১।৴১০
	১৭৭৮৵

১৯ ফাল্গুন শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয়ভাগ
২১২ সংখ্যা
চৈত্র ১৭৮২ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে অচিন্ত্য অনন্ত পুরুষ! তোমার কিঞ্চিন্মাত্র আভা যে স্থানে নিপতিত হয়, সে স্থান স্বর্গ তুল্য হয়; তাহা যে আত্মাতে প্রবেশ করে, সে আত্মা প্রসুপ্ত থাকিলেও জাগ্রত হয়, নীরস থাকিলেও রস-পূর্ণ হয়, ম্রিয়মাণ থাকিলেও সজীব হয়। তোমার জ্যোতির্ম্ময় মহিমাতে তোমাকে যে ব্যক্তি দর্শন করিয়াছে, সে আর কিছুই দেখিতে চাহে না। যে ব্যক্তি তোমার প্রতি এক বার নয়ন উন্মীলন করে, তাহাকে তুমি শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে দেওনা; সুনির্ম্মল শান্তি বর্ষণ করিয়া তুমি তাহার হৃদয়কে পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি তোমাকে জীবন্ত দেখে, সে যে দিকে দেখে, সেই স্থানেই তোমাকে বিরাজমান দেখে। গ্রহ নক্ষত্র তারকাগণের মধ্যে তোমারই শুভ্র রশ্মি দেখিতে পায় এবং আপনার গূঢ়তম ও অন্তরতম প্রদেশে তোমাকেই জাগ্রত দেখিতে পায়। সে আর স্তব্ধ থাকিতে পারে না। সে তোমার অমৃত পাইয়াছে, সে মৃত্যুতে ভীত নহে। সে তোমার প্রীতিতেই বদ্ধ আছে, সংসার পিঞ্জরে বদ্ধ নাই। তাহার আত্মার সকল গ্রন্থি ভগ্ন হইয়াছে, সকল আবরণ মুক্ত হইয়াছে; কারণ যে ব্যক্তি তোমার রাজ্যে বাস করে, তোমার আনন্দে আনন্দিত হয়, ও তোমার প্রেম-পূর্ণ নয়নের সমক্ষে অহরহ ধর্ম্মেতে ও জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হয়; তোমার নিকটে তাহার গ্রন্থি কি? তাহার আবরণ কি? হে চেতনময় অমৃতময় পুরুষ! কোথায় তুমি আকাশের অতীত মহান্ পবিত্র পুরুষ, কোথায় আমরা এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য লোকের জীব; তথাপি তোমার প্রীতি আমারদিগের প্রতি এরূপ অবিচলিত রহিয়াছে যে তুমি আমারদিগের আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছ বলিয়া আমরা তোমাকে প্রীতি করিতে পারিতেছি। তুমি আমারদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রীতি উদ্দীপন করিয়াছ বলিয়াই তাহার শিখা তোমার প্রতি উন্মুখ হয়। তুমিই আমারদের হৃদয়ে প্রীতি-পুষ্প প্রস্ফুটিত কর এবং তুমিই তাহা গ্রহণ কর; আমরা কেবল হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তোমাকে আহ্বান মাত্র করি। হে হৃদয়েশ্বর! তুমি যে আমারদিগের অন্তরের কত অন্তরে রহিয়াছ, তাহা কে বুঝিতে পারে? সমুদ্র-নিহিত-রত্নের ন্যায় যে সকল ভাব আমারদিগের আত্মাতে গভীর নিমগ্ন আছে, যাহা আমারদিগের আপনারদিগেরও অগোচর; তাহা তুমিই কেবল দেখিতেছ। আমরা বাহিরে নানা ক্লেশে পতিত হইতেছি, নানা কুটিল পথে উপনীত হইতেছি, নানা বিভীষিকায় ভয় পাইতেছি, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? দেখিতেছ—অথচ কখন কখন আমারদিগের এ রূপ মোহ হয়, যেন তুমি

আমারদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছ। যে সকল অন্তরতম গূঢ়তম শান্ততম নির্ম্মলতম কামনা আমারদিগের অন্তরে নিহিত আছে, সেই সকল বিশুদ্ধ কামনা যখন আমারদিগের আত্মাতে উত্থিত হয়, তখন আমরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হই, তখনি আমরা জীবিত থাকি। নৌকা যখন প্রবল বাত্যা ও ভীষণ তরাঙ্গ আন্দোলিত হয়, তখন সেই নৌকার ব্যক্তিরা ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে কিন্তু সুনিপুণ কর্ণধার আপন স্থানে ই পবিষ্ট থাকিয়া নৌকাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়; সেই রূপ আমরা যখন পাপ-তাপে মুহ্যমান হই, তখন তুমি আমারদিগের অন্তরের সুনিভৃত স্থানে নিস্তব্ধ থাকিয়া নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে দিয়া আমারদিগকে তোমার প্রেমময় অমৃতময় পথে উত্তীর্ণ কর। আমারদিগের সাধ্য নাই যে তোমাকে ধন্যবাদ করি; কেননা যত ধন্যবাদ করি,ততই তোমার করুণা আমারদিগের হৃদয়ে সহস্র ধারে বর্ষিত হয়। হে বিশুদ্ধ কামনার নিকেতন। কত দিনে আমারদিগের আত্মা হইতে কুটিলতার ঘন মেঘ-সকল তোমার আনন্দ রশ্মিতে জর্জ্জরিত হইয়া তিরোহিত হইবে: কত দিনে পৃথিবীর সমস্ত লোক তোমার প্রেম গুণে বদ্ধ হইয়া এক পরিবারের ন্যায় হইবে; কত দিনে আমারদিগের সকল ভাব তোমার জ্যোতিতে অলঙ্কৃত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ তুল্য করিবে; তুমি আমারদিগের এ সকল কামনা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। আমরা সকলে একাত্মা হইয়া তোমার চরণে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

২৮ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।

এই সত্যটি আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়াছে যে অন্তরেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ; আত্মজ্যোতিতেই সেই সত্যজ্যোতির প্রকাশ হয়। যে জ্যোতিকে চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না! আত্মার উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল নিরবয়ব পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমারদের অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর। এখানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখ। যদি এই পবিত্র উপাসনা-স্থলে আসিয়া তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে; যেমন আসিয়াছিলে, শূন্য হৃদয় হইয়া তেমনি চলিয়া গেলে; তবে আর কি হইল? এখানে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত-পুণ্য হও এখান হইতে ভুয়োভুয় এই উপদেশ পাইয়াছ, এবং যত বার বলা যায়, এ বাক্য কখনই পুরাতন হয় না যে পরমাত্মা অন্তরের অন্তর. অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ কর "প্রাণোহ্যেষঃ" ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ যে পুণ্যাত্মা অন্তরে সেই পরমাত্মা রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখিতেছেন; সেই সত্যজ্ঞান-জ্যোতির উজ্জ্বল আভা আত্মাতে প্রজ্বলিত দেখিতেছেন; তিনি দেখিতেছেন, সেই পরমেশ্বর প্রাণ স্বরূপ তিনি মৃত্যুর রূপ নহেন—তিনি অমৃত, সকলের প্রাণ। যিনি আত্মাতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমরা তাঁহাকে আত্মার প্রাণ রূপে দেখিতেছি। আমারদের দেবতা নিদ্রিত নহেন; তিনি জাগ্রত, তিনি জীবন্ত দেবতা; তিনি প্রাণ, তিনি সকল জগতের প্রাণ; তিনি প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণ-স্বরূপ সকলের সম্ভজনীয় পরম দেবতাকে যখন অন্তরে সাক্ষাৎ পাই: তখনই তাঁহার উপাসনা সার্থক হয়। যখন তাঁহার চক্ষুর সঙ্গে আমার চক্ষুর যোগ হয়, তখনি তাঁহার পূজা যথার্থ হয়। উপাসনার সময় তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ভক্তি ভরে প্রণাম করিবে; অশ্রু পূর্ণ নয়নে কিরূপে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? আমরা কি মৃত শরীরের সঙ্গে কখন আলাপ করিতে যাই? সেই অমৃতের, সেই প্রাণ-স্বরূপের উপাসক হইয়া কি কাষ্ঠ পাষাণ মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইব না? সকল সময়েই তাঁহার প্রকাশ জাজ্জ্বল্যমান দেখি, এই

আমারদের প্রার্থনা ; আমরা অতি দুর্ব্বল বলিয়া যদি তা নাও পারি, তবে যখন তাঁহাকে পুষ্প প্রদান করিতে যাইতেছি ; যখন তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—তাঁহার মহিমা গানে জীবনকে সার্থক করিবার অভিলাষ করিতেছি; তখন প্রথমে কি তাঁহার প্রকাশ দেখিব না ? যদি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ না করিলাম, তবে মনের ভাব তাঁহাতে কি প্রকারে যাইবে ? যদি সেই বিশ্বতশ্চক্ষুকে আমার উপরে দেখিতে না পাইলাম, তবে প্রীতি কাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত হইবে ! এখনি তাঁহার প্রকাশ দেখ। আত্মজ্যোতি দ্বারা তাঁহার প্রকাশ দেখ। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী অমৃত পুরুষ জড়ের মধ্যে, আত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আছেন ; আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত না হই। তাঁহাকে যেন প্রীতি-পুষ্প দান করিতে বিরত না হই। আমারদের যদি এই শুভ উদ্দেশ হয়, তবে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। দেখ এখনি কি হইতেছে ! আমারদিগের ঈশ্বর-লাভের স্পৃহার উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে তিনি আমারদিগকে দর্শন দিতেছেন ; এই আলোক কিরণে তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখিতেছি ; আপনার অন্তরে সেই নিরবদ্য সুন্দর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছি। যিনি আমারদের উপাস্য দেবতা ; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা ; আমারদের শরীরই তাঁহার মন্দির ; আত্মা তাঁহার আসন ; সেখানে তিনি সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন। দেখ, আমারদের কি মহত্তর অধিকার ! তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমারদের স্থানান্তরে যাইতে হয় না ; যখনই ইচ্ছা করি, সেই পবিত্র স্বরূপকে প্রণাম করিয়া আসি ; স্বীয় আত্মাতেই তাঁহার অধিষ্ঠান দেখি। সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি অপেক্ষা আত্মা তাঁহার প্রিয় নিকেতন। সেই বিজ্ঞানময় অমৃত-ময় পুরুষ সর্ব্ব কালে সর্ব্ব স্থানেই আছেন। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে আর সমুদয়ই মৃত্যুর রূপ দেখায়। তাঁহার সহিত সংযুক্ত দেখিলে সকলই মৃত, সকলই অসৎ বোধ হয়। সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই এই সকল প্রাণ-বিশিষ্ট হইয়াছে। তিনি "চেতনং চেতনানাং।" সেই চেতনের প্রকাশেই সকলে চেতন পাইয়াছে। তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ করিয়াই এই জগৎ সৎ হইয়াছে। সেই অমৃতের আশ্রয়েই মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। আমরা অমৃতের পুত্র, এই জন্যই আমরা অমৃত লাভের অধিকারী। যত দিন আমারদের সংসারেরই অধীনতা, তত দিন মৃত্যুর পাশে বদ্ধ আছি, মৃত্যু মুখেই প্রবিষ্ট আছি। সংসারের সকলই মৃত্যুর রূপ. অমৃতের ভাব ইহাতে কিছুই নাই। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি—ঈশ্বরই অমৃত নিকেতন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পাই এবং আপনা হইতেই বলিতে থাকি, "যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" সেই প্রাণের সহিত যিনি আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুর হস্ত দেখিয়া আর ভয় পান না ; তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির-নিশ্চয় থাকেন।

আমারদের আত্মা তাঁহার আসন; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। আমারদের উপাসনা বাহ্যিক নয়, কিন্তু আন্তরিক উপাসনা। যখন আমারদের আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখি, তখন কি আনন্দ ! তাঁহাকে সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য কত লোকে কত প্রকার কষ্ট সাধন করিতেছে; কত কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতেছে। তাহাদের আত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ না বুঝিয়া বাহ্য ক্রিয়াতেই তাঁহাকে লাভ করিতে যায়, সুতরাং নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই জন্য আছে, "যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না—সে সেই ব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার-

গতিকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কোথা—আমরা শান্ত সমাহিত-চিত্ত হইলেই স্বীয় আত্মাতে সহজেই সেই পরম দেবতার সাক্ষাৎ পাই এবং তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া সকল পাপকে অতিক্রম করি। পূর্ব্ব কালের পবিত্র ঋষিদিগের ন্যায় যখন তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে যখন হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; যখন তাঁহার চক্ষু আত্মার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তাঁহার সঙ্গে যখন অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ হয়; তাঁহাতে আমাতে আর কিছুই ব্যবধান থাকে না—তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্য; তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার স্নেহের ধন; তখনই মনের সহিত বলিতে পারি যে "তং হি নঃ পিতা যোহস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারযসীতি।" তুমি আমারদের পিতা; যিনি আমারদিগকে অন্ধকার সংসারের পারে উত্তীর্ণ করেন। তখন মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি যে "মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি।" মাতার ন্যায় আমারদিগকে রক্ষা কর; তুমি আমারদিগকে শ্রী দেও প্রজ্ঞা দেও। যখন সেই অভয়-দাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা গুরু, স্নেহ-দাতা মাতার ভাব আমরা একত্রে গ্রহণ করি; তখন তাঁহার প্রতি কি গাঢ় নির্ভরের ভাব হয়। তাঁর প্রীতি পাইয়া আমারদের প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকি। তিনি আমাকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রীতি করিতেছেন, যখন এই ভাব আমারদের সমুদয় ভাবের সহিত সম্মিলিত হয়; তখন আমরা নূতন জীবন পাই; তখন তাঁহাকে পাইয়া সকলেরই অর্থ পাই; তখন সংসার আর প্রহেলিকার ন্যায় থাকে না; তখন যে দিকে দৃষ্টি করি, তাঁর সঙ্গে সকলেরই যোগ দেখি; স্বদেশ বিদেশ, সকল স্থানে সকল অবস্থাতে, তাঁরই মহিমা দেখিতে পাই। "প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।" ইনি প্রাণ-স্বরূপ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।" যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেই রূপ সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত —বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, পর্ব্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সকল কৌশলে তাঁহার জ্ঞান; সকল ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গল-ভাব; সকল জগতে তাঁহার প্রেম। যখন রোগে কাতর হই, তখন সেই মাতার ক্রোড়েই আমরা সুরক্ষিত হই। যখন সংসারের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হই, তখন তাঁহার অতুল্য প্রেমে আমরা নিলীন থাকি। সকল জগতে তাঁরই জ্ঞান, তাঁরই প্রেম, তাঁরই মঙ্গলভাব। হা! আমি এইক্ষণে কি দেখিতেছি। কোথায় রহিয়াছি! এক্ষণে আমি ভূলোকেও নাই, দ্যুলোকেও নাই; সেই পরম লোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি। এ আনন্দ মন আর ধারণ করিতে পারে না, বাক্য কি বলিবে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রহ্ম সমাজ।

৪ আশ্বিন বুধবার ১৭৮২ শক।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি॥

দুই সুন্দর পক্ষী—কি না জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। এই জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—কি না এক শরীর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন; পরমাত্মা আর জী-

ত্মা আশ্রয় আশ্রিত ভাবে একত্রে আছেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সখা—পরমাত্মা প্রেম দান করিয়া পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছেন; এই জন্য উভয়েই উভয়ের সখা। তন্মধ্যে এক জন সুখেতে ফল ভোজন করেন, ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে জীবাত্মা জীবনের সমুদয় কল্যাণ উপভোগ করেন; অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন, সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার আশ্রিত সন্তানদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া পিতা মাতার ন্যায় পরিতৃপ্ত হয়েন। জীবাত্মা পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ; এক জন ফল-প্রদাতা, এক জন ফল-ভোক্তা। তাঁহার করুণা-বারিতে যে সকল সুখ প্রচুর রূপে বর্ষিত হইতেছে, জীবাত্মা তাহাতে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক ভোগ করিতেছে। সেই আশ্রয়দাতার আশ্রয়-লাভে জীবাত্মা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। আত্মার স্বাধীনতা দেখ। ইহা কোন প্রকারেই কাহারও অধীন হইতে চাহে না। স্বাধীনতে আত্মার যে প্রকার সুখ, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখানে নানা ঘটনা, নানা অবস্থায় পড়িয়া যদিও তাহাকে অধীন হইতে হইতেছে, কিন্তু আত্মার অন্তরের ভাব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা-সুখই তাহার সকল সুখ,—পরের অধীনতাতেই তাহার সকল দুঃখ: কিন্তু দেখ ঈশ্বরের অধীনে থাকায় আত্মার কেমন আনন্দ। সে আর কাহারো অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধীনতা ব্যতীত থাকিতে পারে না; তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার দাস ও সেবক হইয়া, থাকিতেই তাহার আনন্দ; তাঁহার ইচ্ছার অধীনে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, এই তাহার মহত্ত্ব। আমারদের যে মুক্তির অবস্থা, যাহাতে আমারদের সংসার-আকর্ষণ ও বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইবে; সে অবস্থা প্রাকিসে? সে কেবল এই জন্য যে সংসারের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারিব—তাঁহার পদতলেই সর্ব্বদা বিশ্রাম করিব—তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার অর্চনা করিব—যাহাতে তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিব যদি কেবল দুঃখ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি হয়—যদি সে অবস্থাতে তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে আমারদের অধিকার না থাকে; তবে এই উদাসীন অবস্থাতে আমারদের কি হইবে? ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাঁহার মহত্ত্ব। সকল হইতে তাহার উচ্চ অধিকার এই যে সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

যিনি আমারদের প্রভু, আমারদের ঈশ্বর, আমারদের জীবন-দাতা; যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, যাঁহার দক্ষিণ মুখ না দেখিতে পাইলে, জীবন বৃথা হয়; তিনিই আমারদের সখা। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন এবং তিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন; তিনি প্রেম দান করিয়া আমারদের প্রেম আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রীতি-নয়নে আমারদিগকে দেখিতেছেন, আত্মার উৎকর্ষতা সাধন করিতেছেন; আপনার দিকে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন; আনন্দের উপর আনন্দে তাহাকে প্লাবিত করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে প্রীতি দান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ে উভয়ের সখা। আমরা আমারদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সুখ লাভ করিতেছি, তাহারই সীমা করা যায় না; তবে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতির প্রস্রবণ হইতে আরো কত বিমল আনন্দ উৎসারিত হইতেছে, তাহার কে পরিমাণ করিবে? এই প্রেম এই জ্ঞান এই আনন্দের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞতা মনে কি প্রকারে ধারণ করিব? যদি আপনার জন্যই কৃতজ্ঞতা সীমাকে অতিক্রম করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তবে

সকলের হইয়া যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে যাই, তবে বাক্য কি বলিবে! আপনার উপরেই ঈশ্বরের যে প্রেম, যে মঙ্গল-দৃষ্টি, অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে গিয়া বাক্য যদি নীরব হয়, মনে করিতে গিয়া মন যদি স্তব্ধ হয়; যে অনন্ত লোক হইতে অনন্ত লোকে অসংখ্য জীবের উপর তাঁহার যে প্রেম ও করুণার বর্ষণ হইতেছে, তাহা কি প্রকারে মনে ধারণ করিব? এইক্ষণে আমরা সকলে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের যে উদার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, এই সকলের হইয়া তাঁহাকে কি শব্দে, কি মনে, কি প্রকারে, ধন্যবাদ দিতে পারি?

আমরা এমন ক্ষুদ্র—দোষেতে গ্লানিতে আবৃত; তথাপি ঈশ্বর আমারদের সখা। আমারদের কি উচ্চ অধিকার! যিনি দেবতার দেবতা, রাজার রাজা, তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে—কেবল তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে নয়; কিন্তু তিনি আমাদের সখা। মনুষ্যের মধ্যে কোন উচ্চ পদের লোককে আমরা সখা বলিতে কুণ্ঠিত হই· কিন্তু সেই মহেশ্বরকে সখা বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। সেই দেবদেব আমারদের সখা। তাঁহার প্রীতিতে আমারদের প্রীতিতে সম্মিলিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিতে আমারদের আহ্লাদ—আমারদের নেতা হইতে তাঁহার ইচ্ছা। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সেবা করিতেছি, তিনি আমারদিগকে ভৃত্যের ন্যায় পোষণ করিতেছেন। যখন তাঁহাকে বলি "তুমি আমারদের প্রভু, আমারদের শরণ্য, আমারদের পূজনীয়;তুমি আমারদের রক্ষা কর্ত্তা"—যখন "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করি; তখন সমুদয় আত্মা হইতেই সায় পাই। অন্তরে ঈশ্বরের ভাব না থাকিলে, কথাতে ভাবেতে এ প্রকার কখনই মিলিতে পারে না। যাহারা অহর্নিশি সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত থাকে, তাহারদেরও কর্ণ-পথে যদি এই মহাবাক্য যায় " সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ " তবে এই শব্দ শুনিবা মাত্রই তাহারদের অন্তরের ভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া উঠে। দেখ আত্মাতে পরমাত্মাতে কেমন যোগ। যদিও মহা মোহে মুগ্ধ থাকি, তথাপি তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতেও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আত্মার সঙ্গে তাঁহার যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা মুখে বলা যায় না। পরমাত্মার সহবাসেই যাঁহার জীবন, তাঁহার কত আনন্দ! ঘোর বিষয়ীর পাষাণ মনও ঈশ্বরের নামে যদি দ্রব হয়; তবে সেই অমৃত সাগরে যাঁহারা সর্ব্বদাই অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারদের আত্মার কি উজ্জ্বল ভাব! যাঁহারা সেই সূর্য্য-কিরণে নিরন্তর রহিয়াছেন—সেই মঙ্গল-ছায়াতে নিয়ত বাস করিতেছেন—সেই মলয় বায়ুর হিল্লোল সর্ব্বদা সেবন করিতেছেন, তাঁহারদের ভাব কি প্রকার? তাঁহারদের নিকটে এই মর্ত্ত্য লোকই ব্রহ্ম লোক; তাঁহারা " অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে " এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। বিষয়েই যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহারা এই সকল মহাত্মার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনারদিগকে শোধন করুন। তাঁহারা নানা দুঃখ, নানা যন্ত্রণা পাইয়া তাহার ঔষধ চিন্তা করুন। ঈশ্বর বিপদ প্রেরণ করেন, দণ্ড বিধান করেন, এই জন্য যে আমরা তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসি। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমাকে ভুলিয়া থাকিও না; আমার অজস্র দান উপভোগ কর কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া রহ। এই সমস্ত জগতের যাবতীয় সম্পদের এমন ক্ষমতা নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। সমুদয় ত্রিভুবনে এমন আনন্দ নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ বিমোচন করিতে পারে তিনি বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই, ইহারই জন্য যে বিষয়ে তৃপ্তি থাকিলে আমরা তাঁহার পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। এই জন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ, মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি। সংসার কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হই-

লে আমরা তাঁহার অমৃত আশ্রয় প্রার্থনা করি। সংসারানলে দীপ্তশিরা হইলে তাঁহার শীতল বারির নিমিত্তে ধাবিত হই। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-লালসা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, ব্রহ্মানন্দ তত অধিক হয়। তখন ঈশ্বরের কার্য্যের জন্যই সংসার, আপনার ভোগের জন্য ঈশ্বর। আমরা এক্ষণে সেই সখার সঙ্গেই একত্রে আছি—তাঁহাকে প্রেমাশ্রু উপহার দেও, মনের সহিত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ কর। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ঈশ্বরের পিতৃভাব।

মনুষ্য পৃথিবীরই জীব নহেন। সংসারের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ নহে। বাহ্য জগতের নিয়ম শিক্ষা করিয়া—বাহ্য জগৎকে নিয়মিত,ও আয়ত্ত করিয়া—শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা বিধান করিয়াই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়না। তাঁহার আত্মার যে সকল গভীর ভাব, যে সকল উচ্চ ভাব, সংসার তাহা তৃপ্ত করিতে পারে না। তিনি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছেন, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। তাঁহাকে জানিয়াই তিনি জীবন ও শান্তি লাভ করেন; আমারদের প্রতি ঈশ্বরের অজস্র করুণা কিন্তু সকল অপেক্ষা তাঁহার এই বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি আমারদিগকে তাঁহার মহিমা জানিতে দিয়াছেন এবং তাঁহাকে পূজা করিবার অধিকার দিয়াছেন

মনুষ্যের আত্মা কোন কালেই ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না; ঘোর অজ্ঞানাবৃত কালের অন্ধকার মধ্যেও ঈশ্বরের জ্ঞান একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকে না। মনুষ্য তখনও আপনার উপরে এক মহান্ পুরুষকে দেখিতে পান এবং আপনার যাহা কিছু উচ্চ ভাব, মঙ্গল ভাব, তাহা তাঁহার আভাস বলিয়া প্রত্যয় যান। মনুষ্য যখন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখেন নাই, তখন পর্ব্বতের চূড়া, অথবা গহন কানন, তাঁহার পূজার মন্দির ছিল; যখন গৃহ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিলেন, তখন দেব-মন্দির তাঁহার হস্তের প্রথম কার্য্য হইল। যখন তিনি অক্ষর লিখিতে জানেন না, তখন সঙ্গীত দ্বারা ব্রহ্ম-গুণানুকীর্ত্তন করিতেন এবং আপনার আশা ভরশা, দুঃখ অভাব,ভক্তি কৃতজ্ঞতা, সেই অদৃশ্য অগম্য পুরুষের প্রতি প্রকাশ করিতেন। যখন মনুষ্যের মধ্যে সমাজ বন্ধন হয় নাই, তখনকার শাসন-কর্ত্তারা ঈশ্বরের নামেই তাঁহারদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচার করিতেন, এবং ঈশ্বরের নামে তখনকার দুর্ব্বিনীত দুর্দ্দান্ত লোকেরাও বশীভূত হইত। সমাজ বন্ধনের পূর্ব্বেও মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম-বন্ধন স্থাপিত ছিল।

ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যের আত্মার গভীর প্রদেশে নিখাত, কিছুতেই তাহা উন্মূলন করিতে পারে না। মনুষ্যের আর সকল অভাব তত গভীর নহে; শারীরিক অভাব-সকল এক দিনের জন্য, তাহা শরীরের সহিত বিনাশ পাইবে; ঈশ্বরের অভাব আর সকল অভাব হইতে গাঢ়তর, ঈশ্বর ভিন্ন আত্মার শান্তি কিছুতেই হয় না। মনুষ্যের উন্নতি সহকারে তিনি গিরি গুহা বনের আশ্রয় ত্যাগ করেন কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যান না; আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে দেখিবার নূতন নূতন জ্ঞান-দ্বার হৃদয় হইতে আবিষ্কৃত হয়; আত্মা জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে যেমন বর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরের ভাব তেমনি প্রগাঢ়-রূপে অনুভব করে—তাঁহার মঙ্গল ভাব সেই পরিমাণে গ্রহণ করে এবং আরো গাঢ়তর অন্তরতর ভাবে তাঁহাকে পূজা করে।

কিন্তু ঈশ্বরের ভাব সকল কালে,সকল হৃদয়ে,সমান রূপে উন্নত হয় না; সেই বিশুদ্ধ ভাবের সহিত মনুষ্য আপনার ভয় আশা কামনা-সকল মিশাইয়া তাহা কলঙ্কিত করিয়াছে। মনুষ্য আপনার হীন মলিন ভাব দেখিয়া, দুঃখেতে কাতর হইয়া, প্রকৃতির উপদ্রবে ভীত হইয়া, ঈশ্বরের নিকটে ভয়েতে কম্পিত হইয়াছেন। এই হেতু তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিবার জন্য, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য,অনেকে

পূজার আয়োজন করিয়া আসিয়াছেন। এই হেতু অনেকে ঈশ্বরের উপাসনাকে তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিবার এবং আপনার ভয় শান্তি করিবার উপায় মাত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব প্রীতি ও পবিত্রতা দেখিয়া আত্মাকে তাঁহার প্রতি উন্নত করা, কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে প্রীতি করা যে পূজার যথার্থ ভাব, মনুষ্য তাহা সকল সময়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনাকে তিনি নানা প্রকারে কলঙ্কিত করিয়াছেন।

আমরা ঈশ্বরের যে পূজা করি, আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহার পূজা করি না। তাঁহার ক্রোধ উপশমের জন্য অথবা আমারদের ভয় নিবারণের জন্য তাঁহার পূজা নহে। আমরা জানি, ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ, তিনি আমারদের নিকট হইতে আর কিছুই চান না, কেবল আমারদের প্রীতি-পূর্ণ হৃদয় চান। আমরা তাঁহাকে আমারদের পিতা-স্বরূপ দেখিয়া তাঁহার আরাধনা করি। অনেকে তাঁহাকে দূর-স্থিত সিংহাসনে অধিরূঢ় মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হন; অনেকে তাঁহাকে কঠোর রাজার ন্যায় দেখিয়া তাঁহার নিকটে ভয়েতেই কম্পিত হন; অনেকেরই এই ভ্রম যে তিনি আমারদিগকে ক্রোধ দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন, তিনি আমারদের জন্য অনন্ত যাতনা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি আমারদের অল্প পাপও মার্জনা করিতে পারেন না। মনুষ্য কোথায় উন্নত মনে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করিবেন, না তিনি আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিতান্ত অধীন হইয়া তাঁহার নিকটে ভগ্ন-হৃদয় হইতেছেন। আমরা জানি, ঈশ্বর প্রেমের আবহ, তিনি আমার প্রতি প্রীতি-নয়নে দেখিতেছেন; তিনি পাপী পুণ্যাত্মা সকলকেই আপনার মঙ্গল ছায়া প্রদান করিতেছেন; তাঁহার কোন সন্তানকেই পতিত রাখিবেন না। এই মঙ্গল বিশ্বাসে উন্নত হইয়া, ঈশ্বরকে আমারদের পিতা জানিয়া, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।

আমরা তাঁহাকে বলি ‘ত্বং হি নঃ পিতা’। এই বাক্যের মধ্যে কত আশাকর বীর্য্যকর অমূল্য সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঈশ্বরকে পিতার মত দেখিলে তাঁহার সহিত আমরা কি অক্ষয় প্রেম-বন্ধন দেখিতে পাই; তাঁহার উপাসনা আমারদের কেমন অমূল্য অধিকার মনে হয়। হা! যিনি সকল পৃথিবীর রাজা, যিনি নিত্য কাল হইতে নিত্য কাল পর্য্যন্ত আছেন, তাঁহার সহিত আমার এমন নিকট সম্বন্ধ—আমরা এমন হীন মলিন হইয়াও তাঁহাকে আমারদের পিতা বলিয়া প্রণিপাত করিতে পারিতেছি। এই অধিকারে কে না আপনাকে ধন্য মনে করিবে? এই বিশ্বাসে কাহার হৃদয় না উন্নত হইবে? কোন্ হৃদয়ে না আশা বল পবিত্রতার প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া সহস্র ধারে উত্থিত হইবে?

ঈশ্বর আমার পিতা। এ কথার অর্থ কেবল ইহা নয় যে তিনি আমারদের সৃষ্টি কর্ত্তা। এই অতুল্য জগতের স্রষ্টা বলিয়াও আমরা তাঁহাকে পূজা করি। তাঁহারই এক নিঃশ্বাসে অনন্ত শূন্য অগণ্য লোকে পূর্ণ হইয়াছে; তাঁহারই ইচ্ছাতে সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সমুদয় জগতে তাঁহার মহিমা অবলোকন কর; এই জগতের সমুদয় বিচিত্র সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলাতে তাঁহারই হস্ত দেখ; ইহার কোমল গম্ভীর নাদে এই বাক্য শ্রবণ কর, ধন্য ধন্য জগদীশ্বর; তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

কিন্তু ঈশ্বর কেবল আমারদের স্রষ্টা নহেন, তিনি স্রষ্টা হইতেও অধিক। স্রষ্টা হইলেই যে পিতা হইলেন, এমন নয়। তিনি নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে ইহাদের পিতা বলি না। আমরা চিত্রকরকে তাহার রচিত চিত্রের পিতা বলি না; নির্ম্মাতাকে তাহার নিপুণ কার্য্যের পিতা বলি না। পুত্রেতে পিতার সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে তাঁহার সাদৃশ্য প্রদান করিয়া বিশেষ-রূপে তাঁহার পিতা হইয়াছেন।

আমরা কেবল জড় নহি, আমরা জড় জগতের মত অসাড় বস্তু নহি। আমরা

শরীর হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া জানিতেছি। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি হইতে উচ্চতর উৎকৃষ্টতর বৃত্তি-সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়-সকল আমারদের নিকটে যাহার পরিচয় দেয়, তাহা হইতে আমরা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি। আমরা প্রকৃতির মধ্যে গূঢ় কারণ-সকল অনুসন্ধান করি, ইহার পরিবর্ত্তনময় বিষয়রাশির মধ্যে তাহাদের লক্ষ্য, অর্থ, যোগ, নিয়মশৃঙ্খলা আবিষ্কৃত করি; এবং ইহার বিচিত্রতার মধ্যে একীভাব গ্রহণ করি। এই মৃত জগৎকে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানে, মঙ্গল-ভাবে, সৌন্দর্য্যে,পূর্ণ দেখি। আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস নহি, অবস্থার অধীন নহি। আমরা অকাট্য ভৌতিক নিয়মেই বদ্ধ নহি, আমারদের জন্য ধর্ম্মের নিয়ম। আমরা সত্য পবিত্র মঙ্গল সুন্দর ভাব-সকল গ্রহণ করি এবং সেই সত্য মঙ্গল সুন্দর পরমেশ্বরে গিয়া আমারদের আত্মার তৃপ্তি সম্পাদন করি। আমরা পরিমিত ক্ষয়শীল পরিবর্ত্তসহ বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া সেই অক্ষুণ্ণ অমৃত পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হই। জড় জগৎ কতক গুলি অখণ্ড ভৌতিক নিয়মের অধীন,কিন্তু আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমারদের সকল বৃত্তির উপর আপনারদের কর্তৃত্ব আছে—ধর্ম্ম নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবার এবং তাহা লঙ্ঘন করিবারও শক্তি আছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে আপনার প্রতিকৃতিতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মাতে তাঁহার স্বতন্ত্রতার, তাঁহার বিজ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গল ভাবের আভাস দিয়াছেন মনুষ্যের বিজ্ঞান তাঁহার সেই পূর্ণ জ্ঞানের কিরণ, মনুষ্যের সাধু ভাব তাঁহার সেই গম্ভীর মঙ্গল ভাবের আভা। এই হেতু ঈশ্বর বিশেষ-রূপে মনুষ্যের পিতা। অন্য সকল বস্তু তাঁহার অধীন;কিন্তু মনুষ্য তাঁহার পুত্র। অন্য সকল জীব না জানিয়া অন্ধের ন্যায় ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে; মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া অনুরাগের সহিত সেই পরম পিতার কার্য্য করিতেছেন।

ঈশ্বর আমারদের পিতা। তিনি কেবল জড় জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, তিনি বিজ্ঞানবান্ ধর্ম্মজ্ঞ উন্নত জীব-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহারদিগকে আপনার পিতৃভাবে রক্ষা করিতেছেন; তাঁহার সেই পিতৃভাব আমারদের নিকটে নানা দিক্ দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ঈশ্বরকে যখন আমারদের পিতা বলি, তখন জানিতেছি, তিনি তাঁহার প্রতি সন্তানকে প্রীতি-নয়নে দেখিতেছেন। স্নেহ পিতার প্রধান ধর্ম্ম। পৃথিবীতেই পিতার কি গাঢ় গভীর স্নেহ; কিন্তু এই স্নেহ-ভাব ঈশ্বরের সেই গভীর প্রীতি কিছুই ব্যক্ত করিতেছে না। তাঁহার প্রীতির বল সেই, যে বলে তিনি সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন, আবার আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন; তিনি জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রীতি পুনর্ব্বার চাহেন না। আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন আর ইচ্ছা করিতেছেন, আমরা তাঁহার প্রীতি দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতি করি। আমারদের তিনি কেমন পিতা

আবার যখন তাঁহাকে আমারদের পিতা বলি, তখন বুঝিতে পারি, তিনি যে এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অদ্যাপি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ উন্নত জীবদিগের শিক্ষা ও উন্নতির নিমিত্তে। শিক্ষা দেওয়া পিতার এক প্রধান কার্য্য; যিনি এই কার্য্যে অবহেলা করেন, তিনি পিতাই নহেন। পরমেশ্বর আত্মার সৃষ্টি করিয়া আর সমুদয় সৃষ্টির মহত্ত্ব সাধন করিলেন এবং সেই আত্মাতে এ প্রকার বীজ নিহিত করিলেন যে সে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। এই অসীম আকাশে অগণ্য লোক তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের শিক্ষা-ভূমি। তিনি আমারদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইহাকে শিক্ষা দিতেছেন; ইহাতে চিরন্তন সত্য ভাব-সকল উদ্দীপন করিতেছেন; ইহাকে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন; ইহাকে নানা দুঃখ

ক্লেশে পরিবৃত করিতেছেন যে সেই সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া বলীয়ান্ হইবে এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সহিত অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে। কেহ মনে করেন যে পরমেশ্বর যখন আমারদের পিতা হইলেন, তখন আমারদের সুখ বিধান করাই তাঁহার পরম লক্ষ্য। কিন্তু ঈশ্বরের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য আছে; তিনি আমারদের সুখ তত চাহেন না, যত আমারদের জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, চাহেন। আমারদের পৃথিবীর পিতা, যিনি পুত্রের যথার্থ হিতৈষী, তিনি তাহার সাংসারিক সুখ অপেক্ষা ইহা ইচ্ছা করেন যে সে সত্যেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হউক। পরমেশ্বর যখন আমারদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, কঠোরতায় আবৃত করেন; তখন তিনি যথার্থ পিতার ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহার শুভ অভিপ্রায় এই যে আমরা ধর্ম্মেতে বলীয়ান্ হই----ধৈর্য্যের সহিত বিপত্তি-সকল বহন করি, আনন্দের সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করি এবং সত্য ও কর্ত্তব্যের আদেশে আর সকল বিষয় অক্ষুব্ধ চিত্তে বিসর্জন দিতে সক্ষম হই

পিতার ন্যায় পরমেশ্বর আমারদের মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছেন; তিনি আমারদিগকে ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছেন, আমারদের মঙ্গল-ভাব উদ্দীপন করিতেছেন; তিনি আমারদের অন্তরে গম্ভীর আদেশ দিয়া কর্ত্তব্যে আমারদিগকে নিয়োগ করিতেছেন। তিনি আমারদের মলিনতা দেখিতে পারেন না; তিনি হস্ত ধারণ করিয়া আমারদিগকে পাপ-তাপের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ করিতেছেন। তিনি যেমন সমুদয় জগৎকে উন্নতির মুখে অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন; সেই রূপ প্রতি আত্মাকে অমৃতের পথে অগ্রসর করিতেছেন। আমরা যদিও দেখিতে না পাই----আমরা যদিও চতুর্দ্দিকে পাপ তাপ দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছি; কিন্তু আমারদের পিতাই জানেন, কখন্ কি উপায়ে তিনি তাঁহার পতিত সন্তানদিগকে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন। তাঁহার ধৈর্য্যের অবসান নাই, তাঁহার যত্নের বিরাম নাই। তিনি আমারদিগকে বাধ্য করিতে চাহেন না; কেন না আমরা স্বাধীন জীব। তিনি অনন্ত দেখিতেছেন, প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই; তখন তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন।

আমরা যখন ঈশ্বরকে পিতা বলি, তখন জানি যে তিনি আমারদিগের জন্য কিছুই অদেয় রাখেন নাই; তিনি আপনাকে দিয়াও আমারদের আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। ইহা মনে করিয়া আমারদের হৃদয়ের সমুদয় কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। পিতার আপনার যাহা কিছু সৎ ভাব, উচ্চ ভাব, থাকে; তাহা সন্তানকে দান করিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন; ঈশ্বর আমারদের এই প্রকার পিতা। তিনি কেবল আমারদিগের তাঁহার প্রিয় বস্তু-সকল উপভোগ করিতে দিয়াছেন, এমত নহে; তিনি আপনাকে দান করিতেছেন। তিনি আত্মার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; আর সকল বস্তু তাঁহার তুলনায় দূর। অন্যেরা আমারদের এই শরীর আবরণের বাহিরে থাকিয়া আমারদের সহিত আলাপ করে; তিনি আমারদের আত্মাকে স্পর্শ করিয়া আছেন এবং তথায় থাকিয়া অহরহ আমারদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। তিনি অন্তরের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি আমারদের নিকটে থাকিয়া কেবল দেখিতেছেন না; কিন্তু আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন; তিনি আমারদিগকে আশ্বাস দিতেছেন ও আমারদের মঙ্গল ইচ্ছায় সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার সেই বিশ্বব্যাপী গম্ভীর মঙ্গল ভাব, যাহা সকল জগতে জীবন, সুখ, সৌন্দর্য্য, বর্ষণ করিতেছে; মনুষ্যের আত্মা যাহাতে তাহাও ধারণ করে, এত দূর তাঁহার লক্ষ্য। আমার সঙ্গে তাঁহার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা কে বলিবে? তিনি আমারদিগকে এ প্রকার বাধ্য করেন না, যাহাতে আমারদের স্বাধীনতার হানি হয়; অথচ তিনি আমারদের

প্রতি উদাসীন নহেন। তিনি আমারদের চক্ষু তাঁহার প্রতি উন্মীলন করিয়া দিতেছেন, ধর্ম্মের শুভ আদেশ অন্তরে প্রেরণ করিতেছেন, সত্যের ভাব-সকল জীবিত রাখিতেছেন, আত্মার গম্ভীর প্রদেশে ভক্তির প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিতেছেন, এবং পাপ দুঃখ মৃত্যুর মধ্য হইতে হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন।

ঈশ্বর আমারদের এই প্রকার পিতা। আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করি, তাঁহার সাদৃশ্য ধারণ করি, তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকি; এই মহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে তাঁহার যত্নের আর সীমা নাই।

ঈশ্বরের পিতৃ ভাবের কথায় আর দুইটি ভাব বলিবার আছে। প্রথমতঃ আমরা পাপে মলিন হইয়া তাঁহাকে কি প্রকার দেখি? ঈশ্বরকে যখন আমারদের পিতা বলি, তখন মনে করি যে যাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে, তিনি তাহারদিগকেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি তাঁহার পতিত সন্তানের উদ্ধারের নিমিত্তে কোন উপায় অপেক্ষিত রাখেন না। তিনি সেই আত্মাকে দণ্ড দিয়া, দুঃখ গ্লানি দিয়া, তাহার অসাড়তা মোচন করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাতে আপনার সুনির্ম্মল প্রসাদ-বারি সিঞ্চন করেন এবং নবীন জীবন প্রদান করেন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া মনে করি, তিনি আমারদিগকে অমৃত লাভের অধিকারী করিয়াছেন, তিনি আমারদের এই মর্ত্ত্য দেহে অবিনশ্বর আত্মার যোগ করিয়া দিয়াছেন। পিতার কেমন ইচ্ছা যে তাঁহার সন্তান দীর্ঘ-জীবী হউক; তবে যিনি আত্মাকে জন্ম দিয়াছেন, এবং তাহাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত করিয়াছেন; তাঁহার কেমন ইচ্ছা যে সে চিরজীবী হউক। তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা তাঁহার সঙ্গে অমৃতভোজী হইয়া চিরদিন বাস করি। আর সকল বস্তু আপন আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু আত্মার জীবনের শেষ নাই। তাঁহার অজস্র দানে যদিও আমরা তৃপ্ত হইতেছি; তিনি বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। আমরা যখন জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, উন্নত হইয়া তাঁহাকে দেখিব; তখন তাঁহার পিতৃভাব আমারদের নিকটে আরো কি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইবে!

সঙ্গ-দোষ।

আমারদের আত্মার উন্নতির যত প্রকার বাধা আছে, তাহার মধ্যে সঙ্গ-দোষ অতি ভয়ানক। যাহারদের ধর্ম্মের প্রতি কিছু মাত্র অনুরাগ আছে, যৌবন কালে এ বিষয়ে তাঁহারদের সতত সতর্ক থাকিতে হইবেক। যদি যুবাদিগের কর্ণ কুহরে অপবিত্র সঙ্গীদিগের স্বর এক বার প্রবেশ করে, তবে সাধুদিগের মুখ বিনির্গত অমূল্য উপদেশের প্রতি তাহারা বধির হইয়া পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কি প্রকার লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিব? তাহার উত্তর এই, যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাঁর পবিত্র নাম লইয়া উপহাস করে এবং সর্ব্বদা অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহারদের সঙ্গ তো পরিত্যাগ করিবেই করিবে; কিন্তু যাহারা সাধু কর্ম্মকে ও সাধু লোককে আদর না করে, যদিও তাহারদের চরিত্র কোন প্রকার বাহ্যিক কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়, তথাপি তাহারদের সঙ্গে থাকিবে না। হে যুবা! এক বার ভাবিয়া দেখ, তাহারদের দ্বারা তোমার কত অনিষ্ট হইতেছে। সেই দুরাত্মাদিগের সহবাস জন্য কত প্রকার গ্লানি সহ্য করিতেছ। হয়ত তাহারা তোমার আত্মাকে এ প্রকার অচেতন ও অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে যে এখনি তুমি যে সকল উপদেশ পাঠ করিতেছ, তাহা তোমার অন্তরে কিছু মাত্র প্রবেশ করিতেছে না—হয়ত একাল পর্য্যন্ত তোমার যে ধর্ম্ম-শিক্ষা, তাহা বৃথা হইয়াছে। যদি এখন হইতে সেই সকল শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে না থাক, কেবল পাপের পথে ভ্রমণ কর, তবে ক্রমে ক্রমে তোমার আত্মা ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরে যাইতে থাকিবে। তোমার অন্তরে যে স্বর্গীয় অগ্নির শিখা এক এক বার প্রজ্বলিত হইয়া

উঠে, দুষ্ট লোকের সঙ্গে বৃথা কথায় কাল যাপন করিলে ক্রমে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ধর্ম্মের ভাব রক্ষা করা এত কঠিন যে কত লোকে সাধু সমাজে থাকিয়াও এক এক বার তাহা হইতে পতিত হয়, তবে অসাধুদিগের সহিত সহবাস করিতে কি প্রকারে সাহস করিতো। যৌবন কাল অতি ভয়ানক কাল; তোমার প্রিয় সঙ্গিরা যখন ধর্ম্মের কথা লইয়া উপহাস করিবে, হয়ত তাহারদিগকে বারণ করিতে তোমার সাহস হইবে না এবং ক্রমে ক্রমে হয়ত তোমারও ধর্ম্মেতে অনাদর হইয়া উঠিবে। আবার তাহারদের সেই বৃথা আমোদের আস্বাদ পাইলে উপাসনার প্রতি তোমার যে কিছু শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে, তাহা ক্রমে অন্তরিত হইবে। দৃষ্টান্তের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন কর, তাহারদেরই অনুগামী হইবে। আমারদের চতুর্দ্দিকেই প্রলোভন। নানা প্রকার উপদেশের মধ্যে থাকিয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করা কঠিন; আবার যখন পাপীরা পাপের পোষকতায় উচ্চৈঃস্বরে বাক্য বিন্যাস করিতে থাকে, তখন তাহাতে কর্ণ-পাত করিলে কি আর ভদ্রতা থাকে? আমারদের সমুদায় জীবনের কার্য্য কি না ঈশ্বরের অনন্ত সহবাসের উপযুক্ত হওয়া; তবে বৃথা কথায় কাল যাপন করা কি আমারদের কর্ত্তব্য? কিন্তু অসৎ সঙ্গ অবলম্বন করিবা মাত্র প্রথমেই এই পাপে পতিত হইতে হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, প্রথম বয়সে কত লোকের ধর্ম্মের প্রতি কেমন অনুরাগ ছিল; অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হইয়া পরে তাহারা সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে। কত সাধু যুবা প্রথম উদ্যমে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবে এত দূর নির্ভর করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মের জন্য আপনার ধন, প্রাণ, মান, সর্ব্বস্ব বলিদান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কোথা হইতে আত্মাপহারী কুসঙ্গী আসিয়া তাঁহার কর্ণ কুহরে কি কুমন্ত্রণা দিল; অমনি সে উদ্যম, সে উৎসাহ, আর কিছুই রহিল না—সকলি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কত লোকে আপনার অন্তরের পবিত্র ভাব-সকলকে কেমন উন্নত করিয়াছিলেন, ক্রীড়াসক্ত যুবকদিগের সংসর্গে পতিত হইবা মাত্র সে সকলই নির্জ্জীব হইল। এক সময়ে যে সকল অত্যাচার স্মরণ করিতেও ঘৃণা হইত, এখন প্রকাশ্যে সেই সকল পাপের আরম্ভ হইল। সঙ্গদোষ কি ভয়ানক শত্রু! তাহা অজ্ঞাতসারে পান, ব্যভিচার, পর-পীড়ন, মিথ্যা কলহে অল্পে অল্পে পদ নিক্ষেপ করায়। অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে এক বার এ রূপ অপবিত্র সহবাস ভাল লাগিলে অনুতাপ এবং সংশোধনের আর পথ থাকে না। পূর্ব্বে যাহার মুখ হইতে কত প্রকার ধর্ম্মোপদেশ শুনা যাইত, এক্ষণে সে আপনার আন্তরিক দুষ্ট ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্তে কত প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করিতে থাকে। যে খানে পুণ্যাত্মা সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিময় উপদেশ প্রদান করেন, সে পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিতে তাহার বাসনা হয়; তাঁহারদের সহবাস পর্য্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে। যদি কখন তোমার কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বর-পরায়ণ সুহৃদ্ নির্জ্জন নিকেতনে তোমার সহিত একত্র হইয়া তোমার আত্মাতে ধর্ম্মের ভাব কিছু মাত্র মুদ্রিত করিতে পারেন, এমন কি যাহাতে তোমার নিদ্রিত মন জাগ্রত হইয়া উঠে; কিন্তু ইহা কেমন সম্ভব যে সেই কুপথগামীদিগের সহিত আবার মিলিত হইলে তাহার কিছুই থাকিবে না। সেই পাপাত্মাদিগের কি কুটিল মন্ত্রণা! এক ঘণ্টা কাল তুমি তাহারদের সহিত হাস্য পরিহাস ও আমোদ-কোলাহলে যাপন কর, বৎসরার্জ্জিত পবিত্র ভাব-সকল তোমারি অন্তর হইতে অমনি বিলুপ্ত হইবে এবং যে দিন চির কালের জন্য তাহারদের সহবাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই ভীষণ দিবসে রোদন করিবে “কত বার আমি আমার প্রিয় বন্ধুদিগের পবিত্র উপদেশ অবহেলা করিয়াছিলাম, এখন তার ফল ভোগ করিতেছি।”

দীপ্ত-শিরার অভিষেক।

৪

জগতের পিতা মোরে হও হে সদয়।
তোমারই অধীন আমি দেখ কৃপাময় ॥
অনাথের নাথ তুমি আমি তো অনাথ,
আমারে করিয়া তুমি লও আত্মসাৎ॥
তুমি যদি ত্যজ নাথ যাইব কোথায়।
সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য জানি হে নিশ্চয় ॥
তোমাকে ছাড়িয়া পাপী কোথা পাবে ত্রাণ
যথায় তথায় প্রভু তুমি বিদ্যমান ॥
যে তোমাকে নাহি ডাকে বিপদে পড়িয়া।
কতই যাতনা তার না পাই ভাবিয়া ॥
নাহি করিয়া নির্ভর তোমার উপরে।
পাপ-ভরা ধরা মাঝে কে তিষ্ঠিতে পারে ॥
মুক্তি দাতা এক মাত্র তুমি সর্ব্বসার।
তোমা ভিন্ন আমার নাহিক গতি আর ॥
দয়াময় দয়া-বারি করিয়া বর্ষণ।
আত্মার মলিন ভাব কর প্রক্ষালন ॥

৫

কখন আমার আত্মা হবে উৎসাহিত।
গাইবে তোমার গুণ মনের সহিত ॥
এমন সুখের দিন হইবে উদয়।
কখন বল হে পিতা হইয়া সদয় ॥
বিশুদ্ধ অন্তর হবে কবে হে আমার।
কখনি বা ঘুচিবে জড়তা রসনার ॥
ঊর্দ্ধ মুখে এক দৃষ্টে অসীম আকাশে।
চাহিবে নয়ন কবে একান্ত উল্লাসে ॥
দেখিবে তোমার রাজ্য অনন্ত অপার।
মধ্য স্থল যথা তথা,নাহি শেষ তার ॥
দেখিতে দেখিতে মন আনন্দ সাগরে।
ভাসিয়া তোমার গুণ গাবে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কবে হেন শুভ দিন হইবে উদয়।
বল ওহে দয়াময় হইয়া সদয় ॥
সামান্য বিষয়-সুখ তুচ্ছ করি মনে।
গরল সমান পাপ ত্যজিয়া যতনে ॥
একান্ত প্রশান্ত মনে বসিয়া বিজনে।
তব প্রিয় পুত্র হয়ে রব তব সনে ॥
দেও দেও শীঘ্র নাথ করুণা করিয়া।
এমন সুখের দিন নিকটে আনিয়া ॥

৬

ধরিয়া উন্নত ভাব অন্তর আমার।
যখন করয়ে দৃষ্টি করুণা তোমার ॥
তখন কত যে তা আনন্দ উদয়।
বলিব কেমনে মুখে প্রকাশ না হয়
সে সময়ে মন মোর কত ব্যগ্র হয়।
বারম্বার ধন্যবাদ করিতে তোমায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত চমৎকৃত হয়
তোমার উপরে প্রেম কত উথলয়
সে সময়ে কি অদ্ভুত ভাবের উদয়
আপনারে ভুলে মন তব গুণ গায় ॥
ঘুমাইয়া যবে আমি থাকি অচেতন।
আমার রক্ষার তরে কর জাগরণ ॥
জড়াকারে মাতৃগর্ভে ছিলাম যখন।
তখনো তোমারই দয়া করেছে রক্ষণ ॥
যখন মাতার স্তনে ক্ষুধা শান্তি তরে।
ঝুলে থাকিতাম, নাহি জানি আপনারে ॥
না জানি তোমার কাছে করিতে প্রার্থনা।
তথাপি আমার কিছু ছিল না ভাবনা ॥
তখন তোমারি দয়া করেছে পালন।
তাহারই প্রভাবে দেহে হয়েছে বর্দ্ধন ॥
যখন পাপের পথে সুখের আশয়ে।
চলেছি যৌবন কালে মোহে অন্ধ হয়ে ॥
তখন তুমি হে পিতা হইয়া সদয়।
আপনার পথে পুন এনেছ আমায় ॥
যখন বিজনে বসি হইয়া কাতর।
দেখিয়াছি দুঃখময় সংসার সাগর ॥
অশ্রুপাত করিয়াছি পাপের কারণে।
আলোকে বসিয়া দেখি আঁধার নয়নে ॥
আপনার প্রতি ঘৃণা হয়েছে অপার।
লোক সঙ্গ বিষবৎ, মৃত্যু ভাবি সার ॥
তখনো তুমি হে পিতা দিয়েছ সান্ত্বনা।
তোমারই প্রসাদে ঘুচে মনের বেদনা ॥
যখন রোগেতে আমি হয়েছি কাতর
যাতনায় হইয়াছে দেহ জর জর ॥
তব দয়া স্বর্গ হতে নামিয়া তখন
নব বল বীর্য্য দেহে করেছে অর্পণ ॥
কত যে করুণা তব ভাবিয়া না পাই।
দেও শক্তি দিবা নিশি, তব গুণ গাই ॥
দিবা নিশি ক্ষুদ্র কালে কি হইতে পারে।
যাবৎ অনন্ত কাল গাইব তোমারে ॥

শ্রী কামাক্ষা চরণ ঘোষ

বিজ্ঞাপন

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য দিবার নিমিত্তে আগামী ১২ ই ত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘন্টার সময়ে ব্রাহ্মস াজে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া দান সংগ্রহ হইবেক।

আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতি বার সায়ংকাল বৎসরের শেষ দিনে এবং ১ বৈশাখ শুক্রবার প্রাতঃকাল নব বর্ষের প্রথম িনে ব্রাহ্মসমাজ হইবেক; ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তত্তৎকালে সমাজ-মন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ১৭৮২ শকের মূল্য অগ্রিম দিয়াছেন, তাঁহা দিগের বর্ত্তমান চৈত্র মাসে সেই মূল্য পরিশোধ হইল; অতএব তাঁহারা আগামী বৈসাখ মাসের মধ্যে ১৭৮৩ শকের অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে যে সকল উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সুন্দর-রূপে আবিস্কৃত করিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ-বদ্ধ ও মুদ্রিত করিয়া তাহার সহস্র খণ্ড ব্রাহ্ম সমাজে দান করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ||০ আট আনা নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারি সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের মাঘ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৩০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" তারকনাথ দত্ত	১০
" ঈশ্বরচন্দ্র দে	৮
" ঠাকুরদাস সেন	৬
" রাজনারায়ণ ধর	৫
" গদাধর খাঁ	৫
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" কমলাকান্ত সেন	৫
" প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪||০
" ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
" ভুবনচন্দ্র রায়	৩
" হরগোপাল সরকার	২
	২৩৬		০
আগত	২৩৬||০
" লালবিহারী গুপ্ত	২
" যাদবচন্দ্র দত্ত	২
" গোপালচন্দ্র পাল	২
" গোপালচন্দ্র মিত্র	১
" বেণীমাধব সরকার	১
" গিরীশচন্দ্র দে	১
" কৃষ্ণচন্দ্র দে	১
" অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	১
" রাধাকৃষ্ণ [illegible]	১
" কালীকিঙ্কর মিত্র	১
" কৃষ্ণগোপাল সরকার	১
" যদুনাথ [illegible]	১
" রাখাল[illegible]	১
" রামকৃষ্ণ [illegible]	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" রামসেবক দে	১
" যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
" ক্ষেত্রমোহ দত্ত	১
" বসন্তকুমার দত্ত	১
" বিশ্বেশ্বর ঘোষ	১
" প্রসন্নকুমার ঘোষ	১
" জহরিলাল দত্ত	১
" মোহন বিহারী মল্লিক	১
" কলুটোলাস্থ সেন পরিবার	১
" ঘোড়াবাগান ব্রাহ্মপরিবার	১
" অল্প দানের সমষ্টি	১
	২৭৮	০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুর	৩০
" রাজা কালীকুমার মল্লিক রায়	৯
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৬
" নীলকমল মিত্র	৫
" সাগরলাল দত্ত	৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
	৫৬

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ	৪
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১
" আনন্দচন্দ্র সরকার	১
কুমার নারায়ণ মিত্র	১
হরদেব চট্টোপাধ্যায়	১
রাখালদাস বিশ্বাস	|৶১০
	১১|৶১০

এককালীন দান।

কলুটোলাস্থ-ব্রাহ্ম-সমাজ	২৸০
দানাধারে প্রাপ্ত	৮||৴১০
	৩৪৭||৴০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

বৈশাখ ২০১ সংখ্যা। পৃষ্ঠ

প্রাতঃকাল ... ১
ব্রহ্মবিদ্যালয়—অষ্টম উপদেশ—মুক্তি ... ২
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ... ৫
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৮
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ... ১০
বিজ্ঞান—বায়ু বিজ্ঞান ... ১৩

২০২ সংখ্যা।

১৭৮১ শকের শেষদিনের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৭
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৮
স্বর্গ ও নরক
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ২৭
বিজ্ঞান—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ... ২৮

আষাঢ় ২০৩ সংখ্যা।

প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৩৩
ব্রহ্মবিদ্যালয়—নবম উপদেশ—মুক্তি ... ৩৪
ঈশ্বরের ভাব ... ৩৯
কঠোপনিষৎ ১।২।৩ বল্লী ... ৪০
বিজ্ঞান—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ... ৪৫

শ্রাবণ ২০৪ সংখ্যা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৪৯
মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব ... ৫১
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ... ৫২
কর্ত্তব্য শ্রেণী ... ৫৬
বিজ্ঞান—বায়ু বিজ্ঞান ... ৫৮
ভগবদ্গীতার শ্লোক ... ৬২
ঈশ্বর প্রীতি (ইংরাজী) ... ৬২

ভাদ্র ২০৫ সংখ্যা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৬৫
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ... ৬৬
জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য ... ৭
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—প্রথম উপদেশ—উপনিষদের ভাব ... ৭১
কঠোপনিষৎ ৪।৫।৬ বল্লী ... ৭৪
বিজ্ঞান—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ... ৭৭

আশ্বিন ২০৬ সংখ্যা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৮১
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ—আরাধনা ... ৮২
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—দ্বিতীয় উপদেশ—তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকা ৮৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ... ৮৭
বিজ্ঞান—বায়ু বিজ্ঞান ... ৮৮

কার্ত্তিক ২০৭ সংখ্যা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ৯৩
ঈশ্বরের সহিত সহবাস ... ৯৫
ধর্ম্মের সহজ ভাব কি ... ৯৯
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—তৃতীয় উপদেশ—তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকা ১০২
ছান্দোগ্য উপনিষৎ শ্রুতির কিয়দংশ ... ১০৩

অগ্রহায়ণ ২০৮ সংখ্যা।

পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রার্থনা বাক্য ... ১০৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১০৬
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—চতুর্থ উপদেশ বৃহদারণ্যক উপনিষদের আখ্যায়িকা ... ১০৭
নিবাধই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১১০

পৌষ ২০৯ সংখ্যা।

ব্রহ্ম স্তোত্র ... ১১৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১১৪
অন্তরতরং যদয়মাত্মা ... ১১৬
ব্রহ্ম সঙ্গীত ... ১১৯
বিজ্ঞান—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা ... ১২১

মাঘ ২১০ সংখ্যা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১২৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১২৮
ঈশ্বর জ্ঞান ... ১৩০
জগতের ভাব ... ১৩১
ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা ... ১৩৪
নিউমান (ইংরাজী) ... ১৩৫

ফাল্গুন ২১১ সংখ্যা।

একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ... ১৩৭
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১৪০
ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত ... ১৪৩
দীপ্তশিরার অভিষেক ... ১৪৯
নিউমানের পত্র (ইংরাজি ... ১৫১

চৈত্র ২১২ সংখ্যা।

ব্রহ্ম স্তোত্র ... ১৫৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১৫৪
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ... ১৫৬
ঈশ্বরের পিতৃভাব ... ১৫৯
সঙ্গ-দোষ ... ১৬৩
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... ১৬৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অন্তরতরং যদয়মাত্মা	২০৯	১১৬
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ	২০১	৫
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ—আরাধনা	২০৬	৮২
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	২০৫	৫২
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	২০৫	৬৬
ঈশ্বরের ভাব	২০৩	৩৯
ঈশ্বর প্রীতি (ইংরাজী)	২০৪	৬২
ঈশ্বরের সহিত সহবাস	২০৭	৯৫
ঈশ্বর জ্ঞান	২১০	১৩০
ঈশ্বরের পিতৃভাব	২১২	১৫৯
একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২১১	১৩৭
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০১	৮
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০২	২৭
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০৪	৪৯
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০৫	৬৫
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০৬	৮১
কঠোপনিষৎ ১। ২। ৩ বল্লী	২০৩	৪০
কঠোনিষৎ ৪। ৫। ৬ বল্লী	২০৫	৭৪
কর্ত্তব্য শ্রেণী	২০৪	৫৬
ছান্দোগ্য উপনিষৎ শ্রুতির—কিয়দংশ	২০৭	১০৩
জগতের ভাব	২১০	১৩১
জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য	২০৫	৭০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	২১১	১৪৯
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	২১২	১৬৫
ধর্ম্মের সহজ ভাব কি	২০৭	৯৯
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০২	১৮
নবাধিক সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের—বক্তৃতা	২০৮	১১০
নিউম্যান (ইংরাজী)	২১০	১৩৫
নিউম্যানের পত্র (ইংরাজী)	২১১	১৫১
প্রাতঃকাল	২০১	১
প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজের—বক্তৃতা	২০৩	৩৩
পরিবারের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রার্থনা বাক্য	২০৮	১০৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়—অষ্টম উপদেশ—মুক্তি	২০১	২
ব্রহ্মবিদ্যালয়—নবম উপদেশ—মুক্তি	২০৩	৩৪
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—প্রথম উপদেশ—উপনিষদের ভাব	২০৫	৭১
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—দ্বিতীয় উপদেশ—তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকা	২০৬	৮৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—তৃতীয় উপদেশ—তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকা	২০৭	১০২
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় প্রস্তাব—চতুর্থ উপদেশ বৃহদারণ্যক উপনিষদের আখ্যায়িকা	২০৮	১০৭
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	২০১	১০
১৭৮১ শকের শেষ দিনের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২০২	১৭
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ	২০৬	৮৭
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২০৭	৯৭
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২০৮	১০৬
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২০৯	১১৪
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২১০	১২৫
ব্রাধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১২০	১২৮
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২১১	১৪০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১১২	১৫৭
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১১২	১৬৫
ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত	১৪৩	১১১
ব্রহ্ম স্তোত্র	২০৯	১১৩
ব্রহ্ম সঙ্গীত	২০৯	১৩৪
ব্রহ্ম বাদীনীর প্রার্থনা	২১০	১৩৪
ব্রহ্ম স্তোত্র	২১২	১৫৩
ভগবদ্গীতার শ্লোক	২০৪	৫২
মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব	২০৪	৫১
বিজ্ঞান—বায়ু বিজ্ঞান	২০১	১৩
বিজ্ঞান—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা	২০২	২৮
বিজ্ঞান—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা	[illegible]	৪৫
বিজ্ঞান—বায়ু বিজ্ঞান	২০৪	৫৮
বিজ্ঞান—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা	২০৫	৭৭
বিজ্ঞান—বায়ু বিজ্ঞান	২০৬	৮৮
বিজ্ঞান—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা	২০৯	১২২
স্বর্গ ও নরক	২০২	২৫
সঙ্গ-দোষ	২১২	১৬৩

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে [illegible] প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৴০ [illegible] আনা মাত্র। ১৫ চৈত্র শনিবার সম্বৎ ১৯১৭ [illegible] ১৭৮২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৩ সংখ্যা।
বৈশাখ ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প

পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবো পাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃকালে প্রার্থনা।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! রজনীতে নিদ্রার সময় তোমার অপার স্নেহে আমি সুরক্ষিত হইয়াছি। এক্ষণে নূতন বল ও স্ফূর্ত্তি পাইয়া মনের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। এক্ষণে সকলি তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার অপার করুণা, প্রচার করিতেছে। দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার সমুদায়ই তোমার উপর নির্ভর করিতেছি; আমার শরীর মনের সকল শক্তি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমাকে এই প্রকার বল দেও, যাহাতে সংসারের সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি। তোমার উপদেশ যেন আমার মনকে উন্নত রাখে, তোমার প্রীতি হৃদয়কে উজ্জ্বল রাখে এবং তোমার অমৃত কিরণ যেন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় আমার সম্মুখে প্রকাশমান্ থাকে। তুমি অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া আমার প্রত্যেক মলিন বাসনা দূর কর, প্রত্যেক কুটিল ভাব দূর কর এবং আমার সকল আশা, সকল ভাবকে তোমার দিকে লইয়া যাও। আমি যেন কখন এমন কার্য্যে লিপ্ত না হই, এমন চিন্তা মনে স্থান না দিই, যাহাতে তোমার প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে না পাই। সংসারের কোন প্রলোভন যেন তোমা হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে না পারে। আমার অন্তঃকরণ যেন তোমা ভিন্ন আর কোন দিকে না যায়। হে জীবনের জীবন! আমার মলিন পঙ্কিল হৃদয়কে তোমার অমৃত ভাবে বিশুদ্ধ কর। আমার সমুদয় জীবনের লক্ষ্য তোমার প্রতি স্থির রাখ। হে সুহৃৎ! প্রতিদিন যেন আমার চিত্ত তোমার সন্নিহিত হইতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাত্রিকালে নিদ্রার পূর্ব্বে প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! অদ্যকার দিনে তুমি আমার উপর তোমার যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইয়া তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি। আমার সাধ্য নাই যে তোমাকে ধন্যবাদ করি—

প্রত্যেক নিমেষ, প্রত্যেক নিঃশ্বাস, তোমার করুণা ও মঙ্গল-ভাবে পরিপূরিত। তোমারি প্রীতির ছায়াতে বাস করিয়া শরীর মনকে রক্ষা করিয়াছি—তোমার নয়নের সমক্ষে জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছি। আজ তোমার মঙ্গল নিয়ম যত দুর পালন করিতে পারিয়াছি—তোমার মঙ্গল কার্য্য যত দূর সম্পন্ন করিয়াছি—সত্য,প্রীতি, আত্ম প্রসাদ, যাহা কিছু অর্জন করিয়াছি ; তজ্জন্য তোমাকে মনের সহিত বার বার নমস্কার করি।

হে অন্তরের অন্তর! তুমি আমার মনের ভাব সকলি জানিতেছ। আমার যে সকল পাপ, মলিনতা, দুর্ব্বলতা, তাহা তুমি দেখিতেছ। আমি এক্ষণে অনুতাপিত হৃদয়ে তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি যদি তোমার নিকট অপরাধী হইয়া থাকি,আমাকে সহস্র দণ্ড দিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমার প্রসন্ন মুখ কখনই প্রচ্ছন্ন রাখিও না। আমরা আপনারদের ক্ষুদ্র বলে কিছুই করিতে পারি না ; তুমি তোমার অমোঘ সাহায্য প্রদান কর, যেন পাপ তাপে মুহ্যমান না হই। হে হৃদয়েশ্বর! আমার আত্মাকে বল ও দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পূর্ণ কর এবং সকল প্রকার মলিন কুটিল ভাব হইতে আমাকে নিস্তার দেও।

হে পরমাত্মন্! এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন করি। যদি এই নিদ্রা হইতে উত্থান করি, তবে আবার যেন শরীর মন তোমার কার্য্যে সমর্পণ করি। এই রাত্রি যদি আমার এখানকার শেষ রাত্রি হয় ; তবে যেন সেই পুণ্য লোকে গিয়া জাগ্রত হই, যেখানে তোমার প্রীতি ও আনন্দ নিরন্তর নিঃস্যন্দিত হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সম্পদে প্রার্থনা।

হে সর্ব্ব-কল্যাণ-দাতা সর্ব্বেশ্বর! তুমি তোমার অশেষ কারুণ্য গুণে সুখ সম্পদ্ আমার নিকটে অজস্র প্রেরণ করিতেছ—আমি যেন তাহাতে মুগ্ধ না হই। সংসারের সম্পত্তি যেন আমার চিত্তকে অহঙ্কার ও বৃথা গর্ব্বে পূর্ণ না করে, কিন্তু যেন আমার কৃতজ্ঞতা নিরন্তর উজ্জ্বল থাকে। যেন সর্ব্বদা মনে রাখি,তোমার এমন অভিপ্রায় নয় যে আমি সংসারীর মত হইয়া সংসারের ক্ষুদ্র ভাবে মগ্ন থাকি ; কিন্তু যাহাতে সমুদয় যত্নের সহিত তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহার জন্যই আমার সমুদয় সুখ, সমুদয় সম্পদ। সকল সুখ সম্পদের মধ্যে যেন তোমাতে একান্ত অনুরক্ত থাকি। এখন আমার সম্পদ্; পরক্ষণে যদি সকলি যায়—যদি রোগ ও দারিদ্র আমাকে আক্রমণ করে, তাহাতেও যেন মুহ্যমান না হই। যেখানে থাকি,যে অবস্থায় থাকি,তোমার প্রতি অচল বিশ্বাস যেন নিরন্তর জাগরূক থাকে। সংসারের অসার ভাব যেন আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। সকল অবস্থাতে যেন মনে করিতে পারি যে এখানকার ধন মান সুখ কিছুই নহে। আমি যেন সেই ধন সঞ্চয় করি, সেই সম্পত্তি লাভ করি—যাহার কোন কালেই ক্ষয় নাই। পবিত্র হৃদয় আমার পরম ধন। তোমার প্রসন্নতা আমার পরম সম্পদ্। হে নাথ! তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে সকল বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিপদে প্রার্থনা।

হে নাথ! সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সকল সময়েই তুমি আমাদের সঙ্গে আছ। ধনী মানী, দীন হীন, সকলেরই

তুমি পরম ধন। তুমি আমাকে ধৈর্য্য ও সন্তোষ শিক্ষা দেও, যেন আমি দুঃখ দারিদ্রে বিষাদ-গ্রস্ত না হই। এই বিপদের মধ্যে যেন তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। তোমার মঙ্গল দৃষ্টি আমার উপর নিরন্তর রহিয়াছে, ইহা যেন কখন ভুলিয়া না যাই। সংসারে যখন আমার আর কেহই থাকে না, তখন তোমার বাহু আমার জন্য প্রসারিত দেখি। হে অনাথ-নাথ! তুমি আমাকে এই প্রকার দৃঢ়তা দেও, যেন সংসারের সকল যন্ত্রণা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করিতে পারি। আমার যেমন অবস্থা হউক না কেন, তোমাকে যেন হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখি। দীন হীনের তুমি পরম ধন। হে হৃদয়েশ্বর! তুমি আমাকে অসহ্য শোক, মোহ ও হৃদয়-ভার হইতে উদ্ধার কর। তোমার অমৃত জ্যোতি প্রেরণ করিয়া আমার সকল বিষণ্ণতা ভস্মীভূত কর। তোমার প্রীতিতে হৃদয় মনকে উন্নত রাখ। হে নাথ। তুমি আমার সকলি—একান্ত বিশ্বস্ত হৃদয়ে তোমার হস্তে আমার সমুদয় জীবন সমর্পণ করিতেছি, আমাকে তোমার আশ্রয় প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ।

২৮ ভাদ্র বুধবার ১৭৮২ শক।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে আমারদের দশা কি হইত? সংসার কি অন্ধকার হইত! আমরা এখানে নানা দুঃখ ক্লেশে আবৃত হইয়া কোথাও আর বিশ্রামের স্থান পাইতাম না। এখনকার অন্তরের ও বাহিরের শত্রুদিগের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোথাও আর শান্তি পাইতাম না। তাহা হইলে সংসারানলে আমারদের সর্ব্বাঙ্গ অনবরতই দগ্ধ হইত, তাহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকিত না। এই প্রকার হইলে জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ! তিনি আমারদের শান্তির জন্য আপনাকে দান করিতেছেন। তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমারদিগের শোক-ভার-ভগ্ন হৃদয়কে নূতন করিয়া দিতেছেন। এখনি তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখনি তাঁহার ছায়াতে থাকিয়া সমুদয় শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এই প্রকার যখনি তাঁহার অমৃত সহবাস প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল লাভ হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ ফল—ভবিষ্যতে তাহার জন্য আর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হইতেই আনন্দ আমারদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁহার উপাসনার ফল সঙ্গে সঙ্গেই মিলিতেছে, ভবিষ্যৎকে প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে না। তিনি যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিতেছেন। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে উপাসনা করিবার আশা আছে, তাহা তিনি প্রতিক্ষণেই পূর্ণ করিতেছেন। প্রতিক্ষণে এই আশা আরো উজ্জ্বল হইতেছে। আমরা যদি এই অধম মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়া এমন মলিন হইয়াও

তাঁহার সহবাস জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি; তবে ক্রমে যত পবিত্র হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গমন করিব, তখন যে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে আরো উপভোগ করিতে পারিব, তাহাতে আর সংশয় কি? এখান হইতে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইতেছে যে উত্তরোত্তর তাঁহার আরো উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইব—নিরন্তর তাঁহার সহবাসে থাকিব—আর কখনই তাঁহা হইতে আমারদের বিচ্যুতি হইবে না।

এখানে থাকিয়া যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকিয়া জরা-জীর্ণ হইয়া যাইতাম; মৃত্যুর সময়েও কোন আশা ভরসা থাকিত না। এখানে কারা-বাসীর ন্যায় অন্ধকারেই দিন যাপন করিতাম, একটুকুও আশা-রশ্মি আমাদের হৃদয়ে আলোকের সঞ্চার করিত না। হা! আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি এখানেই আমারদিগকে আপনাকে উপভোগ করিতে দিয়াছেন এবং আশা দিয়াছেন, যে অনন্ত কাল তাঁহাকে উপভোগ করিতে পাইব। চন্দ্র, তারক, পশু, পক্ষী, তাহারা এ প্রকার কিছুই জানে না; তিনি চন্দ্র তারকের অন্তরাত্মা, চন্দ্র তারক তাহা জানে না। নিকৃষ্ট পশু-সকল তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে, তাঁহা হইতেই রক্ষিত হইতেছে, তাঁহাতেই বাস করিতেছে; কিন্তু সেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত; তাহারা তাঁহারই কার্য্য করিতেছে, অথচ কাহার কার্য্য করিতেছে, তাহা জানে না। মনুষ্যের নিকটেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। পবিত্র-হৃদয় পুণ্যাত্মার নিকটে তিনি তো প্রকাশমান থাকেনই; কিন্তু যাহারা সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত; যাহারা বিষয়-লালসাতেই ভ্রাম্যমাণ হইয়া একবারও তাঁহাকে মনে করে না; তাহার-দের মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মাতেও তিনি বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশ হইতেছেন। সাধু ব্যক্তির সরল কোমল হৃদয়ে তিনি তো প্রবেশ করিবেনই; কিন্তু সেই সকল ঘোর বিষয়ীরও হৃদয়ের মধ্যে লৌহময় কবাট ভেদ করিয়া প্রবেশ করেন—ইহাতে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি অতুল্য স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে! পুণ্যাত্মা আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছেন; ঘোর পাপীও নানা ক্লেশ, নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়াও পরিশেষে তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আসিতেছে। যে তাঁ-হাকে মনেও করে না, তাহাকেও তিনি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত; কোন পবিত্র সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইবা মাত্র হয়ত তাহার নীরস নেত্র হইতেও অশ্রু বিগলিত হয়; হয়ত ঈশ্বরের সেই বিদ্যুৎ-প্রভাবে তাহার চির জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যায়; হয়ত সেই অবধি ঈশ্বরের ভাব তাহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়। ঈশ্বর এই প্রকারে পাপীকেও আপন গৃহে লইয়া আইসেন। তিনি কেবল অবসর চান; তিনি অবকাশ দেখেন; তিনি দেখেন, কোন্ সময় আমি প্রকাশ হইলে আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবে—কোন্ সময় আমার ক্রোড়ে আসিয়া শীতল হইবে। আমরা যদিও তাঁহাকে মনেও করি না, তাঁহাকে প্রার্থনা করি না; তথাপি তাঁহার বিশ্রাম নাই,

তিনি সর্ব্বদাই অবসর দেখিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তিনি সকলের জন্যই ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য সকল! তোমরা তাঁহাকে একটুকুও মনে করিবে না; তাঁহার এই প্রকার প্রেম ও অজস্র কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে মনের সহিত কি একবারও ধন্যবাদ দিবে না। আমরা কি বিমূঢ়, তিনি আমারদিগকে সর্ব্বদাই আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন; আমরা সেই মাতৃস্নেহের আহ্বান শ্রবণ করি না। তিনি আমারদিগকে অমৃত বারিতে অভিষিক্ত করেন, এই তাঁহার অভিলাষ; আমরা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি না। তিনি নিয়তই প্রেম দান করিতেছেন; আমাদের ইচ্ছা নাই, স্পৃহা নাই, প্রীতি নাই, এই জন্যই তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা যখনি তাঁহাতে আত্মাকে সমর্পণ করি, তখনই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছেন, সূর্য্যকে আলোকে পরিপূর্ণ করিতেছেন; তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয় না। আমারদের যতই গ্রহণ করিবার শক্তি হয়, তিনি ততই দান করিতে থাকেন।

যদিও এখানে তাঁহাকে সকলে মনে করে না; কিন্তু তিনি সকলকেই সংশোধন করিতেছেন, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কোন সন্তানই চিরকাল পতিত থাকিবে না; পাপী পুণ্যাত্মা, সকলকে তিনি আপন গৃহে লইয়া যাইবেন—সকলকেই আপন আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আমারদের এই প্রকার বিশ্বাস। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই ক্রমে সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইবে—ঈশ্বর সকলেরই হৃদয় অধিকার করিবেন, এখানকার দুর্গতির অবস্থা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাঁহার রাজ্যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবে, সকলে ভ্রাতৃরূপে মিলিত হইয়া সেই পরম পিতার চরণ সেবা করিবে; তখন সকলে—তখন সকলে আপনাদের সৌভাগ্য বুঝিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকিবে—আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এক্ষণকার যেরূপ বিকৃতির অবস্থা, তাহাতে বুদ্ধিতে কখনই নিরূপণ করা যায় না, কি রূপে এই প্রকার সুখের রাজ্য উদয় হইবে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; যখন সত্যের প্রভাব মনে উদয় হয়; তখন এই রূপ বিশ্বাস হয় যে পৃথিবীর সমুদয় লোকই ব্রাহ্ম ও ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া একান্তঃকরণে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইয়া সেই এক মাত্র পিতার অধীন ও শরণাপন্ন হইবে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই কৃতার্থ করিবেন; যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার ব্যাকুলতা তিনি শান্তি করিবেন।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিতেছি। এই পরিমিত ক্ষুদ্র জীবন ধারণ করিয়া সেই অনন্ত অসীমকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাকে জানিলে জানিবার কি আর অবশিষ্ট থাকে। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" কাহাকে জানিলে হে ভগবান্! এই সকল জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সেই সত্যকে জানিলে

সামান্য রূপে আর সকল জানা যায়। জ্ঞানের অম্ল সত্য; পরমেশ্বর যিনি তিনি পরম বস্তু; তিনি সত্য বস্তু—তিনিই এক মাত্র জ্ঞানের তৃপ্তির স্থল। আসক্তিহীন প্রশান্ত-চিত্ত কৃতাত্মা ঋষিরা তাঁহাকে পাইয়াই জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞান যতক্ষণ না এই সকল পরিমিত বিষয় হইতে তাঁহাতে গিয়া বিশ্রাম করে, ততক্ষণ আর তাহার শান্তি নাই—সে জ্ঞান চঞ্চলতা ব্যাকুলতার মধ্যেই দন্দ্রমামাণ হইয়া পরিভ্রমণ করে; সত্যের অন্বেষণ করিতে যায় কিন্তু কোন স্থানেই প্রকৃত সত্য প্রাপ্ত হয় না—আর সকল সত্য সেই সত্যের ছায়া সেই সত্য-স্বরূপকে পাইয়াই আমরা জ্ঞানতৃপ্ত হই, আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। পূর্ব্ব কালের ঋষি-সকল সেই সত্যের পরম বিধান পরমেশ্বরকে পাইয়াই বলিয়া গিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "সত্যমেবাযতনং" "সত্যস্য সত্যং"। এই সকল মহাবাক্যে আমরা এখনও সমুদয় আত্মার সহিত সায় দিতেছি এবং এই সকল বাক্য চিরকালই পরিকীর্ত্তিত হইবে, ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। সত্যের প্রভাব—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব যেমন পূর্ব্ব-কালে, তেমনি এখনও, তেমনি চিরদিনই। ইহা সমুদয় ভ্রম, সমুদয় অন্ধকারের মধ্যেও মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত থাকিবে। সত্যের বল যদি কিছু মাত্র থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে ইহা সকল পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিবে। ঈশ্বর করুন যে অচিরাৎ সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে শান্তি ও মঙ্গলভাবে প্লাবিত করে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সাহায্য দিবার নিমিত্তে গত ১২ চৈত্র রবিবারে যে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল, তাহাতে বিধি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা সমাধা হইবার পরে বেদী হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন যে "অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে আমরা সকলে প্রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। আমারদের আত্মাতে প্রীতি; হৃদয়ে মঙ্গল ভাব। আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি দান করিব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব; এক কালে সম্যক্‌রূপে তাঁহার উপাসনা করিব। আজ আমারদের মহৎ দিন। ঈশ্বর আমারদের নিকট হইতে পূজা চান, প্রীতি চান এবং আমারদের প্রীতির দান চান। আমারদের যৎকিঞ্চিৎ অন্নদানে ভ্রাতৃগণের দুঃখ দূর হইবে। উত্তর-পশ্চিমে দারুণ মৃত্যু যে প্রকার নির্দ্দয়রূপে এক্ষণে শাসন করিতেছে—চিতা-অগ্নির সহিত শোকানল দাবানলের ন্যায় যে প্রকার অহর্নিশি প্রজ্বলিত হইতেছে; আমারদের কিঞ্চিৎ দানে তাহার উপশম হইবে। যে স্থানে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রিয় ভূমি। সেই প্রদেশই আমারদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আকর স্থান। আমারদের ঋষিরা সরস্বতী নদীর তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখ হইতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই সকল জীবন্ত মহা বাক্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা এখনো পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্ত্তন করিতেছি। আহা! সেখানকার লোকেরা এক্ষণে অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। সেই দাবানল নির্ব্বাণের নিমিত্তে আমারদের

যাহার যে ক্ষমতা, যৎ কিঞ্চিৎ বারি দানে যেন ত্রুটি না হয়। সেই ভারত ভূমির প্রধান স্থান,—সেখানকার সকলে শোকেতে, দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে জর্জরিত হইতেছে। তাহারদের এই দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা কি ব্যাকুল হইব না? আমরা কোন্ প্রাণে তাহারদের এই দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মৃতকল্পা মাতার উষ্ণ নিঃশ্বাস এখান পর্য্যন্ত আসিয়া আমারদের সমুদয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এস আমরা সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া সেই দুঃখ নিবারণ করি। ইহাতে আমরা কেবল আমারদের ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিব, এমন নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমারদের পিতার কার্য্য করা হইবে। এই এক স্থলে বসিয়াই আমারদের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন হইবে। সকলে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন কর। প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া ভারত ভূমিতে ব্যাপ্ত কর। যে প্রীতি সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির ভাব ধারণ করিবে, তাহা কি এই সঙ্কীর্ণ ভারত ভূমিতে ব্যাপ্ত হইবে না? সেই পশ্চিমবাসিগণ, যাহারদের সঙ্গে আমাদের এমন নৈকট্য সম্বন্ধ, যাহারদের দেশ হইতে—যেমন হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছে—আমরা সেই গঙ্গার ন্যায় পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছি; ভাষাতে, জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, সমুদয় সংসারের কার্য্যেতে, যাহারদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যতা; তাহারদের সঙ্গে সমদুঃখী হওয়া কি কঠিন? তাহারদের দুঃখ-দাবানলে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিতে কি আমারদের কষ্ট বোধ হইবে? তাহারদের দুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্য কৌতুকে দিন যাপন করিব? তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমরা কি অন্নের কোন স্বাদ পাই?

আমরা ঈশ্বরের উপাসনার সময় বলি; তোমার যে করুণা, তাহার প্রতিক্রিয়া কি করিব? তুমি অহর্নিশি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছ, অন্নপানে হৃষ্টপুষ্ট রাখিতেছ, রজনীতে অন্ধকার প্রসারিত করিয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত করিতেছ; আমরা তাহার কি প্রতিক্রিয়া করিব? তাহার প্রতিক্রিয়া কি, শুন। যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্তে তোমারদিগকে অজস্র-রূপে অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন, তাঁহার অমৃত পুত্রদিগের দুঃখ-শান্তির নিমিত্তে তাহার কতক অর্পণ কর। ঈশ্বর তোমারদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহার সকল আপনার জন্যই রাখিও না। তোমার ভ্রাতৃগণের দুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইও না। এই কি ভুলিবার সময়? তোমার ভ্রাতা ভগিনীরা আহার না পাইয়া কেহ অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, কেহ প্রাণ ত্যাগ করিতেছে; এখন কি ভুলিবার সময়? এখন কি এ কথা বলিবার সময়, আমি বারম্বার দিয়াছি, আর দিতে পারি না? এ কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে? আমরা যত বার দান করিব, শত শত লোক ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

আমরা এই সমাজে আসিয়া প্রীতির সহিত যে নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তাহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা কোন মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদের প্রীতির ধন আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আমারদের অকিঞ্চিৎকর বস্তু-সকল দিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতেছি; ভ্রাতৃগণের দুঃখ

শান্তি করিতেছি। ব্রাহ্মেরই এই মহৎ অধিকার। এই প্রকার নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের হস্তে দান করা ব্রাহ্ম ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। অন্য লোকে লোককেই দান করে, ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে এই সকল অর্পণ করিতেছি। যিনি ক্ষুধার জন্য অন্ন দিতেছেন, তৃষ্ণার জন্য পানীয় দিতেছেন; তাঁহার অন্ন পানীয় তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি। দেখিও, যেন আমারদের সাধ্যের কোন ত্রুটি না হয়। এস আমরা মুক্তহস্তে পিতার চরণে সকলি সমর্পণ করি—ভ্রাতৃবর্গের দুঃখ শান্তি করি—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য একত্রে সংসাধন করি।

এক বার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দ্দিকে দুঃখ-দাবানল জ্বলিতেছে। তোমার দয়া-বৃত্তি কি হৃদয়ে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতেছে না, তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছ? কত কত লোক স্তব্ধ শূন্য গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা একটী লোক নাই যে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে, তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ? সাধু দয়া-বৃত্তি কি আমারদিগকে বারম্বার এই প্রকার আঘাত করিতেছে না? দেখ, আমারদের দেশের কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমে যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, হরিৎ বর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না। আমারদের এমন ভারতবর্ষ আরব্য দেশের মরু-ভূমি তুল্য অন্ন-শূন্য মরু-ভূমি হইয়া গেল—ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর আহার দিতে পারে না—এ কি সামান্য শোচনীয় বিষয়? চক্ষে দেখিলেই কি আমারদের দয়া উদয় হইবে? এই সকল দেখিলে কি আমরা ক্ষণ কালের জন্য সুস্থ থাকিতে পারিতাম? আমারদের ভ্রাতৃগণের হৃদয়-বিদারণ দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহারদের রক্ত-শূন্য অস্থি-সার দেহ দেখিয়া, কি আমারদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা ভূমির উপরে মৃত-শরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃত দেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে; ইহা দেখিলে আমারদের হৃদয়ে কি শোণিত থাকিত? না আমারদের নিঃশ্বাস আর বহন হইত? জীবন্ত মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনীর সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতল হইয়া যাইত না?

আমরা এই দুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতেছি না। আমারদের দুঃখের সময় কে দেখিবে? পশ্চিম দেশ হইতে যদি পূর্ব্ব দেশে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়া আইসে, তখন আমারদের কি হইবে? তখন আর বলিতে পারিবে না, পৃথিবী নির্দ্দয়—আমারদের কেহই ফিরিয়া দেখে না। সম্পত্তি বিপত্তি এখানে অহর্নিশি পরিভ্রমণ করিতেছে। আজ আমার সম্পত্তি, আমার ভ্রাতার বিপত্তি; কল্য ভ্রাতার সম্পত্তি, আমার বিপত্তি। আগামী বৎসরে যদি আমারদের এই প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তখন পশ্চিমবাসিরা মনে করিবে, আমারদের দুঃখের সময় ইহারা এক বারও ফিরিয়া চায় নাই। আর আমারদের এ প্রকার কৃপণতার পরিবর্ত্তে যদি সেই সময়ে তাহারা আমারদের প্রতি সাধু ব্যবহার করে, তখন আমারদের আপনাদের প্রতি কত লজ্জা ও ঘৃণা হইবে।

ঈশ্বরের ধর্ম্ম-সেতু দেখ। তিনি আমারদিগকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে-ছেন। যদি পশ্চিমবাসিরা আপনারদের প্রাণ রক্ষার জন্য এ দেশে পঙ্গপালের মত আসিয়া আমারদের সকলকে আক্রমণ করে, তবে আমারদের কি দশা হয়? তা-হারা আসিয়া যদি আমারদের নিকট হইতে ধন ধান্য সকলি কাড়িয়া লয়, তবে কে আমারদিগকে রক্ষা করিতে পারে? পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে সকল লোক হাহাকার করিতেছে, তাহারা ক্ষি-প্তের ন্যায় বঙ্গ দেশের উপরে পড়িয়া যদি ধান্য শস্য-সকল হরণ করে, তবে কি হয়? তাহা হয় না কেন? কেন না ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম-সেতু ধারণ করিয়া রাখি-য়াছেন! তাহারা বরং অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি বল পূর্ব্বক আমার-দের নিকট হইতে এক মুষ্টি তণ্ডুলও গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক দান করিলে তবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে।

দেখ! ধর্ম্ম কি বলে, দয়া কি বলে, কৃতজ্ঞতা কি বলে; সকলি বলিতেছে, তোমরা ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্তে হস্ত প্রসারণ কর। আমরা যৎ কিঞ্চিৎ দিব বই নয়, আমরা যদি সর্ব্বস্ব জীবিকা প্রদান করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইতে পারে। আমারদের মধ্যে ধনেতে, মানেতে, সক-লেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমারদের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরের পূজার নিমিত্তে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রেয়স্কামেতে আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমারদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করি-বেন। যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তির যে দান, তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের দান নহে। অন্যেরা অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অন্যে-রা নামের জন্য দেয়, অন্যেরা না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে সাহায্য করে; আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক, প্রীতির সহিত, ঈশ্ব-রের কার্য্য জানিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করিতেছি। আমারদের দানে যদি এক বেলার জন্য এক জনেরো ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমারদের সাধু ইচ্ছাই সর্ব্বস্ব। এস আমরা সকলে এমন দৃষ্টান্ত দেখাই যে আর সহস্র লোকে তাহার অনুগামী হয়। কৃপণতা, ক্ষুদ্র ভাব, পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার মঙ্গল ভাব মনে করিয়া দেখ! দেখ, তাঁর বৃষ্টি আসিয়া কেমন সমুদয় পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিতেছে। সেই বৃষ্টি এক বৎসর আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে। যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমারদের দয়া গিয়া কি তথায় এক বৎসরেরও কার্য্য করিতে পরিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু, মেঘ হই-তেও অপদার্থ? এই বৃষ্টি, সূর্য্য, যাঁহার কার্য্য করিতেছে, আমরা কি তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিব? যাঁহার বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, যাঁহার সূর্য্য-কিরণে রক্ষিত হইতেছি, যাঁহার বৃষ্টিতে অপর্য্যাপ্ত অন্ন পান পাইতেছি; তাঁর কার্য্য কি সমুদয় যত্নের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিব না? আমারদের প্রতি তাঁহার অজস্র দান; আমরা যথাসাধ্য তাঁহাকে দান করিয়া তাহার অল্প মাত্রাও পরিশোধ করিতে পারি, এ অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে।

যদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ। এই বিষয়ে ইংরাজেরা দেখ কত সাহায্য করিতেছে। দুই তিন বৎসর হইল, সেই পশ্চিমের লোকেরা তাহারদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারদের বাসগৃহ জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহারদের স্ত্রী পুত্রদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সে শোণিত এখনো শীতল হয় নাই। কি মহত্ত্ব! তাহারা সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সেই সকল লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা অসৎকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজয় করিতেছে; শত্রুতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে। তাহাদের তুলনায় আমারদের কি হীনতাই প্রকাশ পায়। আমারদের মধ্যে ধনী, মানী, উচ্চ পদের লোকেরা, তাহারদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহারদের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়; কিন্তু তাহারা আমোদ কোলাহলেই মত্ত—পর-দুঃখে কিঞ্চিৎ মাত্রও কাতর নহে। বিদেশীয়েরা নিঃস্বার্থ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারদের দুঃসময়ের বন্ধু হইয়াছে, আর আমরা তাহাদের দুঃখে দৃক্‌পাতও করিতেছি না। ব্রাহ্মেরা যেন এই সাধারণ দোষে দোষী না হন। তাঁহারদের দৃষ্টান্তে যেন আর সকল লোকে অগ্রসর হইয়া এই মহৎ কার্য্যে সহায়বান্ হন।

আমরা সকলে দীন দরিদ্র—ধনী মানী আমারদের মধ্যে অতি অল্প। ঈশ্বর ধন সম্পত্তি দেখেন না; তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন। তিনি আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মূল্য বিবেচনা করেন। ঈশ্বরের নিকটে ধনী মানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্র ভাব দেখেন; যে আপনি দুই দিবস উপবাস করিয়া এক জন ক্ষুধার্ত্তকে এক বেলার অন্ন দেয়, তিনি তাহার উদার ভাব দেখেন। নিঃস্বার্থ সাধুর হৃদয়েই তিনি বিমল আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। এস সকলে মিলিয়া আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে দান করি। হৃদয়কে প্রীতি ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করি; আমারদের যেন কোন নীচ হীন লক্ষ্য না থাকে, আমারদের সাধ্যের যেন ত্রুটি না হয়। মুক্ত হস্তে, প্রশস্ত হৃদয়ে, যে যাহা পারি; তাহা তাঁহার চরণে অর্পণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।”

পরে দান সংগ্রহ ও নিম্নলিখিত সংগীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল

রাগিণী দেশ।

কাল-রজনী আঁধারিল এ ভারত; ঘোর বিপদে রাখ তুমি, দেখ চেয়ে করুণা-নিধান।

দিবা রাত জ্বলে ঘোর শোকানল, রাশি রাশি চিতা সঙ্গে; দেখ চেয়ে করুণা-নিধান

আহা চাহিয়ে কেহ দেখে না রে, আপন ভাবে না আপন ভ্রাতা জনে। দেখ দেখি, জননীর ক্রোড়োপরে শিশু শুখাইছে।

নাহি আর কেহ তার ত্রিভুবনে; রাখ তারে করুণানিধান।

দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে চাঁদায় যে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার নিদর্শন।

২৬ চৈত্র পর্য্যন্ত আয় ২২৮৩৷৴১০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে ২২৫০
অবশিষ্ট ৩৩৷৴১০

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল্য ৬০০ টাকারো অধিক হইবেক।

১। ফিরোজা রঙ্গের রুমাল ১ খানা
২। সবুজ ঐ ঐ ২ খানা
৩। লাল ঐ ঐ ১ খানা
৪। চিকনের ঐ ঐ ১ খানা
৫। জরদ রঙ্গের জোড়া ১
৬। লাল রঙ্গের জোড়া ১
৭। শাদা রুমাল ১ খানা
৮। টুপী ১০ টা
৯। ৪ গজ কালো রঙ্গের আলপাকা
১০। আনারসি কাপড়ের কাবা ১ টা
১১। হীরার অঙ্গুরী ২টা
১২। ফিরোজার অঙ্গুরী ১ টা
১৩। স্বর্ণ অঙ্গুরী ২টা
১৪। ১ ছড়া সোণার গোট
১৫। ঘড়ির শিকলি ১ ছড়া
১৬। ঝুমকা ১ জোড়া ও পাসা ১ জোড়া
১৭। বালা ভাঙ্গা সোণা
১৮। সোণার বাজু ২ খানা
১৯। বোঁদা ২ টা
২০। টুকরা সোণা
২১। রূপার থালা ১খানা
২২। রূপার আতরদান ১টা, গোলাপপাস ১টা এবং ফুলদান ১টা
২৩। রূপার বিছা ১ছড়া ও বকলস ২টা।
২৪। ঐ ছাদনা ১০টা
২৫। ঐ গোটের খাপি ১ খানা
২৬। ঐ মল ১ জোড়া
২৭। ঐ ছোট মল ১ জোড়া
২৮। ঐ কাঁটা ২ টা
২৯। ঐ শিকলি ১ ছড়া ও চুট্‌কী ২ টা
৩০। ঐ চিরুণি ২ খানা
৩১। পিত্তলের ঘড়া ১টা
৩২। পিত্তলের থালা ৩ খানা
৩৩। কোমর বন্দ ১টা
৩৪। গরদের ধূতি ১ খানা
৩৫। লাং ক্লাথ ২ গজ
৩৬। কাগজের ট্রে ১ টা
৩৭। বালাম চাল ২ মোণ

দ্রব্যের নিদর্শন মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারিবেন যে কোন কোন স্ত্রীলোকেরা আপনারদিগের অলঙ্কার পর্য্যন্তও তাহাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং কাহারো কাহারো যেমন ইচ্ছা তত ধন দান করিবার ক্ষমতা না থাকাতে তাঁহারদিগের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সকল অতি উদার ভাবে দান করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহারদিগের আত্মাতে নির্ম্মল শান্তি প্রেরণ করুন

FROM THE ENGLISHMAN 10th April 1861.

THE FAMINE IN THE NORTH-WEST.

From Revd C. Slogget. *Honorary Secretary to the Punjab Famine Relief Fund, to* H. E. Perkins, Esq., *Officiating Secretary, dated Delhi, March 28th,* 1861.

"MY DEAR SIR.—I have just returned from Rohtuck and Hissar, and I hasten to report to you, for the information of the Committee, the result of my enquiries respecting those districts.

The Deputy Commissioner of Rohtuck. Captain Hawes, was good enough to write down for me a short memo of the state of his district, which I now annex.

Memo of relief required in the district of Rohtuck.

The district contains 550 villages, of which about 350 are solely dependent on the rain for their cultivation. Towards the relief of the destitute, infirm and aged, the sum of Rs. 9000 has been subscribed by private individuals, seven-eighths of which have been given by the Native community. This has lately been doubled by Government, and in addition the Lahore Relief Committee has kindly guaranteed the sum of Rs. 1000 monthly during the continuation of the famine.

There being many large towns in the District, arrangements have been made for daily distributions of food in all of them: relief also is given monthly to the utterly helpless and infirm in the smaller villages. In round numbers, Rs. 4000 per mensem are expended in this relief, and I think it will suffice for the support of all those who are unable to help themselves. What we chiefly now require, however, is employment for the able bodied of both sexes and of all ages. Many of the larger towns and villages have subscribed liberally towards the excavation of their village tanks, but the money thus subscribed besides about 15,000 Rs. sanctioned from the Local Funds, has been all expended. There is now scarcely one large work in progress, though two are under consideration, *viz.*, the metalling of the main line between Delhi and Bhewanee, *via* Rohtuck, and a new kutcha embanked road in a direct line from Bhewanee to Bahadoorghur. The Commissioner of the Division has been furnished with plans and estimates of both these works.

In addition to the above, a sum of Rs. 20,000 at least, expended on village tanks, would furnish emyloyment in the villages far removed from the road, and in which from the sandy nature of the soil, the construction of district roads is impracticable.

Owing to the scarcity of water in the main canal, it would be useless to extend branch canals or Rajbuhas. Roads and village tanks are therefore the only works I would recommend.

The Local Funds amount to upwards of Rs. 80,000 of which about Rs. 40,000 are still available. Some of the works requiring skilled labour entered in the Budget of 1861-62 might be changed for others of a more suitable nature.

I would add that I have personally inspected all the towns and villages, and even the recipients of this charity in many of them. I am also furnished with correct lists of all the really helpless in each village, and have so arranged that the funds at my disposal shall only be expended on the proper objects, and not lavishly thrown away on those able to work for themselves, or who have friends able to assist them.

The purda nusheens, (or women kept rigidly secluded,) are also provided for; a weekly allowance of grain being made over to each through the Lumberdars of the village."

This comprehensive and satisfactory memorandum leaves nothing to be desired in the way of information. The Committee will see by it that the sum of 1,000 now allowed monthly to this district will probably be sufficient. But this can only be the case if the large works, which Captain Hawes mentions for the employment of the able bodied poor, are at once sanctioned and taken in hand. If these be stopped these people will soon be reduced to a helpless and starving condition. The works however are so important and beneficial that I will hope no delay can occur. The metalled road to Bhewanee will open a line of traffic to a city, the trade of which is said to be not less than that of Delhi itself: while the tanks will provide work for those unable to go to a distance from their villages, and will materially tend to prevent the recurrence of a year of famine like the present.

In Hissar the distress is somewhat greater than in Rohtuck, although both districts are largely benefitted by the rich cultivation along the banks of the canal. Here it is probable that a sum of not less than Rs. 3,500 monthly must be given by our Committee, to enable the district officers to grapple in any effectual manner with the widely spread distress in these villages distant from the canal. The district is a very large one, and I was not able to obtain, at the time of my visit, any precise information as to the exact state of these villages. I hope and believe that measures will be taken to obtain it as soon as possible. When this shall be properly done, the Committee will feel that the whole amount of existing

distress has been correctly estimated; but for the present I can only inform them that relieving stations have been established at the following places throughout the district; and that to check imposition the amount of relief given was limited by the Local Station Committee to the number mentioned:—

At Hissar, food to be given to	500
Hansee, "	300
Futteeabad, "	200
Runneeah, "	60
Berwalla, and Tohana "	200
Bhewanee, "	100

They found that the various public works set on foot afforded sufficient employment for the bulk of the needy population, and that relief within the above limits was apparently all that was required. Now however these works have been unavoidably stopped for want of funds, and a very large number of persons have in consequence come to the various stations beggars for relief. In Hissar for instance, where the limit of 500 had been found enough, 1500 were collected on the day of my visit. These were almost all able bodied, who ought to work for their daily food, but until work is sanctioned, they must be fed. If this be not soon given I fear that a much larger number of persons will absolutely require help than the revenues of the Fund could possible supply, and I hope therefore that no time will be lost in setting new works into operation. The great want of the district seems to be the making of a good pucka road throughout, if possible from Sirsa to Rohtuck and the Commissioner finds; no difficulty in employing all in this work, although in other more distressed districts it is confessedly too hard for the bulk of the half starved labourers. Upon the whole, from the most recent reports from the various relieving stations, the Secretary of the Local Relief Fund has given me the following estimate of the lowest amount at which the required relief can be calculated:—

for Hissar	1200	persons daily to be fed,
" Hansee,	700	
" Futteeabad,	400	
" Runneeah,	150	or 3,350 persons
" Beneralla and Tohanah,	300	for whom a daily
" Toshan,	300	expenditure will
" Sewanee,	200	be required of
" Babul,	100	about Rs. 950 per week.

To meet this explenditure thay have collected within the district a total sum of Rs. 5,823, which with the Government equivelent, and the money received from our Committee, will leave them a available balance at the end of the present month of about Rs. 7,000—that about Rs. 1,400 a month for the next five months. Their assumed expenditure will be about Rs. 4000 a month, so they will require not less than Rs. 2500 to meet their estimated wants. I recommend the Committee to remit to them the above sum at least for the prsent. I hope it will prove sufficient if the works above mentioned are at once undertaken and the Committee must be guided by the future reports of the Local Committee, although I believe they may assume the above sum as coming very near the probable requirements of the district for the next five months.

I am, Sir,
Your obdt. servt.,
C. SLOGGETT.

—*Lahore Chronicle, March* 3.

CHRISTIANITY IN DANGER.

[FROM THE SPECIAL CORRESPONDENT OF THE ENGLISHMAN.]

4th March.

The Bishops are Still raving wildly against the "Essays and Reviews." The Upper House of Convocation has anathematised the *septim contra Christum*, as a clerical idiot has been pleased to call seven learned clergymen whose fault it is that they have got an inkling Common sense before their fellows. Dr. T ple's essay, however, one would suppose harmless enough, and yet Rugby is suffering severely from his venturing to express himself like a man and not like a church parrot. Mr. Pattison's essay, again, is very learned, but it neither attacks, nor sneers at, what the narrow-minded choose to designate as doctrines necessary unto salvation. Mr. Goodwin never was a clergyman, having declined to accept holy orders when he found that he was expected to turn into a machine. As to Baden Powell, one of the most scientific men of his day, he was, indeed, nominally a clergyman, but virtually he was a man of bold experiment, determined to seek the truth for himself and in his own way. Whether or not he caught any glimpses of the truth I cannot say, but he certainly came in for a goodly share of clerical abuse. In any case he is as far beyond the

reach of priestly rancour as of friendly criticism and eulogy. But the three remaining criminals, the Reverend Messrs. Wilson, Jowett, and Williams; they as least have spoken out firmly and with no uncertain sound. To say that they are infidels, or favourers of infidelity is to say an untruth, so far as the fact can be discerned from their writings. They simply refuse to accept every old wife's fable as inspiration, and insist upon ascertaining how much of the Scriptures is revealed truth, how much the accumulations and incrustations of ignorance and credulity. It is all very well for Soapy Sam to denounce the entire serven and to call for faggots, but the only effect of his intemperate zeal has been to create an almost unparalleled demand for the obnoxious book. Five editions in twelve months of a really dry and somewhat repellant work shows how widely diffused must be the germs of doubt. If people really believed in the religion they profess, they would turn with disgust from the idea of reading a book that denied any articles of their faith, or even implied the possibility of the prophets being sometimes dreamers, or under the influence of opinion. But here we have a heavy, uninviting volume scrambled for, because it is supposed, though erroneously, to upset the doctrine of atonement and indeed all the articles of the Christian faith. Poor Dr. Tait wrings his hands piteously over his dear friend Dr. Temple, but warms into kindly indignation when that abominable "Oxon" declares the whole seven to be equally wrong, and accuses the whole boiling of them of inculcating infidel doctrines. Such remarks, observes good "London," are unwarranted. Messrs. Longman will, I dare say, forgive the Saponaceous One, for they purchased the copyright of old Parker, at the lamented death of his son, and a right good thing they are making of it.

THE ENGLISHMAN, APRIL 10, 1861.

CORRESPONDENCE.

FROM FRANCIS W. NEWMAN ESQ.

TO THE BRAHMA SAMAJ

THROUGH THEIR SECRETARIES.

Dated London, 10 *Circus Road, 2nd March* 1861.

Dear Gentlemen,

In reply to your acceptable letter of January 9th I will first state the facts of England and Europe, (as I view them) which bear on the prospects of Theism and Theistic churches, and will state my opinion of the prospect.

All our most influential literature and all the movement of mind acts in the direction of Theism. All the teachers of "orthodox" Christianity know and avow that there is no possibility of stopping between the ecclesiastical trinity and a total overthrow of the special Christian faith: and though the small sect called Unitarians (very estimable men in many cases; and a few, of eminent powers) strongly deny this, yet the sect itself looks with dread at its own leading minds, whose doctrine makes miracles an open question and vests in each of us an inspiration coordinate with that of the apostles. In this state of things, to say (what is the truth,) that very few active minded and highly educated men are orthodox trinitarians, is to say that nearly all these have thrown off all sharply-defined belief in Christianity. This is as true of England, as of the European continent.

Nevertheless, a very small fraction of the whole are willing to say publicly, *I am not a Christian.* This is partly from unwillingness to pain friends in their our family, or to lose the friendship and society of accomplished men, the higher clergy and others; partly, because they might damage their political prospects; partly, because they do sincerely reverence *much* in Christianity, and (unless they have given years of study to it, or are hard and clear thinkers) perhaps they have not finally renounced the possibility, that there may be *something* in it of the preternatural.

You are aware that a comparatively large number of writers in the last dozen years have avowed themselves, with their names, as essential unbelievers in the preternatural claims of Christianity. You ask, whether there is any outward union between them, or other rise of a Theistic Church. I reply, *there is none*; nor do I think a church could rise thus. They differ too much among themselves, they live in places too distant, and they will not risk the mortification of entering an organic society from which they might soon wish again to break away. And I fear that a majority of these writers know what they disbelieve, much better than how much they believe. They have eased

their hearts and minds by a protest against current falsehoods; but the positive truth which alone they have to teach (even when they hold a positive Theism) is believed already by their nation. It is seldom therefore that they can be animated by any great zeal for preaching it. There are two instances known to me of men who were originally Christian ministers and now are Theistic teachers; but the congregation has moved on nearly as the minister did. This was the way with Theodore Parker in America; and this is the only way in which I expect Theistic Churches. I am told that the congregation in Manchester to which Mr. John Jame. Tayler (an eminent Unitarian) was minister, is prevalently Theistic, as a result of his teaching: and I cannot but think nearly the same is true of Mr. James Martineau's hearers.

I *slightly* know, but from what I know, I much esteem Mr. Chignell of Southsea. He was a Christian minister, but is now an *avowed* Theist, with his congregation. His zeal, faith and ability deserve to make him celebrated; and as he does not seem to be above 36 years old, it is still possible. But he has a poor congregation, and is forced to spend much of his energies in teaching, for the support of a wife and rising family. (I have just learnt that he has most reluctantly given up the task of public ministry.)

England contains too great a mass of highly cultivated minds to be much influenced by any individual, whatever his goodness or his powers. No great results will be perceptible, until they are brought about from Parliament, from our Universities, or from Foreign Reforms. These seem to me likely to act in sympathy. Seven of the most accomplished men in our Universities have lately excited scandal by a book of Essays which thoroughly abandons all that used to be regarded as the strongholds of Christianity. The bishops have signed a paper, unanimously *condemning* the book. A cry is now raised, demanding that they will *refute* it. The controversy thus raised cannot stop here. Forty years of active effort have shown that the Universities cannot sustain any consistent Christian *theory*. The laity are becoming scandalized at the untruthfulness manifestly fostered by subscription to Articles of Religion. How or when an explosion may take place, no one can foresee; but the steady onward movement of mind makes it certain at last; and whenever it comes, it must give the prospect of a Theistic Church. Before this happens, it is highly probable that a reform of the Church of Italy will be effected. I am informed that the Italians regard the Unitarian Christianity of England to be far too dogmatic and narrow a doctrine to be accepted by the reforming minds among them. *Their* reform, whatever its nature, is not likely to be encumbered by Articles of Religion. They have to clear off worse enormities than distressed England centuries ago: they have no wilful and bigoted king like our Henry VIII to make them stop short; and the atmosphere of Europe is now widely different. I expect that their movement will powerfully influence England. Theism, founded on pure wisdom, can only thrive as a result of general cultivation.

I have freely given you my thoughts. You will see that they can only in part be called facts, and even facts are seen differently by different minds. I proceed to explain more fully what I meant concerning Indian enlightenment. But let me first thank you for duplicate copies of 6 tracts, which arrived by the same post as your letter, and greatly interested me. I have sent one set to my friend Miss Frances Cobbe, and am lending them to a few other persons.

I trust you will not suppose that I for a moment undervalue direct religious agencies. Preaching, religious books, religious tracts, religious teaching in schools,—so far as they are allowed to go on,—so far as you can get books read and considered,—are the very best ways of propagating truth. But unfortunately, in the vast majority of instances, people will not hear the talk, and will not or cannot read the book: and even when they do, their minds are too inflamed, too weak, too unprepared, to receive the truth presented. It is so in England, and I make sure it must be still more so in India. The European literature of the 3 last centuries, (I mean, that which is *not* avowedly religious) is the great agency which has elevated European religion, by strengthening and informing the mind. This is fully understood by the thousands of accomplished Englishmen, who are virtual but not

professed Theists. They know that good "secular" education would cure the Hindoos of idolatry, and by bringing them into sympathy with Europe make it possible for the British Government to admit them into real and full political equality, without which the British rule of India must degenerate into a tyranny, and end by making us hated. The recent mutiny has awakened deep ponderings of heart. We all *wish* to be just to India, though with the officeholder the wish is apt to be a vain abstraction. I may be wrong: I may be too sanguine: but my belief is, that thousands of Englishmen, who never subscribe to missionary societies, who look on that as fanaticism, would zealously give money and time, and eagerly watch the results, in order to propagate *secular knowledge* in India, *in response to a call from India itself.* I cannot move to originate it, or I shall fail. * * But if your Church wrote an *Appeal to the English Public*, and entrusted it to me, I would try to bring it before the public. * * * The agency which I think to be needed is 3 fold: (1) Schools; (2) Lectures and Public Conversations; (3) Tracts and Cheap Books. The last should be prepared in substance by Englishmen and translated by natives; not excluding composition by natives who have had a European education. I have had sent to me lately an interesting account of the Student's Society at Bombay. They seem to succeed excellently—(my account was only up to 1856)—but they have the advantage of the large and wealthy community of Parsees.

* * * * * * * * *

Miss Cobbe warmly reciprocates your kind message, and is gratified by reading your tracts. Our progress may be slow, but it is sure: therefore let us trust in God and take courage.

Heartily yours in that cause,

F. W. Newman.

—"One adequate support
For the calamities of mortal life
Exists—one only; an assured belief
That the procession of our fate, howe'er
Sad or disturbed, is ordered by a Being
Of infinite benevolence and power;
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good.
—The darts of anguish *fix* not where the seat
Of suffering hath been thoroughly fortified
By acquiescence in the Will supreme
For time and for eternity; by faith.
Faith absolute in God, including hope,
And the defence that lies in boundless love
Of his perfections; with habitual dread
Of aught unworthily conceived, endured
Impatiently, ill-done, or left undone,
To the dishonour of his holy name.
Soul of our Souls, and safeguard of the world!
Sustain, thou only canst, the sick of heart;
Restore their languid spirits, and recal
Their lost affections unto thee and thine!"

* * * * * * * * * *

—Come, labour, when the worn-out frame requires
Perpetual sabbath; come, disease and want;
And sad exclusion through decay of sense;
But leave me unabated trust in thee—
And let thy favour, to the end of life.
Inspire me with ability to seek
Repose and hope among eternal things—
Father of heaven and earth! and I am rich,
And will possess my portion in content!

Wordsworth.

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে দীক্ষিত হইবার এক মাস পূর্ব্বে উপাচার্য্যকে পত্র দ্বারা সংবাদ করিবেন এবং তাহাতে আপনার নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়ঃক্রম, বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

যাঁহারা উত্তর পশ্চিমের দুর্ভিক্ষ উপশমের নিমিত্ত সাহায্য করিতে মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়া দিলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে তাহা প্রেরিত হইবেক। যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিলেও তাহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবেক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহার মূল্য ।।০ আট আনা এবং উত্তমরূপ বাঁধান ১ এক টাকা।

বৈরাগ্য শতক পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

১১ বৈশাখ সোমবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৪ সংখ্যা।
জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক
পঞ্চম কল্প   পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব বর্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ। শুক্রবার। ১৭৮৩ শক।

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে সম্বৎসর কাল অতিক্রম করিয়া অদ্য নব সূর্য্যের সঙ্গে নব উৎসাহ লাভ করিয়া তোমার উপাসনার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি। আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতিকে উজ্জ্বল কর। পূজার নব নব সামগ্রী আমাদের নিকটে প্রেরণ কর, আমরা তাহা তোমাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই: তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহাই প্রীতি পূর্ব্বক তোমার চরণে আমরা অর্পণ করিব। আমাদের আপনাদের কি আছে, সকলই তোমারই। অদ্যকার সূর্য্য-কিরণের দ্বারা যেমন সকল পৃথিবীকে পালন করিতেছ, আমাদের আত্মাকে সেই রূপ নব উৎসাহে পূর্ণ কর, যাহাতে তোমার পৃথিবীর উপকার করিতে পারি। আমাদের আপনার বলে কিছুই সাধ্য হয় না—আমাদের দুর্ব্বলতার বল এক মাত্র তুমি, তুমি সহায় না হইলে আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। তুমি সহায় না হইলে আমরা এক নিমেষের নিমিত্তেও চক্ষু উন্মীলন করিতে পারি না। তুমি আমাদের প্রাণ-স্বরূপ। তোমার অমৃত ভাবে আমাদের সকলের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত কর। আমাদের আত্মাতে তোমার বল আধান কর। সূর্য্য যেমন নবীন উৎসাহের সহিত অদ্য উদয় হইয়াছে, আমাদের আত্মাকে নবীন উৎসাহে পূর্ণ কর। তুমি সূর্য্যের সূর্য্য—তুমি আমাদের সকল অন্ধকারের জ্যোতিঃ। সূর্য্যের অমৃত কিরণে যেমন দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়—মলয়-হিল্লোলে যেমন দুর্গন্ধময় স্থান পবিত্র হয়—সুনির্ম্মল জলে যেমন সকল মলা প্রক্ষালিত হয়; সেই রূপ তুমি তোমার অমৃত বারি সিঞ্চিত করিয়া আমাদের মনের মালিন্য অপসারিত কর—তোমার মলয় বায়ুর হিল্লোলে আমাদিগকে পবিত্র কর। হে অন্তরের অন্তর! তোমাকে বলিতে হয় না যে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। যেমন তোমাকে আমাদের প্রয়োজন, তেমনি তুমি আমাদের নিকটেই আছ। তুমি যেমন আমাদের পূজনীয়, তেমনি তুমি আমাদের অন্তরেই রহিয়াছ; যখনি পবিত্র হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করি, তখনি তোমা-

কে দেখিতে পাই। যদি এই নব বর্ষের প্রথম উন্মীলনে তোমার উজ্জ্বল মুখ না দেখিতে পাইতাম, তবে কোথায় আমাদের আশা, কোথায় আমাদের আনন্দ থাকিত। এক্ষণে তোমার অমৃত আনন্দ উপভোগ করিতেছি; সমুদয় বৎসরে যেন তাহা আমাদের আত্মাকে জীবিত রাখে, তোমার আনন্দে যেন সমুদয় জগৎ সংসার পরিব্যাপ্ত হয়। তোমার আনন্দ যেন সকল হৃদয়কে প্লাবিত করে। তোমার অমৃত সহবাস পাইলে আমরা সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারি। তুমি নিকটে থাকিলে আমাদের কোথায় ব্যাকুলতা, কোথায় ভয়, কোথায় মোহ, কোথায় শোক; কেবল আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হয়; কেবল শান্তির সমীরণ বহিতে থাকে। তোমার সঙ্গে থাকিতে পাইলে আমাদের আর ক্ষুদ্র ভাব থাকে না। আমরা যে এমন অপবিত্র, তোমার সহবাসে আমরাও পবিত্র হই। তুমি পবিত্রতার প্রস্রবণ, তোমা হইতেই পবিত্রতা প্রবাহিত হইয়া আমারদিগকে পবিত্র রাখিতেছে। তোমার যে কি অপার করুণা, আমরা প্রতিদিনই তাহার পরিচয় পাইতেছি। যখনি আমরা তোমাকে প্রার্থনা করি, তুমি অমনি আমারদিগকে দেখা দেও। এক এক বার ভয় হয়, বুঝি তোমার দর্শন পাইব না; কিন্তু যখনি ব্যাকুল অন্তরে তোমাকে অন্বেষণ করি, তৎক্ষণাৎ তোমাকে দেখিতে পাই—দেখি যে অন্তরের ধন অন্তরেই আছে। তুমি আমারদের হৃদয়ের ধন। তুমি কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ কর না। আমারদের দোষ দেখিয়াও আমারদিগকে কখনই তাচ্ছিল্য কর না। আমরা তোমার যোগ্য পাত্র কখনই নহি। তোমার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারি, আমারদের এমন কিছুই নাই। যখন আপনাকে দেখি, তখন হীনতা মলিনতাই দেখিতে পাই। যখন তোমাকে দেখি, তোমার অপার উদার করুণাতে আর্দ্র হই। তুমি আমাদের সকলই, তোমার প্রসন্নতাই আমাদের সর্ব্বস্ব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব বর্ষে নিবাধই ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ শুক্রবার ১৭৮৩ শক।

বক্তৃতা।

অদ্য নব বর্ষের আরম্ভ। অদ্য কি আনন্দের দিন। সেই প্রাণ-দাতা মঙ্গল-বিধাতা করুণাময় জগৎ-পিতা, যাঁহার প্রসাদে আমরা বিগত বর্ষে কত প্রকার সুখে নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়াছি, অদ্য সকলে মিলিয়া তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মগণ! এক বার আলোচনা করিয়া দেখ, তাঁহার করুণা-কৌমুদীর মনোহর আলোকে আমারদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ কেমন সুচারুরূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছে; বিগত বর্ষের একটী মাস, একটী পক্ষ, একটী দিন বা একটী মুহূর্ত্ত কি এমন হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার করুণার স্নিগ্ধময় জ্যোতি আমারদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিপতিত হয় নাই? আমারদিগের শরীর কত শত প্রকার ঘটনাতে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তাহাকে তিনি কেমন যত্নে অসংখ্য প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। রাত্রিকালে যখন আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, তখন তিনিই আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের অন্ন-পান বিধান করিয়া আমারদিগকে সুস্থ ও সবল রাখিয়াছেন। তিনি আমারদিগের শরীরকে কেবল রক্ষা করিতেছেন, এমত

নহে, তিনি আমারদিগের আত্মাকে কত প্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অমৃত পথে কেমন অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন। যখন আমরা মোহবশতঃ তাঁহাকে ভুলিয়া বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছি, তখন তিনি আমারদিগের মনে এই সত্য প্রদীপ্ত করিয়াছেন যে "তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবলই বিষাদের ঘন অন্ধকার।" তিনি কত সময়ে আমারদিগের হৃদয়ের গাঢ়তর মোহ-কবাট ভেদ করিয়া আমারদিগের আত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছেন ও আমারদিগের নির্জীব মনকে সজীব করিয়া তাঁহার প্রেম-রসে রসিত করিয়াছেন। তিনি নিয়তই আমারদিগের মনে এরূপ উন্নত ভাব প্রেরণ করিতেছেন; যাহাতে আমরা সমুদয় কামনা, আশা, ভরশা, বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেবল তাঁহাতেই অর্পণ করি; কেবল তাঁহার কার্য্য বলিয়া বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়-বাসনা বিষয়-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই ও নির্ম্মল শান্তি-সুখ ভোগ করি। তাঁহার করুণা আমরা বিপদ্ সময়েও অনুভব করিয়াছি। তিনি যদিও আমারদিগকে কখন কখন বিপদ সাগরে পতিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা এই নিমিত্তে যে আমরা তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার শীতল আশ্রয় লাভ করি; তিনি বিপদ-তরঙ্গে আপনি কাণ্ডারী হইয়া তাঁহার অভয়কূলে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণার কথা আর কি বলিব? তিনি আমারদিগের পরম করুণাময় পিতা মাতা, পরম সুহৃদ, পরম আশ্রয়, পরম ধন ও পরম সুখের প্রস্রবণ; তিনি আমারদিগের অন্তিম পরম গতি, তিনি আমাদিগের চিরকালের সম্বল। হা! আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব? আমরা যত দিন অজ্ঞান ছিলাম, তত দিন তাঁহাকে জানিতে পারি নাই; কিন্তু এখন যখন তাঁহাকে জানিয়াছি তখন তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের অত্যন্ত উচিত নহে? শিশু সন্তান যত দিন অবোধ থাকে, তত দিন সে পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ কিছুই বুঝিতে পারে না; কিন্তু সে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতা মাতাকে জানিয়া শুনিয়া যদি তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না করে, তবে কি তাহার গুরুতর প্রত্যবায় হয় না? তবে আমরা অনন্ত পিতা মাতার করুণা অনুভব করিয়াও যদি তাঁহাকে কায়-মনো-বাক্যে ভক্তি ও প্রীতি না করি, তবে কি আমরা তাঁহার অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইব না? হে বন্ধুগণ! আমরা বিগত বর্ষে কত সময়ে তাঁহার স্মরণ মনন, তাঁহার মহিমা-প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠ, কত সময়ে সাধু সঙ্গ করিয়া আমাদিগের মলিন ভাব-সকল প্রক্ষালন করিয়া উন্নত ভাব ধারণ করিতে পারিতাম; আমরা কত সময়ে পরের অজ্ঞান ও দুঃখ বিমোচন প্রভৃতি কত শত প্রকার শুভানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা আমারদিগের ধন, সময়, বিদ্যা, বুদ্ধি, সামর্থ্য, কত বৃথা কর্ম্মে ক্ষেপণ করিয়াছি। আমরা বিষয়ের জন্য এরূপ দীপ্তশিরা হইয়াছি, বিষয়-আরাধনায় এরূপ নিমগ্ন হইয়াছি যে ঈশ্বর আমারদিগের পরমারাধ্য দেবতা না হইয়া বিষয়ই আমারদিগের দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আমরা কোথায় ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে অনায়াসে স্বীকার করিব, না আমরা বিষয় লাভ বা লোকের অনুরোধে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অপথে পদার্পণ করিতে তাদৃশ সঙ্কুচিত হই নাই। আমরা স্বার্থ অভিমান ও নিজ নিজ প্রবৃত্তি বিশেষের এরূপ বশম্বদ

হইয়াছি যে আমরা ঈশ্বর-উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে আমারদিগের লজ্জা উপস্থিত হইতেছে। হে ভ্রাতৃগণ! বিগত বর্ষে আমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আইস সকলে মিলিয়া দয়াময় পরম পিতার নিকট একান্তে অনুতাপিত হৃদয়ে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ও মনের সহিত প্রার্থনা করি, যেন আগামী বর্ষে কি আর কখন তাদৃশ অপরাধে অপরাদ্ধ আর না হই। আইস সকলে মিলিয়া অনুতাপিত মনে ও প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পদতলে নিপপিত হই; তিনি দয়াময়, তিনি অনুতাপিত জনকে আপন ছায়া দান করিয়া আপন ক্রোড়ে স্থানার্পণ করেন।

"ব্যাকুল অন্তরে চাহ রে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেম-দাতা আ-ছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে।' ব্রহ্ম-সঙ্গীত

আগামী বর্ষে যেন তিনি আমারদিগের মনে নিরন্তর জাগরূক থাকেন, যেন তাঁহাকে আর কখন বিস্মৃত না হই। যদি আমরা সম্পদ্ লাভ করি, যেন তাহা তাঁহার প্রেরিত জানিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই ও সম্পা-দের যথার্থ ব্যবহার করি; যদি বিপদে পতিত হই, তবে তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার অভয় শরণ লই। আগামী বর্ষে তাঁহাকে নিকট জানিয়া তাঁহার অনুমোদিত সামা-জিক উন্নতি সাধন, দেশের কুরীতি সংশো-ধন প্রভৃতি, হিতকর বিষয় যেন আমরা সাধ্যমত সম্পাদন করি ও তাহাতে লোকের বিরাগ-ভাজন হইলেও আমরা যেন অকুতো-ভয়ে বলিতে পারি যে "কি ভয় লোক-ভয়ে"। আমরা যেন সকলে মিলিয়া এক পরিবার হইয়া তাঁহার আরাধনাতে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে, সতত নিযুক্ত থাকি ও আমারদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যেন নিয়তই বিরাজমান থাকে। এক্ষণে আইস, সকলে মিলিয়া কর-যোড়ে সেই মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, যিনি আমাদের শুভ ইচ্ছা-সকল অবশ্যই সংরক্ষণ করিবেনও শুভ ফলে পরিণত করিবেন। হে পরম বন্ধু! তুমি গত সম্বৎসর কাল আমারদিগকে তোমার প্রীতি-সুধা পান করাইয়া জীবিত রাখিয়াছ, ও তোমার প্রীতি নূতন রূপে সম্ভোগ করা-ইবার জন্য অদ্য অভিনব বর্ষে আমারদি-গকে পদার্পণ করাইতেছ। তোমাকে অগণ্য নমস্কার। হে করুণাময়! তোমার করুণা-সূর্য্য যেন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে সততই বিকসিত রাখে ও তাহা তোমার প্রতি প্রীতি-রূপ গন্ধ যেন নিয়তই প্রদান করে। অদ্য তোমাকে এখানে প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া আমারদিগের হৃদয় আনন্দ-ভরে উদ্বেল হই-তেছে; মনে হইতেছে যে তোমাকে চির দিন হৃদয়ে রাখিব, আর কখন তোমাকে ছাড়িব না; তোমার প্রদর্শিত পুণ্য-পথ আর কখনই পরিত্যাগ করিব না। হে অমৃত-নিকেতন! তুমি আমারদিগের মনের এই দৃঢ়তা রক্ষা কর, আমরা তোমার একান্ত শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমারদিগের পরম গতি, পরম আনন্দ সম্পাদন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তিতিক্ষা ও দৃঢ়তার জন্য প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তোমার অক্ষয় বলে আমার আত্মাকে বলীয়ান্ কর। তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাহাতে সংসা-রের সকল বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে অটল থাকিতে পারি, তুমি আমাকে এইরূপে শিক্ষা দেও। লোক-ভয় ও সংসারের অধীনতা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

আমার সমুদয় জীবন যাহাতে তোমার কার্য্যে সমর্পণ করিতে পারি, আমাকে এই প্রকার অনুরাগ প্রদান কর। আমি যেন তোমার ধর্ম্মকে হৃদয়ে স্থাপন করি, সত্যকে যেন অবিচলিত চিত্তে রক্ষা করি এবং তোমার প্রসন্নতাই যেন আমার সর্ব্বস্ব হয়। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস ও প্রীতি যেন এই রূপ হয়, যাহাতে তোমার জন্য আমার সমুদায়ই আনন্দের সহিত বিসর্জন করিতে পারি; কেন না তুমি আমারদের প্রাণ হইতেও প্রিয়তর। যদি জরা মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করে—যদিও সমুদয় লোক আমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি যেন তোমা হইতে বিচ্যুত না হই। সত্যের জন্য যেন আমি প্রাণ-পণে সংগ্রাম করি। তোমার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে যদি আমার প্রাণও দিতে হয়, তাহাও যেন অম্লান বদনে তোমাকে দান করি। হে নাথ! তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমিই আমার বল—তুমিই আমার জীবন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! এই সংসারের নানা প্রলোভনের মধ্যে তুমিই আমার এক মাত্র আশ্রয় স্থান। তোমাতেই আমার সকল আশা। পাপ-তাপে তাপিত হইয়া আর কোথা গিয়া আমার তাপিত প্রাণকে শীতল করিব। আমি তোমারই, হে নাথ! চিরকাল আমি তোমারই। তোমার নিকটেই আমি ক্রন্দন করি। আমাকে দোষী দেখিয়া পরিত্যাগ করিও না। তোমার নিকটে আমার যে কত অপরাধ, তাহা কি বলিব? তোমার পুত্র হইয়া, তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া, তোমার আজ্ঞা আমি অবহেলা করিয়াছি। তোমার প্রীতিতে চির দিন লালিত পালিত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি পাপ-পথ পরিত্যাগ করিতে নিয়তই আদেশ দিয়াছ, তোমার মঙ্গলময় পথে সতত আহ্বান করিয়াছ; আমি তাহা শ্রবণ করিয়াও পালন করি নাই। আমার প্রতি তোমার অপার প্রেম; কিন্তু আমি তোমাকে প্রীতি করি না, সংসারেই আমার সমুদয় প্রীতি বদ্ধ আছে। আমার অপরাধের সীমা নাই — তোমার উজ্জ্বল সন্নিধানে যাইতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হে মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা পরমেশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ কর—অনুতাপিত হৃদয়ে ব্যাকুল চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার সমুদয় পাপ ভস্মীভূত কর। নীচ চিন্তা, মলিন কামনা, যেন আমার মনে স্থান না পায়। অন্ধকার সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া আমার চিত্তকে তোমার দিকে লইয়া যাও। যে কোন প্রবৃত্তি, যে কোন কামনা, তোমা হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাহা তুমি হৃদয় হইতে উন্মূলন কর। আমার সমুদয় ধর্ম্মচেষ্টাতে যেন তোমার প্রতি একান্ত ভাবে দৃষ্টি করি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মৃত্যুকালীন প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! সংসার হইতে আমি এক্ষণে অবসৃত হইতেছি; আমার সকল সুখ সম্পদ্ এখন আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমার বন্ধু বান্ধব কেহই আমার সঙ্গী হইল না; যেমন একাকী আসিয়াছিলাম, একাকীই গমন করিতেছি, সংসারের সমুদয় বস্তু হই-

তে বিচ্ছিন্ন হইয়া তোমার নিকেতনের অভিমুখী হইতেছি। হে পিতা পাতা সুহৃৎ! তোমার যে কত করুণা আমার উপর বর্ষণ হইয়াছে, তাহা কখনই বিস্মৃত হইব না। হে পতিত পাবন! আমি যে সকল কুটিল পাপ করিয়াছি, তুমি তাহা সকলি জ্ঞান। তোমার অমৃত ভাব প্রেরণ করিয়া আমার মলিন হৃদয়কে বিশুদ্ধ কর। আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। আমার এই অসহায় নিরুপায় অবস্থাতে তোমার প্রীতি যেন আমাকে উন্নত রাখে। আমার শরীরের সমুদয় স্ফূর্ত্তি অবসন্ন হইয়াছে; এখানকার কিছুই আর আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, এখানকার সকলি আমার নিকটে অন্ধকার হইয়াছে; কেবল তোমার প্রসন্ন মুখ আমার নয়নের আলো হইয়াছে। সর্ব্বাত্মার সহিত তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি। এ দুঃসময়েও তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই; যখন আমার আর কেহই নাই, তখন তোমার হস্ত আমার মস্তকের উপরে রহিয়াছে। তুমি আমাকে আশা দিতেছ যে কখনই পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার শীতল আশ্রয়ে রক্ষা করিবে। তুমি আমার চিরকালের ধন—চিরজীবন-সখা; চিরকালের পিতা ও সুহৃদ্; আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগকে এক্ষণে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি; তুমি তাহাদের সকলকে রক্ষা কর। সংসার এখন আমার নিকটে অন্ধকার হইতেছে, আমি যেন তোমার অমৃত ধামে গিয়া জাগ্রত হই এবং তোমার প্রীতি ও আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব ও মঙ্গল অভিপ্রায় অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে; বিশ্ব-রূপ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই জ্ঞান-নেত্রের প্রত্যক্ষ হয়। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপ প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে; অতএব ইহার প্রথমেই আছে, যে "ব্রহ্মবাদিরা বলেন"।

ব্রহ্মবাদিরা কি বলেন, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইতেছে।

২

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি গমন

করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই আমারদিগের প্রভু। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তি সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংশ করিতে পারি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে।

৩

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভুত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি।

৪

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পর ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেক, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে কেবল মনের মন, বাক্যের বাক্য রূপে, সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় রূপে, নির্দ্দেশ করা যাইতে

পারে। যিনি এই নির্বিশেষ সর্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণ-দাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব-সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।

৫

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

যে মঙ্গলময়ের প্রেমরস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া উঠে।

৬

কে বা শরীর চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীব সকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণি জঙ্গম, কোথায় বা তাহারদিগের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা সুখ সৌভাগ্য থাকিত; যদি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর এই জগৎ সংসার সৃজন না করিয়া এ প্রকার সুনিয়ম প্রণালী সংস্থাপন না করিতেন। তিনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্ব-পাতা আমারদিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাতে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতা মাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার সুখ লাভ করি, সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রদান না করিলে আমরা এ প্রকার সুখে লালিত পালিত হইতাম না। তিনি বাহ্য বিষয়-সকলকে শোভাযুক্ত না করিলে এবং শোভার সহিত সুখের সম্বন্ধ না করিয়া দিলে, আমরা শোভা দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম না। জ্ঞান-শিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত তিনি সুখ সংযুক্ত না করিলে আমরা পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভে অধিকারী হইতাম না। অতএব যে অবস্থায় যাহা হইতে যত সুখ প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই; তিনিই আমারদিগকে আনন্দ বিতরণ করেন। আহা! তাঁহার কি করুণা! তিনি কেবল বিষয় দ্বারা নানা

প্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদিগের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা বিষয় সুখে তৃপ্ত না হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতক পক্ষীর ন্যায় অনুক্ষণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরাৎ তাঁহারদিগের হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের নয়ন-যুগল হইতে শোক-সন্তপ্ত অশ্রু-সকল মার্জ্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃত বারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয়-পদ্মকে বিকশিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণকালের নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ পাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা জানিয়াছেন।

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্ব্বত্র প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয়, পরমেশ্বরকে এক মাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করি, এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি।

৮

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলা-বদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময় আগারে স্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হন; কিন্তু যিনি পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্ব-সংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

৯

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব-সকল উপভোগ করে।

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরম সম্পদ; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদ্‌কে সম্পদ্‌ই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়-স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ

সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর-লাভ আমার-দিগের পরম আনন্দের বিষয়; এই ব্রহ্ম-লাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় দিগের আর আর সমুদায় আনন্দ এক কণা মাত্র।

ইতি প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২ কার্ত্তিক বুধবার ১৭৮২ শক।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ-প্রবর্ত্তকঃ।

আমারদের কি সৌভাগ্য! আমারদের সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরই স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যিনি "সত্যমেবায়তনং" যিনি "সত্যস্য সত্যং" তিনিই সত্য-ধর্ম্মের প্রাণ ও আশ্রয়। তিনি সত্যের আলোক সকল স্থানেই প্রেরণ করিতেছেন। তিনি আমারদের সাহায্যের নিমিত্তে এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত; যিনি সেই সত্যকে বিশিষ্ট-রূপে ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতে তাহার প্রচার করেন; প্রাণ, মন, আত্মা, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ করেন; ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প প্রাণ-পণে সিদ্ধ করেন। ঈশ্বর ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক—তিনি তাঁহার আজ্ঞাকারী ও ধর্ম্মের প্রচারক। তিনি তাঁহার অনুচর হইয়া, তাঁহার প্রেরিত হইয়া নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্যেও অপরাজিত হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। আর কিছুতেই তিনি এমন আনন্দ পান না। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রকে বাহিরে নানা কঠোরতা ও বিপদে আবৃত করিয়া শিক্ষা দেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকেই তাহার পুরস্কার দিয়া তাহার আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করেন। তিনি নিজে তো আনন্দময় এবং তিনি তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরও সুখের কিছুই অভাব রাখেন না। যে আত্মা তাঁহার বলে বলী; সে সমুদয় বিঘ্ন, সমুদয় বাধা, অতিক্রম করিয়া তাঁহার পদতলের মঙ্গল-চ্ছায়া লাভ করে। তিনিই তাহার বল, তিনিই তাহার অন্ন, তিনিই তাহার ভৃতি ও পুরস্কার।

পরমেশ্বর যখন স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তখন সর্ব্বত্র সত্য-ধর্ম্মের যে প্রচার হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ক্রমে পৃথিবীর সমুদয় লোক সত্যকে গ্রহণ করিবে—সত্যকে আলিঙ্গন করিবে। কালেতে এই ফল ফলিবে। কিন্তু প্রতি জনেরই এই বিষয়ে যোগ দিতে হইবে। এমন মঙ্গল কার্য্যে কাহারো যেন অবহেলা না থাকে। যদিও কেহই তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করিতে পারে না; তথাপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগ দিলে তাহাতে আমারদেরই গৌরব। দেব-প্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু আত্ম-প্রভাবের ও আন্তরিক যত্নের যেন ত্রুটি না থাকে। যিনি আমারদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়াছেন এবং আমারদিগকে প্রার্থনা-রূপ বাক্য দিয়াছেন; তাঁহার কি ইহা অভিপ্রায় নহে যে আমরা তাঁহার কার্য্য সমুদয় আত্মার সহিত সম্পন্ন করি এবং তাঁহার প্রসাদের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি? তিনি যে তাঁহার জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন, আমরা যেন তাহা

চক্ষে গ্রহণ করি। যখন তাঁহার কৃপা-বারি পতিত হয়, তখন তাহা যেন আমরা হৃদয়ে সর্ব্ব প্রযত্নে ধারণ করি। তাঁহার প্রসাদ ক্রমিকই অবতীর্ণ হইতেছে; কিন্তু আমাদের যত্ন চাই, প্রার্থনা চাই, প্রীতি চাই, অনুরাগ চাই, স্পৃহা চাই, তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারি।

জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ কর। তাঁহাকে কে দেখিতে পায়? আত্মাকে যিনি পবিত্র করেন; যিনি আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়ী করেন; তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান। সত্যকে পাইবার জন্য জ্ঞানকে প্রশস্ত কর। আমারদের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়, সেই অনুসারে তাঁহার সত্য-ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মার তত সম্মিলন হয়। জ্ঞান যত সত্যকে ধারণ করে—প্রীতি যত প্রশস্ততা লাভ করে, ইচ্ছাকে যত তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা যায়, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। সত্যেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া আমরা তাঁহাকে অধিক করিয়া উপভোগ করিতে পারি।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের সত্য-স্বরূপ অবলোকন কর। এখনই ইহার প্রশস্ত সময়। এই পবিত্র সময়কে কখনই অবহেলা করিও না। এখন একবার আত্মাতে সেই সত্যকে অবধারণ কর। হয়ত কল্যই এই আমারদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে। "সেই সত্য-স্বরূপকে এক বার দেখিতে পাইলে আর আমারদের ভয় থাকিবে না। যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মৃত্যু হইলেই বা কি?—আমারদের জীবনতো কৃতার্থ হইল। কিন্তু যদি তাঁহাকে না জানিয়া এখান হইতে অবসৃত হই, তবে আমরা অতি কৃপা-পাত্র। কোন অবসরকে যেন আমরা লঘু মনে না করি যে কোন প্রশস্ত সময় তাঁহাকে পাইবার অনুকূল হয়, তাহা যেন অবহেলা না করি। এখনই সেই সত্য-স্বরূপের প্রকাশ দেখ জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া এক বার তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। তিনি সত্য বস্তু—তিনি পরম বস্তু। তিনি সকল আধারের মূলাধার। তিনিই বস্তু—আর সকল তাঁহা হইতেই নিঃসৃত। পশু, পক্ষী; বৃক্ষ, লতা; প্রস্তর, ধাতু; তিনি সকল সত্তার সত্তা, সকল মূলের মূল—সকল সত্যের সত্য। সেই এক হইতে এই সমুদয় নিঃসৃত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। সকলি তাঁহাতে স্থাপিত রহিয়াছে। এই অস্থায়ী জগৎ যে সৎ হইয়াছে, সে তাঁহার সত্য ভাব গ্রহণ করিয়াই সৎ হইয়াছে। তিনি বিশ্বাধার মূলাধার পরমেশ্বর—সত্যই তাঁহার আয়তন; জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া সেই সত্য-স্বরূপকে ধারণ কর কর। এক বার মনে করিয়া দেখ, তিনি জ্ঞানের কেমন আশ্চর্য্য বিষয়। তিনিই পরম সত্য। তিনি প্রাণ-স্বরূপ। তিনি সমুদয়ের প্রাণ-রূপে, অন্তরাত্মা-রূপে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অবলোকন কর।

তিনি সত্যের সত্য। যে সত্য হইতে আর মিষ্ট বাক্য নাই—যে সত্যের জন্য কত লোকে অনায়াসে প্রাণ দান করিয়াছে; তিনি সেই সত্যের সত্য, তিনি পরম সত্য, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ"—এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার ভাব কেমন হৃদ্গত হইতেছে। এই কথাতে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা, তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; এ সকলই কি সহজে প্রকাশ পাইতেছে। যখনই তাঁহাকে বলি, "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" তখনই তাঁহাকে জীবিতবান্ ঈশ্বর রূপে দেখিতে পাই।

তিনি পরম বস্তু, এবং তাহা হইতেও অধিক তিনি পরম পুরুষ। বস্তুর সঙ্গে সে প্রকার চেতন ভাব, জীবিত ভাব, স্বতন্ত্র ভাব, প্রকাশ পায় না। তিনি পূর্ণ পুরুষ তিনি "চেতনং চেতনানাং" তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ" তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহাকে পুরুষ রূপে দেখিলেই আত্মার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্ট-রূপ যোগ দেখিতে পাই। সেই পূর্ণ পুরুষের যাহা ইচ্ছা, তাহাতেই মঙ্গল বিধান হইতেছে। তিনি অন্য কাহারো কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেছেন না, তাঁহার কেহ নিয়ন্তাও নাই এবং অধিপতিও নাই; তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা এবং তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তিনি সত্য-কাম। তিনি সত্য-সঙ্কল্প। তিনি আমারদের অন্তরের অন্তরাত্মা। তিনি মঙ্গলের জন্যই সকলি বিধান করিতেছেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই জগতে সম্পন্ন হইতেছে—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা। তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায় কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না; তিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প এবং সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না; তিনি আপন ইচ্ছাতে, আপন আনন্দে, সহজে সকলই সম্পন্ন করিতেছেন।

সেই পরমেশ্বরই আমারদের প্রভু; তিনি আমারদের পূজনীয়, তিনি আমারদের সেবনীয়; তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বত্রই জাগরূপ রহিয়াছে। তিনি কেবল বিষয়-রাজ্যের রাজা নহেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যেরও রাজা; তিনি কেবল জড় জগতের ঈশ্বর নহেন—তিনি আত্মার অধিপতি, তিনি পাপের মোচয়িতা, তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, তিনি চিরজীবনের উপজীবিকা। পিতা, কি মাতা, কি কোন এক শব্দে, তাঁহার সকল ভাব ব্যক্ত হয় না; তিনি আমারদের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সখা, সকলি; তিনি আমারদের অন্তরের অন্তর। তিনি অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর, আত্মার সঙ্গে তাঁহার জীবিত সম্বন্ধ; তিনি আত্মাতে স্বাধীন ভাব দিয়া তাহাকে তাঁহার সহবাসের যোগ্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ পুরুষ, আমরাও প্রকৃতি হইতে উচ্চ পদে; আমরাও পুরুষ। পিতা পুত্রের ন্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে মিল আছে। তিনি পূর্ণ মঙ্গল, আমারদের সাধু ভাব আছে; তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, আমারদের পবিত্রতা ও পুণ্যভাব আছে; তিনি স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব, আমারদের কর্ত্তৃত্ব আছে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ; কিন্তু আত্মাকে উন্নত করিলে তবে সেই সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। আমরা যত সাধু-ভাব, পুণ্যভাব, ধর্ম্ম-বল, উপার্জ্জন করি; তত সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে গ্রহণ করিতে থাকি। আমরা যদি পশুর ন্যায়ই থাকি, তবে পশুরা যাহা জানে তাহাই জানি; আহার নিদ্রা; এই সকলই জানিতে পারি। আমরা জ্ঞানেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, যত উন্নত হইতে থাকি; তত ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। আপনাকেই যদি পুরুষ রূপে না বুঝিতে পারি, তবে সেই পরম পুরুষকে কি বুঝিব? যদি সত্য উপার্জ্জন না করি, তবে পরম সত্যকে কি প্রকারে ধারণ করিব? আপনি পবিত্র না থাকিলে ঈশ্বরের সেই অখণ্ড পবিত্রতা ও মঙ্গল-ভাব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব? যাঁহারা বলিয়া বেড়ান, ঈশ্বরকে জানা যায় না, প্রীতি করা যায় না, তাঁহার সহিত সহবাস হয় না; তাঁহারদিগকে আর কি বলিব? এই বলিতে পারি; আপনারা পবিত্র হও, জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর—ঈশ্বরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা কর;

অবশ্যই সেই অভয়-পদের আশ্রয় পাইবে— তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতে পারিবে। তাঁহাকে লাভ করিবার যত্ন করার অগ্রে কেহ যেন মুখে না বলেন, তাঁহাকে স্মরণ করা যায় না, মনে করা যায় না, প্রীতি করা যায় না,—চিরকাল যাহা ঈশ্বর-পরায়ণেরা বলিয়া আসিতেছেন, সে সকলই মিথ্যা—সকলি প্রলাপ-বাক্য; কিন্তু তিনি আপনাকে অগ্রে পবিত্র করুন, এবং সকল অপেক্ষা যাহা প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অবলম্বন করুন—তাঁহাকে প্রার্থনা করুন; অবশ্যই সেই সত্য-স্বরূপকে দেখিতে পাইবেন; কেন না যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আইসে না। এই সত্য।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
আজি কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার, প্রভু-চরণে ছাও রে ছাও॥
নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা গাঁথি গাঁথি দে উপহার।
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগাত তাঁরি, প্রচার সকল সংসারে॥ ৩০॥

রাগিণী ললিত—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে;
রবি, শশী, তারা, শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে; কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তোমারে না পাই॥ ৩১॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক জননি, অখিল বিধাতা; নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব; কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।
সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর: সম্পদ বিষ-সম তোমায় ছাড়িয়ে; না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে॥ ৩২॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল আড়াঠেকা।

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে ভজ রে ভব-তারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দেও প্রভুর চরণে॥ ৩৩॥

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে; হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে।
গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত-মন্দিরে বিরাজেন সপ্রকাশ।
দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর অনুপম॥ ৩৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

এমন দিন না রবে, তা জান; এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।
চির দিন রহিবে যে ধন, রাখ সেই পরম ধনে॥ ৩৫॥

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

অন্তরের অন্তর, ডাকি তোমায়; ডাকি তোমায়, প্রাণদাতা; রাখ রাখ আমায়।

দুস্তর ভবার্ণবে তুমি ভেলা, অন্ধকার জগতের তুমি আলো ।। ৩৬

রাগিণী কামোদ—তাল ধিমা তেতালা।

কেন অচেতন চিরজীবন। মোহ-নিদ্রা হোতে ওঠ, এত কেন অচেতন।

দেখ আনন্দকর, জ্ঞান-নেত্র খুলিয়ে, সুখ হইবে অপার ।। ৩৭ ।।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে, ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তি হারা।

যাঁর প্রীতি-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে, তাঁর প্রেম নিরখিয়ে পুঁছ অশ্রুধারা ।। ৩৮ ।।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে; নিশি দিন রাখিব গাথি হৃদয়ে।

বিষয়-মায়া-জালে রহিব না ভুলে আর, হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়, ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে ।। ৩৯ ।।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি আমি বলিব তোমারে; ক্ষুদ্র কীট আমি, তুমি পুরাণ অনাদি, অবিনাশী সারাৎসার।

আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তব কৃপা চখে মলিন মানবে; বর্ম্ম দুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে, ভব জলধি-সেতু তুমি, থেক না থেক না হে দূর ।। ৪০ ।।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

কে বা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতি-সুধা, দেখে তোমার করুণা।

অগতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ, কে না পায় তব ছায়া। বিশ্ব-বন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম ।। ৪১ ।।

রাগ সিন্ধুড়া—তাল ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর, বিরহে তোমার তৃষিত চাতক সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মূরতি দেখা দিয়ে, করহে অভয় দান।

তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার ।। ৪২ ।।

রাগিণী বেলাওয়ার—তাল আড়াঠেকা।

দরশন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি।

শোকে আকুল, রোগে কাতর, মলিন বিষাদে ।। ৪৩ ।।

RENOUNCING ALL FOR GOD.

To Thee, O God; my prayer ascends,
But not for golden stores:
Nor covet I the brightest gems
On the rich eastern shores;

Nor that deluding empty joy,
Men call a mighty name:
Nor greatness, with its pride and state,
My restless thoughts inflame:

Nor pleasure's fascinating charms,
My fond desires allure:
But nobler things than these from Thee,
My wishes would secure.

The faith and hope of things unseen,
My best affections move;
Thy light, Thy favour, and thy smiles,
Thine everlasting love:

These are the blessings I desire;
Lord, be these blessings mine—
And all the glories of the world
I cheerfully resign.

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের ফাল্গুন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব	৮
,, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৫
,, মণিলাল মল্লিক	৫
,, দুর্গাচরণ গুপ্ত	৫
,, অক্ষয়কুমার দত্ত	৪
,, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
,, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২
,, চন্দ্রনাথ রায়	১
,, হরচন্দ্র রায়	১
,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
,, হেরম্বনাথ শর্ম্মা	১
,, হরচন্দ্র মজুমদার	১
	৩৬

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব	৯
,, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
কালীকুমার দে	৩
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
	২৮

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	১
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১
,, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১
	৩

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৩০
,, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	১
	৬৩১
দানাধারে প্রাপ্ত	৪।৵৫
	৭০২।৵৫

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮২ শকের চৈত্র মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
,, ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
,, মহেন্দ্রলাল মিত্র	৪
কানাইলাল পাইন	২
,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
,, ঈশানচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী	২
,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	১
,, চন্দ্রকুমার দত্ত	১
,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
,, কৃষ্ণকুমার শর্ম্মা সরকার	১
,, জগদানন্দ সেন	১
,, অমৃতলাল বসু	১
	৫৩

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
নীলকমল মিত্র	৫
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	২
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১
	১১

শুভ কর্ম্মের দান

শিমুলিয়া রামতনু বসুর পল্লী হইতে রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল দ্বারা প্রাপ্ত	৩
শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন	২
,, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১

এককালীন দান।

রমাপ্রসাদ রায়	৪
,, গোরাচাঁদ রায়	১
	৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৶১০
	৮২৶১০

দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে ব্রাহ্মসমাজে যে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার নিদর্শন।

বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত ২৬ চৈত্র পর্য্যন্ত আয় ২২৮৩।/১০

৩১ বৈশাখ পর্য্যন্ত আয়।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্তি..	৫০০
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	৫।০
„ অক্ষয়কুমার দত্ত	৫
„ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .	৫
রামদাস গঙ্গোপাধ্যায়	২
„ বিজয়গোপাল মিত্র	
নীলমণি চক্রবর্ত্তী ..	
„ হরিমোহন প্রামাণিক	১
অন[illegible]র নিকট হইতে প্রাপ্তি	৪৭৵
	২৮৫০৸/১০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে	২৭৫০
অবশিষ্ট	১০০৸/১০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
ইংরাজী ব্রাহ্মধর্ম্ম	৶০
ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথম খণ্ড ...	১
[illegible]দ সংহিতা দ্বিতীয় খণ্ড ...	১
চূর্ণক—রাজা রামমোহন রায় কৃত	।৶০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ...	।০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ	৶০
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।।০
দেবনাগর অক্ষরে বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ	৶০
দুর্ভিক্ষের বক্তৃতা	।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ...	১০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶০
পদার্থ বিদ্যা	।।০
পরমেশ্বরের মহিমা	।০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৶০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ব্রাহ্মণসেবধি—ইংরাজী ...	৶০
বৈদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্স	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	।৶০
ব্রহ্ম-সংগীত	।০
বর্ণমালা প্রথম ভাগ	৴০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ভাল বাঁধান	১
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল বাঁধান	।৶০
বৈরাগ্য শতক	।৶০
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের চূর্ণক	৶০
মাণ্ডুক্যোপনিষতের ভাষা বিবরণের চূর্ণক	৶০
শ্রুতি ইত্যাদি—ইংরাজী ...	।০
ষট্‌ত্রিংশ ব্যাখ্যান	১
সংস্কৃত পাঠোপকারক ...	৶০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ	।।০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম	

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র। ৩ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৫ সংখ্যা
আষাঢ় ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প　　　　　　　　　　পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

অদ্যকার উৎসব দিবসে মনোমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রফুল্লতার হিল্লোলকে এক বার স্বাধীন-রূপে বিচরণ করিতে দেও। সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে গেলে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না—এক বার সাংসারিক ভাবনা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। দিবস তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, ঋতু তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, বায়ু তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল্ল না হও; তবে দিবসের প্রতি, ঋতুর প্রতি, বায়ুর প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, [illegible] হইবে। প্রফুল্ল হইতে তোমারদিগকে এতই যে অনুরোধ করিতেছি কেন? বসন্ত-সমীরণের একটি গুণ, সব [illegible] [illegible] বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা, ঈশ্বর-স্মরণের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে তোমরা প্রফুল্ল না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমারদিগকে কত সহজেই আনন্দিত করেন। এক টুকু স্থানের পরিবর্ত্তনে, একটু কালের পরিবর্ত্তনে, তিনি আমারদিগকে কত আনন্দই প্রদান করেন। নিকট-স্থিত নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিতেছি। প্রতি বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসন্ত-সমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রূপ প্রফুল্লিত করে যে পুত্র-শোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। যিনি আমারদিগকে এতদ্রূপ অনায়াসে সুখী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকার আনন্দ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে? কে বা জানে কত সুখ-স্বপ্ন [illegible], [illegible] তাঁর অত্যুচ্চ নিকেতনে? যে সুখ-ভাণ্ডার ঈশ্বর আপনার অন্তরে [illegible] করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও

শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই।” সে সুখ-ভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের আবশ্যক করে। এমন সহজ ও সুন্দর উপায় থাকিতে আমরা যদি সে সুখ-ভাণ্ডার অধিকার করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি হতভাগ্য! অহোরাত্র ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর, অহোরাত্র সেই মঙ্গলময়ের “আনন্দ-জনন সুন্দর আনন” দর্শন কর, অহোরাত্র তাঁহার অমৃত সহবাসের মাধুর্য্য আস্বাদন কর; অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে এক দিন বসন্তের উৎসব কি? বসন্তের উৎসব প্রতি দিনই তোমারদের হৃদয়ে বিরাজ করিবে। ধর্ম্ম-বীর্য্যে সর্ব্বদা বীর্য্যবান্ থাক, ধর্ম্মোৎসাহে সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত থাক, “দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও” সাংসারিক শোচনায় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীন-ভাবাপন্ন ও মলিন করিও না। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ থাকিবার জন্য ঈশ্বর আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সদানন্দ-চিত্ত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে সম্পাদন করেন ও স্বয়ং কৃতার্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিত্য শান্তি হয়। “সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৭৮৩ শক।

কোথায় আমরা এই এখানকার ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায় সেই অমৃত-স্বরূপ মহান্ ভূমা পরমেশ্বর; তথাপি তিনি আমারদিগের হৃদয়ে প্রীতি-সমীরণ প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার কিসের অভাব, তিনি “অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং” তিনি পরিপূর্ণ, তিনি আপনাতেই আপন আনন্দে স্থিতি করিতেছেন; তথাপি তিনি আমারদিগের প্রীতি চাহেন। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, এবং ইহাই তাঁহার মঙ্গলের চিহ্ন যে তিনি তাঁহার পুত্রদিগের প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তিনি কেবল আমারদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্যই আমাদের প্রীতি-সমীরণ গ্রহণ করিতেছেন এবং আমারদিগকে প্রীতি করিবার জন্যই সৃজন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার আরাধনা, তাঁহার উপাসনা না করে, যে ব্যক্তির তাঁহার সহিত যোগ হয় নাই; তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? তিনি পরমাশ্রয়, তিনি সত্য-স্বরূপ; যদি তাঁহাকে অবলম্বন না করা যায়, তবে তো পদে পদেই পতিত হইতে হয়, পদে পদেই বিপত্তি-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়; কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া বিপত্তি-সাগর অনায়াসেই অতিক্রম করা যায়। যে ব্যক্তি এখানে তাঁহাকে দেখিতে না পায়; সে সুখের আশ্বাসে ক্ষিপ্ত ও দগ্ধমান হয়, সে একাকী অরণ্য মধ্যে রোদন করিতে থাকে, সে অগাধ নিরাশ-পঙ্কে পতিত হয়। সে আপনাকে

দুর্ব্বল দেখিতেছে, অথচ তাহার জীবন-সহায়কে দেখিতে পায় না; সে সর্ব্বদাই মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে; তাহার নিকট পরকাল কেবল সংশয়ান্ধকারে আবৃত থাকে। তোমরা যদি মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহ, তবে পবিত্র হৃদয়ে, কাতর মনে, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর; দেখিবে যে অমৃত-স্বরূপ তোমার অন্তরেই বিরাজমান আছেন। এখানে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়াও যদি ঈশ্বরকে অবলোকন না করিলে, যদি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া পশুবৎ মুগ্ধ হইয়াই রহিলে; তবে আর তোমাদের কি হইল। মঙ্গলময় ঈশ্বর নিজেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আমাদের কিঞ্চিৎ যত্ন থাকিলে তিনি তো মুক্ত হস্তে অমৃত বর্ষণ করিবেন, আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি তো সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন দিবেন; তথাপি আমরা জানিয়া শুনিয়াও কি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব না? তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, এখনি শান্তি লাভ করিবে। তাঁহাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, তিনি আমাদের নিকটেই আছেন—তিনি আমারদের আত্মাতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন; তোমরা এক বার আত্মাকে মোহ-কুজ্ঝটিকা হইতে মুক্ত কর, ঈশ্বরের অমৃত কিরণ তোমাদের আত্মাতে এখনি প্রকাশিত হইবে। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন; তবে কেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাই? জ্ঞান দ্বারা তো জানিতেছি যে তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী; তথাপি কেন তাঁহার সাক্ষাৎ না পাই? আমরা মলিন ভাব-সকল পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হই না, আমরা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বলবান্ হই না; এই জন্যই তাঁহাকে দেখিতে পাই না। জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, হৃদয়কে প্রশস্ত কর, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মাকে পবিত্র কর; এখনি তাঁহার দর্শন পাইবে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া সুখী হইবে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মসমর্পণ।

হে প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বর! আমার সমুদয় জীবন তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর। তোমার প্রীতিতে আমাকে চির দিন বদ্ধ করিয়া রাখ। আমাকে সম্পূর্ণ-রূপে তোমার অধীন কর। সম্পদে বিপদে, রোগ সুস্থতায়, জীবন মৃত্যুতে, সকল সময়েই যেন আমি তোমার নিকটেই থাকি। আমি যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, যেন তোমারই সহচর অনুচর হইয়া থাকি। সংসার মধ্যে আমার চিত্তকে যাহা কিছু বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দেও। এই সত্য যেন আমার মনে প্রদীপ্ত থাকে যে তোমাকে লাভ করাই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য—তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করাই আমাদের কার্য্য। আমাদের সমুদয় কার্য্যের মধ্য স্থলে যেন তোমার প্রীতি বিরাজ করিতে থাকে। আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যদি এমন কিছুই থাকে, যাহা তোমার জন্য পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হই, তুমি তাহা দূর করিয়া দেও। আমাদের সমুদয় প্রীতি সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমাতেই বদ্ধ কর। হে পরমাত্মন্! সম্পূর্ণ রূপে আমারদিগকে তোমার অধীন কর। আমি যেন তোমার অধীন হইয়া জীবন যাপন করি—তোমারি হস্তে এ জীবন সমর্পণ করি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

১০

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি জন্ম-বিহীন, মহানাত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র সৎপদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; সৃষ্টির পরেও চেতনাচেতন সমুদয় বস্তু এক মাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে; এ নিমিত্তে তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি সৎস্বরূপ, একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; তিনি আপনাকে আপনি জানিতেছেন; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমারদের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন; ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক, তাবৎ সে জীবিত রহিবে; পরমাত্মার স্বরূপ সেরূপ নহে, তিনি স্বয়ম্ভূ, স্বতন্ত্র এবং নিত্য ও পরিপূর্ণ।

১১

তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া তিনি এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ম্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় জগৎ সংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎপাষাণ লৌহাদি দ্বারা দ্রব্য বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমাদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়ার দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১২

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

বিশ্ব নির্ম্মাণের জন্য জল, বায়ু, অগ্নি ও প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল উপকরণের প্রয়োজন; তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ পুরুষ আপন ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিলেন।

১৩

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু বিচিত্ত হইতেছে। কোন পদার্থ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, জল বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ধাবমান হইতেছে।

ইতি প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৭ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৮২ শক।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো-
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পূর্ণ পুরুষের দৃষ্টি সকল স্থানেই রহিয়াছে। তিনি এই সমুদয় সংসারের জ্যোতির জ্যোতি। প্রভাকর প্রভা কোথা হইতে পাইল? এ জগৎ সংসার জীবন ও সুখে কোথা হইতে পূর্ণ হইল? এ সকলেরই কারণ সেই আদি কারণ মূলাধার পরমেশ্বর। বাহিরে, অন্তরে; নির্জ্জনে সজনে; পর্ব্বতে সমুদ্রে; সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দীপ্যমান রহিয়াছে। অন্ধকার তাঁহার আবির্ভাবকে তিরোভাব করিতে পারে না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই সহজে তাঁহাকে দেখিতে পাই, আত্মাকে নির্ম্মল করিলেই তাঁহার উপদেশ-বাক্য শুনিতে পাই, মনকে পরিশুদ্ধ করিলেই তাঁহার রসাস্বাদন করিতে পারি। আমরা কেবল আপনাকে মলিন করিয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়ি; আমরা নিজে যখন অন্ধ হই, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যদি শত সহস্র লোকের দৃষ্টি আমার উপরে থাকে, আর আমি নিজে যদি অন্ধ থাকি; তবে সেই শত সহস্র লোকের দৃষ্টি অনুভব করিতে পারি না, মনে করি একাকীই আছি। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টির নিকটে শত সহস্র লোকের দৃষ্টিই বা কি? যে দৃষ্টি সমুদয় জগৎ সংসারের উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমারদের সকলের আত্মার অন্তরতম গূঢ়তম প্রদেশেও যে দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে, "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" পরমেশ্বরের সেই সর্ব্বত্র প্রসারিত অতুল উজ্জ্বল দৃষ্টিও আমরা দেখিতে পাই না। কি প্রকারেই বা পাইব? জড় কি কখন চেতনকে দেখিতে পায়? চেতনই চেতনকে দেখিতে পায়। আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত থাকিয়া, যিনি সকল জগতের দ্রষ্টা, সকল জগতের প্রাণ, সেই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষের প্রতি অন্ধ থাকি; তাঁহার জ্যোতি সকল স্থানেই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমরা দেখি না; তাঁহার মঙ্গল নিনাদ সকল স্থান হইতেই নিঃসারিত হইতেছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি না। এ কি প্রকার মোহ? আমারদের এ প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আমরা কি প্রকারে এমন হত-জ্ঞান হইযে ক্ষুদ্র মনুষ্যকেও যেমন ভয় করিয়া চলি, সেই অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাতে কুকর্ম্ম করিতে সে প্রকারও ভয় করি না। আমারদের এ কি বিপত্তি, এ কি দুর্ভাগ্য। হে পরমাত্মন্! এই সকল দুর্ভাগ্য ও বিপত্তি হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর। আমারদের সমুদয় জীবনের সঙ্গে তোমার যোগ রক্ষা কর। সকল সৌন্দর্য্যের আকর যে তুমি—সকল মঙ্গলের একায়তন যে তুমি, তোমার প্রতি আমারদের আত্মাকে উন্নত কর, মন যেন তোমা ভিন্ন আর কোন দিকে না যায়, তুমি বিনা আর আমারদের গতি নাই। তোমার

নিকটে একাগ্র-চিত্তে এই প্রার্থনা যে তুমি আমারদিগকে যে সকল মহৎ অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন আমরা মোহান্ধ হইয়া অবহেলা না করি; তুমি আমারদিগকে যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছ, তাহা যেন নিরর্থক না যায়, তাহাতে যেন তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি; আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তোমারই, তাহা যেন তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি; তোমার অমৃত রস পান করিতে করিতে, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে দেখিতে, যেন আমারদের জীবন অবসান হয়! অদ্য আমরা তোমার উপাসনার নিমিত্তে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, সমস্ত দিন আমারদের প্রার্থনা ছিল, কখন্ সূর্য্য অস্তমিত হইবে যে এখানে তোমার উজ্জ্বল প্রেম-মুখ দেখিয়া আমরা সকলে কৃতার্থ হইব। সেই সময় এখন আসিয়াছে—তুমি এক বার হৃদয়াসনে আসীন হইয়া আমারদের সেই আশা পূর্ণ কর। তুমি আমারদের পিতা মাতা; তুমি সুহৃৎ, বন্ধু, সখা; তুমি আমারদের প্রতিপালক; তুমি মঙ্গলদাতা মুক্তিদাতা। আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমার হস্তে সর্ব্বস্ব দান করিতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমরা নানা ঘটনার মধ্যে থাকিয়া সংসারীর মতই ছিলাম, এখন মন কি প্রকার উন্নত হইতেছে। কোথা হইতে তোমার আলোক আসিয়া, তোমার অমৃত-ভাব আসিয়া, সকলকে জাগ্রত করিতেছে। কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য! তোমার সহবাসের আনন্দ যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি তাহার তুলনা আর কোথাও পান না। তাঁহার চক্ষু তোমার প্রতিই স্থির রহিয়াছে। তাঁহার রসনা তোমাকেই কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে যে কালে তোমার সহিত বাস করিতে পাই, সে কালে অকিঞ্চিৎকর ধন, মান যশের লালসা কি আর মনেতে থাকিতে পায়? সূর্য্য-কিরণের মধ্যে থাকিয়া খদ্যোতের আলোক কি কেহ প্রার্থনা করে? তেমনি যখনি আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, তখন পৃথিবীর নীচ চিন্তা, নীচ কামনা-সকল, আর থাকিতে পায় না; তখন মনের প্রবল স্পৃহা হয় যে পবিত্র ধর্ম্মের আনন্দ কি প্রকারে চির দিন সম্ভোগ করিব; কি প্রকারে চির দিন তোমার অমৃত সহবাসে যাপন করিব। তখন দেবতা তুল্য আপনাকে তোমার উপাসনার অধিকারী জানিয়া কি মহত্ত্বই লাভ করি। হে পরমাত্মন্! আমারদের আত্মাতে এই প্রকার উন্নত ভাব প্রেরণ কর। আমরা যেন তোমার নিকটে আসিয়া এখান হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া না যাই। যাহার জন্য আমরা সকলে এই সমাজ-মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি, কি না তোমার পবিত্র সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া প্রদান কর। যাঁহারা এক বার এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া তাঁহার উজ্জ্বল ভাব দেখিতে পান, তাঁহাদের প্রতি সপ্তাহেই মনে হইবে, আমারদের সেই মহান্ উৎসব পুনর্ব্বার আসিতেছে। তখন এই স্থানকেই দেবলোক মনে হইবে। এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি যে এখানে আমরা সকলে মিলিয়া এক-হৃদয়ে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, আমরা সকলেই তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় অকপট প্রেমোজ্জ্বল হৃদয় প্রদান করিতেছি,—সমুদয় হৃদয়, সমুদয় প্রীতি, সর্ব্বস্ব, তাঁহাতে সমর্পণ করিতেছি; তবে এই সমাজকেই দেবলোক তুল্য

বোধ হয় কি না? এই পবিত্র স্থানে সাক্ষাৎ প্রিয়তম পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পাপ ও মলিনতা সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। হে পরমাত্মন্! আমাদের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর। আমরা যদি কখন তোমার নিকটে অপরাধী হই, তবে আমারদিগেকে সহস্র দণ্ড দেও, কিন্তু যেন— কখন যেন ঘন-বিষদ-পূর্ণ মলিন-হৃদয় হইয়া তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার কথা আমি কি বলিব? বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়; মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়। তুমি যখন কৃপা করিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার কর, তখনই আমি বল পাই। আমার কি ক্ষমতা যে তোমার ভাব মুখে ব্যক্ত করি—তোমার প্রসন্নতা, তোমার আবির্ভাবই আমার সকলই। ঈশ্বর! এই সকল বাক্য দ্বারা যেন সকলের আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হয়।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

মনুষ্যের মানসিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন কি রূপে কাল ক্রমে হইয়া আসিতেছে; কি প্রকারে মানব জাতি অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে বল বীর্য্য বিদ্যা লাভ করত ভূমণ্ডলে প্রভাবশালী হইতেছে; অতি প্রাচীন কালেই বা জন-সমাজে কি প্রকার রীতি নীতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত ছিল; এই সকল উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুধাবনে যে কি অপর্য্যাপ্ত আনন্দ ও জ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমারদের এই ভারত ভূমি অতি প্রাচীন দেশ। ইহার আদিম হিন্দুগণ সর্ব্বাগ্রেই জ্ঞান ও সভ্যতার মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমারদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃত ইতিবৃত্ত এক খানিও নাই। আমারদের ভারত বর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থার ও তৎকাল-প্রচলিত আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন কোন বিশেষ গ্রন্থ আমারদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বেদ ও অপরাপর প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে উক্ত বিষয়ক বৃত্তান্ত যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংকলন করা নিতান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আচার পদ্ধতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী কি রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে হিন্দুদিগের প্রাচীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক; এবং সেই প্রাচীন অবস্থা কেবল প্রাচীন বেদ হইতেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যেমন কোন নদীর উৎপত্তি-স্থান ও গতি আবিষ্কার করিতে হইলে তাহার পর্ব্বত-ক্রোড়-স্থিত নির্ঝর দর্শন করা আবশ্যক, সেইরূপ সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম অবগত হইতে গেলে তাহার উদ্ভব স্থান যে বেদ শাস্ত্র, তাহার প্রতি অগ্রে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা বৈদিক আচার ও বৈদিক ধর্ম্ম এক্ষণকার হিন্দুদিগের মধ্যে কত দূর প্রচলিত আছে ও তাহা হিন্দুদিগের সামাজিক উন্নতি বিষয়ে কি রূপ প্রভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক। অতএব প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্ম কি, ও বৈদিক সময়ের মনুষ্যগণ কি প্রকার অবস্থায় ছিল, তাহা অবগত না হইলে হিন্দু-পুরাবৃত্ত কদাপি সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না।

বেদ হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন শাস্ত্র। বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ কোন জাতির মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রাচীন গ্রন্থ সকল বিষয়েরই প্রধান ও অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। মনু ও অপরাপর সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা বেদকে অভ্রান্ত পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অপর যদিও কাল ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ লোপাপত্তি হইয়াছে—যদিও বেদ-বিহিত আচার-পদ্ধতি এক্ষণে হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে দৃষ্ট হয় না এবং বেদের ভাষার দুরূহত্ব প্রযুক্ত তাহার অধ্যয়ন ও নিতান্ত বিরল হইয়াছে; তথাপি হিন্দু মাত্রেই বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের যে কি প্রভেদ, তাহা অনেকে কিছু মাত্র অবগত নহেন; এবং হিন্দু-ধর্মাভিমানী অনেকেই অজ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া গর্ব্বিত স্বরে কহিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় মতই সনাতন বেদ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের আধুনিক শাস্ত্রকারেরাও এই প্রকার ভ্রম প্রচার করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু জলদ জালবৎ ভ্রম কদাপি অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। এক্ষণে বিদেশীয় সংস্কৃত-বিদ্যা-বিশারদ সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ প্রগাঢ় যত্ন সহকারে বিস্তীর্ণ সমুদ্র তুল্য বেদ শাস্ত্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যে সকল আশ্চর্য্য অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলের বিশেষতঃ হিন্দু মাত্রেরই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব এই প্রস্তাবে বেদ শাস্ত্র ও বৈদিক হিন্দুদিগের বিবরণ সবিস্তার লিখিত হইবেক।

সামান্যতঃ বেদ চতুঃসঙ্খ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ব বেদ। কিন্তু এ বিষয়ে বিলক্ষণ মত-ভেদ দৃষ্ট হয়; অনেক প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থকার অথর্ব্ব বেদকে বেদ বলিয়া গণ্য করেন না। মনু অথর্ব্ব বেদের বিষয়ে কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে তিন বেদ। যথা

> তএব হি ত্রয়োলোকাস্তএবত্রয়আশ্রমাঃ
> তএব হি ত্রয়োবেদাঃ তএব হি ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥
>
> মনুসংহিতা ২অ ২৩০
>
> অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
> বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥
>
> মনু ২অ ৭৬

অপর অমরকোষাভিধানেও তিন মাত্র বেদের উল্লেখ আছে। যথা, "স্ত্রিয়াং ঋক্ সাম যজুষী ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী" কিন্তু মণ্ডুকোপনিষদের প্রথম মণ্ডুকের প্রথম খণ্ডে অথর্ব্ব বেদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা

> অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

বাস্তবিক অথর্ব্ব বেদ অপর তিন বেদ হইতেই সংকলিত হইয়াছে; এবং তাহার ভাষা ও ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবেক যে তাহা অন্যান্য বেদাপেক্ষা আধুনিক, সুতরাং তাহা অন্যান্য বেদের পরিশিষ্ট রূপেই গণ্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তিন বেদ যে ঋক্ যজুঃ সাম, ইহাদের মধ্যেও রচনা, ভাব ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদ পূর্ব্বতন ঋষিদিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত সরল ভাবে দেবতাদিগের স্তোত্র ও বন্দনাতে পরিপূর্ণ। ইহা আদ্যোপান্ত ছন্দে রচিত এবং অনেক স্থলে কবিত্ব-রসে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক ঋগ্বেদ যে মনুষ্য সমাজের শৈশবাবস্থায় রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। ইহার ভাবের সারল্য, স্বভাবোক্তি ও পরস্পর অসংবদ্ধ ছন্দ-সকল পাঠ করিলেই বোধ হইবেক

যে ইহা মনুষ্যের অকৃত্রিম আদিম অবস্থার আদর্শ-স্বরূপ। যজুর্ব্বেদে বাহুল্য-রূপে যজ্ঞাদির বিবরণ ও তদনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও মন্ত্র-সকল প্রকটিত আছে। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও তদনুষ্ঠান-সংক্রান্ত নানা প্রকার কাল্পনিক প্রথা সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত বেদ রচিত হইয়াছে। অপর তাহাতে স্থানে স্থানে ঋগ্বেদ হইতে স্তোত্র-সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। সাম বেদ প্রায় ঋগ্বেদের অবিকল অধ্যাহার বলিতে হইবেক; ঋগ্বেদেরি সূক্ত-সকল ইহাতে উদ্ধৃত হইয়া গান করিবার নিমিত্ত নূতন প্রকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের শ্লোক ও বাক্য-সকল যেমন অপরাপর বেদে বাহুল্য-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ ঋগ্বেদে অপর বেদ-ত্রয়ের কোন কথাই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ঋগ্বেদ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আমারদের প্রাচীন সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান বিষয়ে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গ্রন্থ।

পৌরাণিক মতে চারি বেদ ব্রহ্মার মুখ-চতুষ্টয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং চারি বেদই সমকালোৎপন্ন এবং সমান রূপে প্রামাণিক। কিন্তু এই মত যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অলীক, তাহা বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কোন বেদই এক কালে বা এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। সকল বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক রচিত এবং বেদ-রচয়িতা ঋষিদিগের নামও অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপে পূর্ব্বতন ঋষিগণ সময়ে সময়ে যে সকল আপনারদিগের স্বাভাবিক ও আন্তরিক সহজ ভাব-সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহা তাঁহাদিগের অনুচরগণের মধ্যে প্রচারিত হইত এবং তাহা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এ কাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক শ্লোক-সকল যে বহু কাল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। পরে বেদব্যাস কর্ত্তৃক তৎসমুদায় সংকলিত হইয়া পর্য্যায়-ক্রমে অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও সূক্তাদিতে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যে প্রণালীতে বেদ-চতুষ্টয় নিবদ্ধ দেখা যায়, তাহা বেদব্যাসের পূর্ব্বেতে ছিল না। বেদব্যাস কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা জ্যোতিষ্ ও অপরাপর প্রমাণ দ্বারা এক প্রকার নিশ্চয় রূপে নিরূপিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে বেদব্যাস খৃষ্ট অব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সমুদায় বেদ ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। এতাধিক প্রাচীন কালের মনুষ্যগণের মুখ-বিনির্গত বচন-সকল শ্রুতি-পরম্পরায় শত শত বৎসর অতিক্রম করিয়া যে আসিয়াছে, তদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে।

যে বেদ আমাদের আদিপুরুষদিগের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ অদ্যাবধি রহিয়াছে, তাহার প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন ভাব শ্রুতি-গোচর হইলে কাহার না মনোমধ্যে আনন্দের উদয় হইবেক। যে ভাষা এক্ষণে আমাদের দুর্ব্বোধ্য ও মৃত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহাও এক কালে জীবিত ছিল; যে ভাবের এক্ষণে কোন আদর্শই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও এক কালে প্রাধান্য-রূপে প্রচলিত ছিল।

এক্ষণে সেই বেদ হইতে আমারদের প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত জানা যাইতে পারে। পুরাণ ও অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কেবল নানা প্রকার অসঙ্গত কাল্পনিক ও অনর্থক গল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক

আমারদের অতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত পুরাণাদি আধুনিক গ্রন্থ-সকলে অনুসন্ধান করা বৃথা। কিন্তু যে গ্রন্থে প্রাচীন ঋষিদিগের মুখ-নিঃসৃত বচন-সকল প্রকটিত আছে, তা-হাই এ বিষয়ের এক মাত্র প্রমাণ হইতে পারে। বৈদিক সময়ের ইতিহাস কেবল বেদ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদায় বেদ এক কালেই রচিত হয় নাই। সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গের রচনার পর্য্যায় ক্রম বিবেচনা করিলে বৈদিক সময়কে চারি কল্পে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ছন্দোকল্প, মন্ত্র-কল্প, ব্রাহ্মণ-কল্প এবং সূত্র-কল্প। (১) এই চারি কল্পের রচনা এবং সামান্যতঃ তা-হার ভাবার্থ-বিষয়ে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। প্রত্নত বৈদিক কালের আচার ও ধর্ম্ম এই চারি কল্পে কি রূপে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট-রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক।

ছন্দোকল্পে হিন্দু-সমাজের অতি শৈশবাবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সময়ে কোন বিশেষ ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত হয় নাই; কেবল পূর্ব্বতম ঋষিগণ সহজে আপন আপন মনোগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাব-সকল ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। হোম যাগ যজ্ঞাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের কথা ছন্দোকল্পে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহার পরেই যে নানা প্রকার যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা ঋগ্বেদেই সপ্রমাণ হইতেছে। মন্ত্র-কল্পেই বৈদিক যাগ যজ্ঞ অত্যন্ত আদরণীয় হইয়াছিল। এই সময়েই বেদ-ত্রয় রচিত হয়। ব্রাহ্মণ-কল্পে ব্রাহ্মণদিগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। ব্রাহ্মণ-খণ্ড প্রায় সমুদায়ই গদ্যে রচিত। তাহা ইতিহাস ও ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ক নানা প্রকার প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ খণ্ডের যে কোন অংশ পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধ হইবেক যে ব্রাহ্মণ-কল্পে ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তা ও আলোচনা বাহুল্য রূপে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। এই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ ও উদার-ভাব-পরিপূর্ণ উপনিষদ্-সকলের রচনা হয়।

পরে সূত্র-কল্পে বেদ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা ও টীকা রচিত হয় এবং বৈদিক ভাষার অর্থ ও বৈদিক যজ্ঞাদির অভিপ্রেত ও মর্ম্মাববোধার্থ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এই ছয় বেদাঙ্গ লিখিত হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে সূত্র-কল্পে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বৈদিক ভাষা পুরাতন হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহা বুঝিবার নিমিত্ত টীকাদির আবশ্যক হইয়াছিল। অপর সূত্র-কল্পকে বৈদিক ও পৌরাণিক সময়ের মধ্যবর্ত্তি বলিতে হইবেক; এই হেতু তাহা যে হিন্দু-সমাজের এবং হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষ পরিবর্ত্তনের সময়, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে বৈদিক সময়কে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই চারি কল্পে হিন্দু সমাজ কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা পশ্চাতে বিবৃত হইবেক।

কিন্তু সর্ব্বাদৌ ইহা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে হিন্দু-বংশের আদিম উৎপত্তি-স্থান কোথা? যদিও ভারতবর্ষ

(১) বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগের নাম মন্ত্র বা সংহিতা, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। প্রথম ভাগকে কর্ম্ম কাণ্ড এবং দ্বিতীয় ভাগকে জ্ঞান কাণ্ড কহে। এই দুই ভাগ ভাবার্থ-বিষয়ে পরস্পর এতাধিক বিভিন্ন যে তাহারা অবশ্যই দুই ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুদিগের বাসস্থান হইয়াছে; তথাপি ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ যে হিন্দুরা দেশান্তর হইতে ভারত ভূমিতে উপনীত হইয়া ক্রমে বাহু-বলে ইহাকে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ব বিদ্যার ভূয়সী শ্রী-বৃদ্ধি হওয়াতে মানব জাতির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ের অনেক আবিষ্কার হইয়াছে। তদ্দ্বারা ইউরোপীয় অতি দুরস্থ মনুষ্যগণের সহিত হিন্দুদিগের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে এবং যে সকল জাতিকে এক্ষণে আচার ব্যবহার জ্ঞান ধর্ম্মে নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেখা যায়, তাহারাও যে এক বংশোদ্ভব এবং এক সময়ে সমভাষী ছিল, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক হিন্দু, জর্ম্মাণ, পারস্য এবং গ্রীক জাতি; ইহারা সকলেই এক বংশ হইতে উদ্ভব হইয়াছে; সেই বংশের নাম আর্য্য বংশ। আর্য্য বংশীয়েরাই ভূমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ও বল বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছেন।

এই বংশের আদিম বাস-স্থান বোধ হয় আশিয়া খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি বোখারা বা তুর্ক দেশ হইবেক। এই স্থান হইতেই আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দলবদ্ধ হইয়া ইউরোপাভিমুখে গমন করিয়া নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। অপর এক দল দক্ষিণাভিমুখে গিয়া পারস্য এবং ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে। এই রূপে আর্য্য সন্তানগণ পৃথিবীর নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এক্ষণকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল জাতির মধ্যে ভাষা ব্যতীত আর কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যে স্থানান্তর হইতে উপনীত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বেদ হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আর্য্য ভিন্ন হিন্দুস্থান-বাসী অপর এক জাতির উল্লেখ আছে। তাহাদের নাম দস্যু। ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম বাসী ছিল। পরে আর্য্যগণের আগমনাবধি দুই জাতিতে সতত মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইত; এই প্রকার যুদ্ধ দ্বারা আর্য্য-বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে উত্তর হিন্দুস্থান অধিকার করত দস্যুদিগকে দূরীভূত করিয়াছিল। দস্যু জাতি অপেক্ষাকৃত হীন ও অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদের আচার ও ধর্ম্ম আর্য্যদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; এই হেতু তাহারা ধর্ম্ম-বহির্ভূত ও অব্রত-পরায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারাই সর্ব্বদা ঋষিদিগের যজ্ঞাদির নানা প্রকার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিত। পশ্চাতের কতিপয় মন্ত্রে আর্য্য ও দস্যু জাতির বিশেষ প্রভেদ স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইবেক।

বি জানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন॥

১ অষ্টক ৪। সূ। ৮ ম

হে ইন্দ্র ত্বং 'আর্য্যান্' বিদুষোঽনুষ্ঠাতৄন্ 'বিজানীহি' বিশেষেণ বুধ্যস্ব। 'যে চ দস্যবঃ' তেষামনুষ্ঠাতৄণামুপক্ষপয়িতারঃ শত্রবস্তানপি বিজানীহীতি শেষঃ। জ্ঞাত্বা চ 'বর্হিষ্মতে' বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায় 'অব্রতান্' কর্ম্মবিরোধিনস্তান্ দস্যূন্ 'রন্ধয়' রন্ধয় হিংসাং প্রাপয় 'শাসৎ' দুষ্টানামনুশাসনং নিগ্রহং কুর্ব্বন্। অতঃ 'শাকী' শক্তিযুক্তস্ত্বং 'যজমানস্য' 'চোদিতা' প্রেরকো 'ভব'। যজ্ঞবিঘাতকানসুরাংস্তিরস্কৃত্য যজ্ঞান্যজমানৈঃ সম্যগনুষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ। অহমপি স্তোতা 'তে' তব 'তা' তানি পূর্ব্বোক্তানি কর্ম্মাণি 'বিশ্বা ইৎ' সর্ব্বাণ্যেব 'সধমাদেষু' সহমদনযুক্তেষু যজ্ঞেষু স্তোতুং 'চাকন'। কাময়ে॥

আর্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথক্ করিয়া জান। যজমানের অনুকূল হইয়া ব্রতহীন দস্যুদিগকে শাসন করত হিংসা কর। যজমানের যজ্ঞ অনু-

স্থাপন করিতে তুমি সক্ষম হও। আমিও আনন্দ-যুক্ত যজ্ঞেতে তোমার সেই সকল কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে কামনা করি।

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ
১ অষ্টক ৫১। সূ। ৯ ঋ

য 'ইন্দ্রঃ' 'অনুব্রতায়' অনুকূলকর্ম্মণে যজমানায় 'অপব্রতা' অপগতকর্ম্মণোযজমানান্ 'রন্ধয়ন্' হিংসয়ন্ তথা 'আভূভিঃ' আভিমুখ্যেন বর্ত্তমানৈঃ স্তোতারঃ তৈঃ 'অনাভুবঃ' তদ্বিপরীতান্ 'শ্নথয়ন্' হিংসয়ন্ বর্ত্ততে

ইন্দ্র ক্রিয়াশীল যজমানের নিমিত্তে ক্রিয়াহীন দস্যুকে হিংসা করেন এবং ধার্ম্মিকদিগের দ্বারা অধার্ম্মিক দস্যুদিগকে বিনাশ করেন।

আর্য্যগণ যে সর্ব্বদাই এই অসভ্য জাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহাও ঋগ্বেদের প্রায় প্রতি শ্লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিগণ দস্যুদিগের নগর-সকল উৎসেদ করণার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেন।

স জাতূভর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্নচরদ্বি দাসীঃ।
বিদ্বান্ বজ্রিন্ হেতিমস্যার্য্যং সহো বর্দ্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র ॥
১ অষ্টক। ১০৩ সূ। ৩ ঋ

'স' 'জাতূভর্ম্মা' অসনিরূপং আয়ুধং যস্য সঃ 'ওজঃ' ওজসা বলেন নিষ্পাদ্যং কার্য্যং 'শ্রদ্দধানঃ' আদরাতিশয়েন কাময়মানঃ। স ইন্দ্রঃ দাসীঃ দস্যুসম্বন্ধীনি 'পুরঃ' পুরানি 'বিভিন্দন্' বিনাশয়ন্ 'ব্যচরৎ' বাচরঃ বিবিধমগচ্ছৎ। হে বজ্রিন্ বজ্রবন্ 'ইন্দ্র' বিদ্বান্ স্তুতির্বিজানংস্ত্বং 'অস্য' স্তোতুঃ দস্যবে শত্রবে 'হেতিং' আয়ুধং বিসৃজ 'আর্য্যং সহ' আর্য্যা বিদ্বাংসস্তোতারঃ তদীয়ং বলং 'বর্দ্ধয়' বর্দ্ধয়। তথা 'দ্যুম্নং' তদীয়ং যশশ্চ প্রবর্দ্ধয়।

একান্ত বিশিষ্ট এবং বলনিষ্পাদ্য কর্ম্মের অভিলাষী ইন্দ্র ক সেই ইন্দ্র দস্যুদিগের পুরী-সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিলেন। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি এই স্তোতার স্তব গ্রহণ করিয়া দস্যুর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ কর এবং আর্য্যদিগের বল ও যশ বর্দ্ধন কর।

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু স্বর্মীড়্হেষ্বাজিষু। মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ ॥
২ অষ্টক। ১৩০ সূ। ৮ ঋ।

অপি 'ইন্দ্রঃ' 'সমৎসু' রণেষু 'যজমানং' যষ্টারং 'আর্য্যং' অরণীয়ং সর্ব্বৈর্গন্তব্যং 'প্রাবৎ' রক্ষতি 'শতমূতিঃ' স্বভক্তেষ্বপরিমিতরক্ষণ ইন্দ্রঃ 'বিশ্বেষু' সর্ব্বেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু যজমানং প্রাবৎ 'স্বর্মীড়্হেষু' স্বর্গদেশেষু সুখস্য সেচয়ৎসু 'আজিষু' মহাসংগ্রামেষু প্রাবৎ। অত্রেতিহাসমাচক্ষতে। অংশুমতী নাম নদী তস্যাস্তীরে কৃষ্ণনামাসুরো বর্ত্ততশ্চ কৃষ্ণো দশসহস্রৈরনুচরৈরুপেতস্তদ্দেশ-বর্ত্তিনঃ পীড়য়ামাস্তে। অত্রেন্দ্রো বৃহস্পতিনা প্রেরিতঃ সন্ মরুদ্ভিঃ সহিতঃ কৃষ্ণাং তদীয়ত্বচং উৎকৃত্য সানুচরমবধীৎ। তদত্রোচ্যতে। অয়মিন্দ্রঃ 'মনবে' মনুষ্যায় মনুষ্যাণামর্থায় 'অব্রতান্' কর্ম্মরহিতান্ যাগবিদ্বেষিণঃ 'শাসৎ' হিংসিতবান্। তথা 'কৃষ্ণাং ত্বচং' কৃষ্ণনাম্নোঽসুরস্য কৃষ্ণবর্ণাং ত্বচং উৎকৃত্য 'অরন্ধয়ৎ' হিংসিতবান্।

ইন্দ্র যুদ্ধেতে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন, আর স্বভক্তের রক্ষক ইন্দ্র যাবতীয় সংগ্রামে যজমানকে রক্ষা করেন, এবং তিনি স্বর্গ-সাধন সুখ-বর্দ্ধন মহা সংগ্রামেতে যজমানকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের নিমিত্তে কর্ম্ম রহিত যাগবিদ্বেষী দস্যুদিগকে শাসন করেন। তিনি কৃষ্ণাসুরের কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভারতবর্ষ-বাসী দস্যুগণ সাতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিল; সুতরাং গৌর-বর্ণ আর্য্য-বংশীয়েরা তাহাদের কৃষ্ণ-ত্বক্ বলিত। যথা

ত্বদ্ভিয়া বিশ আয়ন্নসিক্নীরসমনা জহতীর্ভোজনানি। বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদেঃ।
৫ অষ্টক ৫ সূ। ৩ ঋ।

হে বৈশ্বানর যখন তুমি প্রজ্বলিত হইয়া পুরু রাজের সহায়ে নগর-সকল দগ্ধ করিলে, তখন কৃষ্ণবর্ণ-জাতিরা বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং তাহাদের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আর্য্য ও দস্যুদিগের ত্বকের বর্ণ ভেদেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহারা কদাপি এক দেশীয় ছিল না। বাস্তবিক আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার অগ্রে যে হিম-প্রধান-দেশে বাস করিতেন, তাহার কোন সংশয় নাই।

আর্য্যবংশের আগমনের পূর্ব্বে দস্যু-জাতি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। বেদে তাহাদের অজস্র ধন এবং প্রস্তর ও লৌহ নির্ম্মিত নগর-সকলের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরোদাসপত্নীরধূনুতং। সাকমেকেন কর্ম্মণা। ৩ অষ্টক। ১২সূ। ৬ ঋ।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'দাসপত্নীঃ' দাসাঃ উপক্ষপয়িতারঃ শত্রবঃ তে পতয়ঃ পালকাযাসাং পুরীণাং তাদাসপত্নীঃ 'নবতীং' নবতিসংখ্যাকাঃ 'পুরঃ' এবংবিধ, ঃ শত্রুনাং পুরীঃ 'একেন কর্ম্মণা' উদ্যোগেন যুবাং 'সাকং' সহ 'অধূনুতং' অকম্পয়তং।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি। তোমরা একত্রে দস্যুদিগের নবতি সংখ্যক নগর ধ্বংস করিয়াছ।

প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোধুর্হ্ঁত্বী দস্যূন্ পুর আয়সীর্নিতারীৎ। ২অষ্টক। ২০সূ। ৮ঋ।

'যৎ' যদা 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বাহ্বোর্বজ্রং' 'প্রতি ধূঃ' স্তোতারোসুরবধসূচকেন স্তোত্রেণ প্রতিনিদধুঃ। স্তূয়মানোহীন্দ্রোদস্যুবধার্থং বজ্রমাদত্তে। তদস্তেন বজ্রেন 'দস্যূন্' 'হত্বী' হত্বা তদীয়া 'আয়সীঃ' আয়োময়ীঃ 'পুরঃ' 'নিতারীৎ' নিতরামনাশয়ৎ।

যখন এই ইন্দ্রের বাহুর বজ্র স্তোতারা অসুর-বধ-সূচক স্তোত্র দ্বারা বন্দনা করিলেন, তখন সেই বজ্র দ্বারা দস্যুদিগকে হনন করিয়া তাহাদের লৌহময় পুরী সকল নিঃশেষে ভগ্ন করিলেন।

আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে যে ভয়ানক শত্রুতা ছিল এবং তাহারা যে সততই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিত, তাহা ঋগ্বেদের ভুরি ভুরি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে; এরূপ বৈর-ভাব কদাপি স্বদেশীয় মনুষ্য-গণের মধ্যে সম্ভবে না। বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে সকল হিম-প্রধান পর্ব্বত প্রদেশের বিবরণ আছে, তাহা ভারত ভূমির অবন্ধুর পর্ব্বত-শূন্য বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বতন আর্য্যগণের যে এক সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-স্থিত হিমালয় পর্ব্বতে বাস ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরন্তু সোমলতা বিবরণ হইতে এ বিষয়ের পোষকতায় আরও একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সোম-রস প্রায় সকল বৈদিক যজ্ঞেতেই নিতান্ত প্রয়োজন হইত। কিন্তু সোমলতা কদাপি ভারত-বর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মে না; উহা হিমালয় অঞ্চলের পর্ব্বতোপরি উৎপন্ন হয়। অত-এব যখন বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রথম প্রচলিত হয়, তখন আর্য্যগণ অবশ্যই উক্ত পর্ব্বত প্রদেশ সন্নিকটেই বাস করিতেন কারণ তাঁহাদের হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি সম-ভূমিতে বাস হইলে কদাপি তথায় এতাধিক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের এতদ্রূপ প্রয়ো-জন ও ব্যবহার হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ বেদে যে সকল স্থানের নদ বা নদীর নাম উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ই পঞ্জাবের উত্তরাংশ-স্থিত (২)। পঞ্জাব অঞ্চলের পর যে হিন্দুস্থানের কোন অংশ বৈদিক আর্য্যেরা অবগত ছিলেন, এমত বোধ হয় না। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঋগ্বেদের রচনা কালীন আর্য্যগণ পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন

মনু আর্য্যদিগের প্রথম বাসস্থান সর-স্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তি দেশে স্থাপন করিয়াছেন

(২) ঋগেদের অনেক স্থলে সিন্ধুনদীর উল্লেখ আছে, তৎপরে পঞ্জাবের পঞ্চ নদ এবং সরস্বতী নদীর কথাও আছে; এই সপ্ত দনী সপ্ত সিন্ধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ মনুঃ

কিন্তু যদি আর্য্যগণ হিমালয়ের উত্তর-

তবে অবশ্যই তাঁহারদের পূর্ব্ব-বাসের স্বল্প মাত্রও স্মরণ থাকিবেক এবং উক্ত প্রদেশের কোন না কোন কথা বেদে উল্লিখিত থাকিবেক; এই বিতর্ক সহজেই মনো মধ্যে উদয় হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব অদ্যাপি বেদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কেবল অথর্ব্ব বেদের এক স্থলে দৃষ্ট হয় যে কুষ্ঠ নামক লতা হিমালয়ের উত্তরে জন্মে।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ প্রাচ্যাং নীয়সে জনং। ৫-৪-৮

হিমগিরির উত্তরে জাত হইয়া তুমি পূর্ব্ব প্রদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে নীত হইয়াছ।

অপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামক উপনিষদে হিমালয়ের উত্তরস্থ উত্তর-কুরু নামক একটি দেশের উল্লেখ আছে।

তস্মাৎ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরাডিত্যেনান্ অভিষিক্তানাচক্ষতে।

অতএব এই উত্তর প্রদেশে উত্তর কুরু এবং উত্তর-মদ্র নামক যে সকল জাতি হিমালয়ের উত্তরে বাস করে, তাহারা স্বতন্ত্র বিধানাভিষিক্ত। যাহারা এই রূপ অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের নাম বিরাল।

রামায়ণেও উত্তর-কুরু ও দক্ষিণ-কুরুর কথা দেখিতে পাওয়া যায়! কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে যে লোকে পূর্ব্ব-কালে উত্তর প্রদেশে বচন শিক্ষার্থ গমন করিতেন এবং যাঁহারা উক্ত প্রদেশ হইতে আগমন করিতেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হইতেন।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের প্রতি বর্ত্তমান শকের ৩১ বৈশাখ দিবসে যে সকল প্রশ্ন দেওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে যাহা কিছু উপদেষ্টা কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে, তাহারও নিদর্শন দেওয়া হইল।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ না বলিলে কি দোষ হয়?

১ উত্তর। ঈশ্বরকে মঙ্গল-স্বরূপ না বলিলে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক-স্বরূপে দুই মহৎ দোষ পড়ে; হয়, তাঁহার সৃষ্ট এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের শুভাশুভ বিষয়ে তাঁহাকে উদাসীন বলা হয়; নয়, তাঁহাকে নিষ্ঠুর অসুর বা নির্দ্দয় দৈত্য বলা হয়। কিন্তু আমারদের সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দুই দোষের কোন দোষই ঈশ্বরের স্বরূপে দিতে পারি না। ইহা কেবলই যে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, তাহা নহে (৩) কিন্তু আলোচনা করিলে বুদ্ধিও ইহার সবিশেষ পোষকতা করে।

তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার

সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে তাঁহার প্রীতি-নয়নের উপর সমুদায় জগৎ-সংসার চলিতেছে। তিনি সকলের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি যন্ত্রী রূপে এই বিশাল বিশ্ব-যন্ত্র চালাইতেছেন। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ ও আশ্রয়-স্থান। তিনি উদাসীনের ন্যায় কখন আমারদিগকে অব-

(৩) ছাত্রের লিপি—ইহা কেবল আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ নহে।

হেলা করেন না। তিনি আমারদের সঙ্গে থাকিয়া আমারদের মনে প্রীতি-ভক্তি-সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন, পবিত্র চিন্তা-সকল উদ্দীপন করিতেছেন; এবং মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন। "তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।"

আমারদের প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে বলিয়া, যে তিনি আমারদের অশুভ কল্পনা করেন, এমতও নহে। আমারদের অকল্যাণ বিধান করিবার উদ্দেশে তিনি যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, 'ইহা বলিলে বুদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় উভয়েরই বিরোধ হয়।' (৪) প্রত্যুত আমারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে সুখী করাই তাঁহার সকল নিয়মের একমাত্র উদ্দেশ্য। কি ভৌতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক, সকল প্রকার নিয়মেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। অবনী মণ্ডলে নানা প্রকার রোগ শোক দুঃখ সৃষ্টি করিয়া অনেকে সহসা ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে দোষ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহারদের ভ্রম অনায়াসেই প্রতীতি হয়। আমারদের কল্যাণের জন্যই তিনি দুঃখ শোক বিধান করিতেছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা শিক্ষিত হই, ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন করি।

এই রূপে যদ্যপি আমারদের ক্ষীণ পরিমিত বুদ্ধি সকল সময়ে তাঁহার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় অনুভব করিতে পারে না, তথাচ আমারদের সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের সিদ্ধান্ত এই যে অমঙ্গলের সঙ্গে তাঁহার লেশ মাত্র যোগ নাই। তিনি আমারদের সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদানভূত। "তিনি শত্রুর ন্যায় (৫) আমারদের অশুভ কল্পনা করেন না। প্রত্যুত আমারদিগকে কল্যাণ বিধান করাই তাঁহার সকল কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

২ প্র। ঈশ্বরকে অনন্ত-স্বরূপ না বলিলে কি দোষ হয়?

২ উ। ঈশ্বরকে অনন্ত-স্বরূপ না বলিলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা হয় না। ঈশ্বরের লক্ষণ এই যে তিনি অনন্ত-স্বরূপ। যাহা কিছু পরিমিত বস্তু আমরা দেখিতে পাই, তাহা সমুদায়ই সৃষ্ট পদার্থ; সৃষ্ট বস্তুর লক্ষণ এই যে তাহারা সীমা বিশিষ্ট। ঈশ্বরকে অনন্ত স্বরূপ না বলিলে তাঁহাকে স্রষ্টা বলা হয় না। কারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই তিন অলৌকিক শক্তি কেবল অনন্ত-স্বরূপেরই। সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের কার্য্য এই সৃষ্টি; ঈশ্বর শক্তিতে অনন্ত না হইলে কোন রূপেই সৃষ্টি-কর্ত্তা হইতে পারেন না। আমরা পরিমিত জীব হইয়া ঈশ্বরের অনন্ত ভাব মনেতে ধারণ করিতে পারি না বটে; কিন্তু বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই, কোন বিষয়ে তাঁহার সীমা নাই, অন্ত নাই—খর্ব্বতা নাই।

ঈশ্বরের আমরা যে কোন স্বরূপ মনে করি তাহাই অনন্ত। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত—মঙ্গল ভাবে অনন্ত—শ
অনন্ত। অনন্ত স্বরূপই তাঁহার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ। তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় পরিমিত বলিলে তাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থ বলা হয়। তাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থ বলিলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা হয় না। অতএব, ঈশ্বরকে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিলে তাঁহাকে পরিমিত বস্তু বলা হয়; তাঁহার স্বরূপ হইতে অনন্ত ভাব

(৪) ছাত্রের লিপি—ইহা বলিলেও বুদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় উভয়ের বিরুদ্ধে কাজ করা হায়।

(৫) ছাত্রের লিপি—পরম শত্রুর ন্যায়

প্রত্যাহার করিয়া লইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হয়।

প্র। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে কি দোষ হয়?

৩ উ। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে তাঁহাকে নির্ব্বিকার ও অনন্ত-স্বরূপ বলা হয় না। শরীর থাকিলেই শরীরের বিকার যে রোগ তাহা 'থাকিবার সম্ভাবনা' (৬)। শরীরী বস্তু কখন অনন্ত হইতে পারে না। যাহার শরীর আছে, তাহাই পরিমিত—তাহাই সীমা-বিশিষ্ট। ঈশ্বরের আত্মা যদি শরীর-বদ্ধ থাকিল, তবে তিনি কি রূপে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার দৃষ্টি করিবেন। তাহা হইলে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইল, যে তিনি কতক জানেন কতক জানেন না; কতক দেখেন কতক দেখেন না। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপে দোষ পড়ে। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে আমরা তাঁহাকে নির্ম্মল, কি কায়হীন, কি পরিশুদ্ধ, কি শিরা ও ক্ষত রহিত বলিতে পারি না। তিনি নিরবয়ব—তিনি জ্ঞান স্বরূপ।

৪ প্র। ঈশ্বরকে কেবল বিশ্ব-নির্ম্মাতা বলিলে কি দোষ হয়?

৪ উ। ঈশ্বর কেবল বিশ্ব-নির্ম্মাতা নহেন। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। নির্ম্মাতা কখন পদার্থের শক্তি দিতে পারে না। তাহাতে যে সকল শক্তি আছে, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়াই সে কোন যন্ত্র বা বস্তু প্রস্তুত করে। তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সে ইচ্ছা করিয়া কোন শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টি-কর্ত্তার বিষয়ে এরূপ নহে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহারই ইচ্ছাতে এই সমুদয় জগৎ-সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। 'ঈশ্বরকে কেবল (৭) নির্ম্মাতা বলিলে এই প্রতিপন্ন হয়, যে তাঁহার সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমুদায় পদার্থ তাহারদের স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত বর্ত্তমান ছিল; তিনি কেবল তাহারদিগকে সংযোগ করিয়া এই বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। যদ্যপি আমারদের ইহা বিশ্বাস হয়—তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল পদার্থের নিজ নিজ শক্তি ছিল, যেরূপ এক্ষণে আছে, তাহা হইলে জগৎকে নিত্য বলিতে হয়। ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে পৃথিবী অনন্ত কাল হইতে স্থিতি করিতেছে না, কোন সময়ে কোন সর্ব্বশক্তিমান্ অলৌকিক পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। আমারদের বুদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয় এই সিদ্ধান্তেরই পোষক। এই বিচিত্র জগতের চিহ্ন যখন কুত্রাপি ছিল না, তখন এক অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ ছিলেন, যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি মনুষ্যের ন্যায় কতকগুলি উপকরণ একত্র উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলই হইল। তিনি স্বীয় মহীয়সী শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বকে অসৎ অবস্থা হইতে সদ্ভাবে আনিয়াছেন। 'তাঁহার কেহ সহকারী নাই' (৮)। তিনিই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

৫ প্র। ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে কি দোষ হয়?

৫ উ। ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোত প্রবাহিত

(৬) ছাত্রের লিপি—তাহা অবশ্যই থাকিবে।

(৭) ছাত্রের লিপি—ঈশ্বরকে নির্ম্মাতা বলিলে

(৮) ছাত্রের লিপি—তাঁহার শক্তির কোন সহকারী কারণ নাই।

হইতেছে বলিয়া অদ্যাপি জগৎ-সংসার চলিতেছে'। তিনি সকল পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল বস্তুর অভ্যন্তরে আছেন, এই প্রযুক্ত তাহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্য পৃথিবী অদ্যাপি চলিতেছে বলিয়া যাঁহারা বলেন ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমের আর অবধি নাই। ঈশ্বর সকল পদার্থে আছেন বটে, তাঁহার আবির্ভাব প্রযুক্ত সকল বস্তু নিজ নিজ শক্তি প্রভাবে কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু এ প্রযুক্ত ঐ সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলা যায় না। তাহারা ঈশ্বরের সাহায্যে স্থিতি করিতেছে, তাহারা তাঁহার আশ্রয়ে কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তাহারা কখনই ঈশ্বর নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাহাদের সঙ্গে আশ্রয় আশ্রিতের সম্বন্ধ। ঈশ্বর আশ্রয়-স্থান—এবং তাহারা তাঁহারা আশ্রিত। আমারদের শরীরে যেমত আত্মা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু শরীরকে কখন আত্মা বলা যায় না, সেই রূপ সমস্ত পৃথিবীতে ঈশ্বর-ব্যাপ্ত থাকিলেও, পৃথিবীকে ঈশ্বর বলা বুদ্ধিমান জীবের কর্ম্ম নহে। ঈশ্বর জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে 'জগৎকে ঈশ্বর বলিয়া' (৯) বিশ্বাস করা হয়, যাহা আমারদের 'আত্ম-প্রত্যয়ের' (১০) সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

৬ প্র। তিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান জগতে নাই, ইহা বলিলে কি দোষ হয়?

৬ উ। ঈশ্বর জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহেন বলিলে তাঁহাকে দেশেতে পরিমিত বলা হয়। তাঁহার অধিষ্ঠান যদি সর্ব্বত্রই না হইল, তবে আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে সর্ব্বব্যাপী বলিতে পারি। তাঁহার অধিষ্ঠান জগতে নাই বলিলে তাঁহাকে স্থিতি-কর্ত্তা বলিতে পারা যায়না। সেই মূল কারণকে অবলম্বন করিয়া যাবতীয় বস্তু স্বীয় স্বীয় শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু যদ্যপি আমরা বিবেচনা করি যে ঈশ্বর জগতে নাই, কিন্তু সৃষ্টি করিয়া কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সকলের আশ্রয়-স্থান বলিয়া উক্ত করিতে পারি না। যদি ঈশ্বর কেবল বিশ্ব-নির্ম্মাতা হইতেন, তবে তিনি স্থানান্তরিত হইলেও তাঁহার এই অপূর্ব্ব যন্ত্র চলিত। কিন্তু তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার পালনী শক্তি না মানিলে, 'আত্ম-প্রত্যয়ের বিরোধী হইতে হয়' (১১)।

৭ প্র। জগতে তিনি কি প্রকারে ব্যাপ্ত আছেন, ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

৭ উ। আমারদের শরীরে আত্মা যে রূপে ব্যাপ্ত আছে, ঈশ্বর জগতে সেই প্রকারে ব্যাপ্ত আছেন। আমারদের আত্মা যেমন শরীরের প্রাণ, সেইরূপ পরমাত্মা জগতের প্রাণ-স্বরূপ। আমরা এই রূপ উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই, কিন্তু বাস্তবিক জগৎ-সংসার ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না।

"Pray ye for that peace which will not leave a wilderness for a kingdom, nor ruins for its cities."

(৯) ছাত্রের লিপি—Pantheism

(১০) ছাত্রের লিপি—বুদ্ধির

(১১) ছাত্রের লিপি—অত্যন্ত অন্যায় করা হয়

OF THE COMPREHENSIBILITY AND THE INCOMPREHENSIBILITY OF GOD.

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।
ব্রাহ্মধর্ম্ম। ১ অ। ৪ অ। ৭ শ্লো।

"The Divinity, in a certain sense is revealed; in a certain sense is concealed: He is at once known and unknown."

We here combat the interested assertion of the enemies of philosophy, that God is incomprehensible, and that it is not then for reason, and for the philosophy which it represents, to explain God. Elsewhere, we have established in some manner, it may be admitted, at once the comprehensibility and the incomprehensibility of God. First Series, vol. fourth, Lecture twelfth, p 12. We say at first that God is not absolutely incomprehensible, for this manifest reason, that being the cause of this universe, he passes into and is reflected in it, as the cause in the effect; therefore we recognize him. "The heavens declare his glory," and "the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made:" his power, in the thousands of worlds sown in the boundless regions of space; his intelligence in their harmonious laws; finally, that which there is in him most august, in the sentiments of virtue, of holiness, and of love which the heart of man contains. It must be that God is not incomprehensible to us for all nations have petitioned him, since the first day of the intellectual life of humanity. God, then, as the cause of the universe, reveals himself to us; but God is not only the cause of the universe, he is also the perfect and infinite cause possessing in himself not a relative perfection, which is only a degree of imperfection, but an absolute perfection, an infinitude which is not only the finite multiplied by itself in those proportions which the human mind is able always to enumerate, but a true infinitude, that is, the absolute negation of all limits, in all the powers of his being. Moreover, it is not true that an indefinite effect adequately expresses an infinite cause; hence it is not true that we are able absolutely to comprehend God by the world and by man, for all of God is not in them. In order absolutely to comprehend the infinite, it is necessary to have an infinite power of comprehension, and that is not granted to us. God, in manifesting himself, retains something in himself which nothing finite can absolutely manifest; consequently, it is not permitted us to comprehend absolutely. There remains, then, in God, beyond the universe and man, something unknown, impenetrable, incomprehensible. Hence in the immeasurable spaces of the universe, and beneath all the profundities of the human soul, God escapes us in this inexhaustible infinitude, whence he is able to draw without limit new worlds, new beings, new manifestations. God is to us, therefore, incomprehensible; but even of this incomprehensibility we have a clear and precise idea; for we have the most precise idea of infinitude. And this idea is not for us a metaphysical refinement, it is a simple and primitive conception which shines for us from our entrance into this world, luminous and obscure together, explaining every thing, and being explained by nothing, because it carries us at first to the summit and the limit of all explanation. There is something inexplicable for thought, behold then whither thought tends; there is infinite being, behold then the necessary principle of all native and finite being. Reason explains not the inexplicable, it conceives it. It is not able to comprehend infinitude in an absolute mani... comprehends it in some degree in its indefinite manifestations, which reveal it, and which veil it: and, further, as it has been said, it comprehends it so far as incomprehensible. It is, therefore, an equal error to call God absolutely comprehensible, and absolutely incomprehensible. He is both, invisible and present, revealed and withdrawn in himself, in the world and out of the world, so familiar and intimate with his creatures, that we see him by opening our eyes, that we feel him in feeling our hearts beat, and at the same time inaccessible in his impenetrable majesty, mingled with every thing, and separated from every thing, manifesting himself in universal life, and causing scarcely an ephemeral shadow of his eternal essence to appear there, communicating himself without cessation and remaining incommunicable, at once the living God, and the God concealed, "*Deus vivus et Deus absconditus.*"

Const

CALL TO GOD'S SERVICE.

Consecrate yourselves to God, all ye youths and maidens!
Ere the world benumb your fresh feeling or sin burden your conscience.
Know that others have found God, as ye have not yet found him;
But seek ye after him, and ye shall find him also:
Delight yourselves in him, and he shall give you the desire of your hearts.
Seek him in the open field or in the shrouded wood,
Under the evening sky or in the solitary chamber.
Take with you words, and turn to him, and say:

"Oh Author of our spirits, Perfector of souls,
With thee strength dwelleth in repose, and no passion is in disharmony;
But the passions of youth are untamed, and we do but move toward perfection,
And Desire often seduces from Goodness or Ease deters from Duty.
Yet wisely were we made by thee, and thy Will must be best for us:
Early to submit were our prudence, and sweetly to obey, our happiness;
And when we know that we seek thy will, we know that we become thy servants.
Lo! here we resign all baser desire, we consecrate ourselves to be thine,
We will struggle to be as thou approvest; to be pure, as thou art pure,
Unwarped by perverse passion, unspoiled by selfishness,
Active for every good work, sympathizing with every good cause,
Haters and scorners of the wrong, lovers of good and of good men.
So will we aspire to thee, that we may be thine now and always,
To live before thy open eye, and to die into thy secret bosom."

Speak to him thus, or to this effect, knowing that he reads all your heart;
Knowing that his light searches your dark corners, and sees your unknown faults.
Fear not to meet his piercing gaze, shrink not from his eyes of flame,
But stand before them true-heartedly, to let them burn up your sin.
Oh, how will it cleanse your conscience and strengthen your best purposes.
How will it put to shame all unkindness, all impurity, all worldliness and pride!
Ye who admire heroism shall grow heroic, and the compassionate more tender,
And the generous more self-sacrificing, and the prudent more self-possessed.
Every virtue shall be strengthened, and every vice shall be crippled,
From the day that ye solemnly consecrate your all to the Ever Present God.
For every impulse shall fall into its own place, and learn its due subordination,
And become the meek minister of the soul, or the pleasant amuser of its weariness,
The strong combatant for the right, or the sharp hunter after the true.
And your natures shall become enlarged, as they expand toward God.
Your insight shall be deeper and your survey broader,
Your selfishness shall become prudence, and your prudence unselfish,
Loving your neighbours, loving your country, and mankind, and the Right.
When the faithless trembles at truth your faith shall but grow stronger;
And where the hypocrite is feeble, your sound heart shall be mighty.
Only aspire after perfection, and tell this out to God,
And ere long ye shall find him and know his exceeding great joy.
He shall make with you a covenant of grace and truth,
And shall fill you of his own fulness and visit you with his Spirit,
And he shall be your well-known Lord, and ye shall be his conscious servants,
Equipped for life and careless of death, aspiring after eternity,
Sighing over your own unworthiness, yet certain of Almighty Love.

F. W. Newman.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৩ শকের বৈশাখ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান

শ্রীযুক্ত	গোবিন্দকুমার চৌধুরী ..	২০
”	হরচন্দ্র দত্ত	১২
”	গোবিন্দচন্দ্র ধর	১০
”	কেশব চন্দ্র সেন	১০
”	মধুসূদন ঘোষ	৪৵
”	গোবিন্দ চাঁদ বসু	৪
”	কালীনাথ দত্ত..	১
		৬১৵

মাসিক দান

শ্রীযুক্ত	যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
”	রমাপ্রসাদ রায়	৬
”	নীলকমল মিত্র	২
”	নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ..	২
”	উমাচরণ মিত্র	২
”	ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১০
		২৫

শুভকর্ম্মের দান

শ্রীযুক্ত	ঠাকুরদাস সেন	৬
”	বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
		৭

এককালীন দান

শ্রীযুক্ত	ব্রজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়....	১
”	নবীনকৃষ্ণ বসু	১
ব্রাহ্ম ইন্টিমেট্ এসোশিএশন্ নামক সভা হইতে প্রাপ্ত		১
		৩

দানাধারে প্রাপ্তি	৩।১০
	৯৯৵১০

দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে ব্রাহ্মসমাজে যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহার নিদর্শন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত ৩১ বৈশাখ পর্য্যন্ত আয়	২৮৫০৵১০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে.	২৭৫০
অবশিষ্ট	১০০৵১০

জ্যৈষ্ঠ মাসের আয়

শ্রীযুক্ত	রাজারাম মুখোপাধ্যায়	২৫
	ব্রজনাথ মিত্র	১২
	কালিদাস শান্যাল	১০
	কানাইলাল পাইন	২
	রাম কুমার দত্ত	২
	শ্যামাচরণ দত্ত	১
বারাকপুর নিবাসিনী		২
অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত ..		২৩
পুস্তক বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্তি		৸০
		৭৭॥০

স্থিতি	১৭৮॥৵১০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
২০ আষাঢ় বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৬ সংখ্যা।
শ্রাবণ ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প   পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

১ আষাঢ় ১৭৮৩ শক

আমরা এই সমাজ-মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্ম-পরায়ণদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, সেই পরম পিতার উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হই। এক্ষণে গ্রীষ্ম কালের উত্তাপ গিয়া বর্ষার আগমনে সকলি শীতল হইয়াছে, তুহিন-গর্ভ গন্ধবহ আমারদিগকে পরিচারণা করিতেছে। দেখ, এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল কেমন তাঁহার বৃষ্টি অনুভব করিয়া এক নবীন বেশ পরিধান করিয়াছে, বৃক্ষ-পত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া হৃদয়োৎফুল্লকর হরিদ্বর্ণ প্রকাশ করিয়াছে, বৃক্ষ-শাখাবলম্বী পক্ষিগণ পতত্র সঞ্চালন করত উচ্চৈঃস্বরে মনের আনন্দ প্রচার করিতেছে, আনন্দিত মণ্ডূক-কুল জলাশয় হইতে স্ফীতকণ্ঠ-বিনির্গত শ্রবণ-মনোহর আনন্দ রবে সমুদয় দিক্ আমোদিত করিতেছে, ধূলিময় পথ-ঘাট-সকল বারি-ধৌত হইয়া পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে, জীব-সকল প্রচুর বারি লাভে নিরাকুল ও সন্তুষ্ট হইয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিতেছে, এবং কৃষকেরা নয়ন-রঞ্জন নীল শস্য ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত দেখিয়া আনন্দিত মনে ভাবি ফলের প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে, চতুর্দ্দিক্ হইতেই শীতল বারি আসিয়া আমারদিগকে অভিষেক করিতেছে। বৃষ্টি যে রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া আমারদের শরীর শীতল করিতেছে, এই সমাজে অমৃত বারিও তদ্রূপ শত সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া আমাদের আত্মাকে শীতল করিতেছে। প্রতি দিনই ঈশ্বরের নূতন ভাব, নূতন করুণা, প্রকাশিত হয়। পৃথিবী যেমন প্রতি সূর্য্যের অভ্যুদয়ে নবীন হইয়া উত্থিত হয় এবং উন্নতিরই পথে অগ্রসর হইতে থাকে; আমাদের আত্মাও তদ্রূপ এই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই নবীন ও উন্নত ভাব ধারণ করে। ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে এককালে দুয়েরই উন্নতি হইতেছে। তাঁহার করুণা কি জড়-রাজ্যে কি চেতন-রাজ্যে সকলেতেই দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। দেখ, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তিনি আমাদের

হৃদয়ের মুদ্রিত পুষ্প-সকল জাগ্রত করিয়াছেন। আবার এইক্ষণে তাঁহার মহিমা-সমীরণ ভক্তগণের অশ্রু-জলে সিক্ত হইয়া সেই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পকে আকম্পিত করিতেছে; সুতরাং স্বভাবতই সেই সকল, ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাশীকৃত রূপে বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা অদ্যকার দিনে, অন্তরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকেই তাঁহার শীতলতা অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি। তিনি এইক্ষণে আমারদিগকে তাঁহার অমৃত দান করিতে আহ্বান করিতেছেন। এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করি এবং সেই মাতৃ-হস্ত হইতে অমৃত পান করিয়া অমৃত হই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৪

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

সকলের কর্ত্তব্য, দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত-চিত্ত হইয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তি নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন; এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন।

১৫

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ্; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞান-লাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর আর সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। একারণ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও ফলিত জ্যোতিষ্; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং তদ্ভিন্ন যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান উপদেশ করে; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষণীয়।

১৬

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম-রহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিহীন; সেই হস্ত-পদ-শূন্য, জন্ম-মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।

তিনি দৃষ্টির অতীত পদার্থ, চক্ষুর্দ্বারাও

দৃশ্য হন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হন না, তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন; তথাপি ব্রহ্ম-পরায়ণ ধীরেরা সেই সর্ব্বভূতের কারণকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন।

১৭

হে গার্গি*! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনো-বিহীন, তেজো-বিহীন, শারীরিক প্রাণ-বিহীন, মুখ-বিহীন, কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু, বায়বীয় পদার্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এসকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড়বস্তু নহেন, সেইরূপ আমারদিগের ন্যায় জড়শরীর বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর মন মিলিত কোন জীব নহেন এবং সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনো-বিহীন, তিনি দেহ-শূন্য মনও নহেন; তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক সুখ-দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন; তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি শক্তির আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, ক্ষমা, প্রীতি, তাঁহা হইতে বহমান হইয়া জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; তিনি আমারদিগের মানসিক-বৃত্তি ন্যায়, দয়া, স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন;

* গার্গী নামে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু এক স্ত্রী তাঁহার আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইতেছেন।

আমারদিগের প্রেম সেই অনন্ত প্রেমের কণা মাত্র

১৮

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

তাঁহার শাসনে সূর্য্য সৌর জগতের মধ্য-স্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে।

১৯

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

ভূলোক ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্য অন্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমারদের পদতলে যে এই ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক সকলই সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণা মাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

২০

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে; তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্প মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না।

২১

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব বাহিনী পশ্চিম বাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী-সকল উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য জীব জন্তুদিগের অতি উপকারকারিণী কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি।

২২

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবেক; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্য মনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবা রাত্রি তাঁহার উপাসনা করিলেও; বা লোক-রঞ্জন বৃথা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপে শরীর মন নিপাত করিলেও; অথবা মান মর্য্যাদা যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছু মাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত-ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

২৩

হে গার্গি। যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে। পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদগ্রহেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভারবাহক পশুজন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রস্থান করেন; তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ।

২৪

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি তাহা তিনি জানিতেছেন, এবং আমরা যাহা

না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না; অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত পরমেশ্বরে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে, এমত স্থান নাই যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই।

২৫

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে; ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সেই মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

২৬

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। মনুষ্য তাঁহার সংস্থাপিত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেরিত উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন, ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

১৪ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৮২ শক।

তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।

পরমেশ্বর যিনি, তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ।" তিনি কেবল পরম বস্তু নহেন, কিন্তু তাহা হইতেও অধিক; তিনি পরম পুরুষ। তাঁহাকে আদি কারণ বলিলেই তাঁহার ভাব ব্যক্ত হয় না; তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আদি কারণ বলিলেও তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ হয় না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে পরম পুরুষ রূপে দেখিতে পাই; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি না করি; যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবিত ঈশ্বর রূপে দেখি না। এক অন্ধ শক্তি এই জ্ঞান-প্রাণ-পূর্ণ জগতের কখনই কারণ হইতে পারে না, ইহার মূলে জ্ঞান-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপ পরম পুরুষ আছেন। বস্তুর সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভাব নাই। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব প্রকাশিত হয়। বস্তুর স্বভাব এই যে নিয়োজিত হয়, পুরুষের স্বভাব এই যে নিয়োগ

করে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পরম পুরুষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা প্রকৃতির অতীত শক্তিকে না দেখিয়া প্রকৃতি হইতেই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে বীজ হইতে যেমন যব ব্রীহি উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর হইতে জগৎ সেই রূপ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন যে তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সঙ্গে একীকৃত করিয়া ফেলেন; অনেকে জগৎ-কারণকে কেবল এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অন্য প্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক অন্ধ দৈব শক্তিকে জগতের আদি কারণ বলেন না; কিন্তু এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছা ইহার মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্র শক্তি, সেই পরম পুরুষ, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ। তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীত আপন ইচ্ছাতে আপন মঙ্গল ভাবে, এই সমস্ত রচনা করিয়াছেন। তিনি অন্য কাহারও দ্বারা নিয়মিত হয়েন নাই কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াতে এই সকলই সৃজন করিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া যত কৌশল ইহাতে স্থাপন করিলেন, সকলকেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁর মঙ্গল নিয়মে সকলই নিয়মিত হইতেছে। সকলেই তাঁহার মঙ্গল শাসন প্রচার করিতেছে। তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় এবং আনন্দময়, জগৎকেও সেই মঙ্গল ভাবে ও আনন্দ রসে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই আশ্চর্য্যময়েরই এই আশ্চর্য্য জগৎ। উন্নতিই ইহার জীবন। পৃথিবীর মুখশ্রীর উন্নতি হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, মঙ্গল ভাব প্রচার হইতেছে। সেই সনাতন পুরাণই একভাবে চিরকাল রহিয়াছেন, আর সকলকেই তিনি উন্নতির মুখে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না; সকলই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা যত্ন পূর্ব্বক কিছু নির্ম্মাণ করিলে তাহা ত্যাগ করিতে কত কুণ্ঠিত হই; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে তরু-সকল প্রতি বৎসর পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ধারণ করিতেছে—ময়ূরেরা এমন উজ্জ্বল সুন্দর পক্ষ-সকল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন সজ্জায় সজ্জীভূত হইতেছে। সেই আনন্দময়ের এই জগতে সকলই নূতন ও সুন্দর ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। জড় জগৎ হইতে আত্মাকে তিনি আরো উন্নতিশীল করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে এখানকার ভাবে, এখানকার সুখেই তৃপ্ত করেন নাই; তিনি ক্রমাগতই তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। ইহাতে তিনি যে সকল ভাব-কলিকা নিহিত করিয়াছেন, তাহা এখানেই প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়া একেবারে বিনাশ পাইবে না। দেব-লোক হইতে দেব-লোকে সে সকল কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। এখানে ইহার জ্ঞানের শেষ হইবে না, প্রেমের শেষ হইবে না, আনন্দের শেষ হইবে না। আমরা যদিও এখানে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি কিন্তু তিনি আমারদিগকে দান করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন

নয়। আমরা যতই আনন্দের উপর আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছি এবং উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিতেছি, তিনি বলিতেছেন, এ অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার উন্নতিশীল আত্মাকে ক্রমাগতই আপনার দিকে লইয়া যাইতেছেন।

যাহাতে আমরা অমৃতের অধিকারী হইতে পারি, তিনি আমারদের আত্মাকে এই প্রকার বলবান্ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপনি যেমন মুক্ত-স্বভাব, আত্মাকেও সেই রূপ কর্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি আর সমুদায় প্রকৃতিকে অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন; কেবল আত্মাকেই তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। জল যেমন তুষার দ্বারা বদ্ধ হইয়া ঘনীভূত হইয়া যায়, জগৎ-সংসারও সেই রূপ তাঁহার নিয়মে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু যখন সেই তুষার-বদ্ধ-জল সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন তাহা বেগবতী স্রোতস্বতী হইয়া বসুন্ধরাকে সিঞ্চন করত উর্ব্বরা ও ফলবতী করে; আত্মাও সেই রূপ তাঁহার অমৃত তেজ দ্বারা স্ফূর্ট হইয়া সকল স্থানেই আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে যায়। সেই নদীর ন্যায় তখন সে আর কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান না করিয়া সকল দিকে মঙ্গল নীরে প্লাবিত করিতে করিতে সেই অমৃত সাগরে আসিয়া পতিত হয়; আপনার কর্তৃত্ব ভাব কখনই পরিত্যাগ করে না।

ঈশ্বর আত্মাতে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন; সমুদয় জগৎ সংসারকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়া আত্মাতে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। সে নিয়মে বাধ্যতা নাই কিন্তু সকলই স্বাধীনতা। মনুষ্য যত দূর শরীরি জীব, যত দূর তিনি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির এবং পশু-প্রকৃতির অধীন; তত দূর তিনি জড় জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর তাঁহার যত দূর নির্ভর, তত দূর তিনি বদ্ধ —আপনার কর্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ। এই শরীর আমার, কিন্তু আমি নহে। আমি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ, আর এই ইন্দ্রিয়-সকল আমার কার্য্য করিতেছে। আত্মার এ প্রকার কর্তৃত্ব শক্তি যে যে প্রকৃতি দ্বারা সে আবৃত এবং অনুবিদ্ধ, তাহার উপরেও তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই কেবল বদ্ধ ভাব দেখিতে পাই। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এমন এক অভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল তাহাতেই বিস্তৃত দেখি। তাহার রাজ্যের মধ্যে কর্তৃত্ব ভাব, স্বতন্ত্র শক্তি, কিছুই দেখা যায় না। প্রকৃতি অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে, এবং না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করে। প্রকৃতি মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। যাহা অমৃত, যাহা বুদ্ধ মুক্ত, তাহার ভাব ইহাতে কিছুই নাই। মনুষ্যকে তিনি প্রকৃতির অতীত শক্তি দিয়া আপনার আরো নিকটে আনিয়াছেন। মনুষ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন। তিনি আপনাপনি বুঝিতে পারেন যে তিনি কেবল এক অচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলেই বদ্ধ নন — তিনি আত্ম-প্রভাবে তাহা অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি আপনাতে এ প্রকার ধর্ম্মের নিয়ম দেখিতে পান, যাহা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে এবং আপনার এ প্রকার কর্তৃত্ব বুঝিতে পারেন যে তাঁহার প্রবল ইন্দ্রিয়-দলের সহস্র উত্তেজনার প্রতিকূলেও সেই ধর্ম্ম-নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে এই প্রকার স্বাধীনতা অলঙ্কার দিয়াছেন। তিনি যদিও তাঁহাকে কঠোর বিপদে আবৃত করেন, সে কেবল তাঁহাকে

আরো বলীয়ান্ করিবার জন্য।

তিনি সেই প্রকার বলে বলী করিয়াছেন, যাহাতে সে পথের সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহার পদতলে আসিয়া অবনত হইবে।

অতএব দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের কি প্রকার জীবিত সম্বন্ধ। তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—মনুষ্যকেও তিনি আপনার ভাব দিয়াছেন। পুরুষে পুরুষে যে প্রকার সম্বন্ধ — পিতা পুত্রে যে প্রকার সম্বন্ধ ; ঈশ্বরে মনুষ্যে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তাঁহার প্রীতি-দৃষ্টি আমারদের উপরে রহিয়াছে, আমরাও কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। আমরা সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজার অধীন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-নিয়ম আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং আমাদের এমন কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে যে আপন ইচ্ছাতে সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারি। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের এই প্রকার সম্বন্ধ,যেমন এক জন পুরুষের সঙ্গে আর এক জন পুরুষের সম্বন্ধ। এই সত্যটি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ। আমরা প্রতি দিনের অন্ন-পানের জন্য, দুর্গতি নিবারণের জন্য, পাপের পরিত্রাণ জন্য, সেই অমৃত পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করি। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার জীবিত সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা, আর আমরা তাঁহার পুত্র। হে অমৃতের পুত্রেরা, তোমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আরাধনা কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও, এবং পবিত্র ও প্রশস্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা কর।

ঈশ্বর সকল আত্মাকেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন ; তাহা আবার প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সেই প্রিয় পুত্রেরা তাঁহার মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রেম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতে থাকেন। ঈশ্বরের ভাবের অঙ্কুর সকল সকলের আত্মাতেই আছে, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রকার যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা পশ্চাৎবর্ত্তী লোকদিগকে আপনাদের নিকটে আনিতেছেন। এই প্রকার সাধুদিগের কি চমৎকার ভাব। ঈশ্বরের যে সকল মহান্ ও রমণীয় মঙ্গল ভাব আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগেরও তাহার অনুরূপ ভাব। তাঁহারা আপনারা নানা বিঘ্ন বিপত্তি মস্তকে লইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাব প্রচার করেন। ঈশ্বর তাঁহারদিগকে পাঠাইয়া সহস্র সহস্র লোককে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগকে নানা কষ্টে নিপতিত করেন — তাঁহারা তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই শিক্ষা লাভ করেন। আমারদের প্রতি ঈশ্বরের কি অপার অনুগ্রহ ; কি অপার প্রেম।

হে পরমাত্মন্! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই — ইহা নানা ক্লেশ, নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে—দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর, হে পরমাত্মন্! ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর। তোমার করুণা-বারি প্রতি আত্মাতে প্রেরণ কর—পিতা মাতার মত তুমি আপনাকে প্রকাশ কর ; আর আমরা সকলে তোমার

আরাধনা করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে বঙ্গভূমির সকল সন্তানেরা এক আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না; হে সিদ্ধিদাতা! তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য-বিবরণ।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়েষু!

অগণ্যনমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং।

এখানে এত দিন কি করিলাম, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। দুই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য এ স্থানে আসিয়াছি, প্রথমতঃ শরীর সুস্থ ও সবল করা দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণনগরে কুসংস্কার-সকল পরিহার করত পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করা। যদিও দ্বাদশ দিবস অতীত হইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাই নাই। এখানে দিবসে বিশেষতঃ ২। ৩ টার সময় উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠে এবং শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে। গত বৃহস্পতিবারে ঘোর ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে।

. . . .

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিতে আপনার কৌতূহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিবন্ধক গুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বোধ হইয়াছিল যে আমার ক্ষুদ্র বলে এ মহৎকর্ম্ম সংসাধন করা অত্যন্ত সুকঠিন। মনে করিয়াছিলাম, কেবল বিষয়ী লোক ও প্রখর-বুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু সত্যের জয় সর্ব্বত্রে হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া আমার আশা অবসন্ন হয় নাই। যাহা হউক, কি আশ্চর্য্য! কি আনন্দের বিষয়! কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানেও ঈশ্বর-প্রসাদে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই "টানা জাল" ফেলিয়াছি, অর্থাৎ যাহাতে অনেক এবং নানা বিধ লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জড়িত হইতে পারে। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারে সন্ধ্যার পর সমাজ-গৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম; তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক মাত্র উপায়, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, এবম্বিধ কতিপয় বিষয় বলিয়া অবশেষে মুখে একটী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রায় ৩০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে যুবা বৃদ্ধ বালক, ভদ্র ইতর, ধনী দরিদ্র, অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইয়াছিল এবং অনেকে স্থানাভাব প্রযুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন; তথাপি অধিকাংশ লোকের যে প্রকার মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। অনেক লোক আসিয়াছে, ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র নিকেতনে আনিতে হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া ৪টী বক্তৃতা করিবার কল্পনা করিলাম; ২টী জ্ঞান ও ২টী অনুষ্ঠান বিষয়ক, ১। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পত্তনভূমি ২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্যকতা ৪। ঈশ্বরের জন্য বিষয় ত্যাগ। গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্তৃতা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল। প্রায় ১৫০ জন লোক

উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতও বিশ্বাসের কিছু কিছু বুঝাইয়া দিলাম এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রতি ২। ৪টী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। পাদ্রি ডাইসন্ সাহেব বক্তৃতার পরে আমারদিগের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন; বোধ হয় তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। অদ্য প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন, যেন অদ্যকার বক্তৃতা নিস্ফল না হয়, যেহেতুক ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই।

প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু গূঢ়-রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে কেবল বাহ্য আড়ম্বরে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। এ জন্য এখানকার যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে, তাহারদিগের সহিত দুশ্ছেদ্য প্রণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন ও কখন কখন তর্ক বিতর্ক হয়—তাঁহারদের কি কি অভাব জানিতেছি। ধর্ম্মালোচনার জন্য একটী সভা সংস্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছি।

আমারদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমরা কি অরণ্যে রোদন করিলাম, মরুভূমিতে বীজ রোপণ করিলাম? কখনই না। কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে কথোপকথন করিতে ও সুচারুরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত জানিতে তাঁহারদের অত্যন্ত উৎসাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহ পূর্ব্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার ইচ্ছা, ব্রহ্ম-রস পান করিবার তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার প্রমাণ দেখিতেছি। কৃষ্ণনগরস্থ যুবা বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটী গোলমাল হইয়াছে। নিদ্রা ও উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এ দিকে তো এই, আবার পাদ্রিদের মধ্যেও গোল হইয়াছে। ডাইসন সাহেব ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আপ্ত-বাক্য ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম সংগ্রামের জন্য হামিলটনের লেক্চর এবং অন্যান্য অস্ত্র-সকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করা।

প্রীতি যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসটী মনে বদ্ধ-মূল হইয়াছে। প্রীতি-বিহীন প্রচারক কোন কর্ম্মেরই নয়। প্রীতি থাকিলে সহিষ্ণু ভা হয়, পরের কটূক্তি, গ্লানি, উপহাস, অত্যাচার সহ্য করা যায়। প্রীতি থাকিলে অভিমান ক্রোধ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হয়, কি ধনী কি দরিদ্র সকলের নিকট নম্র ও বিনীত ভাবে যাওয়া যায়। প্রীতি থাকিলে সত্য-জিজ্ঞাসুদিগকে শীঘ্র আনা যায়, শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া বন্ধু করা যায়, সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে আকর্ষণ ও হরণ করা যায়। এ সময়ে কতকগুলি প্রচারক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে প্রস্তুত করা উচিত কত শত যুবক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মঙ্গল ছায়া না লাভ করিতে পাইয়া যে প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না দয়া হয়। প্রচারের জন্য আমাদের আরো যত্ন করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়, যদি ইহার যথার্থ ভাব সকলে অবগত হয়, তাহা হইলে অনেকে ইহাতে অনুরক্ত হইবে, তাহার

সন্দেহ নাই। ইহার সুধা পাইলে কে না আনন্দের সহিত পান করে?

ঈশ্বর প্রসাদে আমরা কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মের তিনিই প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রচারক; আমরা কেবল উপায় মাত্র। যাহা হউক আমারদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সফল হইয়াছে—সত্যের প্রভা যে ১০।১২ জন লোকেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে—বীর্য্য-হীন ও নিরুৎসাহী লোকদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও নবজীবন প্রকাশ পাইতেছে—কৃষ্ণনগরে যে এমন আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া পরম পিতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি।

কৃষ্ণনগর
৩১ বৈশাখ ১৭৮৩ শক } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

আমারদের প্রচারক মহাশয়ের যত্নে কৃষ্ণনগরে এক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মিশনরিদের মধ্যে, ছাত্রদিগের মধ্যে, বৃদ্ধদের দলের মধ্যে, সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যে দিন তিনি ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র-বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, সে দিন ডাইসন নামক তথাকার মিশনরি উপস্থিত ছিলেন; তিনি তাঁহার কোন কথায় সায় দিতে পারিলেন না। সে কথা আর কিছু নহে, তাহা এই—ঈশ্বর প্রতিমনুষ্যের হৃদয়ে স্বাভাবিক সহজ বাক্য-সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাহাই আমারদের আপ্ত বাক্য—তাহাই আমাদের শাস্ত্র। কোন বিশেষ পুস্তককে আমরা শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না। ঈশ্বর যে পুরাতন কালে, পুরাতন লোকদিগের মনে, সত্য প্রেরণ করিতেন, এখন আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। আমরা যেখান হইতেই সত্য পাই, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করি সে বিবেচনায় চন্দ্র সূর্য্য, পর্ব্বত সমুদ্র, একটী প্রস্তর, একটী তৃণকে বাইবেলের সঙ্গে আমরা সমান দেখি। যে সকল সত্য সাধারণ, চিরস্থায়ী, ও অপরিবর্ত্তনীয়; যাহা দেশ কালের উপর নির্ভর করে না; যাহা সামান্য কৃষক ও অসামান্য বিদ্বান্ সকলেই সহজে দেখিতে পায় ও সহজে আলিঙ্গন করে; তাহার উপরেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরে প্রায়শ্চিত্ত বিষযক বক্তৃতা হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরই যে আমারদের মুক্তি-দাতা, তাঁহার রাজভাব ও পিতৃভাব যে পরস্পর বিরোধী নহে—তাঁহার শাস্তি আমারদের ঔষধ, এবং তাহা যে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—পাপের ভার যে এক জনের স্কন্ধ হইতে আর এক জনের স্কন্ধে চাপান যায় না, তাহা হইলে পাপকে আরো উৎসাহ দেওয়া হয়; এই সকল বিষয় সুচারু রূপে বলিলেন। এবারও ডাইসেন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মিশনরিরা আশ্চর্য্য হয়, কেমন করিয়া দুই তিন শত লোক একাদি ক্রমে তিন চারি ঘণ্টা কাল মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে। ডাইসন সাহেব আপনার শাস্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য পর দিবস এক বক্তৃতা করিলেন। তিনি কোন আশাকর বলকর উৎসাহকর বাক্যে শ্রোতাদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিতে পারিলেন না। মনুষ্য অতি অপদার্থ, বাইবেল না পড়িলে তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উপরে ঈশ্বর অভিসম্পাৎ দিয়াছেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম থিউডোর পার্কর নাস্তিকদিগের ধর্ম্ম; এই প্রকার কতকগুলি কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

তাহার পরে প্রচারক মহাশয় তাঁহার উত্তর দিলেন। সকল স্থানেই রব উঠিল যে খৃ ষ্টের পরাজয় ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় হইয়াছে। এক জন নবদ্বীপের পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের শত্রু বটেন; কিন্তু আমাদের সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব এখন আপনারা বন্ধু"। ডাইস্তন সাহেব আপনার পূর্ব্ব মতের অনেক সংশোধন করিয়া আর এক উত্তর দিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিলেন, তদ্বিষয়ের কতক প্রশ্ন পুস্তকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। প্রচারক মহাশয় সেখানেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। সেই সকল উত্তরের সারাংশ পত্রিকার আর এক স্থানে উদ্ধৃত হইল।

খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল বাইবেল হইতে অপহৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা হইতে অযথা বাক্য আর নাই। ঈশ্বর যে সকল সত্য আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ সত্য যেখানে পাওয়া যায়, বাইবেলেই হউক, বেদেই হউক, কোরাণেই হউক, ইতিহাসেই হউক, তাহাই আমরা গ্রহণ করি। তাহাতে ভ্রমই থাকুক বা অসত্যই থাকুক, অন্ধের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে, এমত নহে। বাইবেলের সকল কথাতেই কি কেহ মনের সহিত সায় দিতে পারে? বাইবেলের এক স্থানে লেখা আছে যে "ঈশ্বর কোন এক পাপ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরে মুসার কথায় চেতন পাইয়া অনুতাপ করিলেন*"। ইহাতে কি ঈশ্বরের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ স্বরূপের অপলাপ করা হয় না?

বাইবেল না পড়িলে যে ঈশ্বরকে জানা যায় না, এ কথার কোন অর্থই নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি সহজ জ্ঞানে জানা যায় না? ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কি জানিতে হইবে যে ঈশ্বর আছেন? ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব বিশ্বাস করিয়া তবে আমরা শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া হস্তে লইতে পারি। বাইবেল না দেখিয়াও যে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে, ঈশ্বর যে তাঁহার জীবিত সত্য-সকল সকলের হৃদয়ে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বাইবেলেই স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

আমাদের কোন অলৌকিক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই; যেহেতু সত্য যে, তাহা কোন ইন্দ্রজালের উপর নির্ভর করে না; ইন্দ্রজালের সংস্পর্শে বরং তাহা কলঙ্কিতই হয়। ইন্দ্রজালের নামে অসত্যেরও প্রচার হইতে পারে, বাইবেলেই তাহা আছে*। আমাদের কি সত্য দেখিয়া অলৌকিক ঘটনার অর্থ করিতে হইবে, আবার অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া সত্যকে প্রমাণ করিতে হইবে? সত্য যে সে সত্যই, চিরকালই সত্য; অসত্য যে সে অসত্যই।

ডাইসন্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী সকল ধর্ম্ম, কালেতে করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অবশেষে খৃষ্ট ধর্ম্মেরই জয় হইবে। আমরাও সমুদয় আত্মার সহিত বলিতেছি, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। যে সকল আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পত্তন-ভূমি এবং যাহা লইয়া বাইবেলের এত গৌরব হইয়াছে, তাহা কি কোন কালে বিনাশ হইবে? কখনই না। কখনই না। ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব; ঈসা যাহা খৃষ্ট ধর্ম্মের সার বলিয়া উপ-

* Exodus xxx ii. 10—14

* St. Mark xiii. 22.

দেশ করিয়াছেন ; সেণ্ট পালের যে প্রশস্ত প্রীতি ও সৌহার্দ্দ-ভাব*, তাহা চিরকালই সত্য থাকিবে। এই সকল ভাবই যদি খৃষ্ট ধর্ম্ম হয়, তবে সে খৃষ্ট ধর্ম্মের কোন কালেই বিনাশ হইবে না। সে খৃষ্ট ধর্ম্মই সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

খৃষ্টানেরা আমারদিগকে অবিশ্বাসীই বলুক, নাস্তিকই বলুক, আমরা যেন তাঁহারদিগের প্রতি দ্বেষ না করি ; কিন্তু তাঁহারদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রীতি-ভাব যেন পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সকল মনুষ্যকে, সকল জাতিকে, এক পরিবারে আবদ্ধ করে ; এবং সকল ভ্রম ও কুসংস্কার পরিহার করিয়া সত্যের মহিমা ও ঈশ্বরের নাম সকল জগতে প্রচার করে। এ আশা আমারদের বৃথা আশা নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই মহাবাক্য ও আনন্দ ধ্বনি ক্রমে ক্রমে সকল স্থান হইতেই উত্থিত হইবে।

THE REVD. S. DYSON'S QUESTIONS ON BRAHMOISM ANSWERED.

1. Distinguish between intuition and consciousness.

Intuition denotes the native, presentative, involuntary, primitive, and catholic cognitions of the mind. Consciousness is a generic term applicable to all the states of the mind.

2. Is intuition a faculty or a truth?

It signifies both.

3. Distinguish between self-produced and self-evident truths.

Those truths are self-produced which have their *origin* in themselves; those truths are self-evident which have their *vidence* in themselves.

4. Are there other religious truths besides the intuitive?

Yes; truths derived from experience.

5. What are the proofs of religious intuitive truths?

Do the Christians admit the existence of religious intuitive truths? If so, on what grounds? If not, what do the following expressions frequently used by distinguished Christian philosophers and theologians signify—*Law of God written in the heart, Light of conscience, Internal revelation, Never-ceasing voice of God within, God's original revelation of himself to man?*

What is the meaning of Rom. II. 14. 15.?

"For when the gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves:

"Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another."

If the following interpretation of this passage given by Doddridge be correct, is it not clear that the Bible bears irrefragable testimony to the existence of intuitive truths?

"For when the Gentiles who have not the written Revelation of the divine law do, by an *instinct of nature* and in consequence of the *untaught* dictates of their own mind, the moral duties required by the precepts of the law, these having not the benefit of an express and revealed law are, nevertheless a law unto themselves. The *voice of nature* is their rule, and they are *inwardly* taught by the *constitution of their own minds* to revere it by the law of that God by whom it was formed. And they who are in this state do evidently shew the work of the law in the *most important moral precepts written upon their hearts, by the same Divine Hand that engraved the decalogue upon the tables given to Moses.*"

6. Account for the diversities of religious opinions among mankind.

Account for the

opinions among Christians.

7. Is intuition sufficient? If so, why is education necessary?

Is the Bible sufficient? If so, why was Luther necessary?

8. Is not the necessity of education an argument against the

Is not the posi

argument for the existence of intuitions?

---

* Cor. XIII. 4-8

Does education originate religious and moral ideas? Does it not merely tend to *educe*, call forth, awaken, and develop them? Can education give a blind man an idea of colour?

9. If Brahmoism or intuitional religion is to be found only in Christian educated countries is it not reasonable to conclude that it is the result of Christian education?

Is it reasonable to conclude that that is Christian education which teaches one to deny the divinity of Christ, to protest against the infallibility of the Bible, to reject the dogmas of eternal hell and vicarious atonement, and, in short, to accept that much of Christianity which tallies with the inner revelation?

Is it reasonable to conclude that those truths are the result of Christian education which men learn "inwardly" by an "instinct of nature and in consequence of the *untaught* dictates of their own mind"?

10. Is a higher revelation than intuition desirable?

Is a higher revelation than the Bible desirable?

Yes, because we all "see as through a glass dimly." But as our natural capacities are limited we must learn to be satisfied with the truths which are vouchsafed to us through them, constituting as they do the only knowable truths of salvation this side of the grave.

11. Why do the Brahmos deny the possibility of book-revelation?

Because revelation is subjective, not objective.

12. How is it that the Brahmos refer to books and yet deny the possibility of book-revelation?

Because they do not regard those books as book-revelations.

13. How can God authenticate a revelation of religious doctrines except by working miracles?

Can miracles authenticate a doctrine? Does not the following passage in the Bible clearly show that they cannot?

"For there shall arise false christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders; in so much that if it were possible they shall deceive the very elect"—Math. xxiv. 24.

14. If it be contended that miracles can only authenticate truth (*i. e.* prove truth to be true) will the Christians state (1) how that truth can be ascertained except by intuition and (2) are not miracles wholly unnecessary if they cannot prove a doctrine to be from God? Can the authority of Dr. Arnold be appealed to on this subject? "Faith, without reason," says he, "is not properly faith, but mere power-worship; and power-worship may be devil-worship; for it is reason which entertains the idea of God—an idea essentially made up of truth and goodness, no less than of power. A sign of power, exhibited to the senses, might, through them, dispose the whole man to acknowledge it as divine; yet power in itself is not divine, it may be devilish......How can we distinguish God's voice from the voice of evil? .... We distinguish it, by *comparing* it with that idea of God which reason *intuitively* enjoys, the *gift of reason being God's original revelation of himself to man.* Now, if the *voice* which comes to us from the *unseen world* agree not with this idea, we have no choice but to pronounce it not to be God's voice: for no signs of power, in confirmation of it, can alone prove it to be from God."

15. Are they true disciples of Brahmoism who receive the sacraments of idolatry?

Brahmoism is opposed to idolatry of both kinds—material and spiritual. The essence of her teachings is this.—Worship neither the objects of the external world nor the passions of the heart; but serve the One True God, and do all things unto His glory.

ব্রাহ্ম বিবাহ।

গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ-সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আর আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত

ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা-বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথা-নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর ব্রহ্ম-বিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল; জন-কোলাহল আর কিছু মাত্র রহিল না — কেবল ব্রহ্ম নামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তৎপরে কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় দম্পতীকে এই উপদেশ করিলেন।

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমারদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি-সকল তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, আর গৃহ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন"। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিলেন; সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে, যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে আনিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবে, যেন উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন।

শ্রীমতি সুকুমারি দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যেতে সুদক্ষ হইবে। সকল কর্ম্মে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে ও সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

করুণাময় পরমেশ্বর তোমারদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সমাজ ভঙ্গ হইলে সকল ব্রাহ্মের মুখেই সন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হইল। ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা যে তিনি ব্রাহ্মগণের মনে এ প্রকার বল ও বুদ্ধি প্রেরণ করুন, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সংসারের তাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩রা ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে জোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ২৪ শ্রাবণ বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিকাতা [illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৭ সংখ্যা
ভাদ্র ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া, পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

১ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, আমারদের আন্তরিক ধর্ম্ম; অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হওয়াই এ ধর্ম্মের অব্যর্থ ফল। যে প্রকার আমরা প্রত্যহ মুখ-প্রক্ষালন স্নান ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও পবিত্র করি, সেই প্রকার যেন পাপের মলিনতা ও অপবিত্রতা আমরা প্রত্যহই ঈশ্বরের অমৃত বারি দ্বারা প্রক্ষালন করি। কিন্তু কি নিদর্শন দ্বারা বুঝিতে পারিব যে আমরা ক্রমে পাপের মলিনতা হইতে মুক্তি লাভ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে আমরা এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছি যে "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং।" "যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।" হৃদয়-গ্রন্থি কিনা স্বার্থপরতা। এই স্বার্থপরতাকে পরিত্যাগ করিলেই আমরা সম্পূর্ণ-রূপে মুক্তি লাভ করিতে পারি। কারণ স্বার্থপরতার গ্রন্থি দ্বারা আমারদের হৃদয় যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন তাহাতে এমন স্থান থাকে না যে অমৃতের ভাব তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে; তখন তাহাতে এমন ভাব উদয় হয় না যে আমরা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হই। আমারদের হৃদয় গ্রন্থি যত শিথিল হয়, স্বার্থপরতার ঘন মেঘ-সকল যত জর্জ্জরিত হয়, ততই আমাদের ঈশ্বর লাভ হয়, ততই তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে জাজ্বল্যতর প্রকাশ পায়। অতএব যখন হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দেখিতে হইবে, তখন প্রতিদিনই পরীক্ষা করা উচিত যে আমাদের হৃদয়-গ্রন্থিকে কতটুকু শিথিল করিতে পারিলাম, স্বার্থপরতাকে কতটুকু দূরীকৃত করিলাম এবং ঈশ্বরের উজ্জ্বল রূপ কত প্রকাশিত হইল। ঈশ্বর আমাদিগের লক্ষ্য স্থান, তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে যদি আমাদের যত্ন থাকে, তবে যদিও আমরা তাঁহার সম্যক্ অনুকরণ করিতে নাও পারি, তথাপি কিছু মাত্র তো তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের ক্ষুদ্র যত্নে এবং ঈশ্বর

প্রসাদে যত টুকু উন্নতি লাভ হয়, তাহাতেই আমারদের মঙ্গল। আমরা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তো কেবল উন্নতিরই দিকে অগ্রসর হইব। এ কালও সেই অনন্ত কালের অন্তর্বর্ত্তী; এখান হইতেই আমারদের গ্রন্থিবদ্ধ সংকুচিত হৃদয় যত প্রশস্ত হইবে, স্বার্থপরতা যত অবসন্ন হইবে, ততই আমারদের মুক্তি লাভ হইবে। আমরা এখানে আমারদিগের আত্মাকে যত উন্নত ও প্রশস্ত করি না কেন, তাহা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ক্রমে আরো উন্নত হইবে, আমারদের জ্ঞান আরও উজ্জ্বল হইবে, আমারদিগের ইচ্ছা আরও স্বাধীন ও বলবতী হইবে, আমারদিগের পবিত্রতা আরও সমধিক হইবে, কারণ তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, আমারদিগের আদর্শ। এ আদর্শ আমারদিগকে কে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কাহার উপদেশে আমারদের এই পরম লক্ষ্য স্থান অবধারণ করিয়াছি? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে। এই দুর্ব্বল বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা যেন এ ধর্ম্মকে অবহেলা না করি। আমরা যেন এ সমুদায় ভারত ভূমিকে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামের উপযোগী করিতে পারি। কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে গ্রহণ করিলেই হইবেক না, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। লাভ করা অপেক্ষা রক্ষা করা কঠিন। সময়ে সময়ে আমাদের এরূপ সৌভাগ্য হইয়া থাকে যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন এবং আমারদিগকে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করেন; কিন্তু সেই ভাব টুকুকে চিরস্থায়ী করা কেমন কঠিন। এ প্রকার অনেকের হইতে পারে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার দিনে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হইলে আত্মা ঈশ্বরের প্রীতি-বশে একেবারে আর্দ্র হয় কিন্তু তার পর দিনে আর সে প্রকার ভাব থাকে না। অদ্য যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা যেন ইহা মনে না করেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে পারিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পুস্তকটিকে হস্তে করিলেই মুক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অবধি কেহ গ্রহণ করিবেন, সেই অবধিই তাঁহাকে ব্রহ্মের প্রিয় পুত্রের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে, সেই অবধিই আপনার যাহা কিছু তাহা সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নির্ম্মল হইতে হইবে। দেখো, যেন তোমরা কেহ আপনার মান মর্য্যাদার নিমিত্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে উপায় না কর; আমারদের যে এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, ইহা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরকেই লাভ করিবার উপায়; ইহা মান মর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিবার উপায়; ইহা সকল প্রকার বিপদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার উপায়। সেই জীবনই সার্থক যে জীবন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদেশ অনুযায়ী ঈশ্বরেতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছে, সে জীবন সূর্য্যের ন্যায় অতি মহত্ত্বাবে পরিপূর্ণ। উষাকালে সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে একাকী লোহিত বর্ণ উৎসাহ-পূর্ণ নয়নে সকলকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া প্রকাশ পান, ক্রমে দিন-বৃদ্ধি-সহকারে উজ্জ্বল হইয়া একাকী আপন আনন্দে ঈশ্বরের কার্য্য করিতে থাকেন এবং অবশেষে অস্তমিত সময়েও এই আকাশে আপন মহিমা ও শোভা প্রকাশ করত অন্য এক আকাশে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে থাকেন; সেই প্রকার এক জন তদগত-চিত্ত তদ্গত প্রাণ অনুরাগী ব্রাহ্মও এই পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া একাকী সেই সকল ব্যক্তিকে সংসারের মোহ-নিদ্রা হইতে উদ্বোধন করেন এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সকল

পৃথিবীতে সম্পন্ন করিয়া ক্রমে যখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হয়, মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়,তখন তিনি সকলের নিকটে বিষাদ মেঘে আপনার উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিয়া অন্য এক আকাশে নবীন উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার জন্য পুনর্ব্বার উত্থিত হন। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই বিভাবসু সূর্য্যের অনুকরণ কর। তোমরা ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সকল সমুদায় ইচ্ছার সহিত সম্পন্ন করিতে থাক; ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য; তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।

পরমেশ্বর চক্ষুঃ শ্রোত্র বাগিন্দ্রিয় ও মন সৃষ্টি করিয়া ইহারদিগকে স্বস্ব কার্য্যোপযোগী শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জীবনী শক্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে এই সমুদায় শক্তি না দিলে ইহারা কিছুই করিতে পারিত না। তিনি শরীরকে জীবন যুক্ত না করিলে শরীর জীবিত হইতে পারিত না। তিনি এই সমুদায় শক্তির মূল কারণ ও আশ্রয়,এ নিমিত্ত তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং মন নহেন। তিনি অপরিমিত জ্ঞান-স্বরূপ; সকলের কারণ, ও আশ্রয়; তাঁহা হইতে চক্ষুঃ শ্রোত্র মন প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই শাসনে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

২৮

যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না, আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না, এবং ইহাও জানি না, যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যিনি চক্ষুর অগোচর,বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ এই মাত্র, যে তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন। আমারদিগের নিকটে যত বস্তু বিশেষ রূপে বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন এবং যত পরিমিত সৃষ্ট বস্তু অবিদিত আছে, তাহারও তিনি কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও নির্ব্বাহিতা এবং সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও এই উপদেশ।

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য

প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

বাক্য যাঁহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। লোকে এই বলিয়া নির্দ্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ জল বায়ু অগ্নি শিলা, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতার উপাসনা করে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে, কেহ মনঃ-কল্পিত দেব দেবীর প্রতি-মূর্ত্তির উপাসনা করে, কত লোকে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহারদের উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান: লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে; কিন্তু অনন্ত জ্ঞান-রূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করিবে? তিনি মনের বিষয় নহেন, সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন। তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপ; তাঁহার নিকটে অন্ধকার কুকর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না এবং অপবাদও সৎ কর্ম্মকে ম্লান করিতে পারে না॥

১

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন: কারণ ইহা তাঁহার জানা হয় নাই, যে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানা যায় না। তিনি হয়তো ব্রহ্মকে কোন মূর্ত্তিমান পদার্থ ভুলা বোধ করিয়া তুপ্ত আছেন; কিম্বা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকেন, তবে দেহ-শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই, যে তাঁহার শরীরও নাই এবং মনও নাই; তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমন আছেন, যে ব্রহ্মে যে শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই শুদ্ধ মুক্ত অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপেতে পরিমিত মনের বৃত্তি-সকল আরোপ করেন; তাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানা যাইত; সুত-

রাং যাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অতি সূক্ষ্ম বস্তু; ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দর রূপে জানিতে পারি। এই সমুদয় জগৎ কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান কি আমারদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহার সৃজন ও রক্ষণের শক্তি আছে; কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত? তাঁহার সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণ করিতে পারি? যিনি এই সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায়? সেই মঙ্গল-স্বরূপের দুরবগাহ্য গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে?

৩২

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন।

ব্রহ্মের পূর্ণ ভাবকে বিশেষ করিয়া সুন্দর রূপে জানিতে পারা যায় না বলিয়া কদাপি এমন নহে, যে ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানা যায় না। যদিও তাঁহার প্রকৃত পূর্ণ-স্বরূপ কোন প্রকারেই আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত হয় না; তথাপি তাঁহার অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব ও মঙ্গল-ভাব স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয় এবং তাঁহার অপার জ্ঞান ও অপার শক্তি এবং অপার প্রেমের নিদর্শন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই কারণ এই বচনে উক্ত হইয়াছে, যে "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" অর্থাৎ আমি তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ মঙ্গল-ভাব প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। এ বচনের মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

৩৩

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপকে জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি।

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমাদের পরিমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না, ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ জানা হইল।

৩৪

ইহ লোকে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থের কারণ হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে এক মাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় না, তথাপি আমরা বুদ্ধির ভূমি সহজ জ্ঞান দ্বারা সকল কারণের কারণ ও সকল আধারের মূলাধার এবং সকল মঙ্গলের নিদান-ভূত বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাবকে নিঃসংশয় রূপে প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে এই পৃথিবীতেই থাকিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমারদিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য, প্রিয়তম পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? জগৎ কৌশল দেখিয়া কৌশল কর্ত্তার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শুভোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল দেখিয়া নিয়ন্তার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইতেছি, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্মাকে উন্নত করিতেছি এবং আমারদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমারদের কি হইল? কতক গুলিন স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, কি বিপুল যশো মান লাভ করিয়া, অথবা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া কি মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে? ভঙ্গুর মৃণ্ময় পদার্থে বা দোষ-গুণ-বিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া—তাঁহার সহবাস-জনিত নিত্য ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্য-লোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল ও তৎপরতা আলোচনা দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্দীপন করিবেক ও আত্ম-প্রত্যয়কে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল: তাহারা তাঁহারই মঙ্গল-ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ববিদ্যা, কি চিকিৎসা বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। স্থাবর জঙ্গম বিবিধ বস্তুর গুণ ও সম্বন্ধ

পর্য্যালোচনা করিয়া যত প্রকার বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে সমুদায় তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে। সেই সমুদায় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৮ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৮৭ শক।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী দেকমেবাদ্বিতীয়ং।

এই বিচিত্র জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। কুত্রাপি ইহার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। সর্ব্বতঃ প্রসারিত এক নির্বিড় অন্ধকার মাত্র ছিল। সেই অন্ধকারের জ্যোতি কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। যখন কোন জ্যোতি ছিল না, কেবলি অন্ধকার ছিল, তখনও সেই জ্ঞান-জ্যোতি পরম পুরুষ স্বীয় মহিমাতেই বিরাজমান ছিলেন; যদি সকল জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সূর্য্য যদি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়, নক্ষত্র-সকল যদি একেবারে বিলুপ্ত হয়, তথাপি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ বিরাজমান থাকিবেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি প্রকাশ-মান ছিলেন, এই বর্ত্তমান সময়েও এই সমুদয় সৃষ্টির প্রাণ রূপে তিনি বর্ত্তমান আছেন এবং যদি এই সমুদয় সৃষ্টি, কালেতে ক্ষয় হইয়া যায়, তথাপি তিনি থাকিবেন। চিরকালই তিনি বর্ত্তমান। নিত্যকাল হইতে নিত্যকাল পর্য্যন্ত। "ঈশানো ভূত ভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ" তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও যেমন, কল্যও তেমন। তিনিই কেবল বর্ত্তমান—আর তাঁহার দুই বাহুতে ভূত ভবিষ্যতের ঘটনা-সকল নিয়-মিত হইতেছে। দেশ কালের তিনি অতীত; তাঁহার উপরে আকাশের অধিকার নাই, কালেরও অধিকার নাই। তিনি সমুদয় জগৎ সংসারকে দেশ-কাল-সূত্রে অনুস্যূত করিয়াছেন। আকাশে ও কালে সমুদয় জগৎ সংসার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় জগতের সহিত আকাশ ও কাল সেই পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, এক মাত্র অনাদ্যনন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল, তখন সেই সনাতন পুরাণই স্বীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে সময়কার কি গম্ভীর ভাব। যদি বর্ষা ঝতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দ্দিক দর্শন করি—তখন একটী গ্রহ, একটী তারাও, আর নয়ন গোচর হয় না—সমুদয় আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ, কেবলি অন্ধকার—তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া যে স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করি; কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্য-সজ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন।

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃ-কালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়া-ছিল! সেই নিস্তব্ধ চির রজনী ভেদ করিয়া

নব প্রসূত তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য কোথা হইতে আইল? কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিক্ বিদিক্ উজ্জ্বল করিল? এ কেবল সেই পরম কারণের ইচ্ছাতে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আমারদের এই তেজোময় সুন্দর পৃথিবী আকাশ পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতে লাগিল। হা! সে পৃথিবী তখন কিছুই জানে না, কে তাহাকে, কেন তাহাকে প্রেরণ করিলেন। তখন কে জানিবে সেই দগ্ধ দারু সমান উত্তপ্ত দ্রবধাতুময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত পৃথিবী জীবন ও সুখে, জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে, আশ্চর্য্য রূপে সজ্জিত হইবে; অসংখ্য জীবে, অসংখ্য উদ্ভিজ্জে, পূর্ণ হইবে? কে তাহাতে এ প্রকার বীজ-সকল নিহিত করিলেন? কে তাহাকে ধন ধান্য ফল-ফুলের ভাণ্ডার করিয়া সৃজন করিলেন? কোথায় সূর্য্য, কোথায় আমারদের এই পৃথিবী, কোথায় এই সকল জীব জন্তু উদ্ভিজ্জ। সূর্য্য হইতে আলোক আসিতেছে, পৃথিবী উজ্জ্বল হইতেছে, জীবন-প্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইতেছে— আমারদের অন্ধতা দূর হইতেছে। কে এ প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিলেন? এ কি কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য? এই প্রাণ ধন জীবন, সুখ অতুলন, কি কোন অন্ধ শক্তি হইতে বর্ষিত হইল? না সেই জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষের ইচ্ছাতে এই সকল হইল? এই পৃথিবী যখন কেবল দ্রব-ধাতু-পিণ্ড ছিল, তখন যদি কোন মনুষ্য ইহা দেখিতেন; এই কুজ্ঝটিকাময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত লোক দেখিয়া তিনি কি কখন মনে করিতে পারিতেন যে ইহা এই প্রকার সুখের রাজ্য হইবে? কিন্তু পরমেশ্বর আলোচনা করিয়া সেই সকল বিচিত্র অদ্ভুত শক্তি তাহাতে নিহিত করিলেন, যাহাতে সেই শূন্য উত্তপ্ত পৃথিবী এ প্রকার বাস গৃহ ও আরাম স্থল হইল। কালেতে ইহা শীতল হইয়া অসংখ্য জীবের আধার হইল, অসংখ্য সুখের আলয় হইল। বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া শীতল জল বর্ষণ করিল; জলেতে কত মৎস্য কুম্ভীর, কত কোটি কোটি জল জন্তু, বিচরণ করিতে লাগিল। কালেতে জলের গর্ভ হইতে পর্ব্বত-সকল সূর্য্যাভিমুখে উঠিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। পৃথিবী জলে স্থলে বিভিন্ন হইল— নানা উদ্ভিজ্জ, নানা জীব জন্তু, তাহাতে উৎপন্ন হইল। এ কি আপনা হইতে হইল? না ইহা কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য? সেই বিজ্ঞানময় পরম পুরুষেরই এই মহিমা; তিনিই এই জগৎকে এমন আশ্চর্য্য রূপে সৃজন করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি আমারদের অন্ন আহার করিবার জন্য দন্ত দিলেন; দন্ত দিবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধ দিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি আশ্চর্য্য তাঁহার পালনী শক্তি! এই সকল কৌশল কি অন্ধ শক্তির কার্য্য? ইহাতে কি এক জনের জ্ঞান প্রকাশ পায় না? ইহাতে কি এক জনের মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পায় না? ইহাতে কি এক জনের আলোচনা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায় না?

কে আমারদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন? কোন্ করুণাময় পুরুষ আমারদের রোগ-শান্তির জন্য নানা প্রকার ঔষধের সৃজন করিয়াছেন? আমারদের শরীরের কোন অঙ্গ ব্যথিত হইলে কাহার নিয়মে তাহা আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়? আত্মা যখন মলিন হয়, যখন সে পাপেতে অভিভূত হয়, তখন কে তাহাতে অনুতাপ প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে উদ্ধার করেন। এ সকলই তাবৎই, তিনি করিতেছেন, যিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা; যিনি আপ-

অত্যাচার করিয়াছে, অনর্থক বিবাদ করিয়াছে, কাহারো মনঃপীড়া দিয়াছে। পরে তাহার চেতন হইলে সে মনে করে, আমি কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। সে আপনার দোষ আপনি জানিয়া হয় তো বন্ধুর সাক্ষাতেও তাহা স্বীকার করে। এই প্রকারে দোষ স্বীকার করা অবশ্যই ভাল কিন্তু যদি তাহার সংশোধনের চেষ্টা থাকে। তাহার চেষ্টা কোথায়? যখনি সময় আইসে, তখন আবার তাহার স্বভাব বিকৃত হইয়া উঠে। সে তাহার অধোগতির প্রতি তখন একবার দৃষ্টি করে না। তখন সংগ্রামের জন্য একটি অস্ত্রও ধারণ করে না। এই প্রকার বার বার পতিত হইয়া হয় তো একেবারে নিরাশ হইয়া যায়। কিন্তু নিরাশ হওয়া উচিত নহে। আমৃত্যু ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিবে, কখনো তাহাকে দুর্লভ মনে করিবে না। পতন হওয়া অপেক্ষা পাপ হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা-শূন্য হওয়া অধিক দোষ। তাঁহার দুর্ব্বলতা জন্যই হউক, অভ্যাসের জন্যই হউক, যাহার জন্যই তাঁহার পতন হউক, তিনি এ কথা বলিতে পারিবেন না, এখন আর আমি উঠিতে চেষ্টা করিব না। তাঁহার নিরাশ হওয়া উচিত নহে, কেন না ঈশ্বরই আশা দিতেছেন যে তিনি ধর্ম্মকেই জয়ী করিবেন। এই প্রকার আলস্য। যখন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, লোকসমাজের উপকার করিতে হইবে; তখন আলস্য আসিয়া জড়ীভূত করে। পরে সময় অতীত হইলে অনুতাপ করি। আবার কর্ম্মের সময় আইলে আলস্যের জালে পতিত হই। এই আমারদের দুর্ব্বলতা। কার্য্যের সময় আমরা সংগ্রাম হইতে বিরত হই, সে সময়ে প্রবৃত্তির স্রোতে অনায়াসে নীয়মান হই। পানাসক্ত ব্যক্তিকে দেখ। দিন দিন এ ব্যক্তি হীন মলিন হইতেছে। ইহার শরীর রুগ্ন হইতেছে, মন অবসন্ন হইতেছে; বুদ্ধি ভ্রংশ হইতেছে। সকল অপেক্ষা মনুষ্যের যাহা উচ্চ অধিকার, তাহাই তাহার নাই—আপনার উপরে আপনার কোন অধিকার নাই। সে কোন সময় মনে করিতেছে, আর মদ্য পানে রত হইবে না। আবার লোভের সময় আইলে লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। এই রূপে দিবসে রাত্রিতে তাহার মানসে সুখ নাই—এক সময়ে আত্ম-গ্লানি ও নরকভোগ; আর এক সময় অসাড়তা ও উন্মত্ততা। এই প্রকারেই তাহার দিন গত হয়। মনে করিয়া দেখ, মদ্য পায়ীর যেমন দোষ অধিক, তেমনি লোভও কত প্রবল। সে তাহার দোষ হইতে উদ্ধার পাইবার যত চেষ্টা করে, তাহার অর্দ্ধেক চেষ্টা করিলে আমরা হয় তো আমারদের কত পাপ-প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি।

আমরা পাপের সহিত সংগ্রামে বিমুখ, এই আমারদের সাধারণ দোষ, আবার এমন কতকগুলি পাপ আছে যে তাহার অধীনে থাকিবাও আমরা অনায়াসে সন্তোষে দিন যাপন করি। সেই সকল পাপকে এমন লঘু মনে হয় যে তাহার জন্য একবার মনেও করি না। দেখ, আমরা কত সময় স্বার্থপর হইয়া আপনার নাম আপনার মান আপনার যশের জন্যই ব্যস্ত থাকি। এই প্রকার ভাব আমাদের এমন অভ্যাস পাইতে পারে যে মনে হয় স্বার্থপর হইবার আমারদের অধিকার আছে। আমরা যাঁহার ধন ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি ও অশেষ সুখে সুখী হইতেছি, তাঁহাকে আমরা ভুলিয়া সে সমুদয় ভোগ করি। যাহা হইতে আমরা দেহ মনের সকল শক্তি পাইয়াছি, তাহা তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ না

করিয়া আপনার কার্য্যেই সকল সময় নিয়োগ করি। যে প্রীতি যথার্থ তাঁহারই প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে না দিয়া আমাদের কোন হৃদয়ের পুত্তলিকাকেই প্রদান করি। এই প্রকারে দিন চলিয়া যায় কিন্তু আমারদের এক বারও মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। এই প্রকার ধনবান্ সুখবান্ ব্যক্তিকে যদি স্বার্থপরতা দোষে দোষী করিতে যাও, তবে সে বলিবে; আমি আপনার ধন আপনি ভোগ করিতেছি, কাহারো উপরে তো অন্যায় করিতেছি না। স্বার্থপরতার জন্যে মধ্যে মধ্যে তাহার মনে এক প্রকার অতৃপ্তি অশান্তি আসিবেই আসিবে; তথাপি অভ্যাসের বলে তাহার হৃদয়ের কবাট বদ্ধ হইয়া যায়। আমারদের অভিমান আবার এমনি যে আপনার দোষ যদি কেহ বন্ধুভাবে দেখাইয়া দেয়, আমরা কোথায় সে দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব, না সেই হিতৈষীর উপরেই বিরক্ত হই। তখন আপনার প্রতি দেখি না, কিন্তু অন্যকে তিরস্কার করি, যাহা নিতান্ত অন্যায়। এই জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আছে—"অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ"। অপ্রিয় অথচ পথ্য এমত বাক্যের বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ। যে সকল পাপ জনসমাজে প্রচলিত, তাহাও আমাদের নিকটে সদ্য বোধ হয়। যদি অসত্য, প্রতারণা, পানাসক্তি এ সকলের জন্য লোকের নিকট হইতে তিরস্কৃত না হইতে হয়, তবে সে সকল পাপে পতিত হইয়া সহজেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। আবার যে সকল পাপ আমরা আপনারাই জানি, অন্য কেহ জানিতে পারে না, তাহা সহজে হৃদয়ে স্থান পায়। এক জনের ক্রোধ দৃষ্টি কত সময় আমার দিগকে জড়ীভূত করিয়া দিতে পারে! এক জনের তিরস্কার-বাক্য অনেক সময়ে যেন আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়া অন্তরে কশাঘাত করে, তাহার যাতনা এমত বহু দিবস থাকিতে পারে। কোন দোষ যাহা আমি কিছুই মনে করি নাই, যখন জানিতে পারি অন্য লোক তাহা কি প্রকার ভাবে দেখে, তখন তাহা দোষ বলিয়া মনে হয়। এমন কত শত গূঢ় পাপ আমরা অন্তরে পোষণ করিয়া রাখি; যখন ধরা পড়ে, তখনই হৃদয়-বেদনা আইসে। আমাদের দোষ যেমন অন্যেরা বিচার করিবে, আপনারা যেন সেই রূপ বিচার করি। আমাদের অন্তর্যামী যেমন আমাদের প্রত্যেক দোষ দেখিতেছেন, আমরাও যেন তাহা দেখিয়া একান্ত সরলভাবে তাঁহার নিকটে হৃদয় খুলিয়া ব্যক্ত করি ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা করি।

দেখ, আমারদের কেমন সাবধান থাকিতে হইবে। আমরা পতিত হই তাহাতে ভয় নাই; সংগ্রাম হইতে নিরস্ত হই—তাহাই ভয়। কোন সময়েই আমরা বলিতে পারিব না, এতদূর করিয়াছি আর করিতে হইবে না। আমাদের আদর্শ কোথায়? সেই "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং" অকলঙ্ক নিরবদ্য পরমেশ্বর আমাদের আদর্শ। আমারদের লেখা যত উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সেই আদর্শের অনুরূপ কোন কালেই হইবে না। কিন্তু আমাদের ভয় নাই। আমাদের নিরাশ হইতে হইবে না। যদি আমরা আপনাতে আপনি সন্তোষে থাকি, যেমন নিম্ন দেশে আছি সেখানেই বিচরণ করিয়া তৃপ্ত থাকি, তবে অবশ্যই ভয়। কিন্তু যতক্ষণ সংগ্রামের জন্য উদ্যত থাকিবে, ততক্ষণ কোন ভয় নাই—যদি সহস্রবার পতিত হও, তাহা হইলেও ভয় নাই। আমাদের উপরে পাপের জয় কখনই হইবে না। পাপকে আমরা বলি 'অসৎ,' ধর্ম্মকে বলি 'সৎ'। অসৎ প্রবৃত্তি সকল 'অসৎ' কেন না তাহারা থাকি

নার অমোঘ সাহায্য দিয়া আমারদিগকে আপনার সৎপথে রক্ষা করিতেছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? তিনি যেমন জড় বিষয়ের অধিপতি, সেই রূপ আত্মারও অধিপতি; তিনি যেমন সকল জগতের ঈশ্বর, সেই রূপ আমারও ঈশ্বর। আমরা তাঁহার প্রসাদ-ভাগী হইয়া দিন যাপন করিতেছি; জীবনের সমুদয় ভোগ, সমুদয় সুখ, তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি—তাঁহার জন্য আবার যখন আমরা কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-হৃদয় তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি, তখন সে ভোগ, সে সুখ, কেমন পবিত্র হইতেছে। সম্পদ্ আমারদিগকে তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করিতেছে। বিপদ্ গুরুর ন্যায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছে—তখন সেই বিপদই আমারদের পরম সম্পদ্। তাঁহার করুণা সম্পদে বিপদে—তাঁহার দিবসে রাত্রিতে—সমুদয় জগৎ সংসারে তাঁহার করুণা। চিরকালই আমরা তাঁহার করুণার আশ্রয়ে থাকিব। আমারদের কি এতটুকুও বল নাই যে, যে কয় দিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকি, তত দিন তাঁহার মঙ্গল-ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। যাঁহার সঙ্গে আমারদের নিত্যকাল থাকিতে হইবে, এই কতক দিনের বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহার মঙ্গল-ছায়াতে অপরাজিত-চিত্তে বাস করি—আমারদের কি এতটুকুও নির্ভর নাই। যদি এই ক্ষণ কালের জন্য সেই মঙ্গলময়ের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে থাকিতে না পারি, তবে অনন্ত কালে আমারদের কি ভরসা? আমরা কি সংসারের একটু সুখেতেই উৎফুল্ল হইব, একটু দুঃখেতেই মুহ্যমান হইব? আমরা যে কেবল ক্ষণিক সুখে আয়ত্ত থাকি, ঈশ্বরের এ প্রকার ইচ্ছা নয়। তিনি আমারদের আত্মার উন্নতি চাহেন, তিনি আমারদিগকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইতে চাহেন, সুখ দুঃখে অটল রাখিতে চাহেন। তিনি যেমন জড় রাজ্যকে ভৌতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন, আত্মার জন্য সেই রূপ ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। আমরা যাহাতে শিক্ষিত হই—দৃঢ়চিত্ত ও বলিষ্ঠ হই—জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হই, এই তাঁহার অভিপ্রায় এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য নানা বিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও তাহাতে সাহায্য করিতেছেন. শীত বসন্তের ন্যায় সম্পদ্ এখানে যাতায়াত করিতেছে কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মকে সহায় করি, আর ঈশ্বরেতে নির্ভর করি; তবে আমারদের মন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না, আত্মার শান্তি কিছুতেই যাইবে না।

হে পরমাত্মন্! আমাদের আত্মার শান্তি রক্ষা কর, তোমার মঙ্গল-ছায়া সর্ব্বত্র বিস্তার কর। ভ্রান্ত আত্মাদিগকে তোমার পথে অগ্রসর কর, জ্ঞানেতে উজ্জ্বল কর, পৃথিবীকে শান্তি সলিলে শীতল কর, সকলকে তোমার উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্মাচরণের চেষ্টা।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্যে সত্যেরই জয় করেন—মঙ্গলেরই জয় করেন। যে সাধু পুরুষ সত্যের দিকে থাকেন, তিনি ঈশ্বরেরই দিকে থাকেন। যদিও চতুর্দ্দিক্ হইতে পর্ব্বত সমান প্রতিবন্ধক আইসে, যদিও মিত্রেরা শত্রু হইয়া বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে; তথাপি যিনি ধর্ম্মকে জয়ী করেন, ঈশ্বর তাঁহাকেই জয় দান করেন। ইহাতে তিনি যে

কেবল আপনার আত্মাকে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ করেন, এমত নহে; স্বীয় সাধু দৃষ্টান্ত অন্যত্র প্রচার করেন। ঈশ্বর তাঁহার সংসারে ধর্ম্মকে এই প্রকারে জয়ী করেন। সৎ প্রবৃত্তি যে হৃদয়ে থাকে, তাহা কেবল তাহাকেই উন্নত করিয়া নিরস্ত হয় না, আর শত শত হৃদয়কে আকর্ষণ করে। আমাদের সকল মঙ্গল-ভাব যদি প্রসুপ্ত থাকে, তবে এক সাধুর উজ্জ্বল মুখ দেখিয়া তাহার সকলই জাগ্রত হয়। যিনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তিনি অন্য লোককে কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিবেন? যখন সংসার এক দিকে, ঈশ্বর আর এক দিকে হন; তখন যদি তিনি সংসারের সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, সকল অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরেতেই অনুরক্ত থাকেন, এবং তাঁহারই আদেশ পালন করেন; তবেই অন্যেরা বুঝিতে পারে, তিনি কি অমূল্য ধন পাইয়াছেন, যাহাতে আর সকল ধন হারাইলেও তাঁহার ক্ষতি বোধ হয় না। তখন সহজেই সকলে সেই ধনের অন্বেষণ করিতে যায়। আমরা ধর্ম্মের জন্য যদি ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে আমাদের বল কোথায়? ধর্ম্ম-বলের পরীক্ষা কিসে হয়? না বাধা দ্বারা। যিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি ধর্ম্ম-বল কত উপার্জন করিয়াছি; তিনি যেন দেখেন, আমি ধর্ম্মের জন্য কত বাধা অতিক্রম করিতে পারি। পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মের জন্য যে সকল বিষয় ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম, এখনো কি সেই রূপ হই, না এখন তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি! ঈশ্বর আমারদিগকে এমন সংসারে স্থাপন করেন নাই যে আমরা সুখে অনায়াসে জীবন পথে চলিয়া যাইতে পারিব। চতুর্দ্দিকে কণ্টক, রাশি রাশি প্রলোভন, বিঘ্ন বিপত্তি বিস্তর। এই সমুদয় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরের পদ-তলে আনিতে হইবে। আমাদের জীবনই এক সংগ্রামের ব্যাপার। জীবন যে, সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে। সুস্থতা রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম-জীবনও পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে; যতক্ষণ সেই সংগ্রাম থাকে, ততক্ষণ ধর্ম্ম জীবিত থাকে—যখনি আমরা চেষ্টা-শূন্য নিরুদ্যম হই—অসাবধান ও নিরস্ত্র হই—তখনি পাপ আসিয়া আমারদিগকে আক্রমণ করে। আমরা অনেক সময় যুদ্ধে জয়ী না হইয়াই তাহা ছাড়িয়া দিই; যে সকল পাপকে দূর করিয়া দিতে হইবে, তাহা সর্পের ন্যায় হৃদয়ে পুষিয়া রাখি—যে সকল ভাবকে সমূলে উন্মূলন করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে প্রণয় বন্ধন করি এবং যে সময় চেষ্টা করিয়া শোধন করিতে হইবে, তখন হয় তো দুঃখ ও অনুতাপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকি। কি আশ্চর্য্য! আমরা একই হৃদয়ে দেব-ভাব আসুরিক ভাব পোষণ করিয়া রাখি! আমরা চাহি ঈশ্বরও থাকুন, সংসারও থাকুক। কিন্তু এক টুকু ভাবিয়া দেখিলেই জানিতে পারি যে তাহা কখনই হইতে পারে না। যেমন অন্ধকার আলোক একত্রে থাকিতে পারে না, তেমনি সৎ অসতে একত্রে থাকিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা বৃথা—মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। হয় পাপকে জয়ী করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও, নয় হৃদয়ের রাজাকে হৃদয় রাজ্যে স্থান দিয়া পাপের হস্ত হইতে বিমুক্ত হও।

আমরা কত সময় হীন-বল হইয়া পাপের সহিত সংগ্রামে বিরত হই, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। *এক জন লোক—সে অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব। সে অকারণে এক জনের প্রতি

বেনা—তাহারা মৃত্যুর দিকে রহিয়াছে- ক্রমে তাহারা বিলুপ্ত হইবে। আমাদের যে সকল সৎপ্রবৃত্তি তাহাদেরই জয় হইবে—অমৃতের সঙ্গে তাহাদের যোগ। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মকে জয়ী করিবেন। যে ধর্ম্ম-শিখা তোমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা তিনিই উদ্দীপন করিয়াছেন—তুমি আপনি তাহা নির্ব্বাণ করিতে গেলে তিনি কখনই নির্ব্বাণ করিতে দিবেন না। তুমি পাপ-ভারে অবসন্ন হইলেও তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া রাখিবেন। কোন মতেই নিরাশ হইও না, উচ্চ লক্ষ্য স্থান দেখিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে আর অধিক কিছু চাহেন না। তিনি কেবল আমারদের নিকট হইতে আমারদের ধর্ম্ম পালন করিবার অবিশ্রান্ত যত্ন চান, তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা চান এবং সর্ব্ব সংহারক পাপ হইতে দূরে থাকিবার দৃঢ়তা চান। আমরা যদি এই প্রকার চেষ্টা করি; তবে আমরা যতদূর করিতে পারি, তাহা করা হইল। ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া যখন সহস্র সহস্র পুণ্যাত্মার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব—তখন যে অতি হীন, তাহাকেও তিনি আলিঙ্গন দিবেন—তাহার অনুতাপ-জনিত অশ্রুবারি মার্জ্জনা করিবেন, এবং তাহার ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ-সকল তাঁহার করুণা-বারি প্রেরণ করিয়া সুস্থ করিবেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা যেরূপ পদ্ধতি ক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে, অবিকল তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

কন্যা-যাত্র, বর ও বর-যাত্র সকল আসিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে পর রাত্রি দশ ঘন্টার পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পবিত্র হৃদয়ে সম্প্রদান-শালায় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গল-বাচন করিলেন। যথা

মঙ্গল বাচন।

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোধিক্রবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোধিক্রবন্তু ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধিক্রবন্তু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

অভ্যর্থনা।

পরে অর্ঘ্য লইয়া ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি। —সম্প্রদাতা, ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতি গৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ মধুপর্কং প্রতি গৃহ্ণামি। —সম্প্রদাতা ওঁ অঙ্গুরীয়ং অঙ্গুরীয়ং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতি গৃহ্ণামি। পরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলেন।

এই রূপে যথা নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর স্ত্রীআচার করিবার জন্য পাত্রকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। অনন্তর পাত্র আসিয়া আসনে উপবেশন করিলে এবং কন্যাকে আনয়ন করিয়া তৎসম্মুখে বসাইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং ব্রহ্মবিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল। জন-

কোলাহল আর কিছু মাত্র রহিল না। কেবল ব্রহ্ম নামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকংবরেণ্যং ত্বমেকংজগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকংজগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ ত্বমেকম্পরংনিশ্চলংনির্ব্বিকল্পং॥ ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণম্ভীষণানাং গতিঃপ্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামঃ বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ। সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্ব রহিত, সংসার সাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈসঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। যদাহ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেনাত্ম্যে নিরুক্তে নিলয়নে ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোস্য পরমোলোকএষোস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

হে পরমাত্মন্। তুমি নিয়ত আমারদের উপর করুণা-বারি বর্ষণ করিতেছ এবং আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে নিযোগ করিবার জন্য বিবিধ উপায় বিধান করিতেছ। তুমি মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা; তুমি আমারদের সুখশান্তি; তুমি জীবনের জীবন ও চিরকালের সুহৃদ্। আমারদের সমুদায় প্রীতিকে তোমার প্রতি লইয়া যাও এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অটল উৎসাহ প্রদান কর, যেন সকল অবস্থাতে সকল সময়ে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে সমর্থ হই। তুমি আমারদিগের জীবনের লক্ষ্য, এই সত্যটী যেন আমারদের মনে নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে এবং সাংসারিক তাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম যেন তোমার সত্য-স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্পন্ন

করি। হে নাথ! যাহাতে তোমাকে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিতে পারি এবং আমাদের সমুদায় শক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি, এপ্রকার বল ও বুদ্ধি প্রেরণ কর।

সম্প্রদান।

ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে পর সম্প্রদাতা পাত্র কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া "ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দাস্যামি" ইহা বলিয়া পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পাত্রও "ইমাং গৃহ্ণামি" ইহা বলিলেন।—পরে সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কটরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মা ঈশ্বর-প্রীতি কামঃ ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজআঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য রামসুন্দরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য কাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায়। শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রীমতীং সুকুমারী দেবীং। ইহা তিন বার উচ্চারণ করিয়া। এনাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং অরোগিনীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। জামাতা স্বস্তি বলিলেন।

পরে সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং ভরদ্বাজ গোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইহা বলিয়া জামাতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। জামাতা স্বস্তি বলিলেন। পরে কন্যা পাত্রের অন্যোন্যাবলোকন হইল। পরে জামাতৃ দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে উপবেশন করাইয়া দম্পতীর বস্ত্র-দ্বয়ে গ্রন্থি বন্ধন করতঃ পুনর্ব্বার কন্যাকে জামাতৃ বাম পার্শ্বে বসাইলেন।

পরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দম্পতীকে এই উপদেশ করিলেন।

উপদেশ।

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমারদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ সাবধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে। ইহার পথ সকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি-সকল তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন"। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন

মান্ হেমেন্দ্রনাথ! তুমি নিয়ত তোমার

পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিলেন; সংযতেন্দ্রিয় ও সৎ-কর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে, যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে আনিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবে, যেন উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন.

শ্রীমতি সুকুমারি দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবে। সকল কর্ম্মে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে ও সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

করুণাময় পরমেশ্বর তোমারদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃতধামের অধিকারী করুন।

ওঁ যএকোবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর,-তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর দম্পতী তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন এবং সভাস্থ লোকদিগকে মাল্যচন্দন দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলুটোলাস্থ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাত শত খণ্ড প্রার্থনা পুস্তক এই সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারী সম্পাদক।

নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের
মূল্য নিরূপণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—ভাল বাঁধা		
ঐ	সামান্য বাঁধা	১
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস—সামান্য বাঁধা		।।০
ঐ	ভাল বাঁধা	১
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা		।।০
প্রার্থনা পুস্তক		৵০

পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭৮৩ শকের পত্রিকার অগ্রিম মূল্য তিন টাকা ও বিদেশীয় মহাশয়েরা তিন টাকা বার আনা সত্বর পাঠাইবেন।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা. কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ২০ ভাদ্র বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৮ সংখ্যা।
আশ্বিন ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প　　　　পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক
মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার
ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

প্রাতঃকালের ব্রহ্ম-স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! তুমি যে রূপ সুবিশাল নভোমণ্ডলস্থ লোক মণ্ডলের প্রাণি-পুঞ্জের পিতা মাতা, যেমন তুমি এই সুরম্য ভূমণ্ডলের পালয়িতা, সেই রূপ তুমি আমার এই সংকীর্ণ পর্ণ গৃহেরও গৃহ-দেবতা।

তোমার কৃপাদৃষ্টি যে প্রকার সকল ভূতে, সকল লোকে, সমস্ত জীবে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রূপ এই ক্ষুদ্র পরিবারেও তোমার অপার করুণামৃত নিয়ত বর্ষিত হইতেছে।

জল বিহারী মকর কুম্ভীর ও মৎস্য সকল যদ্রূপ সর্ব্বক্ষণ তোমার সৃষ্ট জল-নিকেতনে মনের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে, আমরাও সেই রূপ স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ তোমার অপার গম্ভীর প্রেমার্ণবে আনন্দোৎফুল্ল মনে দিন যামিনী বিচরণ করিতেছি। আমাদের আত্মা নিরবচ্ছিন্ন তোমার সুস্নিগ্ধ প্রীতি-সুধা পান করিয়া দিন দিন তোমার ক্রোড়েই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সুরম্য সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে যে রূপ নগর গ্রাম, গিরি গুহা উপবন তোমার স্তুতি গানে পরিপূর্ণ হইয়াছে, অদ্য তোমার প্রসাদে এই পর্ণ কুটীরও তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল ধ্বনিতে ধ্বনিত হইতেছে—তোমারই সুশীতল করুণা-মলয়-সমীরণে আমাদিগের প্রীতি কলিকা বিকশিত হইয়া তাহার পবিত্র সৌরভ তোমার প্রতিই উত্থিত হইতেছে।

পবিত্র আত্মা দেবতা সকল যে রূপ এই প্রশান্ত সময়ে পবিত্র মনে তোমার স্তুতি গান করিতেছেন, সংযতেন্দ্রিয় পুণ্যাত্মা ঋষিগণ যে রূপ নিমীলিত নয়নে তোমার বরণীয় জ্ঞান শক্তি ধ্যানে নিমগ্ন হইতেছেন, সেই রূপ আমরাও ক্ষীণ হীন মলিন মানব হইয়া প্রাতঃ প্রস্ফুটিত প্রীতি কুসুমে তোমারই পূজা করিতেছি এবং প্রশস্ত হৃদয়ে তোমার আদেশানুমত পবিত্রতম সংসার ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পাদন করিবার নিমিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের নেতা হইয়া এই ভয়াবহ সংসারক্ষেত্র হইতে

আমাদিগকে তোমার ধর্ম্ম পথে লইয়া যাও। তুমি উপদেষ্টা হইয়া পবিত্রতম সংসার ধর্ম্ম পরিপালন করিবার উপদেশ প্রদান কর; তুমি আমাদিগের ভয় ত্রাতা মুক্তি দাতা হইয়া আমারদিগের আত্মার মোহপাশ ও হৃদয় গ্রন্থি ছেদ করিয়া তোমার সুখাবহ সন্নিধানের নিকটবর্ত্তী কর। তুমি অদ্য আমাদিগের হৃদয় রাজ্যে বিরাজিত থাকিয়া সাধুভাব ও ধর্ম্ম ভাব সকলকে উন্নত ও প্রশস্ত কর এবং অসাধু ও অপবিত্র ইচ্ছা সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা দাও। হে প্রভো! আমরা যেন অবিরক্ত চিত্তে তোমার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারি—সহস্রবার শত শত কারণে উত্যক্ত হইলেও যেন সন্তপ্ত হইয়া তোমার আজ্ঞানুমত সংসার ধর্ম্ম পরিপালনে অবহেলা ও ঔদাস্য না করি।

আমরা যেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দান, পরিশ্রান্তকে আসন দান, এবং পীড়িতকে ঔষধ পথ্য প্রদানে সাধ্যমতে সঙ্কুচিত না হই। আমরা পাত্র বিশেষে সময় বিশেষে যেন আমাদিগের সম্মুখস্থ প্রস্তুত ভোজ্য অন্নের অর্দ্ধাংশও অকাতরে দান করিয়া ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারি, এবং অনুষ্ঠান ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মার্থ পিপাসু ব্যক্তির ধর্ম্ম তৃষ্ণা শান্তি করি। কোন রূপেই যেন তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত বা কাতর না হই। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগের সহায় হও। "আমরা তোমার আদেশানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৩ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।

অদ্যকার সূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিয়া ধন্য হইব, এই আশাতে আমাদের আত্মা পূর্ণ ছিল। এইক্ষণে সেই সূর্য্য উদয় হইয়াছে। এই সুশীতল প্রাতঃকালে আমরা পরম প্রিয়তম পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। সূর্য্য কিরণে আমাদের চক্ষু যেমন পরিতৃপ্ত হইতেছে, সেই অমৃত কিরণকে আহ্বান করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর।

এই সূর্য্যের মহিমার মধ্যে এক্ষণে আমরা স্থিতি করিতেছি; আমরা নিশ্চয় জানিতেছি যে ইহা অস্তমিত হইবে। যে দিবাকর এক্ষণে আলোক কিরণে দিক্ বিদিক্ উজ্জ্বল করিয়াছে, দ্বাদশ ঘণ্টা পরে ইহা আর থাকিবে না। পুনর্ব্বার তারাদলের সহিত রজনী আগমন করিবে। কল্য যেমন চন্দ্রমা রজনীর অন্ধকার ও মেঘের মধ্য হইতেও বিশদ জ্যোৎস্না বিস্তার করিতেছিলেন, আজো আবার সেই রূপ করিবেন। যেমন নিশ্চয় জানি সূর্য্য অস্তমিত হইবেন, তেমনি নিশ্চয় জানি আত্মা এই পৃথিবী হইতে অস্তমিত হইবে। কিন্তু যেমন আমরা নিশ্চয় জানি দ্বাদশ ঘণ্টার পরেই সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে—তেমনি কি জানি কোন্ সময়ে আত্মা শরীর পরিত্যাগ করিবে? মৃত্যুর সময়ের কোন স্থিরতা নাই। অদ্যকার সূর্য্য মধ্যাহ্ন কালে আরোহণ করিতে না করিতেই, কে বলিতে পারে আমারদের মধ্যে কাহার আত্মার অস্ত হইতে পারে? আমার এই বাক্য দুই প্রহরের মধ্যেই হয়ত এককালে নিরোধ হইতে পারে; এই হস্ত অসাড়

হইয়া যাইতে পারে। আমরা বলিতে পারি কোন্ সময় সূর্য্য অস্তমিত হইবে—কোন্ সময় বৃক্ষের পত্র সকল পড়িয়া যাইবে, কোন্ সময় বর্ষার জলে বৃক্ষ পল্লব সকল প্রফুল্ল হইবে—কখন্ শরতের জ্যোৎস্নাতে মেদিনী পুলকে পূর্ণ হইবে—কিন্তু মৃত্যুর জন্য সকল সময়। সকল কালের উপরেই তাহার অধিকার। কখন্ আমরা এ পৃথিবী হইতে অবসৃত হইব—কখন্ আমাদের দোষ গুণের ভার লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা জানি এককালে সংসারের সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখানকার সকলেরই সঙ্গে আমারদের অস্থায়ী সম্বন্ধ। যেমন বিবস্ত্র হইয়া আসিয়াছিলাম, কিছুই লইয়া আসি নাই—সেই রূপ বিবস্ত্র হইয়া পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হইবে। ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইবে—ধন সম্পত্তি বিলুপ্ত হইবে—এক সময় দেখিতে পাইব, "অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ"; মান মর্য্যাদা সকলি অস্তমিত হইবে কিন্তু থাকিবে কি? সকল অবস্থার তরঙ্গের মধ্যে যাহার অন্ত নাই, অবসাদ নাই, এমন ধর্ম্ম অবস্থিতি করিবে। সেই সকল সত্যভাব যাহা আমাদের আত্মার সার এবং যাহার রাজ্য সেই খানে যথায় দেশ কালের অধিকার নাই—তাহা থাকিবে। আর কি থাকিবে? সেই সকল সত্যের সত্য, সকল আধারের মূলাধার, যিনি আমারদিগকে এই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন—এবং উষাকালের আলোকের ন্যায় সুকোমল স্পর্শে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া প্রতি দিন আমারদিগকে বুদ্ধি, চেতন, জ্ঞান, বল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমাদের জন্য চিরকাল থাকিবেন। আমরা জানি কিসের সঙ্গে আমাদের অস্থায়ী সম্বন্ধ আর কিসের সঙ্গে নিত্য যোগ। আমাদের বিষয় বিভব মান মর্য্যাদা সকলি যাইবে—কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির অঙ্কুর যতদূর অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে—দেবভাব সকল উন্নত হইবে, ধর্ম্মবল বিবৃত হইবে। আমাদের যদি সকলি যায়, তথাপি আত্মার উন্নতি লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হইব। পার্থিব বস্তুর সঙ্গে যোগ, পরমার্থের সঙ্গে যোগ, এ দুইই আমরা জানিতেছি;—এক ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী. এক সূর্য্যের ন্যায় চির দীপ্তিমান্। আমরা কি এ দুয়ের বিভিন্নতা বুঝিতেছি না? আমরা কি এমন হতবুদ্ধি যে ছায়া ও আতপের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি না? আমরা বুঝিতেছি কিন্তু মোহ আসিয়া আমারদিগকে অন্ধ করিতেছে। আমাদের নিত্য ধন কি তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি কিন্তু মোহ আসিয়া তাহা অপহরণ করে। সেই ধন লাভ করিবার জন্য কি না দেওয়া যায়? যিনি অমূল্য রত্ন, যাঁহার কোন মূল্য নাই, তাঁহাকে যদি মূল্য দিয়া পাওয়া যায় তবে তাহা দিতে কি? সেই অমূল্য ঈশ্বর-রত্ন; তাঁহাকে যদি আমাদের শরীর মন প্রাণ দিয়া লাভ করা যায়, তবে কি তাহা দিতে আমারা কাতর হইব? আমরা কি লজ্জিত হইব না যে আমরা যে এমন হীন পদার্থ, তাহা দিয়া সেই অতুল্য অমূল্যকে লাভ করিতেছি। তাঁহার জন্য এই কুটীর ত্যাগ করিতে কি কুণ্ঠিত হইব? তাঁহার নিকটে আমাদের কিছুই অদেয় নাই। তিনি হৃদয়ের ধন। "রসোবৈ সঃ" তিনি রস স্বরূপ। ফল যেমন সুপক্ক হইলে রসেতে পরিপূর্ণ হয়, বর্ষা ধারাতে যেমন বৃক্ষ সকল প্রফুল্ল হয়, বোধ হয় যেন তাহা হইতে রস নির্গত হইতেছে; পরমাত্মাতে হৃদয় পূর্ণ হইলে তাহা

হইতে সেই রূপ ব্রহ্মরস উচ্ছ্বসিত হয়। তাঁহাতে পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বর-পরায়ণ তখন বলিতে থাকেন, হে পরমাত্মন্! অসীম আকাশ তোমার গুরু ভার বহন করিতে পারে না, তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আরোহণ করিয়াছ, আমি কি প্রকারে তাহা বহন করিব? তখন তাহার বাক্য মন স্তব্ধ হয়, তাহার হৃদয়ের ভাব তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে; এক মুখে সে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। দামোদরের বন্যার জল কোন সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্যে দিয়া বহির্গত হইতে থাকিলে তাহার যে প্রকার ভাব, সেই ব্রহ্মবাদির অন্তরের ভাবও সেই প্রকার; তাহা তাহার হৃদয়ে ধারণ হয় না, মহাকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, তাহার ক্ষুদ্র মুখেও তাহা ব্যক্ত হয় না। ঈশ্বর যখন আত্মাতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার কি গুরু ভার তাহা বুঝা যায়, সংসারের যে কি লঘু ভাব তাহাও বুঝা যায়। জ্ঞান দ্বারা সংসারের অসারতা জানিতেছি, ভাব দ্বারাও তাহার লঘুভাব উপলব্ধি করিতেছি। ঈশ্বরের গুরু ভার যখন হৃদয়েতে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহার নিকটে আর সকলি লঘু বোধ হয়। তাঁহাকে লাভ করিয়াই ব্রহ্মবিৎ বলিয়া গিয়াছেন "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিং স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" যাঁহাকে লাভ করিলে আর কোন লাভকে লাভই বোধ হয় না, যাঁহাতে স্থিতি করিলে গুরু বিপত্তিও বিচলিত করিতে পারে না। এদিকে তিনি উচ্চ হইতে উচ্চ, "মহতো মহীয়ান্" এমন উচ্চ যে "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আবার এ দিকে বলিতেছি "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন।" তাঁহার মহিমা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহাকে লাভ করিলে আর সকল ক্ষতি পূরণ হয়। তাঁহাকে ভয় করিলে আর অন্যের ভয় থাকে না। তাঁহার নিকটে শোক তাপ সকলি অবসন্ন হয়। যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূল হয়, তথাপি আমাদের ভয় থাকে না। সকল দানের অপেক্ষা অধিক দান যে অভয় দান, ঈশ্বর তাহাই দান করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

৩৫

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে: কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা, পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাপ-চিন্তা ও বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদকে লাভ করিবে এবং পরমানন্দ উপভোগ করিবে। যেমন শরীরের বিকার রোগ; তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপ-

ভোগের ইচ্ছাও হয় না; অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধি ও অসৎপুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না এবং আপনার প্রতি তাঁহার প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ম্লানই থাকে; তাঁহার শান্ত স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ও অপবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র করিবে? অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিবেন; তিনি সর্ব্বতো ভাবে পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন, তিনি অন্যকে অন্যায় রূপে নির্যাতন করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি-পাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না।

৩৬

পরব্রহ্ম একমাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগবান্; ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই এক মাত্র পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমানরূপে—পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা নাই; অতএব তিনি অচল, তিনি চলেন না। তিনি অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহার পূর্ণ স্বরূপকে ধরিতে পারে না—বিশেষ করিয়া বুঝিতে গিয়া বুঝিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ তিনি নিরাকার পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; এ নিমিত্তে উক্ত হইয়াছে, "ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই।" মন ও ইন্দ্রিয়-সকল তাঁহাকে গ্রহণ করিবার যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকিয়াও যেন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্প কাল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে; কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে সে আর কাহা হইতে শক্তি পাইয়া তদ্দ্বারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত; অতএব উক্ত হইয়াছে, যে "তাঁহার অধিষ্ঠানে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে।"

৩৭

তিনি চলেন তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে আছেন, তিনি এই সর্ব্ব বস্তুর বাহিরেও আছেন।

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; অতএব উক্ত হই-

য়াছে, "তিনি চলেন" অর্থাৎ তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলেন না; কারণ তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তিনি আছেন। তিনি কেবল দূরেতেই নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন, এত নিকটে, যে আমারদিগের অন্তরে আছেন এবং যেমন আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন। যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য শাসন করেন; তদ্রূপ তিনি এক স্থান স্থায়ী নহেন। তিনি একই সময়ে সর্ব্ব স্থানে সমান রূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন।

৩৮

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে, তিনি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয় স্বরূপ, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ জানেন এবং সর্ব্ব ভূতেতে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। তিনি দেখেন, কোন বস্তু সর্ব্ব নিয়ন্তা বিশ্বপাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে। জগদীশ্বর যাহাকে যে রূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহার তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; অতএব তদ্দৃষ্টে মনুষ্যেরও কাহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা উচিত নহে। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা বিহিত, তাহাই কর্ত্তব্য।

৩৯

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপ-শূন্য, পরিশুদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন; তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত, কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; সুতরাং তিনি শিরা রহিত, তাঁহার শিরা নাই, এবং ব্রণ ও ক্ষত রহিত, তাঁহার শারীরিক কোন পীড়া কি যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীর বিহীন, তদ্রূপ তিনি মনোবিহীন, সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তাহা তাঁহার নাই। আমরা যেমন রোগে কাতর, শোকে ব্যাকুল, পাপে তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন; তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই, পাপ নাই; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপ বিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি কবি। এই অনন্ত জগৎ কালে কালে যে সকল শোভা ও যে সকল সজ্জা দ্বারা সুসজ্জীভূত হইবে, তিনি তাহার অগ্রেই দর্শন করিয়া সেই সকল সৃজন ও বিধান করিয়াছেন। কি সৌর জগতের পরিপাটী শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা; কি জ্ঞান ও ধর্ম্মরূপ রত্নের অপূর্ব্ব মনোরম ভাব; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি মনের

নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুদিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অবিভাগে সেই সমুদায় নিয়ম স্থাপনের এই মাত্র উদ্দেশ্য যে তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম ও অবস্থা ক্রমে উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের মন তাঁহার অতি যত্নের ধন; তিনি অতি নিপুণ রূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে মোহ তরঙ্গ হইতে—দুঃখশোক হইতে —পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেই জ্ঞানামৃত—সেই প্রেমামৃত পান করিতে পারে, এমত নিয়ম-সকল বিধান করিয়াছেন। তিনি পরিতৃপ্ত, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি স্বপ্রকাশ; যাবতীয় জন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি জন্ম রহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই এবং প্রকাশিত হন নাই; তিনি চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান্ আছেন। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা; মৎস্য, কচ্ছপ কুম্ভীর; পশু, পক্ষি, মনুষ্য; অনন্ত কোটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর, গহ্বর, পরিপূর্ণ; তিনি সেই সকলকেই তাহাদিগের স্বার স্বায় অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী ও কর্ম্মানুরূপ ফল যথা উপযুক্ত রূপে অতি ন্যায্যরূপে চিরকাল বিধান করিতেছেন, তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২০ পৌষ ১৭৮২ শক।

যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

সেই রস-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই এই সৃষ্টি। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভাবে ইহা পরিপূরিত, সেই আনন্দময়ের আনন্দ কিরণে সকল দিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। এই জগতের সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকল তাঁহারই—ইহার যাহা কিছু আছে, সকলি তিনি দিয়াছেন। তিনিই আমারদের এই পৃথিবীকে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য, জীবন ও সুখে পূর্ণ করিলেন। মনুষ্যকে সৃজন করিয়া পৃথিবীর মহত্ত্ব সাধন করিলেন। প্রীতি এবং মঙ্গল-ভাব এবং আনন্দ বিধানই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের যে অখণ্ড মঙ্গল-ভাব, আর আর জীবও সেই মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করে, তাহা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা প্রচার করে; এই উদ্দেশে তিনি উন্নত ধর্ম্মজ্ঞ জীব-সকলের সৃষ্টি করিলেন। আমারদের যে সাধু ভাব, সে তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবেরই প্রতিরূপ। সাধু ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? তাঁহারা নিজে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা যত ক্ষণ না অন্যকে দিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহারদের তৃপ্তি নাই; অন্ন-পান দীন দরিদ্রের সঙ্গে বিভাগ করিয়া গ্রহণ না করিলে তাঁহারদের মনের পরিতোষ হয় না; কোন নূতন সত্য উপার্জন করিলে তাঁহারদের জিহ্বা অমনি সকল পৃথিবীতে প্রচার করিতে যায়। ঈশ্বরকে কি তাঁহারা একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন? ধর্ম্মের আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দ, আরো

সহস্র হৃদয়ে বর্ষণ করিবার কোন বাধাও তাঁহারা মানেন না—লোক-ভয়ে বিঞ্চিৎ মাত্রও ভীত হয়েন না—এই দুর্ব্বল শরীর একেবারে পরিত্যাগ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। সাধুভাব এ প্রকার কেন?—কেন না সাধুর সাধুত্ব সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে আসিয়াছে। এই সাধুভাব হইতে পরমেশ্বরের সেই অনন্ত মঙ্গল ভাব মনে কর। তিনি আপনি যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জগৎময় বিস্তার করা কি তাঁহার সৃষ্টির অভিপ্রায় নহে? তাঁর প্রেম বিতরণ করিবার জন্য এই সকল জীবের কি সৃষ্টি নয়? তিনি কি ধর্ম্মের আনন্দে, মঙ্গল-ভাবের আনন্দে, কোটি কোটি আত্মাকে পূর্ণ করিবেন না? যাহাতে উৎকৃষ্ট জীবেরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, তাঁহার সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাঁহার সৃষ্টির এই পরম লক্ষ্য।

ইহার জন্যই তিনি আমারদের আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন এবং এই পৃথিবীতে শরীরকে তাহার বাস-গৃহ করিয়া দিলেন, ইহার জন্যই এই জগৎ সংসার নির্ম্মাণ করিলেন। এই অসংখ্য অসংখ্য লোক, যাহা দূর হইতে দূরেতে বিরাজ করিতেছে এই সকল লোক তাঁহার উন্নত জীবদিগেরই ধর্ম্ম-শিক্ষার স্থল, তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের বাস-গৃহ। যে সকল জীবকে তিনি এ প্রকার উচ্চ অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহারদিগকে কি এক কালে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? তাহা নহে—তাহাদের মধ্যেও তিনি মুক্ত হস্তে সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সকল স্থানেই আনন্দের অজস্র ধারা বর্ষিত হইতেছে। এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিয়া দেখ; তাহা অসংখ্য জীবে, অসংখ্য সুখে, পরিপূর্ণ। কোন বনের মধ্যে প্রবেশ কর—মৃগেরা বৃক্ষছায়াতে সুখে তৃপ্ত হইয়া রোমন্থ করিতেছে; পক্ষী-সকল উচ্চ কলরবে মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে; বর্ষা ঋতুর প্রথম জল ধারাতে জড় বৃক্ষ-সকলও জীবের ন্যায় প্রফুল্ল হইতেছে। কিন্তু কেবল এই সকল মূঢ় জীবের জন্য, এই সকল জড় উদ্ভিজ্জের জন্যে, এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা নয়; ইহাদের জন্যই তিনি আপনার অনন্তভাব প্রকাশ করেন নাই। জ্ঞানের আকর, শোভার ভাণ্ডার, এই অতুল্য জগৎ এই সকল অন্ধ জীবদিগেরই ঐশ্বর্য্য নহে। ইহারা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। তিনি যে এই জগৎকে পরমাশ্চর্য্য শোভায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে পারে না। আত্মার সৃষ্টিতেই তিনি সৃষ্টির মহত্ত্ব সাধন করিলেন; তাঁহার মঙ্গল-ভাব প্রচার করিলেন। জড় জগৎ কেবল যন্ত্র মাত্র—পশু পক্ষীরা স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির দাস মাত্র—মনুষ্যই সেই অমৃতের ভাগ, সেই পরম পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার প্রসাদেই তাঁহার পুত্র নামের যোগ্য হইয়াছে।

তিনি পশু রাজ্যের মধ্যে যে প্রকার সুখ বিস্তার করিয়াছেন, মনুষ্যকে সে প্রকার সুখে তৃপ্ত করেন নাই। পশুদিগের এই সুখই তাবৎ—মনুষ্যের বিষয়-সুখ সর্ব্বস্ব নহে। যাহারা আত্মাকে উন্নত করিতে পারে নাই—ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পায় নাই, তাহারা কি ঈশ্বরের রাজ্যে এক কালে তাবৎ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এমত নহে। অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় তাহারদের জন্যও নানা প্রকার সুখ সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে, সূর্য্যের উদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত, প্রতি বর্ষে, প্রতি ঋতুতে, তাহারা নানা প্রকার সুখে সুখী হইতেছে। কিন্তু

ঈশ্বরের কি করুণা ! ঈশ্বর সেই সকল সুখেতে তাহারদের তৃপ্তি দেন নাই। মনুষ্য কেবল আহার নিদ্রাতে সুখী হইতে পারে না—কেবল বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা নিদ্রিতই থাকুক, মহা মোহেতেই মুগ্ধ থাকুক, এই সকল সুখে সেই আত্মা কখনই পূর্ণ হয় না। মনুষ্য সহস্র বৈষয়িক সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকুক—অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বই বা ভোগ করুক; যাহাকে যাহা আদেশ করে, সকলই সম্পন্ন হউক; তথাপি কেন সে সুখী হইতে পারে না? যখনি আপনাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করে, আমি সুখী কি না? অমনি উত্তর পায়, তোমার শূন্য হৃদয়ে সুখ নাই। এই রূপ নিরাশ প্রাপ্ত হয়—হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই এ নয়, যে এই সকল সুখেই মনুষ্য তৃপ্ত থাকুক। যাঁহার হস্তে সমুদয় আনন্দ—যাঁহার হস্তে সমুদয় ফল, তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীতে গেলে কি আমারদের মঙ্গল হইবে? তাহাতে আমারদের তৃপ্তি লাভ হইবে, না সন্তোষ লাভ হইবে? আমারদের কি এই ইচ্ছা যে এই সকলেতেই আমরা সুখে থাকি? এই সকল বিষয়-সুখ অপেক্ষা কি আমারদের প্রতি ঈশ্বরের অধিক দান নাই? আমরা সত্যে প্রেমে সদ্ভাবে উন্নত হইয়া তাঁহাকে লাভ করি, তিনি এই চাহেন; মনুষ্যকে সৃষ্টি করিবার তাঁহার এই তাৎপর্য্য। তিনি আমারদিগকে দেবতাদের সংসর্গের উপযুক্ত করিয়াছেন এবং আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, কত সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি। কখন্ পারি না? যখন তাঁহার আনন্দ পাই না, যখন পশুদিগের মত আহার পানেতেই মত্ত থাকি।

হে পরমাত্মন্! আমারদের সকলকে তোমার দিকে লইয়া যাও, আমারদের সমুদয় শরীর, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মাকে অমৃতেতে নিয়োগ কর। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের শান্তি নাই, সুখ নাই; কেবলই বিষাদের অন্ধকার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তোমা বিনা আমারদের সুখ যে সে দুঃখ—তোমা বিনা সম্পত্তি বিপত্তি, তোমা বিনা জয় বাস্তবিক পরাজয়। আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি যখন তোমা হইতেই পাইয়াছি, তখন সে সকলকে তোমারই কার্য্যে নিয়োগ কর হৃদয়ের ভাবকে তোমার প্রতি উন্নত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদে প্রতি সপ্তাহে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমরা সকলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে মিলিত হইতেছি। যাহাতে তোমার বিশুদ্ধ মঙ্গল-ভাব আমরা উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই—যাহাতে তোমার সহিত আমাদের গুরুতর সম্বন্ধ সকল বুঝিতে পারি—যাহাতে তোমার মধুস্বরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চিরজীবন চলিতে পারি, এই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য মহান্ কিন্তু আমরা অতি দুর্ব্বল। অতএব হে মঙ্গলময়! তুমি আমাদিগকে বল দেও—তোমার সহায়তা না পাইলে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না। আমরা যাহাতে দুস্তর বিঘ্ন-রাশি অতিক্রম

করিয়া সত্যের পথে—ধর্ম্মের পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকি, তুমি এমত সামর্থ্য প্রদান কর। সকল ধর্ম্মের প্রাণ যে তোমার অনুরাগ,তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমাদের মনে প্রেরণ কর। আমাদের সকলের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ যেন তোমার প্রসাদে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! আমাদের অন্তর হইতে চির-প্রথিত কুসংস্কার সকল উন্মূলিত কর—আমাদের সংশয় অন্ধকার দূরীকৃত কর,এবং আমাদিগকে নিরপেক্ষতা ও বিনয় শিক্ষা দেও। আমরা এখানে যে সকল উপদেশ শ্রবণ ও জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহা যেন কার্য্যেতে পরিণত করিতে পারি। আমাদের জ্ঞান ও কার্য্য এবং বিশ্বাস ও আচরণ সকলে মিলিয়া ইহাই যেন সাক্ষ্য দেয় যে আমরা তোমারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য—তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন কর্ম্মই করি না, কোন কথাই কহি না। হে সকল সম্পদের আস্পদ! এই ব্রহ্ম-বিদ্যালয় তোমার আশ্রয়ে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সারবান্ হউক। ইহার উপদেশ সকল যেন সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত ফল উৎপাদন করে, এবং ইহার অনুশিষ্টেরা সকল পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া যেন তোমার প্রেমানুরূপ প্রেম সূত্র চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকে

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রেরিত প্রশ্ন।

কোন এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু আমাদের নিকটে তিনটী প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করা যাইতেছে।

১। পাপ পুণ্য কি ও তাহাদের স্থিতিকর্ত্তা কে?

উত্তর

পাপ পুণ্য কি তাহা আমরা সকলেই জানিতেছি। যেমন কতক গুলি বস্তুকে সুন্দর কুৎসিত দেখিতে পাই—যেমন কতক গুলি কার্য্যকে উপকারী অনিষ্টকারী বলিয়া জানি,সেই রূপ কতক গুলি কর্ম্মকে পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি করি। পাপ পুণ্য আমাদের স্বেচ্ছাধীন কার্য্যের গুণ। পাপ পুণ্য কি, ইহা অপেক্ষা সহজ করিয়া আর বুঝান যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কর সুন্দর ও কুৎসিত কি, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, বাহিরে চাহিয়া দেখ। যদি জিজ্ঞাসা কর মিষ্ট ও কটু কি, তাহার উত্তর আস্বাদন করিয়া দেখ। সেই রূপ পাপ পুণ্য কি, তাহার উত্তর, মনুষ্যের কোন স্বেচ্ছাধীন কার্য্য নিরীক্ষণ কর—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। আমরা যেমন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অক্ষয় প্রভেদ দেখিতে পাই, তেমনি পাপ ও পুণ্যের মধ্যেও অক্ষয় প্রভেদ দেখি। ন্যায়, হিতৈষণা কৃতজ্ঞতা সরলতা এই সকল পুণ্য ভাব আমরা সহজে উপলব্ধি করি, এবং কপটতা কৃতঘ্নতা বিশ্বাস ঘাতকতা এই সকল পাপকে কুৎসিত, ঘৃণাকর,ও দণ্ডনীয় বলিয়া প্রতীতি করি। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া পুণ্য কার্য্য। যদি কেহ আমার নিকটে বিশ্বাস করিয়া এক শত টাকা রাখিয়া যায়, আর আমি তাহাকে না বলিয়া তাহা আপনার কার্য্যে নিয়োগ করি, তবে যে দেখিবে সেই আমার কার্য্যকে অন্যায় বলিবে।

ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির রচয়িতা—অতএব এক ভাবে তাঁহাকে পাপ পুণ্যের

সৃষ্টি কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ পুণ্যের ভাগী নহেন। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন এই জন্য মনুষ্য ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছেন এবং এই জন্য তাঁহার কার্য্যের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি নিজেই তাঁহার পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার ভাগী।

প্রশ্ন

২। ঈশ্বর যদি একমাত্র সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্ ও অপক্ষপাতী হয়েন, তবে সকল কার্য্যই ত তাঁহার কার্য্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে।

উত্তর

ঈশ্বর আমারদের জন্য ধর্ম্ম নিয়ম দিয়াছেন। কর্ত্তব্য-জ্ঞান, হিতাহিত-বুদ্ধি, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা, যাহা বলিয়াই আমরা আমারদের ধর্ম্মভাবকে ব্যক্ত করি, কিন্তু এই ভাবটি যে মনুষ্য মাত্রেরই আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা যদি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে ঈশ্বরের ধর্ম্মনিয়ম খণ্ডন করি, তবে সে আমারদেরই দোষ। আমারদের পাপের জন্য আমরা আপনারাই দায়ী। আমি যেমন আপনি পাপ করিয়া অন্যকে দোষী করিতে পারিনা, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতিও দোষারোপ করিতে পারি না। পাপ করিবার সময় আমরা বেস বুঝিতে পারি যে তাহা আপন ইচ্ছাতেই করিতেছি এবং ইচ্ছা করিলে তাহা নাও করিতে পারিতাম। যাঁহারা পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন অথবা যাঁহারা বলেন ঈশ্বর সকলই করিয়াছেন, এই বলিয়া আপনারা অনিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিরূপে এমন অন্ধ হন বলা যায় না। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'; এ কথা কোন মনুষ্যই বলিতে পারেন না। তবে যদি পাপানুষ্ঠানের সময় মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলেন, সে স্বতন্ত্র কথা। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতা, আপনার দায়িত্ব পদে পদে বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর যদি তাঁহাকে বাধ্য করিয়া পাপ কর্ম্মে রত করেন, তবে পাপ করিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া একজন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, আমি তাহার জন্য আপনাকে তিরস্কার করিতেছি। অতএব একথা বলা কোন কর্য্যেরই নহে যে আমারদের 'সকল কার্য্যকে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে।'

প্রশ্ন

৩। ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তবে অমঙ্গল হইতেছে কেন? মঙ্গলামঙ্গল উভয় কি তাঁহার অভিপ্রায় নহে?

উত্তর

মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর থাকিতে জগতে যে কেন অমঙ্গল হইতেছে, এই প্রশ্ন লইয়া আদ্য কাল হইতে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, এবং তাহার সকল সিদ্ধান্ত অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। কতক ঘটনা এ প্রকার দেখিতে পাই যে আপাততঃ যাহা আমারদের নিকটে অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জগতের মঙ্গল সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। আমারদের আপনারদের উপরেও যে দুঃখ ও বিপদ আসে—তাহা হইতে অনেক সময় শিক্ষিত হই এবং তখন সেই বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করি। আর এক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। সুখ অপেক্ষাও আমারদের অধিক মঙ্গল আছে, দুঃখ অপেক্ষা অধিক অমঙ্গল

আছে। সেই মঙ্গল পুণ্য এবং সেই অমঙ্গল, পাপ। যদি দুঃখে পড়িয়া পাপের অপচয় হয় এবং ধর্ম্মের বল হয়, তবে সে দুঃখই আমারদের মঙ্গল। ঈশ্বর আমারদের সুখ তেমন চাহেন না যেমন আমারদের ধর্ম্ম চাহেন। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ হইতে পারে। আর এক এই, যে মনুষ্য নিজেই জগতের অনেক অমঙ্গলের কারণ। মনুষ্য পাপ দ্বারা যেমন আপনার উপরে দুঃখ ও অমঙ্গল সঞ্চিত করিতেছেন, সেইরূপ পাপ দ্বারা উৎপাত, অমঙ্গল ও অত্যাচারে বসুধাকে পূর্ণ করিতেছেন। তথাপি এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত এমন রহিয়াছে, যে সে সকল সত্ত্বেও জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা পাইতেছে অমঙ্গলের ভাব কখনই এত অধিক হইতে পারে না যে তাহাতে সমুদয় জগৎ সংসার ডুবিয়া যায়। তিনি লোক ভঙ্গ নিবারণের সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

জগতে কেন অমঙ্গল হয় তাহা যদিও আমরা বুঝিতে না পারি, তথাপি ঈশ্বরকে কখনই অমঙ্গল স্বরূপ বলা যায় না। ঈশ্বরকে অমঙ্গলের দেবতা বলা আমারদের আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত। ঈশ্বর যদি অমঙ্গল স্বরূপ হন তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, তিনি অসুর কিম্বা দৈত্য। তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পূজা করিতে পারি না, প্রীতি করিতে পারি না। যদি কোন অসুর সর্ব্ব শক্তিমানও হয় এবং আমারদের সম্মুখে আসিয়া বলে আমাকে পূজা কর—আমরা ভয়ে ভয়ে তাহাকে মান্য করিতে পারি, কিন্তু আন্তরিক পূজা কখনই প্রদান করিতে পারি না। মঙ্গল স্বরূপে ভিন্ন আমাদের প্রীতি আর কোথাও অর্পণ করা যায় না। ঈশ্বর যিনি তিনি পরিপূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ—তাঁহাকেই আমাদের প্রীতির সার্থকতা হয়। আমরা সেই মঙ্গল স্বরূপকেই পূজা করি—তাঁহারই আরাধনা করি; তাঁহাকে প্রীতি করি; এবং বিপদে সম্পদে জীবন মৃত্যুতে সকল সময়েই তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করি।

আত্ম বিলাপ।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে যায়;
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ু হীন, হীন বল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবিরে কবে?
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে জল ঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে!
মরীচিকা মরু দেশে, নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে;—
এ তিনের ছল সম ছলরে এ কু আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়
না দেখিলি, না শুনিলি; এবেরে পরাণ কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টক গণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভলোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে !
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য বিষ দশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জল তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে !

পত্র প্রেরকের প্রতি।

আমরা একখানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি। পত্র প্রেরক এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্মের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, এই বিষয়ে আমার অভিপ্রায় মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিবেচনায় এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের যতদূর উন্নতি হওয়া উচিত, তাহা এখনো হইতেছে না। ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে এখনো একটী ভ্রাতৃ বন্ধন হয় নাই। প্রকৃত যে একটী ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, এমন বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সমাজ নির্ব্বাহের ভার ২। ৪ জনের উপর রহিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মের তাহাতে কোন হস্ত নাই।" এইটি তাঁহার লেখা যথার্থ হয় নাই। যে কয় জনের উপর সমাজ নির্ব্বাহের ভার সমর্পিত হয়, সাধারণ ব্রাহ্মের সম্মতিতেই হইয়া থাকে। সমাজের কার্য্য বিবরণ বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য ও সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য পৌষমাসে এক সাধারণ সভা হইয়া থাকে, সেই সময়ে কেন সকল ব্রাহ্মেরা একত্র হন না? সমাজের কার্য্য প্রণালীতে যিনি যে দোষ দেখেন, যাঁহার যে কোন উন্নতির উপায় বলিবার থাকে, তিনি কেন সেই সময়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন না? অতএব এমন কখনই বলা যাইতে পারে না যে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে সাধারণের কোন হস্ত নাই। পরে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মেরা যে মধ্যে মধ্যে সমাজে দান করেন, তাহার সদ্ব্যয় হয় কি না, তাহা কোন ব্রাহ্মকেই জানান হয় না। কোন ব্রাহ্ম বিপাকে পড়িলে সেই টাকার মধ্য হইতে তাহার সাহায্য করা হয়, কি তাহাতে কতকগুলি বৃথা ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তাহা অনেকেই না জানিয়া দান করেন।" সমাজের আয় ব্যয় ব্রাহ্মদিগকে কি জানান হয় না? তবে প্রতি বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ কি নিমিত্তে মুদ্রিত হইয়া থাকে? আর বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মদের সাহায্য দিবার নিমিত্তে কোন উপায় হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয় বটে কিন্তু সে কেবল অর্থের অভাব জন্য হইতে পারে নাই। তিনি আরো লিখিয়াছেন "এখন স্বাক্ষর পুস্তকে অনেক ব্রাহ্মের নাম স্বাক্ষরিত আছে বটে কিন্তু সাধারণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ও স্বাক্ষর করিবার যে উদ্দেশ্য তাহাই সিদ্ধ হইতেছে না;—ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে একটী বন্ধন স্থাপন করিবার

বিহিত উপায় হইতেছে না। আমার মতে এক্ষণে এই একটী মহৎ অভাব হইয়াছে। সকলের ভাব সমান তেজস্বী নহে; সকলের উৎসাহ সমান নহে। কত ব্রাহ্মের উৎসাহ অগ্নি ইন্ধন না পাওয়াতে নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া যাইতেছে। হৃদয়ে হৃদয়ে ঘর্ষণ না হইলে কেমন করিয়াই বা অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে? আমাদের কত বল তাহা আমরা আপনারাই জানি না;আমরা মিলিত হইলে কি না করিতে পারি?" কিন্তু এই প্রকার মিলিত হইবার যে কোন উপায় হইতেছে না, এমন কথনই নহে। এই উদ্দেশেই এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঙ্গত সভা হই-যাছে। সেথানেই 'হৃদয়ে হৃদয়ের ঘর্ষণ' হই-তে পারে। ব্রাহ্মেরা স্থানে স্থানে এই রূপে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া আপনাদের চরিত্র সংশোধন বিষয়ে তৎপর হইলে বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই প্রকার এক এক ব্রাহ্মদল হইলে পরে সেই ভিন্ন ভিন্ন দল আবার একদলে বদ্ধ হইতে পারে। এবং সেই এক দলই ব্রাহ্মদের সৈন্য দল স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মেরা এই প্রকারে একত্র হউন, অবশ্যই তাহাতে অশেষ মঙ্গল সাধন হইবে। আমাদের পত্র লেখক ঠিক বলিয়াছেন যে, "যে কোন কুরীতির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে তাহার জন্য সকল ব্রাহ্ম একত্র হইলে তাহার বিশেষ উপায় অবশ্যই হইতে পারে। আপনি কি মনে করেন, দুই তিন শত ব্রাহ্মের সাধারণ বল? ধর্ম্ম ভীরুতা কাহারদিগের? যাহা-দের অন্তর বিশ্বাস-শূন্য, তাহারাই ভীরু স্বভাব—তাহারাই কপট বেশী। কিন্তু যাহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তা-হারা একত্র হইলে তাহাদের বলের কি সীমা থাকে? এজন্য বলিতেছি ব্রাহ্মদের একত্র হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।" পরে তিনি যাহা বলিয়াছেন,তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্শিতে পারে কি না সে বিষয়ে আ-মাদের সন্দেহ আছে। "এই দুর্গোৎসবের সময় আসিতেছে, ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মেরা কেন আপনাদের একটী সভা আহ্বান না করেন। সেই সভায় বিবেচনা করুন এই পূজার সময় তাঁহারা কিরূপে চলিবেন। তাঁহারা গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিতে পারেন কি না? তাঁহারা পূজার গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে তথায় যাইতে পারেন কি না? সেই সভায় যাহা সর্ব্ব সম্মতিতে স্থির হইবে, সকলে সেই রূপে চলিতে প্রতিজ্ঞা রূঢ় হউন। এই প্রকার করিলে কোনই উপকার হইবে না, এমন কেহ বলিতে পারিবেন না। এই প্রকারে সকল ব্রাহ্মেরা যাহা এক মতে স্থির করিবেন তাহার বিপরীত আচ-রণ কোন ব্রাহ্মই করিবেন না, এমন বলা যায় না। কিন্তু তাহা করিতে ব্রাহ্ম মাত্রে-রই একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। এখন কোন এক জন ব্রাহ্ম যে পৌত্তলিক সে পৌত্তলিক থাকিলে তাঁহার একটী কথাও শুনিতে হয় না। এখন ব্রাহ্মের না ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মতামত বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, না পৌত্তলিক পরিবার হইতে কোন বাধা আশঙ্কা করিতে হয়। পরিবারের মধ্য হইতে কেহ এক জন খ্রীষ্টান হইলে তাহার জন্য হাহাকার পড়িয়া যায় কিন্তু ব্রাহ্ম হইলে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেন? কেন না পৌত্তলিকেরা সকলেই জানে ব্রাহ্ম তো আমারদের ঘরের লোক। তাহারা নিশ্চয় জানে হিন্দুধর্ম্মে মনে বিশ্বাস না থাকুক, বাহিরে তাহার সেই মত সকলি করিতে হইবে। এই প্রকার কপট ব্যবহার ও ধর্ম্ম ভীরুতা কি ব্রাহ্মের উচিত?" এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিতেছি, ব্রাহ্মেরা যদি এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন,তবে তাঁহারা দোষী। কেবল মনুষ্যের নিকটে নহে কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে তাঁহারা অপরাধী। এই দুর্গোৎসবের সময়ে ব্রাহ্মদের কিরূপ থাকিতে হইবে তাহা সকলেই জানেন:পৌত্তলিকতার সঙ্গে তাঁহারা কোন প্রকার সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না। পৌত্তলিক উৎসবে তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যেখানে থাকিবেন, সেখানে যাইবেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবেন। লেখক মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার বিবাহকে 'ব্রাহ্ম বিবাহ' বলিতে সম্মত নহেন,কেন না তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সেই বিবাহ বিষয়ে ব্রাহ্মদের সাহত কি কোন পরামর্শ হইয়াছিল? ব্রাহ্মেরা কি সম্মত হইয়াছিলেন যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত করিতে তাঁহারা যত্নবান্ হইবেন?" ব্রাহ্মদের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত ছিল কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহ প্রণালী যে প্রকার হউক না কেন, তাহা পৌত্তলিকতার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকাই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত। যিনি সেই পৌত্তলিকতা দোষ পরিহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী বিবাহ দিতে পারিবেন, তিনি সেই বিবাহকে অবশ্যই ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারেন। ইহা অবশ্যই সত্য যে এখন ব্রাহ্মদের মধ্যে কর্ম্ম কাণ্ডের সাধারণ নিয়ম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক এবং সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেই প্রকার নিয়ম বন্ধন করিবার উদ্যোগেও আছেন। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে বিলম্বের জন্য ও আমরা তাঁহারদিগকে দোষ দিতে পারি না। আর এক এই যে, প্রথমে কতক গুলিন দৃষ্টান্ত না হইলে তাহার অগ্রে কোন নিয়ম বন্ধন করা বৃথা। নিয়ম কি রূপে চলিবে, তাহা কর্ম্মের সময় না দেখিয়া সকল বুঝা যায় না। পরিশেষে লেখক মহাশয় এই বলিয়া পত্র শেষ করেন "অতএব দেখুন, ব্রাহ্মদের দলবদ্ধ হওয়া কেমন আবশ্যক হইয়াছে। তাহা না হইলে অনুষ্ঠান বিষয়ের উন্নতি লাভের অতি অল্পই সম্ভাবনা। যেখানে আমরা একাকী দুর্ব্বল, ঐক্যেতে সকলে বল পাইব। হিন্দু সমাজে আমারদের কি প্রকারে চলিতে হইবে—হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ব্রাহ্ম হইয়া কতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, যাহা রক্ষা করা যাইতে পারে না তাহা কি উপায়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে —ব্রাহ্মেরা সাংসারিক কর্ম্ম কাণ্ডে কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিবেন, স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণের অবস্থা কি প্রকারে উন্নত করিবেন, [illegible] জন্য যদি সকল ব্রাহ্ম একত্র না হইলেন, তবে কি প্রকারে তাঁহারা বঙ্গ সমাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবেন?"

FROM THE ITALIAN OF MICHAEL ANGELO.

TO THE SUPREME BEING.

The prayers I make will then be sweet indeed
If Thou the spirit give by which I pray
My unassisted heart is barren clay
That of its native self can nothing feed
Of good and pious works thou art the seed,
That quickens only where thou sayst it may.
Unless Thou show to us thine own true way
No man can find it. Father! Thou must lead
Do Thou, then, breathe those thoughts into my mind
By which such virtue may in me be bred
That in thy holy footsteps I may tread;
The fetters of my tongue do Thou unbind,
That I may have the power to sing of thee,
And sound thy praises everlastingly.

WORDSWORTH

বিজ্ঞাপন।

কোন ব্যক্তি অমিত্রাক্ষরে কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য আমারদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার ভাব যদিও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু মিত্রাক্ষরের রচনা হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল, তাহাতে যে টাকা আদায় হয় তাহা তৎপ্রদেশে পাঠাইয়া কিঞ্চিৎ টাকা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এক্ষণে তৎপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ শান্তি পাইয়াছে, অতএব যাঁহারা ঐ টাকা দিয়াছিলেন যদি তাঁহারা তাহা ফিরিয়া লইতে চান তবে অদ্য হইতে এক মাস মধ্যে তাঁহারা পত্র দ্বারা অবগত করিবেন, নতুবা এক মাস পরেই উহা সমাজে দান স্বরূপে জমা হইবেক।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গ প্রদেশ হইতে এক খানি "জাতিভেদ বিবেক সার" গ্রন্থ এই সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারী সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
" হরচন্দ্র দত্ত	১২৷০
" রামকানাই সেন	৪
" যোগেন্দ্রনাথ সেন	২
" নরেন্দ্রনাথ সেন	২
" জগচ্চন্দ্র রায়	১
" ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী	১
" কালিকাদাস দত্ত	১
" প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	১
" গোবর্দ্ধন মিত্র	১
	৫০৷০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
গোপীমোহন ঘোষ	২৪
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১২
" কালীপ্রসন্ন সিংহ	১২
" কালীদাস সান্যাল	১১
" রমাপ্রসাদ রায়	১২
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৮
সাগরলাল দত্ত	৩
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	২
বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৫
" জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৮
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৬
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
" অভয়াচরণ গুহ	২
" উমাচরণ মিত্র	৩
" কাশীনাথ দত্ত	৫
" রাজা সত্যশরণ ঘোষাল	৫০
" গোপাললাল ঠাকুর	২০
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব রায়	৫
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
	২৫০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁকো	১০০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরেঘাটা	২
" কাশীনাথ দে	৫
" হেমচন্দ্র ঘোষ	২
" নবীনকৃষ্ণ বসু	১
" গঙ্গাধর কয়াল	২
" গোবিন্দকুমার চৌধুরী	৩০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	২৫
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১০
" উমাচরণ সেন	১
" রামপ্রসাদ সেন	১
	১৮৮

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকুমার চৌধুরী	৫০
দানাধারে দান	১৪॥৶১০
	৫৫৩॥৶১০

---

৮ আশ্বিন সোমবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২১৯ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প   পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবা-
দ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-
ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলুটোলাস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১০ ভাদ্র রবিবার ১৭৮৩ শক।

যিনি এই অসীম জগতের অধীশ্বর, তিনিই আমরদের পরম পিতা। আমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র, সকলেই সেই মাতার স্নেহের ধন। যখনি আমরা বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ভরে তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করি, তখনি সেই পরম পিতার স্নেহ-হস্ত দেখিয়া পরিতৃপ্ত হই। এই স্থলেই দেখ, আমরা ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দরসে আমারদের পরম পিতার সম্মুখীন হইয়া কেমন নির্ম্মলানন্দ অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকটে কুটীর নাই, অট্টালিকা নাই। যেখানেই আমরা তাঁহার নাম মনের সহিত উচ্চারণ করি, তিনি সেখানেই আসিয়া স্নেহ ভাবে আমারদিগের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করেন। আমরা পাপ বিকারে মুমূর্ষু হইয়া যখনি তাঁহার নিকটে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করি, তখনি তিনি অভয় মুর্ত্তি দেখাইয়া অভয় দান করেন। আমরা যখনি আমারদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তাঁহাতে সমর্পণ করি, তখনি তাহা শত গুণ পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপের শোভন ভদ্র আসন হয়। তাঁহার নিকটে বাহ্য আড়ম্বরের শোভা নাই, তাঁহাকে প্রীতি শূন্য হৃদয়ে কেবল পুষ্প চন্দন অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তিনি হৃদয়ের প্রীতি চাহেন। আপনার হৃদয় সিংহাসনে তাঁহাকে আসীন করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি ভরে প্রণাম কর; আত্মাতে প্রীতি পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার চরণে প্রকীর্ণ করিয়া জীবন সার্থক কর। আমরা প্রীতির শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া প্রেমাস্পদকে হৃদয়ে ধারণ করিব, এই আশাতেই আমারদিগের মন উৎফুল্ল হইতেছে। আমারদিগের পিতা যিনি, তিনি বাহ্যআড়ম্বর দ্বারা অভ্যর্থনীয় নহেন। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই তাঁহার প্রিয় আবাস স্থল। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁহার উপাসনার জন্য আমরা যেখানে মিলিত হই না কেন, সেখানেই তিনি আমারদিগকে প্রীতির আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন। আমরা যখন তাঁহার মহিমা ঘোষণা করি তখনি ধন্য হই। যখন তাঁহার শরণাপন্ন হই তখনি নির্ভয় হই। যখন

তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করি তখনি প্রতিষ্ঠাবান্ হই। তিনি আমারদিগের ভক্তি ভাজন পিতা, আইস সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি। হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সুগন্ধ প্রীতি-সমীরণ তাঁহার নিকটে প্রেরণ করি। অন্তরের ভাব সকল তাঁহার কিরণে জাগ্রত করিয়া তাঁহার চরণেই বিকীর্ণ করি। আমরা এখানে কিছু ধন মান যশের নিমিত্তে আসি নাই। আমাদের মন ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত লালায়িত নহে। আমরা সেই ভক্তি-ভাজন পিতার আরাধনার নিমিত্তেই সম্মিলিত হইয়াছি। ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন এখন ঘরে ঘরেই শ্রুত হইতেছে। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই এখন তাঁহারই গুণ গান উত্থিত হইতেছে। যথা তথা ব্রহ্মের নাম ঘোষণা হইতেছে। ইহা ভারতভূমির কি শুভ লক্ষণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা এদেশের যে উপকার সম্পাদন হইতে পারে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইলেই আমাদের দেশানুরাগের সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্তি হয়। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যত দিন পর্য্যন্ত না এদেশে ধর্ম্মের অঙ্কুর বদ্ধ হইবে, যে পর্য্যন্ত ইহা বঙ্গদেশবাসি জনগণের পাষাণ বক্ষঃ বিদারণ করিয়া উত্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গল নাই। কুসংস্কার-অন্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানের আলোক যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে অবিশ্বাসের বিকট মূর্ত্তিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ধর্ম্ম-ভীরুতা লোকের মন অধিকার করিয়াছে। কপটতা নিপুণ তস্করের ন্যায় সকলের হৃদয় হইতে সাধুভাব সকল হরণ করিতেছে। এই সকল অমঙ্গলের ঔষধ কি? একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। এ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলে সম্পদেও কেহ অমিতাচারী হয় না, বিপদে কেহ অধৈর্য্য হয় না। কর্ত্তব্যের আদেশে ঈশ্বরের আদেশে আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও অনায়াসে সেই প্রাণ দাতার হস্তে স্থাপন করিয়া নির্ভয় হইতে পারা যায়। হে দেশানুরাগী ব্রাহ্মগণ! কেন তোমরা এখনো নিদ্রিত রহিয়াছ? যদি দেশ হিতৈষণার বিন্দুমাত্রও তোমাদিগের হৃদয় ধামে নিহিত থাকে, তবে এখনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হও। দারিদ্র ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন কর, যে ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে পৃথিবীময় প্রচারিত হইয়া, সকলকেই এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, তাহার বল তোমাদের জীবনে প্রবিষ্ট হউক। ঈশ্বরই আমাদিগের নেতা; তাঁহাকে আমাদিগের কি অদেয় আছে, কিছুই নাই। তাঁহার জন্য যদি প্রাণও দেওয়া যায় তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রাণ দেওয়া দূরে থাকুক আমাদের যাহার যাহা সাধ্য যদি সকলেই যৎকিঞ্চিৎ দান করি, তাহা হইলেও কি না হয়? প্রাণ দিলে তো অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু আমাদের বল বিদ্যা ধন কিছু কিছু সকলে ত্যাগ করিলেও প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করি তাহা যদি তাঁহার পদতলে আবেদন করি, তবে তাহার ফল অনন্ত হয়। এসময়ে ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে উৎসাহ বল প্রেরণ করুন। এই সম্বৎসর কাল অবধি যাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে এই সমাজে তাঁহার আরাধনা করিয়া আসিতেছেন ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ের প্রীতি শিখা প্রদীপ্ত করুন। ব্রাহ্মেরা যেন গৃহে গৃহেই এই প্রকার সেই হৃদয় স্বামীর প্রতিষ্ঠা করেন

হে নাথ! যে সকল ব্রাহ্মেরা তোমাকে

প্রাপ্তি করিবার নিমিত্তে এখানে আগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয় মন্দিরে এক বার আসীন হইয়া তাহাদের হৃদয়কে পূর্ণ কর। তুমি আমাদের হৃদয়ধামে বিরাজমান হইয়া আমারদিগকে তোমার সৎপথে লইয়া যাও। এই বঙ্গদেশের সকল পরিবার যেন এক পরিবার হইয়া প্রাণ মন তোমাতেই সমর্পণ করে এবং সহস্র সহস্র বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রাণপণে যেন তোমার ধর্ম্ম পালন করিতে দাণ্ডায়মান হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২৭ পৌষ ১৭৮২ শক।

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়।

সেই এক মাত্র সকলের বশী পরম দেবের শাসনে সমুদায় জগৎ সংসার শাসিত হইতেছে। তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া জীব জন্তু চরাচর স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। সেই পরম পিতা পরম মাতার ক্রোড়ে সমুদায় লোক, সমুদয় জীব, স্থাপিত রহিয়াছে। তিনি কি সেই অদৃশ্য অলক্ষ্য কালে এই বিশ্ব সংসার স্বজন করিয়া এইক্ষণে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? কোন গৃহ-নির্ম্মাতা কি পোত-নির্ম্মাতা যেমন গৃহ ও পোত নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহারদের সঙ্গে পরে তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না; তিনি কি সেই প্রকার চলিয়া গিয়াছেন, না অদ্যাপি তাঁহার স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন? সমুদয় আকাশ, সমুদয় কাল, তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; তিনি সকলের সাক্ষী রূপে, সকলের নিয়ন্তা রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে, অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন; আমরা সকলেই তাঁহাতে বাস করিতেছি, তাঁহাতেই জীবিত আছি, তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি। যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যেমন পূর্ব্বে, সেই রূপ বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার ইচ্ছা। সৃষ্টিকাল হইতে তাঁহার ইচ্ছা-স্রোত প্রবাহিত থাকাতে জগৎ সংসার স্থিতি করিতেছে। আমি যখন বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইল; এখন যে বলিতেছি, আমার ইচ্ছার বিরাম হয় নাই—যদি বিরাম হয়, তবে বাক্য স্তব্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদয় জগৎ সংসার প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয়। আমরা তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া—সকলের প্রাণ রূপে দেখিয়া, জীবন্ত দেবতা-স্বরূপ দেখিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আমি যে এক্ষণে কথা কহিতেছি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি আমার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না?—আমাকে কি মৃত দেহের মত দেখিতেছ, কি জীবন্ত মনুষ্যের মত দেখিতেছ? তবে যিনি আমার এই বাক্যের বাক্য, যাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যিনি আমার শরীরে প্রাণ দিয়াছেন, সমুদয় জগৎকে জীবন ও প্রাণে পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি কি আমা হইতেও জীবন্ত নহেন—তিনি কি প্রাণ-স্বরূপ নহেন? তিনি প্রাণ স্বরূপ জীবন্ত দেবতা। সেই প্রাণের চতুর্দ্দিকে সকল জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহা হইতেই সকলে জ্যোতি ও জীবন পাইতেছে। তিনি এই সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা যখনি তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তিনি তখনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা বর্ত্ত-

মান দেখিতেছি—ভূত কাল স্মরণ করিতে হয় না, ভবিষ্যৎ কালের প্রতিও দৃষ্টির আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ যে আলোক এখানে আলোক দিতেছে, প্রত্যক্ষ যে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের প্রাণ বিধান করিতেছে, এবং আমারদের কথা কহিবার ও শ্রবণ করিবার শক্তি দিতেছে, এ সকলই তাঁহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইলে এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়—এই বায়ু স্পন্দহীন হয়, এই বাক্য স্তব্ধ হয়।

সেই জগৎ-কারণ জগৎ-পালকের ইচ্ছাতে সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। তিনি "রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক।" "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" তিনি অখিল বিধরণ, সেতু স্বরূপ; সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সকল জগতের প্রাণ-রূপে রহিয়াছেন, অথচ তিনি ইহার সকলেরই অতীত।

যে ভূমা পুরুষের অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহার অঙ্গুলির চিহ্ন কোথায় দেখা না যায়। শরৎ কালের কোন রজনীতে আকাশে যখন পূর্ণকলা চন্দ্রমা উদয় হইয়া এক মেঘ হইতে মেঘান্তরে প্রবেশ করে, এবং আবার যখন পরিষ্কৃত গগনে আসিয়া স্বকীয় নির্ম্মল শুভ্র রশ্মিতে পৃথিবীকে রঞ্জিত করে ও আমারদের নয়নকে তৃপ্ত করে; তখন তাহাতে কাহার অঙ্গুলির আদেশ দেখিতে পাই! যাঁহার অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই অঙ্গুলির চিহ্ন দেখি।

যখন সাধু ব্যক্তি সম্পত্তির স্বচ্ছন্দাবস্থা হইতে বিপত্তির মধ্যে পতিত হন; আবার যখন তিনি সম্পত্তি লাভ করেন; সম্পত্তি হইতে বিপত্তি, বিপত্তি হইতে সম্পত্তি, এই প্রকারে সংসারের সহিত সংগ্রাম করত যখন তিনি ধর্ম্মেতে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হন; তাঁহার জীবন-পুস্তকে কাহার অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে পাই—সেই অঙ্গুলির চিহ্ন, যাহা প্রত্যেক শুভ ঘটনাতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

আত্মা যখন পাপেতে পরাভূত হয়, যখন মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়—পরে বিষাদ ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আবার যখন আত্ম-প্রসাদ লাভ করে—সেই পাপ-সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যখন নূতন বলে, নূতন স্ফূর্ত্তিতে, বিরাজ করিতে থাকে, তখন সে তাহাতে কাহার হস্তের চিহ্ন দেখিতে পায়? সেই হস্তের চিহ্ন, যাহা জগতের সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছে। যাঁহার ইচ্ছাতে তৃষিত ধরা বৃষ্টি লাভ করিয়া শীতল হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছাতে তাপিত হৃদয় তাঁহার প্রসন্ন বারিতে শান্তি লাভ করিতেছে।

আমারদের প্রতি কি তাঁহার দৃষ্টি নাই? তিনি কি আমারদের আত্মাকে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে সে আপনার উপরে যত পাপ ও মলিনতা সঞ্চিত করুক, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি নাই? কে আমারদিগকে অদ্যই এখানে প্রেরণ করিলেন? আমারদের মনে আলস্য, বিষয়াসক্তি, আমোদ-স্পৃহা, কত প্রকার কুটিল ভাব আছে, সে সকলের প্রতিকূলেও কে আমারদিগকে তাঁহার এই উপাসনা-স্থানে, এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে, আনয়ন করিলেন? যিনি সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়া প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা দূর করেন, তিনিই কি আমারদিগকে এই সাধু মণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া মনের মালিন্য দূর করিতেছেন না? এখানে আসিয়া পবিত্র হইয়াছ, অতএব পবিত্র হৃদয়ে সকলে মিলিয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে

অর্চ্চনা কর। আমারদের ভুত কাল স্মরণ করিবার আবশ্যক নাই—ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া এখনই তাঁহাতে সমুদয় হৃদয় অর্পণ কর। তাঁর অধিকার সর্ব্বত্রই; তিনি সর্ব্ব-সাক্ষী রূপে অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। যদি উচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্র-ভেদী আর এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্র-তটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের ফেনময় প্রবল তরঙ্গ-রাজি নিরীক্ষণ করি, সেখানেও তাঁহার রাজত্ব দেখি। যদি নদী-কূলে বৃক্ষ-চ্ছায়া হইতে নদীর লহরী লীলা দেখি, সে-খানেও তাঁহার আনন্দ লীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেশেতে সমান রূপে বিদ্যমান। তিনি সকল কালেতে সমান রূপে বিদ্যমান। তাঁহার নিকটে তামসী নিশা, আর মধ্যাহ্ন দিবস উভয়ই সমান। তিনি আত্মার অন্ত-রতম প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর। সক-লেই তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে; তাঁর প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে—সুধাকর সুধা বর্ষণ করিতেছে—বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার মধ্যে আলোক দিতেছে। তিনি এই জগতের জীবন ও আলোক। তাঁহাকে যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তবে সকলি প্রভাহীন মলিন হইয়া থাকিত। নক্ষত্র-তারা-খচিত অনন্ত আকাশও শোভাশূন্য হইত। তিনি বিনা এই জগৎ সংসার শূন্য গৃহ—শূন্য গৃহের শোভা কোথায়? সেই প্রকার আমারদের হৃদয়। তিনি বিনা এ হৃদয়, শূন্য হৃদয়। হৃদয় যদি তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ না থাকে তবে সে শুষ্ক হৃদয় লইয়া কি হইবে? এই জগৎ মন্দিরে যদি সেই দেব-দেবকে না দেখি; এই হৃদয় সিংহাসনে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই; তবে কেবলি বিষাদের অন্ধকার। বাহিরে বিষাদ, অন্তরে বিষাদ। তিনি বিনা তাবৎ জগৎই লক্ষ্য হীন, অর্থ হীন, তাৎপর্য্য শূন্য, শৃঙ্খলা রহিত। বরং পশু হওয়াও ভাল ছিল—মনুষ্যের মত উন্নত ভাব ধারণ করিয়া যদি তাঁহাকে না দেখিলাম, তবে জীবনে কোন ফল নাই কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আপনাকে দিয়া আমারদের সমুদয় আত্মাকে পূর্ণ করি-তেছেন। আমারদের প্রীতি ভাব, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ভাব, মঙ্গল ভাব, পবিত্র ভাব, সেই একের উপাসনাতে এ সকলি চরিতার্থ হই-তেছে। যে স্থানে তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্রেরা সকলে মিলিয়া সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁ-হাকে পূজা করে, সেই স্থানই দেব-লোকের অনুরূপ। আমরা এ পৃথিবী হইতে তাঁহার সেই অমৃত নিকেতনে গিয়া সেখানে আর কি দেখিব? এই দেখিব "মধ্যে বামন-মাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে" সেই সক-লের সম্ভজনীয় পবিত্র পরমেশ্বর মধ্যে আ-ছেন, আর দেবতারা সকলে তাঁহার উপা-সনা করিতেছেন। আমরা হীন মলিন হইয়াও দেবতাদের সংসর্গে দেব-দেবের উপাসনা করিতে পাইব, এ আমারদের কেমন অধিকার। আমারদের আত্মা উন্ন-তির সোপান হইতে সোপানান্তরে গিয়া অবশেষে তাঁহারি ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবে। এই রাত্রিতেই আমারদের আত্মাতে সত্যের ও মঙ্গলের যে বীজ পতিত হইল, সেই বীজ কদাই কি বিনাশ পাইবে? ইহার সঙ্গে অনন্ত কালের যোগ। ইহাতে ঈশ্ব-রের করুণা-বারি সিঞ্চিত হইলে ক্রমে ইহা সারবান্ বৃক্ষ হইয়া তাঁহারি অভিমুখে উ-ত্থিত হইবে এবং দেব-লোক হইতে দেব-লোকে আমারদের সঙ্গে থাকিয়া ছায়া

দান দ্বারা আত্মাকে শীতল ও পবিত্র রাখিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার সৌন্দর্য্য যেন আমরা চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি। তারা, বিভাকর, সুধাকর, বিদ্যুৎ, তুমি এ সকল জ্যোতিরই জ্যোতি। তোমার জ্যোতিতেই এ জগৎ সংসার উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তুমি আমারদের চক্ষুর জ্যোতি; তুমি আমারদের আত্মার জ্যোতি। তুমি জ্যোতির জ্যোতি; তুমি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য। তুমি যদি আমারদের আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিতে চাহ, তবে অচিরাৎ তোমার দিকে লইয়া যাও। সংসার যাতনা আর সহ্য হয় না। তুমি আমারদের নয়নের সম্মুখে নিয়ত প্রকাশমান থাক। যদি তোমা ছাড়া হই, তবে রবি শশী তারা আমার নিকটে শোভা-শূন্য হয়। হে হৃদয়েশ্বর। নিয়ত আমাকে তোমার সহচর অনুচর করিয়া রাখ। "ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রেরিত প্রশ্ন।

১। ইচ্ছা ও কার্য্য ইহাতে পাপ পুণ্যের ফলের তারতম্য কতদূর?

উত্তর।

ইচ্ছাতেই আমাদের পাপ পুণ্য যথার্থ প্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছাতেই আমি যথার্থ স্বাধীন, কার্য্যেতে আমার স্বাধীনতা নাও থাকিতে পারে। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এক জনকে মারিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু ইতি মধ্যে আমার হাত পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমার দোষের কিছুই লাঘব হইল না। যেখানে স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সেখানে পাপ পুণ্য নাই। যে সকল কার্য্য স্বেচ্ছাধীন, তাহাতেই পাপ পুণ্য আছে। ইচ্ছাই সকল কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক, ইচ্ছা মন্দ হইলেই আমরা যথার্থ দোষী হই। ইহা আমরা সকলেই জানি ও সকলেই স্বীকার করি। আমরা বলি যে বাহিরের কার্য্য দেখাইয়া আমরা লোককেই ভুলাইতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে পারি না। অন্তর্যামী ঈশ্বর, যিনি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা জানিতেছেন, তাঁহার নিকটে বাহ্য ক্রিয়ার তেমন গৌরব নাই।

আমাদের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত মিলিত হয়, তখনি ধর্ম্ম কাষ্ঠাভাব ধারণ করে। আমরা জানি যে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য কিছুমাত্র চাহেন না, তথাপি আমরা যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা প্রচার করি ও তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিই তখনই আমরা ধন্য হই। যখন আমরা বলি "প্রভু তোমার ইচ্ছা" এই বলিয়া গুরু বিপত্তির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, তখন আমাদের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা উন্নত ভাব ধারণ করে।

প্রশ্ন

২। যে স্বাভাবিক ইচ্ছা যাহা কোন রূপে ক্ষান্ত রাখা যাইতে পারে না, এমত স্থলে অভিলষিত বস্তু হইতে মনের মলিনতা উপস্থিত হইলে আমরা কি দণ্ডনীয় হইব?

উত্তর।

পূর্ব্বে বলা হইল যেখানে স্বাধীন ইচ্ছা নাই সেখানে পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু এস্থলে এক বিষয় দেখিতে হইবে। ইচ্ছা আর প্রবৃত্তি সমান নহে। এক জন অত্যন্ত তৃষিত হইলেও ইচ্ছা পূর্ব্বক জল পানে বিরত হইতে পারে।

তাহার প্রবৃত্তি একদিকে আকর্ষণ করিতেছে,তাহার ইচ্ছা আর এক দিকে নিয়োগ করিতেছে। প্রবৃত্তি সকল আমাদের বশে নহে—উপযুক্ত বিষয় পাইলে তাহারা উত্তেজিত হইবেই হইবে। কতকগুলি বিষয় হইতে আমরা সুখ লাভ করি আমাদের প্রকৃতিই এই রূপ। সুন্দর বস্তু দেখিবামাত্র মন স্বভাবতঃ তাহাতে অনুরক্ত হয়, মনের গতিই এই রূপ। এই সকল স্থলে পাপ পুণ্য দোষ গুণ নাই। কিন্তু আমাদের এপ্রকার শক্তি আছে যে প্রবৃত্তির আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে, তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারি। আমাদের প্রবৃত্তি তখন দূষণীয় হয়, যখন ইচ্ছার সঙ্গে তাহার যোগ থাকে। আমি যখন আপনার ইচ্ছাতে লোভনীয় বস্তুর সম্মুখে যাই, তখন তাহাতে আমার দোষ থাকিতে পারে, কেননা সেই যাওয়া আমার স্বেচ্ছাধীন। আমি যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ দিই যাহাতে মনের বিকার উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণ দোষী, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন বস্তু যে কোন প্রকারেই হউক আমার সম্মুখে আসিলে তাহাতে যদি আমার মনের মলিনতা উপস্থিত হয়, তবে আমি দণ্ডনীয় হইতে পারি না। কেননা তাহাতে আমার কোন ইচ্ছা নাই—কর্তৃত্ব নাই, এই জন্য তাহার পাপ পুণ্যের সঙ্গেও সংস্রব নাই।

প্রশ্ন।

৩। যে স্থলে আমারদিগের ইচ্ছা ছিল না, অথচ কার্য্য করিয়াছি এমত স্থলে আমরা কি দোষী হইব?

উত্তর।

যে স্থলে আমাদের ইচ্ছা ছিল না অথচ কার্য্য করিয়াছি এমন স্থলে আমরা দোষী নহি। যদি বন্দুকের কলে দৈবাৎ হাত লাগিয়া তাহার গুলিতে এক জনের মৃত্যু হয়, তবে আমার নর হত্যার পাপ কখনই স্পর্শে না। যে স্থলে আমারদের কার্য্য স্বেচ্ছাধীন সেই স্থলেই আমরা দোষী। আমি মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া যদি একজনকে আঘাত করি, সে স্থলে এমন হইতে পারে আমি জ্ঞান শূন্য হইয়া আঘাত করিয়াছি, তথাপি আমি দোষী। কেননা মদ্য পান করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন। আমার ইচ্ছা পূর্ব্বক উন্মত্ত হওয়াতেই প্রথমে আমার দোষ—সুতরাং সেই অবস্থাতে এক জনের উপর অত্যাচার করাতেও আমার দোষ।

প্রশ্ন।

৪। এমত ঘটনা যাহাতে পাপের ভাগ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অধিক, তাহাতে ঐ পাপ-ভাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না?

উত্তর।

পাপ ভাগ স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনে কর এক জন অন্যায় ও উৎপীড়ন করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছে। এমন হইতে পারে যে সে ব্যক্তি সেই ধন লইয়া সহস্র সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেছে। অতিথি সেবা হইতেছে—ঔষধালয় বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতেছে, সহস্র সহস্র বিপন্ন ব্যক্তি তাহার বদান্যতা ও দানশীলতা গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার অন্যায় আচরণ যদি আমরা না দেখিতে পাই তবে আমরা তাহার দয়া ও হিতৈষণার প্রশংসা করি, কিন্তু যখন আমরা তাহার সমুদয় জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তখন তাহাকে দোষী না বলিয়া থাকিতে পারি না।

কিম্বা মনে কর, আমেরিকার এক জন ধনী, জাহাজ প্রস্তুত করিয়া আফ্রিকা হইতে

এক দল নির্দ্দোষী কাফ্রি ধরিয়া আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, দাসদিগকে অতি যত্নের সহিত রক্ষণ করিবে, এবং তাহারা উপস্থিত হইলে যাহাতে তাহাদের কোন ক্লেশ না হয়, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন ত্রুটি না হয়, তাহাদের বাস গৃহ পরিপাটী হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। যদি এক জন কেবল এই দেখেন, তিনি কিরূপে দাসগণকে পালন করিতেছেন, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কেমন যত্ন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অবশ্যই তিনি প্রশংসা করেন কিন্তু সকল দিকে দেখিতে গেলে তিনি তাহার কার্য্য কখনই ভাল বলিতে পারেন না।

অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এমত ঘটনা" যাহাতে পাপের ভাগ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অধিক," তাহাতে ঐ পাপ ভাগ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন।

৫। পাপ পুণ্য বিষয়ে মনুষ্যের মনের এত বিভিন্নতা কেন? এক জন যাহাকে পাপ কর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, আর এক জন তাহাকেই পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করিতেছে, এ কি প্রকার হয়?

উত্তর।

মনুষ্যের কার্য্য সকল অতি দুরূহ। কি অভিপ্রায়ে কোন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে, ইহা অনেক সময় নিজেই বুঝিতে পারা যায় না, অন্যেরা কি প্রকারে বুঝিবে? যেমন আফ্রিকা দেশের নদী সকলের মূল প্রস্রবণ আবিষ্কার করা দুষ্কর, সেই রূপ মনুষ্যের কার্য্যের মূল-প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া কঠিন। কোন এক কার্য্যের যথার্থ প্রবর্ত্তক কি, এই বিষয় লইয়া সুতরাং বিস্তর গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

কোন একটি কার্য্য, তাহার এক দেশ মাত্র দেখ, তোমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রশংসা করিবে—কিন্তু আর একদিকে দেখ, তাহা অন্যায় না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন এক সংগ্রামের ব্যাপার মনে করিতে গিয়া যখন সাহস, মনস্বিতা, মহাপ্রাণতা এই সকল গুণ মনের মধ্যে উদয় হয়, তখন রণ বাদ্য অপেক্ষাও বীর পুরুষদিগের বীরত্ব শ্রবণে মন উৎসাহে প্রজ্বলিত হইবে। কিন্তু যখন সেই সকল বীরত্বের কার্য্যের আরএক দিক দেখা যায়, যখন মনে করা যায় রক্ত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে—নগর গ্রাম দগ্ধ হইতেছে—আহত ও মৃতকল্প লোকদিগের ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—অনাথ এবং বিধবাগণের হাহাকার রবে আকাশ পূর্ণ হইতেছে, যখন দেখা যায় বিজয়ী রণীদিগের হৃদয় অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, ও ক্রোধে পরিপূর্ণ, তখন আমাদের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া যায় ও আমাদের বিবেচনা আর এক প্রকার হয়।

ইহা হইতেই মনুষ্যের পাপ পুণ্য বিষয়ের বিচারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কোন সতী স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত পতির সহগামিনী হইতে দেখিয়া যিনি প্রশংসা করেন, তিনি আর সকল দিক ভুলিয়া গিয়া কেবল তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করেন। কোন কোন দেশে পুত্র কি কন্যা জন্মিবামাত্র জরাজীর্ণ বৃদ্ধদিগকে বধ করিবার রীতি আছে, তাহাতে তাহারা ইহাই মনে করে যে তাহারদিগকে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল। এই রূপে আমারদের কার্য্যের এক দেশ মাত্র দেখিয়া ধর্ম্ম বুদ্ধি অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া যায়।

ভ্রান্তির আর এক প্রবল কারণ আছে। যখন আমারদের ইচ্ছা বিকৃত হয়, তখন ধর্ম্ম বুদ্ধিও বিকৃত হয়। ইচ্ছা যখন

কোন কুকর্ম্মে রত হইতে যায়, তখন কুবুদ্ধি আসিয়া তাহার সহায়তা করে। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহা আমারদের করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা না করিবার নানা কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই কর্ম্মের কর্ত্তব্যতার প্রতি অন্ধ হইয়া আর আর দোষ দেখিতে মন তৎপর হয়। যখন ইচ্ছা কোন কুকর্ম্মে রত হয়, তখন যে সকল চিন্তা তাহার মন্দ ভাব দেখাইয়া দিতে যায়, তাহাদিগকে মন হইতে দূর করিয়া দিই; এবং তাহাতে কত সুখ হইবে, কত লাভ হইবে, লোকের কত উপকার করিতে পারিব, এই সকল অনুকূল চিন্তা আসিয়া মনকে প্রবোধ দিতে থাকে। এই প্রকার যাহার অভ্যাস পায়, তাহার মন্দকে ভাল বোধ হইবে, ভালকে মন্দ বোধ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এক জন যদি দেশাচারকে রক্ষা করিবার জন্য কপট ভাবে চলেন, তবে তিনি আপনার কপটতা দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া মনে মনে আপনার বিনয় গুণেরই প্রশংসা করিতে থাকেন। এক জন যদি ঈশ্বরকে ভুলিয়া ও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল ভুলিয়া কেবল ধন সংগ্রহে ও বিষয় অর্জনে জীবন ক্ষেপণ করেন, তবে তিনি আপনার পরিশ্রম, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে থাকেন। এই প্রকারে অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইচ্ছা যখন মন্দ দিকে যায়, তখন কুবুদ্ধি আসিয়া ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল করিবার জন্য সবিশেষ তৎপর হয় এবং অতি নিপুণ চাটুকারের ন্যায় মনকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া প্রসন্ন রাখে।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রবিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে আর উদাসীন নাই, গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের সরল কোমল হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসীন হইলে এ দেশে যে কত কল্যাণ প্রসূত হইবে, তাহা আর বলিবার নহে। এখন বঙ্গ সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বিকল রহিয়াছে। এই সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন স্ত্রীজাতি জ্ঞান ধর্ম্ম লাভের জন্য হয় নাই। তাহাদের শরীর অন্তঃপুরের প্রাচীরে বেষ্টিত; তাহাদের মন অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন। হা! আমরা আপনারাই কি জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার আলোক পাইয়া ক্ষান্ত থাকিব? আমরা কি আমাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীগণের প্রতি উদাসীন থাকিব? যাহাতে তাঁহাদের মন অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে পূর্ণ হয় সে বিষয়ে কি কিছুমাত্র যত্ন করিব না? যত্ন করিলে অবশ্যই অচিরাৎ তাহার ফল লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে কত শীঘ্র শিখিতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। আমরা নিম্ন লিখিত যে প্রস্তাবটি প্রকাশ করিতেছি, তাহা একটি স্ত্রীলোকের রচিত। তাঁহার বয়স অতি অল্প এবং তিনি শিক্ষাও অধিক দিন পান নাই। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া বোধ হয় পাঠক মাত্রেই তৃপ্ত হইবেন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথ।

সংসারের মধ্যে দুইটি পথ আছে, ধর্ম্মের পথ এবং অধর্ম্মের পথ। ধর্ম্ম পথে গেলে ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধর্ম্ম পথে গেলে প্রথমে সুখ লাভ হয়, অবশেষে সমূলে বিনাশ পায়। ধর্ম্ম আমারদিগকে লোভ বা কোন ভয় দেখাইয়া তাঁহার পথে লইয়া যাইতে চাহেন না, তিনি এই বলেন যে যদি তোমরা আমার

পথে এসো, তাহা হইলে তোমারদের আত্মার সুখ ও শান্তি কখনই যাইবে না। যদিও অনেক কঠিন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় ও সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় কিন্তু ইহাতে মন উন্নত হয় এবং পরকালে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। অধর্ম্ম আমারদিগকে নানা প্রকার আমোদ জনক বস্তু দেখাইয়া তাহার পথে আকর্ষণ করে। সে আমারদিগকে বলে, আমার পথে মলয় পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে, বসন্ত চির দিন বিরাজমান, বৃক্ষ সকলের নব নব পল্লব, নানাপ্রকার পক্ষির সুমধুর স্বর, চতুর্দ্দিকে সরোবর, নর্ত্তকীগণ নাচিতেছে, অপ্সরা সকল গান করিতেছে, দিবা রাত্রি আনন্দের ধ্বনি উঠিতেছে। আমার পথে ক্লেশ নাই, চিন্তা নাই। অধর্ম্মের এই সকল কথায় যে ব্যক্তি ভুলিয়া যায় ও তাহার পথে গমন করিতে উদ্যত হয়, তাহার মনে তখন সুবিবেচনা আসিয়া তাহাকে বলেন, তুমি অধর্ম্মের কথায় ভুলিওনা, অধর্ম্মের পথে অস্থায়ী সুখ, ইহাতে কেবল শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া যায় ও কোন ফল হয় না এবং এ পথে গেলে তোমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে। ধর্ম্মের পথে গেলে তুমি প্রকৃত সুখ পাইবে ও তোমার মন নির্ম্মল হইবে এবং ধর্ম্ম তোমার আত্মাকে পরিষ্কৃত করিয়া ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা।

কোথা হে করুণাময় ডাকি বার বার।
তুমি বিনা অধীনীর গতি নাহি আর ॥
তোমার নিকটে নাথ করি হে প্রার্থনা।
পরিপূর্ণ কর মম মনের বাসনা ॥
ধন জন পুত্র আদি কিছু নাহি চাই।
অন্তকালে তোমার চরণ যেন পাই ॥
ঐহিকের সুখে মম নাহি প্রয়োজন।
ধর্ম্মেতে আমার সদা থাকে যেন মন ॥
নির্জ্জনে সজনে আমি যেখানেই থাকি।
তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমাকেই ডাকি ॥
ওহে নাথ হও তুমি সর্ব্ব মূলাধার।
কহিতে তোমার লীলা সাধ্য কি আমার ॥
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি।
অবোধ অবলা আমি জ্ঞান হীন নারী ॥
দিবাকর নিশাকর গ্রহগণ তারা।
তোমার মহিমা নাথ সাক্ষ্য দেয় তারা ॥
ওহে নাথ যে দিকেতে নয়ন ফিরাই।
তোমার করুণা চিহ্ন দেখিবারে পাই ॥
জীব জন্তু আদি করি পশু পক্ষীগণ।
তোমার দয়াতে সবে হতেছে রক্ষণ
তুমি করিয়াছ এই জীবের সৃজন।
তোমার দয়াতে সবে হতেছে পালন
করি নাথ প্রণিপাত তোমার চরণে।
দয়া করি রক্ষা কর তব পুত্রগণে ॥
সম্পদ সময়ে বন্ধু সকলেই হয়।
অসময়ে তুমি বিনা নাহিক উপায় ॥
দুর্ব্বলের বল তুমি নির্দ্ধনের ধন।
অনাথের নাথ তুমি জীবের জীবন ॥
দয়াময় দয়া কর এ অধীন জনে।
বসো ওহে নাথ মম হৃদয় আসনে ॥
ভক্তি চন্দনেতে মাখি প্রীতি পুষ্প হার।
পূজিব চরণ তব বাসনা আমার ॥
ওহে পিতা অন্তরেতে হইয়া উদয়।
অজ্ঞান তিমির রাশি রাশি কর ক্ষয় ॥
কতগুলি লোক আছে এই ভূমণ্ডলে।
ওহে নাথ তোমাকে সাকার রূপে বলে ॥
ওহে পিতা দয়াময় অনাথের নাথ
তাহা দের প্রতি কর কৃপা দৃষ্টি পাত ॥
ওহে প্রিয় ভ্রাতাগণ করি নিবেদন।
কপটতা ছাড়ি দেহ সত্য ধর্ম্মে মন ॥
যিনি সর্ব্বাশ্রয় দাতা পতিত পাবন।
কায় মন বাক্যে লই তাঁহার শরণ ॥

ভেবে দেখ তিনি বিনা সকলি অসার।
পিতা মাতা দারা সুত কেহ নহে কার॥
অতএব কর সবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
ধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের বৃথাই জীবন॥
ওহে পিতা মম প্রতি হও হে সদয়।
তুমি বিনা কেবা আর দিবে হে অভয়॥
এ সংসার অতিশয় ভয়ানক স্থান।
তুমি বিনা কোন মতে নাহি পরিত্রাণ॥
শ্বশুর শাশুড়ি আদি যত পরিবার।
সকলেই মম প্রতি করে তিরস্কার॥
তথাপি তাহাতে আমি নাহি করি ত্রাস।
অন্তরে থাকিয়া তুমি দেও হে আশ্বাস।
করেছি নির্ভর আমি তোমার উপরে।
চারি দিকে শত্রু মম কি করিতে পারে॥
যখন হৃদয়ে আমি দেখি হে তোমাকে॥
বিষয় বাসনা মম কিছুই না থাকে॥
অতএব দয়াময়, করি হে বিনতি।
তব কৃপা থাকে যেন অধিনীর প্রতি॥

প্রেরিত।

সকল জাতির মধ্যেই এক এক মহোৎসব প্রচলিত আছে এবং সেই সকল উৎসব প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের অনুমোদিত হইলে তদ্দ্বারা অশেষ মঙ্গল সাধন হইতে পারে। বাস্তবিক এপ্রকার উৎসব যে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সাপেক্ষ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জন সমাজ চিরকাল সাংসারিক কর্ম্মে নিমগ্ন থাকিয়া নির্জীবপ্রায় হইয়া যায়; কাম ক্রোধাদি রিপুগণের নিয়ত সংগ্রামে তাহা বিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে, কিন্তু উৎসবের দিন তাহা যেন পুনর্জীবিত হয়। মানবগণ চির সঞ্চিত দ্বেষভাব ও স্বার্থপরতা পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় ভ্রাতৃভাবে মিলিত হয়। যাহারা চিরকাল ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কোন না কোন রিপুর সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মনে এই পবিত্র উৎসবের দিনে ধর্ম্মের অমৃতময় ভাব উদয় হয়। যাঁহারা নিরন্তর পাপাসক্ত হইয়া কুৎসিত আমোদে আমোদিত ছিলেন, তাঁহারা উৎসবের পবিত্র আনন্দ-রস উপভোগ করিয়া পাপের ঘৃণিত জঘন্য রূপ দেখিতে পান। বর্ষে বর্ষে এ প্রকার অবকাশ নিতান্ত আবশ্যক, যখন সাংসারিক বিষয় ব্যাপার বিসর্জ্জন করিয়া সকলে কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জনিত পরম আনন্দে আনন্দিত হয়, যখন সকলে মিলিয়া অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের মহিমা পরিকীর্ত্তন করে, তাঁহার মঙ্গল গীত গান করে, তখনই মনুষ্যের উৎসব লোকান্তরীয় দেবতাদিগের চির উৎসবপ্রায় হয়, তখন পৃথিবী হইতে দ্বেষ, বিষাদ, শত্রুতা, সকলই অন্তরিত হয়, তখন মনুষ্যগণ পরস্পরের মুখে ব্রহ্মানন্দ জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করে।

কিন্তু মনুষ্যের ভ্রম ও কুসংস্কার আসিয়া যখন এই সকল উৎসব মধ্যে প্রবেশ করে; যখন অলীক ধর্ম্ম আসিয়া তাহার নির্ম্মল স্রোতকে মলিন ও বিস্বাদ করিয়া ফেলে, তখন সেই উৎসব বিষাদের কারণ হইয়া উঠে। এদেশের দুর্গোৎসবই তাহার এক প্রশস্ত দৃষ্টান্ত স্থল। দুর্গোৎসব হিন্দুদের অতি প্রধান উৎসব। দুর্গোৎসবের আগমনে দেশের আবাল বৃদ্ধ, উচ্চ নীচ সকলের মনে মহা হর্ষ উপস্থিত হয়। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হন। নগর মধ্যে আর কোন কথারই প্রসঙ্গ থাকে না। ব্যবসায়ীগণ লাভের প্রত্যাশায় উৎসাহচিত্তে স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে থাকে। যাহারা সমস্ত বৎসর দেশত্যাগী হইয়া কর্ম্ম স্থলে বদ্ধ আছে, তাহারা এই পর্ব্বের দিবস গণনায়

তৎপর রহিয়াছেন;—অবসর হইবে—কর্ম্মের ভার মস্তক হইতে নিক্ষেপ করিবেন, বহু দিবসের পর আপন পুত্র কলত্রকে পুনরায় স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় তাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। অতি দীন হীন ব্যক্তিরও অনবরত অশ্রুধারা-ধৌত আননে প্রফুল্লতার উদ্রেক হইতে থাকে।

স্বভাবও এই সময়ে অতি মনোহর বেশ ধারণ করে। সুবিস্তীর্ণ আকাশ মণ্ডল, যাহা কিছু কাল পূর্ব্বে বিষণ্ণ ভাবে ঘোর ঘনঘটাতে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে তাহা নির্ম্মল রূপ ধারণ করিয়াছে, প্রভাকরের প্রখর কর জলংবাপ্ত হইয়া বর্ষা বিনষ্ট ও উদ্‌ভিদ্‌ সকলকে উত্তেজিত করিতেছে। সকলেই যেন মনুষ্যকে উল্লাস করিতে কহিতেছে। কিন্তু তথাপি এই উৎসবে কি প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎসবযুক্ত হইতে পারেন? যে উৎসবে ভয়ানক পৌত্তলিক ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন হয়, যে উৎসবের প্রত্যেক অংশেতে জগদীশ্বরের অবমানন। করা হয়, সত্য ধর্ম্মের গৌরবের হানি হয়, কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়, সে উৎসবে কি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি উৎসাহিত হইতে পারেন। তাঁহার মন এই সাধারণ উল্লাসের মধ্যে গভীর সন্তাপ সাগরে নিমগ্ন হয়। তিনি ঈশ্বরের বিপথগামী পুত্রগণের অজ্ঞানোন্মত্ততা দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হন এবং সহজেই তাঁহার অন্তর হইতে সতত এই প্রার্থনা উত্থিত হয়, যে হে জগদীশ! কত দিন-আর কত দিন তোমার সন্তানগণ তোমা হইতে বিমুখ থাকিবে, কত দিন আর কাল্পনিক-ধর্ম্ম তাহাদিগকে তোমার অমৃত হইতে বঞ্চিত রাখিবে, তোমার মঙ্গল রাজ্যে কত দিন-আর অলীক ধর্ম্মের স্রোত বহমান থাকিবে।

বাস্তবিক যে উৎসব ধর্ম্মের অনুযায়ী নহে, তাহা আপাতত সুখকর হইলেও পরিণামে অনর্থের মূল হইয়া উঠে। তাহা কেবল উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের খর্ব্বতা ও কলঙ্ক ঘোষণা করে।

পূজার তিন দিন কোথায় ধর্ম্মের উৎসব হইবেক, সাংসারিক আমোদ প্রমোদ দূরীকৃত হইবেক, পাপাচরণ মন্দীভূত হইবেক, না কোথায় গৃহে গৃহে নিতান্ত কুৎসিত আমোদের কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয় সেবার পর্য্যাপ্তি থাকে না। পাপের স্রোত প্রবল বেগে বহমান হয়। কিন্তু যখন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ-ময় ব্যাপ্ত হইবে, যখন এই দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোৎসব প্রচলিত হইবে, তখন মহোৎসবের প্রকৃত ফল অবশ্যই ফলিবে। হা! সে দিনের মঙ্গল উষা কবে আমাদের এই অজ্ঞানান্ধ বঙ্গ-ভূমিতে উদিত হইবে, যে দিনে ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকিবে, যে দিনে এই হতভাগা জাতি তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল করিবে। সে দিন যদিও ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে, তথাপি তাহা নিতান্ত দূরে নাই। ঈশ্বরের করুণা তাঁহার সন্তানগণের প্রতি অবশ্যই শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

এই সকল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমি একাকী একটি তরু ছায়াতে উপবেশন করিয়া ভাবিতে ছিলাম, ক্রমে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মনোমধ্যে একটি অপূর্ব্ব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের আবির্ভাব হইল। সহসা আপনাকে এক লোকারণ্য-ময় কোলাহলপূর্ণ বিস্তীর্ণ নগর মধ্যে বোধ হইল। তথায় দেখিলাম, জনগণ মহা উল্লাসে মত্ত রহিয়াছে, ভয়ঙ্কর বাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে উঠিতেছে। জনতা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে সকলে ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া

একটা বিকটাকৃতি প্রতিমাকে অর্চ্চনা করিতেছে। প্রতিমার প্রতি অবলোকন করিলে পর বোধ হইল যেন তাহাতে মনুষ্য হৃদয়ের রিপুগণ মুর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, এবং এক এক ব্যক্তি তাহাকে এক এক ভাবে অর্চ্চনা করিতেছে। কেহ তাহাকে কামের আহুতি প্রদান করিতেছে, কেহবা ক্রোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার পূজা করিতেছে; কেহ প্রতিমার সম্মুখে স্তূপাকার রজত কাঞ্চন রাখিয়া ভক্তি ভাবে উপাসনা করিতেছে। অপর কতিপয় ধূর্ত্ত ব্যক্তি অলক্ষিত ভাবে আস্তে আস্তে প্রতিমার পদতলে সকলকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিতেছে। এই প্রতারকগণ, উপাসকেরা যাহা কিছু আনিয়াছিল, একে একে সকলই আত্মসাৎ করিল। ইহাতে তাহারা যাহারদিগকে কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিতে দেখিল, তাহাদিগকেই তৎক্ষণাৎ স্বহস্ত লিখিত এক এক খানি গ্রন্থ দেখাইয়া নিরস্ত করিল।

প্রতিমার পশ্চাৎভাগে আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহারা হস্তে দণ্ড লইয়া অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমাকে ভাঙ্গিবার নিমিত্ত আঘাত করিতে ছিল। কিন্তু বোধ হইল যেন তাহারা নিতান্ত ভয়ের সহিত এই কার্য্য করিতেছে। তাহাদের আচরণ দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহারা কখন সাহস পূর্ব্বক প্রতিমা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইতেছে; কখন বা ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কখন বা কপট ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিমার পদতলে পতিত হইতেছে। তাহাদের মুখাবলোকন করিলে কেবল একটি শূন্য ভাব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নগর দিবা রজনী চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত ছিল, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া ছিল, এই হেতু কাহাকেও হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। এইরূপ চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে নগরবাসীগণ কেহই আলোক সহ্য করিতে পারেন না। অপর কেহ কেহ কহিলেন যে পাছে প্রতিমার কোমলাঙ্গ সূর্য্য-কিরণ-তাপে গলিয়া যায়, এই হেতুই উক্ত চন্দ্রাতপ মস্তকোপরি বিস্তারিত হইয়াছে। যাহাহউক নগর-ময় অন্ধকার হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত নব্য সম্প্রদায়গণ তাহাদের পথ দেখিতে না পাইয়া ও অধিকতর উৎকণ্ঠিত ও অস্থির-চিত্ত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম পশ্চিম প্রদেশ হইতে আলোক কিরণ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; নবীন যুবক দল সেই আলোক পাইয়া উল্লসিত চিত্তে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইল। এই সময়ে সহসা চন্দ্রাতপ অন্তরিত হইল, সুবিমল আলোকে নগর আলোকিত হইল; প্রতিমা আলোকের উত্তাপে ভস্মীভুত হইল, চতুর্দ্দিক স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ হইল, এবং দুর হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক মহা পুরুষ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পবিত্র ভাব, শান্ত মূর্ত্তি এবং সহাস্য বদন দেখিয়া নব্যগণ ব্যগ্র ভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইল। অন্ধকারপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ বপুঃ দর্শনে অধীর হইয়া প্রথমে পলায়ন করিল। কিন্তু পরিশেষে সকলেই আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। জন কোলাহল একেবারে নিস্তব্ধ হইল এবং সেই মহা-পুরুষ "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহা বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ "একমেবাদ্বিতীয়ং" আকাশ হইতেও প্রতিধ্বনিত হইল এবং সকল লোকে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় উচ্চারণ করিল। নগরের কৃত্রিম ভাব দূরীভুত হইল। যাহাদের পরস্পর শত্রু

ভাব ছিল, তাঁহারা পুনরায় প্রণয় বন্ধনে বদ্ধ হইল। সকলেই ভ্রাতৃ ভাবে একত্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সকলে পুনর্জীবন ধারণ করিয়াছে। শোক দুঃখ বিষাদ সকলই অন্তরিত হইয়াছে এবং কেবল চতুর্দ্দিকে বিমলানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে দেখিলাম। আমিও এই উৎসবে উৎসব যুক্ত হইয়া সেই মহা পুরুষকে ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইলাম। এমত সময়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

স্বপ্নে বা কল্পনায় এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ হইল, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বোধ হয় তাহা ঈশ্বর প্রসাদে এদেশে শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

অস্মদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধনের বিহিত উপায় স্থির করিবার জন্য গত ১৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মদিগের যে বিশেষ সভা হইয়াছিল, তাহার কার্য্য বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল

...ক্ত যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের প্রস্তাবে সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার সভাপতি হইলেন।

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতি জন্য আক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে তিনি অদ্য উপস্থিত থাকিলে এই সভা দেখিয়া কত আনন্দিত হইতেন ও উৎসাহজনক বাক্য দ্বারা সকলেরই মনে কত উৎসাহ বিধান করিতেন।

পরে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক যে সকল কারণে এই সভা আহ্বান হয়, তাহা বলিয়া নিউমন সাহেব বিলাত হইতে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ পাঠ করিলেন। তাহার ভাব এই, যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি জন্য যদি ব্রাহ্মসমাজ ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ মহোদয়দিগের নিকটে আবেদন করেন, তবে তিনি সেই আবেদন পত্র সাধারণের গোচর করিয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন দ্বিতীয় প্রস্তাব ধার্য্য করিবার জন্য উঠিয়া বলিলেন, প্রথমেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে এতদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কেন অগ্রসর হইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বিগত ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, কারণ ব্রাহ্মসমাজ এখনো পর্য্যন্ত সাধারণের হিতজনক বিষয়ে তেমন আগ্রহের সহিত যোগ দেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব ও মহান উদ্দেশ্য যাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারাই জানিতেছেন যে কেন আজ আমরা এখানে একত্র হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল স্তুতিপাঠ মাত্র নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল মনের বিশ্বাস নহে, কিন্তু সমুদয় জীবনের উপর তাঁহার অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম্ম শরীরে বল বিধান করেন, আত্মাতে বিশ্বাস ও মঙ্গল ভাব প্রেরণ করেন, প্রীতিকে হৃদয়ের রাজা করেন, এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি প্রীতির ধর্ম্ম হয় এবং তাহা যদি আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; তবে যেখানে যে প্রকারেই হউক, দেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব; এবং যাঁহারা সেই মঙ্গল সাধনে তৎপর তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যোগ দিব। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইবার উপায় স্থির হউক বা জাতি ভেদ বিনাশ করিবার কল্পনাই হউক, ব্রাহ্মেরা তাহাতে যোগ দিতে সর্ব্বাগ্রে

তৎপর হইবেন। অদ্য আমরা এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্যই এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। "কর্ত্তব্য" এই শব্দ ব্রাহ্মের নিকটে কি গম্ভীর ও উৎসাহ-কর শব্দ। বিষয়ী লোকের কর্ণে এ শব্দের কিছুমাত্র গৌরব নাই; কিন্তু কর্ত্তব্যের নাম শুনিবা মাত্র ব্রাহ্মের মন গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হয় এবং উৎসাহ অনলে প্রজ্বলিত হয়। অতএব আমরা ব্রাহ্ম হইয়া আমারদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই এখানে একত্র হইয়াছি। আর এক প্রশ্ন এই যে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি সাধন করিবার ভার রাজপুরুষদের হস্তেই সমর্পিত আছে, তবে ইহাতে ব্রাহ্মদিগের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? রাজপুরুষেরা যতদুর করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি আমারদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু রাজপুরুষেরা যে সর্কলই করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের হস্তে আর আর নানা কর্ম্ম রহিয়াছে, তাঁহারা আমাদের জন্য অন্ন পর্য্যন্ত পাক করিয়া দিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমাদের আপনাদের যত্ন চাই, অর্থ চাই। বিদ্যা, বল, ধন, যিনি যাহা দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছু কিছু করিয়া দেন, তবে সকলের দান একত্র হইলে কি না হইতে পারে? আমাদের যদি যথার্থ চেষ্টা থাকে, কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ থাকে, তবে আমরা কি না করিতে পারি? আমরা সকলেই ঈশ্বরের কর্ম্মচারী ভৃত্য, সত্যের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা আমাদের কার্য্য। আমরা আপনারদিগকে যত অপদার্থ মনে করি, বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের শিখা রহিয়াছে, আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে এখন আমাদের অভাব কি? প্রথমতঃ এখনকার বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ, শিক্ষা দিবার যে যথার্থ তাৎপর্য্য তাহা সিদ্ধ হয় না, বুদ্ধিবৃত্তি-সকল পরিচালিত হইয়া যাহাতে তাহারা উন্নত হয়, সে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল কতক গুলি সত্য উদরস্থ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। যুবকেরা যৎকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাদের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখা যায় বটে, কিন্তু যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহাদের ভাব আর এক প্রকার হইয়া যায়। কেরাণী রাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে তাঁহাদের সকল উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক প্রকার ভাব, সংসারী হইলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এক সময়ে যিনি দেশের কুরীতি সংশোধনের জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, আর এক সময়ে তিনিই ঘোর পৌত্তলিকতায় আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সকলি জলাঞ্জলি দিলেন। অতএব এখন দেখা যাইতেছে, সুশিক্ষিতদিগের মধ্যেও বিদ্যা শিক্ষার কোন ফল হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ সামান্য লোকদের মধ্যে বিদ্যা প্রচারের কোন সুবিধা নাই। বিদ্যার দ্বার কেবল ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটেই মুক্ত নহে। সাধারণ লোকের মন যখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন কতিপয় লোকের বিদ্যাবলে কি হইতে পারে? জাতির শৃঙ্খল যাহা আমাদের হৃদয়কে অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের মন প্রস্তুত না হইলে দেশের কুরীতির উচ্ছেদ সাধন কখনই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যা প্রচার। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার কারাগার সমান অন্তঃপুরে যেমন আলোকের

পথ রুদ্ধ থাকে, তাহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত থাকে। তাহারা দাসীর ন্যায় গৃহের সামান্য কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিয়া আপনারদের জীবন ক্ষেপণ করে। দেশের উন্নতির সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গেও দেশের উন্নতির কোন সম্পর্ক নাই। সেই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাস স্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় না হইলে দেশের মঙ্গল কখনই নাই।

পরে তিনি এখনকার সময় যে প্রকার উৎসাহ সূচক ও ব্রাহ্মদিগের উপর যে প্রকার গুরুতর ভার আছে, তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি থাকিতেও আমরা নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে আপন আপন সাহায্য দান করিয়া দেশস্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রচার করিতে তৎপর হও।

এই বক্তৃতা করিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী বিশুদ্ধ হয় ও সাধারণের হিতকারিণী হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় সর্ব্ব সম্মতিতে ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করিলেন যে এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডে এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে এই আবেদন পত্র সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিদ্যার ফল ও মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলেরই চিত্ত-রঞ্জন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রস্তাব করিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আবেদন পত্র সমর্পণ করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল

অনন্তর সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

—০০—

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য

—০০০—

বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল, তাহাতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা তৎপ্রদেশে পাঠাইয়া কিঞ্চিৎ টাকা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এক্ষণে তৎপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ শান্তি পাইয়াছে, অতএব যাঁহারা ঐ টাকা দিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা তাহা ফিরিয়া লইতেচান, তবে ৯ কার্ত্তিকের মধ্যে তাঁহারা পত্র দ্বারা অবগত করিবেন, নতুবা তৎ পরেই উহা সমাজে দান স্বরূপে জমা হইবেক

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারি সম্পাদক

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য। ৶০ ছয় আনা মাত্র।
১ কার্ত্তিক বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২২০ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সায়ংকালের ব্রহ্ম-স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! অদ্য প্রাতঃকালে আমরা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আজ্ঞানুমত গৃহ-ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এবং প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসে তোমারই অমোঘ সাহায্য লাভ করিয়া তোমারি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে করিতে এক্ষণে রজনী-মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

এখন বিষয়-কোলাহল ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইল, কৃষি বাণিজ্যের ব্যস্ততা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইয়া গেল, এখন সমস্ত ভূমণ্ডল কেমন শান্ত ভাব ধারণ করিল!।

দুগ্ধ-পোষ্য শিশু যে রূপ জননীর ক্রোড়ে ন্যস্ত হইলে নিরাপদ হয়, বিহঙ্গম-দল রজনী সমাগম কালে আশ্রয়-তরু প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়, সেই রূপ আমারদিগের বিষয়-ব্যাপৃত-চিত্ত এই রমণীয় সময়ে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া শীতল ও গত-শ্রান্ত হইতেছে।

এই সুরম্য কালে তোমাকে নমস্কার না করিয়া আমরা কোন্ মনে কোন্ প্রাণে এমন সুপবিত্র বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব। এমন প্রশান্ত সময়ে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রীতি-কুসুমে তোমার অর্চ্চনাতে নিযুক্ত না হইলে আমারদিগের আত্মার ব্যাকুলতা আর কিসে দূরীভূত হইবে। তোমার সুশীতল প্রীতি-সরোবরে এক বার অবগাহন করিতে না পারিলে, তোমার অমৃত-বারি প্রশান্ত মনে এক বার পান না করিলে আমারদিগের পরিশ্রান্ত শরীর, তৃষিত আত্মা, আর কিসে স্নিগ্ধ হইবে। সমস্ত দিন আমরা যে বিষয়ের বিষাক্তবাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, এক বার তোমাকে এই পবিত্র সময়ে আলিঙ্গন করিতে না পারিলে আমারদিগের অন্তরের জ্বালা আর কিসে নিবারিত হইবে।

হে নাথ! তোমার করুণা ও মহিমার কথা কি বলিব! আমরা সমস্ত দিন বিষয়ের প্রতিস্রোতে, মোহের প্রতিকূলে, তোমার ধর্ম্মের আদেশে পদ-সঞ্চালন করিতে গিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ যত বার পদ-স্খলিত হইয়াছে, তুমি তত বারই আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তোমার উৎসাহ-জনন প্রফুল্ল

বদন প্রদর্শন করত আমারদের উৎসাহ-অগ্নি শত গুণে প্রজ্বলিত করিয়াছ। জননী যে রূপ স্বীয় শিশু সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া পদ চালনা শিক্ষা করান, তুমি সেই রূপ সর্ব্বক্ষণই আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-পথে পদ-প্রক্ষেপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ। যখন আমরা বিষয়ের সঙ্গে, মোহের সঙ্গে, কুটিল স্বার্থপরতার সঙ্গে, পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, তুমি তৎক্ষণাৎ আত্ম-প্রসাদ-রূপ অমৃত-বারি বর্ষণ দ্বারা আমারদিগের আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া শত গুণে বলীয়ান্ করিয়াছ।

নাথ! তোমার করুণার কি সীমা আছে। পক্ষী যেমন পক্ষ-পুট বিস্তার করিয়া স্বীয় শাবকদিগকে বিবিধ বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে, তুমি সেই রূপ প্রতি নিয়ত আমারদিগকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া শত সহস্র বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছ। যখনি আমরা মোহ বশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে হীন মলিন করত তোমার সহবাসের অযোগ্য করিয়া তোমার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছি, তুমি তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তেই আমারদিগের অশ্রু-জল মোচন করিয়া তোমার পবিত্রতম করুণা-সলিলে মলিন আত্মাকে ধৌত করিয়া কৃতার্থ করিয়াছ।

হে পরমাত্মন্! দিবা ভাগে যে রূপ তুমি আমারদিগকে নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেই রূপ এই ঘোর নিস্তব্ধ রজনীর অসহায় অবস্থাতে আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে রক্ষা কর।

হে অনাথ-নাথ! তুমিই আমারদিগের চির শরণ্য, চির সুহৃৎ। আমরা পাপে মলিন হইয়া তোমার নিকটে ভিন্ন আর কাহার কাছে ক্রন্দন করিব; সৌভাগ্যে উল্লসিত হইয়া তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া আর কাহার নিকটে মনোদ্বার মুক্ত করিয়া দিব; বিপদে ব্যাকুল হইয়া তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া কি রূপে সুস্থির ও স্বচ্ছন্দ হইব।

তুমিই আমারদিগের সংসার-সাগরের পোত-কাণ্ডারী, দুঃখ হুতাশনের শান্তি-সলিল, বিপদ-সঙ্কুলের নিরাপদ দুর্গ। আমরা তোমার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে করুণাকর! আমারদিগের আত্মা পুনর্ব্বার যেন নবীন উৎসাহ সহকারে পর দিনে বা পর লোকে জাগ্রত হইয়া তোমারি প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, বিনীত ভাবে তোমার সন্নিধানে মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৪০

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভার্থে অনন্য মনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক; তাঁহাকে আলোচনার সময়ে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইলে কদাপি তাঁহার সুন্দর মঙ্গল-ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি এই অত্যদ্ভুত বিশ্ব-কার্য্যের কারণ ও আশ্রয় রূপে প্রতীয়মান হয়েন; অতএব সৃষ্ট বস্তু সমুদায়ের পরস্পর সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও দুরবগাহ গম্ভীর মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতীতি করিবেক

ও তাঁহার অমৃত-সলিলে পাপ মলা ধৌত করিয়া স্বীয় আত্মাকে তাঁহাতে সমর্পণ করিবেক।

যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। যদি কোন গৃহস্থের গৃহে কোন অমূল্য রত্ন গুপ্ত থাকে, আর তিনি তাহা না জানিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকটে তাহা অপ্রাপ্ত রহিল; তদ্রূপ পরমেশ্বর আমারদিগের অতি নিকটে থাকিলেও যদি আমরা তাঁহাকে অজ্ঞাত থাকি, তবে তিনি ভূস্তর-নিহিত বহু মূল্য গুপ্ত রত্নের ন্যায় আমারদের অপ্রাপ্ত রহিলেন। যখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, তখনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, এবং আত্মাকে পবিত্র করি, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই, এবং ততই জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিতে থাকি।

৪১

যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

পরমেশ্বর অকাল্পনিক সত্য পদার্থ, আর কোন পদার্থকে তাঁহার ন্যায় সত্য বলা যায় না। যাহা যথার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাকেই সত্য বলে। যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু সত্য পদার্থ, কারণ তাহারা যথার্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না এবং যদি পরমেশ্বর তাহারদিগকে ধ্বংস করেন, তবে ভবিষ্যতেও থাকিবেক না। স্বপ্রকাশ নিত্য পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনো আছেন, পরেও থাকিবেন; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, নিত্য পদার্থ।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু যে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এহেতু তাঁহারা জ্ঞান পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় অসীম স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত অতি ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে এবং ভ্রম, প্রমাদ, মোহ আছে, কিন্তু পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই—তিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ; তিনি সর্ব্বদা সমান রূপে সকল বস্তুর যথার্থ ভাব ও যথার্থ তত্ত্ব জানিতেছেন। অতএব একমাত্র তিনিই কেবল জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইতে পারেন; জীবাত্মার জ্ঞান তাঁহার জ্ঞানের আভাস মাত্র।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ; তাঁহার জ্ঞান কি শক্তি কি মঙ্গলাভিপ্রায়, কিছুরি অন্ত পাওয়া যায় না।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার

ইচ্ছার যোগ দেন ; তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার তে জগৎদৃষ্টি করেন এবং ক্ষুদ্রতম কীট অবধি সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন ; তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা এবং তাহাই তাঁহার কার্য্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন, এবং আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন।

৪২

যিনি সামান্যরূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দ-রূপে, অমৃত-রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদায়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং যথার্থ তত্ত্ব জানেন এবং আমরা ও অন্যান্য অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু যে পদার্থকে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও তিনি জানেন। এই ভুলোক ও দ্যুলোক তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও রচিত হইয়াছে এবং তাহারা তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্র লোক, এখানে এই আশ্চর্য্য ভূলোক ; যাহাতে অসংখ্য বিচিত্র জীব-সকল স্বীয় স্বীয় ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া সুখে বাস করিতেছে। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা। তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃত রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন ; ধীরেরা তাঁহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে ; সূর্য্য চন্দ্রের প্রকাশে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে ; পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমে, অন্তর্ব্বাহ্যে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

৪৩

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের যে আত্মা, তাহার মধ্যে পরমাত্মা স্থিতি করিতেছেন ; এ নিমিত্তে জীবাত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি যেমন আমারদের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন, তেমনি বাহিরেও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। কিন্তু তাঁহাকে অতি নিকটে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে অন্তরে আপনার আত্মার মধ্যে অন্বেষণ করিতে হয়। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র। তিনি পূর্ণজ্ঞান ও ধর্ম্মের আবহ। তিনি জ্যোতির জ্যোতি। তিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম ; সে জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই, সুতরাং তাহা কদাপি চক্ষুর্গোচর নহে।

৪৪

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ-সকলো তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; তবে

এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহারা জড় পদার্থ সকলকেই প্রকাশ করিতে পারে। পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; এ সকলের জ্যোতিতে তিনি প্রকাশিত হন না। পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া ইহারা সকলে স্থিতি করিতেছে; অতএব উক্ত হইয়াছে যে সমুদায় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

৪৫

ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানিলে আর ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎ কর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য্য, কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ রূপে, সকলের আশ্রয় রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে, সর্ব্বভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। যেমন প্রিয়তম বন্ধুর গুণালোচনা ও গুণবর্ণনা করিয়া লোক পুলকিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম সুহৃদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত সুখী হয়েন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহারি প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্য মনা হইয়া কেবল তাঁহারি চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পূজনীয়; তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি তদীয় স্বরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, তাহার আন্দোলন করেন, তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন, তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তদীয় আলোচনাতে তাঁহার নিত্য আমোদ; অতএব উক্ত হইয়াছে, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। কিন্তু ইহাঁরদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না; কিন্তু তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সুতরাং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। আমারদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত কর্ম্ম করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক এবং ততই তাঁহার মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদিগের কার্য্য, এই আমারদিগের লক্ষ্য।

৪৬

তিনি মহৎ প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান; তিনি এখানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন।

তিনিই বৃহৎ এবং তিনিই মহৎ; তাঁহায় নিকটে আর কিছুই বৃহৎ নহে, আর কেহই মহৎ নহে; সেই দেদীপ্যমান পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; আমারদের মন হইতেও সূক্ষ্ম। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, তাহা হইতেও তিনি দূরে আছেন এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি সাক্ষি স্বরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৪৭

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তিনিই ধ্যান-যুক্ত হইয়া নিরবয়ব পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জ্ঞানালোচনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা [illegible] অগ্নি সেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এসকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। এসকল পথে ভ্রমণ করিলে তাঁহার পথে উপনীত হওয়া যায় না। জ্ঞান-রূপ পথই তাঁহার পথ।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

৪ মাঘ ১৭৮২ শক।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

সেই সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্ব-লোক-পাতা পরমেশ্বরেরই প্রীতি-নয়নের উপর সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। এই সসাগরা পৃথিবী, এই অসীম আকাশের 'অযুত অগণ্য লোক' সকলেরই প্রতি তাঁর সেই প্রেম দৃষ্টি। তিনি সমুদয় জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন, কিন্তু এই অসংখ্য জীব জন্তুদিগের মধ্যে কাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন? আর যত অচেতন সচেতন বস্তু আছে, তাহারা তাঁহাতে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারে না; মনুষ্যই তাঁহার প্রীতিকে প্রীতি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। তিনি আর সমুদয় জীবকে প্রীতি করিতে-

ছেন ; কিন্তু তাহারদের নিকট হইতে প্রীতি পুনর্ব্বার চাহেন না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতেছেন যে পুনর্ব্বার সে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। তিনি তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন এবং তাঁহা হইতে প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য কেবল এই জগৎ সংসারকে প্রীতি করিয়াই নিরস্ত নহেন ; কিন্তু বিশ্বকন্ধু যে পরমেশ্বর, তাঁহাকেও প্রীতি করিতেছেন। তিনি মনু[illegible]কটে প্রীতি চাহেন এই জন্য [illegible] স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—তিনি সে[illegible] অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রীতি করি[illegible] বাধ্য হইতে পারে। মনুষ্যকে য[illegible] প্রকার স্বাধীন ভাব না দিতেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রীতি চাহিতে পারিতেন না। যাহারা প্রকৃতিরই অধীন, তাহাদের নিকটে তিনি প্রীতি চাহেন না। যাহারা স্বাধীন, যাহারা আপন ইচ্ছাতে প্রীতি দান করিতে পারে, তাহাদের নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন—তাহারাই মনুষ্য। আমারদের ইচ্ছা চাই তাঁকে প্রীতি করি, চাই না করি—চাই তাঁর ধর্ম্ম পালন করি, চাই না করি। যদি এই প্রকার স্বাধীনতা না দিতেন, তবে কি আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিতাম? যদিও পারিতাম, তথাপি সে প্রীতি, প্রীতি নামের যোগ্য হইত না। প্রীতি কি বাধ্যতার অধীন না অনুরোধের অধীন? প্রীতি কি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা যায়? দুর্ভাগ্য ক্রীত দাসকে কি কশাঘাত করিয়া প্রভু তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন? স্বাধীনতা প্রীতির আশ্রয় ভূমি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, মনুষ্য তাঁহাকে প্রীতি করুক ; এই জন্য তিনি মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। তিনি আর আর সমুদয় বস্তুকে, সমুদয় জন্তুকে, প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়া মনুষ্যকে ধর্ম্মের নিয়ম দিলেন। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। যে আত্মা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়াছে, যে আত্মা স্বাধীন, যে আত্মা মুক্ত, যে আত্মা মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ; তাহার নিকট হইতেই তিনি প্রীতি চাহেন। যে আত্মা পরাধীন, স্বীয় প্রবৃত্তিরই অধীন—যে আত্মা বিষয় জালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়াছে ; যাহার এত টুকুও বল নাই, এত টুকুও স্বাধীনতা নাই যে আপনার এক টুকু প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গিয়া ধর্ম্মের মহান্ আদেশ পালন করে ; তাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি পাইতে পারেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব দেখিয়া আপনা হইতে যে প্রীতি তাঁহাতে দান করি, সেই প্রীতিই তিনি গ্রহণ করেন ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মের আবার এই প্রকার ভাব যে যখন আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হই, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাবসকল গ্রহণ করি ; তখন প্রীতি আপনা হইতেই সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরে যায়। কখন যায় না? যখন পশুবৎ আচরণ করিয়া হৃদয়ের মঙ্গল-ভাব নির্ব্বাণ করি। আর যে আত্মা যথার্থ মুক্ত—যে বিষয়ের কুটিল মন্ত্রণা-সকল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে—যে আত্মা ধর্ম্মেতে, মঙ্গল-ভাবে, উন্নত হইয়াছে ; ঈশ্বর-প্রীতি ভিন্ন কি আর কোন স্বাদু তাহার মিষ্ট লাগে? সে তাঁহার প্রীতির জন্য সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, সহস্র হস্র বিঘ্ন বিপত্তি অনায়াসে কতিক্রম করিতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার আর প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকা দূর হয় ; প্রীতির আগমনে তাহার সকল প্রকার ভয় ও ব্যাকুলতার শান্তি হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষের চিত্ত-ভূমিতে আত্ম-প্রসাদের বিশদ জ্যোৎ-

ত্মা অবতীর্ণ হয়—সেই আলোক যখন তিনি আবার পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি দেখিতে পান; তখন তাঁর কত আনন্দ। একে আত্ম-প্রসাদের পবিত্র আলোক তাহাতে ঈশ্বরের সেই বিমল মুখ জ্যোতি; এই জ্যোতি সেই জ্যোতিতে একত্র হইয়া কি আশ্চর্য্য প্রভা প্রকাশ করে! এই প্রকার দর্পণের ন্যায় আত্মা যত পরিষ্কৃত হয়, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তাহাতে তত স্পষ্ট পড়ে। যখন আমাদের আত্মা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়; তখন সকলি সুধাময়; তখন জগৎ সংসার আর এক বেশ ধারণ করে; তখন কিছুই আর অপবিত্র নহে। এই জগৎ তাঁহারই মন্দির, সমুদয়ই তাঁর সত্তাতে পরিপূর্ণ।

যখন আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের অল্প অল্প বিষয়েই ব্যস্ত থাকি, তখনই এ সংসার আমারদের নিকটে ক্ষুদ্র ভাব ধারণ করে। ঈশ্বর অপেক্ষা আর যাহাতে অধিকতর প্রীতি স্থাপন করি, তাহার জন্যই দুঃখ পাইতে হয়। প্রচুর ধন মান অর্জ্জন কর, আপনার প্রভুত্ব বিস্তার কর—কীর্ত্তি প্রচার কর; ইহার কিছুতেই শান্তি পাইবে না। এক পলকের মধ্যে সংসারের সকলি যাইবে। সেই ব্রহ্মপরায়ণের কথা নিশ্চয় সত্য, যিনি বিষয়ানুরাগীকে বলেন; তোমার যে প্রিয়, সে মরণশীল্। সংসারে যদি ঈশ্বরকে সঞ্চয় কর, তবে চির জীবনের ধন সঞ্চয় করিলে। এ ধন পাইলে আর সকলি দেওয়া যায়। এ ধন পাইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। এ হইতে বিচ্যুত হইবার আর ভয় থাকে না। সকল কালে; সকল অবস্থায় তিনি আমারদের সঙ্গে থাকেন। সেই চিরজীবন-সখা কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন; আমরা কি এমন অকৃতজ্ঞ হইব, যে তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিব না? সংসারের এমন কি বস্তু, যাতে আমাদের সকল প্রীতি সমর্পিত হইবে, এক টুকুও ঈশ্বরের জন্য রাখিতে পারিব না? সংসারের এমন কি প্রলোভন, কি আকর্ষণী শক্তি যে সংসার আমারদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবে? সংসারের যে [illegible] আমরা সকলেই জানি। সেই অকৃত [illegible] বিচ্যুত হইয়া এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কি হইবে? সেই অনন্ত কালের সম্বল যে ধর্ম্ম, [illegible] নিত্য কালের উপজীবিকা যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে হারাইয়া আমারদের শান্তি কোথায়, আমারদের পরিত্রাণ কোথায়? এসো আমরা সকলে মিলিয়া সেই প্রীতি-স্বরূপকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি। আমরা সপ্তাহের মধ্যে এক দিনের জন্য যে এখানে একত্র হই, ইহার ফল কি এই এক দিনেরই জন্য? এখানে যাহা অর্জ্জন করি, তাহা যাহাতে চিরদিন আমারদের সঙ্গে থাকে, এই আমারদের উদ্দেশ্য। এখানে তাঁহার প্রেম-মুখ এমন করিয়া দর্শন কর যে তাহার আভা আর ছয় দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে। এখানে তাঁহার প্রীতি-রস এত অধিক করিয়া পান কর যে আর ছয় দিবস তোমাকে শীতল রাখিতে পারে। আত্মার উন্নতিই আমারদের লক্ষ্য—দুই ঘণ্টা কালের ক্ষণস্থায়ী ভাবে কি হইবে? এই ভাব যদি তোমার কথাতে, কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়—এই ভাব যদি সাংসারিক দুঃখে তোমাকে উন্নত রাখিতে না পারে—এই ভাব যদি তোমারদিগকে এমন স্থানে রাখিতে না পারে, যেখানে পাপ-তাপের অধিকার নাই; তবে এখানে আসিয়া আর কি ক

রিলে? ধর্ম্ম এক দিনের নয়—প্রীতি দুই ঘণ্টা কালের নয়—ঈশ্বর এ কালেরই ঈশ্বর নহেন! প্রতি দিনই আমারদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলীয়ান্ হইতে হইবে, আত্ম-জিজ্ঞাসা করিয়া গূঢ় পাপ-সকল দূর করিতে হইবে, সংসারের সহিত প্রতি ক্ষণে সংগ্রাম করিতে হইবে, প্রীতি ও সাধুভাব প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে হইবে, ঈশ্বরের নিকটে প্রতি দিন, প্রতি সন্ধ্যা, [illegible] দ্বার মুক্ত করিতে হই[illegible] আ[illegible]র্পণ করিয়া চিরজীবন থা[illegible]বে। [illegible]ক এখানে অর্জন করি[illegible] ভয় থাকিবে না, কোন অভাব [illegible]বে না। তাঁর মঙ্গল-ছায়াতে আপনাকে নিরন্তর আচ্ছাদিত দেখিব। মৃত্যুর সময় বিদেশ হইতে স্বদেশে যাত্রার আনন্দ হইবে সমুদয় হৃদয়, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, তাঁহাতে সমর্পণ কর। হে পরমাত্মন্! কত দিনে আমারদের সমুদয়, তোমাকে সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২১৫ সংখ্যক পত্রিকার ৪৬ পৃষ্ঠার পর।

পরন্তু ভারতবর্ষ-বাসী আর্য্যদিগের কি প্রকারে হিন্দু নাম হইল? পূর্ব্বতন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেই এই নাম দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দ কদাপি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ছিল না। কিন্তু এই নাম বড় আধুনিকও নহে। খৃষ্টাব্দারম্ভের পঞ্চশতাব্দ পূর্ব্বে হেরোডোটস নামক গ্রীক গ্রন্থকার যখন ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত লেখেন, তখন তিনি এতদ্দেশ-বাসী লোকদিগকে ইন্দিয়ে নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু নাম অবশ্যই সিন্ধু নদীর নাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক। সিন্ধু নদীর অপর পারস্থ পারসিকেরাই এই নাম প্রথমে প্রয়োগ করে; তাহাদের জেন্দ ভাষার ব্যাকরণানুসারে সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালাবধি ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অপরাপর বিদেশীয় জাতিদিগের নিকট হিন্দু নামেই খ্যাত আছেন; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং কস্মিন্ কালেও এই আরোপিত নাম গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা আপনারদিগের পুরাতন আর্য্য নামেরই গৌরব করিতেন।

যৎকালে আর্য্য সন্তানেরা প্রথমে ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন অতি ভয়ানক নিবিড় অরণ্যময় ছিল; বেদে স্থানে স্থানে এই সকল মহাবনের উল্লেখ আছে। আমেরিকা নিবাসী লোকদিগের ন্যায় পূর্ব্বতন হিন্দুরাও উক্ত অরণ্য-সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করণানন্তর আপনারদিগের পথ পরিস্কার করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে আগমন কালে আর্য্য সন্তানেরা এক্ষণকার তাতার জাতির ন্যায় ভ্রমণ কারী ও অস্থায়ীবাস ছিলেন। তাঁহাদের মেষ-চারণই প্রধান বৃত্তি ও জীবনোপায় ছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋষির অধীনে বাস করিতেন বৈদিক ঋষিগণ সন্ন্যাসী ছিলেন না; তাঁহারা এক এক বৃহৎ পরিবার মণ্ডলীর স্বামী ও শাসন-কর্ত্তা ছিলেন; তাঁহারা কদাপি সংসার পরিত্যাগ করিতেন না। সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহারাই কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতেন; তাঁহারাই বেদের রচনা কর্ত্তা কবি ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁহাদেরই উপর সেনাপতিত্ব ভার অর্পিত হইত এবং

তাঁহারা বলবীর্য্য বিক্রমে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন

কিন্তু হিন্দুস্থানে আগমনের পর আর্য্যগণ কৃষি কার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নগরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। বেদের স্থানে স্থানে নানা প্রকার সভ্য-দেশ-প্রচলিত শিল্প কর্ম্মের উল্লেখ আছে। পরন্তু আর্য্য বংশের প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ তাঁহারদের ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবরণের প্রতি দৃষ্টি পাত করা আবশ্যক, যেহেতু এই সমস্ত বিষয় বেদ হইতে বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিন্দু ও গ্রীক এই দুই পূর্ব্বতন সুসভ্য জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাঁহারদিগের উন্নতি কল্পে একটি বিশেষ প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়। গ্রীকগণ প্রথমাবধি শিল্প সাহিত্যাদি সাংসারিক কার্য্যোপযোগী বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন; সুতরাং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা করিবার অবকাশ ছিল না, এই হেতু তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় হীন ভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রথমাবধিই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাতেই আমোদিত থাকিতেন। হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা আবহমান কাল সাংসারিক ঘটনা ও বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মন ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্র বিষয়ে যে প্রকার উন্নত হইয়াছিল, তদ্রূপ উন্নতি তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে লাভ করিতে পারেন নাই। গ্রীক জাতির মধ্যে ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল সত্য বহু কাল পরে সক্রেটিস ও প্লেটো কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে প্রচারিত আছে। অতএব পুরাকালিক হিন্দুধর্ম্মের বিবরণ যে অতি বিচিত্র ও শুশ্রূষণীয়, তাহা অনায়াসেই বোধ হইতে পারে

বেদের যথা তথা দৃষ্টি পাত করিলে ইহা স্পষ্ট [illegible] হইবেক যে বৈদিক [illegible] ধর্ম্মের সহিত প্রায় [illegible]। বৈদিক হিন্দু[illegible] মধ্যে [illegible] কালে দেব-প্রতিমা পূ[illegible]; এক্ষণে যে সকল দেব[illegible]দিগের মধ্যে পরম উপাস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বেদে তাহাদের নাম মাত্রও দৃষ্ট হয় না।

স্বভাবের আরাধনাই বেদের প্রকৃত ধর্ম্ম। বৈদিক ঋষিগণ স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী পদার্থ-সকলের অর্চ্চনা করিতেন। সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাই বেদের প্রধান দেবতা এবং বৈদিক শ্লোকের অধিকাংশই এই সকল দেবতার স্তুতিতে পরিপূর্ণ।

পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে মনুষ্য জাতির অজ্ঞান ও অসভ্যাবস্থায় এই রূপ প্রাকৃতিক আরাধনাই প্রশস্ত-রূপে প্রচলিত হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়-ধামে ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে; তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কি অসভ্য বর্ব্বর, কি সুসভ্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উভয়েরই মনে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য-সকল বর্ত্তমান আছে। যে পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুদ্ধি বিশেষ রূপে মার্জ্জিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্য-সকল কল্পনার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত বেশ ধারণ করে। মনুষ্য-সমাজের শৈশবাবস্থায় এই

আত্ম-প্রত্যয়ের নব নব উন্মেষ দর্শন করা সাতিশয় আহ্লাদ-জনক। মনুষ্যের দৃষ্টি এই বিচিত্র জগতের প্রতি সর্ব্বাগ্রেই আকৃষ্ট হয়। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বাভাবিক প্রকাণ্ড ও প্রভাবশালী পদার্থ সমূহ দর্শনেই আমারদের মহৎ ও উৎকৃষ্ট ভাব-সকল উত্তেজিত হয়। ঈশ্ব[illegible] উদার মঙ্গল ভাব ও মহতী শক্তির [illegible]বির্ভাব যে সকল বস্তুতে প্র[illegible]জ্ঞানাবস্থায় সেই [illegible]বে জীবিত ও দেবা[illegible] ক-রিতে প্রবৃত্ত হয়।

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ [illegible]তিন দেবতা সর্ব্ব প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই তিন দেবতার আরাধনা সূচক স্তোত্র-সকল বেদের অধিকাংশেই দৃষ্ট হয়। অপরাপর দেবতাদিগের আরাধনা এবং তৎ সংক্রান্ত বিবরণ বাহুল্য-রূপে নাই। তাহারদিগের নাম যথা—উষা, মরুদ্গণ, অশ্বিনীদ্বয়, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র এবং মিত্র। ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকে যে এক শত ত্রয়োদশ সূক্ত আছে, তাহার মধ্যে ৩৭টি সূক্ত অগ্নি দেবতার প্রতি উক্ত হইয়াছে, ৪৫টি ইন্দ্র দেবতার প্রতি, অপর ১২টি ইন্দ্রের অনুচর মরুদ্গণের প্রতি, ১১টি অশ্বিনীর প্রতি, ৪টি উষার প্রতি এবং পরিশিষ্ট চারিটী বিশ্বেদেবা অর্থাৎ সমস্ত দেবতার প্রতি উক্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের সর্ব্ব প্রথমেই অগ্নিদেবতার অর্চ্চনা দৃষ্ট হয়। এই অগ্নি তিন রূপে উপাসিত হইতেন। প্রথমতঃ ধরাতলস্থ সামান্য অগ্নি, দ্বিতীয়তঃ অন্তরিক্ষস্থ বিদ্যুৎরূপী অগ্নি, তৃতীয়তঃ আকাশস্থ সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি রূপী অগ্নি।

বেদে স্থান বিশেষে সূর্য্য স্বতন্ত্র দেবতা রূপে উক্ত হইয়াছেন এবং ঋষিগণ তাহাকে বিষ্ণু মিত্র বরুণ অর্য্যমা পূষা ভগ এবং ত্বষ্টা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে আহ্বান করিয়াছেন; তথাপি বেদে সূর্য্য কদাচ প্রধান দেবতাদিগের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। অগ্নি সকল যজ্ঞেই প্রথমে আহূত হন। তিনিই হোতা হইয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন এবং তাঁহারদের নিমিত্ত আহুতি ও পূজা বহন করেন। অগ্নি গৃহ-দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে চির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রক্ষা করিতেন। অগ্নি ধন-দাতা সৌভাগ্য প্রদ এবং সর্ব্ব দুঃখ-হন্তারক; অগ্নি শত্রুদিগকে পরাজয় করেন এবং প্রভূত ধন ধান্য গো অশ্বাদি ঋষিদিগকে প্রদান করেন। অগ্নি সকল পবিত্রতার আকর এবং সর্ব্ব পাপ বিনাশকারী। এক স্থলে অগ্নি জলাভ্যন্তরস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এই কথার ভাবার্থ বিশেষ করিয়া প্রকাশিত নাই; বোধ হয় ঋষিগণ সমুদ্রস্থ বাড়বাগ্নি দর্শন করিয়াই এইরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন।

ইন্দ্র মেঘের অধিপতি; বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, বৃষ্টি ও অপরাপর অন্তরিক্ষস্থ নৈসর্গিক ঘটনা-সকল ইন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন। ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বেদে অতি বিস্তারিত-রূপে উক্ত হইয়াছে; বৈদিক ঋষিগণ প্রায় সকল উপলক্ষেতেই ইন্দ্রের আরাধনা করিতেন। ইন্দ্র মেঘগণকে স্বীয় বজ্রের সহিত তাড়না করেন, তাহারা ভীত হইয়া বারি-বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে। ইন্দ্র সকল যুদ্ধেতে আর্য্যদিগকে রক্ষা করেন, ইন্দ্র সোমরস-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া ঋষিদিগকে সহস্র গো অশ্ব প্রদান করেন।

বরুণ দেবের বিশেষ কোন বর্ণনা নাই, অপরাপর দেবতার ন্যায় বরুণও সৌভাগ্য ও ধন প্রদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঋষিগণ নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভার্থে বিশেষ-রূপে

বরুণকেই অভিবাদন করিতেন। উষা দেবতার বর্ণনা পাঠ করিলে ঋষিদিগের কবিত্ব ও কল্পনা শক্তিকে প্রশংসা করিতে হয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বদিক্ হইতে যে অপূর্ব্ব রাগ-রঞ্জিত সৌন্দর্য্যের প্রভা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বৈদিক কবিগণ উষা দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অশ্বিনীদ্বয় চিকিৎসার দেবতা, ইঁহারা মনুষ্যগণের রোগ নাশ ও জীবন বর্দ্ধন করেন এবং মৃত শরীরকেও জীবিত করেন। এই দেবতা দ্বয় যে যে আশ্চর্য্য চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিবরণ হইতেও তৎকাল-প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহাও জানা যাইতে পারে।

এই সকল ও অপরাপর সামান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনাই প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, ইত্যাদি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেব দেবীর পূজা বেদে কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লেখ নাই। বৈদিক সময়ে অতি প্রশস্ত-রূপে বিবিধ প্রাকৃতিক পদার্থের অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল; তাহা বলিয়া যে প্রাচীন হিন্দুগণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে অবগত ছিলেন না, এমত নহে। বেদের অধিকাংশই ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের স্তোত্রে পরিপূর্ণ বটে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর-বিষয়ক ভূরি ভূরি অভ্রান্ত তেজস্বি-বচন-সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল কথা উল্লিখিত আছে, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ যদিও নানা প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থের অর্চ্চনা করিতেন, তথাপি তাঁহারা স্বভাবত এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন, সেই সূক্তের অবিকল অনুবাদ পশ্চাতে উদ্ধৃত হইল।

"অগ্রে হিরণ্য গর্ব্ভের উদ্ভব হইল, তিনিই সকলের একমাত্র জাত প্রভু। তিনি এই পৃথিবী এবং এই আকাশকে স্থাপন করিলেন; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

"যিনি প্রাণদাতা, যিনি শক্তিদাতা, যাঁহার করুণা সমুদায় [illegible]মান দেবগণ প্রার্থনা করেন; [illegible]র ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া [illegible] যাঁহাকে আমরা আ[illegible]

[illegible]বে এই নিঃশ্বসিত ও [illegible]াজ; যিনি মনুষ্য, [illegible]াসন করেন; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?।"

"যাঁহার পরাক্রম এই তুষার-মৌলি হিমগিরি সকল, এই সমুদ্র ও দূর-প্রবাহিত নদী সকল প্রচার করিতেছে; যাঁহার এই (স্বর্গ মর্ত্ত্য) দুই লোক দুই বাহু স্বরূপ; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

"যাঁহার দ্বারা আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে এবং পৃথিবী সুদৃঢ় হইয়াছে; যাঁহা হইতে স্বর্গ স্থাপিত হইয়াছে; যিনি অন্তরীক্ষে আলোক বিস্তার করিয়াছেন; কে সেই দেবতা; যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব।"

"যাঁহার দৃষ্টিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অবিচলিত থাকিয়া যাঁহার প্রতি ভীত-ভাবে দৃষ্টি করে; যাঁহার উপর উদয় কালীন সূর্য্য কিরণ বর্ষণ করে; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

"যেখানে প্রবল অম্বুবাহ মেঘ-সকল গমন করিয়াছিল, যথায় তাহারা বীজ সংস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তথা হইতে তিনি উত্থিত হইলেন; যিনি দ্যোতনবান্ দেবগণের একমাত্র জীবন; কে সেই দে-

বতা যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব ?

যিনি স্বীয় পরাক্রমে অম্বুবাহ অতিক্রম করিয়া দৃষ্টি করিলেন, যে অম্বুবাহ বল প্রদান করিয়াছিল এবং যজ্ঞকে উজ্জ্বল করিয়াছিল—যিনি সকল দেবতার অধিদেব—কে সেই দেবতা যাঁহাকে আ[illegible] আহুতি প্রদান করিব ?

তিনি যেন আম[illegible] [illegible]রেন তিনিই পৃথিবীর [illegible] যিনি স্বর্গকে সৃজন[illegible] [illegible]ই উজ্জ্বল ও বলবন্ত অ[illegible] [illegible]রা. ছেন—কে সেই দেব[illegible] আমরা আহুতি প্রদান করিব ? ।

—০০০—

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ।

—

উপাসনা ।

(১) প্রতিদিন অন্যূন দুই বার ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয় ।

(২) যে স্থানে অপবিত্র ভাব মনে উদয় হইতে পারে, বা একাগ্রতার ব্যাঘাত হইতে পারে; সে স্থানে উপাসনা করা উচিত নহে ।

(৩) নির্জ্জনে যেমন নিয়মিত-রূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে, সেই রূপ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া নিয়মিত-রূপে সামাজিক উপাসনা করিবেক ।

(৪) শান্ত সমাহিত ও একাগ্র-চিত্ত হইয়া সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষকে অন্তরে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবেক ।

(৫) উপাসনার তিন অঙ্গ—প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা, ও আরাধনা । পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা ; আমাদিগের উপর ঈশ্বরের অসদৃশ ও অপার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা ; এবং হৃদয়ে সেই নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা তাঁহার আরাধনা ।

(৬) কাল-সহকারে প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা মৌখিক হইয়া উঠিতে পারে । কতকগুলিন শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং উচ্চারণের সময় তাহাদের অনুরূপ ভাব মনে উদয় না হইতে পারে । যাহাতে উপাসনা এপ্রকার মৌখিক না হয়, এমত চেষ্টা করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না ।

(৭) কখন কখন উপাসনা করিতে গিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আত্মা নিরাশ ও নিরানন্দ হইয়া ফিরিয়া আইসে । যদিও বিষয়-চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাকে সত্য-স্বরূপে সমাধান করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা যায়, তথাপি হয় তো চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না ও ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ সন্দর্শনের আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয় । এপ্রকার ভাবের কারণ কি ? না শরীর মন বা আত্মার অসুস্থাবস্থা ; অর্থাৎ শরীরের রোগ, মনের শোক বা আত্মার পাপ-বিকার । রোগ ও বিপদের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই ; কিন্তু পাপাসক্তি নিরাকৃত করিয়া একাগ্র-চিত্তে ঈশ্বরের পথে আত্মাকে লইয়া যাইতে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেক. তাহা হইলে উপাসনার ফল-লাভে অবশ্যই অধিকারী ও কৃতকার্য্য হইবে ।

(৮) যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা যায়, তাহা পরিহার করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেন বলবতী থাকে ; নতুবা সে প্রার্থনা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না ।

আত্ম-পরীক্ষা ।

(১) সময়ে সময়ে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, আমাদের কত উন্নতি বা কত দুর্গতি হইতেছে ; কত পুণ্য ও কত পাপ সঞ্চিত হইয়াছে ? সংসারের কোলাহল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত রাখা অত্যন্ত আবশ্যক ।

(২) আত্মাকে পরীক্ষা করিবার সময় এই সকল বিষয় আলোচনা করিবেক—কি রূপে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি ; ত্যাগ স্বীকার করিতে কি পর্য্যন্ত সক্ষম হইয়াছি ; যে যে পাপ করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে সাবধান হইয়াছিলাম কি না, ও তাহার পরে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়াছিলাম কি না; যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিতাম কি না ; যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছি কি না

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ অবহেলা করিবেক না । আত্মাতে একটী ছিদ্র থাকিলে অসুরেরা

আসিয়া তাহা অধিকার করে। কোন পাপকে লঘু মনে করিলে তাহার আর লঘুত্ব থাকে না। অতএব সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় সতর্ক থাকিবেক। "ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্ তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং" সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংস হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়"।

(৪) আপনার গুণকে অল্প ও দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবেক।

(৫) যে টুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহার জন্য দম্ভ বা অভিমান করিবেক না। যেমন হওয়া উচিত তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের উন্নতি যৎ সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধম লোকদিগের সহিত তুলনা করিলে মন আত্ম গৌরবে স্ফীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যতই সাধু হই না কেন, এক বার অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলে কে না আপনার অবস্থা ভাবিয়া লজ্জিত হয়?

(৬) আপনার যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেক, তাঁহার কত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছি, তাহা আলোচনা করিবেক, তাঁহার ভাবের সহিত আপনার ভাব তুলনা করিবেক। তাহা হইলে উন্নতির সঙ্গে নম্রতা ও বিনয় সর্ব্বদা থাকিবে। অভ্রভেদী পর্ব্বত-তলে প্রকাণ্ড হস্তীকে একটী ক্ষুদ্র মেষের ন্যায় বোধ হয়।

(৭) পাপ জন্য অনুশোচনার সময় ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিবেক। মনে করিবেক যে যদিও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, যদিও তাঁহার প্রেমময় উপদেশ বার বার হেলন করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন; আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিয়াছেন; আমাকে পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছেন এবং জননী হইতেও অধিক স্নেহে আমাকে লালন পালন করিয়া নানা প্রকার সুখে সুখী করিয়াছেন। সরল মনের পক্ষে এই চিন্তা আশু উপকারিণী।

আমোদ।

(১) বৃথা আমোদ হইতে বিরত থাকিতে যত্নবান হইবেক।

(২) অসৎ সঙ্গে, অসৎ গ্রন্থ পাঠে, পাশি আদি ক্রীড়ায় অনর্থ পরিহাসে ও পরনিন্দায় আমোদ করিবেক না।

(৩) ব্রাহ্মের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবেক, তাঁহার জীবনের কোন কর্ম্ম তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

(৪) অতএব আমোদকে ক্রমে ধর্ম্মের পথে নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে কেবল ঈশ্বরেতেই আনন্দ হয়, তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও তাঁহার কার্য্য-অনুষ্ঠানে আনন্দ হয়, এ প্রকার যত্ন আবশ্যক। আনন্দ এবং পবিত্রতা, কর্ত্ত[illegible] ইচ্ছা, যখন সম্মিলিত হয়; তখনি আ[illegible] ভাব ধারণ করে। "[illegible] ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবি[illegible] আত্মাতে ক্রীড়া ক[illegible] করেন এবং [illegible]নই ব্রাহ্মদিগের ম[illegible]

([illegible] প্রমোদে অধিক আসক্ত[illegible] আত্মার গাম্ভীর্য্য অল্প, সন্দোর ভাব শিথিল এবং [illegible] কঠোর চিন্তা ও কঠোর অনুষ্ঠানে তাহারা অশক্ত।

(৬) সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিলে বৃথা আমোদের প্রবৃত্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। আমাদের সময় অতি অল্প; কখন মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই।

অর্থব্যয়।

(১) ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবেক ও তাঁহার আদেশানুসারে তাহা ব্যয় করিবেক।

(২) স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবেক না; ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি সাধন চান।

(৩) সাংসারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন অবশিষ্ট থাকিবেক, তাহার যষ্ঠাংশ, ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবেক।

অভ্যর্থনা।

(১) অভ্যর্থনা যদিও সামাজিক নিয়ম মাত্র, তথাপি ইহা যেন সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়।

(২) পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরু লোক ভিন্ন কাহাকেও প্রণাম করিবেক না। সমানে সমানে নমস্কার করিবেক। জাতিভেদে গুরু লঘু মনে করিয়া প্রণাম নমস্কার করিবেক না

সময়

(১) সময় অমূল্য ধন, ইহা সকলেই জানেন। সময়ের উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। অর্থ ব্যয়ে যে প্রকার বিবেচনা ও যত্ন করা বিধেয়, সময় ক্ষেপণ বিষয়ে ও তদ্রূপ।

(২) সময় আর জীবনে কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে; যেহেতুক সময় লইয়াই আমাদি[illegible]জীবন। যতটুকু সময় ভাল রূপে ক্ষেপ[illegible]টুকু আমা দের জীবন, আর [illegible]জিত কর্ম্মে গত হয়, ত[illegible] যিনি এক শত [illegible]ল পাঁচ বৎসর সৎক[illegible] আয়ু পাঁচ বৎসর [illegible] এব সময়কে নষ্ট [illegible]কে আঘাত করা হয়।

(৩) আলস্য সকল পাপের মূল। সর্ব্ব প্রযত্নে ইহাকে পরিত্যাগ করিবেক।

(৪) আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি"। "কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে" অতএব যে কয় দিবস এখানে থাকিতে হয়, তাহা সাধু কর্ম্মে সাধু চিন্তায় ক্ষেপণ করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না; নতুবা মৃত্যু শয্যায় সন্তাপ করিতে হইবে।

(৫) যিনি সর্ব্বদা এ লোক হইতে অবসৃত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনিই উত্তম রূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।

(৬) কখন মনে করিবেক না যে আমার কর্ম্ম নাই, আমি কি করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, আকাশের ন্যায় অনন্ত তাহার কর্ম্ম।

(৭) সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রত রাখিবেক ও মধ্যে মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবেক।

সত্যবাক্য।

(১) সত্য কথা কহিবেক। কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় এ প্রকার ভাবে বলিবেক, যদ্দ্বারা অন্যের মনে তাহা যথারূপে প্রতি-ভাত হয়।

(২) সহসা কখন প্রতিজ্ঞা করিবেক না। কোন গুরুতর বিষয়ে "এ কর্ম্ম করিব" না বলিয়া "ইহা করিতে চেষ্টা করিব"—"আমি ঠিক জানি" না বলিয়া "আমার এ প্রকার বোধ হইতেছে" ইহা বলা বিধেয়; কি জানি যদি সে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পারি, যদি সে বিশ্বাস ঠিক না হয়।

(৩) ব্রাহ্মের কায়-মনো-বাক্যে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কথাতেই সকলে বিশ্বাস করে। তিনি এক বার যাহা বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, যদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে, তাহা তাঁহার পক্ষে অপমান।

নির্ভর।

(১) অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেক, অন্য লোকের নিকট সাহায্য লইবেক এবং আপনাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিবেক।

(২) অন্যের বলের উপর আপনার উন্নতি স্থাপিত করা বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা বা বীর্য্যহীন-জীর্ণ শরীরকে লৌহ কবচে আবৃত করার সমান। অতএব যাহাতে আত্মা নিজ বলে ঈশ্বরের দিকে গমন করিতে পারে, সেই রূপ চেষ্টা করিবেক।

(৩) যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায়, তাহা চিন্তা দ্বারা আপনার আয়ত্ত করিতে হইবে। মনকে কেবল উপদেশের গৃহীতা না করিয়া উপদেশের ভাবুক করিতে হইবে; নতুবা উপার্জ্জিত সদ্য সঙ্কলিত পুষ্পের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যখন আলোচনা ও চিন্তা দ্বারা সত্যকে আত্মাতে বদ্ধমূল করা যায়, তখন তাহা নীরস হইতে পারে না; তাহা হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নব নব সত্য-কলিকা প্রসূত হইতে থাকে॥

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান

মূল্য এক টাকা।

'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান' কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বিবৃত হয়। যে সকল উন্নত পবিত্র ভাব ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতি-শ্লোকে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা একে একে আবিষ্কৃত করা ইহার তাৎপর্য্য। গত বৎসরের শ্রাবণ মাসে ব্যাখ্যান আরম্ভ হইয়া এ বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রথম প্রকরণ এইক্ষণে গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ ইহার আর আর প্রকরণ সমাপ্ত হইলে তাহাও পরে প্রকাশ করা যাইবেক। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক মহৎ অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম হয়—যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জীবিত সত্য-সকল গ্রহণ করিয়া সকল মনুষ্য প্রীতি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য। যদি সৎ ব্রাহ্ম মহোদয়েরা এই সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া পরমেশ্বরকে তাঁহারদের অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া আলিঙ্গন করেন, যদি তাঁহাকে আপনার পিতা জানিয়া, মাতা জানিয়া, সখা জানিয়া, তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করেন—যদি ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা এবং মনুষ্যের স্বাধীনতা তাঁহারদের এক জনেরও মনে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়—যদি কেহ আপনাকে স্বাধীন জানিয়া, তাঁহাকে প্রীতি করিবার অধিকার জানিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তাঁহাতে আপনার সর্ব্বস্ব দান করেন; যদি কোন সাধু যুবা আপনার জীবন-সহায়কে নিকটে দেখিয়া কঠোর ধর্ম্ম পালনে উৎসাহ-যুক্ত হন—যদি কোন পাপী মুমুক্ষু হইয়া পাপনুদ পরমেশ্বরকে নিকটে দেখিয়া কুটিল প্রেয়-পথ হইতে উদার শ্রেয়ের পথে ফিরিয়া আইসে; তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের যথার্থ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর করুন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধুময় সত্য-সকল পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া প্রীতি ও সদ্ভাব, আশা ও আনন্দ, চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের দানপ্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত	রমণীমোহন চৌধুরী ...	২৫
"	হরচন্দ্র দত্ত	১২৷৶০
	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাতুরেঘাটা	১০
	রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ ..	৫
	রাজনারায়ণ দাস	৩
	রামচন্দ্র পাল	২
	নীলমণি মিত্র	২
	দ্বারিকানাথ দে	১
	হরিমোহন রায়	১
	শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
	সুরেন্দ্রলাল সোম	১
		৬৩৸০

মাসিক দান

শ্রীযুক্ত	রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ..	৫৬
"	গজপতি রাও	১৯
"	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁক	১৬
"	কালীকুমার দে	১৪
"	রমণীমোহন চৌধুরী	১২
"	রামগোপাল ঘোষ	১২
"	কাশীপ্রসাদ ঘোষ	৯
"	যাদবকৃ[illegible]	৮
"	[illegible]	৬
	[illegible]	৬
	[illegible]	৫
	[illegible] ..	৪
	[illegible] . ..	৪
	[illegible]	৪
"	[illegible] ..	৭
"	[illegible]	
	নীল[illegible]	
"	কাশীনাথ দত্ত	২
	উমাচরণ মিত্র	
"	নীলকমল বন্দোপাধ্যায়	

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত	কুমারনারায়ণ মিত্র	২
"	লোকনাথ মৈত্রেয়	১
"	রুক্মিণীকান্ত রায়	৷০
		৩৷০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত	কৈলাশচন্দ্র মিত্র	১৩৸৴১০
"	গুণাভিরাম শর্ম্মা বড়ুয়া ..	৯
"	কলুটোলাস্থ ব্রাহ্মসমাজ ..	৭৷৴১২
"	রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল দ্বারা সিমলিয়া রামতনু বসুর পল্লী হইতে প্রাপ্ত	৭
"	ঠাকুরপ্রসাদ রায়	৪
		৪১৶৫
	দানাধারে দান প্রাপ্ত	১৯৷৶১৫
		৩১৬৸৶০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ৵০ ছয় আনা মাত্র।
১৭ অগ্রহায়ণ সোমবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২২১ সংখ্যা
পৌষ ১৭৮৩ শক

[illegible] কল্প | পঞ্চম কল্প

[illegible]বোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ [illegible]মাসীত্তদিদং [illegible]র্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বং [illegible] সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ব[illegible] [illegible]র্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈ[illegible] [illegible] শুভম্ভবতি। তস্মি[illegible] প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

একাদ[illegible]রক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ কার্ত্তিক বুধবার, ১২৬৮।

[illegible]দিগের নিবাধই ব্রাহ্মসমাজ দশম বর্ষ অতিক্রম করিয়া একাদশ বর্ষে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই অল্পকাল মধ্যে এ সমাজের যে রূপ উন্নতি হইয়াছে, ও ইহার দিন দিন যে রূপ উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া কি আমাদিগের হৃদয় আনন্দ-রসে উদ্বেল হইতেছে না? বন্ধুগণ! এই সমাজ দ্বারা আমরা কি মহোপকার কি বিমলানন্দই লাভ করিতেছি। কত দিন বিষয় কোলাহলে বিষয়ী লোকের সহিত আলাপে বিষয় তাপে অতিশয় তাপিত হইয়াছি; সন্ধ্যাকালে এই সমাজের শীতল ছায়ায় আসিয়া সে সমুদয় তাপের উপশম হইয়াছে—মন বিষয়ের অতীত মহান্ পবিত্র উচ্চভাব ধারণ করিয়াছে। পরম স্নেহময় পিতামাতা পরমেশ্বর কি পরমাশ্চর্য্য যত্ন সহকারে আমাদিগের ধর্ম্ম বৃত্তি সকল লালন পালন করেন, কি রূপে তাঁহার উদার প্রীতির ভূরি ভূরি চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করেন, তিনি কেমন আমাদিগকে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে যাইতে নিয়তই সদ্বুদ্ধি প্রেরণ ও সুমধুর উপদেশ প্রদান করেন—আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না, আমরা নিতান্ত মোহাসক্ত ও তাঁহার প্রতি একান্ত বিমুখ হইলেও, তিনি কেমন সুযোগক্রমে আমাদিগের নির্জ্জীব মনকে তাঁহার অমৃত রসে সজীব করেন, ও আমাদিগকে অল্পে অল্পে তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া গিয়া স্বর্গীয় সুখ প্রদান করেন, এই সমুদয় রমণীয় বিষয়ের সুচারু ব্যাখ্যান এই সমাজে শুনিয়া আমাদিগের আত্মা কত পবিত্র ঈশ্বরের প্রেমরসে কত নিমগ্ন ও পৃথিবীর মোহকোলাহল হইতে কত উত্থিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সমাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বোধ হয় যে আমাদিগের প্রকৃতি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল-নীরে অবগাহন করিয়া শীতল ও পবিত্র হইয়াছে। সেই শীতল ও পবিত্রভাব কিছু অত্যাল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয় এমত নহে। যেমন কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানবাসী ব্যক্তি,

কোন সুরম্য জল বায়ু সেবিত প্রদেশে কিছুকাল বাস করিলে তাহার শরীরের পূর্ব্ব জড়তা বিদূরিত হইয়া সে অননুভূতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম লাভ করে, ও পুনরায় তাহার পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও যেমন কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহার সেই নূতন উপার্জ্জিত দৈহিক বল ও উৎসাহের হ্রাস হয় না, সেই রূপ এই সংসারের বিষময় বিষম গ্লানিজনক মোহ বায়ুতে বিচরণ করিয়া আমরা যে কুটিল মলিন দশাগ্রস্ত হই, এই সমাজে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া, তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক মহাবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, ও ব্রহ্মরস পূরিত সঙ্গীত সুধাপান করিয়া সে মলিন ভাবের একেবারে বিলয় হয়, এবং সমাজ হইতে প্রতিগমন কালীন আমাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির বল, ধর্ম্মের বল এত অধিক হয় যে কত দিন তাহা আমাদের উজ্জীব্য হয়। কত দিন তাহা সংসারের দুর্গম পথে আমারদিগের সম্বল হয়, কত দিন তাহা কুপ্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে আমাদিগের অমোঘ সহায় হয়। বন্ধুগণ! এই সমাজের দ্বারা আমরা কি গুরুতর উপকার লাভ করি নাই, এ কি মহৎ উপকার নহে? পরন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সমাজে অনুষ্ঠিত ঈশ্বরোপাসনা প্রতি দিন স্বীয় স্বীয় গৃহে অনুষ্ঠান করেন, প্রতি দিন ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক ঈশ্বরে মন সমাধান করিয়া একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের বল, প্রীতির বল কত অধিকতর স্থায়ী হয়—তাঁহারাই এই সমাজ হইতে যথার্থ উপকার লাভ করেন। আর দেখ, এই সমাজের দ্বারা আমাদের ভ্রাতৃভাব কেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে! আমরা সকল সুহৃদে মিলিয়া যখন হৃদয়-থাল ভরিয়া ভক্তি ও প্রীতি পুষ্প হার লইয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছি, তখন আমাদের মধ্যে পরস্পর আর বিভিন্নতা কি? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য,সাধন যাহা আমাদিগের মহান্ প্রধান কর্ত্তব্য, যাহা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম, যখন সকলে মিলিয়া তাহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি; তখন তাহাতে আমাদিগের পরস্পর প্রণয় ও সৌহার্দ্দের সীমা কি উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইতেছে না [illegible] দেখ এই সমাজ আমাদিগ[illegible] ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নির[illegible] স্মরণ করিতে[illegible]র্ম্ম-পথে অগ্রসর হ[illegible], পাপ-চিন্তা, [illegible]পাপকর্ম্ম ত্যাগ করি[illegible] কুৎসিত [illegible]র উপেক্ষা করিয়া সহস্রা[illegible] করত ঈশ্বরের প্রদর্শিত সদাচার ও সুপদ্ধতি পরম্পরা অবলম্বন করিতে, আমাদিগের গ্রামের উন্নতি, দেশের উন্নতি, মনুষ্য মাত্রের উন্নতি সাধন করিতে কত প্রবৃত্তি, কত উৎসাহ বিধান করিতেছে; বিবেচনা করিলে এই ব্রাহ্মসমাজ নিবাধই গ্রামের পরমশ্রী ও সৌভাগ্যের মূল কারণ বলিতে হইবেক। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া এই সমাজের উন্নতি কল্পে সাধ্যমত চেষ্টা কর, তবে ইহা হইতে আরও স্থায়িতর ফল প্রাপ্ত হইবে। তোমরা ইহার অনুরূপ সমাজ সকল এই গ্রামের সকল গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে সযত্ন হও! সকলে স্ব স্ব গৃহে সপরিবারে কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি পিতা কি পুত্র, কি ভ্রাতা কি ভগিনী সকলে মিলিয়া প্রতি দিন ঈশ্বরারাধনা কর, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক হইবে? হে পরমাত্মন্! তোমাকে পাইবার জন্য আমাদিগের মন তৃষিত চাতকের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। বিষয়-মরীচিকা প্রলোভনে আমরা সংসারারণ্যে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু আ-

মাদের সুখ-তৃষ্ণা বিষয় দ্বারা কোনমতেই শান্তি হয় না। তুমিই সুখ-তৃষ্ণার পরম শান্তি। তোমাকে পাইলে আমাদের সুখের আর পরিসীমা থাকে না। তোমাকে সতত হৃদয়ধামে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখা, তোমার নিকট থাকিয়া নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়াই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া। হা! তুমি আমাদিগের হৃদয়ে সতত বিরাজ করিতেছ, ও আমাদিগকে পবিত্র হইতে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেছ কিন্তু আমরা তোমাকে দেখিয়াও দেখি না ও তোমার অমৃতময় উপদেশ শুনিয়াও শুনি না। হে দয়াময়! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম—তুমি আমাদিগের মোহান্ধকার বিনষ্ট কর, আমাদিগকে তোমার অমৃতময় পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

সপ্তম অধ্যায়

৪৮

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য্য আছে, সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য; যত ঐশ্বর্য্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু; সকলের তিনি মহেশ্বর। তিনি এই ভূমণ্ডলস্থ রাজ্যেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর এবং এই পৃথিবী লোক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ লোকস্থ দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব শব্দের বাচ্য; সেই সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং নিয়ন্তা। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার পর আর কেহ নাই। তিনি আমারদিগের সেবনীয়, তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পরম-পূজনীয়, হয়েন।

৪৯

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ।

শরীর এক যন্ত্র বিশেষ, এক কার্য্য বিশেষ; পরমেশ্বরের শরীর-রূপ যন্ত্র নাই, তিনি কোন শরীর রূপ যন্ত্রেরও অধীন নহেন, তিনি কাহারও কার্য্যও নহেন। তাঁহারি কার্য্য সমুদায়, তিনি একমাত্র কারণ স্বরূপ। তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন। তিনি একমাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলের স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্বরূপ মহারাজ্যের রাজা, আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার

আজ্ঞাধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহারি নিয়মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূতত্ত্ববেত্তা, কি শারীরিক-নিয়ম নিরূপক শরীর-বিধান-বেত্তা কি ভৌতিক-পদার্থ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থবিদ্যা বিশারদ-পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট হইতেই সর্ব্বত্র তাঁহার মহীয়সী শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির যুক্তি পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি; তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া সেরূপ নহে। আমরা যেমন শরীরস্থ মাংসপেশী দ্বারা বল প্রকাশ করি, তাঁহার বল-ক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ একেবারেই সমুদায় জানিতেছেন, এবং ইচ্ছানুসারে একেবারেই অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না, এবং স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তেও তাঁহার অন্য কোন উপকরণ আবশ্যক করে না। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহা হইতে জ্ঞান বিশিষ্ট এই অনন্ত-জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞান। এবং যাঁহা হইতে এই বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি।

৫০

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই; তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইঁহার কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম রহিত, মহান্ আত্মা

৫১

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্-রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অতএব তিনি বিশ্বকর্ম্মা। তিনি মহাত্মা, তিনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং লোকের হৃদয়-ধামেও সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। তিনি কুসংস্কার রহিত সুমার্জ্জিত বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা দুশ্চরিত হইতে বিরত ও পবিত্র হইয়া এবং জ্ঞান দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দ নিত্যকাল উপভোগ করেন।

৫২

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং

নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

পরমাত্মা ইন্দ্রিয় গোচর নহেন, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত ও পরিচালিত করিয়া তাঁহাকে জানিতে হয়, অতএব তিনি দুর্জ্ঞেয়। তিনি কি দুর্গম কি সুগম; কি অন্তরে কি বাহিরে; সকল স্থানেই সকল বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন। অনন্যমনা হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। যখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হয়, তখন তিনি বিষয় জনিত হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া অতি প্রার্থনীয় পরমোৎকৃষ্ট বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

তাঁহারা নিশ্চয় রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন।

যাঁহারা তাঁহাকে সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাঁহাকে নিশ্চয় রূপে জানেন।

৫৪

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্মবিহীন মহানাত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী।

ইনি এক মাত্র এবং উপমা রহিত; এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত।

৫৫

যাঁহার নিয়মে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত যে সকল উৎকৃষ্ট জীব আছে, তাঁহারা পরব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে

৫৬

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন সদসৎ কার্য্যানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সে রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এরূপ পরমোৎকৃষ্ট, যে তদপেক্ষায় আর উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং স্ব-

ভাবতঃ এ প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, যে কদাপি পরিবর্ত্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে না।

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন।

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার দৃঢ়-বদ্ধ নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে না! কিঞ্চিৎ অনিষ্টোৎপত্তির সূচনা হইতে হইতেই আপনা হইতে তাহার প্রতীকার হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলেই অবিলম্বে বারি-বর্ষণ হইয়া ভূমণ্ডল শীতল করে, এবং দুরন্ত লোকের দৌরাত্ম্য দ্বারা লোক যাত্রা নির্ব্বাহের বিশিষ্টরূপ ব্যাঘাত হইতে আরম্ভ হইলেই অন্য লোকে মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করে। কিছুতেই সংসারের উচ্ছেদ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর " লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। "

৫৮

ইহঁাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু-স্বরূপ হইয়াছেন।

ইনি সকলেরি রক্ষক এবং সকলেরি আশ্রয়। ইহঁাকে জান ও অন্য বাক্য পত্যাগ কর। ইহঁাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্যে রত হইবে না। সম্যক্ রূপে ইহারই শরণাপন্ন হইবে; তবে পাপ,তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতুস্বরূপ।

৫৯

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন,ভ্রম-প্রমাদ শূন্য, পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই এবং জীবও হয়েন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক।

৬০

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী

জীব-সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মাকে সর্ব্বান্তরতর পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না, তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীন ভাবে মুগ্ধ হইও না; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাও, একাগ্র-চিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর, এবং অধ্যাত্মযোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর।

৬১

প্রণব ধনুঃ স্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হইবেক।

ওঁকারকে প্রণব বলে। ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; ইহা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ। জীবাত্মাকে শরস্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং ওঁকার শব্দকে ধনুঃস্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান হইয়াছে, যে যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেই রূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপস্থ করিবার নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদিক শব্দ আশু উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন যে যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেই রূপ সমুদায় জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

৬২

কঙ্করশূন্য, তপ্তবালুকা-বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুন্দর-বায়ু-সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক।

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত ও অনায়াসে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত অথবা অন্য কোন প্রকার অসুখদায়ক স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মে এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভিনিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, এবং যেখানে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, জলহিল্লোল ও বৃক্ষপত্রের সুশ্রাব্য শব্দ শ্রুত হইতেছে, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই; সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন্ স্থান অধিক

মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এই রূপ পরম পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করিতে ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত। যে স্থানে মন প্রশস্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্ত্তব্য; কারণ মন উদ্বিগ্ন ও উত্ত্যক্ত হইলে উপাসনা কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না।

৬৩

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতি দ্বারা সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত-সকলকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেক।

পূর্ব্বে যে রূপ স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই রূপ উপাসনা কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে। পুনঃপুনঃ কুব্জভাবে বসিলে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া মেরুদণ্ড বক্র ভাব প্রাপ্ত হয়। এক দিকে হেলিয়া থাকিলেও তাদৃশ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শারীরিক নিয়ম রক্ষা হয় এবং মনও সুস্থির হয়। অতএব উপাসনা কালে এই প্রকারে উপবেশন করিবার বিধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে যে প্রকারে উপবেশন করিলে শরীরের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, এবং মনেরো অস্বচ্ছন্দতা জন্মে না, সেই প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক।

উপাসনা কালে ইন্দ্রিয়-সকল নানা দিকে ধাবমান হইলে এবং মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইলে পরমেশ্বরে কদাপি আত্মার অভিনিবেশ হয় না। একারণ তৎকালে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক—তাহারদিগকে নানাপ্রকার বাহ্য বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে দিবেক না। তৎকালে পরম প্রীতি-ভাজন সর্ব্বান্তরতর পরমেশ্বরের শ্রবণ মননেতে অন্তঃকরণকে নিযুক্ত রাখিয়া এবং তাঁহাতে আপনার আত্মাকে সমাধান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে সপ্তমোধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

২৫ মাঘ ১৭৮২ শক।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরমাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ভাব এখানে আমারদের কত উপার্জ্জন হইল; তাঁহার বিশুদ্ধ-স্বরূপ মনে কত প্রতিভাত হইল; তাঁহার সহিত সম্বন্ধের কত অনুভব হইল; এক বার তাহার আলোচনা কর। আমরা জানিয়াছি যে যিনি আমারদের ঈশ্বর, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" তিনি এমন কোন বস্তু নন, এমন পিতা নন যে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি না; তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারি না; তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তিনি এমন কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে নাই যে আমরা তাঁহার সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে যাঁহার উপাসনার

জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হই; তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই বাস করিতেছেন, আমারদের প্রীতি পুষ্প গ্রহণ করিতেছেন, আমারদের প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিতেছেন। এই সত্য আমারদের আত্মাতে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়াছে। আমারদের যিনি ঈশ্বর, তিনি চির কালের ঈশ্বর। পূর্ব্বে এক কালে যখন চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, তারা কিছুই হয় নাই, এক নিবিড় অন্ধকার মাত্র প্রসারিত ছিল; তখন কেবল সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বর অনন্ত-রূপে বিরাজমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলি হইল। বীজ হইতে যেমন ব্রীহি যবাদি হয়, সে প্রকার কোন অন্ধ শক্তি হইতে জগৎ হয় নাই; কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ ইচ্ছাবান্ পরম পুরুষ হইতে এই সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁর সেই ইচ্ছার এখনো বিরাম হয় নাই—কিন্তু সেই ইচ্ছা স্রোত অদ্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। তাঁহার ইচ্ছাতে সকলি উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহার ইচ্ছাতেই সকলে স্থিতি করিতেছে। আমরা এখান হইতে ইহা অপেক্ষা আর এক অমূল্য সত্য জানিয়াছি। এই যে তিনি আর সকলকে আশ্রয় দিতেছেন; সমুদয় জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু মনুষ্যের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রীতি চাহেন। সকলে তাঁহার প্রীতি দৃষ্টির উপর চলিতেছে কিন্তু তাহাদের নিকটে প্রীতি চাহেন না; মনুষ্যের নিকট হইতেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। আমারদের সঙ্গে তাঁহার এই বিশেষ সম্বন্ধ। এখানকার আর আর জীব জন্তুদের মধ্যে এ সম্বন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি যেমন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যাহাতে তাঁহাকে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এ প্রকার অধিকার দিয়াছেন। সেই অধিকার আমারদের স্বাধীনতা। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া প্রীতি করিবার সাধ্য দিলেন। আমারদের আত্মাকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিলেন, মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন করিলেন যে আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব-সকল দেখিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে প্রীতি করি। এই আমারদের অধিকারের প্রধান অধিকার, এই আমারদের সমুদয় জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই প্রেম-স্বরূপ যখন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যেন প্রীতির সহিত সমুদয় আত্মা তাঁহাতে সমর্পণ করি। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া—মনের কলঙ্ক ও মলিনতা দূর করিয়া—আত্ম-প্রসাদকে উজ্জ্বল করিয়া সেই পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরকে প্রীতি কর। তিনি আমারদের প্রীতি পাইবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। বালকের নিকট হইতে পিতা যেমন প্রীতি চান, এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করেন, পরমেশ্বর সেই রূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা পবিত্র হইয়া, তাঁর প্রীতিতে শীতল হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব। তিনি অপেক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা আপনা হইতে তাঁহাতে প্রীতি সমর্পণ করিব; কখন্ তিনি আমারদিগকে আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবেন। প্রীতি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখে—মনুষ্যকে তখন ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। সেই প্রীতি যে কার্য্যের কারণ হয়, তাহা পবিত্র। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরের সংস্রবে বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে আইসে, তখন তাহা সকল স্থানকেই মঙ্গল-নীরে অভিষিক্ত করে। আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি করিব না? যাঁর প্রীতির

ছায়াতে আমারদের চির কাল থাকিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কি আমরা উদাসীন থাকিব?

জড় জগতের সঙ্গে তাঁর যে প্রকার সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাহা হইতে তাঁর আর এক বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের আশ্রয় যেমন ইহার ভিত্তি ভূমি—এই আলোকের আশ্রয় যেমন বায়ু; পরমেশ্বর তেমনি সকল আশ্রয়ের আশ্রয়। যেমন পত্তন-ভূমি ভিন্ন এই গৃহ থাকিতে পারে না, বায়ু ভিন্ন আলোক থাকিতে পারে না; সেই রূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন আমরা কেহই থাকিতে পারি না। "যেমন পক্ষী-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে, তদ্রূপ এই সকলই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে।" সাধারণ-রূপে তাঁহার সঙ্গে সকলের এই সম্বন্ধ—তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। আমারদের সঙ্গে এ অপেক্ষাও উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁর সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত। আমরা তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত; যেমন রাজার আশ্রিত প্রজা, যেমন প্রভুর আশ্রিত ভৃত্য। আমরা তাঁহার চির কালের দাস, চির কালের প্রজা, চির কালের সন্তান। তিনি আমারদের পিতা পাতা ও প্রভু। স্বাধীন হইলে অন্য স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। আমারদের ধর্ম্ম প্রকৃতি সে প্রকার বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি ভয় দেখাইয়া আমারদের প্রীতি আকর্ষণ করেন না; কিন্তু প্রীতি দিয়া প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি আদেশ করিতেছেন; উন্নত হও, আত্মাকে ধর্ম্মেতে বলীয়ান্ কর—হৃদয়কে মঙ্গল-ভাবে পূর্ণ কর এবং আমার নিকটে আসিয়া শান্তি লাভ কর। কিন্তু তাঁহার এই মহান্ আদেশ আমরা সকল সময়ে পালন করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, আমরা অতি দুর্ব্বল; আপনার উপরেই নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। আপনার বুদ্ধি বলে, আপনার পুণ্য-বলে, আমরা জীবনের সেই পরম লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে পারি না। যখন আপনাকে এই প্রকার ক্ষীণ হীন মলিন মনে হয়; তখন স্বভাবতই আমারদের সর্ব্বাশ্রয় পিতাকে আহ্বান করি, তখন তাঁর প্রতি আমারদের আত্মার সমুদয় নির্ভর যায়, তখন আপনাকে নিতান্ত অনন্যগতি জানিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি। তখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, আমারদের ক্রন্দন যায়। তখন দেখিতে পাই, তিনিই আমাদের আশা, তিনিই আমারদের ভরশা, তিনিই আমারদের নির্ভরের স্থান। তখন কাহারো উপদেশের অপেক্ষা করি না, আমরা আপনা হইতেই বলিতে থাকি "সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন।" তখন আপনা হইতেই তাঁহার হস্তে আমারদের সকলই সমর্পণ করি। সেই যে সময়ে আমারদের সমুদয় নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, শ্রদ্ধা, সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পিত হয়; তখনকার ভাব আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না—সমুদয় জগৎ সংসার সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। সেই আন্তরিক নির্ভরের ভাবের প্রকাশ ভাবই উপাসনা। যখন দেখিতে পাই; আমি তাঁহার আশ্রিত, তিনি আমার আশ্রয়-দাতা; আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্—যখন আমারদের সকল অভাব মোচনের জন্য তাঁর প্রতি দৃষ্টি করি—তখন আমারদের সেই গূঢ় গভীর ভাব উপাসনাতে ব্যক্ত হয়। তখন আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে এই

প্রার্থনা উদয় হয়; " অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।"

তাঁর উপাসনাতে আমারদের জীবনের আরম্ভ,তাঁর উপাসনাতেই এ জীবনের অনন্ত জীবন। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহার উপাসনা করি—ভূতকাল স্মরণ করিয়া তাঁর উপাসনা করি, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁর উপাসনা করি।—আমরা বর্ত্তমানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা জানিয়া, পরম পূজনীয় দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আরাধনা করি। অতীত কালে তাঁহার অজস্র প্রসাদ উপভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করি। ভবিষ্যতে পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা চির কালই তাঁহার আরাধনা করিব—তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, দিন দিন অধিক ধারণ করিয়া উন্নত ভাবে তাঁহাকে পূজা করিব। চির কালই তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিব, তাঁহাতে নির্ভর করিয়া বল বীর্য্য পুণ্য-ভাব তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। দিন দিন তাঁহার নূতন নূতন করুণার বর্ষণ পাইয়া কৃতজ্ঞতাকে দিন দিন উজ্জ্বল করিব। তাঁহার এই প্রকার উপাসনা আমরা প্রতি সপ্তাহেই এখানে শিক্ষা করি। হে পরমাত্মন্! আমারদিগকে এই প্রকার শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার উপাসনাতে দিন দিন উন্নত হইয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

২২০ সংখ্যক পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠার পর।

কর্ত্তৃত্ব

১) মনের প্রবৃত্তি-সকল অন্ধ শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। অতএব তাহারদিগকে আমারদের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে,ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিবেক।

(২) প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে জড় পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্য-আকর্ষণ দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়; আপনার উপরে কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু ধর্ম্মের আদেশের অনুগামী হইলে কর্ত্তৃত্ব সহকারে সমুদয় বৃত্তিকে ঈশ্বরের পথে নিয়োগ করিতে পারি।

(৩) কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আধিপত্য হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলে কর্ত্তৃত্বের ভাব প্রস্ফুটিত থাকে।

(৪) কর্ত্তব্য জ্ঞানের আদেশ যত অবহেলা ও অতিক্রম করিবে, ততই কর্ত্তৃত্ব শক্তির হ্রাস হইবে, ততই আত্মা ইন্দ্রিয় নিগ্রহে অসমর্থ হইবে; আর যত ইহার অনুগামী হইবে, ততই আত্মা তেজস্বী ও পরাক্রমশালী হইয়া সকল কুপ্রবৃত্তিকে পরাজয় করিবেক।

(৫) অতএব ইহার আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেক। যে কোন কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবেক; সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবেক, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবেক, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবেক না। যদি চেষ্টা একবার বিফল হয়, যদি একবার পতিত হও; পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া নব উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইবেক। আলস্য ও উপেক্ষা সর্ব্বদা দূরে রাখিবেক।

কৌতূহল।

(১) যৌবন কালে কৌতূহল প্রবল হয় এবং নূতন নূতন বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মে। অতএব আলোচনা করিয়া দেখা উচিত,আমরা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করি, না সত্য ভাব দ্বারা পরিচালিত হই।

(২) ধর্ম্মের ভাব কখন কখন বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা উদিত হয় এবং অন্তরিত হইলে তাহা অবসন্ন হয়। স্থান বিশেষে,কাল বিশেষে ও সঙ্গ

বিশেষে প্রীতি, পবিত্রতা, আনন্দ এবং উৎসাহ উদয় হইতে পারে। কিন্তু সে সকল ভাব স্থায়ী নহে। অতএব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। ধর্ম্মের ভাব ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক অবস্থা করিয়া আনিতে হইবে।

(৩) ধর্ম্মের ভাব পর্ব্বতের ন্যায় অটল। ধর্ম্মের সহায়ে চঞ্চল যৌবন কালেও আত্মাকে বশীভূত করিবেক।

পৌত্তলিকতা

(১) ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুত্তলিকাকে অর্চনা করিলে ব্রাহ্মদিগের যে দোষ হয় না, ইহা কপটের বাক্য। কোন ব্রাহ্ম এ প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিবেন না।

(২) কপটতা পরিত্যাগ করিবেক। কপট ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনুষ্যকে অধিক ভয় করে এবং লোকদিগকে প্রতারণা করিতে গিয়া আপনার আত্মাকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। "যোন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিংতেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।" "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়?"

(৩) পৌত্তলিকতার সহিত কিছু মাত্র সংশ্রব রাখিবেক না। পৌত্তলিক-ক্রিয়া-কলাপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেক না, পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন ধারণ করিবেক না, পৌত্তলিক ভাবে কাহারও সহিত আলাপ করিবেক না।

(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা মতে জাত-কর্ম্ম, নাম-করণ, উপনয়ন, ধর্ম্ম-দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যাবতীয় গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিবেক। উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবেক না।

(৫) কেবল বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নিষেধ করিতেছেন, এমত নহে। ইহা পরিহার করা তো সহজ। আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয়-সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। এ উভয় প্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার্য্য।

সংসার।

(১) একদিকে সংসার, আর এক দিকে ঈশ্বর। সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে যাওয়াই আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য।

(২) আমরা কি সংসার পরিত্যাগ করিব? কোন জন-শূন্য অরণ্যে গিয়া কেবল ধ্যান-পরায়ণ হইয়া থাকিব? তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই; সংসারে থাকিবে, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইয়া মোহেতে আবদ্ধ হইবে না; সংসার সাগরের উপরে ধর্ম্ম-পোতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহায় লইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাতে নিমগ্ন হইবে না; অমৃত ধামের যাত্রীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিবে, চির বিহারীর ন্যায় বিষয়-সুখ লক্ষ্য করিয়া ইহাতে বদ্ধ থাকিবে না।

(৩) স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং।" "যে সময়ে এখানে হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।"

(৪) যথার্থ বৈরাগ্য অন্তরে। মনে যদি বিষয়াসক্তি প্রবল রহিল, তবে শরীরকে অরণ্যে লইয়া গেলে কি হইবে? সেই ব্যক্তিই সংসারী, যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাংসারিক সুখে লিপ্ত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তিই বৈরাগী, যাহার অনুরাগ ঈশ্বরেতে, যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের উদ্দেশে সংসারে থাকে।

(৫) যখন আমারদের সমুদয় বৃত্তি ও সকল শক্তি কেবল আপন আপন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, তখন আমারদের জীবন সাংসারিক জীবন। এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে পুনর্জ্জীবিত হইতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকার নূতন জীবন ধারণ করিয়া ব্রহ্মানুরাগে দীপ্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের নিকটে সংসার যে রূপ ভাব ধারণ করে, বিষয়ী লোকদিগের নিকটে সে প্রকার প্রতীত হয় না। যেমন শরীর মৃত হইলে বাহ্য বিষয়েতে অসাড় হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক জীবন অতিক্রম করিলে সংসারের সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে, আশা ভয়ে আত্মা আর বিচলিত হয় না। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" "ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।" সুধীর ব্রাহ্ম সংসারে নানা প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, নানা প্রকার অবস্থাতে বিচরণ করেন; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য, আশা, আনন্দ, সকলি পরমেশ্বরেতে স্থির রহিয়াছে। ঈশ্বরের জন্য সংসার

অনন্ত কালের জন্য জীবন, জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর; ইহা মনে রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক।

প্রীতি।

(১) ঈশ্বরের উপর প্রীতি স্থাপন করিবেক; তাহা হইলে সকল মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ হইবেক।

(২) ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপিত হইলে সত্যের প্রতি প্রীতি হইবে। তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের উপর প্রীতি করিলে তাঁহার পবিত্রতা আমারদের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ থাকিবে। ঈশ্বর-প্রীতি কি? না অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপের প্রতি প্রীতি। "সত্যেকর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ"।

(৩) সত্যের প্রতি প্রীতি হইলে যে স্থানে ও যে সময়ে যে ব্যক্তিতে ও যে পুস্তকে, সত্যের ভাব বিশেষ-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই প্রীতি প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যথা, ব্রাহ্ম সমাজ, উপাসনার সময়, ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি, ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

(৪) এ প্রকার নিয়মে যাহার প্রীতি নিয়মিত না হয়, তাহার প্রীতি অপ্রশস্ত।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কি রূপে জানা যায়? না প্রথমতঃ তাঁহার সহবাসের ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রীতি স্থাপন করা, তৃতীয়তঃ তাঁহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা।

মোহ।

(১) প্রীতির বিকার মোহ।

(২) অর্থ, শারীরিক সুখ যশো মান সম্ভ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ; তাহা যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে অতিক্রম করে, তবে তাহাই মোহ। এই মোহ আমারদিগকে সংসারের পাশে আবদ্ধ করে, এজন্য ইহা আত্মার উন্নতির এক প্রধান প্রতিবন্ধক।

(৩) পরাৎপর সত্য-স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করাই মোহ প্রতীকারের এক মাত্র ঔষধ।

(৪) সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য পদার্থ-সকল আত্মার কদাপি প্রীতির আস্পদ নহে।

(৫) সুখের জন্য, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য,সংসারকে কখন প্রীতি করিবেক না; ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার বলিয়া সংসারকে প্রীতি করিবেক।

ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ।

(১) ঈশ্বরকে যেমন পিতা বলিয়া প্রীতি করিবেক, সকল লোককে তাঁহার সন্তান বলিয়া ভ্রাতৃ ভাবে দেখিবেক। এ দুই ভাব যখন সম্মিলিত হইয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে, তখন পবিত্রতা ও আনন্দ সহজেই উপলব্ধি করা যায়; তখন ধর্ম্মের কঠোর ভাব আর থাকে না।

(২) ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বার্থপরতা, অভিমান, দ্বেষ ও পরনিন্দা। স্বার্থপরতা থাকিলে কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়; আপনার সুখে, আপনার মর্য্যাদাতেই তৃপ্তি জন্মে। হৃদয়ের এই কুটিল বৃত্তি স্বার্থপরতাকে ছেদন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিবেক। আপনার যদিও গুণ থাকে, তজ্জন্য কদাপি অভিমান করিবেক না; আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে আপনারো বিস্তর দোষ আছে এবং অনেক বিষয়ে অন্যেরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিনয় অবলম্বন করিবেক; বিনয়ী ও নম্র না হইলে ঈশ্বরের নিকটে কেহ যাইতে পারে না। অন্যের দোষ দেখিলে দ্বেষ অথবা ঘৃণা করিবেক না। দ্বেষ ও ঘৃণা পাপের প্রতি পাবিত হইবে, পাপী লোকের প্রতি নহে। কি সাধু কি অসাধু, সকলেই ভ্রাতা; সকলকেই প্রীতি করিবেক। ভ্রাতার দোষ ক্ষমা করিবেক। দোষ করা মনুষ্যের স্বভাব, ক্ষমা করা দেবতাদের ধর্ম্ম

"ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং
ক্ষমা গুণোহশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।"

"ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।" করুণার্দ্র হইয়া অন্যের দোষ সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইবেক; সেই দোষ পরিত্যক্ত হইলে দ্বেষের বা ঘৃণার আর কারণ থাকিবেক না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতে হইবে, অথচ পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে। পরোক্ষে পরনিন্দা অত্যন্ত দূষণীয়। যাহারা এই নীচ প্রবৃত্তির অনুগামী হয়, তাহারা অন্যকে প্রীতি-নয়নে দেখিতে পায় না, এবং লোক-সমাজে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব সংস্থাপন করে। যে হৃদয়ে পর-নিন্দা রাজা, সে হৃদয়ে প্রীতি বাস করিতে পারে না। স্থল বিশেষে হিতের নিমিত্তে অন্যের যদি দোষ দেখাইতেও হয়, তাহার গুণও কেন না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা? "অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথাহি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদন্নন্যান

তুষ্টো ভবন্তি দুর্জ্জনঃ।" "অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।"

(৩) অসময়ে অন্যকে সাধ্যমতে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিবেক। স্নেহ, দয়া, পরোপকার, এ সকল প্রীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

(৪) সকলেই ঈশ্বরের অমৃত ধামের যাত্রী, অতএব ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রীতি দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করত সেই অমৃতধামের প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে।

পবিত্রতা।

(১) আত্মাকে পবিত্র করাই আমাদের সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য থাকিবেক। কর্ম্ম দ্বারা পাপ পুণ্য আত্মা হইতেই জন্মে, আত্মাই সকল কর্ম্মের মূল। অতএব আত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেক।

(২) কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত থাকিবেক না। আত্মাকে পবিত্র করিলে অনুষ্ঠান আপনাপনি বিনিঃসৃত হইবেক। বৃক্ষের মূলে ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন কর, তবে নিশ্চয়ই ইহা সারবান হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে।

(৩) যখনই কোন অপবিত্র কামনা মনে উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবেক যে তিনি তোমাকে সে পাপ হইতে রক্ষা করেন। যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপে পতিত হও, অকৃত্রিম অনুশোচনা করিবেক ও পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবেক।

(৪) আত্মার বিকৃত অবস্থাতে কখন কখন যথার্থ অনুতাপ হয় না। যদ্রূপ শরীর অসাড় হইলে কোন আঘাতের যন্ত্রণা জানা যায় না, তদ্রূপ আত্মার চৈতন্য না থাকিলে আত্ম-গ্লানি অনুভূত হয় না। যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগ্রত থাকে ও সূক্ষ্মরূপে সকল বিষয় আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার একটী লঘু পাপের জন্যও দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত রাখিবেক। তাহা হইলে পাপের সংস্পর্শ মাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে; এবং সেই পাপের প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে।

(৫) ইন্দ্রিয়দিগকে দমন ও আত্মাকে বিশুদ্ধ করা মনের আলোচনা ও অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। পাপ-প্রলোভনের দিকে যত মনঃসংযোগ করা যায়, ততই পাপের আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং যত পাপ অভ্যাস করা যায় ততই ধর্ম্ম-বলের হ্রাস হয় ও পাপের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। অতএব অভ্যাস দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে পাপের বিষয় হইতে অন্তরিত করিবেক। কখন নিরাশ হইবেক না। অভ্যাস-জনিত পাপ অভ্যাস দ্বারাই নিরাকৃত হইবে। অনেক দিনের পাপ এক নিমেষে কি প্রকারে যাইবে?

(৬) কুসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেক। সত্য-স্বরূপ পাবনের পাবন পরমেশ্বরের ও সৎ-পরায়ণ সাধুদিগের সহবাসে থাকিয়া দিন দিন আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিবেক। সেই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিবেক। "একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে। নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ।" "হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, তুমি যে মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।" "মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ। অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।" "মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।"

(৭) আপনার প্রতি যদি সদয় হইতে চাও, তবে নিষ্ঠুর হইয়া আপনার ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ কর। যদি আত্মাকে মহৎ করিতে চাও, তবে বিনীত ও নম্র হও। যদি জ্ঞানী হইতে চাও, আপনার অজ্ঞতারও পরিচয় লও। যদি অন্যকে ধার্ম্মিক করিতে চাও, অগ্রে আপনি ধার্ম্মিক হও। যদি বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতে চাও, অন্তর বিশুদ্ধ কর।

লোক-ভয়।

(১) আমরা লোক-ভয়ে ভীত হই, তাহা এ কারণে নহে যে সংসার অতি বলবান; তাহার কারণ কেবল আমাদের ভীরুতা এবং ত্যাগ-স্বীকারে কাতরতা। সত্যের বল জ্ঞানের বল ধর্ম্মের বল অপেক্ষা সংসারের বল কি কখন অধিক হইতে পারে?

(২) আমরা যত লোক-ভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মের আদেশে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হইব, ততই সকলে আমারদিগকে পীড়ন করিবে। আবার আমরা যত সাহস করিয়া অগ্রসর হইব, ততই সকলে ভীত ও নিরস্ত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি ব্যোম-যানে আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অনেক উচ্চ দেশে গিয়া ঘন অন্ধকারে এমন অন্ধীভূত হইলেন যে তাঁহার বোধ হইল যেন এক হস্ত ব্যবধানে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন

প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে যদি বায়ু-বেগে তাঁহার ব্যোম-যান সঞ্চালিত হইয়া সেই প্রাচীরে লাগে, তাহা হইলে তাঁহার শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সেই ব্যোমযান বায়ু-সহকারে চলিতে লাগিল, সেই অন্ধকারের প্রাচীরও অগ্রসর হইতে লাগিল; তাঁহার গাত্রেতে তাহা স্পর্শও হইল না। এই প্রকার ধর্ম্ম-পদবীতে আরোহণ করিতে গেলে দূর হইতে যে সকল বাধাকে অনতিক্রমনীয় বোধ হয়, সাহস পূর্ব্বক তাহাদের প্রতিকূলে অগ্রসর হইলে তাহারা পরাস্ত হয়: সম্মুখ যুদ্ধে তাহারা অত্যন্ত অক্ষম। অতএব ধর্ম্ম-পথে পর্ব্বতাকার বিঘ্ন দেখিয়াও ভীত হইও না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। "সত্যেরই জয় হয়; মিথ্যার জয় হয় না।"

(৪) এক দা এক জন ব্রহ্ম-পরায়ণ ঘোর বর্ষা কালে শরদার মোহানার পদ্মা নদী পার হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। সে সময়ে ঘন বৃষ্টি সহকারে প্রবল বাত্যা বহিতেছিল, তাহাতে ভীষণাকার তরঙ্গ-সকল তাল বৃক্ষ সমান উত্থিত হইতেছিল। নৌকা-সকল সুদৃঢ় বন্ধনে তীরে আবদ্ধ ছিল; তথাপি তাহারা তরঙ্গ-বশে আন্দোলিত হইতেছিল। বেলার অবসানে বৃষ্টি ও বায়ুর কিঞ্চিৎ উপসম হইল, কিন্তু নদীর আন্দোলন তেমনি রহিল; এই অবসরে যেমন সেই সাধু পরপারে যাইবার নিমিত্তে আপনার নৌকা খুলিয়া দিলেন, অমনি তীরস্থ ভয়-ভীত নাবিকেরা সকলে এক স্বরে বলিয়া উঠিল "নৌকা এখন খুলিও না।" ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না; তাঁহার নৌকা বায়ুর সহায়ে বাষ্প-পোতের ন্যায় ধাবমান হইল। কিছু দূর গিয়া সেই সাধু দেখিলেন যে পরপার হইতে আর একটি ক্ষুদ্র তরী অত্যাশ্চর্য্য সাহস সহকারে আসিতেছিল ও নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার নাবিক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ভয় নাই চলিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মনের সাহস ও উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি ঈশ্বর প্রসাদে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। স সার্ণব পার হইবার সময়, যাহারা সংসারের মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, তাহারদিগের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, তাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এপ্রকার শত সহস্র লোক যদি বাধা দেয় তথাপি তাহাদের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না: কিন্তু একটী সাধু সজ্জন, যিনি সেই সংসার সমুদ্রে সাহস পূর্ব্বক বিঘ্ন বিপত্তির প্রতিকূলে গিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ-জনন কথাই আদরণীয়। তাঁহারি উপদেশের উপর নির্ভর করিবেক; যেহেতুক তিনি আপন চেষ্টা আপন পরীক্ষা দ্বারা যথার্থ উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইয়াছেন

ত্যাগস্বীকার

(১) ঈশ্বরের জন্য আমারদের যাহা কিছু সকলই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেক। ত্যাগই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ।

(২) ঈশ্বরকে লাভ করা আমারদের জীবনের উৎকৃষ্টতম লক্ষ্য। তাঁহাকে পাইলেই আমাদের সমুদয় কামনার সমাপ্তি হয়। তিনি যদি বিষয় বিভব দেন ভালই, কিন্তু তাহা আমারদের প্রার্থনীয় নহে। তাঁহার আদেশে তাহা গ্রহণ করিবেক, তাঁহার আদেশে তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

(৩) ত্যাগ স্বীকার করা ঈশ্বর প্রীতির নিদর্শন। তাঁহাকে প্রীতি করি অথচ তাঁহার জন্য বিষয়-সুখ ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত কথা। তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দেওয়া যায়।

(৪) ঈশ্বরের জন্য কত শত লোক প্রাণ দিয়াছে, আমরা কি একটুকু শারীরিক সুখ বা ধন বা মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইব? তাঁহাকে সকলি দেওয়া যায়। "যদি এ প্রাণ যায় কি তাহে কি এমন যা অদেয় তাঁয়।"

(৫) আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর ত্যাগ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? আমারদের প্রাণ মন শরীর সমুদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি, সকলই তাঁহার হস্তে দিয়াছি, তবে কেন আর তাঁহার কার্য্যে বিমুখ হইব? তিনি যেখানে যাইতে বলিবেন, সেখানে যাইব: যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব; তাঁহার ইচ্ছাতে যোগ না দিয়া কেবল আমার ইচ্ছাতে কোন কর্ম্ম করিতে পারি না, যেহেতু আমার বলিতে আর কিছুই নাই; তাঁহাকে পাইবার জন্য সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছি। ভয় করিব না, ক্রন্দন করিব না, নির্ভয়ে অকাতরে তাঁহার আজ্ঞা পালনে কায়মনোবাক্যে যত্ন

করিব। যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাহাতেই বা কি? আমরা ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তিনি আমারদের সেনাপতি হইয়াছেন; অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেই হইবে, বিমুখ হইয়া গমন করিতে পারিব না, ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে পারিব না, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা অপরাজিত হৃদয়ে সহ্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা-পতাকা উড্ডীন করিতে হইবেই হইবে। "শির দিয়া তো রোনা কেয়া?" ইহা বলিয়া সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

জীবনের লক্ষ্য।

(১) জীবনের কর্ম্ম নানা প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার, কিন্তু ইহার লক্ষ্য এক—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

(২) যিনি সকল কার্য্যেতে এক মাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও সমুদয় জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। সংক্ষেপে ব্রাহ্মের এই লক্ষণ জানিবে।

(৩) ব্রাহ্ম যিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয় কর্ম্ম করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয় কর্ম্ম করেন না। তাঁহার লক্ষ্য দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে।

(৪) গ্রহগণ যে রূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে এবং তাহারদের স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথ কখনো অতিক্রম করে না, সেই রূপ ব্রাহ্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্য স্থলে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে ও দিন দিন সমুন্নত হয়।

(৫) যখন এই লক্ষ্যটি জীবনের মধ্য-দেশে থাকে, তখন সকল কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, সকল কার্য্যই একীভাব ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধন-সংগ্রহ এমন যে নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত একই কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে।

(৬) জীবনের কর্ম্ম তিন প্রকার, স্বকীয় পরকীয়, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য্য করি, তাহা সামান্যতঃ চারি প্রকার, শারীরিক কর্ম্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জন। অন্যের জন্য যাহা করি, তাহা গৃহ-কর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্ম্মের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটি মধ্য বিন্দু এবং জীবনের সকল কার্য্য ইহার পরিধি-স্বরূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবেক।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান, আগামী ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেন

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য

আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থানার্থে আগামী ৮ পৌষ রবিবার রাত্রি ৬॥০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবেক, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে সভায় উপস্থিত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবেন

কেশবচন্দ্র সেন
সম্পাদক

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৴০ চয় আনা মাত্র।
৩ পৌষ শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ

২২২ সংখ্যা

মাঘ ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

যৌবন কালের ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্। তুমি জননী গর্ভে জরায়ু শয্যায় অবস্থান অবধি আমার এই দুর্ব্বল শরীর মন ও আত্মাকে কত যত্নে কত স্নেহে রক্ষা করিতেছ। সেই সঙ্কীর্ণ স্থলে—সেই ভয়ঙ্কর কালে এমন কত শত ঘটনাই সংঘটিত হইয়াছে, যে সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে—তোমার কৃপাদৃষ্টি—তোমার পবিত্র নয়নের মঙ্গল জ্যোতিঃ আমার প্রতি পতিত না হইলে আমি কোন্ কালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতাম।

নাথ! তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিমেষে যে কত করুণা প্রকাশ করিতেছ, অনন্ত জীবন কীর্ত্তন করিলেও তাহার পরিসমাপ্তি হইবেক না।

আমি জননী গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া যখন তোমার সংসার রূপ অনন্ত প্রীতি সাগর গর্ভে নিপতিত হইলাম, সেই অসহায় অবস্থা হইতেই তোমার প্রীতি, তোমার স্নেহ ধারা সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া আমার দুর্ব্বল জীবনকে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত করিতেছে। সেই অবস্থাতেও তুমি আমার ক্ষীণ শরীরোপযোগী কত শত সুখের সজ্জা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলে, তদবধি দিন দিন আমার নূতন নূতন সুখ স্বচ্ছন্দতার যত প্রয়োজন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তুমি মুক্ত হস্তে প্রতি নিয়ত ততই সুখ শান্তি পরিবেশন করিতেছ এবং অনন্ত জীবন আপনাকে দিয়া আমার আত্মার গভীর অভাব দূর করিবে সর্ব্বক্ষণই আমাকে এই আশা দিতেছ।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে মনের আনন্দে তোমার নিত্য উদার সদাব্রতের অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী সম্ভোগ করিতে করিতে বাল্য কাল অতিপাত করিয়া এক্ষণে যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছি। এই বিষম কালে যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সদ্ভাব সাধুভাব সকল, সবল ও সতেজ হইতেছে, সেই রূপ কাম ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত রিপুগণও তেজস্বী হইয়া যার পর নাই আমার সঙ্কীর্ণ মনোরাজ্যে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। অবশীভূত অশ্ব, যে রূপ সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যথেচ্ছা গমনেই প্রবৃত্ত হয়, সেই রূপ আমার অবশ ইন্দ্রিয় সকল তোমার অলঙ্ঘ্য

ধর্ম্মসেতু অতিক্রম করিয়া কুপথেই ধাবিত হইতে উদ্যত হইতেছে। নাথ! আমি কি রূপে তাহাদিগকে বশে রাখিয়া তোমার ধর্ম্ম পথে পদ চারণা করিব কেমন করিয়া তোমার প্রসন্নতা রূপ পরম ধন রক্ষা করিব এই ভয়ে ব্যাকুল ও অস্থির হইয়াছি। তুমি যে দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, তোমার প্রসাদ ভিন্ন—তোমার প্রেরিত ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে এই প্রবল সমরে কে জয় লাভ করিতে পারে—ইন্দ্রিয় সুখের বিষমতর প্রলোভন, সংসারের দুশ্ছেদ্য আকর্ষণ এই ভয়ঙ্কর কালে তোমার সাহায্য ভিন্ন কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, যে তুমি আমাকে এই সঙ্কট কালে রক্ষা না করিলে আমি নিজ বলে নিজ যত্নে কোন মতেই দুর্জ্জয় রিপুগণকে বশে রাখিতে পারিব না। তুমি প্রসন্ন না হইলে আমার এই জীবন বৃক্ষের যৌবন কুসুম বিকলেই ভূমিসাৎ হইবে। তুমি আমার হস্ত ধারণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কাল উত্তীর্ণ করিয়া না দিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই। নাথ! তোমা ভিন্ন আর কার শরণাপন্ন হইব, বিপদ সঙ্কুলের নিরাপদ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় যাইয়া নির্ভয় হইব, চির শান্তির অশেষ উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় গিয়া বা শান্তি লাভ করিব।

এই বিষম কালে প্রতি নিয়তই মানস সরোবরে মানৈষণা বিত্তৈষণার প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, রিপুগণ, বন্ধন মুক্ত পশুর ন্যায় প্রতিক্ষণেই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে, মনের ভাব গতি প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, হৃদয় রাজ্যে দিন যামিনী দেবাসুরের তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে, এই বিষম ব্যাকুলতার সময়ে তোমার ধর্ম্মের শরণাপন্ন না হইলে—তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ না করিলে কি আর নিস্তার আছে?

হে পরমাত্মন্! তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনে সমাসীন হইয়া মনোবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা কর, তোমার প্রসন্নতা রূপ সুমন্দ দক্ষিণ বায়ু সঞ্চালন পূর্ব্বক আমার তরঙ্গ পূর্ণ পঙ্কিল মানস সরোবরকে নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ কর। তুমি কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ়তা ও তিতিক্ষাকে প্রেরণ কর, আমার আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান কর। আমি যেন মোক্ষের প্রতিকূলে সংসারের প্রতিস্রোতে অটল ভাবে গমন করিতে পারি, সংসার সাগরের ভীষণতর তরঙ্গের মধ্যে তোমার প্রসাদে আমার আত্মা যেন তরঙ্গায়িত-সাগর-মধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও অটল ভাবে অবস্থান করে কিছুতেই যেন বিচলিত বা বিকম্পিত না হয়। আমি তোমার পদতলে জীবন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। নাথ! আমার যৌবন কলিকা যেন তোমার হস্তেই বিকশিত হইয়া তোমাকেই গন্ধ দান করে। সংসারের বিষাল কীটব্যূহ যেন তাহা স্পর্শ করিতে না পায়, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

১১০ ম শাক পত্রিকার ১২৯ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক ধর্ম্ম কি প্রকারে কাল ক্রমে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বেদেতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দঃ কল্পে জনসমাজের সরল অবস্থা প্রযুক্ত ধর্ম্মেরও অতি সরল ভাব দৃষ্ট হয়। তৎ-

কালে ঋষিগণ এক এক পরিবার মণ্ডলীর স্বামী নিয়ন্তা ও পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারাই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নীতি শাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাপ্রদান করিতেন। তাঁহারাই দেবতাদিগকে অভিবাদন করিতেন এবং তাঁহাদের মুখনিঃসৃত স্তোত্র সকল তাঁহাদের অনুচরগণ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। তৎকালে কোন প্রকার যজ্ঞাদির আড়ম্বর ছিল না। স্বাভাবিক সরল ভাব সকলই এই সময়কার বৈদিক সূক্ত সকলে বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিদিগের স্তোত্র সকল ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসের আবির্ভাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা যে কোন অচিন্তনীয় মঙ্গলময় পুরুষের করুণা বলে সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তুর লাভ করিতেছেন এবং সেই পুরুষের অধীনে সাংসারিক সকল ঘটনাই ঘটিতেছে ও সেই পুরুষ যে সকলেরই আরাধ্য তাহা তাঁহাদের সকল বাক্যেতেই প্রতীতি করা যায়, তাহা তাঁহাদের সকল স্তোত্রের তাৎপর্য্য স্বরূপ। অতএব বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছন্দঃকল্পই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিতে হইবেক। তাহাই বৈদিক ধর্ম্মের শৈশবাবস্থা কিন্তু যে সকল সূক্ত ছন্দঃকল্পের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। এই স্থলে তাহার কতিপয় সূক্ত অনুবাদিত হইল; তদ্দ্বারা তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। পরন্তু ঋষিগণ যখন যে দেবতাকে সম্বোধন করিতেন, তখন তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণনা করিতেন, এবং তাঁহাদের আরাধনাতে যে সকল উন্নত ভাব প্রতিপাদক বাক্য ব্যবহার করিতেন, তাহা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরের প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বতন ঋষিগণ যদিও প্রাকৃতিক পদার্থ সকলকে দেবতা রূপে অর্চনা করিতেন, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উদার ও মহৎ ভাব সকল তাঁহাদের মনে স্বভাবতই আবির্ভূত হইত। যথা অজীগর্ত্ত পুত্র শুনঃশেফ কহিতেছেন।

হে বরুণ দেব! যদিও আমরা তোমার নিয়ম দিন দিন ভঙ্গ করিয়া থাকি কিন্তু ক্ষুদ্র মনুষ্য জানিয়া তুমি আমারদিগকে মৃত্যুর হস্তে অথবা বিদ্বেষীদিগের ক্রোধে সমর্পণ করিওনা।

হে বরুণ দেব! তোমার প্রসাদলাভার্থে তোমাকে সংগীত দ্বারা বন্ধন করিতেছি, সারথি যেমন শ্রান্ত অশ্বকে বন্ধন করে।

পক্ষি সকল যেমন কুলায়াভিমুখে প্রস্থান করে, সেই রূপ সকলে ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমা হইতে পলায়ন করিতেছে।

কবে আমরা জয়প্রদ পুরুষকে এখানে আনয়ন করিব; কবে আমরা দূরদর্শী বরুণ দেবকে প্রসন্ন করিব।

যিনি আকাশ বিহারি বিহঙ্গদিগের স্থান অবগত আছেন; যিনি জলেতে পোত সকলকে জানেন। যিনি নিয়মের সংস্থাপক, যিনি দ্বাদশ মাস ও তাহার ফল অবগত আছেন, এবং যিনি শেষ সমুৎপন্ন ত্রয়োদশ মাসকেও জানেন তিনিই সেই বরুণ দেব; তিনিই বীর তিনিই স্বীয় প্রজাদিগের মধ্যে উপবেশন করেন এবং তথায় উপবেশন করিয়া শাসন করেন।

তথা হইতে তিনি সকল আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করেন। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবেক তাহা তিনি দেখেন। তিনি বীর কালের পুত্র (আদিত্য) তিনি যেন চিরদিন আমাদের পথ সরল করিয়া দেন। তিনি আমাদের দীর্ঘজীবি করুন।

যিনি মনুষ্যকে গৌরব প্রদান করেন। সেই দূরদর্শীর প্রতি আমার মনোগত ভাব

সকল আগ্রহের সহিত গমন করিতেছে, যেমন গাভী সকল গোষ্ঠাভিমুখে গমন করে।

আমি এক্ষণে সেই দেবতাকে দেখিয়াছি, যাঁহাকে সকলেই দেখিতে পায়। আমি ঊর্দ্ধেতে রথ দর্শন করিয়াছি। তিনি আমার আরাধনা অবশ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে জ্ঞানাপন্ন দেব! তুমি সকলের প্রভু তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রভু, শ্রবণ কর! যাহাতে আমি জীবিত থাকি, আমা হইতে ঊর্দ্ধের রজ্জু মোচন কর মধ্যের রজ্জু মোচন কর এবং অধঃস্থ রজ্জু মোচন কর*।

এই স্তোত্রের পুরাতন অপ্রচলিত ভাব সকলের মধ্যে গুরুতর সত্যের কথাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহারা পৃথিবীস্থ প্রাচীন কালিক ধর্ম্ম সকলেতে উদার ভাব ও সুনীতির সদ্‌ভাব অস্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহারা এস্থলে আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিবেন। বাস্তবিক প্রকৃত ধর্ম্মের সত্য কদাপি দেশ কালেতে বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব সামান্যতঃ সকল সময়েতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে সত্য কদাপি কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নহে, কিন্তু তাহা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহার প্রকৃত ভাব অনেকের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে বটে কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। বেদে যে এক মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদক অনেক বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর পুণ্য পাপের প্রভেদ ও তন্নিবন্ধন দণ্ড পুরস্কার বিধান এই সমুদায় ভাব পশ্চাতের সূক্তে সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত আছে।

হে বরুণ! আমরা যেন মৃৎআগারে প্রবেশ না করি। হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তুমি প্রসন্ন হও

যদি আমি বায়ু সঞ্চালিত মেঘের ন্যায় একাকী কম্পিত ভাবে গমন করি, হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তুমি প্রসন্ন হও।

হে বলীয়ান জ্যোতির্ম্ময় দেবতা! আমি ক্ষীণতা প্রযুক্ত মন্দ কূলে গমন করিয়াছি হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তুমি প্রসন্ন হও।

হে বরুণ! যখন আমরা মানবগণ, স্বর্গীয় দেবতাদিগের সমক্ষে কোন অপরাধ করি, যখন আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমার নিয়ম ভঙ্গ করি, হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তখন তুমি আমাদের প্রতি কৃপা করিও।

এই কয়েকটি শ্লোকে একটী গুরুতর সত্য প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের দুইটি প্রধান সম্বন্ধ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। এক দিকে পাপের শাস্তা ও আমাদের বিচার কর্ত্তা, আর এক দিকে তিনি আমাদের করুণাময় পিতা। এই দুই সম্বন্ধ যদিও আপাততঃ বিরুদ্ধ বোধ হয়, তথাপি আমাদের আত্মপ্রত্যয়ে তাহাদের সামঞ্জস্য অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এক্ষণকার নানা কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বীরা এই বিষয় লইয়া কতই বৃথা তর্ক ও অলীক মত স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক মনুষ্য আত্মপ্রত্যয়ের সরল পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেই নানা প্রকার ভ্রম জালে পতিত হয়। ঈশ্বর জগতের নিয়ম নিত্য ও অখণ্ডনীয় রূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিয়মভঙ্গকারিদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিতে কদাপি বিরত নহেন। তিনি ন্যায়বান রাজা অথচ তিনি করুণাময় পিতা।

যঃ মৃলয়াতি চক্রুষে চিৎ আগঃ। ঋ ৭-৮৭-৭

তিনি পাপীদিগের প্রতিও করুণা প্রকাশ করেন।

* শুনঃশেফের পিতা শুনঃশেফকে বরুণ দেবের নিকট বলি প্রদানার্থ রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছিলেন।

বেদে ভূরি ভূরি স্থলে উক্ত হইয়াছে যে দেবতাগণ মনুষ্যদিগকে যেমন নানা প্রকার বিপদ, ক্লেশ ও রোগ হইতে উদ্ধার করেন,সেই রূপ তাঁহারা পাপের প্রলোভন হইতেও রক্ষা করেন।

"হে দেবতাগণ! তোমরা সাধু ব্যক্তির সহিত সহবাস কর; তোমরা মনুষ্যের অন্তঃকরণ জানিতেছ। হে বসু! তোমরা সত্যবান ও অনৃত পরায়ণ উভয়েরই নিকটে আগমন কর।

"আমরা পর্ব্বত সকলের আশ্রয় প্রার্থনা করি. আমরা অম্বুসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করি. দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাদিগের নিকট হইতে সকল অমঙ্গল দূর করুক।

"হে দীর্ঘবন্ত আদিত্যগণ! আমাদের সন্তানদিগকে. আমাদের সমস্ত জাতিকে, সুতরাং আমাদিগকে জীবিতার্থ দীর্ঘায়ুঃ প্রদান কর।

"হে মিত্র! হে অর্য্যমন্! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে এমত এক বাসস্থান প্রদান কর, যেখানে পাপ নাই, যে খানে ত্রিপুণ্ড্র বিশিষ্ট, সুতরাং গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ বাস করেন।

"হে আদিত্যগণ! আমরা সামান্য মনুষ্য, মৃত্যুর দাস; অতএব যাহাতে আমরা জীবিত থাকি,এই রূপ আমাদের সময় প্রকৃষ্ট রূপে বর্দ্ধন কর"।

পাপ জনিত আন্তরিক প্রবল অনুশোচনা এবং সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার একান্ত প্রার্থনা অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিমচ্ছ্রথায় রশনামিবাস ঋধ্যাম তে বরুণ খাং ঋতস্য। মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্য্যপসঃ পুরঋতোঃ॥

ঋ ১ অ ২ সূ ২৮ ৫

হে বরুণ! আমাকে পাপ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত কর। যেন আমরা তোমার সত্যের নদী প্রাপ্ত হই। আমার ধ্যান যুক্ত চিত্তের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়; অসময়ে যেন আমার সৎকার্য্যের মাত্রা শীর্ণ না হয়।

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রাল্ গাবো। ইন্নু মা গৃভায় দামেব বৎসাৎ বিমুমুঙ্ক্ষ্যংহো নহি ত্ব দারে নিমিষশ্চ নেশে

ঋ অ ২ সূ ২৮-৬

হে বরুণ! আমার ভয় দূর কর। হে সম্রাট! হে সত্যবন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বৎস হইতে তাহার বন্ধন রজ্জুর ন্যায়, আমা হইতে আমার পাপ মোচন কর। তোমা বিনা এক নিমেষ কালও আমি আমার প্রভু নহি।

বেদের মধ্যে যে পাপ ও অনুতাপের ভাব রহিয়াছে, তাহা এই দুই শ্লোকে স্পষ্টই জানা যাইতেছে। কেমন সরল ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে পাপ হইতে বিমুক্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অপর মনুষ্যের মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং তন্নিবন্ধন যে দেবতাদিগের প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করা আবশ্যক, তাহাও বৈদিক ঋষিগণ বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন। সৎ অসৎ,ন্যায় অন্যায়, পুণ্য পাপ, এই সকলের প্রভেদ এবং দেবতাগণ যে মনুষ্যদিগের পাপাচরণ ও পুণ্যকর্ম্মের দ্রষ্টা ও বিচারকর্ত্তা এ সকল সত্য তৎকালে অপরিজ্ঞাত ছিল না। আদিত্যগণের আরাধনাতে ইহা উক্ত হইয়াছে যথা

"যাহা ভাল এবং যাহা মন্দ তাহা তাঁহারা দেখিতে পান এবং সকল বস্তুই অতি দূরস্থ হইলেও তাঁহাদের নিকটে আছে"। ঋগ্বেদ ২অ-২৭সূ-৩।

"তাঁহাদের নিকটে বাম ও দক্ষিণের প্রভেদ নাই, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রভেদ নাই।" ঋ-২অ-২৭ সূ১১।

জন সমাজের শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের মনে কি প্রকারে অল্পে অল্পে ধর্ম্মের

ভাব উদয় হয়, তাহার উদাহরণ বেদের ছন্দঃকল্পেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যের স্বাভাবিক অজ্ঞানাবস্থায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল কি প্রকারে পরিচালিত হয়, জগৎ কৌশলের আলোচনা দ্বারা কি প্রকারে মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের ভাব অল্পে অল্পে প্রতিভাত হয়, তাহা এই সময়ের ইতিহাসেই সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু বৈদিক ঋষিদিগের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা শীঘ্রই নানা প্রকার কাল্পনিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠান ও বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

আমরা মন্ত্র কল্পে প্রবেশ করিবা মাত্রই বৈদিক ধর্ম্মের এই রূপ কাল্পনিক ভাব দেখিতে পাই। দীর্ঘকাল স্থায়ী যজ্ঞ, বহুব্যয় সাধ্য নানা প্রকার ব্রতানুষ্ঠান, এই সকল এই মন্ত্র কল্পে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং এই সকলের অনুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদ সংহিতার সহিত অপর বেদত্রয়ের তুলনা করিলেই ছন্দঃ ও মন্ত্র কল্পের প্রভেদ বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইবেক। সাম ও যজুর্ব্বেদ কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই রচিত হইয়াছিল; ইহাদিগের প্রত্যেক সূক্তের ভাব ও বিন্যাসে কোন না কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক হিন্দুদিগের মধ্যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত হইলে পর সাম ও যজুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ঋগ্বেদে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ নাই। এই হেতু তাহা যজ্ঞেতে সমধিক প্রয়োজনোপযোগী হইত না। বাস্তবিক মন্ত্র কল্পে হিন্দুদিগের এপ্রকার ধর্ম্মের ভাব ও অনুষ্ঠানের প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে ঋগ্বেদের সরল স্বাভাবিক ভাব পূর্ণ স্তোত্র সকলের প্রতি তাদৃশ আস্থা ছিল না। তখন কর্ম্ম-কাণ্ডই ধর্ম্মের সার হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে যজ্ঞ হোমাদি নানা প্রকার কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য হেতু তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত পৌরোহিত্য রূপ একটি নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। এবং এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সহিত পুরোহিতদিগের পদ ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছন্দঃকল্পে ঋষিগণ আপনা পন পরিবার লইয়াই আরাধনাদি করিতেন কিন্তু এক্ষণে পুরোহিত ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই সম্পন্ন হইতে পারিত না। সুতরাং পুরোহিতগণ অক্লেশে অল্পকাল মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল এবং পৌরোহিত্য পদ এত অধিক মান, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের সোপান হইয়াছিল যে তাহার নিমিত্ত কখন কখন ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ঋষির বৃত্তান্তই ইহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে।

আশ্বলায়নের মতে বৈদিক পুরোহিত চারি প্রকার; যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, এবং ব্রহ্মা। ইহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে আরও তিন জন করিয়া সহকারী পুরোহিত থাকিতেন। যথা হোতার অধীনস্থ পুরোহিতদিগের নাম মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুত। অধ্বর্য্যুর অধীনস্থদিগের নাম প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা। উদ্গাতার অধীনস্থদিগের নাম প্রস্তোতা, অগ্নীধ্র বা অগ্নিধ ও পোতা। ব্রহ্মার অধীনস্থদিগের নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রতিহর্ত্তা, এবং সুব্রহ্মণ্য। এই ষোড়শ বিধ পুরোহিতকে ঋত্বিক্ কহে। ইহারা যজমান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পদানুসারে যজ্ঞের আয়োজন অবধি সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সামান্য পুরোহিত আছে কিন্তু তাহারা ঋত্বিক্

দিগের মধ্যে পরিগণিত নহে। যথা শামিতা (বলিচ্ছেদক,) বৈকর্ত্তা (মাংস প্রস্তুত কারী) চমসাধ্বর্য্যু (অধ্বর্য্যুর সহকারী) কিন্তু অশ্বমেধাদি মহা যজ্ঞেতেই এই সমস্ত পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। সামান্য যজ্ঞাদি অল্প সংখ্যক পুরোহিত কর্ত্তৃক সমাধা হইয়া থাকে। গৌতম-সূত্র-ভাষ্যের অনুসারে অগ্নিহোত্র এবং উপাসন যজ্ঞে কেবল একমাত্র অধ্বর্য্যুকেই প্রয়োজন; এবং দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞে চারিজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আহীন (যাহা দুই অবধি একাদশ দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী) অথবা একাহ (এক দিন মাত্র স্থায়ী) কিম্বা শত দিন স্থায়ী সত্রাদি যজ্ঞেতেই পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পুরোহিতের আবশ্যক।

অপর এক এক শ্রেণীস্থ পুরোহিতদিগের প্রতি এক এক প্রকার কার্য্যের ভার ছিল। হোতা ঋগ্বেদ লইয়া কার্য্য করিতেন, উদ্গাতা সামবেদের পুরোহিত, অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদের পুরোহিত এবং ব্রহ্মা বেদত্রয়েরই পুরোহিত ছিলেন।

ঋগ্বেদেন হোতা করোতি। সামবেদেনোদ্গাতা। যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যুঃ। সর্ব্বৈর্ব্রহ্মা।

অধ্বর্য্যুগণ যজ্ঞের আয়োজনাদি সামান্য কার্য্য সকল করিতেন। ভূমি পরিমাণ, বেদি নির্ম্মাণ, যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠাদি সংগ্রহ, এই সকল অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম। উদ্গাতাগণ যজ্ঞেতে সামবেদ গান করিতেন এবং হোতাগণ মধ্যে মধ্যে ঋগ্বেদের স্তোত্র সকল উচ্চারণ করিতেন, ব্রহ্মা দিগের উপরে কোন বিশেষ কার্য্যের ভার ছিল না, তাঁহারা বিদ্যাতে জ্ঞানেতে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাঁহারা কেবল যজ্ঞেতে কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

পুরোহিতগণ ধর্ম্ম বিষয়ে যে প্রকার প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই রূপ আবার তাঁহারা রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যেতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজাদিগের পুরোহিতগণ প্রধান মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা যুদ্ধের সময়েও নৃপতিদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে।

"যে নৃপতি বৃহস্পতিকে অর্থাৎ পুরোহিতকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করেন ও তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য রূপে সমাদর ও প্রতিষ্ঠা করেন, সে রাজা শত্রুদিগকে মহা প্রতাপের সহিত পরাজয় করেন।

"যে নৃপতির অগ্রে পুরোহিত গমন করেন, তিনি স্বকীয় গৃহে সুস্থির রূপে কাল যাপন করেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহার অধীন হয় এবং প্রজা সকল তাঁহার সমক্ষে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রণত হয়।

"অপ্রতিহত ভাবে তিনি শত্রু ও মিত্র উভয় হইতে ধন রত্নাদি জয় করেন। যিনি ব্রাহ্মণকে দান করেন দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করেন।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। যখন নিকটস্থ নৃপতিগণ একত্র হইয়া সুদাসের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে পরুষ্ণী নদী (রাবি নদী) পার হইয়া আগমন করেন, তখন সুদাস বশিষ্ঠকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহাদিগকে পরাভব করেন। এবং যখন সুদাস দিগ্বিজয় করণার্থ বিপাসা ও শতদ্রু নদী পার হন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

প্রাবেদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠা॥ অ ৭-৩৩-৩ — as printed: শ্রবেন্নু কং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবাদ্‌
ইন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠা॥ অ ৭-৩৩-৩

হে বশিষ্ঠ তোমার প্রার্থনা হেতু ইন্দ্র সুদাসকে দশ রাজাগণের সহিত যুদ্ধেতে রক্ষা করিয়াছেন।"

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্ম ইদং ভারতং জনং।
অ৩-৫৩-১২

ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণেরা পশ্চাতে যে অসীম প্রতাপ ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা অদ্যাবধি তাঁহারা দুর্ভাগ্য ভারত ভূমিকে যে দুশ্চ্ছেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সূত্রপাত এই সময়েই দেখিতে পওয়া যায়। ভূপতিগণ পুরোহিত দিগকে বিস্তর সমাদর করিতেন এবং তাহাদিগকে প্রচুর ধন ধান্য গো অশ্বাদি দান করিতেন। এবং পুরোহিতেরাও এক্ষণকার ভাটদিগের ন্যায় যাহাদিগের নিকট হইতে দান প্রাপ্ত হইত, তাহারদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিত। ঋগ্বেদে দান সূক্ত নামে অনেক গুলি সূক্ত আছে, তাহাতে এই প্রকার দান শীল রাজাদিগের যশঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অভ্যাসের প্রভাব।

মানসিক সমুদায় প্রবৃত্তি একটি সাধারণ নিয়মাধীন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কোন প্রবৃত্তিকে যে পরিমাণে পরিচালনা করি, তাহা তৎপরিমাণে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইয়া আইসে। যে কর্ম্ম প্রথমে সম্পন্ন করিতে নিতান্ত কষ্টকর বোধ হয়, তাহা কিছুকাল বারম্বার করিলে ক্রমেই সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য হইয়া আইসে। অপর তাহাতে প্রথমে যে ক্লেশ হইত, তাহার পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে পরিশেষে বিশেষ আনন্দের উদয় হয়। এই আশ্চর্য্য মনের ধর্ম্ম যাহাকে আমরা অভ্যাস শব্দে উক্ত করিয়া থাকি, তাহার প্রভাব বোধ হয় সকলেই কোন না কোন কার্য্যেতে অনুভব করিয়া থাকিবেন। মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে যে এত অধিক প্রভেদ ও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কারণ অভ্যাস। এই অভ্যাস সহকারে কত ব্যক্তি অসামান্য গুণ সম্পন্ন হইয়া সংসারের অশেষ উপকার সম্পাদন করিতেছেন; এবং ইহারই প্রভাবে কতলোকে একেবারে অলঙ্ঘ্য পাপানলে পতিত হইয়া চিরজীবন দুঃখ ভোগ করিতেছে। ঈশ্বর আমাদের সমুদায় মানসিক শক্তি ও মানসিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ রূপে আমাদের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমরা স্বেচ্ছানুসারে তাহাদের পরিচালনা করিতে পারি। কিন্তু সেই পরিচালনা হেতু যে সকল অভ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহার প্রভাব আমাদের চরিত্রেতে ও জীবনের সকল কার্য্যেতেই প্রকাশিত হয়।

মানসিক অথবা শারীরিক কোন কার্য্যের পৌনঃপুন্য করণ ও তন্নিবন্ধন যে একটি ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, উভয়কেই সামান্য কথায় অভ্যাস কহে। অভ্যাস হেতু মনের তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ বারম্বার কোন কার্য্য করিলে পর সেই কার্য্যের প্রতি একটি আগ্রহ জন্মে; তাহা করিবার নিমিত্তে উত্তরোত্তর ঔৎসুক্যের বৃদ্ধি হয়। পানাসক্ত ব্যক্তি যতই তাহার কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে, ততই তাহার আসক্তি বৃদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারা কেবল তাহার রিপু দিগকে প্রবল করে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পক্ষেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। আমরা প্রথমে ধর্ম্মের অনুরোধে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়তো কুণ্ঠিত হই, কিন্তু ক্রমে আমাদের স্বার্থপরতাকে উত্তরোত্তর বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। অপর এই অভ্যাস জনিত আগ্রহ ও ইচ্ছা আবার আনন্দের কারণ হইয়া উঠে। অভ্যাস বশতঃ

কোন কার্য্য করিতে যখন আমাদের ঔৎসুক্য হয়, তখন সেই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের ইচ্ছাটি চরিতার্থ হয়, এবং তজ্জন্য মনেতে আহ্লাদের উদয় হয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের উদ্দেশে আহ্লাদের সহিত আপনাদের সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, কিন্তু সেই ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহার সহিত কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। যে সকল চিন্তা ও যে সকল বিষয়ের আলোচনা আমরা নিয়ত করিয়া থাকি, তাহা অক্লেশে ও আপনা হইতে মনোমধ্যে উদয় হয়, যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ের অনুশীলন করেন এবং সেই বিষয় সংক্রান্ত নানা প্রকার চিন্তা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার মনে সেই সকল চিন্তা যত শীঘ্র উত্থিত হইবেক, এমত অন্যের কদাপি হইতে পারে না। যাঁহারা কোন একটি বিশেষ শাস্ত্রাধ্যয়নে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে অহরহই প্রায় সেই শাস্ত্র বিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হইয়া থাকে, যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাতে মগ্ন থাকেন, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যেতে কদাপি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন না।

তৃতীয়তঃ। কোন কার্য্য বারম্বার করিলে তাহা ক্রমে অল্পায়াস সাধ্য হইয়া আইসে। আমরা আপনাদিগকে প্রথমে যে বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া বোধ করি, তাহা অভ্যাস সহকারে সাতিশয় সহজ হইয়া উঠে। যে কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রথমে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, তাহা অভ্যাস দ্বারা ততোধিক কষ্টকর বোধ হয় না। যে বিষয় প্রথমে সম্পূর্ণ মনোযোগ না করিলে কদাপি সুসিদ্ধ হইত না, তাহাও অভ্যাসে অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন করা যায়। এই রূপে অভ্যাস দ্বারা আমরা কার্য্যের উপর একটি বল ও অধিকার প্রাপ্ত হই।

যাহারা রজ্জুর উপর নানা প্রকার নৃত্য করিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করে, দৈহিক কার্য্যের অভ্যাস বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টান্ত মনে করিলে বিস্ময়-চিত্ত হইতে হয়। এই সকল বাজি-করেরা অবলীলা ক্রমে শূন্যেতে রজ্জুর এক সীমা হইতে সীমান্তরে গমন করে, তথাপি তাহাদের পদ একবারও স্খলিত হয় না, ও তাহারা পতনের কোন শঙ্কাই করে না। ইহার কারণ শুদ্ধ অভ্যাস। তাহারা ক্রমাগত যত্ন পূর্ব্বক আপনাদের পদক্ষেপ এ প্রকারে শিক্ষা করিয়াছে যে তাহা একই প্রকারে পতিত হয়। অপর বহু আয়াস সাধ্য যে সকল মানসিক কার্য্য তাহাও ক্রমে সহজ ও সুসাধ্য হইয়া আইসে। যে সকল বিখ্যাত বক্তৃতা আপনাদের বক্তৃতার প্রবল স্রোতের বেগে জন-সমাজের মহা মহা পরিবর্ত্তন সকল সম্পাদিত করিয়াছেন, যাঁহাদের অগ্নিময় তেজস্বি বাক্য সকল উচ্চারিত হইবামাত্র লোকের হৃদয়কে উৎসাহপূর্ণ করে, যাঁহাদের অভিব্যক্ত অক্লেশোৎপন্ন ভাব সকল শ্রবণমাত্র আমরা একেবারে স্তব্ধ প্রায় হইয়া থাকি, তাঁহারা এবিষয়ের একটি প্রশস্ত দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহাদের বক্তৃতা শক্তি কেবল অভ্যাস ও একান্ত মনোনিবেশের ফল। তাঁহারা বক্তব্য বিষয়ে মনকে এ প্রকারে অভিনিবেশ করিতে পারেন যে তদ্বিষয় সংক্রান্ত সমুদায় ভাব তড়িৎ সমান আসিয়া উপস্থিত হয়।

মানসিক উন্নতির পক্ষে মনোনিবেশ করিবার অভ্যাসটি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু তাহা অল্পায়াস সাধ্য নহে। আমরা যে কোন বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা করি

তাহাতে অনন্যমনা ও নিবিষ্ট-চিত্ত না হইলে কদাপি তদ্বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করা যায় না ; আমাদের মন সর্ব্বদাই নানা বিষয়েতে বিক্ষিপ্ত থাকে, কিন্তু তাহাকে অপরাপর বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া একটি বিষয়ে নিযুক্ত করাকেই মনোনিবেশ কহে। যত দিন না এই অভ্যাসটি উপার্জ্জন করা যায়, ততদিন কোন বিষয়েই আমাদের প্রকৃত রূপ অধিকার হয় না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি নানা প্রকার বস্তু নিয়ত অস্থির ভাবে ভ্রাম্যমান থাকে, তাহা হইলে আমরা যেমন কোন বস্তুই স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই না, সেই প্রকার আমাদের মনে যদি নিয়ত নানা প্রকার অস্থায়ী ভাব যাতায়াত করে, তাহা হইলে তাহার কোন ভাবই বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হওয়া মানসিক সকল উন্নতির পক্ষে সাতিশয় অনিষ্টকর। যাহারা প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহাদের মনোভিনিবেশের ক্ষমতা জন্মে নাই, তাহারা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে সক্ষম নহে। কোন প্রস্তাবের পর্য্যায়ক্রমে অনুধাবন করা, কোন তর্কের সদর্থ গ্রহণ করা, কি কোন ঘটনার কার্য্য কারণ অবধারণ করা, এ সকল ক্ষমতা তাহাদের কদাপি হইতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তিগণই প্রায় ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা ও তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে ; কারণ তাহাদের ক্ষুদ্র মন কদাপি ঐ সকল উচ্চতর বিষয়েতে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং তাহা দুর্ব্বল ও গাম্ভীর্য্য হীন হইয়া যায়। কেবল সামান্য ক্রীড়া ও পরিহাস এবং ইন্দ্রিয়সেবা এই সকল হইতে তাহারা সুখের প্রত্যাশা করে।

অপর অনেকে বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং অনেক বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত রূপ মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা অত্যল্প লোকেরই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের এ প্রকার অধিকার হয় নাই, তাঁহারা যে কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারিবেন, এমত আশা যেন না করেন। মানসিক অপরাপর প্রবৃত্তির ন্যায় মনোনিবেশ শক্তিও অভ্যাসে প্রবল হয়। এক ব্যক্তি হয় তো কোন গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা অর্থসহ পাঠ করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইবেন, অপর এক ব্যক্তি অনায়াসে তিন চারিঘণ্টাকাল নিরবচ্ছেদে কোন বিষয়ের চিন্তা অথবা কোন কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। ইহা প্রথিত আছে যে সুবিখ্যাত নিউটন ক্রমাগত ছয়মাস চিন্তা ও আলোচনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপর তিনি স্বভাবতঃ কোন না কোন বিষয়ের চিন্তাতে এ প্রকার নিবিষ্ট-চিত্ত থাকিতেন যে কখন কখন আহার করিতে বিস্মৃত হইতেন।

আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত কতিপয় উৎকৃষ্ট অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

১। আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী আমরা কত দূর কার্য্য করিতেছি, তাহার আলোচনা সর্ব্বদা করিবেক, এবং যাহাতে ঈশ্বর ও পরকালের ভাব সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে এ প্রকার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজন।

২। আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিবেক ও তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করিতে যত্নশীল হইবেক। জগদীশ্বর আমারদের সকলের রাজাধিরাজ, আমরা তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদের সকলের নিয়ন্তা, আমরা তাঁহাকে কদাপি অতিক্রম করিতে পারি না তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত আমরা কোন প্রকারে

সুখী হইতে পারি না। অতএব সকল কার্য্যেতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেক। যাহারা মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে, তাহারা ধর্ম্মান্ধ।

৩। নিয়মিত রূপে আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-পরীক্ষা করিতে অভ্যাস করিবেক। কত সময়ে আমাদের মনে কত অপকৃষ্ট ভাব উদয় হয়, রিপুগণের বশীভূত হইয়া কত পাপ করিয়া থাকি, তাহা স্বভাবত আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কত সময়ে আমরা ধর্ম্মের ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া আপনাদের স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করি। এই সকল মানসিক রোগ আমাদের অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে উপচয় হয়, কিন্তু আত্মপরীক্ষা এ রোগের মহৌষধ। ধর্ম্মকে সহায় করিয়া আপনাদের অন্তরকে পরীক্ষা করিলে তাহার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবেক। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি ধর্ম্ম পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, আমার পাপাসক্তি অদ্যাপি কত দূর প্রবল আছে, ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাতে মনকে কত দূর উন্নত করিয়াছি, কত বিষয়ে গর্হিতাচরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী আছি, এই সকল গুরুতর প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইলে অনেকেই আপনাদের আত্মার দুর্গতি দেখিতে পাইবেন। এই রূপ আত্মপরীক্ষা দ্বারা অনেক ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিগণ আপনাদের আন্তরিক মালিন্য ও আত্মার ভয়ানক দুর্গতি দেখিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চেতনা পাইবেন; যাহারা নিরবচ্ছেদে বিষয়রসাসক্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছে, তাহাদের মনে স্বভাবতঃ এক বারও প্রকৃত অনুশোচনার উদয় হইবেক।

৪। সত্যানুসন্ধানে নিয়ত যত্নশীল থাকিবেক। সত্যের প্রতি কি প্রকার যত্ন ও সমাদর করা আবশ্যক, তাহা অনেকে মনেও করেন না। অনেকে স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া ব্যক্তি বিশেষের বাক্য বা মতকে সত্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করে, কেহ কেহ এক এক সম্প্রদায়ের পোষকতার জন্য সত্যের নির্ম্মল ভাবকে বিকৃত করিতে চেষ্টা করে, কোন কোন বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি আপনার ভ্রান্ত মতকে বিসর্জ্জন করিবার ভয়ে সত্যের তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির প্রতি নেত্রপাত করিতে সাহস করেন না। অপর অনেকে কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া সত্যকে বিষবৎ দৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে আমরা যতই জ্ঞানবান্ হই না কেন তথাপি আমাদের জ্ঞান ও আমাদের বুদ্ধি অতিশয় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। আমরা অনায়াসেই ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে পারি। অতএব ঈশ্বর করুণা করিয়া যদি কোন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সত্যকে আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করেন, তবে আমরাও যেন তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া রাখি। যে কোন বিষয় আমাদের নিকট প্রস্তাবিত হইবেক, তাহা আমাদের মতের বিপরীত হইলেও স্থির রূপে ও অপক্ষপাত হৃদয়ে তদ্বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করা কর্ত্তব্য। সত্যানুসন্ধান বিষয়ে পক্ষপাত ও কুসংস্কার শূন্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পৃথিবীতে নানা প্রকার ধর্ম্মের মত লইয়া যে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ নিয়ত উত্থিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ বোধ হয় কদাপি উপস্থিত হইত না, যদিস্যাৎ লোকে সত্যানুসন্ধানে অক্ষপপাতী হইত। যাহা সত্য, তাহা চিরস্থায়ী, তাহা আমাদের চিরকালের ধন, অতএব সামান্য বিষয়ের অনুরোধে সত্যকে উপেক্ষা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

বাল্যকালাবধি এই প্রকার উৎকৃষ্ট

অভ্যাস উপার্জ্জন করিতে যত্নশীল হইবেক। ধর্ম্ম কদাপি একদিনে উপার্জ্জিত হয় না। আত্মার উন্নতি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রীতি, মনুষ্যের প্রতি সদ্ভাব, এসমুদায় নিয়ত যত্ন ও আয়াস সাধ্য। রুগ্ন শরীর কদাপি একদিনে বলিষ্ঠ হয় না, ক্ষুদ্র তরু কদাপি একে বারে উচ্চ পাদপ হইয়া উঠে না। ধর্ম্মের পথ সরল নহে, কিন্তু যে সাধক বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, ঈশ্বর তাঁহার পথে উত্তরোত্তর অধিক আলোক প্রদান করেন, এবং পরিশেষে স্বীয় প্রসাদ বারি দ্বারা তাঁহার সকল ক্লেশ সকল দুঃখ দূর করেন ও তাঁহাকে অমৃতধামের অধিকারী করেন।

মারীভয়।

গত ১৭ অগ্রহায়ণে মারীভয় নিবারণের উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের যে সভা হয়, তাহাতে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

"অদ্যকার এই রজনীতে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের অনুকরণে তাঁহারি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে একত্র সমাগত হইয়াছি। অদ্যকার সভাতে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ও উন্নত ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রাহ্মেরা যে রূপ মনের সহিত ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, সেই প্রকার তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনেও অদ্য তৎপর হইয়াছেন। অন্য কোন কর্ম্মোপলক্ষে লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া সকলকে আহ্বান করিতে হয় কিন্তু অদ্যকার সমাজে এক সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারাই সকলে সমাগত হইয়াছেন, ইহাতে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর বল কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত আমরা অনায়াসে সকল ত্যাগই স্বীকার করিতে পারি: এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সূত্রপাত বই নয়; এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মের উষাকাল বই নয়; কিন্তু ক্রমে ইহার অমৃতময় সত্য যখন লোকের হৃদয়াকাশে উজ্জ্বলতর রূপে বিরাজিত হইবে তখন ইহার প্রভাবও সমধিক হইবে। দুই প্রহরের সূর্য্যের ন্যায় ইহার তেজ তখন পৃথিবীময় বিকীর্ণ হইবে; ব্রাহ্মেরাই পরে সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের অগ্রগামী নেতা হইবেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহাতে সদুপায় হইতে পারে, তাহাতে সকলে যত্নবান্ হউন। এই বিস্তীর্ণ মারীভয়ের কি প্রকারে উপশম হইতে পারে, ব্রাহ্মেরা এক্ষণে বিবেচনা করুন। ভীষণাকৃতি ধরিণী মৃত্যুর চর সকল চতুর্দ্দিকে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা ও শোকের ভয়ানক তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা সেই অমঙ্গল স্রোতকে মন্দীভূত করিতে অগ্রসর হউন, এবং পরে যাহাতে এই ভয়ানক মারীভয় পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দেশকে একেবারে উচ্ছিন্ন না দেয়, তাহারও উপায় দেখুন। সকলে একত্র হইয়া সাহায্যার্থে রাজ পুরুষদিগের নিকট আবেদন করুন কিন্তু রাজ পুরুষগণ হইতে সকল সাহায্য হইতে পারে না, আমাদের আপনাদিগের চেষ্টার সম্পূর্ণ প্রয়োজন। অতএব আইস আমরা কার্পণ্যভাবে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত পূজার নিমিত্ত এই অবসরে তাঁহার চরণে আমাদের মনোমত ও সাধ্যমত উপহার অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে যে "দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনং। তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং। ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ং। দানান্যেতানি দেয়ানি অন্যানি চ বিশেষতঃ। দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা।" রোগীকে শয্যা শ্রান্তকে আসন তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজন বস্ত্র সকল প্রদান করিবেক। দীনান্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে ঔষধ পথ্য আহার রক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য ও স্থান এই সকল দান ও অন্য অন্য দানও দিবেক।" আমাদের ধর্ম্ম পরীক্ষার সময় ত্যাগ স্বীকার করিবার সময় এই এক উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যেন ইহাকে অবহেলা না করি। আমাদিগের অল্পত্যাগে কোন ফলোদয় হইবে না ইহা মনে

করিয়া যেন আমরা বিমুখ না নাই। আমারদিগের হস্তে এখন কি আছে না যত্ন ও চেষ্টা। ফল আমারদের হস্তে নাই, ফল সেই ফলদাতারই হস্তে স্থিতি করিতেছে। যদি আমরা পরের উপকারের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি আর তাহা যদি ফলবতী নাও হয়, তাহাতে কি? আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মতো সম্পন্ন হইল; ব্রাহ্মেরা ঐক্য হইয়া যাহাতে দেশীয় লোকদিগের এই দুর্গতি পরিহার হয়, তাহাতেই যত্নবান্ হউন। এ ভীষণ সময়ে উদাসীন থাকিলে আর চলিবেক না। এখন কি উদাসীন থাকিবার সময়? যখন ভাগীরথীতীরস্থ অসংখ্য জনগণেরা এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে; ভ্রাতা ভগিনীরা চিকিৎসা অভাবে ঔষধাভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পথে ঘাটে জন শূন্য অবরোধে প্রাণত্যাগ করিতেছে। জিজ্ঞাসা কর তোমাদের হৃদয় ইহাতে কি উত্তর দেয়, সাধু দয়াবৃত্তিইবা তোমাদিগকে কি বলে; ভ্রাতা ভগিনীগণের এরূপ হৃদয় বিদারণ শোক শেল উদ্ধরণের জন্য কি কেহই হস্ত প্রসারিত করিবে না? আমরা যখন কথা কহিতেছি এই সময়েই হয়ত কোন মাতা স্বীয় শিশুর মৃত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন! হয়ত কোন নিরীহ শিশু শয্যাশায়ী পীড়িত মাতার নীরস স্তন মুখে দিয়া বার বার আকর্ষণ করিতেছে। ইহাদের এরূপ অসহায় নিরুপায় অবস্থা দর্শন করিলে কাহার চক্ষু না অশ্রু জলে পূর্ণ হয়? কোন পাষাণ হৃদয়ও না বিগলিত হইয়া পড়ে? হায়! কেন এপ্রকার ভীষণ উপপ্লব অবতীর্ণ হইয়া ভারত ভূমিকে অবসন্ন করিতেছে। কেনইবা এই স্বর্গ তুল্য অনুপম দেশ জন শূন্য অরণ্য হইয়া যাইতেছে। এই বঙ্গ দেশের প্রতি একবার তোমরা স্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ কর, যদি অণুমাত্র দেশহিতৈষণাও তোমাদের মনে জাগরূক থাকে, যদি কণা মাত্র সাধুভাবও তোমাদের হৃদয়কে কখন কখন স্পর্শ করে, তবে এই দুর্ভাগ্য মাতৃ ভূমির প্রতি একবার তোমরা হস্তোত্তোলন কর। সেই পরম পিতার স্নেহের ধন তাঁহার অমৃতপুত্র আমাদিগের ভ্রাতা ভগিনীগণের অশ্রু জল মোচন কর। যে রূপ দুর্দ্দশার কথা চতুর্দ্দিক হইতে শ্রবণ করা যায়, তাহাতে অবাক্ হইতে হয়। মনে হয় যে এমন ধনধান্য পূর্ণ বঙ্গ ভূমিও বুঝি অরণ্য হইয়া গেল। অদ্য যাঁর সহিত বন্ধুতা রসে মিলিত হইয়া কেহ কথোপকথন করিলেন, কল্য তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন, তাঁর মৃত শরীর হয়ত নদীতে বিসর্জ্জিত হইল এবং ভীষণ আর্ত্তনাদে তাঁহার গৃহাকাশ পূরিত হইল। অদ্য যে ঘরে একজন মাত্র পীড়িত, কল্য তাহাতে একটিও সুস্থ লোক অবশিষ্ট নাই যে অদ্য একজন রোগীকে সেবা করে। এমন একটি সুস্থকায় প্রতিবাসীও নাই যে সেই বিপদের সময় তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করে, এই প্রকারে যোজন যোজন ভূমি চলিয়া গিয়াছে, যেখানে সকলি নীরব সকলি অন্ধকার, বোধ হয় যেন একটি দীর্ঘকায় নীরব কান্তারই বিস্তৃত রহিয়াছে, যথায় একটি মাত্র পক্ষীর বিরাব নাই যেন চেতনের সহিত অচেতনও নীরবে বিলাপ করিতেছে। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে জাহ্নবীর উভয় কূলে নয়নে কি নিরীক্ষণ করিবে না রাশি রাশি পরিত্যক্ত শবশয্যা উপর্য্যুপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, ধূমে অন্তরীক্ষ মেঘের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, শোকানলের সহিত কালানলও মুহুর্মুহুঃ প্রজ্বলিত হইয়া অগণ্য অগণ্য নর দেহ ভস্মসাৎ করিতেছে এবং ভীষণার্ত্তনাদে আকাশ কম্পমান ও অনবরত অশ্রু জলে পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। বিষাদে আকুলা মাতা মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া উচ্চরবে রোদন করিতেছেন। আপন উপযুক্ত সন্তানকে অনলে বিসর্জ্জন দিয়া শিরোদেশে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহাকেও ভীষণ জ্বরে আক্রমণ করিল, দুই দিবস পরে শ্মশানেই তিনি পুনরাগমন করিলেন, শ্মশানই তাঁর আবাস স্থল হইল। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সেই অনাথ পরিবারগণের পিতারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহারদিগকে স্নেহের সহিত ভরণ পোষণ কর। কোন স্থানে লজ্জাভূষণা কুলবধূ আপন মৃত শিশু ক্রোড়ে লইয়া নীরবে বিলাপ করত তার চন্দ্রমাতুল্য মুখে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিলেন, শিশুর পিতা ক্ষণেকের নিমিত্ত সকল শোক পরিহার করত

বিলপমানা প্রসূতির ক্রোড়দেশ রত্ন শূন্য করিলেন। হে ভ্রাতৃবর্গ! কঠোর তোমাদিগের প্রাণ, পাষাণ তোমাদিগের হৃদয়, যদি ইহাদিগের সহিত সমদুঃখী হইয়া অশ্রু জলে অশ্রু জল বিমিশ্রিত না কর, যদি ইহাদের সান্ত্বনার জন্য গুরু বিপদ লাঘবের জন্য এ সময়ে হস্ত প্রসারিত না কর। আমাদের বঙ্গদেশ বিপদের উপর বিপদে আক্রান্ত হইয়া জর্জ্জরীভূত হইতেছে, ইহার প্রজারা দৈব মানুষ উপদ্রব হইতে উপদ্রবান্তরে নীয়মান হইতেছে। হায়! সমুদায় বঙ্গদেশ উষা সদৃশ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। আমরা কি রূপে শোক সম্বরণ করি? ইহার মহোচ্চ অট্টালিকা সকল সমভূমি হইতেছে, ভগ্ন গৃহোপরি অশ্বত্থ বৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইতেছে, সমুদায় দেশ হিংস্র জন্তুর আবাস স্থল জঙ্গলে পূর্ণ হইতেছে। জন্ম ভূমির এ রূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভ্রাতা ভগিনীর এরূপ বিষাদ ধ্বনি আকর্ণন করিয়া যাহাদের হৃদয় আকুল না হয়, যাহারা প্রীতির সহিত বাহু প্রসারিত না করে সেই স্বার্থপরদিগের জীবন বৃথা, তাহাদিগের ধন সম্পত্তি বৃথা, যে ধন পরের উপকারে দেশের হিত সাধনে নিয়োজিত না হইল, যে ধন পিতৃহীন অনাথ শিশুগণের অশ্রু জল মোচন না করিল, সেই ব্যর্থ ধন ও পৃথিবীর ধূলিতে প্রভেদ কি? সাধুদের কি না ব্রাহ্মদের যে ভাণ্ডার তাহা পর দুঃখ নিবারণের জন্যই মুক্ত থাকিবে, অন্য লোকে বলিলেও বলিতে পারে যে কতবার আর কতবার আমরা পরের জন্য বৃথা অর্থ ব্যয় করিব কিন্তু ব্রাহ্ম কি স্বয়ং উপবাস করিয়াও তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবেন না? সংসারই যাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য স্থান, তাহারাই ধন হানিতে মুমূর্ষু হয় কিন্তু আমাদিগের ভাব স্বতন্ত্র, আমাদের যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরের জন্য সমর্পণ করিব, তাঁরই অভিপ্রেত কার্য্যে নিয়োগ করিব। যেখানে অন্য লোকে মনুষ্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া দান করে, সেখানে আমরা ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া স্বাধীনতা শ্রদ্ধা প্রীতির সহিত তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিব, তাঁর দান হীন সন্তানগণের দুঃখ নিবারণে ব্যয় করিব। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা তোমাদিগের অক্ষম ভ্রাতাদিগের সাহায্যে হস্তকে বিস্তার করিয়া পরম পিতার যোগ্য পুত্র হইতে সচেষ্ট হও, তাঁর মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিতে একান্ত মনে যত্নশীল হও, আমরা ধনেতে বলেতে অল্প হইলামি বা তাহাতে কি, ধর্ম্মের বল থাকিলেই আমরা সকল বলে বলী হইব। আমাদের যদি এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিন্ন আর কিছুই না থাকে, আর তাহাই যদি আমরা বিশুদ্ধ হৃদয়ে একটি অনাহারী দীনকে প্রদান করি, তবে গৌরবেচ্ছু স্বার্থপরের লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও তাহার ফল অধিক হয়! ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয় দেখেন এবং হৃদয় দেখিয়াই তাঁহার প্রেম মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, অতএব অদ্য তোমরা এখানে সেই ঈশ্বরের সমক্ষে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম নামের গৌরব সংস্থাপন কর।

ব্রাহ্ম সমাজের পৌষ মাসের সাধারণ সভা।

গত ৮ পৌষ রবিবার সন্ধ্যার পরে ব্রাহ্ম সমাজের আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থান জন্য ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন গত বর্ষের আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইনের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিতে আয়-ব্যয়ের-বিবরণ গ্রাহ্য হইল।

অনন্তর গত বর্ষের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা সর্ব্ব সম্মতিতে আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" কালীকৃষ্ণ দত্ত
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
" কানাইলাল পাইন
" ঠাকুরদাস সেন

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত

পরে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবের ধার্য্য হইল অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন।

বিত্ত সংস্থানের সাধারণ সভা পৌষ মাসে না হইয়া আগামী বর্ষ হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে আহ্বান হয়।

অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন উঠিয়া বলিলেন। গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে গত বর্ষে নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নির্ম্মূল হয়, কিসে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া কাহার মনে না এই মহতী আশা বদ্ধমূল হইতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে, কেবল বঙ্গদেশে নহে-সমুদায় পৃথিবীতে ইহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পূর্ব্বে যাহা দশবৎশরে বহু আয়াসে সম্পন্ন হইত না, এখন ঈশ্বর প্রসাদে তাহা এক বৎসরের মধ্যে অনায়াসে সমাধা হইতেছে। অতএব এখন আপনারা যদি সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। এমত সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, দৃষ্টান্ত যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান করুন; তাহা হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল দেখিতে পাইবেন।

আয় ব্যয়। আয়-ব্যয় বিবরণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে গত বর্ষে ১১০০৪৮৵০ আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭৮৪২।৶৫ মাত্র সমাজের আয়। ইহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২০০০ টাকা ন্যূন। এই আয়ের হ্রাস নানা কারণে ঘটিয়াছে। যাহা হউক আগামী বর্ষে যে সকল গুরুতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আগামী বৎসরে বিশিষ্ট রূপে যত্ন করিতে হইবে। অতএব আপনাদিগকে সমাজের আয় বৃদ্ধির জন্য এবর্ষে সবিশেষ মনোযোগ ও যত্ন করিতে হইবে। ইহা বলা বাহুল্য যে এখনকার সময় এ প্রকার উন্নতি সূচক যে অল্প অর্থে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে ইহা এখন তাদৃশ আদরণীয় নহে। ইহা একারণে নহে যে পত্রিকার গৌরবের হানি হইয়াছে বা ইহার প্রবন্ধ সকল সমাজের হিতকর নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে পত্রিকা যে সকল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূরিত থাকে, তাহা সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারে না এবং অনেকের পক্ষে কঠিন। যাহা হউক যে সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা এতদিন পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়া যাইতেছে। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত বিজ্ঞান ও দেশের হিত সাধন বিষয়ক প্রস্তাব ও ইংরাজীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধাদি প্রকটিত করা এবম্প্রকার উপায় দ্বারা পত্রিকার উৎকর্ষ সাধন করিতে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন।

পুস্তকালয়। কেবল ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তক সকল বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার বিক্রয়ের ও প্রচারের সুবিধা না থাকায় কয়েকটি শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের নিকট কত-

কগুলি পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সভায় গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক বিলাত হইতে ক্রয় করা হইয়াছে; বোধ হয় আর দুই এক শত টাকার পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তকালয় দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে।

দেশের হিত সাধন। প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপ্রতীকারার্থ সাহায্য দিবার জন্য ধন সংগ্রহ হয়, তাহাতে অনেকেই উৎসাহ ও উদারতা সহকারে অর্থ দান করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাভাব প্রযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। সমুদায়ে ৩০৪৩॥৶১৫ সংগ্রহ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অস্মদ্দেশে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি সাধনের বিহিত উপায় ধার্য্য করিবার জন্য ১৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মদিগের এক সাধরণ সভা হয় এবং ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ মহোদয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ ত্রিবেণী হালিসহর প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি যে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে,তন্নিবারণার্থে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে; এবং ইহার যত্নে অর্থ সংগ্রহ হইয়া ঔষধ ও চিকিৎসক ঐসকল স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাতে ৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভবানীপুর ও চুঁচুড়াতে ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিত রূপে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইয়াছে। ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা অনেকে ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাজের উপাসনা কার্য্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন; এবং ঐসকল ব্যাখ্যান পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে; শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরিত্র শুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন বিষয়ক নীতি সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ কলুটোলা পল্লীতে একটি শিশু বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার সময়ে ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া, সম্পাদক মহাশয়, আগামী বর্ষে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে সভ্যদিগকে অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা এক-মত ও এক-হৃদয় হইয়া পরম পিতার কার্য্য সাধন করেন এবং সমবেত চেষ্টা দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, এ প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ঐক্য সম্পাদন করা আশু কর্ত্তব্য। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের পবিত্রতা ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন,এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গত সভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতক দূর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গতের সভ্য সংখ্যা অতি অল্প এ জন্য ইহার দ্বারা ঐ মহান্ উদ্দেশ্যটি সম্যক্-রূপে সংসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমত সঙ্গত সভা দ্বারা ইহার সভ্যদিগের মধ্যে প্রীতি বিস্তার হইতেছে, সেই রূপ সকল ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনায়াসে ঐক্য সম্পাদন হইবে,এজন্য কলিকাতাতে একটি প্রতিনিধি সভা করা আবশ্যক। অর্থাৎ এমনএকটি সভা হয় যাহাতে প্রত্যেক শাখা সমাজের এক এক জন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজের মত বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নাম করণ, ধর্ম্ম-দীক্ষা, বিবাহাদি কার্য্য সমাধা

হইবে তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে এবং ব্রাহ্ম মণ্ডলী সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রকারে সকল ব্রাহ্মসমাজ প্রীতিরসে মিলিত হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে যত্নবান হইলে আর বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সদ্ভাব ও আনন্দ চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হইতে থাকিবে

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরা বিদ্যার সহিত সুপ্রণালীতে ব্রহ্ম বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে এদেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় দুইমাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউমন্ সাহেবকে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত যে তাঁহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় হয় সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এখন কোন প্রণালী নাই, এবং এই অভাবের জন্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উপাচার্য্য, শিক্ষক, ও প্রচারক হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তাহাদিগের উপর কোন শাসনেরও নিয়ম নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন উপাচার্য্য হইয়া থাকেন; তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় কেহ যথোচিত রূপে পরীক্ষা করেন না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কোন এক ব্যক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার তদ্বিষয়ে ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। সুশিক্ষিত উপাচার্য্য, শিক্ষক এবং প্রচারক এ সময়ে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে এবং এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম বিদ্যার আলোচনা হইতেছে না এবং অনেক স্থানে কুসংস্কারও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব একটি শিক্ষা প্রণালী স্থির করিয়া এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্যক যে যাঁহারা এই প্রকার শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষক বা উপাচার্য্য বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তাব অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আগামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

ভ্রাতৃগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্ম্মের কতদূর উন্নতি হইয়াছে। অপ্রশস্ত নীচ ভাব সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে এবং উচ্চ লক্ষ্য ও আশা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদয় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করা যায়, ইহাই ব্রাহ্মের এক মাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে ও ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশে বুদ্ধিবৃত্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভে চরিতার্থ হইতেছে, আর একদিকে সঙ্গত সভার দ্বারা বিশ্বাস কার্য্যেতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এই রূপে সমুদায় জীবনের উন্নতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা; তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন ও ইহার প্রবর্ত্তক না হইতেন, তাহা হইলে কি কেবল আমাদিগের ক্ষুদ্র বলে এই বিঘ্নময় বঙ্গভূমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কখনই না। অতএব সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি।

এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি এই প্রার্থনা করি যে সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে মিলিত হইয়া অপরাজিত উৎসাহ ও বল সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া জীবন সার্থক করুন।

W. NEWMAN AND HIS EVANGELICAL CRITICS.

[From The Westminster Review.]

On the termination of this critical survey of Mr. Newman's literary labours, we naturally recall our thoughts to the social work he has aimed to do, the intellectual position which he occupies, the religious creed that he proclaims. His controversial books have a character about them which makes their literary merits quite secondary: they are, in some sense, his life; his life, even more than his thought. Nay, they are the life and thought of all who have had the sorrow, or the privilege according as we estimate it, of discerning the false and the obsolete in old forms of faith and aspiring to the acquisition of a larger and more human creed. In our day, unbelief is common, and, as a necessary consequence of a supposed detection of falsehood, it is inevitable and beneficial. But unbelief must not and cannot be the final attitude of our intellect. For it avails little to reject the false, unless the rejection be a preparation for the reception of the true. Few men have felt this more deeply than Mr. Newman. Hence his persistent endeavour to reconstruct a religion for humanity, to give us back under what he conceives to be truer forms the ancient faith that made men strong, valiant, and trustful; that inspired them with fortitude in the battle of life, humility before the Ideal of their heart and conscience; hope for the future; patience and consolation in the present; reverence and love for the past. We do not claim for Mr. Newman success in his enterprise, but at least he has exhibited many of the qualities that are the conditions of success: courage, honesty, disinterestedness, mental intrepidity, devotion to a righteous purpose, quiet endurance, and persevering endeavour. The "Phases of Faith," the "Soul," "Theism, Doctrinal and Practical," all establish his genuineness and sincerity: all show how he has suffered, thought, and done. His sympathy with man, his love of truth, his desire for the physical and spiritual elevation of our race; his readiness to champion goodness; to support freedom; to diffuse wisdom; to procure for the oppressed nations liberty of thought, of action, of social life; to extend the rights of a free people in proportion to their moral and intellectual capacity; are known by his deeds and spoken words, as well as by his writings. Distinguished by his unwearied industry, he has shown his patriotic and cosmopolitan sympathy in various literary and active directions, in which we cannot now follow him. There are men whose classical learning is superior; whose mathematic attainments are far greater; whose æsthetic faculty is more delicate, but there is no man in our generation who, possessing such numerous accomplishments, has so nobly, so unequivocally stood forth as the representative at once of *faithful unbelief* and religious aspiration.

It is improbable, we think, that his methods will be finally accepted; it is improbable that this poor distracted age of ours will ever attain rest. In this prevailing scepticism, the growing discredit into which all theological and metaphysical science has fallen, the present imperfect and precarious position of any natural system of philosophy and the now undisciplined state of the human affections and faculties, it is far more likely that the dream of catholic unity will be indefinitely postponed, that the human mind, confused as if by celestial panic and preternatural terror, will, in its spasmodic efforts to avoid the loneliness of unbelief, and to escape the practical and logical inconsequence of the current creeds, oscillate from heresy to orthodoxy, from scepticism to Catholicism, with a sad and monotonous alternation, till long after we and our children have ceased to speculate on the problems of existence, or to feel "the burthen and the mystery of all this unintelligible world." Still, a cordial welcome and sincere applause are due to all those who strive to restore us to faith, to moral grandeur, to the sense of an inward law awful as the voice of God himself; who proclaim that the old Hebrew

traditions have still a divine significance; that truth and duty, and sin and the sorrow that follows sin; that holiness, and the joy that holiness confers, are, under some assignable name, and with some definite circumscription, solemn and eternal verities. Mr. Newman has faithfuly striven to accomplish this arduous enterprise, and if he has not brought light and conviction to all, we doubt not that there are many who owe to his teachings much of calm faith, and steady love, and sustaining hope; many to whom the true and noble utterances of his *practical* theism reveal fresh beauty and offer new certainty; because they believe him to have laid broad, deep, and strong the basis of his *speculative* theism.

We have completed our task; one of requi vindication and necessitated disclosure. We have shrunk from giving needless offence, but we have not shrunk from asserting what we deem to be the truth, nor refrained from the severity of righteous and deserved reproof. In discharging the office assigned us, our principal object has been to show that Mr. Newman's arguments remain substantially unanswered; to intimate the difficulties of belief, and to propitiate the generous sympathies of the intellectual and tolerant believer. We have, throughout this article, not so much opposed the religious creed of society as the arguments and expedients by which that creed is supported. If the truth be really on the side of Mr. Newman's opponents, as they assert, a sounder logical and philosophical method will elicit and confirm it; while his sophistical arguments and ungrounded theories, as they pronounce them, will thus be finally refuted and defeated.

Truth— which is but another name for the imperial aggregate of the great facts of Nature, of man, and the eternal and mysterious life which includes them—can never suffer from discussion. It expands with human culture; it gains depth and breadth with the advance of science; it acquires fresh glory and security from its material conquests. Whether some form of Christianity is to guide the coming generations of men, as most think; whether the hope which a few high intellects among us still cherish of a transcendental method of evolving religious truth is yet to be realized; whether, as others say, we must rest content "with the dim gleams of a remoter world," to which poets and mystics refer us, learning a wise self-limitation. and finding a childlike satisfaction in the duties and enjoyments which human relations and natural developments suggest, we presume not to determine. To us this only is evident, that while, on the one hand, sincere doubt is better than blind conviction, while it cannot be suppressed by coercion or intimidated by theological menace, the final establishment of truth, on the other hand, can only be effected by the combined efforts of men of peace and good will, of men who are not afraid to face argument, who are slow to prejudge others, who give an opponent credit for genuine faith and honest conviction, who to the resources of a judicial yet expansive intellect unite the high qualities of a genial and chivalrous heart.

SIX NATIVE HINDOO TRACTS

[FROM THE UNITARIAN HERALD.]

Through the kindness of professor Newman we have had placed in our hands the first six—from June to November, 1860—of a monthly series of English tracts, published by the Hindoo religious communities which were founded by Rammohun Roy. These tracts are interesting in themselves, but they derive their greatest interest from the fact that they are the outcome of a movement towards pure and spiritual religion among the Hindoos themselves. What we had hitherto heard of the religious societies, still existing in various parts of Bengal which owed their origin to the work and influence of Rammohun Roy, was not very hopeful. Until of late their position has been as far as we could gather, that of a school of pretentious sceptical thinkers, holding a cold esoteric Theism, secretly despising the old idolateries, while still maintaining the proud exclusiveness of their religious caste. Recently, however, a new party has sprung up among them,—a party of earnest life and movement, who are endeavour-

ing to infuse a more living piety into their own communities; and who, seeing with sorrow that the growth of Western ideas and education has hitherto done little except make sceptics and indifferentists, are desirous to convert the rising generation, or "Young Bengal," to active spiritual faith. * * * If the rising men of the "Bramo Somaj" are really taking this tone, and themselves openly acting up to it, we cannot but most deeply rejoice. True, the religion of these tracts is simple Theism. Christianity is spoken of as a special creed, and classed as such with Hindooism and Mahomedanism; and little wonder, seeing that the Christianity which alone comes prominently before these Eastern thinkers is the missionary-orthodoxy which they despise and dislike. The spirit of these tracts is the spirit of Christianity, and whether coming to them through Rammohun Roy a generation ago, or through writers like Mr. Newman in the present day, it is actually the result of Christian influences, however little they may be conscious of it, however devoutly they my believe that they are relying solely on intuition. We are not anxious that they should call their religion by our name—provided it is true, and held to heartily. No one can read these tracts without feeling deeply impressed by the beauty and tenderness with which they set forth the Fatherhood of God. * * * The specimens we have given will be enough to interest our reader. Truly it seems a strange thing to find educated Hindoos writing these things; publishing an English series of religious tracts, unlike anything our ideas of that people have led us to expect. Let us hope it will not end in mere spritual aspiration and highflown writing. All this means, if it is sincere, earnest moral reform; sturdy opposition to the degrading distinction of caste; willingness to take up the cross for the practical carrying out of these thoughts in the midst of a life whose whole form and fabric is at present pervaded by idolatry. Is this what our Hindoo Theists mean? If it is; God speed them!

আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার উত্তর আগামী মাসে দেওয়া যাইবে

বিজ্ঞাপন

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূল্য .... ।০ চারি আনা।

তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূল্য ..... ।।০ আট আনা

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রাম কানাই সেন	৪
" হরনাথ ঠাকুর	৪
" হরমোহন বসু	১॥০
	৯॥০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব	৬
" উমাচরণ মিত্র	৩
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
	১১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
" শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়	১
	১৭

৩৭॥০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।
মাঘ সোমবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২২৩ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প　　　　পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য ও উপাচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে জন কোলাহল নিস্তব্ধ হইল এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।

"ভ্রাতৃগণ! অদ্য যে জন্য তোমরা এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে সমাগত হইয়াছ, তাহা সংসাধন কর। যাঁহার উৎসাহ জনন প্রফুল্ল আনন দর্শন করিবার জন্য তোমরা সম্বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, তিনি এখন তোমারদিগের সম্মুখে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন; একবার তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত কর। সেই আনন্দময় জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। নয়ন উন্মীলন করিলে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পাই; এই আলোক মালার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহার কিরণ, এই সাধু মণ্ডলীর মুখচ্ছবিতে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গল-ভাব; চতুর্দ্দিক্ তাঁহার গম্ভীর ভাবে পরিপূরিত রহিয়াছে। আবার যখন নয়ন নিমীলিত করি, অন্তরে দেখি যে সেই রাজ-রাজেশ্বর হৃদয়াসনে স্বয়ং আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং প্রীতির কিরণে সমুদয় মনোরাজ্যকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন। আহা! অদ্যকার রজনী কি আনন্দের রজনী! অন্তরে বাহিরে জ্যোতি, অন্তরে বাহিরে আনন্দ স্রোত। পিতার প্রেম-মুখ দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি; ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সাধু-সত্য-পরায়ণ ভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি। অদ্য যেন কোলাহলময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমরা পিতার শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি: এখানে পাপ নাই, দুঃখ নাই: এখানে সুবিমল ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে; মধ্যে পরম পিতা অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার পদানত পুত্রেরা এক পরিবারের ন্যায় প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনাতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

এত আনন্দ কি মন ধারণ করিতে পারে? যে উৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমারদিগকে কত সৌভাগ্যবান বোধ হয়। অদ্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিবস; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিন, যে সমাজের জ্যোতি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গ দেশের এবং সকল দেশের উন্নতি সাধন করিবে; যাহার প্রভাবে কুসংস্কার তিরোহিত হইবে, কাল্পনিক ধর্ম্মের বিনাশ হইবে, অনাথ সনাথ হইবে, পাপী মুক্ত হইবে, পর্ণ-কুটীর রাজ প্রাসাদ অপেক্ষা আনন্দময় হইবে এবং এই পৃথিবী প্রীতি পবিত্রতা ও আনন্দে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বর্গ তুল্য হইবে; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিবস। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমাদের জীবন এই পবিত্র উৎসবের পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হইতেছে। অদ্য সেই "রস-স্বরূপ" সেই প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। তিনি যে কেবল অদ্যই আমারদিগের উপর করুণা বর্ষণ করিতেছেন, এমত নহে। যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি পিতা মাতা সুহৃদ্, তাঁহার করুণার প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিতেছে।

গত বর্ষের প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ্, কখন বিপদ হইয়াছে; কখন বা বন্ধুবান্ধবাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৌভাগ্য সমীরণ সেবন করিয়াছি, কখন বা যন্ত্রণা ক্লেশে সংসারের কঠোরতার পরিচয় পাইয়া একাকী বিলাপ করিয়াছি। কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমারদের উপরে স্থির ছিল; তাঁহার প্রীতি ক্রোড় হইতে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন হই নাই। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! যখন শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন; পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া যখনি অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; ঘোর নিশীথ সময়ে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একাকী সংসারারণ্যে আমি নিতান্ত অসহায় অবস্থাতে ছিলাম, তখন তিনি আমার নিকটে থাকিয়া আমার দেহ মনকে রক্ষা করিয়াছেন; যখন সুখের জন্য ধর্ম্মের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়াছি তিনি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন সেই অনাদ্যনন্ত, সেই ভূমণ্ডলের অধীশ্বর যিনি দেশ কালের অতীত, যাঁহার শাসনে সমুদয় জগৎ চলিতেছে; সেই ভূমা সেই মহান্, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব যে আমরা আমারদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা যায়? হা! সেই জীবনের জীবন, সেই দীন শরণ; সেই করুণাময় মুক্তি দাতা—"তাঁহার সমান কেহ চখে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে।" তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব, তিনিই আমাদের সহায় সম্পত্তি তিনিই আমাদের আশা আনন্দ। ভ্রাতৃগণ আইস পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রাণ-সখার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক করি। হৃদয়-নাথ! আমারদের কি আছে যে তোমার করুণার প্রতিক্রিয়া করিব? তুমি প্রেম-সমুদ্র, তুমি মঙ্গল নিকেতন; তোমার যে কত করুণা, তাহা স্মরণ করিতে গেলে বাক্য মন স্তব্ধ হইয়া পড়ে। আম

দীনহীন, আমরা এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ধূলি কণাতে বদ্ধ রহিয়াছি, আমারদের কি পুণ্যবল যে তুমি আমারদিগকে এত প্রীতি কর। আমরা তোমা হইতে দূরে যাই, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি, কিন্তু নাথ! তুমি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমারদের মঙ্গল সাধন কর। তুমি আমারদিগকে কত সুখ দিয়াছ ও দিতেছ, তাহার সীমা নাই; তোমার প্রীতির বিশ্রাম নাই। জগদীশ! আমরা তোমাকে কি দিব? আমাদের হৃদয় মন দেহ প্রাণ, যাহা আছে, তুমি সকলি লও, আমরা তোমারি।

ভ্রাতৃগণ! এক বার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই দুর্ভাগ্য অনন্যগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ। রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া একত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশ উন্নত হইতেছে। দেখ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সত্যের রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমারদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পারিতাম না। আমারদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাহ্ম সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যে সকল স্থান পৌত্তলিকতার দুর্গ-স্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে; যাঁহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিবামাত্র খড়্‌গ হস্ত হইতেন, তাঁহারদের বিদ্বেষের খর্ব্বতা হইয়াছে; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পূজা হইত এবং ধর্ম্ম উপহাসের বস্তু ছিল, সে সকল পরিবারে একমেবাদ্বিতীয়ং মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে; যাঁহারা কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মে শূন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীরুতা প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারাও অকাতরে ঈশ্বরের জন্য বিষয়-ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরাও জাগ্রত হইয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমারদের দুর্ভাগ্য ভগিনীগণকে কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহারদের সরল হৃদয়ে পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন; বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মঙ্গল-চ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দ্ধস্ফুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই; ইহার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব পরাস্ত হইতেছে, উৎসাহের অগ্নিতে ভীরুতা ও কপটতা ভস্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের দুর্ভাগা বঙ্গদেশ এতকাল ঘোর অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া সত্য-সূর্য্যের নব আলোক দর্শন করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উৎসাহ-সহকারে উন্নত হইতেছে। ধন্য মহাত্মা রামমোহন রায়! যাঁহার প্রসাদে এদেশে পবিত্র ধর্ম্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য বঙ্গভূমি! যেখানে ঐ ধর্ম্মের প্রথম আবাস-স্থান হইল। চতুর্দ্দিকে কি আশ্চর্য্য-রূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতদ্রু নদী-তীরস্থ ভজ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম,

ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কি সুবিস্তীর্ণ হইতেছে! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা, যেখানে কাল্পনিক ধর্ম্ম এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। ব্রাহ্মগণ! আর নিদ্রার কাল নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমারদিগের তাদৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই; তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি একবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্য্যেতে করিতে হইবে। "সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন", ইহা কি কেবল বাক্যেতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব এবং কার্য্যের সময় লোক-ভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব! তবে আমারদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি? আমারদিগের ধর্ম্ম কি নির্জীব নিদ্রিত ধর্ম্ম? কখনই না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অগ্নিময় জীবন্ত ধর্ম্ম; ইহার এক স্ফুলিঙ্গে পৃথিবীর রাশীকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাজিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হয়, লক্ষ লক্ষ শত্রু এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্ম্মের উপাসক; ঈশ্বর আমারদের সেনাপতি, সত্য আমাদের বর্ম্ম, আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি খড়্গ হস্ত হয়, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি সুখ সম্পদ্ মান সম্ভ্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পার্থিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অকৃত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মগণ! আলস্য ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ ও বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কর, ব্রহ্ম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মহীন নির্জীব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য যেন সেই জ্যোতির জ্যোতি ভুবনেশ্বর এখানে আসিয়া তাঁহার সংগত পুত্রদিগকে কহিতেছেন, "উত্থান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।" আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করত অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেম শৃঙ্খলে কেন না আবদ্ধ হও? ভ্রাতৃগণ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।

হে পরমাত্মন! তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়; তুমি যেমন অদ্য আমারদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; তুমিই আমারদের পিতা মাতা, তুমিই আমারদের সুহৃদ্। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমারদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমারদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমারদের চিরসম্পদ্। নাথ! যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারিরা আ-

মারদিগকে পরিত্যাগ করিবেক, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চিরজীবন-সখা চির-সুহৃদ্ বলিয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব হে জীবনের জীবন! আমারদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক; সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়-নাথ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং”

অনন্তর ব্রহ্মসঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল এবং ব্যাখ্যান পাঠের পর বেদী হইতে আচার্য্য আদেশ করিলেন যে,

“প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় অবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম আজি কি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন সূর্য্য যখন অদ্য প্রভাতে আপনার কিরণ বিকীর্ণ করিলেন, তিনিও আমারদের সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইয়া আমারদিগকে তাঁহার নিকটে আকর্ষণ করিলেন। অদ্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাঁর উজ্জ্বল কিরণ আমারদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। সম্বৎসর কাল আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কবে ১১ মাঘ আসিবে, সকল ভ্রাতৃমণ্ডলী একত্র হইয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা পরম পিতার অর্চনা করিব, সকল সুহৃদে মিলে পরম সখাকে ডাকিব, প্রীতি ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া তাঁর চরণে প্রণিপাত করিব। সেই ১১ মাঘ উপস্থিত, অদ্য ঈশ্বর আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন আমরা জাগ্রত হইয়াছি, আমারদের চক্ষের আলোক হইয়া তিনি দর্শন দিয়াছেন। সূর্য্য উদয় অবধি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহার মহিমার মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি। আমরা জানিতেছি, আমারদের পরম গুরু পরম সখা আমারদের সম্মুখেই আছেন। তিনি আমারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমরাও সহজে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। যাঁর মুখ হইতে যে অমৃত বাক্য নিঃস্যন্দিত হইতেছে, তাহা তিনিই প্রেরণ করিতেছেন। পূজার জন্য যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়া পবিত্র-স্বরূপকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই তাহা দান করিতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সঙ্গীত ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত ধ্বনিত হইতেছে—স্তব স্তোত্রে আকাশ পূর্ণ হইতেছে। সাগর সমান গম্ভীর ভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, আনন্দ-কিরণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় প্রসারিত হইতেছে। ঈশ্বর আমারদের সম্মুখে পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁর সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। তাঁর সেই জ্যোতি এ চক্ষুতে দেখা যায় না, তাহা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের যেমন উপদেশ যে তাঁহাকে সহজে দেখ, আমরা তেমনি তাঁহাকে সহজেই সাক্ষাৎ দেখিতেছি। যেমন সকলকে দেখিতেছি, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন; তেমনি সাক্ষাৎ জানিতেছি, পরম পিতা আমারদের সম্মুখে আসিয়াই আমারদের উপাসনা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ জানিতেছি, এই ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন; তেমনি জানিতেছি, ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। “অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।" তিনি অপাণিপাদ হইয়া আমারদের সঙ্গেই বিচরণ করিতেছেন। তিনি অচক্ষু অকর্ণ হইয়া আমারদিগকে দেখিতেছেন ও আমারদের আনন্দ-নিনাদ শ্রবণ করিতেছেন। তিনি করুণা-নিলয়, তিনি মঙ্গল-নিকেতন, সকল হৃদয়েই তাঁহার প্রেম। বিনীত ভাবে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গমন কর, এখনি দেখিতে পাইবে, এমন সত্য-ভাব আর কোথাও নাই; এমন মঙ্গল-ভাব জগতে নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রীতি-অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কোন পার্থিব বস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া স্বর্গাভিমুখেই সমুত্থিত হইতেছে। দেখ, সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। হৃদয় তাঁহাকে ধরিবার জন্য যেমন প্রশস্ত হইতেছে; তিনি ততই তাহাকে পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরান্তে অদ্য যদি তিনি আপনাকে এমন প্রচুর-রূপে দান করিতেছেন; তবে যখন আমরা এ পৃথিবী হইতে নূতন লোকে গিয়া উত্থিত হইব, তখন আমরা কি আনন্দে আনন্দিত হইব! তখনকার উৎসবের সহিত এ মহোৎসবের কি গণনা! ঈশ্বর আমারদের এই পৃথিবীর জন্যই নন, তিনি আমারদের একালের ও পরকালের নেতা। তিনি আমারদের চিরকালের আনন্দ। হে পরমাত্মন্! তোমার গুণ কীর্ত্তন আমি কি করিব! বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়—মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

পরে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

অষ্টম অধ্যায়।

৬৪

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্ব্বাহ্য তিনি সমান রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ; যে পুণ্যকীর্ত্তি তাঁহার অমৃতময় পথে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার উৎসাহজনক প্রসন্ন মুখ সর্ব্বত্রই দেখিতে পান। সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু; এই বিশ্ব সংসারের সকল কার্য্যেতে তাঁহারই বল ও তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্য দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহ ও সুখ সাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬৫

যত লোক আছে, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ

চক্ষু মস্তক এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত সংসারকে ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন।

তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া হে মানব-সকল! শুভ কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হও এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর।

৬৬

এই নানা শিরোমুখ গ্রীব বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন।

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে, সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের ধনদাতা, জ্ঞানদাতা, মুক্তি-দাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গলের নিদানভূত।

৬৭

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু তাহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত পদাদি কোন অবয়ব নাই; অথচ হস্ত পদাদির কার্য্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতেছে।

৬৮

যখন তাবৎ প্রাণি নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্ব্বক্ষণই জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থ-সকল বিধান করিতে থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধনার্থে শ্রম হইতে বিরত হই, তখন তিনি বিরত হন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিত-সাধন করিতেছেন।

৬৯

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইতেও , এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত-ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।

হ্রস্ব দীর্ঘ শূন্য অতি সূক্ষ্ম যে আমারদের আত্মা তাহা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম এবং অসীম আকাশ হইতেও তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না, তিনি আমারদের হৃদয় মন আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত, নিত্য-পরিতৃপ্ত পরমানন্দময়; যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়, তাহার আর শোক থাকে না; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না।

৭০

যিনি এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি আমারদের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি নিত্য স্বকীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন; আপনি অন্য কোন বস্তু হন নাই। এই এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ করিয়াছেন; তাঁহার যেরূপ বিষয়াতীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

৭১

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের চেতন, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

এই জগতের সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি এক মাত্র নিত্য। তিনি জীবসকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন; তিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনা-সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী লোকেতেই তাঁহার কত প্রজা এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই সকলের প্রয়োজন যথা উপযুক্ত রূপে একাকী বিধান করিতেছেন; তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। যাঁহারা এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরম দেবতাকে স্বকীয় হৃদয় মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারদিগের তৃপ্তি সরোবর কদাপি শুষ্ক হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে; তাঁহারদের নিত্য শান্তি লাভ হয়

৭২

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।

[illegible] ও মোহজাল আমারদের হৃদয়-গ্রন্থি। পাপাসক্তি ও কুসংস্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থি-সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই সকল দুশ্চ্ছেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে; তখনই জানিবে যে যে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে পরম পিতার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছি—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ।

ইতি প্রথমখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়।

কি কি উপায়ে এদেশের উন্নতি হইতে পারে?

এই প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কোন্ কোন্ অংশে অনুন্নতি আছে, অগ্রে তৎপ্রদর্শন আবশ্যক। ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, বিদ্যাশিক্ষা এবং আচার, ব্যবহার, এই কয়েক বিষয়েই এদেশের অনুন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সুতরাং এদেশের উন্নতি এই সমুদায় বিষয় গুলির দোষ সংশোধনসাপেক্ষ। ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, ও শিক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত দোষ আছে, তাহার সংশোধন হইলে আচার ব্যবহারাদি গত দোষ সংশোধন আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। ঐ সকল বিষয় দোষদুষ্ট হওয়াতে আচার ব্যবহারাদি গত দোষ এ দেশে আজিও অনুন্মূলিত রহিয়াছে।

প্রথম, ধর্ম্ম দোষ। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই ইহার রক্ষার অদ্ভুত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কৃত অদ্ভুত প্রণালী, ও অদ্ভুত নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে, এই জগৎ ক্ষণমাত্রে উৎসন্ন হইয়া যায় সন্দেহ নাই। এই জগতের প্রতি পদার্থেই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অসীম করুণা, গম্ভীর মঙ্গল ভাব ও অনন্ত মহিমার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন এই বিচিত্র বিশ্বের স্রষ্টা হইলেন, তাঁহার অসামান্য করুণাবলেই যখন আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তখন তিনি একমাত্র আমাদিগের আরাধ্য, ও আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার আরাধনাই পরম ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, এ দেশে বুদ্ধি-বিভ্রম ও প্রমাদ প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছে; এক ঈশ্বরের আরাধনার পরিবর্ত্তে কল্পিত দেবাদি বিষয়ক পূজা বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মদোষ ঘটনা হওয়াতে কেবল যে এ দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে, দেশও ক্রমশঃ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার না থাকিলে দেশের যে এই রূপ দুর্দশা হয়, ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে যে অনর্থমূল হিন্দু ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বহু স্থল ব্যাপী দৃষ্ট হইতেছে, ইহা আমাদিগের আদিম ধর্ম্ম নহে। প্রথমে এ দেশে এক ঈশ্বরের আরাধনা বিধি প্রচলিত ছিল। বেদ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদ হিন্দুজাতির আদি ধর্ম্ম শাস্ত্র। বেদে দুর্গা, কালী, ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির পূজা বিধি দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম পুরাণকারদিগের সৃষ্টি। এ দেশে ব্রাহ্মণ জাতি যে অবিসম্বাদিত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বিষময় ফল। তাঁহারা উপার্জ্জনের যত নূতন নূতন পন্থা আবি-

স্কৃত করেন, ততই নূতন নূতন অদ্ভুতমূর্ত্তি দেব দেবীর সৃষ্টি হয়। স্বার্থপর ভ্রান্ত লোকেরা সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মস্রোতকে এমনি আবিল করিয়া তুলিয়াছে যে, বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, গিরি, গুল্ম, গো, মৎস্য প্রভৃতি কিছুই এখন এ দেশীয় লোকদিগের অনারাধ্য ও অনমস্য নহে। তাহারা বট বৃক্ষ দেখিলেই প্রণাম করে, শঙ্খচিল দেখিলেই নমস্কার করে, মৃণ্ময় প্রতিমা দেখিলেই তাহার অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হয়, গাভী দেখিলে প্রদক্ষিণ প্রণাম করে, ইহাতে কি তাহাদিগের লজ্জা হয় না? ইহাতে কি তাহাদিগের আত্মাতে অবজ্ঞা বোধ হয় না? জগদীশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই কার্য্য গুলি কি বুদ্ধিমানের মত হইতেছে? যিনি যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই সেই পদার্থ স্বরূপ বোধ করিয়া তাঁহার পূজা ও আরাধনা করা, ইহার পর নির্ব্বোধের কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? ইহা দ্বারা কেবল আত্মার অপকর্ষ হইতেছে মাত্র।

অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পদ গ্রহণ করাতে আমরা যে দিকে চাই, সেই দিকেই অনিষ্ট দেখিতে পাই। এই এক ধর্ম্মদোষে আমাদিগের উৎসাহ শ্লথবদ্ধ ও অধ্যবসায় মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি উৎসাহান্বিত হইয়া কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান চেষ্টা করি, উল্লিখিত ধর্ম্মদোষ অগ্রসর হইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে। যদি আমরা বাণিজ্যার্থী হইয়া সমুদ্রে গমন করি, ধর্ম্মদোষে সমাজের লোকেরা এখনই আমাদিগকে জাত্যন্তর করিবে। সমুদ্র গমন প্রতিষেধ কি বিশুদ্ধ ধর্ম্মের কার্য্য? বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দেশের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেন, ইহা কখন সে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখেন না। সমুদ্রাদি গমনের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে? যখন এ দেশে এক ঈশ্বরের আরাধনা বিধি প্রচলিত ছিল, তখন কি সমুদ্রাদি গমন তাহার অনুমোদিত ছিল না? জগদীশ্বর আমাদিগের উপভোগার্থ যে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য অন্য অংশের লোকে তদুপযোগিতাফল ভোগ করিবে, আমরাই কেবল তদ্বিষয়ে বঞ্চিত থাকিব, সমদর্শী করুণানিধানের সৃষ্টির কখন কি এরূপ বিষম উদ্দেশ্য সম্ভবিতে পারে? সমুদ্রাদি গমন প্রতিষেধ যদি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হইত, তবে সর্ব্ব দেশে সমান হইত সন্দেহ নাই। গ্রীস দেশে ও রোম রাজ্যে যখন কল্পিত দেবাদি বিষয়ক পূজা বিধি প্রচলিত ছিল তখনও তথায় সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ ছিল না। কি চীন, কি তাতার, কোন প্রদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই সমুদ্র গমনের নিষেধ নাই, ঈশ্বর কি কেবল আমাদিগের জন কত হিন্দুর সমুদ্র গমন প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণ ভেদ কাহার কর্ম্ম? ইহাও এই বিকৃত ও অবিশুদ্ধ ধর্ম্মের কর্ম্ম। যখন প্রথম পুত্র অথবা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, তখন কি তাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ভেদ সূচক কোন নৈসর্গিক চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়? কোন বিদেশীয় ব্যক্তি কি সদ্যোজাত ব্রাহ্মণ পুত্রকে ব্রাহ্মণ পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন? বর্ণভেদ ঈশ্বরকৃত হইলে অবশ্যই কোন নৈসর্গিক চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর কি ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধি দিয়াছেন? তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি নিরনুক্রোশ হইবেন কেন? এই বর্ণভেদ ও জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উন্নতি লাভের এক মহান্ অন্তরায় হইয়াছে। পরস্পর বর্ণের পরস্পর

বর্গের প্রতি সমদুঃখসুখ জ্ঞান ও স্নেহ নাই এবং এইটী না থাকাতেই পরস্পরের শ্রেয়ঃ সাধনে পরস্পরকে শ্লথাদর ও অনগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। এতন্নিবন্ধন এদেশীয় দিগের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা দোষের এমনি বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাঁদিগের ব্যবহার দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ইহাঁরা যেন সমাজের কেহ নহেন; সমাজের শ্রেয়ঃ সাধনার্থ ইহাঁরা জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই; অর্থোপার্জ্জন করিয়া আত্ম সুখ সম্পাদন করিতে পারিলেই পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল, ইহাঁরা এই রূপ বিবেচনা করেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের অনেককেই নিতান্ত স্বার্থপর দেখিতে পাওয়া যায়। পরার্থ চিন্তা ক্ষণ কালের জন্যও তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। জগদীশ্বর মনুষ্যকে পশুর ন্যায় আত্মম্ভরি করেন নাই, সমাজস্থ করিয়াছেন, সমাজের শ্রেয়ঃ সাধন মনুষ্যের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনেকের এ সংস্কার নাই। আজি যদি পরস্পর ভোজ্যান্নতা থাকিত, আজি যদি পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত থাকিত, পরস্পরের মৈত্রী বদ্ধমূল হইয়া পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী ও পরস্পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া পরস্পরের শ্রেয়ঃ সাধনকে প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-দোষেই এ দোষ ঘটিয়াছে; বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মই এতৎ সংশোধনের একমাত্র উপায়।

দ্বিতীয়, শিক্ষাদোষ। এ দেশে শিক্ষা-ঘটিত অনেক গুলি দোষ আছে। প্রথমতঃ আজিও অধিকাংশ লোকের শিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে নাই। যাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশের প্রবৃত্তি ধনলালসা দোষ-দূষিত। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনকেই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য জ্ঞান করেন। সুতরাং কিঞ্চিৎ শিক্ষা হইলে তাঁহারা বিদ্যালয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থ অর্থ করিয়া আয়ুঃ শেষ করেন। যাঁহারা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও অনেকের কিঞ্চিৎ অধিক শিক্ষা হইলে উচ্চ পদ লাভ হইবে এই মনোরথ। এই উদ্দেশ্য গুলি অন্তর্নিগূঢ় থাকাতে আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি, যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশের বিদ্যানুশীলন দ্বারা কেবল বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনা হইতেছে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, চরিত্রদোষ সংশোধিত হয়, এবং স্ব কর্ত্তব্য জ্ঞান হইয়া স্বদেশের প্রিয় চিকীর্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি গুণগ্রাম মার্জ্জিত হয়, তাদৃশ শিক্ষার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না। এই কারণে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, স্বদেশের শ্রেয়ঃ সাধন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে যুবক সম্প্রদায়ের অনেকে সমধিক অনুরাগ সহকারে তাহাতে উৎসুকতা প্রদর্শন করেন না। যাঁহারা প্রথমে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের আবার অনেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন না, পরিণামে সেই উৎসাহ প্রদর্শন মৌখিক মাত্র হইয়া উঠে। এক্ষণে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার অবয়বমধ্যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রধান রূপে গ্রথিত না থাকাতে আর একটী মহত্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে। যুবক সম্প্রদায়ের অনেকে সমাজের উৎসেদ কারিণী কুক্রিয়ায় একান্ত আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এতদ্দর্শন বিস্ময়াবহ নহে। শিক্ষা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অসহকৃত হইলে প্রায়ই এই রূপ ঘটিয়া থাকে।

আমরা উপরে যে প্রণালীতে শিক্ষা দান প্রসঙ্গ করিলাম তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয়ও বিবেচিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে উল্লিখিত শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা দানে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে দুষিত হইতে পারেন না। এ ভার আমাদিগের দেশের লোকেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক। সেই বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতির বাহুল্য রূপে শিক্ষা দান করিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞানাদির যত অধিকতর অনুশীলন হইবে, ততই সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি অবিচলিত হইবে। এই জীব শরীরের নির্ম্মাণপ্রণালী, ইহার গতি শক্তি, ইহার রক্ষার উপায় এবং ধ্বংস প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিস্ময়াভিভূত হইয়া সেই পরমেশ্বরের প্রতি উন্নত না হয়? কেবল এই জীব সৃষ্টি বলিয়া কেন, এই জগতীগত কোন্ পদার্থ তাঁহার অচিন্ত্য কৌশলের পরিচয় প্রদান না করিতেছ? এ সকল বিষয়ের শিক্ষা দান দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রেরই অধিকার।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দান প্রসঙ্গে অনেক গুলি বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত কতক গুলি পুস্তক পাঠনা দ্বারা এতদ্বিষয়িণী অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পুস্তকে যে রূপ ব্যবহারানুসরণের উপদেশ পঠিত হইবে, তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন ও তদনুরূপ আচরণ চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যথা সেই উপদেশ বাক্যের ফলোপধায়কতা জলে রেখার ন্যায় নিমেষ মাত্রে বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এই হতভাগ্য দেশের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অনুকূল দৃষ্টান্ত দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, বিপরীত দৃষ্টান্ত দর্শনেরই সমধিক সম্ভাবনা। বালক বিদ্যালয়ে গিয়া গুরুমুখে শ্রবণ করিল, কাহার সহিত কলহ করা অথবা কাহার প্রতি ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ করা এবং গুরু জনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা অনুচিত। কিন্তু সেই বালক বিদ্যালয়ের ছুটির পর গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার মাতা বদ্ধপরিকর হইয়া নিজ শ্বশ্রূর সহিত অকারণ কলহ করিতেছেন; পরস্পরের মন পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও দ্বেষে পরিপূর্ণ; গুরুজনের নিকটে যেরূপ বিনয়নম্র হইয়া বাক্ প্রয়োগ করিতে হয়, কলহোন্মাদ হেতু মাতা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন; শ্বশ্রূও পুত্রবধূর প্রতি যথোচিত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; পরস্পর পরস্পরকে বিষম শত্রু জ্ঞান করিতেছেন। এরূপ স্থলে বালকের মনে কি রূপ ভাবের উদয় হইতে পারে? গুরূপদেশ শ্রবণ ও তদ্বিপরীত দৃষ্টান্ত দর্শন, ইহার অন্যতর কোন্‌টীর অধিকতর ফলোপধায়কতার সম্ভাবনা আছে? ফলোপধায়কতা অংশে যদি দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, গুরূপদেশ শ্রবণমাত্র সার হইবে সন্দেহ নাই; আর যদি উপদেশ শ্রবণ দৃষ্টান্ত দর্শনকে তিরোহিত করিয়া প্রবল হইয়া উঠে, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি বালকের নিঃসংশয় অবজ্ঞা জন্মিবে। বালক বিদ্যালয়ে অল্প কাল এবং গৃহে অধিক কাল থাকে; অধিক কাল মাতা প্রভৃতি গুরু জনের ব্যবহার দর্শন করে; দীর্ঘ কাল সহবাস ও লালন পালনাদি নিবন্ধন মাতা প্রভৃতির প্রতি স্নেহ প্রবৃত্তিও বলবতী হয়। এই সকল কারণে মাতা প্রভৃতি গুরু জনের ব্যবহারাদি দর্শন

হেতু যে সংস্কার জন্মে, তাহাই বালকগণের হৃদয়ে দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়।

বালকগণের ধর্ম্মনীতি-বিষয়িণী শিক্ষাকে ফলোপধায়িনী করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী না হইলে যে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা উপরে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। কেবল সন্তান সন্ততির ধর্ম্মনীতি শিক্ষা বলিয়া কেন, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ সম্ভাবিত নহে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লইয়া সমাজ। সমাজের অর্দ্ধ অংশ স্ত্রী ও অর্দ্ধ অংশ পুরুষ। অর্দ্ধ অংশ যদি মূর্খ, অসার ও অপদার্থ হইয়া রহিল, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা কি? জগদীশ্বর পুংজাতিকে যে সকল মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকেও সেই সকল বৃত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, অথচ পুরুষেরা আপনাদিগের হস্তে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া স্ত্রী জাতিকে চিরমূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সামান্য আত্মম্ভরিতা ও সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। জগদীশ্বর যে উদ্দেশে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকে বুঝাইয়া দিলে কি তাহা বুঝিতে পারেন না? আমরাই কেবল বিশ্ব-রচনা-কৌশল বুঝিতে পারি, স্ত্রীজাতি কি তদ্বোধে অসমর্থ? তবে যে আমরা তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত ও অনধিকারী করিয়া রাখিয়াছি, সে কেবল আমাদিগের নৃশংসতা মাত্র। এ দেশীয় রমণীগণ যেরূপ হীন-দশাগ্রস্ত হইয়া আছেন, তাহা দর্শন করিলে কোন্ কুসংস্কার-হীন অনুভবশালী সহৃদয় ব্যক্তি কাতর না হন? চিরন্তন কুসংস্কার প্রাচুর্ভাবই কেবল অনেককে স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় না। যাঁহারা আমাদিগের সুখ দুঃখের নিত্য সহচর হইলেন, তাঁহারা জগদীশ্বরের প্রতি, সমাজের প্রতি, সন্তানের প্রতি, গুরু জনের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য বুঝিলেন না, ইহা কি সামান্য শোচনীয় বিষয়? তাদৃশ সহচরের সহবাসে কি কৃতবিদ্য ব্যক্তির সুখিত হইবার সম্ভাবনা আছে? তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া কি চিত্ত-নির্বৃতি হইবার সম্ভাবনা আছে? তাহাদিগের মনের অনুদার ভাব এবং তাহাদিগের হৃদয়ে হিংসা দ্বেষাদির সমধিক প্রাচুর্ভাব দর্শন করিয়া কাহার চিত্তে করুণা, ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয় না হয়?

স্ত্রীজাতির শিক্ষার্থ কিম্বিধ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন আবশ্যক? অনেকে এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। গর্ব্ভ ধারণ, প্রসব, ও সন্তানের লালন পালনাদি করিয়া রমণীগণের শিক্ষা কার্য্যের অনেক গুলি নৈসর্গিক দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক আছে। এজন্য দর্শন বিজ্ঞানাদির অনুশীলন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্নিবেশিত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। গুরুতর শ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায়, ও সাভিনিবেশ প্রবৃত্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নারীগণের যে সমস্ত নৈসর্গিক প্রতিবন্ধক আছে, তৎপ্রভাবে তাহাদিগের ঈদৃশ শ্রমাদি ঘটনা নিতান্ত দুরূহ। তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, নীতি, গৃহস্থ-কর্ত্তব্যতা ও শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষা দানেই সমধিক যত্নবান হওয়া উচিত। প্রচলিত অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদিগের অন্তঃকরণকে একান্ত আবিল করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম মহীরুহ অনবরত প্রবল বাত্যাহত হইতেছে, তথাপি যে আজি এক কালে উন্মূলিত হইতেছে না, হিন্দু রমণীগণের বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিষয়িণী শ্রদ্ধা তাহার অন্য-

তর প্রধানতম কারণ। অতএব, যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত ধর্ম্মরূপ তমোগ্রাস হইতে মুক্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের সীমন্তিনীগণ যদি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হন, আমাদিগের কি অনেক চিন্তা, যত্ন, পরিশ্রম ও ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ হয় না? বোধ কর, আমাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, আমরা অহর্নিশ সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের আরাধনারূপ নিরুপম অমৃতের আস্বাদ করিতেছি, পক্ষান্তরে আমাদিগের যোষিদ্‌গণ পঞ্চমী ব্রত, সোম বারের ও পঞ্চাননের উপবাস করিয়া শরীর ও মন উভয়ের হীনতা সম্পাদন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি আমাদিগের চিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে? ইহা দেখিয়া কি আমাদিগের মন ক্ষণ কালও নির্ব্বৃতি লাভ করিবে? আমাদিগের গৃহ উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হইয়া কি এক বিজাতীয় রূপ ধারণ করিবে না? আমরা ভার্য্যাকে বামাঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করি, কিন্তু যখন দক্ষিণাঙ্গ একরূপ ও বামাঙ্গ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ হইল, উভয়ের কোন অংশে সৌসাদৃশ্য রহিতেছে না, তখন কি ঐ অঙ্গের বলিষ্ঠ ও কার্য্যাক্ষম হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট সাধন করিবার সম্ভাবনা আছে? অঙ্গ দ্বয়ের তুল্যরূপতা না থাকাতে কখন্ শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, এই শঙ্কায় চিত্ত কি সদা আকুলিত হইবে না? অপর গরীয়সী চিন্তা এই, বোধ কর, যেন আমার অন্তঃকরণ সেই নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দে একান্ত লীন হইয়াছে, কালী, দুর্গা প্রভৃতি কল্পিত দেবাদি চিন্তা আমার হৃদয়ের ত্রিসীমায় আসিতে পারিতেছে না, কিন্তু আমার স্ত্রী কাল বর্ণ দেখিলেই কালী মূর্ত্তি ভাবিয়া ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন; এরূপ স্থলে আমার একটী পুত্র জন্মিল, সে ক্রমে শৈশব দশা অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইল; আমার চেষ্টা হইতে লাগিল, আমি তাহাকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করি, কিন্তু আমার স্ত্রী চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, সে চিরাবলম্বিত ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ না করে, এস্থলে কি আমার হৃদয়ে দুঃখের পরিসীমা থাকে? আমার স্ত্রী যদি আমার ন্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় ছায়া গ্রহণ করেন; তিনি যদি আমার ন্যায় ধর্ম্মনীতি ও নীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হন; সন্তানকে কিরূপ ধর্ম্ম ও শিক্ষা দান করিলে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়োলাভ হয়, তিনি যদি তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং সেই রূপ শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন, আমি কি অনেক চিন্তা ও ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই না? ঐ সকল চিন্তা হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া কি অন্য কোন প্রশস্যতর শ্রেয়ঃসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারি না?

আমরা এদেশের উন্নতির উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব আর একটি শ্রেয়স্কর বিষয়ের প্রসঙ্গ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। এ দেশের পুংজাতির শিক্ষাপ্রণালীগত যে যে দোষ আছে, আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম, স্ত্রী জাতির শিক্ষা দান প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃষক ও মজুর প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়ে একটী কথাও বলা হয় নাই। ইহারা কোন রূপেই উপেক্ষনীয় নহে। লোক সংখ্যা করিলে প্রথম ও মধ্যম শ্রেণি একত্র করিয়া যত লোক হয়, তৃতীয় শ্রেণিতে তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক লোক হইবে সন্দেহ নাই।

এত লোক যদি শিক্ষা বিরহে হীনাবস্থ ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকে, দেশের উন্নতাবস্থ বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা কি? যখন দেশ ও জাতি সাধারণে শিক্ষাপ্রণালী আদৃত ও প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন কৃষক প্রভৃতিকে অগ্রে তন্মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা উপরে ধর্ম্ম,ধর্ম্মনীতি,নীতি প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা দান প্রথাবলম্বনের যে অনুরোধ করিলাম, কৃষক প্রভৃতির বিষয়ে তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করা বিধেয় নহে। তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে কৃষি বিদ্যায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক এবং যাহাতে তাহাদিগের রাজনীতি বিষয়েরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে, সে চেষ্টাও আবশ্যক। এই দুটি বিষয়ের জ্ঞান না থাকাতে কৃষক প্রভৃতি বিশেষরূপে দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের ভূমি যেমন উর্ব্বরা, তদনুরূপ শস্য সম্পত্তি কি উৎপন্ন হয়? তদনুরূপ শস্য সম্পত্তি যে উৎপন্ন হয় না তাহার কারণ কেবল কৃষকদিগের কৃষি-বিদ্যানভিজ্ঞতা। তাহারা যদি কৃষি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিয়া কেবল আপনারাই ঐশ্বর্য্যবান্ হইত এরূপ নহে, এদেশকেও সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত সন্দেহ নাই। অপর কৃষক প্রভৃতি জমীদার প্রভৃতির অত্যাচার ও অন্যায়াচরণের যে একমাত্র আয়তন হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ কেবল তাহাদিগের রাজনীতি জ্ঞান বিরহ। এই জ্ঞানটি না থাকাতে যিনি যে কৌশলে তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিবার মানস করেন, তাহাতেই তিনি পূর্ণমনোরথ হন। তাহাদিগের যদি রাজনীতি জ্ঞান থাকিত, সমগ্ররূপে না হউক, বহু অংশে জমীদার প্রভৃতির অত্যাচার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে যে যে বিষয়ের শিক্ষা দান প্রসঙ্গ করিলাম, দেশীয় ভাষাতেই তদ্দান আবশ্যক। দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে কি স্ত্রী কি কৃষক সাধারণের শিক্ষা লাভ অনায়াসসাধ্য নহে। বিশেষতঃ দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পর এই ভাষার দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা আছে। ভাষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, দেশও তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে কোন দেশ কখন উন্নতিশালী হইতে পারে না।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২২ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।

ঋষিদিগের মধ্যে দিবাভাগে তিন বার আরাধনার নিয়ম প্রচলিত ছিল। যথা, প্রত্যূষে, মাধ্যন্দিনে এবং নিম্রুক কালে অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়ে। এই প্রকার আহ্নিক আরাধনা ঋত শব্দে উক্ত হইয়াছে। এই প্রথা নিতান্ত প্রাচীন ও অতি প্রশস্ত রূপে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের পশ্চাল্লিখিত সূক্তে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"হে অগ্নি! হে জাতবেদঃ! স্তুতিপূর্ণ প্রাতঃ সবনে তুমি আমারদের পূজা ও পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টক পিণ্ড গ্রহণ কর।

"হে অগ্নি! হে দেবতাদিগের কনিষ্ঠ! তোমার নিমিত্ত যে পক্ব পিণ্ড প্রস্তুত করা যায় তুমি তাহা গ্রহণ কর।

"হে অগ্নি! দিবাবসান কালের প্রদত্ত

পিষ্টক তুমি আহার কর। তুমিই যজ্ঞস্থ বিক্রম তনয়।

"হে অগ্নি! মাধ্যন্দিনিক সবনের পিষ্টক পিণ্ড তুমি গ্রহণ কর। হে বুধ! হে জাতবেদঃ! তুমিই মহান্ অতএব জ্ঞানীরা তোমার যজ্ঞীয় ভাগ কদাপি ন্যূন করেন না।

"হে অগ্নি! তৃতীয় সবনের পুরোডাশ যেমন তোমার আদরণীয় হয় তদ্রূপ তুমি আমাদের প্রশংসা বাক্যের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মরণধর্ম্মরহিত দেবতাদিগের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ লইয়া যাও।

"হে বর্দ্ধনশীল অগ্নি! তুমি সন্ধ্যার সময়ে প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ কর।"

ঋগ্বেদ ৩ মণ্ডল ২৮ সূ।

দর্শপৌর্ণমাস নামক যজ্ঞও অতি প্রাচীন, বেদের অতিশয় পূর্ব্বতন সূক্ত সকলেতেও এই যজ্ঞের নাম উল্লেখ আছে। ইহা প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ব্যতীত বেদে অসংখ্য যজ্ঞের নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রাজসূয়, অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ, সোম যজ্ঞ ও নরমেধ এই কএকটিই প্রধান। ইহাদিগের প্রত্যেকের বিবরণ অতি বাহুল্য রূপে যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, এস্থলে তাহা সবিস্তর প্রকটন করিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় না। অশ্বমেধ যজ্ঞ আর্য্যদিগের পূর্ব্ব বাসস্থানের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। তাতার স্থানে অদ্যাপি অশ্ব বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে, অশ্বের দুগ্ধ ও অশ্বের মাংস যে তাতার জাতির অতি উপাদেয় আহার, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বোধ হয় ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ তাহাদের পূর্ব্বতন বাসস্থান হইতেই অশ্বমেধের প্রথা শিক্ষা করিয়াছিল। যজ্ঞে অশ্ব বলিদান এবং অশ্বের মাংস আহার প্রথা যে অতিশয় প্রশস্ত রূপে প্রচলিত ছিল, তাহা ঋগ্বেদে অশ্বের স্তোত্রেই দৃষ্ট হইতেছে। কি প্রকারে অশ্বকে রন্ধন করা হই[illegible] কি প্রকারে তাহার পূজা হইত, কি প্রকা[illegible] তাহাকে বিকর্ত্তাগণ ছেদন করিত এ[illegible] পরিশেষে তাহার মাংস রন্ধন হইলে যজ্ঞ[illegible] হূত ঋষিগণ কি প্রকার আগ্রহের সহি[illegible] সেই মাংস আহার করিতেন, এই সমস্ত বি[illegible] রণ এই স্তোত্র হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়[illegible] যদিও এই স্তোত্রটি সুদীর্ঘ তথাপি বৈদি[illegible] ঋষিগণের আচার ব্যবহার বিষয়ক অ[illegible] প্রধান প্রমাণ বলিয়া এ স্থলে তাহা অবিক[illegible] অনুবাদিত হইল।

১ মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষ[illegible] এবং মরুৎগণ ইঁহারা যেন আমাদের তি[illegible]স্কার না করেন, যখন আমরা যজ্ঞেতে দে[illegible]জাত দ্রুতগতি অশ্বের গুণকীর্ত্তন করি।

২ যখন পুরোহিতগণ স্নাত সুসজ্জি[illegible] অশ্বের সম্মুখে প্রস্তুত নৈবেদ্য প্রদান করে[illegible] তখন অশ্বের অগ্রবর্ত্তী বিচিত্রবর্ণ রবকা[illegible] গমন করে (১) এবং ইন্দ্র ও পূষ[illegible]র অতি প্রিয় হবনীয় হয়।

৩। এই ছাগ পূষার অংশ এ[illegible] সকল দেবতার উপযুক্ত, এই হেতু তা[illegible] অগ্রে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত আনীত [illegible] এবং ত্বষ্টা তাহাকে পুরোভাগ অর্থা[illegible] পূর্ব্ব নৈবেদ্য স্বরূপ সকল দেবতাকে প্রদা[illegible] করেন।

৪। পুরোহিতগণ দেবতাদিগের হ[illegible]নীয় অশ্বকে যখন তিন বার হুতাগ্নি প্র[illegible]ক্ষিণ করাইতে লইয়া যান তখন এই ছা[illegible] পূষার অংশ অগ্রগামী হয় এবং দেবতা[illegible]কে যজ্ঞের সমাচার প্রদান করে।

৫। হোতা, অধ্বর্য্যু, আচয়ক্ (প্র[illegible] প্রস্থাতা) অগ্নিমিন্ধ, (অগ্নিধ্) গ্রাব, গ্রা[illegible] (গ্রাবস্তুত) এবং শংস্তা (প্রশাস্তা) তোম[illegible]

(১) অশ্বের বলিদান হইবার অগ্রে একটি ছাগ ইন্দ্র[illegible] পূষার উদ্দেশে বলি স্বরূপ প্রদত্ত হয়।

এই সুশৃঙ্খল সুচরিত যজ্ঞের দ্বারা নদী সকল পূর্ণ করুক।

৬। যাহারা অশ্ব বন্ধনের যূপ কর্ত্তন করে, যাহারা সেই যূপ লইয়া যায়, যাহারা যূপের উপর চষাল অর্থাৎ চক্র স্থাপন করে এবং যাহারা অশ্বের আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহাদের সকলেরই যত্নে আমাদের কামনা সকল হউক।

৭। আমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে মসৃণপৃষ্ঠ অশ্ব দেবতাদিগের আবাসে গমন করিতেছে। এক্ষণে ঋষিগণ আহ্লাদযুক্ত হউন।

৮। অশ্বের পদ ও গলদেশের বন্ধন রজ্জু, কটিস্থ রসনা ও অপরাপর রজ্জু এবং অশ্বের কবলিত দর্ভ সকল—এই সমস্ত, হে অশ্ব! তোমার সহিত দেবতাদিগের নিকট গমন করুক।

৯। মাংসের যে অংশ মক্ষিকাগণ ভক্ষণ করিয়াছে, যে অংশ স্বরু (অর্থাৎ মজ্জনী) ও ছেদনাস্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, যাহা সমিতার হস্ত ও নখে সংলগ্ন হইয়াছে, তাহা যেন,হে অশ্ব! তোমার সহিত দেবতাদিগের নিকট গমন করে।

১০। যে অপরিপক্ব দর্ভ অশ্বের উদর হইতে নির্গত হয়, আমিষের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্রও তাহা হইতে পবিত্র করিয়া সমিতা যত্ন পূর্ব্বক রন্ধন করিবেন।

১১। অগ্নিপাক কালে তোমার ছিন্ন শরীরের যে অংশ শূল হইতে পড়িয়া যাইবেক, হে অশ্ব! তাহা যেন ভূমিতে অথবা কুশাতে পতিত না থাকে, কিন্তু তাহা যেন ভোজনোৎসুক দেবতাদিগকে প্রদত্ত হয়।

১২। যাহারা অশ্বের আমিষ রন্ধনের পরীক্ষা করে, যাহারা সেই মাংসকে শোভনগন্ধ বলিয়া আমাদের কিঞ্চিৎ দেও এই রূপ কহে,যাহারা অশ্বের মাংস ভিক্ষা স্বরূপ চাহে, তাহাদের সকলের যত্ন যেন আমাদের উৎকর্ষের নিমিত্তে হয়।

১৩। পাক সাধন দণ্ড, যূষ পরিবেশন করিবার পাত্র, উষ্ণ নিবারণ পাত্র, আচ্ছাদন পাত্র, অঙ্কা সকল (২), মাংস কাটিবার অসি—ইহারা সকলে অশ্বের গৌরব বর্দ্ধন করুক।

১৪। অশ্ব যেখানে গমন করিয়াছে, যেখানে স্থিতি করিয়াছে, যেখানে সঞ্চরণ করিয়াছে, অপর তাহার পদ বন্ধন রজ্জু, পানীয় জল, ভক্ষিত দর্ভ—এই সমস্ত হে অশ্ব! তোমার সহিত দেবতাদিগের নিকটে থাকুক।

১৫। হে অশ্ব! ধূম সংযুক্ত অগ্নি যেন তোমাকে শব্দায়মান না করে। উজ্জ্বল সৌরভ পূর্ণ মাংস পাকের কটাহ যেন বিপর্য্যস্ত না হয়। যজ্ঞের নিমিত্ত আনীত অশ্ব যাহা ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে এবং বষট্ এই শব্দোচ্চারণ মাত্র পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাহাকে দেবতাগণ গ্রহণ করেন।

১৬। অশ্বের অধিবাস বস্ত্র, অলঙ্কার যুক্ত সুবর্ণময় সাজ, তাহার শিরোরজ্জু, পদ রজ্জু এই সমস্ত দেবতাদিগের আদরণীয় বলিয়া লোকে প্রদান করে।

১৭। যদি কেহ তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত পদাঘাত বা কশাঘাত করিয়া থাকে, যখন তুমি স্বীয় বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ধ্বনি করিয়া ছিলে, তন্নিমিত্ত তোমার যে কষ্ট, তাহা আমি পবিত্র আরাধনা দ্বারা আহুতির সহিত নিক্ষেপ করিতেছি।

১৮। এই দ্রুতগতি, দেবপ্রিয় অশ্বের চতুস্ত্রিংশৎ পঞ্জর মধ্যে কুঠার প্রবেশ করি-

(২) কাত্যায়ন লিখিয়াছেন যে যজ্ঞেতে ঋষিদিগের স্ত্রীগণ ছেদনার্থ অশ্বের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়াদিতেন, সেই দণ্ডের নাম অঙ্কা।

য়াছে। সমিতাগণ তাহাকে এপ্রকার কৌশল পূর্ব্বক কাটিয়াছে যে প্রত্যঙ্গ সকল অচ্ছিদ্র রহিয়াছে এবং তাহারা প্রত্যেক সন্ধি স্থলের নাম করিতেছে।

১৯। এই প্রভা যুক্ত অশ্বের এক বিকর্ত্তার নাম ঋতু (কাল) অপর দুই (স্বর্গ মর্ত্ত্য) তাহাকে দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। হে অশ্ব! যে যে অঙ্গ তোমার আমি উপযুক্ত সময়ে ছেদন করিয়াছি, তাহা আমি আমিষ পিণ্ড করিয়া অগ্নিতে পাক করি।

২০। তোমার অমূল্য দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়, কারণ নিশ্চয় তুমি দেব নিকেতনে গমন করিতেছ। তোমার দেহে যেন কুঠার অধিক ক্ষণ না থাকে, কোন লোভী অপটু সমিতা প্রকৃত অঙ্গ লক্ষ না করিয়া অসি দ্বারা যেন তোমার শরীরকে অনর্থক খণ্ড বিখণ্ড না করে।

২১। নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হয় না, তোমার ক্লেশ হয় না কিন্তু তুমি শরল পথ দ্বারা দেবতাদিগের নিকট গমন কর। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় ও মরুৎগণের মৃগদ্বয় রথে সংযোজিত হইয়া তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে।

২২। এই অশ্ব যেন আমাদের সর্ব্ব সংরক্ষক ধন প্রদাতা হয়, অসংখ্য গো অশ্ব প্রদান করে, পুত্র সন্তান প্রদান করে। এই তেজস্বী অশ্ব যেন আমাদিগকে অসৎস্বভাব হইতে মুক্ত করে, এই যজ্ঞ প্রদত্ত অশ্ব যেন আমাদের শারীরিক বল প্রদান করে।

অশ্বমেধের ন্যায় গোমেধও ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গোমাংসাহার বিষয়ে তৎকালে কিছু মাত্র নিষেধ ছিল না বরং বেদের স্থানে স্থানে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যে গোমাংস অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

অস্মা ইদু প্রভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ গোর্ন পর্ব্ব বিরদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ।

১ মণ্ডল ৬১সূ-১২

হে ইন্দ্র! তুমি শীঘ্রগামী এবং শক্তিমান্ প্রভু, তুমি এই বৃত্রের উপর তোমার বজ্র পাত কর এবং বিকর্ত্তেরা যেমন গোর অঙ্গ সকল চেদ করে, সেই রূপ তাহার দেহ বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন কর, যাহাতে তাহা হইতে বৃষ্টি পতন হইবে এবং জল সঞ্চালিত হইবে।

হে ভারত বংশজ অগ্নি! যখন তুমি বশা অর্থাৎ বন্ধ্যা গোদ্বারা, উক্ষ অর্থাৎ বৃষভ দ্বারা, এবং অষ্টপদী অর্থাৎ বৎস সহ গোদ্বারা আহূত হও, তখন তুমি সম্যক রূপে আমাদের পক্ষ হও

২ মণ্ডল ৭সূ-১

পূষা এবং বিষ্ণু, ইন্দ্রের নিমিত্ত এক শত বৃষ রন্ধন করিয়াছেন।"

এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে গো ভগবতী স্বরূপে পূজ্য হইয়াছে এবং গোবধ মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষিদিগের পক্ষে সেই গো অপরাপর পশুর ন্যায় আহারীয় ও সম্পত্তি মাত্র ছিল, অতএব মনুষ্যের আচার পদ্ধতি কাল ক্রমে যে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা এই স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মধ্যে যে অতিশয় বাহুল্য রূপে আমিষ ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, তাহা গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে। এতাদৃশ আমিষ ব্যবহার কেবল শীত প্রধান দেশীয় লোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান যে অতিশয় হিম প্রধান ছিল, তাহা তাহাদের আহার দ্বারাও অনুভব হইতে পারে।

অপর তাহারা হিন্দুস্থানের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং শস্যশালী ক্ষেত্রে আগমনের পর যে অতিশীঘ্রই উক্ত প্রকার মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও বেদের বচন দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। বেদের প্রাচীনতর অংশেতে ইহা দৃষ্ট হয় যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞেতে ঋষিগণ যথার্থই পশু সকল বধ করিতেন এবং সেই সকল পশুর মাংস রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। কিন্তু ক্রমে যজ্ঞেতে পশু বধ প্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়াছিল। কারণ যজুর্ব্বেদে অশ্বমেধের যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃত অশ্ব-বলিদান হইত না। যজ্ঞ কালীন অশ্বের সহিত অপরাপর নানা প্রকার পশু ভিন্ন ভিন্ন যূপে বদ্ধ হইত, পরে যজ্ঞ শেষ হইলে ঋষিগণ তৎসমুদায়কে আহার প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দিতেন

নরমেধ বা পুরুষ মেধ নামক যজ্ঞের যে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে কদাপি প্রকৃত নরবলি হইত না। যজুর্ব্বেদের অনুসারে এই যজ্ঞে এক শত পঞ্চাশীতি সংখ্যক বিবিধ বর্ণের বিবিধ ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে একাদশটি যূপে বন্ধন করা হইত, পরে যজ্ঞ সমাপন হইলে তাহারা সকলে বন্ধন মুক্ত হইত। কিন্তু মনুষ্য মেধ রূপে যজ্ঞেতে বধ্য হইতে পারে এপ্রকার বিশ্বাস তৎকালে প্রচলিত ছিল এবং কেহ কেহ দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ নর বলি প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেন। ঋগ্বেদে শুনঃশেফের বৃত্তান্তই ইহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। এই বিবরণ আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিস্তার করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইক্ষাকু কুলোদ্ভব বেধার পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র হীন ছিলেন। তাঁহার এক শত মহিষী ছিল, কিন্তু কাহারও দ্বারা তাঁহার সন্তান উৎপত্তি হয় নাই। তিনি একদা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারদ! জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই পুত্র কামনা করে, কিন্তু পুত্র হইতে লোক কি ফল লাভ করে। নারদ উত্তর করিলেন, পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া একটি ঋণ হইতে মুক্ত হন এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মনুষ্যের অন্নই প্রাণ, পরিচ্ছদই শরণ (আশ্রয়), হিরণ্যই সৌন্দর্য্য, পশুধনই বল, জায়াই সখা, দুহিতা কৃপা পাত্রী, কিন্তু পুত্র পরমাকাশের জ্যোতি। পুত্রহীন ব্যক্তির পরলোক নাই, তাহা পশুরাও জানে। নারদ এই রূপ কথনানন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, তুমি বরুণ দেবের নিকট গমন করিয়া এই প্রার্থনা কর, হে বরুণ! আমার একটি পুত্র সন্তান হউক, আমি তাহাকে তোমার নিকট বলি প্রদান করিব। হরিশ্চন্দ্র সম্মত হইয়া সেই রূপ বর প্রার্থনা করিলে, তাঁহার রোহিত নামে একটি পুত্র হইল। পরে বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, তোমার পুত্র হইয়াছে এক্ষণে তাহাকে আমার পূজার নিমিত্ত বলিদান কর। রাজা কহিলেন, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বলিদান দিব। কিন্তু রোহিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার পিতার প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া বনে গমন করিলেন। বরুণদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাতে রাজার উদর স্ফীত হইল। রোহিত ছয় বৎসর কাল অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে অজীগর্ত্ত নামক এক জন অন্নাভাবে মুমূর্ষু ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। সেই ঋষির তিন পুত্র ছিল, তাহাদের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ, শুনোলাঙ্গূল। রোহিত ঋষিকে কহিলেন, হে অজীগর্ত্ত!

আমি তোমাকে শত গো প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে তোমার একটি পুত্র দিয়া নিষ্কৃত কর। ঋষি তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করিলেন। রোহিত শুনঃশেফকে লইয়া পিতা হরিশ্চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি এই ব্যক্তিকে দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছি, অতএব আমার পরিবর্ত্তে তুমি ইহাঁকে বলিদান কর। হরিশ্চন্দ্র সম্মত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের সকল আয়োজন হইলে পর, শুনঃশেফকে যূপে বন্ধন করে এমত লোক ছিল না, ইত্যবসরে শুনঃশেফের পিতা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমাকে আর এক শত গো প্রদান কর, আমি ইহাকে যূপে বন্ধন করিতেছি। হরিশ্চন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলে, অজীগর্ত্ত স্বীয় পুত্রকে যূপে বন্ধন করিলেন। পরে অগ্নি প্রদক্ষিণাদি সমাপন হইলে, বলিচ্ছেদ করিতে কেহই সম্মত হইল না, তাহাতে অজীগর্ত্ত পুনরায় কহিলেন, আমাকে অপর এক শত গো প্রদান কর, আমি বলিচ্ছেদ করিতেছি। রাজা পুনর্ব্বার তাঁহাকে শত গো প্রদান করিলেন এবং অজীগর্ত্ত শুনঃশেফকে কাটিবার নিমিত্ত অসি শাণিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে শুনঃশেফ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা যথার্থই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে দেবতাদিগকে স্মরণ করি। তিনি প্রথমে প্রজাপতিকে অভিবাদন করিলেন। প্রজাপতি কহিলেন, তুমি অগ্নির আরাধনা কর, তিনিই তোমাকে মুক্ত করিবেন। শুনঃশেফ এই রূপ একাদিক্রমে সকল দেবতার আরাধনা করিলে পর দেবতারা তুষ্ট হইলেন। শুনঃশেফের বন্ধন শিথিল হইল এবং হরিশ্চন্দ্রের উদর সুস্থ হইল।

এই বৃত্তান্ত হইতে ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্ব কালে ঋষিগণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইলে সন্তান বিক্রয় করিতেন। অপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহা উক্ত হইয়াছে যে দেবতাগণ প্রথমে মনুষ্যকেই যজ্ঞ অর্থাৎ বলি রূপে গ্রহণ করিতেন, পরে মনুষ্য হইতে মেধ অশ্বেতে গমন করিল, তদবধি যজ্ঞেতে অশ্বই বধ্য হইল, পরে দেবতাগণ অশ্বকে গ্রহণ করিলে মেধ অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া গাভিকে অবলম্বন করিল, এই হেতু গো যজ্ঞেতে বধ্য হইল, তৎপরে মেধ মেষেতে এবং মেষ হইতে পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। এই নিমিত্তে ভূমিজাত তণ্ডুলাদি শস্য পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টক রূপে যজ্ঞেতে প্রদত্ত হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত পশু সকল অমেধ্য ও পরিত্যক্ত হইল।

এই উপন্যাস দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈদিক আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে পশু বধ ও মাংসাহার প্রথা পরিহার করিয়াছিল।

ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রায় বৈদিক সকল যজ্ঞেতেই সোমরসের আবশ্যক হইত। অপর সোম যজ্ঞ নামে একটি আবার স্বতন্ত্র যজ্ঞ ছিল, সেই যজ্ঞে ঋষিগণ সোমকে দেবতা রূপে অরাধনা করিতেন, এবং মহানন্দের সহিত সোমরস পান করিয়া উৎসব করিতেন। বেদের প্রায় সর্ব্বত্রই সোম লতার মাহাত্ম্য বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক সোম লতার রস হইতে ঋষিগণ অতিশয় উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিতেন এবং সেই মদ্য অতি উপাদেয় দ্রব্য বলিয়া তাঁহারা যজ্ঞ কালীন দেবতাদিগের উদ্দেশে অভিষুত করিতেন। সোমলতা হিন্দুস্থানের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে জন্মে না। হিমালয় পর্ব্বতই তাহার আকর স্থান। এই পর্ব্বতের গুহা সকল হইতে ঋষিগণ তাহাকে আহ-

রণ করত যত্ন পূর্ব্বক শকটে করিয়া আনয়ন করিতেন। পরে সেই লতার নির্য্যাস নির্গত করিয়া তাহা শর্করা ও ব্রীহির সহিত মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট সুরা প্রস্তুত করিতেন এবং এই সোম মদ্য পানে প্রমত্ত ও উল্লসিত হইয়া উৎসাহের সহিত দেবতাদিগের অভিবাদন করিতেন। বেদেই উক্ত হইয়াছে যে সোম রস দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঋষিগণ সাম গান করিতেন এবং বৈদিক স্তোত্র সকল রচনা করিতেন।

অয়ং মে পীতঃ উদিয়র্ত্তি বাচং অয়ং মনীষাং উশতীমজীগঃ।

এই সোম পীত হইবামাত্র আমার বাক্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই প্রগাঢ় ভাব উদ্দীপন করে।

ঋগ্বেদ-৬মণ্ডল-৪৭-৩

অপাম সোম অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য॥

আমরা সোম পান করিয়াছি আমরা অমর হইয়াছি; আমরা জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে জানিয়াছি এক্ষণে শত্রু আমাদের কি করিতে পারে মর্ত্ত্যগণের দ্বেষে আমাদের কি হইতে পারে।

অথর্ব্ব-৮-৪৮-৩

অরুষো জনয়ন্ গিরঃ সোমঃ পবতে আয়ুষমিন্দ্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ।

এই রক্তবর্ণ সোম ইন্দ্রের নিকট গমন করেন এবং মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করেন ও স্তোত্র সকল উৎপন্ন করেন।

ঋগ্বেদ-৯-২৫-৫

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে সমুদয় জগতের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—সেই যে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ—তাহা সমুদয় জগতের সঙ্গে আমারদের সঙ্গে সমান। আমারদের সঙ্গে পরমেশ্বরের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা যে গাঢ়তর উচ্চতর গুরুতর নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা অন্য কাহারো সঙ্গে নাই; সেই সম্বন্ধ থাকাতেই তাঁহার এই উপাসনা মন্দিরে আমরা সকলে সম্মিলিত হইতেছি। সকলেই তাঁহাতে রহিয়াছে—তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে; তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না, কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে এই প্রাচীর, এই স্তম্ভ, তাঁহারই আশ্রয়ে রহিয়াছে; কিন্তু এই আশ্রয়-ভাব ইহারা কিছুই জানে না। এই সম্বন্ধ তিনি মনুষ্যকেই জানিতে দিয়াছেন। মনুষ্যের নিকট হইতে তিনি পূজা চান, প্রীতি চান। সেই প্রেমাস্পদ ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান। তিনি আমারদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পুষ্প-সকল বিকশিত করিতেছেন; আমরা তাহাই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছি। তিনি কহিতেছেন, আমাতে আত্মা ও মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে অর্চ্চনা কর, আমাকে নমস্কার কর। তিনি যাহা চাহিতেছেন, আমরা তাহা প্রদান করিতেছি এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমারদের কি অদেয় আছে? আমরা আপনাপনি কিছুই পাই নাই; যাঁহা হইতে সকল পাইয়াছি, তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সঙ্কোচ কি? তাঁহার নিকটে আপনার পশু-ভাব-সকল বলিদান দেও, আপনার প্রীতি-ভাব উন্নত করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ কর। হৃদয়ের কন্টক-সকল উৎপাটন কর; হৃদয়ের পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত করিয়া প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরকে গন্ধ দান কর।

আমরা যাঁহাকে পূজা করিবার জন্য এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি, আমারদের প্রতি তাঁহার কি উদাসীন ভাব? আমারদের প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে। তিনি কেবল আমারদের মূক সাক্ষী নহেন। তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন এবং সঙ্গে থাকিয়া আমারদের শুভ কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তিনি এখনি আমাদের প্রীতি ভক্তি-সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। তিনি আমারদের মনে পবিত্র চিন্তা-সকল উদ্দীপন করিতেছেন; মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সবল করিতেছেন, ধর্ম্ম উন্নত করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ। যখন জানিতেছি, তিনি আমার উপর তাঁহার প্রীতি অজস্র বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার অমোঘ সাহায্য অবিরত প্রেরণ করিতেছেন; তখন কি আমারদের সমুদয় প্রীতি ও

বিশ্বাস তাঁহাতে সমর্পণ করিব না? হে সাধু যুবা! তুমি পাপকে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার কি কেহ উৎসাহ-দাতা নাই! তুমি আপনাকে দুর্ব্বল দেখিতেছ; আপনার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছ, তোমার যে উচ্চ লক্ষ্য-স্থান, তত দূর [illegible] করিবার সামর্থ্য বুঝিতেছ না কিন্তু কিছুতেই নিরাশ হইও না। ঈশ্বর তোমার মর্ত্ত্য দেহে স্বর্গীয় বল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে পাপ-তাপ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছেন। আমরা সকলেই সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী—তাঁহার শরণাপন্ন হইলে পথের কোন বিঘ্ন আমারদিগকে বাধা দিতে পারিবে না।

যখন আমরা অভয়-দাতা পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি, তখন আমারদের কি ভয়। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদিগকে ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আপনার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই আমারদের সকল নির্ভর রাখিয়া দেন নাই; তিনি আমারদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান নাই যে একবার পতিত হইলে আর আমরা তাঁহাকে ডাকিতে পারিব না। এ প্রকার হইলে এমন স্বাধীনতা আমারদের না হওয়াই ভাল ছিল। এ প্রকার হইলে পাপীর আর আশা থাকিত না; উদ্ধারের আর উপায় থাকিত না। আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদের সঙ্গে থাকিবার তাঁহার আরো অধিক প্রয়োজন। এ হেতু বাস্তবিকও তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং আমরাও তাহা সময়ে সময়ে অনুভব করিতেছি। পিতা তাঁহার সন্তানকে পদ-চালনা শিক্ষা দিবার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যে একেবারে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর অভিমুখ না হয়। শিশু যখন আপনার বলেই চলে, তখন ভয়ে ভয়ে থাকে; যখন পিতার হস্ত পায়, তখনই সাহস পায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের সেই প্রকার ভাব। তিনি আমারদিগকে সংসার-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন যে সাংসারিক বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমরা বলীয়ান্ হইব; কিন্তু তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন যে একেবারে এমন পতিত না হই যে আর কখনো উদ্ধার হইতে না পারি। তিনি কখনো আমারদের সাধু চেষ্টাতে উৎসাহ দিতেছেন, কখনো আপনার রুদ্র মুখ দেখাইয়া আমারদিগের পাপ-প্রলোভন দমন করিতেছেন। কখনো উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া আমারদের চরিত্র শোধন করিতেছেন। এই প্রকার তিনি আমারদের আত্মাতে থাকিয়াই আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন? যখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, তখনই তাঁহার নিকট হইতে বল আইসে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই আধ্যাত্মিক নিগূঢ় সম্বন্ধ।

হে আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বর! আমি মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার আত্মাতে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, তুমি আমার হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর, তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছার অনুগামী কর। হে দেব! আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রশ্নের উত্তর।

১। পুণ্য সত্ত্বে মনুষ্য মৃত্যুর পর দেবলোকে যাইবেন। দেবলোক কি এই পৃথিবীর পুণ্যবান্ লোকের দ্বারা বসতি, না ঈশ্বর তথাকার লোকদিগকে আদিতে পুণ্যবান্ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন? অথবা আদিতে ঈশ্বর সকলকেই কি এক প্রকার মনোবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন, না সৃষ্টির প্রথমাবস্থাতেই মনোবৃত্তিসকলের তারতম্য করিয়া দেবলোক এবং মনুষ্যলোক বিভেদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?

ঈশ্বরের অনন্ত জগতের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী একটী অতি ক্ষুদ্র সর্ষপ মাত্র। ইহা হইতে কতকোটি কোটি গুণে বৃহত্তর কত অসংখ্য অসংখ্য জগৎ অসীম আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু যখন এই পৃথিবীতেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অজ্ঞান জ্ঞানবান্ কত অসংখ্য প্রাণী বাস করিতেছে, তখন ইহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে বৃহত্তর অনন্ত আকাশের অগণ্য জগৎ সমুদায় যে একেবারে প্রাণিশূন্য থাকিবেক, ইহা কখনই হইতে পারে না। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে যে অন্যান্য জগৎ সমুদায়ও জ্ঞান-প্রাণ-বিশিষ্ট অসংখ্য অসংখ্য জীব-পুঞ্জে পরিপূর্ণ আছে। এবং ইহলোকেই আমরা ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির যে পরিচয় চতুর্দিক হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, তদ্দ্বারা ইহা অবশ্যই বোধ হইবেক যে মনুষ্য ঈশ্বরের জীব-সৃষ্টির শেষ সীমা কখনই হইতে পারে না। মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ জীব-সকল অবশ্যই অন্যান্য জগতে বাস করিতেছে। এই রূপ জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত জীব সকলকেই আমরা দেবতা শব্দে ব্যক্ত করি, এবং তাঁহারা যে সকল জগতে বাস করেন তাহা দেবলোক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অপর দেবলোকে মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব-সকল বাস করিতেছেন, ইহা যেমন আমরা জ্ঞানের দ্বারা স্পষ্ট জানিতেছি; তেমনি আবার ইহাও স্পষ্ট জানিতেছি, যে মনুষ্যেরও মৃত্যুর পর দেবলোকে যাইবার অধিকার আছে; কেননা ঈশ্বর আমাদের আত্মার যে রূপ উন্নতিশীল স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহা অবশ্যই উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং পৃথিবী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে এবং এই রূপে তাহা ক্রমে ক্রমে দেবভাব অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেক। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়াই আত্মার উন্নতিশীল স্বভাব দেখিয়া ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি অতএব আমাদের অনন্ত কাল উন্নতি হইবে, ইহাই যদি ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায় হয়; তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন মনে করিতে পারেন যে চিরকাল আমরা এই পৃথিবীতেই বদ্ধ হইয়া থাকিব? কিন্তু ঈশ্বর প্রথমে সকল জীবকে এক প্রকার প্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা কাহাকে উৎকৃষ্ট কাহাকে অপম করিয়াছেন, এসকল বিষয় জানিবার আমাদের অধিকার নাই।

২। পুণ্যবানেরা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন। পাপীরা কোথায় যাইবে? এ পৃথিবী হইতে অপকৃষ্ট লোক আর কি আছে?

পুণ্যবানেরা পুণ্য কর্ম্মের ফল কোথায় ভোগ করেন এবং পাপীরাই বা পাপ-কর্ম্মের শাস্তি কি রূপে এবং কোন স্থানে পায়; তাহা আমরা এ জীবনে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনা যাহা নানা ধর্ম্মে নানা প্রকারে বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনা মাত্র। পাপীদিগের শাস্তির নিমিত্তে স্থানের অপেক্ষা করে না। অনেকে শারীরিক ক্লেশকেই শাস্তির শেষ বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু শরীর না থাকিলেও আত্মার যে কি ভয়ানক শাস্তি হইতে পারে, তাহা অনেকে অনুভব করেন না। পরমেশ্বর আমাদের আত্মাতেই পাপের শাস্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই হেতু পাপী এই পৃথিবীতেই থাকুক আর অন্য কোন লোকেই গমন করুক; যখন সে পাপ-জনিত-শাস্তি আত্মাতে ভোগ করে। তখন সকল স্থানই তাহার পক্ষে নরক-স্বরূপ। পাপাত্মা মৃত্যুর পর-যেখানেই থাকিয়া ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ভয়ানক শাস্তি ভোগ করে তাহারই নাম নরক।

ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

জাতকর্ম্ম।

অভিনব জাত কুমারের সূতিকাগারে সপ্তাহের মধ্যে জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

সূতিকাগারে দণ্ডায়মান হইয়া বালককে হস্তে লইয়া পিতা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

হে সর্ব্বলোক মহেশ্বর! অখিল বিধাতা! তুমি আমারদের চির কালের পিতামাতা। তোমার প্রসাদে এই যে অভিনব শিশু গর্ভ-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং এই কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কুশলে কুশলে রক্ষিত হইয়াছে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি এবং ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। এ তোমারই স্নেহের ধন, এমন অবস্থাতেও তোমার প্রসাদে ইহার কিছুরই অভাব নাই। তোমার কৃপাতে এ এখন হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে এবং যখন ইহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে; তখন যেন তোমার প্রতি ইহার দৃষ্টি যায়, এবং তোমার প্রিয় কার্য্যে মনকে নিমগ্ন করে। এক্ষণে তুমি ইহাকে আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া যেমন লালন পালন করিতেছ, ইহার পরে সেই রূপ ইহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া ইহাকে কুটিল পাপ হইতে রক্ষা করিবে এবং তোমার সৎপথে অগ্রসর করিবে; এই আমার প্রার্থনা।

অথবা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

ওঁ মনুষ্যাণামৃষীণাঞ্চ ভূতানাং ভক্তবৎসল।
ঈশ রক্ষস্ব মে পুত্রং সর্ব্বসাক্ষী নমোস্তুতে॥
পিতা ত্বং সর্ব্বভূতানাং রক্ষিতা চ বিশেষতঃ।
সতত্বং সর্ব্ববিঘ্নেভ্যঃ সুতং রক্ষ নমোস্তুতে॥
নমস্তে পালক ত্বং হি বালকং রক্ষ নিত্যশঃ
সমস্তাৎ সাক্ষিরূপেণ কুরু বালকরক্ষণং॥
সচ্চিদ্রূপ মহাভাগ সর্ব্বলোকবরপ্রদ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ চিরং জীবতু বালকঃ॥
আগত্য সূতিকাগারে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন।
রক্ষাং কুরু মহাভাগ সর্ব্বোপদ্রবনাশন॥
অয়ং মম কুলোৎপন্নোরক্ষার্থং পাদযোস্তব
দত্তোময়া মহাভাগ চিরংজীবতু মে সুতঃ॥

শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যন্তু শুভানিচ।
সর্ব্বোপদ্রবশান্ত্যর্থং গৃহান শরণাগতং ॥

প্রার্থনা পাঠের পর পিতা বালকের মাতার ক্রোড়ে সেই বালককে সমর্পণ করিবেন ইতি।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের পৌষ ও মাঘ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত	গোবিন্দচন্দ্র ধর	১০
"	কাশীশ্বর মিত্র	১০
"	মণিলাল মল্লিক	৫
"	নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	৫
"	ভোলানাথ চৌধুরি	৫
"	রাজকৃষ্ণ আঢ্য	৫
"	ভুবনচন্দ্র রায়	৫
"	কুঞ্জবেহারী চক্রবর্ত্তী	৪
"	দুর্গাচরণ গুপ্ত	৪
"	কেশবলাল ঘোষ	৩
"	অক্ষয়কুমার মজুমদার	২
"	উমানাথ গুপ্ত	২
"	অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	২
"	মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ	২
"	প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১৷৩
"	দ্বারিকানাথ মল্লিক	১
"	হরচন্দ্র মজুমদার	১
"	রাধানাথ দত্ত	১
"	রামদাস দাস	১
"	গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
"	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১
"	প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	১
"	দিনবন্ধু গুপ্ত	১
"	প্রাণনাথ বসু	১
"	বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী	১
"	কালীকিঙ্কর মিত্র	১
"	রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল	১
"	জগদানন্দ সেন	১
"	গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
"	অঘোরনাথ গুপ্ত	১
"	ভুবনমোহন গুপ্ত	১
"	রামবল্লভ দত্ত	১
"	দ্বারিকানাথ দে	১
"	ক্ষেত্রমোহন দত্ত	১
"	বলাইচাঁদ সেন	১
শ্রীযুক্ত	রাখালচন্দ্র রায়	১
"	রামকুমার গগনচন্দ্র	৸০
	ব্রহ্মবাদিনী	৪
		৯১৷০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত	রাজা বর্দ্ধমানাধিপতি	২০
শ্রীমতী	রাণী স্বর্ণময়ী	১২
শ্রীযুক্ত	কালিদাস পালিত	১২
"	গোপীমোহন ঘোষ	১২
"	কলুটোলাস্থ সেন পরিবার	১২
"	সাগরলাল দত্ত	৫
"	নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
"	প্রসন্ননারায়ণ দেব রায়	৫
"	রমাপ্রসাদ রায়	৪
"	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
"	উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৩
"	নীলকমল মিত্র	২
"	বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
"	কাশীনাথ দত্ত	১
		৯৮

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত	রমণীমোহন চৌধুরি	১৬
"	রসিকলাল পাইন	৫
"	অমৃতলাল বসু	২
"	কাশীনাথ দে	২
"	রুক্মিণীকান্ত রায়	১
"	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা	১
"	কুমারনারায়ণ মিত্র	১
"	ব্রজনাথ ধর	১
		২৯

এককালীন দান

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫
দানাধারে দান প্রাপ্ত	৩৶৫
	২২৯৶৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৮ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২২৪ সংখ্যা
চৈত্র ১৭৮৩ শক

পঞ্চম কল্প — পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মধ্যাহ্ন কালের ব্রহ্মস্তোত্র।

হে অনাদিসৎ পরমাত্মন্! তোমার অপার মহিমা যে রূপ উষার সৌন্দর্য্যে ও সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যে প্রকাশ পাইতেছে, মধ্যাহ্ন কালের প্রখর সূর্য্য কিরণেও সেই রূপ তোমারি অনুপম মঙ্গল জ্যোতিঃ জাজ্বল্যতর রূপে বিরাজ করিতেছে।

যখনি তোমার সংসার রূপ আনন্দ কানন প্রতি নেত্রপাত করি, তখনি দেখি তোমার করুণাকমল বিকশিত হইয়া অমৃত সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে —যখনি নয়ন যুগল উন্মীলন করি, তখনি দেখি স্রোতস্বতী প্রীতি নদী তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল—সকল হৃদয় অমৃত সলিলে সিক্ত করিতেছে। তোমার এই আনন্দ রাজ্যকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিবর্ণ বা বিষণ্ণ দেখিতে পাই না; দিন যামিনী কেবলই তোমার সংসার রাজ্য হইতে আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

কি নির্জ্জন বনে কি সজন নগরে কি বিশাল শস্য ক্ষেত্রে কি সুপ্রশস্ত গিরি গুহায়, যখন যেখানে গমন করি তখন সেই স্থান হইতেই তোমার স্তুতি গান শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই। ভূমণ্ডলে এমন স্থানই দেখিতে পাই না যেখান হইতে তোমার আনন্দ ভেরীর সুমধুর নিনাদ উত্থিত না হইতেছে।

এই মধ্যাহ্ন কালে সংসার মন্দিরে তোমার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তুমি এক্ষণে রাজরাজেশ্বর রূপে বিরাজ করিতেছ, তোমার সম্মুখে অগণ্য প্রাণিপুঞ্জ হর্ষোৎফুল্ল মনে কেমন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছে। এখন এমন একটি কীট একটি পতঙ্গও দেখিতে পাই না যে তোমার আনন্দ রাজ্যে আলস্যে বিষণ্ণ ভাবে কাল যাপন করিতেছে—এখন সকলেরি মুখমণ্ডল অনুরাগ ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া নিরবচ্ছিন্ন মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এখন গিরি গুহা উপবন সকল পশু পক্ষিগণের কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর মঙ্গল গীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, গ্রাম নগর সমূহ তোমারি স্তুতি গানে পরিপূর্ণ হইতেছে। এখন সকল গৃহ মধুময়, সকল পল্লী আনন্দময়, সকল নগর উৎসবময় হইতেছে।

জগদীশ। এই মধ্যাহ্ন কালে তুমি তোমার অজস্র ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তোমার নিত্য উদার সদাব্রতের কেমন অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছ। রাজা দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বলিষ্ঠ দুর্ব্বল, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সকলে মিলিয়া তোমার সদাব্রতে আতিথ্য স্বীকার করত কেমন মনের আনন্দে ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। তোমার এই উদার সদাব্রতে কেহই অপরিতৃপ্ত থাকিবার নহে।

পরমাত্মন্! তুমি এখন যে রূপ অজস্র অন্ন পান পরিবেশন দ্বারা সংসারস্থ যাবতীয় প্রাণি পুঞ্জের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেছ, সেই রূপ আবার জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করত মানব মণ্ডলীর মনের ক্ষুধাও নিবারণ করিতেছ।

এই মধ্যাহ্ন কালে বিদ্যালয়, কি চিকিৎসালয়, দেব মন্দির, কি পণ্য গৃহ, সকল স্থানেই কেবল তোমারি মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক দিগের বিজ্ঞান রসনা তোমারি মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, চিকিৎসালয়ে তোমারি করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে, দেবমন্দিরে জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য তোমারি কৌশল কলাপ ব্যক্ত করিতে করিতে প্রেম ভরে অবিরল অশ্রু ধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন, পণ্যশালায় তোমারি যশ ঘোষিত হইতেছে।

এখন যেমন্ সমস্ত ভূমণ্ডল দিবাকরের উজ্জ্বল কিরণে আলোকিত হইয়াছে, সেই রূপ তোমার মঙ্গল জ্যোতিতে এখন কতশত আত্মা জ্যোতিষ্মান্ হইতেছে। দিবালোকে চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ ব্যূহে তোমাকে জাজ্বল্যমান সন্দর্শন করিয়া এখন কত আত্মা কৃতার্থ হইতেছে—কতশত পুণ্যাত্মার জ্ঞান নেত্র অন্তরে বাহিরে তোমাকে দেখিয়া এককালে পরিতৃপ্ত হইতেছে।

এমন উৎসব ক্ষেত্রে তোমার জাগ্রত মঙ্গল ভাব দর্শন করিয়া যাহার চির-নিদ্রিত মোহান্ধচিত্ত জাগ্রত না হইল, এমন প্রখর সূর্য্য কিরণে যে তোমার ঐশ্বর্য্যের গৌরব অবলোকন করিতে সমর্থ না হইল, এমন নিত্য উদার সদাব্রতে যে তোমার উদার প্রসাদ উপলব্ধি করিতে না পারিল; তাহার জীবনই নিষ্ফল—তাহার দুর্লভ মানব জন্ম বিড়ম্বনা মাত্র।

এই মধ্যাহ্ন কালে বিষয়ী যেরূপ অনুরাগের সহিত বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে, বিদ্যার্থিগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্ণ মনে জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, আমার আত্মা যেন তদপেক্ষা সহস্র গুণ অনুরাগের সহিত তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত নিয়তই নিযুক্ত থাকে। তুমি আমার বিষয় বিভব সকলই। তোমাকে পাইলেই আমার সকল দুঃখের অবসান হয়, সকল আশা পূর্ণ হয়। তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনে হৃদয়েশ্বর রূপে বিরাজ কর, আমি তোমার আদেশে অকুতোভয়ে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করি। হে সুহৃৎ! তুমি আমার জ্ঞান নেত্র হইতে অন্তরিত হইও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

নবম অধ্যায়।

৭৩

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র

থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা,তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

জীবাত্মা শরীরস্থ আছেন। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব পরমাত্মা অন্যান্য স্থানের ন্যায় শরীরেও অবস্থিতি করিতেছেন। পরস্পর বিভিন্ন-স্বভাব জীব ও পরমাত্মা উভয়ই আমারদের শরীর ব্যাপিয়া আছেন এবং উভয় পরস্পরের সখা ও সুহৃৎ। নিত্য পরিতৃপ্ত পরমাত্মা জীবকে নানাবিধ সুখ প্রদান করিয়া সাক্ষী-রূপে স্থিতি করিতেছেন, জীব তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা নিয়ন্তা জীবাত্মা তাঁহার অধীন ; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা গৃহীতা; পরমাত্মা প্রেরয়িতা, জীবাত্মা ভোক্তা; পরমাত্মা আমারদের সর্ব্বাচ্ছাদক এক মাত্র সহায়, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছি।

৭৪

জীব শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে ; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থে যশোমান ধন লাভার্থে সংসারে নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয় ; কিন্তু যখন প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বসেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে না ; পরমানন্দ উদ্ভব হয়

৭৫

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্য পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক পরমোপাস্য পরমেশ্বরের প্রতি তদ্গতচিত্ত হইয়া আপনার হৃদয়-ধামে জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন. তখন তিনি পুণ্য পাপ জনিত ফলাফল কামনা শূন্য হইয়া এবং তাবৎ বৈষয়িক ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন ; তখন তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তি সংযত হইয়া থাকে, কোন বৃত্তি আপন অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না ; তখন তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁহাকে সর্ব্বসাক্ষী রূপে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন।

৭৬

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণ-রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সেই ক্ষয়শূন্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৭৭

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার-ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল ও অদ্বিতীয়।

আমারদের এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় থাকাতেই জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য সুকৌশল-সম্পন্ন বিশ্বের আদি কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের এক মাত্র হেতু। সংসার তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মের অতীত। তাঁহার ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।

৭৮

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে সেই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়।

যে মঙ্গল-স্বরূপ পবিত্র পুরুষ আমারদের সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রার্থনানুরূপ হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন এবং পুত্র বিত্তাদি যাবতীয় প্রিয় পদার্থ আমারদিগকে প্রদান করিতেছেন, তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমারদের আর কেহ নাই।

৭৯

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য এসংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্যই বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত কি ইহকালে কি পরকালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ প্রকার উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা দুঃখ পায়। সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সমস্ত বস্তুতেই প্রীতি করিতে হয় এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি

যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে।

৮০

পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না।

যিনি আমারদের মানস ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল-কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই আমারদিগের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইতে পারে না। অপরিবর্ত্তনীয় অবিনশ্বর পরমেশ্বরে যিনি বিশুদ্ধ প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তিনি অজর অমর নিত্য, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।

৮১

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই অনুপম বিশ্বরচনার আশ্চর্য্য কল্যাণকর ভুরি ভুরি কৌশল দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক এবং তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য-সকল অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল-সকল দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বিষয়ক উপদেশ বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করিবেক, এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার সেই মঙ্গল-স্বরূপকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবেক।

৮২

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্বভূতের রাজা।

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিয়াছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন।

৮৩

যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমি-দেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভুত সকল, লোকান্তর বাসি মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম-জীবি জীব-সকল, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি লোক-সকল, প্রাণিদিগের প্রাণন ক্রিয়া-সকল, এবং অসংখ্য লোক স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা-সকল, সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

৮৪

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের এবং আমারও সৃজনকর্ত্তা চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর।

৮৫

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি, যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমারদের জ্ঞান চক্ষু সেই নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে ও হৃদয় তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিতে পারিতেছে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া সেই সকল দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে জানিতে না পারিতাম, ও তাঁহার সহিত অকাট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ্ সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম, লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া আর কোথায় শীতল হইতাম, মৃত্যু-ভয় হইতে আমারদিগকে আর কে পরিত্রাণ করিত?

৮৬

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপ-হীন ও নিরাময়। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

এই সংসারে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কারণ পৃথিবী বায়ু অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ-সকল, এবং সেই সকল পদার্থের কারণ আবার পরব্রহ্ম। অতএব তিনি কারণের কারণ। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। তিনি অশরীরী, অজর, অমর, তিনি নিত্য সুস্থ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্বরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত তাঁহার সহিত অকাট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না।

৮৭

বিশ্বকার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; তিনি সর্ব্বভূতে শরীর-মধ্যে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন এবং একাকী বিশ্ব সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জানিলে লোক সকল অমর হয়েন।

তাঁহা হইতে এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ এবং মহান্। তিনি সকল স্থানেই সর্ব্বদা

স্থিতি করিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কারণ তিনি জ্ঞান-স্বরূপ; জ্ঞান-স্বরূপকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা ইহাঁর সহিত নিত্য সহবাস লাভ করেন।

৮৮

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ।

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ও সুখ বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে আমারদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগি বিবিধ গুণে ভুষিত করিয়াছেন। চক্ষু যে বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গরব সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা রস মিশ্রিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদগ্রহ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষ প্রকার সুগন্ধ সংযুক্ত প্রফুল্ল পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপি স্পর্শেন্দ্রিয় যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখ সরোবর পূর্ণ করিতেছে, সকল-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যেরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদীয় বিষয়-সমুদায়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্তদ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তিনি আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম হইতেছি। তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আমরা সকল মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ ভাণ্ডারের এক এক দ্বার স্বরূপ করিয়াছেন। আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণ তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণ-বারি বিনির্গত করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ বিশ্ববিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়-সকল সৃজন করিয়াছেন এবং সুতরাং তাঁহার দ্বারাই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই; তিনি চক্ষু কর্ণ বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন ও সকল শুনিতেছেন এবং পাণি পাদ ব্যতীতও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, সকলের সুহৃৎ; তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহাকে ভজনা কর, তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার অধীন হও

৮৯

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

ধর্ম্ম ব্যতীত আমারদিগের কিছুতেই আর শান্তি হয় না। তাঁহাকে না জানিয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিয়া পশুবৎ কেবল আহার নিদ্রায় মুগ্ধ থাকিলে কদাপি মনের তৃপ্তি হয় না; অতএব সেই মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা মহান্ প্রভু সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে আমারদিগের মনে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন; তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিলে আমারদের সুখ সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না; আমরা নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ, উপভোগ করিতে পারি।

ইতি প্রথমখণ্ডে নবম অধ্যায়।

গত ১১ মাঘে ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অন্তঃপুরে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহাতে শ্রী কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ এই প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনা।

"জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাকে পরম পিতা রূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরম পিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমারদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্যায় লালন পালন করিয়াছ, কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ। গত বর্ষে এই পরিবারে কত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোকে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক আমারদিগের কোন বিঘ্নই হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিঘ্ন কি? অনেকেই আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমারদের সহায়, তখন আমারদিগের মঙ্গলই হইবেক, সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই পরিবার। অদ্য আমরা সেই জীবন-দাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমরা এখন কি দেখিতেছি, না, চতুর্দ্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি। আমারদের যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। সময়-ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতি-রসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক ঈশ্বরের রাজ্যে দুই পরিবার কখনই থাকিবে না, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গ দেশের মধ্যে তাহার সূত্র-পাত হইল। হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিঘ্ন আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। এত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আমারদিগের ক্লেশ নাই, ভয় নাই। কেবল আনন্দেরই উৎস উৎসরিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পূজা উপহার দিতেছি। ধন্য পরম পিতা, আশ্চর্য্য তোমার করুণা। পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না হই,

আমারদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্ত ভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমারদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দুঃখের সময় পাপাসক্ত ব্যক্তির চেতন।

হে ভ্রান্ত মন! এক্ষণে উত্থান কর, আর বৃথা সংসারের অনিত্য অপকৃষ্ট বিষয়-সুখে প্রমত্ত হইবার সময় নাই। এত দিনের পর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, সাংসারিক সৌভাগ্য—যাহাতে তুমি এত দিন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া মুহ্যমান ছিলে, তাহা স্বপ্নবৎ পলায়ন করিয়াছে। এত দিন যে মৃগতৃষ্ণাবৎ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান ছিলে, তাহা এক্ষণে নীরস উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। হা! সংসারের কি বিচিত্র গতি, যে ব্যক্তি কিছু কাল পূর্ব্বে অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইয়া গর্ব্বিত ভাবে পৃথিবীতে পদার্পণ করিতেন, যাঁহার প্রতাপে সকলে কম্পিত কলেবর হইত, এবং যিনি দিন যামিনী অশেষবিধ সুখ সেব্য বস্তুতে পরিবৃত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছেন; ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হইল, আধিপত্য বিনষ্ট হইল, দুঃখ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সৌভাগ্যের সময়ে যাঁহারা আমার পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাঁহারা কোথায়? যাঁহারা আমোদ প্রমোদের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাই বা কোথায়? হা! তাঁহারা দূরে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুরবস্থাতে আমার সহিত সম্ভাষণ করিতে এক্ষণে লজ্জিত হইলেন। পুষ্পহীন নীরস তরুকে কে যত্ন করিবে, সংসারের অস্থায়ি ভাব কেমন স্পষ্টরূপে এক্ষণে বোধ হইতেছে; কিন্তু সুখের সময় কেমন প্রমত্ত হইয়াছিলাম, কখন মনেও করি নাই যে সেই সুখের দিন পর্য্যবসিত হইবেক, দুঃখের তমোনিশা আসিয়া উপস্থিত হইবে। হে মন! এক্ষণে এক বার আপনার প্রতি দৃষ্টি কর। এত দিন সংসারের যে সকল অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া ভুলিয়াছিলে, সে সকল এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এত দিন কেবল বাল্য লীলার ন্যায় জীবনকে বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছ—কেবল বাল্য ক্রীড়াই বা কেন? যে সকল ভয়ানক পাপের মধ্যে মলিনতার মধ্যে এত দিন আমি অভিভূত ছিলাম, তাহা কি বিস্মৃত হইব? হা! আমি বিষয়ের কোলাহল মধ্যে থাকিয়া আমার পাপাচরণের প্রতি একবারও দৃষ্টি করি নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাচরণের চিন্তা প্রবলতর ভাবে উদয় হইতেছে, আমি এক্ষণে আমার মলিন ঘৃণিত কুৎসিত অবস্থা দেখিতে পাইতেছি; আমার হৃদয় এক্ষণে সেই পাপের ভারে গুরু ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছে। সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া জীবনের সার ভাগ কেবল পাপাচরণে অতিবাহিত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার গরলময় ফল ভোগ করিতে হইবে। আমার গত সময়ের বিষয় একবার আলোচনা করিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়, আত্মা বিষন্ন হয়। যে সকল সুখের নিমিত্তে অনায়াসে অক্ষুব্ধ চিত্তে কুৎসিত পাপাচরণ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে কেমন ঘৃণিত ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। আমি অনিত্য অসার ইন্দ্রিয়-ভোগের নিমিত্তে চিরকালের জন্যে আন্তরিক শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান

কি করিব? আমার আত্মা অসাড় হইয়াছে, তাহা আর কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। আমার হৃদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে, কে তাহাকে আলোক প্রদান করিবে—কে তাহার মলিনতা ধৌত করিবে। যখন আমি অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন বোধ হয়, আমার মত ঘৃণিত অপকৃষ্ট জীব আর কুত্রাপি নাই। কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারি না, আমার এমন সামর্থ্য নাই, যাহাতে আমি নিয়ত অসৎ চিন্তা-সকলকে দমন করিতে পারি—কুপ্রবৃত্তির প্রবল স্রোতকে ক্ষণকালের নিমিত্তে মন্দীভূত করিতে পারি। আমি একেবারে প্রবৃত্তির দাস হইয়াছি, নির্জীব পদার্থের ন্যায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান হইয়া যাইতেছি। আমি ইচ্ছা করিলেও পাপাসক্তিকে দমন করিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা সুখকর ছিল, তাহা ক্রমে দুঃখময় হইতেছে, জীবন একটি বিষম ভার মাত্র হইয়াছে। হা! পাপের কি ভয়ানক শাস্তি, তাহা এক্ষণে দেখিতেছি। পাপী যাহা সুখপ্রদ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়, তাহা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করে। হা! এই দুরবস্থাতে কে আমাকে আশ্রয় দান করিবে? কে আমার আন্তরিক যাতনাকে উপশম করিবে? মনুষ্যের সে সাধ্য নাই, পৃথিবীর কোন বস্তুরই সে সাধ্য নাই। কিন্তু যে রাজাধিরাজের অবিচলিত নিয়মাধীন পাপ-পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান হইতেছে, তিনিই কেবল আত্মার সুস্থতা সম্পাদন করিতে পারেন—তিনিই হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে পারেন। কিন্তু আমি অপবিত্র হইয়া তাঁহার পবিত্র নাম কি রূপে উচ্চারণ করিব? সেই মঙ্গলময় পিতার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিরূপে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিব? পাপে মলিন হইয়া কি রূপে আমি তাঁহার সম্মুখীন হইব। হা! সৌভাগ্যের সময় একবারও তাঁহাকে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তে সমুদায় সুখ প্রাপ্ত হইয়া একবারও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্ত হই নাই। আমি কি কৃতঘ্ন—কি নৃশংস! আমি এখন কেমন করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব? তাঁহা হইতে গোপনই বা কি করিব? তিনি আমার হৃদয়ের অতি গূঢ়তম পাপও জানিতেছেন।

হা! আমি মনুষ্য হইতে আমার পাপাচরণ গোপন করিতে কতই যত্ন করিয়াছি, মনুষ্যের নিকট যে কার্য্যের নিমিত্ত লজ্জা বোধ করিতাম, তাহাতে অক্ষুব্ধ চিত্তে সেই বিশ্বনিয়ন্তার সম্মুখে অনায়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। একবারও মনে করি নাই, যে মনুষ্য হইতে পলায়ন করিলে কি হইবে? পাপী কদাপি সেই ন্যায়বান্ পুরুষের দণ্ডকে অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারে মনুষ্যের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইলেই হইল, সাংসারিক আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেই হইল, ইহা কি ভয়ানক মত—কি অনর্থকর বিশ্বাস। সংসার কি গুরুতর ব্যাপার, জীবন কি সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন সাপেক্ষ, তাহা একবারও ভাবিলাম না। সম্পৎকালে আমি ধনের ঐশ্বর্য্যের কতই গর্ব্ব করিয়াছি, কিন্তু সে অস্থায়ী ধন কোথায়? আমার সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে চতুর্দ্দিক গাঢ়তম অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময়ে গম্ভীর চিন্তা-সকল আসিয়া আত্মাকে যেন সচেতন করিতেছে; কিন্তু হায়! আমি চেতন পাইয়া কেবল আমার ভয়ানক পাপ ও দুর্গতি দেখিয়া হতাশ্বাস হইতেছি। আমার এই সাংসারিক

দুরবস্থা এক্ষণে কেমন স্পষ্ট রূপে মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিতেছে। যখন আমি সৌভাগ্য পদবীতে আরূঢ় ছিলাম, তখন বিষয়-ভোগ-সুখে নিয়ত অভিভূত ছিলাম; আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তখন কতই পাপাচরণ করিয়াছি—রিপু-সকলকে প্রবল করিয়াছি। কিন্তু এখন দুঃখের সময়ে আমি সেই সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। যে সকল বস্তু আমার পরম প্রেমাস্পদ ছিল, তাহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিয়াছে। এক্ষণে বজ্রাহত শুষ্ক পাদপ-স্কন্ধের ন্যায় একাকী পতিত রহিয়াছি, এক্ষণে স্বপ্ন-ভঙ্গ প্রাপ্ত-চেতন পুরুষের ন্যায় আমি পূর্ব্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল আপনাকে ঘৃণা করিতেছি, আমার ভয়ানক পাপের বিষয় চিন্তা করিবা মাত্র জ্বলন্তানলের ন্যায় অনুশোচনা আসিয়া আমার অন্তর দাহ করিতেছে। প্রবুদ্ধ রিপু-সকল এক্ষণে স্বস্ব বিষয় না পাইয়া আমাকে পীড়ন করিতেছে। পূর্ব্বে বিষয় কোলাহল মধ্যে থাকিয়া অন্তরের প্রহরির বাক্য আমি শ্রবণ করি নাই, কিন্তু এক্ষণে সে আমাকে তিরস্কার করিতেছে এবং আমার পুঞ্জীকৃত পাপ প্রতিফল স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী শাস্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মৃত্যুও এই রূপে বিষয়-ভোগে মুহ্যমান ব্যক্তিকে চেতন প্রদান করে। যে সকল বিষয় লইয়া আমরা সংসারে ভুলিয়া থাকি, তাহা মৃত্যুর পর চিরকালের নিমিত্তে আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন আত্মার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পায়; কিন্তু তখন বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির কি বিষম দুরবস্থা, তখন সে আপনার পুঞ্জীকৃত দুষ্কৃতি দেখিয়া হতজ্ঞান হয়, তাহার রিপু-সকল তখন আর স্বস্ব বিষয় না পাইয়া কেবল তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে থাকে। তাহার প্রবল বিষয় তৃষ্ণা আর চরিতার্থ হইতে না পারিয়া কেবল অসুখের কারণ হইয়া উঠে, তখন তাহার কেহ সহায়ও থাকে না, সঙ্গীও থাকে না, তখন সে কেবল একাকী স্বীয় পাপের প্রতিফল স্বরূপ ভয়ানক দণ্ড ভোগ করে। সেই অবস্থাই তাহার নরক। হা! দুঃখের সময় আমাদের কি অমূল্য শিক্ষার সময়? মৃত্যু কি আমাদের পরম গুরু? আমার এই সাংসারিক দুর্গতির নিমিত্ত আমি আর আক্ষেপ করি না। আমি ইহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিতেছি। ইহা পৃথিবীর প্রচুর ধন রত্নাপেক্ষা উচ্চতর শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান রত্ন আমাকে প্রদান করিয়াছে, আমার অন্ধতমসাবৃত কলুষিত হৃদয়ে সত্যের জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছে, আমার পশুবৎ মুগ্ধ চিত্তকে সেই পরম দেবতার প্রতি উন্নত করিয়াছে। হা! যে সকল অমূল্য সনাতন সত্য আমার মনে কখনই উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাহা যেন এক্ষণে অকস্মাৎ আমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতেছে। হা! কে আমার চির দূষিত কঠিন হৃদয়কে আর্দ্র করিল? কে আমার শুষ্ক মানস পদ্মকে বিকসিত করিল? কে আমার চির মুদিত জ্ঞান চক্ষুকে উন্মীলিত করিল। সেই পতিত-পাবন, যাঁহার অচিন্ত্য করুণা সম্পদের পরিবর্ত্তে মহৌষধ স্বরূপ এই দুঃখ আমাকে প্রেরণ করিয়াছে, সেই পতিত-পাবনই আমার আত্মাকে মোহ-নিদ্রা হইতে সচেতন করিয়াছেন!

হা! আমি তাঁহাকে ভুলিয়া ছিলাম কিন্তু তিনি কদাপি আমাকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বীয় পুত্রগণকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অন্তর্যামী পরমেশ ! তুমি আমার অন্তরের প্রত্যেক ভাব জানিতেছ, আমার জীবনের কোন ঘটনাই তোমার অগোচর নাই। আমি এক্ষণে চিরামুষ্ঠিত পাপে মলিন ও বিকৃত হৃদয় হইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি। তুমি আমাকে তোমার আশ্রয় প্রদান কর। তোমা ব্যতীত আর কে আমাকে উদ্ধার করিবে। সংসারের কোন বস্তুই আমার এই পাপ-ভার মোচন করিতে সক্ষম নহে। হা ! সংসারেই বা আমার কি আছে ? আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে, যে সম্পদ লইয়া আমি গর্ব্বিত ছিলাম, তাহাও পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে দিন যামিনী অনুশোচনায় আত্মা ক্রমশ অবসন্ন হইতেছে। হা ! সম্পদের সময় কেমন উন্মত্ত ছিলাম, তখন একবার তোমাকে স্মরণ করিবারও অবকাশ ছিল না। কিন্তু যাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে, তাহারা কেবল দিন দিন দুর্গতির পথে গমন করিতে থাকে। হে নাথ ! তুমি যে আমাকে সেই সম্পদ হইতে পরিচ্যুত করিয়াছ, তাহার নিমিত্ত তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। আমি আর সাংসারিক সুখের প্রার্থী নহি, কিন্তু যাহাতে তোমার মঙ্গল মূর্ত্তিকে দেখিতে পাই, যাহাতে তোমার করুণার উপযুক্ত হইতে পারি, তুমি আমাকে সেই পথে লইয়া যাও। কিন্তু হায় ! আমি কি প্রকারেই বা তোমার করুণার উপযুক্ত হইব। আমি যে সকল ভয়ানক পাপাচরণ করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমি কিরূপে তোমার নিকটে মার্জ্জনা চাহিব—আমার জীবন পাপ চিন্তা—পাপালাপ—পাপানুষ্ঠানেই পর্য্যাসিত হইয়াছে, আমার আত্মা পাপের প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া আমি কি করিলাম ? তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে কেবল অমঙ্গল বিস্তার করিয়াছি, পাপের স্রোতকে বা[...] করিয়াছি, তোমার প্রজা হইয়া [...] বিদ্রোহাচরণ করিয়াছি। হা ! যে উদ্যত বজ্র যে আমাকে এত দিন একেবা[...] ধ্বংস করে নাই, ইহা কেবল তোমা[...] করুণা—তোমারই সহিষ্ণুতা মাত্র। নাথ[...] আমি অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড হইয়া তোমার ক[...]ণার কথা কি কহিব ? তুমি যে আমা[...] দুঃখ প্রেরণ করিয়াছ, তাহা সম্পদ হইতে[...] অধিক করিয়া জানিতেছি, কারণ তা[...] আমার মুহ্যমান আত্মাকে তোমার প্র[...] উন্নত করিয়াছে। হে পতিতপাবন ! আম[...] এই প্রণত হৃদয়কে এক্ষণে তোমার পবি[...] জ্যোতি দ্বারা আলোকিত কর, আমা[...] পাপ ভার মোচন কর, যেন আমি আ[...] তোমা হইতে পরিচ্যুত না হই। আমা[...] কি সাধ্য যে আমি পাপাসক্তিকে দম[...] করিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে প্রলো[...]ভন হইতে রক্ষা কর, তুমি আমার হৃদ[...] রাজ্যের অধীশ্বর হও, তোমার বলে বলী[...]য়ান্ হইয়া যেন তোমার ধর্ম্মের পথে পদা[...]র্পণ করিতে পারি।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদায় বে[...] দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা মন্ত্র এব[...] ব্রাহ্মণ। এই দুই খণ্ডের পরস্পর এ[...] অধিক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এ[...] তাহারা যে কদাপি এক সময়ের রচনা নহে[...] তাহা নিঃসংসয়ে বলা যাইতে পারে[...] বেদের মন্ত্র বা সংহিতা খণ্ড কেবল ঋষি[...]দিগের স্তোত্র সমুদায়েতেই পরিপূর্ণ। ঋষি[...]গণ, ইন্দ্র বরুণ অগ্নি আদিত্যাদি দেবতা

দিগের আরাধনা কালীন যে সকল স্তোত্র পাঠ করিতেন, বিভিন্ন প্রকার যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত যে সকল সুদীর্ঘ সূক্ত আবৃত্তি করিতেন, সেই সমস্ত সংহিতা ভাগের অন্তর্গত। কিন্তু ব্রাহ্মণ খণ্ডে নানা বিষয়েরই উল্লেখ আছে। কি প্রকারে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হয়, কোন্ যজ্ঞ কি পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ পুরোহিতদিগের কি কি কর্ত্তব্য; অপর ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা প্রকার বি· ও নিষেধ, সংহিতান্তর্গত দুরূহার্থ প্রবচন সকলের তাৎপর্য্য নিরূপণ ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার এবং তৎকাল প্রচলিত নানা ইতিহাস কথা, এই সমুদায় বিষয় প্রধানত ব্রাহ্মণ খণ্ডে দৃষ্ট হয়। অপর বৈদিক সংহিতা আদ্যোপান্ত ছন্দে বদ্ধ কিন্তু ব্রাহ্মণ খণ্ড প্রায় সমুদায়ই গদ্যে রচিত। এবং ইহাদিগের ভাষা ও রচনা প্রণালীরও অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কোন আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ খণ্ডের সরল রচনা পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু বোধ হয় সংহিতা ভাগের একটি শ্লোকের অর্থ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইবেক। বাস্তবিক সংহিতার পুরাতন সংস্কৃত এক্ষণকার প্রচলিত সংস্কৃত হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। এই হেতু সংস্কৃত ভাষার অনেক উন্নতি হইলে পর যে ব্রাহ্মণ খণ্ডের রচনা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। মন্ত্র কল্পে ঋষিগণ আপনারাই স্তোত্র সকলের রচনা কর্ত্তা ছিলেন; তাঁহাদের অন্তঃকরণে যখন যে সকল স্বাভাবিক উন্নত ভাবের উদয় হইত, তাঁহারা সেই সকল ভাব বৈদিক ছন্দে আবদ্ধ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কল্পে ব্রাহ্মণগণ কেবল সেই সকল পুরাতন ঋষি বাক্য যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা বৈদিক সূক্ত রচনা করিতে সাহস করিতেন না। অপর ব্রাহ্মণ কল্পে যদিও পূর্ব্ববৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত, তথাপি পুরোহিতগণ অনেকাংশে যজ্ঞাদির প্রকৃতার্থ ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এবং মন্ত্র কল্পে যে অসংখ্য যজ্ঞাদির নাম ও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনেকই লোপাপত্তি হইয়াছিল।

বেদের সমুদায় ব্রাহ্মণ একত্র করিলে অতি বিস্তৃত গ্রন্থ হইবেক। এই সমস্ত যে এক কালে বা এক ব্যক্তির রচিত নহে তাহা তদধ্যয়ন দ্বারাই স্পষ্ট বোধ হইবেক। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণে কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের পোষকতা করিয়াছে এবং তন্নিমিত্ত অনেক তর্ক ও বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রকৃতার্থ প্রকাশ করিবার জন্য সময়ে সময়ে এক এক খানি ব্রাহ্মণ রচনা করিয়াছিলেন। আদৌ এক এক বেদের অন্তর্গত এক একটি ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ভাগ এক এক শ্রেণীস্থ পুরোহিতদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। এই হেতু সেই সকল শ্রেণীর নাম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণের নাম উৎপন্ন হইয়াছে। যথা ঋগ্বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণের নাম আদৌ বহ্বৃচ ছিল, কারণ তাহা বহ্বৃচ শ্রেণী মধ্যে প্রথমে প্রচার হয়; পরে ঐতরেয়ী ও কৌষীতকী শ্রেণীতে গৃহীত হওয়াতে তাহা ঐতরেয় ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সামবেদের ব্রাহ্মণ ভাগ ছন্দোগদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, অপর কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর অন্তর্গত ব্রাহ্মণদ্বয় তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ বেদ শাস্ত্র যে কি প্রকারে এত অধিক কালাবচ্ছেদে সমুদায় সংরক্ষিত হই-

মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে একটি মাত্র শিখা রাখিবার প্রথা ছিল।

পূর্ব্বে এক এক বংশাবলীতে বেদের এক এক খণ্ড বিশেষ রূপে অধীত হইত, সেই বংশীয়েরা উক্ত বেদাংশের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া খ্যাত হইতেন, এবং তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রদিগকে তাহাতে শিক্ষিত করিতেন। এই রূপে এক একটি বংশেতে শিষ্য পরম্পরা দ্বারা বেদের এক একটি খণ্ড অধীত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন বংশ বা শ্রেণীর নাম ও সংখ্যানুসারে বেদও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এবং কালক্রমে এই সকল শাখারও সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বরণব্যূহ নামক প্রাচীন গ্রন্থে বেদের এই সকল শাখা বা চরণের নাম ও সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ঋগ্বেদের ৫ টি শাখা যজুর্ব্বেদের ৮৬ টি শাখা এবং সামবেদের সহস্র শাখার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অপর যদিও এক এক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক একটি শাখা বিশেষ করিয়া অধীত হইত এবং সেই শাখার প্রকরণানুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু তাঁহারা যে বেদের অপরাপর শাখা অধ্যয়ন করিতেন না এমত নহে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাখাতে কোন কোন গৃহ্যধর্ম্ম আচার বিষয়ে যে বৈলক্ষণ্য ছিল, তাহার প্রমাণ গৃহ্য সূত্রে দৃষ্ট হইতেছে। উক্ত গ্রন্থে এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে বাসিষ্ঠগণ মস্তকের দক্ষিণভাগে কেশ রাখিতেন, অঙ্গিরাগণ পঞ্চশিখা রাখিতেন, ভার্গব শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ সমুদায় মস্তক মুণ্ডন করিতেন, আত্রেয়গণ তিনটি শিখা রাখিতেন, অপর শ্রেণীতে

অঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে

অপর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে সকলে স্বস্ব শাখা প্রচলিত আচার ও ধর্ম্মের অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করিবেক, এবং সে আচার নিতান্ত গর্হিত ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ন হইলে পরিত্যাগ করিবেক না।

শাখান্তরীয়কর্ম্মকরণে দোষমাহ বসিষ্ঠঃ
ন জাতু পরশাখোক্তং কর্ম্ম বুদ্ধঃ সমাচরেৎ।
আচরন্ পরশাখোক্তং শাখারণ্ডঃ সউচ্যতে॥
যঃ স্বশাখোক্তমুৎসৃজ্য পরশাখোক্তমাচরেৎ।
অপ্রমাণমৃষিং কৃত্বা সোঽন্ধে তমসি মজ্জতি॥

বসিষ্ঠ কহিয়াছেন যে শাখান্তরীয় কর্ম্মকে আশ্রয় করা দুষ্য। জ্ঞানী ব্যক্তি ভি শাখোক্ত কর্ম্ম কদাপি করিবেন না। যিনি এই রূপ করেন, তিনি শাখারণ্ড বলিয়া উক্ত হন। যিনি স্বকীয় শাখা পরিত্যাগ করিয়া অপর শাখার ধর্ম্মকে গ্রহণ করেন তিনি ঋষিকে অপ্রমাণ করিয়া অন্ধ তমে মধ্যে মগ্ন হন।

এই রূপে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা বদ্ধ হইয়া যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় স্বী শাখানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করিতেন।

বেদের ব্রাহ্মণ খণ্ড যদিও অনেকাংশে যজ্ঞ হোমাদি বিষয়ক বিবরণেই পরিপূ তথাপি তন্মধ্যে প্রাচীন কালিক আচ ব্যবহার সম্বন্ধীয় পরিচয় স্থানে স্থানে প্রা হওয়া যায়। আমরা ব্রাহ্মণখণ্ডে পৌ রাণিক অনেক উপন্যাসের মূল দেখিতে পাই। পুরাণে যে সকল ইতিহাস ক কল্পিতালঙ্কার যুক্ত অত্যুক্তিতে পরিপূ দেখা যায়, তাহারদের মূল ও প্রকৃত তাৎপ আমরা কেবল এইখানেই প্রাপ্ত হই। স্তবিক বৈদিক সময়ের সম্যক জ্ঞান সমুদ

বৈদিক গ্রন্থেই বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব্বে শুনঃশেফের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে আর একটি উপাখ্যান প্রকটন করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের তৎকালে প্রচলিত বিশ্বাস ও মতের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

মনু প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। জল আনীত হইলে তিনি মুখ ধৌত করিবার যেমন উদ্যোগ করিবেন, অমনি তৎক্ষণাৎ জলের সহিত একটী মৎস্য তাঁহার হস্তে পতিত হইল। মৎস্য পতিত হইয়া কহিল, হে মনু! আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। মনু কহিলেন, কি বিপদ্ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে; তাহাতে মৎস্য উত্তর করিল, জলপ্লাবনে সকল জীব নষ্ট হইবে, আমি তৎকালে তোমাকে রক্ষা করিব। মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এক্ষণে কি প্রকারে রাখিব; মৎস্য কহিল, যত দিন আমরা ক্ষুদ্র থাকি, তত দিন আমাদের অনেক প্রকারে বিনাশ পাইবার সম্ভাবনা, মৎস্য মৎস্যেরই ভক্ষ্য। অতএব আমাকে প্রথমে একটি কলস মধ্যে রাখ; যখন আমার দেহ কলসের আয়তনাপেক্ষা বৃহৎ হইবে তখন একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে আমাকে রাখিবে, তৎপরে আমার শরীর উক্ত খাতাপেক্ষা বৃহত্তর হইলে আমাকে সমুদ্রে লইয়া যাইবে, তথায় আমি আর বিনষ্ট হইব না। মনু মৎস্যকে উক্ত প্রকারে রাখিলেন এবং সে বৃহদাকার হইলে তাহাকে সমুদ্রে লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মৎস্য তাহাতে মনুকে কহিলেন, যখন আমি অতিশয় প্রকাণ্ডাকৃতি হইব তখন মহা জলপ্লাবন উপস্থিত হইবে। অতএব একখানি নৌকা নির্ম্মাণ কর, আমার পূজা কর, এবং জলপ্লাবন কালে সেই নৌকা আমার শৃঙ্গে বদ্ধ করিও। যে বৎসরে, মৎস্য জলপ্লাবন হইবে বলিয়াছিল, সেই বৎসরে মনু একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং মৎস্যকে পূজা করিলেন। পরে জলপ্লাবন উপস্থিত হইল, মনুও নৌকারোহণ করিলেন এবং সেই নৌকাকে রজ্জুদ্বারা মৎস্যের শৃঙ্গে বন্ধন করিলেন, মৎস্য নৌকাকে উত্তর পর্ব্বতে লইয়া গেল। পরে মৎস্য মনুকে কহিল, আমি এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, তুমি নৌকাকে একটি বৃক্ষে বন্ধন কর, জলস্রোত যেন তোমাকে পর্ব্বত হইতে লইয়া না যায়, জল নির্গমনের সহিত তোমার নৌকা অল্পে অল্পে নিম্নে আসিবেক। পরে জল ক্রমে বিনির্গত হইলে জলপ্লাবনে সমুদায় জীব নষ্ট হইয়াছিল, অতএব মনু কেবল একাকী জীবিত ছিলেন।

পুরাণে যে আমরা মৎস্য অবতারের কথা পাঠ করিয়া থাকি, তাহা এই উপাখ্যান হইতে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই আখ্যায়িকাতে অবতারের কোন উল্লেখ নাই, অবতারের কথা কেবল আধুনিক পুরাণ গ্রন্থ সকলেই দৃষ্ট হয়, বেদে তাহার কোন প্রসঙ্গই নাই।

ব্রাহ্মণ কল্পে ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছিল। তাহারা মন্ত্র কল্পে পৌরোহিত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে অল্পে অল্পে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রশস্ত উপায় করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আধিপত্য তাহারা অনায়াসে ও নির্ব্বিবাদে প্রাপ্ত হয় নাই। এই উপলক্ষে ক্ষত্রিয় ব-

সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর বিবাদের বিবরণ হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক ব্রাহ্মণগণ যে কৌশল পূর্ব্বক আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ক্ষত্রিয়েরা তৎকালে অজ্ঞাতছিল না, এবং কোন কোন বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিও ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য পদ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, তাহা জনক রাজার ইতিহাসেই দৃষ্ট হইবেক।

বর্ণ ভেদ যে কি প্রকারে কোন্ সময়ে হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে যে আর্য্যগণ যখন হিন্দুস্থানে আগমন করে, তখন তাহাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ ছিল না। ঋগ্বেদের পুরাতন সূক্ত সকলে কেবল আর্য্য এবং হিন্দুস্থানের আদিমবাসী দস্যু জাতি, এই দুয়েরই প্রভেদ উক্ত হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে জনসমাজ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূক্তের নাম পুরুষ সূক্ত, কারণ ইহাতে রূপকচ্ছলে পরব্রহ্ম পুরুষ মেধ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই সূক্তের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥
১১ ঋক

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত
১২ ঋক

যখন তাহারা পুরুষকে অর্পণ করিয়াছিল, তখন তাঁহাকে কত ভাগে বি
করা হইয়াছিল, তাঁহার মুখ কি ছিল,
দ্বয় কি, উরু ও পদই বা কি নামে
হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ, রাজন্যই তাঁ
বাহুদ্বয় হইয়াছিল, যে বৈশ্য সেই তাঁ
উরু ছিল এবং শূদ্র তাঁহার পাদদ্বয় হই
উৎপন্ন হইয়াছিল।

অথর্ব্ব বেদে উক্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণোজজ্ঞে প্রথমোদশশীর্ষোদশাস্যঃ।
সসোমং প্রথমঃ পপৌ স চক্রে রসং বিষং॥

ব্রাহ্মণ প্রথমে দশশিরা ও দশ
বিশিষ্ট ছিলেন, তিনিই প্রথমে সোম
পান করেন এবং বিষকে অরস অর্থাৎ
করেন

বর্ণ ভেদ যে বৃত্তি ও অবয়বের বিভি
হইতেই আদৌ উৎপন্ন হইয়াছে, তা
কোন সংশয় নাই।

নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মং
জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গ
মহাভা

বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর কিছু বি
নাই, ব্রহ্ম প্রথমে জগতে সকলকেই ব্র
রূপে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। কর্ম্ম দ্বা
কেবল বর্ণ ভেদ হইয়াছে।

কিন্তু শূদ্র বর্ণের যে রূপ বিবরণ দে
পাওয়া যায় এবং তাহাদের নিতান্ত
বস্থা বিবেচনা করিলে তাহাদের
বংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বাস্ত
এক জাতীয় মনুষ্যদিগের মধ্যে এ প্র
অবস্থার প্রভেদ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না,
তে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে
গণ হিন্দুস্থানে আগমনানন্তর দস্যুদি
পরাজয় করিয়া দাসত্ব পদে নিযুক্ত ক
ছিল এবং তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া

...রিত। ঋগ্বেদে দস্যুগণ কোন কোন স্থানে দাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,

দৈব্যোবর্ণোব্রাহ্মণআসুর্য্যঃ শূদ্রঃ।

ব্রাহ্মণ বর্ণ দেবোদ্ভব, শূদ্র অসুর হইতে উৎপন্ন।

যদিও বর্ণ ভেদ অতি পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত আছে, তথাপি মনু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সম্যক রূপে বেদে দৃষ্ট হয় না। মনুর মতে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ এবং শূদ্রের সম্মুখে ব্রাহ্মণ কদাপি বেদ উচ্চারণ করিবেন না। কিন্তু ঋগ্বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে কবষ ঐলূষ নামক এক শূদ্র দশম মণ্ডলের কতিপয় সূক্ত রচনা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রথমে দাসী পুত্র বলিয়া যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, পরে তাহাকে দেবানুগৃহীত জানিয়া পুনরায় যজ্ঞ ভাগ প্রদান করিয়াছিল। এই বিবরণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা,

ঋষয়োবৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবষং ঐলূষং সোমাদনয়ন্ দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। তং বহির্ধন্বোদবহন্নত্রৈনং পিপাসা হন্তু সরস্বত্যাউদকং মা পাদিতি। সবহির্ধন্বোদূল্হঃ পিপাসয়া বিত্ত এতদপোনপ্ত্রীয়মপশ্যৎ প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতিতি। তেনাপাং প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছৎ। তমাপোঽনূদায়ংস্তং সরস্বতী সমন্তং পর্য্যধাবৎ। তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি পরিসারকমিত্যাচক্ষতে। যদেনং সরস্বতী সমন্তং পরিসসার তে বাঋষয়োঽব্রুবন্ বিদুর্ব্বা ইমং দেবা উপেমং হ্বয়ামহা ইতি তথেতি তমুপাহ্বয়ন্ত। তমুপহূয়ৈ তদপোনপ্ত্রীয়মকুর্ব্বত প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতিতি।

একদা ঋষিগণ সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং দাসীপুত্র কিতব অব্রাহ্মণ কি রূপে আমারদিগের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে বলিয়া কবষ ঐলূষকে যজ্ঞীয় সোম হইতে নিরাকরণ পূর্ব্বক পিপাসায় ইহার প্রাণ নষ্ট হউক এই অভিসন্ধিতে যাহাতে সে সরস্বতীর জল পান করিতে না পায় এই জন্য তাঁহারা যজ্ঞ স্থানের বহিঃ প্রান্তরে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যান। পরে কবষ ঐলূষ সেই প্রান্তরে পতিত ও পিপাসায় কাতর হইয়া জল দাতা বরুণের উদ্দেশে ব্রহ্ম গান করেন, তাহাতেই তিনি বরুণ দেবের প্রিয়ধান প্রাপ্ত হয়েন। তখন জল তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ও সরস্বতী নদীও আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এই নিমিত্তেই জলের নাম পরিসার হইল। যে হেতু সরস্বতী নদী আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল সেই জন্য ঋষিরা কহিলেন, আমরা জানিলাম দেবতারা ইহাঁকে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব আমরাও ইহাঁকে আহ্বান করি। পরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ইনি ব্রহ্ম গান করুন ইনি সোমের অধিকারী হউন বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন।

ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

নামকরণ।

অভিনব জাত কুমারের ষষ্ঠ মাসে নামকরণ কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা হইলে পিতা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে আমার এই নবকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়া পাঁচ মাস কাল নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়াছে। তুমিই ইহার পিতা মাতা, তুমিই ইহার রক্ষক. এই অন্ধকার সংসারে তুমিই ইহার এক মাত্র সহায়। নাথ! তোমার ক্রোড়ে সুরক্ষিত হইলে ইহার আর কোন ভয় তাপ থাকিবে না। পাপ প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া তুমি ইহার জীবনকে ধর্ম্মভূষণে ভূষিত কর। ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন ইহার আত্মা তোমার মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হইতে পারে, সকল অবস্থাতে যেন ইহার লক্ষ্য তোমার প্রতি স্থির থাকে। হে করুণাময়! তোমার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিয়া আমার এই নব কুমারকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এ যেন তোমার অনুগত পুত্র হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তুমি এই পরিবারের প্রতি যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছ, তজ্জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

আচার্য্য বা উপাচার্য্য এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

হে পরমাত্মন্! এই অভিনব জাত কুমারকে তোমার মঙ্গল ছায়া প্রদান কর, এবং তোমার অমৃত ক্রোড়ে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তুমি এই পরি-

বারের ইষ্টদেবতা, তুমি ইহাঁদের সকলের মনোমন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিয়া ইহাঁরদিগের মধ্যে প্রেম ও পবিত্রতা সংস্থাপন কর, যেন সকলেই তোমার পদানত হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন। তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া এই বলিয়া তাঁহার নামকরণ করিবেন। অদ্যাবধি এই অভিনব বালক কুমার। শ্রীমান অমুক ইহাঁর নামকরণ হইল।

পরে বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবেন, যথা। পরমেশ্বর, এই নবকুমার শ্রীমান অমুককে তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে রক্ষা করুন ইহাঁর জীবনকে সত্যের পথে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করুন ও সর্ব্বদা ইহাঁর শান্তি সংস্থাপন করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

গত ১৮ মাঘ ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে হাটখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পুত্রের নামকরণ হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ যে প্রার্থনা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে পরমেশ্বর। তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনোদ্দেশে আমরা এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রসাদে এই শুভ কর্ম্ম আমরা সম্পন্ন করিলাম। কত প্রকার বিঘ্ন কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; কেবল তোমার প্রসাদেই আমরা সেই রাশি রাশি বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্যে উজ্জ্বল মান ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুদিত হইবে। কে জানিত যে এমন পৌত্তলিক পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা তাহা বাক্যেতে শেষ করা যায় না; মনেতে চিন্তা করা যায় না। সকল স্থানেই তোমার আশ্চর্য্য করুণা নয়ন গোচর হয়। আমাদিগের প্রিয়সুহৃদ আমাদের সম্মুখে যে প্রকারে তাঁহার পুত্র নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই পালন করিতেছ। তুমি পরমসুহৃদ। চিরকালের সখা। যখন এই পরিবারে তোমার মহিমা জ্বলন্তরূপে প্রকাশিত [illegible] তখন তুমি যে সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে [illegible] যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি। তুমি [illegible] দিগকে চিরদিন [illegible] পালন করিতেছ [illegible] শুশ্রূষার সময় আর [illegible]

তখন সকল [illegible] নিয়তই আমাদিগের [illegible] তুমি ইহাতেই ক্ষান্ত নও, তুমি তোমার মঙ্গল [illegible] এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেখানে যাই তোমারই মঙ্গলতার প্রচার দেখি, যখন [illegible] সমাজে তোমাকে দেখিতে [illegible] পুলকিত হয়: কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হয়। যখন একাকী নির্জ্জনে তোমার শরণাপন্ন হই, তখনও তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দ রসে প্লাবিত করে। আমরা যখন এই বন্ধুগৃহে আসিয়া মিলিত হইয়াছি, তখনও তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। কোথায় না তুমি প্রকাশিত রহিয়াছ। হে পরমাত্মন্। তুমি কেমন আমাদিগের এত আনন্দ বিধান করিতেছ, তুমি মহান হইয়া এই ক্ষুদ্রকীট যে আমরা, কেমন আমাদিগকে স্মরণে রাখিয়াছ। তুমি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন নিরাশ হইয়া কেহ ফিরিয়া না যাই। যখন এই গৃহের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, যখন এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর ইহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যখন তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখন ইহার সকলই মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বে কেহই জানিত না যে এত অল্প কালের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সমান ভাব ধারণ করিবে। আজি যেমন এখানে তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, এইরূপ যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে আচরিত হয়, কাল্পনিক ধর্ম্ম যেন বিনাশ পায়; বিদ্বেষ ভাব যেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়; যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী মিলিত হইয়া তোমারই চরণে আসিয়া অবনত হয়: এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মধ্যে যেন তোমারই সত্যধর্ম্ম প্রচার হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে প্রতি গৃহেই তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে; প্রতি হৃদয়েই তোমার সিংহাসন স্থাপিত হইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাহ্ম পরিবার হইবে। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে বিশ্বাস ও কার্য্য একই [illegible] কপটতা ভস্মীভূত হইবে [illegible] বান হইবে ও সকল [illegible] তোমার [illegible] [illegible] অবসান [illegible] [illegible]

কর্ত্তব্য শ্রেণী—

- আপনার প্রতি—
  - মন—
    - জ্ঞান-বিষয়ক
    - ধর্ম্ম-বিষয়ক
  - শরীর—
    - নিবারক — ত্রিবিধ
      - আহার
      - পরিশ্রম
      - বিশ্রাম
    - প্রতীকারক — ঔষধ সেবন
- মনুষ্যের প্রতি—
  - সাধারণ-মনুষ্যের প্রতি—
    - সত্য ব্যবহার—
      - যথার্থ রূপে সত্য নির্ণয় করা
      - অন্যের নিকটে যথার্থ রূপে সত্য বর্ণন করা
      - প্রতিজ্ঞাপালন
    - (১) হিতৈষণা (পরের হিত সাধন)—
      - বিষয়ের প্রতি
      - মর্য্যাদার প্রতি
      - শরীরের প্রতি
      - মনের প্রতি—
        - (১) সুখ বর্দ্ধন করা।
        - (২) দুঃখ না দেওয়া।
        - (১) ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা।
        - (২) পাপে প্রবৃত্তি না দেওয়া।— দুই প্রকারে করা যাইতে পারে
          - স্পষ্ট রূপে—
            - আদেশ
            - উপদেশ
            - প্রোৎসাহন
            - [illegible]
          - গূঢ়রূপে—
            - দৃষ্টান্ত
            - সম্মতি
            - সপক্ষতা
            - উপেক্ষা
    - (২) ন্যায় (পরের অনিষ্ট না করা)
  - বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত—
    - কৃতজ্ঞতা
    - বন্ধুতা
    - রাজা, প্রজা, দাস, প্রভু, [illegible] প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধ
    - স্বদেশানুরাগ
    - গৃহধর্ম্ম—
      - পিতৃভক্তি
      - পুত্রস্নেহ
      - স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ভাব
      - ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ
- [illegible]